জেমস রোলিন্স
ম্যাপ অব বোন্স
অ নু বা দ : রবিন জামান খান
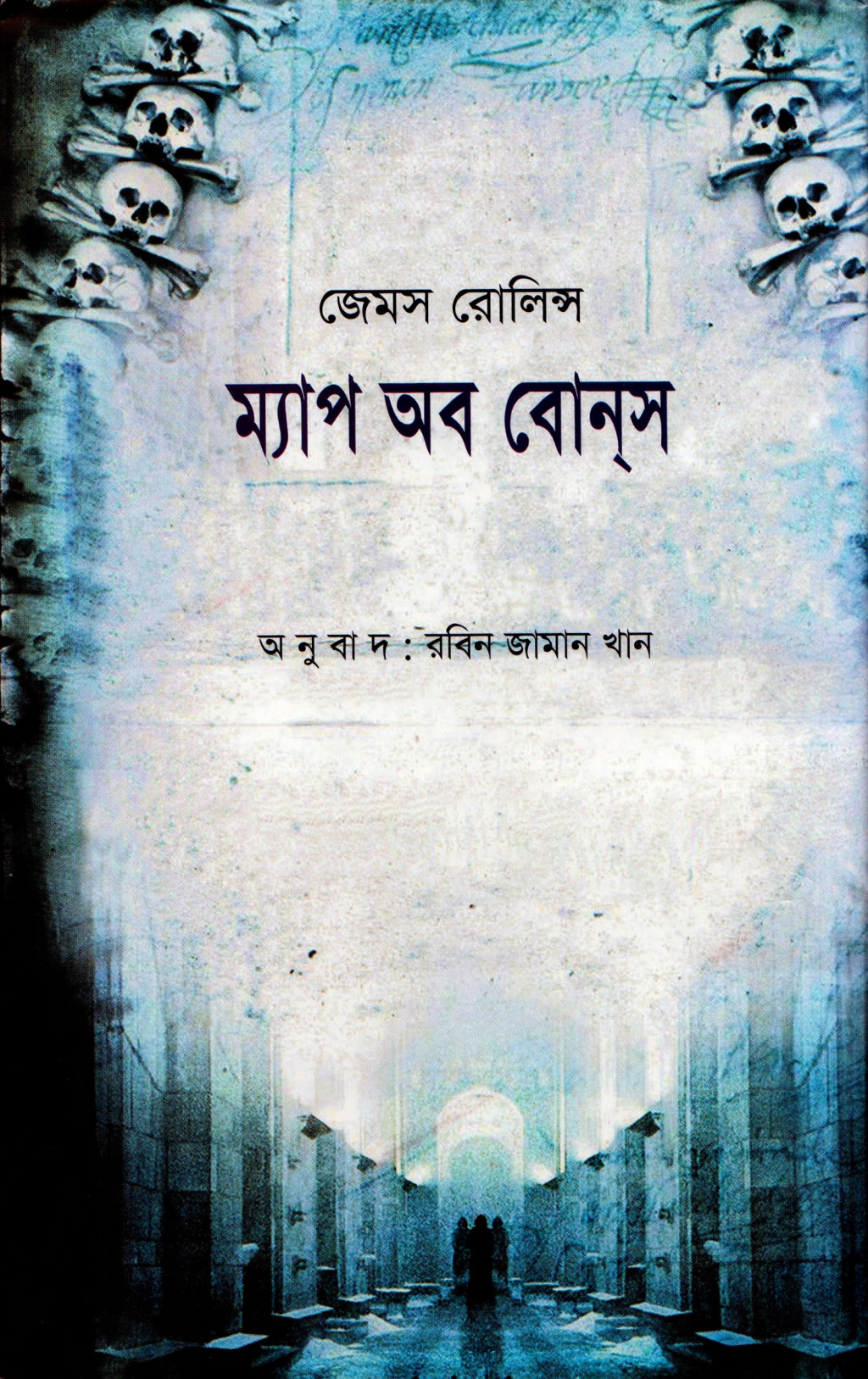
"সম্রাট বারবোসার মিলান শহর লুণ্ঠনের ঠিক আগমুহূর্তে এই সকল পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলো কোলনের আর্চবিশপ (১১৫৭-৬৭) এর তত্ত্বাবধানে দেয়া হয়েছিল। জার্মানির এই আর্চবিশপের উপরে দায়িত্ব ছিল যেভাবেই হোক এই মূল্যবান জিনিসগুলোকে ইটালির সীমানা এবং ক্ষমতাশীল সম্রাটের আওতার বাইরে নিয়ে যেতে হবে...যেভাবেই হোক।"

– *হিসটোরি দে লা সেন্তে ইমপায়ারি রোমানি* থেকে
(দ্য হিসটোরি অফ দ্য হলি রোমান এম্পায়ার), ১৮৪৫, হিসটোরিস লিটারেরিস

লেখকের বক্তব্য :

আমার এই পদযাত্রায় শামিল হবার জন্য প্রথমেই সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। শুরুতেই আমি বইতে বর্ণিত সত্য এবং কল্পনাকে একটু আলাদা করে নিতে চাই। আর বাকিটার ভার আমি ছেড়ে দিব পাঠকদের উপরে।

প্রথমেই পূর্বকথার ব্যাপারে, ম্যাজাই-এর পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলো বর্তমানে কোলনের বর্ণিত ক্যাথেড্রালেই সুরক্ষিত আছে, আর এগুলোকে বহন করে নিয়ে আসা ক্যারাভান বারোশ শতকে আসলেই অ্যামবুশের শিকার হয়েছিল।

প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত সুপারব্ল্যাক সত্যিকারের একটি কম্পাউন্ড, ব্রিটেনের ন্যাশনাল ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরিতে এটা নিয়ে গবেষণা চলছে, এইট বল ফোর্ট ডেট্রিকের সত্যিকারের একটি স্থাপনা, আর লিকুইড বডি-আর্মারও ইউএস আর্মি ল্যাবরেটরির সাম্প্রতিক একটি দুর্দান্ত আবিষ্কার। আমি বইতে বর্ণিত বাকি জিনিসগুলোর ব্যাপারে আর বিস্তারিত বলবো না, তবে এই কয়েকটা বিশেষভাবে বললাম পাঠকদেরকে বোঝানোর জন্যে যে, এই বইয়ে বর্ণিত প্রতিটি ঐতিহাসিক ব্যাপার এবং বৈজ্ঞানিক ঘটনাবলি এগুলোর মতোই সত্য এবং যুক্তিভিত্তিক। আর কেউ যদি বাকিগুলোর ব্যাপারে আরো বিস্তারিত জানতে চান তবে আমার অফিশিয়াল ওয়েবসাইট ভিজিট করতে পারেন। সেখানে আমার যাবতীয় গবেষণার বিস্তারিত বিবরন দেয়া আছে।

ইম্পেরিয়াল ড্রাগন কোর্ট একটি সত্যিকারের ইউরোপিয়ান অর্গানাইজেশান, এটির গোড়াপত্তন হয়েছিল মধ্যযুগে এবং এরা অ্যালকেমির বিভিন্ন লিজেন্ড নিয়েই কাজ করে। তবে আমার বইতে তাদের ব্যাপারে যে নেগেটিভ ব্যাপারগুলো লিখেছি সেটা আমার কল্পনা আর সেগুলো ড্রাগন কোর্টের কাউকে ইঙ্গিত করে লেখা হয় নি।

এই বইয়ের মূল বিষয়ের একটি, এম-স্টেট মেটাল এবং এর বিরাট ঐতিসাসিক প্রেক্ষাপট, পুরোটাই সত্যি এবং এই বিষয়ের উপরে স্যার লরেন্স গার্ডেনারের প্রকাশিত বইও আছে, যেটাতে বর্ণনা করা হয়েছে প্রাচীন মিশর থেকে শুরু করে বর্তমান পর্যন্ত এর প্রেক্ষাপট, মেসিনার ফিল্ড, সুপারকন্ডক্টিভিটি এবং ম্যাগনেটিজমসহ এরা যাবতীয় ইস্যু। স্যার লরেন্স গার্ডেনারকে এজন্যে ধন্যবাদ, আমার এই বইটা লিখতে আমি তার বইটাকে রীতিমত বাইবেলের মতো ব্যবহার করেছি ।

এবার বাইবেলের ব্যাপারে বলতে গেলে, আমার বইতে প্রাচীন ক্রিশ্চিয়ান ইতিহাসে বর্ণিত জিশুর শিষ্যদ্বয় জন এবং টমাসের দ্বন্দ্বের ব্যাপারটাও একটি ঐতিহাসিক সত্য এবং এব্যাপারে আমি রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করেছি ন্যাশনাল বুক অ্যাওয়ার্ড জয়ি লেখক এলাইন প্যাগালের একটি বই।

আর ম্যাজাই এবং সম্ভাব্য ব্রাদারহুডের ব্যাপারটাও আমার মস্তিষ্কপ্রসূত নয় বরং

এটাও ইতিহাস থেকেই নেয়া। ধারণা করা হয় এই ধরনের সংগঠন আজো বিদ্যমান। ভ্যাটিকানের ব্যাপারে বর্ণিত যাবতীয় রেফারেন্সের জন্যে আমি রবার্ট জে. হাচিন্সের নিকট দারুণভাবে কৃতজ্ঞ। রোমে থাকাকালীন সময়ে উনিই ছিলেন আমার ভ্যাটিকানের ইতিহাস থেকে শুরু করে যাবতীয় ব্যাপারের সবচেয়ে সেরা সোর্স।

সবশেষে আমি আশা করবো পাঠকরা আমার বইটা উপভোগ করবেন এবং তারপরও আমি জানি এই বইটা পড়ার পরে সত্য-মিথ্যা আর কল্পনার মিশেলে পাঠকদের মনে অনেক প্রশ্নের উদয় হবেই। সেটা আমি পাঠকদের বিশ্বাস আর কল্পনার উপরেই ছেড়ে দিলাম, তারাই বিবেচনা করবে কোনটা সম্ভব আর কোনটা অসম্ভব। বাকিটা সময়ই বলে দেবে। আমার এই বইয়ের ব্যাপারে নস্টিক ট্র্যাডিশনের একটি কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করবো :

"সব সময় সর্বতোভাবে সত্যকে খোঁজা," আর ম্যাথিউয়ের ৭:৭ কোড অনুযায়ী বলতে গেলে : "খুঁজলেই পাবে।"

–জেমস রোলিন্স

Scanned and Edited By- RAKIB

পূর্বকথা

মার্চ, ১১৬২

আর্চবিশপের লোকেরা ছুটতে ছুটতে নিচের উপত্যকার ছায়ার ভেতরে হারিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। ওদের পেছনে পাহাড়ের উপর থেকে ভেসে আসছে ঘোড়ার তীক্ষ্ণ আর্তনাদ, অসংখ্য মানুষের চিৎকার, গর্জন আর কান্না। ইস্পাতের সাথে ইস্পাতের সংঘর্ষের লোমোহর্ষক শব্দ।

ওরা ঈশ্বরের জন্যে লড়ছে।

কিছুতেই পিছপা হওয়া যাবে না।

ফ্রায়ার হোয়াকিম উপত্যকার খাড়া ঢাল বেয়ে নামতে নামতে ঘোড়ার রাশটা টেনে ধরে নিচের দিকে তাকালেন। উনি দেখে একটু স্বস্তি পেলেন যে ওয়াগনটা প্রায় নিচ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। কিন্তু এই বিপদ থেকে বেরোতে হলে ওদেরকে আরো বেশ খানিকটা পথ পাড়ি দিতে হবে। মাইলখানেকেরও বেশি।

একবার পার হয়ে গেলে আর চিন্তা নেই...

হোয়াকিম ঘোড়াটাকে আবার থামিয়ে পিছনে তাকালেন।

বসন্ত প্রায় চলে এলেও পাহাড়ি এই এলাকা থেকে শীতের ছোঁয়া পুরোপুরি যায় নি। পাহাড়ের চূড়াগুলো সুর্যের আলোয় ঝলমল করছে। দারুণ দৃশ্য, কিন্তু শীত এই উপত্যকাকে দিয়েছে ভিন্ন এক বিপজ্জনক রূপ। শীতে জমা বরফ এখন গলতে শুরু করে পরিণত হয়েছে বিশ্রী কাদায়। ঘোড়াগুলোকে ঠিকমত ছুটতে দিচ্ছে না এই কাদা।

ওয়াগনের চাকাগুলোও প্রায় ডুবে ডুবে অবস্থা।

হোয়াকিম ঘোড়ার পেটে জুতো দিয়ে খোঁচা দিতেই ঘোড়াটা ছুটতে শুরু করলো।

ওয়াগনটার সামনে প্রায় একদল ঘোড়া জুড়ে দেয়া হয়েছে। আর পেছন থেকেও কয়েকজন মিলে সর্বশক্তি দিয়ে গাড়িটাকে ঠেলছে। উদ্দেশ্য একটাই, যথাসম্ভব দ্রুত এগোতে হবে।

ওয়াগন চালক চেঁচিয়ে উঠলো : "এই-ইয়া!" তার হাতের চাবুক আছড়ে পড়ে শিষ কাটলো ঘোড়াগুলোর মাথার উপরের বাতাসে।

ঘোড়াগুলোর নিচু মাথা আরো নিচু হয়ে গেল। ওরাও জানপ্রাণ দিয়ে টানছে।

ধীরে অতি ধীরে, ওয়াগনটা আবার চলতে শুরু করলো। ওটার চাকাগুলো কাদা থেকে বেরিয়ে আসার সময়ে হিস্ করে যে শব্দটা হলো সেটা শোনালো অনেকটা মানুষের বুক থেকে বাতাস বেরিয়ে আসার মতো। পেছন থেকে এখনো যুদ্ধ আর মৃত্যুর আলোড়ন বাতাসে ভেসে আসছে।

জোয়াকিমের মনে একটাই ভাবনা, কিছুতেই পিছপা হওয়া যাবে না।

ওয়াগনটা এখন দুলতে দুলতে এগোচ্ছে। ভেতরে রাখা তিনটা পাথরের কফিন, বেঁধে রাখা দড়িতে ঘষা খেয়ে ওগুলো বিচিত্র শব্দ করছে।

হে ঈশ্বর, একটাও যাতে ছিড়ে না যায়।

ফ্রায়ার ফ্রাঞ্জ নিজের ঘোড়াটাকে জোয়াকিমের পাশে নিয়ে এলেন। "সামনের রাস্তা খালি বলেই মনে হচ্ছে।"

"কফিনগুলোকে রোমে ফিরিয়ে নেয়া সম্ভব না। যেভাবেই হোকে জার্মান সীমান্তে পৌছাতেই হবে।"

ফ্রাঞ্জ মাথা ঝাঁকালেন। উনি বুঝতে পেরেছেন কফিনগুলো ইটালির মাটিতে মোটেও নিরাপদ নয়। এখন যে লোক পোপের ক্ষমতা দখল করে আছে সে মোটেও ভালো লোক নয়, একটা দুর্বৃত্ত শয়তান। আসল পোপকে ষড়যন্ত্র করে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে ফ্রান্সে।

ওয়াগনটা এখনো এগোচ্ছে বটে তবে গতি খুব কম। এটার গতি কাদার কারণে আবার কমে গেছে। একজন মানুষ যতোটা দ্রুত হাটতে পারে এটার গতি তারচেয়েও কম। হোয়াকিম আবারো পিছনে তাকালেন।

যুদ্ধের আওয়াজ অনেক কমে গেছে। মানুষের চিৎকার আর কান্না কমে গিয়ে এখন শোনা যাচ্ছে অস্পষ্ট কান্না আর গোঙানির শব্দ। তরবারির ঝনাঝন শব্দ এখন আর নেই বললেই চলে। তার মানে ওদের সৈন্যরা হেরে গেছে।

হোয়াকিম চোখ কুঁচকে দেখার চেষ্টা করলেন কি হচ্ছে ওখানটায়।

হঠাৎ করে উনার চোখের সামনে রূপালি কিছু একটা ঝলসে উঠলো।

একজন নিঃসঙ্গ মানুষ, তার বর্মে রোদ লেগে ঝলসে উঠেছে।

বর্মের গায়ে লাল ড্রাগনের ছাপটা দেখেই উনি বুঝতে পারলেন লোকটা কে। ভন্ড পোপের এক সেনাপতি। বিধর্মীটার এতবড় সাহস, সে নিজের নাম দিয়েছে ফিয়েরাব্রাস, একজন শহীদ খৃস্টান বীরের নামানুসারে।

এই হারামিটার হাতে ডজন ডজন খৃস্টান সৈন্যের রক্ত লেগে আছে। বদমাশটা আগে ছিল একজন স্যারাসিন সৈন্য, আরব মুসলিমদের হয়ে খৃস্টানদের বিরুদ্ধে ক্রুসেড লড়েছে। কিন্তু গত বছর ভন্ড পোপ তাকে ধর্মান্তরিত করে খৃস্টান সেনার দলে নিয়ে নেয়। সেই থেকে প্রাক্তন স্যারাসিন ফিয়েরাব্রাস ভন্ড পোপ চতুর্থ ভিক্টরের সেনাবাহিনীর এক অমূল্য অংশ হিসেবে কাজ করছে।

ফিয়েরাব্রাস বিশালদেহী। ওর দলের অন্য সৈন্যদের থেকেও প্রায় একমাথা বেশি লম্বা। ওকে দূর থেকে দেখতে দৈত্যের মতোই লাগে।

ফিয়েরাব্রাস উপত্যকা থেকে নামার কোন চেষ্টাই করলো, কারণ সে জানে চেষ্টা করেও লাভ নেই, ও বেশি দেরি করে ফেলেছে।

ওয়াগনটাও এখন শুকনো রাস্তায় উঠে এসেছে। জার্মান সীমান্ত খুব বেশি দূরে নেই। আর মাত্র এক মাইলেরও কম।

ফিয়েরাব্রাস নিজের ঘোড়ার পিঠে নড়ে উঠলো। ও কি যেন করছে। হোয়াকিম সচকিত চোখে তার উপরে নজর রাখার চেষ্টা করছেন।

ফিয়েরাব্রাস তার কাঁধ থেকে বিশাল এক ধনুক নামিয়ে হাতে নিল। ধনুকটা মিশমিশে কালো, যেন অন্ধকার কুঁদে তৈরি করা। সেই ধনুকে একটা তীর জুড়লো লোকটা।

জোয়াকিমের কপালে ভাজ পড়লো। একটা মাত্র তীর দিয়ে কিছুই করতে পারবে না হারামিটা।

একটা তীর, সংক্ষিপ্ত আওয়াজ তুলে আকাশে উড়লো সেটা। একমুহূর্তের জন্যে সূর্যের আলোয় জোয়াকিমের চোখের আড়াল হয়ে গেল সেটা। তারপরই সশব্দে ওটা আছড়ে পড়লো ওয়াগনে রাখা কফিনটার উপরে।

হোয়াকিম বিস্ফোরিত চোখে দেখলেন প্রচন্ড শব্দ করে কফিনটা ফেঁটে গেল। উপরের পাথরটা চিরে দুভাগ হয়ে যেতেই দড়িটা ছিড়ে লুটিয়ে পড়লো দুপাশে। এখন আর বাঁধা না থাকায় তিনটা কফিনই বিপজ্জনকভাবে পিছলে চলে এল ওয়াগনটার পিছন দিকে।

কয়েকজন দৌড়ে এসে গাড়িটার পেছন দিকটা তুলে ধরার চেষ্টা করলো যাতে করে কফিনগুলো পড়ে না যায়। প্রথম দুটো আটকানো গেলেও তৃতীয়টা এসে পড়লো একজনের কোমরের উপরে। সাথে সাথে গুড়িয়ে গেল লোকটার কোমড়ের হাঁড়। একটা চিৎকার করেই সে মাটিতে পড়ে গেল।

বাকিরা মিলে ধরাধরি করে লোকটার উপরে থেকে কফিনটা সরিয়ে দিল। কিন্তু জিনিসটা এতোই ভারি সবাই মিলেও ওটাকে কিছুতেই ওয়াগনে উঠাতে পারলো না।

"দড়ি," ফ্রাঞ্জ চেচিয়ে উঠলেন। "আমাদের দড়ি লাগবে!"

যারা কফিনটা ধরে ছিল তাদের আরেকজনের হাত আবারো পিছলে যেতেই কফিনটা আছড়ে পড়লো মাটিতে। সেই সাথে সরে গেল ওটার উপরের ঢাকনাটাও।

সামনে থেকে ঘোড়ার খুরের শব্দ ভেসে আসছে। হোয়াকিম চোখ তুলে তাকালেন। অবশ্য উনি জানতেন কি দেখতে পাবেন। যে রাস্তা দিয়ে রওনা দিয়েছিলেন সেটার অন্যপ্রান্ত থেকে একদল মানুষ ঘোড়ায় করে এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। সবার পরনে কালো পোশাক।

ফিয়েরাব্রাস আগে থেকেই ধারণা করেছিল ওরা কফিন নিয়ে এদিক দিয়ে পালাবার চেষ্টা করতে পারে, তাই আগে থেকেই নিজের দলের কিছু লোককে সে এখানে লুকিয়ে রেখেছিল।

হোয়াকিম চুপচাপ নিজের ঘোড়ায় বসে রইলেন। পালাবার কোন রাস্তা নেই। দু'দিকেই শত্রু।

পাশ থেকে উনি ফ্রাঞ্জের আঁৎকে ওঠার শব্দ শুনতে পেলেন। কিন্তু সে ফিয়েরাব্রাসের সেনাদেরকে দেখে ভয় পায় নি। কফিনটার ঢাকনা সরে যওয়াতে ওটার ভেতরটা দেখা যাচ্ছে এখন।

একদম ফাঁকা।

"খালি!" ফ্রাঞ্জ চেঁচিয়ে উঠলেন। "কিছুই নেই ভেতরে!"

একলাফে ওয়াগনেরর ভেতরে উঠে আরেকটা কফিনের ঢাকনা সরিয়ে দিল।

এটাও শূন্য।

"এখানেও কিছু নেই!" এক ঝটকায় ফিরলো জোয়াকিমের দিকে। তার চোখজোড়া ঠান্ডা। তাতে বিস্ময়ের লেশমাত্র নেই। "তুমি জানতে, তাই না? তুমি জানতে!"

হোয়াকিম কোন জবাব না দিয়ে কালো পোশাক পরা সেনার দিকে তাকালেন। অবশ্যই উনি জানতেন। এই পুরো ক্যারাভানটা, পালানোর চেষ্টা, সবকিছুই একটা ছলনা ছাড়া আর কিছু না। আসল কফিনগুলো নিয়ে একটা ওয়াগন গতকালই রওনা দিয়েছে। কফিনগুলো যত্ন করে সিল্কে মুড়িয়ে লুকিয়ে রাখা হয়েছে একটা খড়ের গাদার নিচে।

হোয়াকিম উপত্যকা ধরে এগিয়ে আসতে থাকা ফিয়েরাব্রাসের দিকে তাকালেন। স্যারাসিনটা আজকে ওদের জীবন নিতে পারবে কিন্তু কফিনগুলো পাবে না। ও আর ওর ভন্ড পোপ কখনোই ওগুলোর সন্ধান পাবে না।

কখনোই না।

বর্তমান সময়

জুলাই ২২, রাত ১১:৪৬
কোলন, জার্মানি

জেসন নিজের আইপডটা ম্যান্ডির হাতে ধরিয়ে দিল। "শুনে দেখো, এটা গডস্ম্যাক ব্যান্ডের নতুন গান। আমেরিকায় গানটা এখনো ছাড়ে নি। দারুণ না?"

ম্যান্ডির প্রতিক্রিয়া দেখে জেসন একটু হতাশই হল। ম্যান্ডি কাঁধ ঝাঁকিয়ে ভাবলেশহীন মুখে আইপডটা জেসনের হাত থেকে নিল। গোলাপি রঙ করা চুলগুলো গাল থেকে সরিয়ে ইয়ারফোন কানে গুজলো। নড়াচড়ার ফলে ওর জ্যাকেটটা বুকের কাছে সরে গিয়ে টাইট টি-শার্টে ঢাকা আপেলের মতো স্তনগুলো বেরিয়ে পড়েছে।

জেসন সেদিকে তাকিয়ে আছে হা করে।

ম্যান্ডি আইপডের প্লে বাটনটা টিপে দিয়ে দুই হাতের উপর মাথা রেখে শুয়ে পড়লো। ওরা একটা গোলাকার ঘাসের জমিতে বসে আছে, এটাকে বলে ডমভরপ্লাট্জ। জমিটা বিশাল একটা পুরনো গথিক গির্জাকে ঘিরে আছে। গির্জাটা ক্যাপিটল হিল নামে একটা পাহাড়ের উপরে। এখান থেকে তাকালে পুরো শহরটা দেখা যায়।

জেসন পুরনো গির্জাটার মার্বেলের থামগুলো দেখছে। অন্ধকারে গির্জাটাকে দেখে মনে হচ্ছে মাটির গভীর থেকে উঠে আসা কোন প্রাচীন দানব।

আইপড থেকে গানের সুর ভেসে আসতে জেসন ম্যান্ডির দিকে তাকালো। ওরা দুজনেই আমেরিকান, বোস্টন কলেজে পড়ে। গ্রীষ্মের লম্বা ছুটিতে জার্মানি আর অস্ট্রিয়াতে ঘুরতে এসেছে। ওদের সাথে আরো দু'জন বন্ধু আছে, ব্রেন্ডা আর কার্ল। কিন্তু ওরা গির্জাতে আসে নি। ওদের কাছে গির্জা দেখতে আসার চেয়ে বারে যাওয়াটাই বেশি ভালো কাজ বলে মনে হয়েছে। ম্যান্ডি জেসনকে নিয়ে এখানে এসেছে কারণ ও ক্যাথলিক আর আজ রাতে এই গির্জাতে আর্চবিশপ নিজে বক্তৃতা দেবেন। জেসন প্রটেস্ট্যান্ট হলেও ম্যান্ডিকে মানা করতে পারে নি।

ম্যান্ডি মনোযোগ দিয়ে গান শুনছে আর জেসন একই মনোযোগের সাথে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। হঠাৎ করে ম্যান্ডির একটা হাত ওকে ছুঁলো। জেসনের বুকর ভেতরে রক্ত ঝলকে উঠলো। ম্যান্ডি এখনো গির্জাটার দিকেই তাকিয়ে আছে।

জেসন ওর দিকে সরে এল। *আজ রাতে কি কিছু হতে পারে?*

কিন্তু হঠাৎ গানটা শেষ হয়ে যাওয়াতে ম্যান্ডি হাত সরিয়ে কান থেকে ইয়ারফোন খুলে ফেললো।

"আমাদের ভেতরে যওয়া উচিত," গির্জার দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা মানুষের লাইনের দিকে ইশারা করলো সে।

বলতে বলতে ও জ্যাকেটের বোতাম লাগিয়ে চুল ঠিক করে একটা স্কার্ফ পরে

নিল। ম্যান্ডিকে দেখে চেনাই যাচ্ছে না। নিজের জ্যাকেট আর জিন্সের দিকে তাকিয়ে জেসনের একটু অস্বস্তি লাগলো। ম্যান্ডির পাশে ওকে একটা ছ্যাচড়া ছাড়া আর কিছু মনে হচ্ছে না।

"তোমাকে দেখতে ভালোই লাগছে," ম্যান্ডি যেন জেসনের মনের কথা পড়ে ফেলেছে।

"ধন্যবাদ," জেসন বিড় বিড় করে বললো।

ওরা দরজার দিকে এগিয়ে যেতে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকা একজন ডিকন ওদেরকে স্বাগত জানালো, "*উইলকমেন!*"

"*ডানকে*," ম্যান্ডি ধন্যবাদ জানিয়ে ভেতরে ঢুকলো।

ভেতরে সব জায়গায় মোমবাতির নরম আলো খেলা করছে। ওদের সামনে একটা পাথরের। ওগুলো দেখে গির্জাটার প্রাচীনত্বের একটা ধারণা পাওয়া যায়। জেসনের মনে পড়লো এই গির্জাটা চৌদ্দশ শতকের।

ওটার পাশে একটা ছোট্ট কলের মতো বসানো। ম্যান্ডি এগিয়ে গিয়ে নিজের মুখে পানির ছিটে দিয়ে তারপর আঙুল দিয়ে বাতাসে ক্রসের একটা সাইন আঁকলো।

এসব দেখে জেসনের অস্বস্তি আরো বেড়ে গেল। ওর বার বার মনে পড়ে যাচ্ছে ও একজন প্রটেস্টান্ট, আর প্রটেস্টান্টরা খৃস্টান হলেও ক্যাথলিকদের এসব নিয়মকানুন অনুসরন করে না।

"এসো আমার সাথে," ম্যান্ডি ওকে বললো। "আমি একটা ভালো সিট পেতে চাই।"

জেসন ওর পিছে পিছে হাটছে, গির্জার প্রধান হলে ঢুকতেই ওর অস্বস্তিকে চাপা দিল বিস্ময়। জায়গাটা সাধারন কিন্তু রাজসিক। প্রায় চারশো ফিট জুড়ে ছড়িয়ে আছে।

কিন্তু জেসন তা দেখে অবাক হয় নি। ওর বিস্মিত হবার কারণ গির্জাটার দৈর্ঘ্য। উপরে তাকাতে ওর দৃষ্টি বিভিন্ন ধরনের থাম আর আর্চওয়ে ছুঁয়ে উঠতেই থাকলো। ছাদটা সাধারন গির্জার ছাদের মতোই ভল্ট করা, তবে কারুকাজ অনেক বেশি সুন্দর আর নিখুঁত। হলের ভেতরে জ্বালানো হয়েছে শতশত মোমবাতি আর সেগুলোর ধীরগতির ধোঁয়া ছাদটাকে ছোঁবার চেষ্টা করছে। ঘর ছেয়ে গেছে আগরবাতির গন্ধে। রুমটার অপরপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে একটা ডায়াস।

হলের ডায়াসটার সামনে একটু জায়গা খালি রেখে হলটার ভেতরে সারি সারি সিট সাজানো। ম্যান্ডি মাঝামাঝি একটা সারি বেছে নিয়ে বললো, "এখানে বসি, কেমন?" জেসনের দিকে তাকিয়ে ও ছোট্ট একটা হাসি দিল। সেখানে একটু লজ্জা আর কিছুটা কৃতজ্ঞতা।

জেসন ওর দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বোকার মতো মাথা নাড়লো। স্কার্ফ পরা ম্যান্ডিকে এই আলোতে অদ্ভুত সুন্দর লাগছে।

ম্যান্ডি এগোতে এগোতে বেঞ্চের সারির শেষ প্রান্তে দেয়াল ঘেষা সিটটায় বসে জেসনকেও হাত ধরে টেনে বসিয়ে দিল।

যাক, আজ রাতটা মনে হয় ভালোই যাবে।

একটা ঘণ্টা বাজার পরে ডায়াসে দাঁড়ানো একদল মানুষ সম্মিলিত কণ্ঠে গান গাইতে লাগলো। এদেরকে বলে কয়্যার। কয়্যারদের গান শুরু হবার মানে হলো একটু পর প্রার্থনা শুরু হবে।

জেসন অবাক হয়ে দেখছে ম্যান্ডি কি করে। ক্যাথলিকদের সম্মিলিত প্রার্থনাকে বলে ম্যাস। এখানে ওদের বহু আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে হয়। ম্যান্ডি উঠে দাঁড়িয়ে একবার ঝুঁকে তারপর আবার বসে পড়লো, জেসনের কাছে মনে হলো যেন কোন জটিল ধার্মিক নৃত্য। আশেপাশে আরো অনেক কিছু ঘটছে। এক পাদ্রি চেয়ারের সারিগুলোর ভেতর দিয়ে একটা মাটির বল দোলাতে দোলাতে এগিয়ে যাচ্ছেন, সেটা থেকে এক ধরনের সুগন্ধি ধোঁয়া বেরুচ্ছে। তারপর এলেন আর্চবিশপ নিজে, মাথায় লম্বা সোনালি কারুকাজ করা টুপি। তাকে ঘিরে রেখেছে পাদ্রিদের ছোট একটা দল।

গির্জাটার প্রাচীনত্ব আর গাম্ভীর্যতাও এই অনুষ্ঠানের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ। একদিকে জিশু আর মাতা ম্যারির একটা ভাস্কর্য যেন মনোযোগ দিয়ে গান শুনছে, আর অন্যদিকে মার্বেল পাথরে গড়া সেন্ট ক্রিস্টোফার এক শিশুকে কোলে নিয়ে শান্ত হাসিমুখে তাকিয়ে আছে প্রার্থনাকারীদের দিকে। চারপাশ ঘিরে আছে বিশাল, রঙিন কাঁচের জানালা, যেগুলোতে খৃস্টিয় সন্তদের বীরত্বের ছবি আঁকা।

কিন্তু এত শৈল্পিক সৌন্দর্যের মাঝেও জেসনের নজর কেড়ে নিল ডায়াসের পেছনে, মাঝামাঝি রাখা অপূর্ব সুন্দর কফিনটা। জিনিসটা একটা কাঁচের বাক্সের ভেতরে রাখা। কফিনটা সাইজে একটা বড় সিন্দুকের সমান। ওটাকে বানানো হয়েছে ছোট্ট গির্জার আকৃতিতে। জেসনরা এখন যে গির্জাটাতে বসে আছে সেটা বানাবার প্রধান কারণ হচ্ছে এই কফিনটা। বিরাট ভবনটার ভেতরে যেন এই অমূল্য সম্পদটাকে সুরক্ষিত রাখা যায়।

কফিনটা সম্পূর্ণ সোনা দিয়ে বানানো। এই ঐতিহাসিক বস্তুটিকে মধ্যযুগীয় স্বর্ণকারদের পারদর্শীতার অন্যতম উদাহরন হিসেবে গণ্য করা হয়। আর এই কফিনটা প্রাচীনও বটে। তেরোশ শতকে ভারডানের নিকোলাস এই কফিনটা তৈরি করেন।

জেসন এতোক্ষন এতোটাই নিজের চিন্তার ভেতরে ডুবে গেছিলো যে ও খেয়ালই করে নি কখন ম্যাস শেষ হয়ে গেছে। এখন সব প্রার্থনাকারীরা চেয়ারের সারিগুলোর মাঝখানে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। ওরা একে একে আর্চবিশপের কাছে গিয়ে জিশুর পবিত্র রুটি আর ওয়াইন মুখে দেবে।

ম্যান্ডিও উঠে দাঁড়ালো আস্তে করে। জেসনের কানের কাছে মুখ নিয়ে বললো, "আমি এক্ষুণি আসছি।"

ও এগিয়ে যাবার পর জেসনও উঠে দাঁড়ালো। বসে থাকতে থাকতে ওর হাত পা ধরে গেছে। তাছাড়া এখানে আসার আগে প্রায় তিন বোতল কোক খেয়ে এসেছে, সেগুলো এখন তলপেটে নিজেদের উপস্থিতি জানান দিচ্ছে।

ও পেছনে তাকালো। ঢুকবার সময়ই ওর চোখে পড়েছে এই হলটার বাইরে একটা বাথরুম আছে।

পেছনে তাকাতেই একটা অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়লো ওর। গির্জার হলে ঢুকবার যতগুলো দরজা আছে সবগুলো দিয়ে সারিবদ্ধভাবে একদল মানুষ ঢুকছে। সবার পরনে খৃস্টান মঙ্কদের মতো পোশাক। কালো আলখেল্লা আর লম্বা হুড দিয়ে ঢাকা মুখ। অবাক করার মতো বিষয়, ওরা সবাই মিলিতভাবে একই তালে একসাথে পা ফেলছে, অনেকটা ট্রেনিংপ্রাপ্ত সেনাদলের মতো।

এটাও কি ক্যাথলিকদের কোন অনুষ্ঠানেরই অংশ নাকি?

হলের চারদিকে চোখ বুলিয়ে জেসন দেখলো সামনের দরজাগুলো দিয়েও বেশ কয়েকজন মঙ্ক এসে ঢুকেছে। ওরা ডায়াসের পেছনে মাথা নিচু করে এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছে যেন ঈশ্বরের প্রার্থনায় মগ্ন। কিন্তু জেসনের কাছে ওদের দেখে মনে হলো ওরা যেন দরজাগুলো পাহারা দিচ্ছে।

ব্যাপারটা কি?

ও সামনে তাকিয়ে ম্যান্ডিকে দেখতে পেল ডায়াসের উপরে। মাথা নত করে রুটি মুখে দিচ্ছে। ওর পেছনে আরো কয়েকজন দাঁড়িয়ে আছে, ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে জিশুর পবিত্র প্রসাদের জন্যে।

আমেন, জেসন মনে মনে বললো।

ম্যান্ডির পর বাকিরাও যার যার প্রসাদ খেয়ে সিটে ফিরে আসছে। ম্যান্ডি ওর পাশে এসে বসার পর জেসন জানতে চাইলো, "এই মঙ্কদের ব্যাপারটা কি?"

ম্যান্ডি বসেই মাথা নিচু করে ফেলেছে। জেসনের প্রশ্নের জবাবে ও মুখ তুলে 'শ শ' শব্দ করে চুপ থাকতে বললো। জেসন আবারো চেয়ারে হেলান দিল। চারপাশের সবাই ম্যান্ডির মতো মাথা নিচু করে রেখেছে।

হয়তো তলপেটের চাপের কারণেই জেসনের আর বসে থাকতে ভালো লাগছে না। ও ম্যান্ডির কনুইয়ের দিকে হাত বাড়ালো, ওকে উঠতে বলবে। সামনে কিছু একটা নড়েচড়ে উঠতেই ও থেমে গেল। তাকিয়ে দেখলো ডায়াসের দুপাশে কয়েকজন মঙ্ক দাঁড়িয়ে ছিল, তারা নিজেদের আলখেল্লার ভেতর থেকে আগ্নেয়াস্ত্র বের করে আনছে। মোমের আলোয় সেগুলো চকচক করে উঠলো। উজি সাবমেশিনগান, সবগুলোর মুখে লম্বা সাইলেন্সার লাগানো।

কেউ কিছু টের পাবার আগেই ডায়ানের পেছন থেকে ভেসে এল গুলির শব্দ, চাপা কাশির শব্দের চেয়ে বেশি জোড়ালো না। ডায়াসে যে পাদ্রি দাঁড়িয়ে ছিল তার শরীর নেচে উঠলো। একমুহূর্ত পরেই সে লুটিয়ে পড়লো মাটিতে, তার সাদা পোশাকে ফুটে উঠলো লাল লাল দাগ।

এক সেকেন্ডের জন্যে সময় যেন থেমে গেল। কারো মুখ থেকে কোন শব্দ বের হচ্ছে না। তারপর কয়েকজন প্রার্থনাকারী একসাথে আর্তনাদ করে উঠলো। আর্চবিশপ একলাফে নিজের চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়লেন, ভয়ে তার চোখ বিস্ফোরিত।

মঙ্করা চেয়ারের সারিগুলোকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেললো। ওরা জোরে জোরে অর্ডার দিচ্ছে বিভিন্ন ভাষায়, ইংরেজি, ফ্রেঞ্চ, জার্মান, কিন্তু সবাই একই কথা বলছে, "নিজের সিটে বসে থাকো, না হলে মরবে।"

ম্যান্ডি জেসনের সাথে শক্ত হয়ে বসে আছে। ওর একটা হাত জেসনের হাতের মুঠোয়। জেসন দ্রুত মাথা ঘুরিয়ে সামনে পেছনে দেখলো। দুদিকের দরজাই বন্ধ।

হচ্ছেটা কি এখানে?

মেইন দরজার সামনে দাঁড়ানো মঙ্কদের ভেতর থেকে একজন সামনে এগিয়ে আসছে, এই মঙ্ক অন্যদের থেকে আলাদা। এও অন্যদের মতো আলখেল্লা পরে থাকলেও এরটা আলাদা, আর এ সবার থেকে বেশ লম্বা। লোকটা মাথা উঁচু করে এগিয়ে গেল ডায়াসের দিকে। অন্য মঙ্কদের মতো এর হাতে কোন অস্ত্রও নেই।

লোকটা ডায়াসে দাঁড়ানো আর্চবিশপকে কী যেন বললো। জেসন বুঝতে পারলো ওদের ভেতর ল্যাটিনে কথা হচ্ছে। কিছুক্ষন দুজনেই বেশ উঁচু গলায় তর্ক করলো। তারপর আর্চবিশপ বেশ ভয়ার্ত চেহারা নিয়ে পিছিয়ে গেলেন।

মঙ্কদের নেতা সরে দাঁড়াতেই দুজন মঙ্ক ডায়াসের উপরে গুলি চালালো। ওদের লক্ষ্য আর্চবিশপ না, বরং ডায়াসের উপরে রাখা কফিনটা। গুলির আঘাতে কফিনটার উপরের কাঁচে আচড় পড়লো ঠিকই কিন্তু ওটা ভাঙলো না। বুলেটপ্রুফ।

"ডাকাত..." জেসন বিড়বিড় করে বললো। তাহলে এটা ডাকাতি ছাড়া আর কিছু না।

কাঁচটাকে আক্রমনের মুখে হার স্বীকার করতে না দেখে আর্চবিশপও যেন নতুন করে সাহস ফিরে পেলেন। উনি মেরুদন্ড সোজা করে দাঁড়াতেই মঙ্কদের নেতা একটা হাত বাড়িয়ে দিল। জেসন শুনতে পের লোকটা বিশপের দিকে আঙুল তুলে এবার ইংরেজিতে বলছে, "আপনার অনুসারীদের মৃত্যুর জন্যে নিশ্চয় আপনি দায়ি হতে চান না?"

নেতার ইশারা পেয়ে আরো দুজন মঙ্ক এগিয়ে এসে কফিনটার দুইদিকে দুটো ধাতব চাকতি সেট করলো। সাথে সাথে বাক্সটায় একটা প্রতিক্রিয়া দেখা গেল।

বুলেটপ্রুফ গ্লাসটা ভেঙে ছিটকে চলে এল সামনের দিকে। জেসন হঠাৎ একটা চাপ অনুভব করলো চারিদিক থেকে। ওর মনে হচ্ছে যেন চারপাশ থেকে গির্জার দেয়ালগুলো চেপে আসছে। কানে তালা লেগে গেল।

জেসন ম্যান্ডির দিকে তাকালো।

ম্যান্ডির হাত এখনো জেসনকে ধরে আছে কিন্তু ওর মাথা পেছন দিকে হেলে গেছে, মুখ হা।

"ম্যান্ডি..."

অন্যান্য প্রার্থনাকারীদের দিকে তাকিয়ে জেসন দেখলো সবারই একইরকম অসহায় অবস্থা। ম্যান্ডির হাত জেসনের হাতের ভেতরে কাঁপতে লাগলো। ওর চোখ থেকে পানি গড়িয়ে পড়ছে। একমুহূর্তের ভেতরে সেটা রূপান্তরিত হলো রক্তে। জেসন দেখলো ম্যান্ডির নিঃশ্বাস নেয়া বন্ধ হয়ে আসছে। তারপর ম্যান্ডির শরীর প্রচন্ড জোরে একবার ঝাঁকুনি খেল, জেসনের হাত থেকে ছুটে গেল ওর হাত। কিন্তু হাতটা ছাড়বার ঠিক আগ মুহূর্তে জেসনের মনে হলো ম্যান্ডির শরীর থেকে যেন একটা ইলেকট্রিক শক এসে লেগেছে ওর শরীরে।

জেসন এক লাফে উঠে দাঁড়ালো, ভয়ে ওর চোখ বড় বড় হয়ে গেছে।

ম্যাভির খোলা মুখ থেকে হালকা সাদা ধোঁয়া বেরুচ্ছে।

মৃত!

জেসন স্তব্ধ আতঙ্কে চারিদিকে তাকালো। অন্য সব প্রার্থনাকারীরাও ম্যাভির মতোই নিঃসাড়, মৃত। শুধু হাতে গোনা দুয়েকজন বেঁচে আছে। দুটো বাচ্চা, মৃত বাবা আর মায়ের মাঝখানে বসে চিৎকার করে কাঁদছে। জেসন বুঝতে পারলো ওরা কেন বেঁচে আছে। প্রার্থনাকারীদের ভেতরে শুধু ওরাই গির্জার দেয়া পবিত্র রুটি খায় নি।

ও পিছাতে গেলে ওর পিঠ একটা দরজার সাথে ধাক্কা খেল। মঙ্করা ওর নড়াচড়া এখনো খেয়াল করে নি। ও দরজাটা খুলে হুট করে ভেতরে ঢুকে পড়লো। এটা বাইরে যাবার দরজা না, কনফেশন বুথের দরজা। কনফেশন বুথ হচ্ছে ক্যাথলিক গির্জার আর একটা বৈশিষ্ট্য। এগুলো ছোট্ট, দুইভাগে বিভক্ত রুম, যেগুলোর মাঝখানে একটা অর্ধস্বচ্ছ পার্টিশান দেয়া থাকে। রুমের একপাশে বসে পাদ্রি, আর অন্যপাশে বসে কোন ব্যক্তি যে নিজের পাপের কথা পাদ্রির কাছে স্বীকার করে ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করে।

জেসনের মাথা ঘুরছে, ও নিজেকে দুই হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে বসে পড়লো মাটিতে। ওর সারা শরীর কাঁপছে। গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে অশ্রু।

বিড়বিড় করে প্রার্থনা করতে লাগলো।

তারপর, যেন হঠাৎ করেই সবকিছু থেমে গেল। গির্জার দেয়ালগুলো যেন লম্বা করে একটা নিঃশ্বাস নিয়ে ফিরে গেল নিজেদের জায়গায়। বুকের উপর থেকে চাপটা সরে গেল।

ও ভয়ে ভয়ে কনফেশন বুথের দরজার একটা ফুটোয় চোখ রাখলো।

এখান থেকে হলের অনেকখানিই দেখতে পাচ্ছে। হল থেকে পোড়া চুলের গন্ধ ভেসে এল নাকে। যারা বেঁচে আছে তারা এখনও মাঝে মাঝে চিৎকার করে কেঁদে উঠছে, কিন্তু গলার জোর আগের চেয়ে অনেক কম। একজন লোক হঠাৎ করে একটা সিট থেকে উঠে দাঁড়ালো। পরনে ছেড়া পোশাক, ভিক্ষুক বা ভবঘুরে মনে হয় দেখলে। লোকটা উঠে দাঁড়িয়েই বাইরের দরজার দিকে দৌড় দিল। একটা সিঙ্গেল শট। আর লোকটা লুটিয়ে পড়লো মাটিতে।

হে ঈশ্বর...

কান্নাটাকে হজম করার জন্যে জেসন নিজের ঠোঁট কামড়ে ধরলো। ও ডায়াসের দিকে তাকালো ওখানে কি হচ্ছে দেখার জন্যে।

কয়েকজন মঙ্ক মিলে কফিনটাকে ধরে চুরমার হয়ে যাওয়া কাঁচের বাক্সটা থেকে বের করলো। ওদের নেতা একটা কাপড়ের ব্যাগ বের করে আনলো নিজের জামার ভেতর থেকে। কফিনের ঢাকনাটা খুলে মঙ্করা কফিনটাকে উপুর করে ধরলো ব্যাগের খোলা মুখের উপরে। খালি হয়ে যাবার পর কফিনটাকে অবহেলার সাথে ছুড়ে ফেলে দিল।

নেতা ব্যাগটাকে কাঁধে নিয়ে দরজার দিকে এগোল।

পেছন থেকে আর্চবিশপ চিৎকার করে ল্যাটিনে কি যেন বললেন। জেসনের মনে হলো অভিশাপ দিচ্ছেন মঙ্কদের।

জবাবে নেতা শুধু হাত দিয়ে একটা ইশারা করলো। একজন মঙ্ক এসে আর্চবিশপের সামনে দাঁড়িয়ে একটা পিস্তল তুললো তার মাথা বরাবর।

জেসন ফুটো থেকে চোখ সরিয়ে নিল, এখন যা হতে চলেছে সে আর দেখতে চায় না।

ও নিজের চোখ বন্ধ করলো। হলের ভেতরে কয়েকটা পিস্তলের গুলির শব্দ শোনা গেল। থেমে গেল কয়েকজনের চিৎকার। মৃত্যু যেন আজ কালো ডানায় ভর করেছে সবার উপরে।

জেসন চোখ বন্ধ করেই প্রার্থনা করতে লাগলো।

একটু আগে জেসনের একটা জিনিস চোখে পড়েছে। মঙ্কদের নেতা লোকটা ব্যাগটা বের করার জন্যে যখন হাতের জামা সরিয়েছে জেসন দেখেছে লোকটার হাতে একটা অদ্ভুত উল্কি করা। লাল রঙের একটা ড্রাগন, লেজটা নিজের গলার সাথে প্যাঁচানো। জেসন এইরকম ট্যাটু এর আগে দেখে নি, কিন্তু জিনিসটা ইউরোপিয়ান বলে মনে হলো না। হয়তো মধ্যপ্রাচ্যের।

পুরো গির্জা এখন একদম স্তব্ধ।

বুট পরা পায়ের আওয়াজ শোনা গেল ওর কনফেশন বুথের বাইরে।

জেসন আরো জোরে চোখ বুজলো। *এতগুলো মৃত্যু, ধ্বংস, কিসের জন্যে? কয়েকটা পুরনো হাঁড়?*

যদিও এই গির্জাটা হাঁড়গুলোকে সুরক্ষিত রাখার জন্যেই বানানো হয়েছে, আগেও রাজা, সম্রাটেরা এই হাঁড়গুলোর সামনে মাথা নিচু করেছে। আজ রাতের ম্যাসও ছিল এই হাঁড়গুলোর সম্মানে-তিন রাজার নামে।

কিন্তু তাও জেসনের মাথায় কিছু ঢুকছে না।

কেন?

এই তিন রাজার ছবি জেসন আগেও দেখেছে, বিভিন্ন গির্জাতেই। সোনা, পাথর আর কাঁচের তৈরি, বিভিন্ন রূপে। তিনজন জ্ঞানী মানুষ, যারা রাজত্রয়ী নামে পরিচিত, উটের পিঠে চড়ে মরুভূমিতে যাত্রা করছেন, ওনাদেরকে পথ দেখাচ্ছে বেথলেহেমের তারা। আরেকটা ছবি মনে পড়লো ওর, যেখানে তিন রাজা নব্যোজাত জিশুর জন্যে উপহার নিয়ে এসেছেন। একজন সোনা, একজন সুগন্ধী আর অন্যজন মীর গাছের পাতা।

জেসন মাথা থেকে এসব চিন্তা সরিয়ে দিল।

বুটগুলো এসে থামলো ওর দরজার সামনে।

জেসন আবারো ফুঁপিয়ে উঠলো।

কেন?

অধ্যায় ১

প্রথম দিন
বিহাইন্ড দ্য এইট বল

২৪ জুলাই, ৪:৩৪ এ.এম
ফ্রেডরিখ, মেরিল্যান্ড

জায়গামতো পৌঁছে গ্রেসন একবার চারপাশটা দেখে নিল।

ফোর্ট ডেট্রিকের ঠিক মাঝামাঝি অন্ধকার বিল্ডিংগুলোর মাঝের গলিটায় মোটর সাইকেল থামালো ও। স্টার্ট বন্ধ করলো না। বাইকটার ইলেকট্রিক ইঞ্জিন থেকে যে শব্দটা বেরুচ্ছে সেটার আওয়াজ একটা ফ্রিজের মোটরের চেয়ে জোড়ালো হবে না। ওর হাতের কালো গ্লাভস জোড়ার রঙ বাইকের রঙের সাথে মানানসই। রঙটা নিকেল-ফসফরাস কেমিক্যাল দিয়ে তৈরি, নাম হচ্ছে এনএলপি সুপারব্ল্যাক। এই রঙটা সাধারন কালো রঙের মতো আলো প্রতিফলন করে না, বরং শুষে নেয়। তাই এনএলপি সুপারব্ল্যাক কখনো চকচক করে না।

গ্রেসনের পোশাক আর হেলমেটও একই রঙের। ও বাইকের উপরে ঝুঁকে ওটার হ্যান্ডেল ধরে আস্তে আস্তে বাহনটাকে সামনে নিয়ে যেতে লাগলো। সামনে একটা বেশ বড় খোলা জায়গা, ওটাকে ঘিরে আছে বেশ কয়েকটা পুরনো বিল্ডিং। এই সবগুলো ন্যাশনাল ক্যান্সার ইন্সটিটিউটের বিল্ডিং। ন্যাশনাল ক্যান্সার ইন্সটিটিউট বা এনসিএ হল ইউএস অ্যামরিডের একটা অংশ। ইউএস অ্যামরিড হচ্ছে ইউএস আর্মি মেডিক্যাল রিসার্চ ইন্সটিটিউট অফ ইনফেকশাস ডিজিসেস। নাম শুনলেই অনুমান করা যায় এই সংস্থার কাজ কি–ছোঁয়াচে রোগ, তার প্রতিরোধ এবং প্রতিকার নিয়ে গবেষণা করা। কিন্তু এর আরো একটা কাজ আছে। দেশের বিরুদ্ধে জৈবসন্ত্রাসের আক্রমন প্রতিরোধের সবধরনের প্রস্তুতি নেয়া হয় এই বিল্ডিংগুলোতে।

গ্রেসন ইঞ্জিন বন্ধ করে দিয়ে ওটার উপরেই বসে রইলো। ওর হাটুর সাথে ঘষা খাচ্ছে বাইকের সাথে ঝোলানো একটা ব্যাগ। ব্যাগটার ভেতরে আছে সত্তুর হাজার ডলার। ও গলির ভেতরেই থাকলো, বের হলো না। অন্ধকারে থাকাই নিরাপদ। চাঁদ অনেক আগেই অস্ত গেছে, আর সূর্য উঠতে আরো বাইশ মিনিট বাকি। গতকালের ঝড়ের পর থেকে তারাগুলোও ঝাপসা হয়ে আছে।

ওর ছদ্মবেশটা টিকবে তো?

ও চাপা স্বরে গলার সাথে লাগানো মাইকে বললো, "মিউল বলছি, ঈগল। আমি দেখা করবার জায়গায় এসে পড়েছি। পায়ে হেটে এগোচ্ছি।"

"ঠিক আছে, তোমাকে আমরা স্যাটেলাইটে দেখতে পাচ্ছি।"

গ্রে উপরের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়বার ইচ্ছেটা বহু কষ্টে দমন করলো। কেউ

ওর দিকে তাকিয়ে আছে এটা ভাবতেও অসহ্য লাগে, কিন্তু এখানে কিছুই করার নেই। ব্যাপারটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া ও এমনিতেই জোর করেছে যাতে ওকে একলা আসতে দেয়া হয়। ওর সাথে যার দেখা করার কথা সে বেশ নার্ভাস প্রকৃতির। এই কন্ট্যাক্টকে রাজি করাতে ওর ছয় মাস লেগেছে, লিবিয়া আর সুদানে বহু কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। কাজটা সহজ ছিল না। টাকা দিয়ে সবসময় বিশ্বাস কেনা যায় না। বিশেষ করে এই ধান্দায় তো নয়ই।

ও বাইক থেকে উঠে দাঁড়িয়ে ব্যাগটা কাঁধে ঝোলালো। ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল গলিটা থেকে।

এই ভোর রাতে খুব কম চোখই খোলা আছে, আর যেগুলো আছে সেগুলোর বেশিরভাগই যান্ত্রিক। ও নিজের পরিচয়ের জন্যে যেসব কাগজপত্র ব্যবহার করেছে সেগুলো দিয়ে ওর ফোর্ট ডেট্রিকে ঢুকতে কোন সমস্যা হয় নি।

এখন ও নিঃশ্বাস চেপে আশা করলো যাতে ক্যামেরাগুলো ওকে চিনে না ফেলে।

সে হাতে পরা ঘড়িটার জ্বলজ্বলে ডায়ালের দিকে তাকালো। ৪:৪৫ বাজে। আর পনেরো মিনিট পরই ওদের দেখা করবার কথা। এই ব্যাপারটার উপরে যে কতকিছু নির্ভর করছে আরেকবার সেটা গ্রে'র মনে পড়ে গেল।

গ্রে পূর্বনির্ধারিত জায়গাটায় চলে এল। বিল্ডিং নং ৪৭০। বাড়িটা সম্পুর্ণ পরিত্যাক্ত, সরকারের কাছ থেকে নির্দেশ চলে এসেছে যে এটাকে আগামী একমাসের ভেতরে ভেঙে ফেলতে হবে। এরকম একটা মিটিঙের জন্যে এর চেয়ে ভালো জায়গা আর হতে পারে না। কিন্তু একটা জিনিস মনে পড়ে যাওয়াতে গ্রে'র একটু অস্বস্তি হল। ষাটের দশকে এই বিল্ডিংটাতেই অ্যানথ্রাক্স জীবাণু তৈরি করা হতো যুদ্ধে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে। তখন বিশাল বিশাল কন্টেইনারে ভর্তি ছিল পুরো বাড়িটা, আর সেই কন্টেইনারগুলো ভরা ছিল সেই ভয়ঙ্কর বিষ। ১৯৭১ সালে আর্মি অ্যানথ্রাক্স উৎপাদন বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয়। তারপর থেকেই বিল্ডিংটা খালি পড়ে আছে। এখন এটা ন্যাশনাল ক্যান্সার ইন্সটিটিউটের জন্যে একটা বিশাল স্টোররুম হিসেবে কাজ করে।

কিন্তু আজ অনেকদিন পর, আবার অ্যানথ্রাক্স নিয়ে একটা ঘটনা ঘটবে এই বিল্ডিং এ।

গ্রে উপরের দিকে তাকালো। সবগুলো জানালাই অন্ধকার। বিক্রেতার সাথে ওর পাঁচতলায় দেখা করার কথা।

পাশের দরজাটার কাছে গিয়ে ও ইলেকট্রিক লকটায় একটা কার্ড ঢোকালো। কার্ডটা এই ফোর্টের এক কন্ট্যাক্ট ওকে জোগাড় করে দিয়েছে। টাকার ব্যাগটা ও কাঁধ বদল করলো। এখানে পুরো দামের অর্ধেক আছে। বাকিটা ও আগেই বিক্রেতার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে, মাসখানেক আগে। এ জিনিস ছাড়াও গ্রে'র কব্জিতে একটা খাপের ভেতরে পোরা আছে একটা ক্ষুরধার কার্বোনাইজড প্লাস্টিক ছুরি।

ওর একমাত্র অস্ত্র।

এখানে যে কড়া সিকিউরিটি, এর চেয়ে বেশি কিছু আনতে গেলে বিপদ হয়ে যেত।

গ্রে ভেতরে ঢুকে দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিল। ভেতরটা একদম অন্ধকার, শুধু অন্যপাশে একটা দরজার উপরে নিয়ন আলোতে লেখা 'বাহির' শব্দটা থেকে একটা লালচে আভা ভেসে আসছে। ও টা দিয়ে যেতে যেতে নিজের হেলমেটে নাইট ভিশন সুইচটা অন করে দিল। ওর চোখের সামনে অন্ধকার কেটে গিয়ে সবকিছু ফুটে উঠলো সবুজ আর রুপালি আলোতে। বেয়ে দ্রুত পাঁচতলা পর্যন্ত উঠে এল।

এখানে আরেকটা দরজা। ও ঠেলা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লো।

ও জানেনা ঠিক কোথায় বিক্রেতার সাথে দেখা করতে হবে। শুধু জানে সিগন্যাল পাবার আাগ পর্যন্ত ওকে এখানে অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু আশপাশটা দেখে ওর মোটেও পছন্দ হলো না।

ও যেদিক দিয়ে ঢুকেছে সেটা পাঁচ তলার একটা কোনা। এখানে একটা করিডোর সোজা গেছে, আরেকটা বাঁদিকে। এক দেয়ালে একটু পরপর ঝাপসা কাঁচ, আর অন্যটায় জানালা। গ্রে সোজা রাস্তাটায় এগিয়ে গেল, ওর কান যেকোন ধরনের শব্দের আশায় সজাগ ।

সামনে এগোচ্ছে হঠাৎ একটা জানালা দিয়ে তীব্র আলো এসে ওর শরীরে পড়লো।

নাইটভিশনের কারণে চোখ ধাঁধিয়ে যেতেই ও একঝটকায় পিছিয়ে দেয়ালের সাথে শরীর মিশিয়ে ফেললো। ব্যাপার কি? ধরা পড়ে গেল নাকি? আলোটা অন্য জানালাগুলো ভেদ করে এগোচ্ছে, একের পর এক, তারপর করিডোরের শেষে মিলিয়ে গেল।

গ্রে একটা জানালা দিয়ে সাবধানে উঁকি দিল। একটা মিলিটারি জিপ, রাস্তা ধরে এগিয়ে যাচ্ছে। রাতের গার্ডদের টহল।

ওর কন্ট্যাক্ট আবার এটা দেখে ভয় পেয়ে যায় নি তো?

গ্রে মনে মনে একটা গালি দিল। গাড়িটা এগিয়ে হারিয়ে গেল একটা বিশাল গোলাকার আকৃতির পেছনে। প্রথম দেখায় গোলাকার এই জিনিসটাকে কল্পবিজ্ঞান উপন্যাসের পাতায় খুঁজে পাওয়া কোন যান বলে মনে হবে কিন্তু আসলে এটা একটা কন্টেইনার। জিনিসটা পুরোটা স্টিলের তৈরি, ছয়টা ধাতব পায়ার উপরে দাঁড়িয়ে আছে। লম্বায় হবে প্রায় তিনতলার সমান। ওটার গায়ে বেশ কয়েকটা মই ঠেকানো। দিনের বেলা ওটাতে পুণঃনির্মানের কাজ চলে।

গ্রে জানে এই গোলকটার একটা ডাকনাম আছে। এইট বল। বিলিয়ার্ড খেলার সবচেয়ে জরুরি বলের নামানুসারে।

গাড়িটা ঘুরে কন্টেইনারের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। ও আবার করিডোর ধরে এগোচ্ছে। করিডোরের শেষে একটা দুই পাল্লার দরজা, যেটার ভেতর দিয়ে

জানালাবিহীন অন্ধকার একটা রুম দেখা গেল। পরিত্যাক্ত ল্যাবগুলোর একটা, গ্রে ভাবলো।

ওকে নিশ্চয়ই এগোতে দেখা যাচ্ছে।

খুট করে আরেকটা লাইট জ্বলে উঠলো। এটাও জোরালো, এতোই জোরালো যে গ্রে'র নাইট ভিশনটা বন্ধ করে দিতে হল। একটা ফ্ল্যাশলাইট, আলোটা তিনবার জ্বললো আর নিভলো।

একটা সিগন্যাল।

ও দরজার কাছে গিয়ে পা দিয়ে পাল্লাটা ঠেলা দিয়ে ভেতরে ঢুকলো।

"এখানে," একটা গলা শোনা গেল। এই প্রথমবারের মতো গ্রে শুনতে পেল ওর কন্ট্যাক্টের আসল গলা। এর আগে যতোবার কথা হয়েছে কন্ট্যাক্ট নিজস্ব যান্ত্রিক পদ্ধতিতে গলা বদলে নিয়েছে। অতিরিক্ত সতর্কতা।

গলাটা একটা মেয়ের। গ্রে একটু সচকিত হল। অপ্রত্যাশিত কিছু পছন্দ করে না সে।

চেয়ার আর টেবিলের গোলকধাঁধার ভেতর দিয়ে গ্রে গলার মালিকের দিকে এগিয়ে গেল। মেয়েটা একটা টেবিলের পাশে পুরনো একটা চেয়ারে বসে আছে। ওই টেবিলের সবগুলো চেয়ার টেবিলটার উপরেই রাখা, শুধুমাত্র আরেকটা বাদে। গ্রে কাছে এগাতে মেয়েটো একটা ছোট্ট লাথি দিয়ে চেয়ারটা ওর দিকে এগিয়ে দিল।

"বসুন।"

গ্রে কোন নার্ভাস বৈজ্ঞানিককে আশা করছিল, যে হয়তো একটু বাড়তি ইনকামের আশায় ওর সাথে যোগাযোগ করেছে। যে কোন বড় গবেষণাগারেই এই ধরনের বৈজ্ঞানিক দেখা যায়।

ইউএস অ্যামরিডও এর ব্যতিক্রম নয়...কিন্তু এখানকার ব্যাপারটা অনেক বেশি রিস্কি। কারণ এখানে একেকটা বোতলে এমন সব জিনিস রাখা আছে যার একটা কোন পাবলিক প্লেসে শুধু খুলে দিলেই হাজার হাজার মানুষ মারা যাবে।

আর এই মেয়েটা এমন পনেরোটা বোতল বিক্রি করতে এসেছে।

গ্রে চেয়ারে বসে টাকার ব্যাগটা টেবিলে রাখলো।

মেয়েটা এশিয়ান...না ইউরেশিয়ান। ওর চোখগুলো বেশ বড় বড়, আর চামড়া রোদে পুড়ে সোনালি রঙ ধারন করেছে। মেয়েটাও একটা কালো পোশাক পরা, ওর মতোই। শরীর ছিপছিপে, মেদহীন। গলা থেকে একটা রুপার নেকলেস ঝুলছে। নেকলেসের মাঝখানে একটা গোলাকার ব্রোচ, একটা ড্রাগন, ওটার নিজের লেজ নিজেরই শরীর পেঁচিয়ে আছে।

গ্রে মনোযোগ দিয়ে মেয়েটাকে লক্ষ্য করছে। ও জানে নিজের চেহারায় একটা সবধানতার ছাপ পড়েছে, কিন্তু মেয়েটাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন বিরক্ত।

অবশ্য মেয়েটার হাতে ধরা সিগ কম্পানির পিস্তলটা ওর এই আত্মবিশ্বাসের কারণ হতে পারে। কিন্তু গ্রে'র মেরুদন্ড বেয়ে একটা ঠান্ডা স্রোত নেমে গেল মেয়েটার পরের কথাগুলো শুনে।

"গুড ইভনিং, কমান্ডার পিয়ার্স ।"

ওর নাম তো মেয়েটার জানার কথা না । আর যেহেতু জানে তার মানে...

গ্রে নড়তে শুরু করেছিল কিন্তু ততক্ষনে দেরি হয়ে গেছে ।

পিস্তলটা থেকে আগুন ঝড়লো ।

ধাক্কাটা ওর শরীরটাকে চেয়ারসহ ছিটকে ফেললো পেছন দিকে । বুকে প্রচন্ড ব্যথা আর মুখে রক্তের স্বাদ পেল গ্রে ।

বিশ্বাসঘাতক...

মেয়েটা টেবিলের ওপাশ থেকে উঠে এল, হাতের পিস্তল এখনো গ্রে'র দিকে তাক করা । ও মৃদু হেসে বললো, "আপনার হেলমেটে নিশ্চয় এসবকিছু ভিডিও হচ্ছে, কমান্ডার গ্রে? হয়তো সরাসরি ওয়াশিংটনে প্রচারও হচ্ছে...সিগমা কমান্ডে, তাই না? আমি যদি ওদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলি তবে আপনি নিশ্চয়ই মাইন্ড করবেন না?"

গ্রে চুপ করে থাকলো ।

মেয়েটা ওর উপরে ঝুঁকে বলতে লাগলো, "আগামী দশ মিনিটের ভেতর গিল্ড এই পুরো ফোর্ট ডেট্রিক বন্ধ করে দেবে । আর আমরা এই এলাকার পুরোটাই দূষিত করে দিব অ্যানথ্রাক্স দিয়ে । সিগমা আমাদের ওমান অভিযানে যে বাগড়া দিয়েছে এটা তার জবাব । আর ডিরেক্টর পেইন্টার ক্রো, তার সাথে আমার নিজের আলাদা বোঝাপড়া আছে । এইটা আমার বোন ক্যাসান্দ্রা সানচেজের জন্যে ।"

বলে মেয়েটা গ্রে'র হেলমেট বরাবর তুললো পিস্তলটা ।

"রক্তের বদলে রক্ত ।"

ট্রিগার টিপে দিল মেয়েটি ।

৫: ০২ এ.এম
ওয়াশিংটন ডি.সি

৪২ মাইল দূরে স্যাটেলাইট সম্প্রচার বন্ধ হয়ে গেল ।

"ওর ব্যাকআপ কোথায়?" পেইন্টার ক্রো অনেক কষ্টে নিজের গলা স্বাভাবিক রাখলেন । এখন ঘাবড়ানোর সময় না ।

"পৌছাতে আরো দশ মিনিট লাগবে ।"

"ওর হেলমেট-ক্যামেরার সাথে কি আবার যোগাযোগ করা সম্ভব?"

টেকনিশিয়ান মাথা নাড়লো । "হেলমেটের ক্যামেরা এবং যোগাযোগ দুটোই একদম ডেড, স্যার । তবে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে আমরা বিল্ডিংটার উপরে নজর রাখছি ।" ছেলেটা আঙুল দিয়ে মনিটরের দিকে ইশারা করতে পেইন্টার দেখতে পেলেন উপর থেকে ফোর্ট ডেট্রিকের একটা লাইভ ভিডিও । সবগুলো বিল্ডিংই দেখা যাচ্ছে ।

পেইন্টার অস্থিরভাবে মনিটরের সামনে পায়চারি করতে লাগলেন । এই পুরো

ব্যাপারটাই তাহলে একটা ফাঁদ ছিল সিগমার বিরুদ্ধে, বিশেষ করে উনার বিরুদ্ধে।

"ফোর্ট ডেট্রিকের সিকিউরিটিকে খবর দাও।"

"স্যার?" প্রশ্নটা এলো পেইন্টারের প্রধান সহকারী লোগানের তরফ থেকে।

পেইন্টার লোগানের দ্বিধার কারণ বুঝতে পারলেন। সিগমার অস্তিত্ব শুধুমাত্র হাতে গোনা কয়েকজন লোক জানে। প্রেসিডেন্ট নিজে, জয়েন্ট চিফ অব স্টাফ আর ডারপা'র কয়েকজন। গত বছরের ঝামেলার পর থেকে এই প্রতিষ্ঠান কঠোর নজরদারীতে আছে।

ওরা কোন ভুল করলে কেউ সেটাকে ক্ষমা করবে না।

"আমি আমার এজেন্টের জীবনের কোন ঝুঁকি নেব না," পেইন্টার জবাব দিলেন। "ওদেরকে খবর দাও।"

"জি স্যার," বলে লোগান একটা ফোনের দিকে এগিয়ে গেল। ওকে দেখলে মনে হয় একজন ক্যালিফোর্নিয়ান সার্ফার। সোনালি চুল, রোদে পোড়া চামড়া, শরীর একদম ফিট হলেও ইদানিং পেটের কাছে চর্বি জমেছে খানিকটা। বোঝার উপায় নেই ও একজন মাস্টার স্ট্র্যাটেজিস্ট। পেইন্টার নিজেও দেখতে অনেকটা ওরই মতো, তবে তার গায়ের রঙ আরেকটু গাঢ়। ওনার ভেতরে রেড ইন্ডিয়ান রক্তের মিশেল আছে, যে কারণে তার চুল কালো কিন্তু চোখ নীল।

পেইন্টারের ইচ্ছে করছে কোথাও বসে নিজের মাথাটা টিপে ধরে রাখতে। উনি এই প্রতিষ্ঠানের হেড হয়েছেন মাত্র আট মাস আগে। তারপর বেশিরভাগ সময় গেছে প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীন সিকিউরিটি সুসংত করতে। *'দ্য গিল্ড'* নামে একিট আন্তর্জাতিক চক্রের চর ঢুকে গিয়েছিল সিগমার ভেতরে। সে সময় কোন নাজুক ইনফরমেশন শত্রুর হাতে চলে গেছে কিনা বোঝার উপায় নেই। তাই সবকিছু একেবারে নতুন করে ঢেলে সাজাতে হয়েছে। এমনকি ওদের হেডকোয়ার্টারও আরলিংটন থেকে সরিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে এই ওয়াশিংটন ডি.সি.'র ভূগর্ভস্থ বেজে।

পেইন্টার আজ মাত্র নিজের নতুন অফিস সাজাচ্ছিলেন যখন তাকে এই ইমার্জেন্সির খবর দেয়া হয়।

উনি মনিটরে ফোর্ট ডেট্রিকের দিকে আবারো তাকালেন।

ফাঁদ!

উনি জানেন গিল্ড এখন কি করতে চাচ্ছে। মাসখানেক ধরে উনি আবার ফিল্ডে এজেন্ট পাঠাতে শুরু করেছেন। দুটো টিম। একটা লস অ্যালামাসে, যেখানে একটা পারমাণবিক ডাটাবেস চুরি গেছে, আর অন্যটা নিজেদের বাড়ির কাছেই ফোর্ট ডেট্রিকে, ওয়াশিংটন থেকে মাত্র এক ঘণ্টা দূরে।

গিল্ডের এই হামলার উদ্দেশ্য হচ্ছে সিগমা আর তার লিডারকে ভয় দেখানো। যাতে ওরা মনে করে গিল্ডের কাছে এখনও সিগমাকে ধ্বংস করে দেয়ার মতো যথেষ্ট ক্ষমতা আছে। যাতে সিগমা ফিল্ডে নিজেদের কর্মকান্ড বন্ধ করে দেয়। আর সিগমা নিজেদের কার্যক্রম বন্ধ রাখলে গিল্ড নিজেদেরটা ভালোভাবেই চালাতে পারবে।

এটা কিছুতেই হতে দেয়া যায় না।

পেইন্টার পায়চারি বন্ধ করে নিজের সহকারীর দিকে তাকালেন। চোখে জিজ্ঞাসা।

"কিছুতেই লাইন পাচ্ছি না," লোগান ফোনটা নিজের কান থেকে নামাতে নামাতে বললো। "ফোর্ট ডেট্রিকে কেউ সব ধরনের ইলেকট্রিক সংযোগ বন্ধ করে রেখেছে।"

গিল্ড ছাড়া আর কে হবে?

অসন্তুষ্ট চেহারা নিয়ে পেইন্টার একটা চেয়ারে বসে পড়লেন। তার সামনে এই মিশনের একটা ফাইল পড়ে আছে। ফাইলটার উপরে একটা গ্রিক অক্ষর বসানো।

সিগমা।

গণিতশাস্ত্রে সিগমা প্রতীকটার অর্থ হচ্ছে, সবগুলো অংশের সমন্বয়। পেইন্টারের প্রতিষ্ঠানেরও প্রতীক এটা: সিগমা ফোর্স।

সিগমা ডারপা'র একটা অঙ্গসংস্থা, আর ডারপা হচ্ছে আমেরিকার প্রতিরক্ষা বাহিনীর বিজ্ঞান এবং গবেষণা বিভাগ। সিগমা বর্হিবিশ্বে ডারপা'র গুপ্তচোখ, কান আর প্রয়োজনে লৌহমুষ্ঠির ভূমিকা পালন করে। ওদের কাজ হচ্ছে আমেরিকার নিরাপত্তা ক্ষুন্ন করতে পারে এমন যে কোন প্রতিরক্ষা প্রযুক্তিকে হস্তগত অথবা ধ্বংস করা। এই টিমের সদস্যরা হচ্ছে মিলিটারির স্পেশাল ফোর্সের প্রাক্তন সৈন্য, যারা একাধিক জটিল এবং শারিরীকভাবে বিপজ্জনক ট্রেনিং কোর্স পার করে এসেছে। শুধু তাই নয়, ওদেরকে বেশ কিছু বৈজ্ঞানিক শাস্ত্রেও ক্র্যাশ কোর্স করতে হয়েছে, যাতে ওদের সেই প্রযুক্তিগুলোর ব্যাপারে পরিস্কার ধারণা থাকে যেগুলো নিয়ে তারা ফিল্ডে কাজ করবে। এই দলের প্রায় প্রতিটা সদস্যেরই বিভিন্ন বিষয়ে ডক্টরেট আছে।

সহজ ভাষায় বলতে গেরে ওরা একদল খুনি বৈজ্ঞানিক।

পেইন্টার উনার সামনে রাখা ফাইলটা খুললেন। দলের নেতার বিবরণ দিয়ে রেকর্ডটা শুরু।

ডক্টর এবং কমান্ডার গ্রেসন পিয়ার্স।

কাগজটার এক কোনা থেকে গ্রে'র ছবি উনার দিকে তাকিয়ে আছে। ছবিটা বেশ আগে তোলা, গ্রে যখন ল্যাবেনওয়ার্থ কারাগারে বন্দী ছিল সেই সময়েই তোলা হয়েছে। ছবির ভেতর দিয়েও ওর চোখের ক্রোধ পরিস্কার বোঝা যায়। এখানে গ্রে'র গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। ওর শরীরের ওয়েলশ রক্ত চেহারায় ফুটে উঠেছে দৃঢ় চোয়াল আর বড় বড় চোখের মাধ্যমে। কিন্তু ওর শরীরের পোড়া গায়ের রঙ বলে দেয় ও বড় হয়েছে টেক্সাসে।

পেইন্টার পুরো ফাইলটা দেখলেন না। কারণ এর ভেতরে কি লেখা আছে উনি ভালো করেই জানেন। গ্রে আঠারো বছর বয়সে আর্মিতে যোগ দেয়, ইউএস রেঞ্জার্সে ঢুকে পড়ে ২১ বছরে। ফিল্ডে তার কর্মদক্ষতার জন্যে বেশ প্রশংসা করা হয়েছে তার। তারপর ২৩ বছরের সময়ে ওকে কোর্টমাশাল দেয়া হয় উর্দ্ধতন এক অফিসারকে আঘাত করার কারণে। পেইন্টার ওদের দুজনারই ইতিহাস জানেন। গ্রে

আর সেই অফিসার দুজনেই বসনিয়ায় ছিল। আর পেইন্টার নিজে যদি গ্রে'র জায়গায় থাকতেন তবে নিজেও একই কাজ করতেন। কিন্তু আর্মির নিয়মকানুন খুব শক্ত। গ্রে'কে পুরো এক বছর ল্যাভেনওয়ার্থ কারাগারে কাটাতে হয়।

কিন্তু গ্রেসন পিয়ার্সের মতো মানুষকে এভাবে নষ্ট হতে দেয়া উচিত নয়। তার ট্রেনিং আর দক্ষতা খুবই মূল্যবান। ও জেল থেকে বের হবার সাথে সাথে সিগমা ওকে দলে নিয়ে নেয়।

এখন ও গিল্ড আর সিগমার যদ্ধে ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। যে ঘুঁটিটাকে গিল্ড এখন সরিয়ে ফেলতে চাচ্ছে।

"বেস সিকিউরিটিকে লাইনে পেয়েছি," লোগানের গলায় চাপা উল্লাস।

"ওদেরকে বল এখনই–"

"স্যার," টেকনিশিয়ান লাফিয়ে উঠতে গিয়ে থামতে বাধ্য হল, ওর মাথা এখনও হেডসেটের তারের সাথে কম্পিউটারে যুক্ত। "–আমি একটা অডিও লাইন পাচ্ছি!"

"কি!" পেইন্টার একটা হাত তুলে লোগানকে অপেক্ষা করতে ইশারা করে টেকনিশিয়ানের দিকে এগিয়ে গেলেন।

টেকনিশিয়ান অডিও সম্প্রচারটা স্পিকারে অন করলো।

"হারামজাদা শূয়োরেরবাচ্চা..."

৫: ০৭
ফ্রেডরিখ, মেরিল্যান্ড

গ্রে একটা পা ছুড়লো মেয়েটার দিকে। সন্তুষ্টির সাথে অনুভব করলো লাথিটা লেগেছে কিন্তু কোন আওয়াজ পেল না। কেভলার হেলমেটে গুলির প্রচন্ড ধাক্কার কারণে ওর কানে এখনো চি চি শব্দ হচ্ছে। ওর হেলমেটের কাঁচটা বুলেটপ্রুফ, কিন্তু এত কাছ থেকে গুলি লাগায় কাঁচে মাকড়শার জালের ডিজাইনে ফাটল ধরেছে।

গ্রে এগুলোর কোনটাই পাত্তা দিল না।

ও মাটিতে একটা গড়ান দিয়ে উঠে পড়লো, হাতে বেরিয়ে এসেছে কার্বোনাইজড চাকুটা। আরেকটা গুলির শব্দ হলো, চাপা কাশির মতো। টেবিলের একপাশে ছিটকে উঠলো কাঠের টুকরো।

ও সাবধানে নিচু হয়ে টেবিলের অন্যপাশে চলে এল। সতর্ক চোখে রুমটাকে পর্যবেক্ষণ করছে। ওর লাথিতে মেয়েটার হাত থেকে পড়ে যাওয়া ফ্লাশলাইট মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। ঘরময় আলো আধারির খেলা। গ্রে নিজের বুকে আঙুল বোলালো। প্রথম গুলিটা যেখানে লেগেছে সেখানে এখনো ব্যথা করছে কিন্তু কোন রক্ত পড়ছে না।

ছায়ার ভেতর থেকে মেয়েটার গলা ভেসে এল, "লিকুইড বডি আর্মার।"

গ্রে আরো নিচু হয়ে গেল, ও বোঝার চেষ্টা করছে মেয়েটা আছে কোথায়। গ্রে টেবিল থেকে ছিটকে পড়ার সময়ে ভালো রকম বাড়ি লেগেছে, সেকারণে ওর

হেলমেটে যে হলোগ্রাফিক ডিসপ্লে ফুটে উঠেছে তাতে সমস্যা হচ্ছে। এখন ডিসপ্লেটা একবার অন হচ্ছে, একবার অফ হচ্ছে। গ্রে'র দেখতে বেশ অসুবিধা হচ্ছে কিন্তু ও হেলমেটটা খোলার সাহস করলো না। কারণ মেয়েটার অস্ত্রের বিরুদ্ধে এটাই ওর একমাত্র প্রটেকশান।

আর ও যে পোশাকটা পরে আছে সেটা।

মেয়েটা ঠিকই বলেছে। লিকুইড বডি আর্মার। তরল বর্ম। ২০০৩ সালে ইউএস আর্মির রিসার্চ ফ্যাসিলিটি প্রযুক্তিটা আবিষ্কার করে। তৈরি করার সময়ে এই পোশাকের ভেতরের লেবেলের সুতোটা সিলিকার কঠিন কণা আর পলিথিলিন গ্লাইকলের মিশ্রণে তৈরি একটা বিশেষ তরলে ডুবিয়ে রাখা হয়। স্বাভাবিক চলাফেরার সময়ে জিনিসটা তরলই থাকে, কিন্তু বুলেট বা যেকোন আঘাত লাগার মুহূর্তে ইস্পাত কঠিন বর্মে রূপান্তরিত হয়। এই পোশাকটা ওর জীবন বাঁচিয়ে দিয়েছে।

আপাতত।

মেয়েটার গলা আবারো ভেসে এল, শান্ত আর ঠান্ডা। "আমি পুরো বিল্ডিংে ডিনামাইট আর সি-ফোর বিস্ফোরক লাগিয়ে দিয়েছি। তেমন কোন কষ্টই হয় নি। এই বিল্ডিংটা সরকার এমনিতেই ধ্বংস করে ফেলবে, তাই ওরা বিস্ফোরকের তারগুলো আগে থেকেই লাগিয়ে রেখেছিল। আমি শুধু কয়েকটা জিনিস বদলে দিয়েছি, যাতে ভবনটা নিরাপদে নিচের দিকে না ভেঙে বাইরের দিকে বিস্ফোরিত হয়।"

গ্রে কল্পনায় ধুলো আর ধোঁয়ার বিস্ফোরণ দেখতে পেল। ও আনমেনই বলে উঠলো, "অ্যানথাক্সের বোতলগুলো...

"এই পুরো ভবনটাই একটা জৈব বোমায় পরিণত হবে...দারুণ না?"

হে ঈশ্বর। যদি বাতাস জোড়ালো থাকে তাহলে শুধু এই বেইসটা নয় পুরো ফ্রেডরিখ শহরটাই আক্রান্ত হবে।

গ্রে নড়তে শুরু করলো। *যে করেই হোক, মেয়েটাকে থামাতে হবে। কিন্তু শালি গেল কোথায়?*

ও নিজে সাবধানে দরজার দিকে এগোতে লাগলো। মেয়েটার পিস্তল নিয়ে ভয় আছে, কিন্তু কিছু করার নেই।

ও আবারো নাইটভিশন সুইচটা চালু করে দিল। কিন্তু ওটা থেকে একটা চিইইইই শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছে না।

জাহান্নামে যাক। ও একটানে হেলমেটটা খুলে ফেললো।

বাতাসের ঝটকার সাথে ও স্যাতস্যাতে শ্যাওলা আর অ্যান্টিস্যাপটিকের গন্ধ পেল। ও এখনো নিচু হয়ে এগোচ্ছে। এক হাতে হেলমেট, অন্য হাতে ছুরি। দরজাটার দিকে তাকাতে দেখলো ওটার দুটো পাল্লাই বন্ধ, তার মানে মেয়েটা এখনো ঘরেই আছে। কিন্তু কোথায়?

গ্রে ওকে থামানোর জন্যে আর কি করতে পারে? ওর আঙুলগুলো ছুরিটার

হাতলে চেপে বসলো। পিস্তলের বিরুদ্ধে ছুরি। খুবই নাজুক।

হঠাৎ দেখলো ছায়াগুলোর ভেতর থেকে নড়ে উঠলো কী যেন একটা। সেকেন্ডের ভেতরে ও স্থির হয়ে গেল। মেয়েটা দরজা থেকে তিন ফিট দূরে, নিচু হয়ে একটা টেবিলের আড়ালে অপেক্ষা করছে।

বাইরে থেকে আবছা আলো ভেসে আসছে। কারণ প্রায় ভোর হয়ে গেছে। আলোটা আসছে করিডোর থেকে। মেয়েটা যদি বের হতে চায় তবে তাকে আলোতে আসতেই হবে। কিন্তু মেয়েটা লুকিয়ে আছে কারণ ও জানে না গ্রে'র কাছে অস্ত্র আছে নাকি নেই।

অনেক হয়েছে, গ্রে মেয়েটার নিয়ম মেনে খেললে কখনোই জিততে পারবে না। ও সর্বশক্তি দিয়ে ঘরের মেঝেতে ছুড়ে মারলো হেলমেটটা। কাঁচ ভাঙার শব্দ করে সেটা আছড়ে পড়লো। গ্রে সাথে সাথে ছুট লাগালো মেয়েটার দিকে। কয়েক সেকেন্ডের বেশি সময় ও পাবে না।

মেয়েটা একটা ছোট্ট লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো, তারপর ঘুরে যেদিক থেকে শব্দটা এসেছে সেদিকে পিস্তল তাক করে গুলি করলো। সেই সাথে ওর শরীরটা পিছিয়ে যাচ্ছে দরজার দিকে। পিস্তল থেকে গুলি বেরোতে যে ধাক্কা দেয় সেই ধাক্কাটাকে কাজে লাগিয়ে মেয়েটা দরজার দিকে আরো পিছিয়ে গেল।

গ্রে মনে মনে মেয়েটার রিফ্লেক্সের প্রশংসা না করে পারলো না। কিন্তু তাই বলে ওর গতি কমে নি।

ওর হাতে বিদ্যুত খেলে গেল এবং হাতের মুঠো থেকে বিদ্যুতের মতোই ঝলসে উঠে মেয়েটার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে গেল ছুরিটা। ওটা গিয়ে লাগলো ঠিক মেয়েটার গলায়। গ্রে তখনো ছুটছে মেয়েটার দিকে। হঠাৎ ও নিজের ভুলটা বুঝতে পারলো। ছুরিটা মেয়েটার গলায় লেগে কোন ক্ষতি না করে ছিটকে পড়লো একপাশে।

মেয়েটার পরনেও লিকুইড বডি আর্মার!

কিন্তু ছুরিটা লাগাতে একটা লাভ হয়েছে। মেয়েটা নিজের ভারসাম্য হারিয়ে মাটিতে পড়ে গেল। কিন্তু সে একজন পেশাদার খুনি, পড়তে পড়তে ঝটকা দিয়ে পিস্তলের মুখ ঘুরিয়ে আনলো গ্রে'র দিকে।

এক কদম দূরে আছে গ্রে মেয়েটা থেকে, সে পিস্তল তাক্ করলো গ্রে'র মাথা বরাবর।

এবার ওর মাথায় কোন হেলমেট নেই।

৫:০৯ এ.এম
ওয়াশিংটন ডি.সি

"আমরা আবারো কানেকশান হারিয়ে ফেলেছি," টেকনিশিয়ান জানালো, যদিও ওর এই কথাটা বলার কোন দরকার ছিল না।

কারণ পেইন্টার এক মুহূর্ত আগে হেলমেটটা আছড়ে পড়ার শব্দ শুনতে

পেয়েছেন। তারপর থেকেই সব স্পিকার চুপ।

"আমি কিন্তু এখনো সিকিউরিটির সাথে লাইনে আছি," লোগান জানালো।

অন্য দুজন ফিরে তাকালো ওর দিকে।

পেইন্টারের মাথায় তখনো গ্রে'র ফাইলটাই ঘুরছে। গ্রেসন পিয়ার্স বোকা তো নয়ই সাধারন কোন লোকও না। ও সিগমার চোখে পড়েছে শুধুমাত্র শারিরীক ট্রেনিঙের কারণে না, উপস্থিত বুদ্ধির প্রায় সবগুলো পরীক্ষাতেও সে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছে। এটাও অসাধারন হলেও খুব বিরল না, কারণ অনেক কমান্ডোরাই এই ধরনের পরীক্ষাতে এরকম নম্বর পেয়ে থাকে। কিন্তু ওকে সিগমায় নেয়ার সর্বশেষ গুরুত্বপূর্ণ কারণটা ছিল জেলে থাকার সময়ে ওর সময়ের বিশেষ ব্যবহার। ওই এক বছর গ্রে কাটিয়েছে পড়াশুনা করে। বিশেষ করে উচ্চ পর্যায়ের কেমিস্ট্রি আর চায়নিজ নিয়ে, তাও ধর্ম বিষয়ে। এই দুটো বিষয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য এতোই বেশি যে এটা দেখামাত্রই সিগমার প্রাক্তন ডিরেক্টর শন ম্যাকনাইট বেশ কৌতুহল বোধ করেন।

গ্রেসনের সবকিছুই কেমন যেন একটা অপরটার বিপরীত। একজন ওয়ালশ যে বড় হয়েছে টেক্সাসে, তাও ধর্মের ছাত্র যে এখনো একটা জপমালা সাথে রাখে, একজন সৈনিক যে কিনা জেলখানায় বসে পড়াশুনা করেছে কেমিস্ট্রি নিয়ে। ওর চিন্তাধারার এই আলাদা আর অনন্য প্রকৃতিই ওকে সিগমায় নিয়ে আসার মূল কারণ।

কিন্তু ওর এইসব গুনের একটা খারাপ দিকও আছে।

গ্রেসন পিয়ার্স অন্যদের সাথে কাজ করতে চায় না। বেশিরভাগ সময়ে ফিল্ড অপারেশানে সে একাই যায়।

যেমন আজকে।

"স্যার?" লোগান জিজ্ঞেস করলো।

পেইন্টার একটা লম্বা নিঃশ্বাস নিলেন। "আরো দুই মিনিট দেখি।"

৫: ১০ এ.এম
ফ্রেডরিখ, মেরিল্যান্ড

প্রথম গুলিটা ওর কানের পাশ দিয়ে শিস কেটে বেরিয়ে গেল।

গ্রে'র কপাল ভালো। মেয়েটা ঠিকমতো পজিশনে যাবার আগেই তাড়াহুড়ো করে মিস করে ফেলেছে। গ্রে ছুটতে ছুটতে একপাশে লাফ দিয়ে সরে গেল। সিনেমায় যেমনটা দেখায় গুলি এড়ানো অত সহজ নয়।

গ্রে মেয়েটার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়লো একপাশ থেকে। পিস্তলটা আড়াআড়িভাবে দুজনের মাঝখানে চাপা পড়ে গেছে। মেয়েটা গুলি চালালে হয় সেটা দুজনের শরীরের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যাবে না হয় গ্রে'র গায়ে লাগলেও ও মারা যাবে না। তবে প্রচন্ড ব্যথা পাবে।

মেয়েটা গুলি চালাবার সাথে সাথে ও টের পেল কথাটার সত্যতা।

পিস্তলের মুখটা একটু ঘুরিয়ে করাতে গুলিটা লাগলো ওর বাম উরুতে, ওর মনে হলো কেউ যেন ওকে হাতুড়ি দিয়ে বাড়ি মেরেছে। ও চিৎকার করে উঠলো। কিন্তু মেয়েটাকে ছাড়লো না। প্রচন্ড রাগের সাথে একটা কনুই বসিয়ে দিল মেয়েটার গলায়। কিন্তু পোশাক শক্ত হয়ে যাবার কারণে মেয়েটা ব্যথা পেল না।

ধুর শালা!

মেয়েটা আবার গুলি চালালো। গ্রে ওর চেয়ে শক্তিশালি কিন্তু মেয়েটার শক্তির দরকার নেই। ওর কাছে আছে আধুনিক প্রযুক্তির সহায়তা। গুলিটা এবার লাগলো গ্রে'র পেটে। আর হাতুড়ির বাড়ি না। ওর মনে হল পেটের মাংস আর চামড়া মেরুদন্ডের হাঁড় ফুঁড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। সাথে সাথে ওর সব নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল। মেয়েটা এবার পিস্তল উপরের দিকে তুলছে।

এ ধরনের পিস্তলে পনেরো রাউন্ডের ম্যাগাজিন থাকে, কাজেই গুলি শেষ হতে দেরি আছে।

যা করার এখনই করতে হবে।

ও নিজের কপাল মেয়েটার মাথায় ঠুকতে চেষ্টা করলো কিন্তু মেয়েটারও কমব্যাট ট্রেনিং আছে। ও মাথাটাকে একপাশে সরিয়ে নিল। গ্রে এই সুযোগে পা দিয়ে টেবিলে ঝুলে থাকা একটা তারে টান দিলে ঠাস করে একটা টেবিল ল্যাম্প মাটিতে পড়লো।ও মেয়েটাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে দুজনারই শরীর গড়িয়ে দিল ল্যাম্পটার দিকে। ও জানে মেয়েটা ওর পোশাকের কারণে ভাঙা কাঁচে কোন ব্যথা পাবে না। কিন্তু সেটা গ্রে'র উদ্দেশ্যও নয়। ওর উদ্দেশ্য মেয়েটাকে ল্যাম্প দিয়ে ছোট্ট একটা ইলেকট্রিক শক দেয়া। আর সেটা করতে হলে ওকে প্রথমে মেয়েটার শরীর ল্যাম্পের সাথে লাগাতে হবে তারপর নির্দিষ্ট একটা সুইচ টিপতে হবে।

ও অনুভব করলো ওদের চাপে ল্যাম্পের বাল্বটা ভেঙে গেল।

চলবে।

গ্রে পা ভাঁজ করে শরীর ছুড়লো দরজার পাশের লাইট সুইচটার দিকে।

আবার চাপা কাশির সাথে আরেকটা গুলি বেরিয়ে এল পিস্তল থেকে, আর গ্রে'র মনে হলো কেউ ওকে কোমর বরাবর লাথি মারলো।

ওর শরীর দেয়ালের সাথে প্রচন্ড জোরে ধাক্কা খেয়ে কয়েক ইঞ্চি পিছিয়ে এল কিন্তু তার আগেই ও নির্দিষ্ট সুইচটা টিপে দিয়েছে। সারা ঘরে পিট পিট করে আলো জ্বলে উঠে আবার নিভে গেল। ওয়্যারিঙের সমস্যা।

মেয়েটাকে ইলেকট্রিক শক দিয়ে মেরে ফেলা ওর উদ্দেশ্য ছিল না। এসব শুধু সিনেমাতেই দেখা যায়। তার বদলে সে পায়ের উপর ভর দিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো। শেষবার যে-ই ডেস্কটা ব্যবহার করে থাকুক টেবিলের উপর ল্যাম্পটার সুইচ অন অবস্থায় রেখে গেছে। ড্রাগন লেডি ল্যাম্পটার ঠিক পেছনেই তার দিকে বন্দুক তাক করে দাঁড়িয়ে গেছে। সে গুলিও করে বসলো, কিন্তু মিস হয়ে গুলিটা গ্রে'র গায়ে লাগার বদলে একটা জানালার কাঁচ চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়ে বেরিয়ে গেল। গ্রে একটু পিছিয়ে এসে দাঁড়ালো, ড্রাগন লেডি তার জায়গায় স্থির, নড়তে পারছে না। ইলেকট্রিসিটি তার কাজ শুরু করে দিয়েছে।

"লিকুইড বডি-আর্মার," গ্রে মেয়েটার কথাই রিপিট করলো একটু ব্যঙ্গ করে। "এই লিকুইড যেমন ফ্লেক্সিবল তেমনি এর কিছু সমস্যাও আছে।" বলে সে মেয়েটার কাছে গিয়ে তার হাত থেকে পিস্তলটা নিয়ে নিল। "প্রপিলিন গ্লাইকল একধরনের অ্যালকোহল যা খুব দারুণ বিদ্যুৎপরিবাহী। এমনকি ছোট্ট এই বাল্বের বিদ্যুৎও দ্রুত ছড়ায় এবং রিঅ্যাকশান করে এইরকম শক্ত হয়ে যায়।" বলে মেয়েটার পাছায় একটা লাথি দিল ও, মেয়েটা পাথরের মত শক্ত হয়ে আছে।

"যার ফলে নিজের স্যুট হয়ে যায় নিজেরই জেলখানা।"

গ্রে কথা বলতে বলতে দ্রুত মেয়েটাকে সার্চ করলো। মেয়েটা আপ্রান চেষ্টা করলো নিজেকে নাড়াতে কিন্তু কোনই কাজ হচ্ছে না দেখে সে চেষ্টা বাদ দিয়ে বললো, "লাভ নেই। তুমি কোন ডেটোনেটর খুঁজে পাবে না। বোমাটা টাইমে সেট করা..." সে গ্রে'র হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললো, "এখন থেকে ঠিক দুই মিনিট পর বিস্ফোরিত হবে। আর এই সময়ে কোনমতেই সেটা ডি-অ্যাকটিভ করা সম্ভব নয়।"

গ্রে সাথে সাথে নিজের ঘড়ির সময় ২ মিনিটের কম সেট করে নিল।

মেয়েটা জানে তার জীবনও এই দুই মিনিটে বাধা। গ্রে মেয়েটার চোখের দিকে তাকিয়ে আছে, সেখানে মৃত্যুভয় খেলা করছে। খুনি হোক আর যাই হোক, মানুষ তো। কিন্তু শুধুমাত্র চোখ বাদে বাকি মুখে তার বিন্দুমাত্র কোন ছাপ নেই।

"তুমি ওটা কোথায় রেখেছো?"

গ্রে জানে কাজ হবার কোন সম্ভাবনা নেই তবুও চেষ্টা করলো। সে মেয়েটা চোখের দিকে তাকিয়ে আছে, তার মণিগুলোতে দ্বিধা। তারপর সেগুলো উপরের দিকে উঠে গেল।

ছাদে?

হ্যা, তাই হবে। ওর আর নিশ্চিত হবার দরকার নেই। কারণ অ্যানথ্রাক্স–ব্যাসিলাস অ্যানথ্রাসিস–আঘাত করার জন্য খুব সাংঘাতিক জিনিস। যদি মেয়েটা বিষ ছড়িয়ে দেয়ার জন্য বিস্ফোরণ ঘটাতে চায় তো অবশ্যই সেটা উপরের দিকেই হবে। কারণ এতে বিস্ফোরণটা হবে ঠিকমত বিষও ছড়াবে কিন্তু স্বয়ংক্রিয় ব্যাকট্রিয়াম বিস্ফোরণে কোন আতিরিক্ত মাত্রাও যোগ করবে না।

কিন্তু হাতে সময় নেই। ও বিদ্যুৎবেগে নড়ে উঠলো।

একদম সময় নেই।

০১ : ৪৮

সোজা দরজার দিকে দৌড় দিতেই মেয়েটা চিৎকার করে উঠলো, "তুমি এই জীবনে আর পারছো না।"

মেয়েটা বুঝতে পারছে গ্রে দৌড়াচ্ছে বোমাটাকে ডিফিউজ করার জন্য, নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্য নয়, আর এই ব্যাপারটাই কেন জানি সে সহ্য করতে পারছে না। গ্রে'র এই চ্যালেঞ্জিং মনোভাব আর নিঃস্বার্থ বোধটাই তার গায়ে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে।

গ্রে দৌড়ে নিচে নেমে এসে বেয়ে রীতিমত স্কি করে উঠতে লাগলো। দুটো পার হয়ে ছাদে এসে পৌছালো ও। এক ধাক্কায় ইমার্জেন্সি দরজা খুলে চলে এল ছাদে। কিন্তু চারপাশটা জরিপ করে বুঝলো এখানে বোমা লুকানোর মত জায়গার কোন অভাব নেই। এয়ার ভেন্টিলেটর, এগজস্ট পাইপ, স্যাটেলাইট ডিশ যেকোন জায়গায় থাকতে পারে বোমাটি।

কিন্তু কোথায়?

সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে...

ওয়াশিংটন ডি.সি

"*গ্রে* এখন ছাদে!" এনআরও স্যাটেলাইটের মনিটরের দিকে দেখিয়ে একজন টেকনিশিয়ান চিৎকার করে উঠলো।

পেইন্টার কাছে এগিয়ে এসে মনিটরের দিকে ঝুঁকে হালকা একটা আকৃতি দেখতে পেল। *গ্রে ছাদে কি করছে?* সে চারপাশটা জরিপ করে জানতে চাইলো, "আসল কাজের কোন লক্ষন দেখা গেছে?"

"না, এখনো কিছু আমি অন্তত দেখি নি।"

লোগান ফোনে জানালো, "ভবনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা থেকে জানা যাচ্ছে, ওখারকার ৪৭০ নম্বর ভবনে একটা অ্যালার্ম বাজছে।"

"অবশ্যই এক্সিট অ্যালার্ম হবে," টেকনিশিয়ান বললো।

"আরেকটু কি জুম করে কাছে নেয়া যায়?" পেইন্টার জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

টেকনিশিয়ান মাথা ঝাঁকিয়ে আরো জুম করলো। প্রায় সাথে সাথেই গ্রেসন পিয়ার্সকে পরিস্কার দেখা গেল। তার মাথার হেলমেট উধাও, বাম পাশের কান রক্তাক্ত এবং সে দরজা ঘেষে দাঁড়িয়ে আছে।

"সে করছেটা কি?" টেকনিশিয়ান জানতে চাইলো।

লোগান রিপোর্ট করলো, "বেজ সিকিউরিটি কি করবে জানতে চাচ্ছে।"

পেইন্টার শান্তভাবে মাথা নাড়লো, তারে চোখের দৃষ্টি বরফের মত। "ওদেরকে বল দূরে সরে যেতে। বিল্ডিঙের কাছে যারাই থাকুক সরে যেতে বল।"

"স্যার?"

"যা বললাম কর।"

৫: ১৪ এ.এম
ফ্রেডরিখ, মেরিল্যান্ড

গ্রে ছাদটা আরেকবার জরিপ করলো। ইমার্জেন্সি হর্ন বেজেই চলেছে। দ্রুত চিন্তা করছে সে। ছাদের মেঝের দিকে তাকিয়ে তার মাথায় তার একটা সম্ভাবনা ঝিলিক

দিয়ে উঠলো। গতকাল রাতে বৃষ্টি হয়েছেম, ছাদের মেঝেতে জমা হালকা বালুতে পায়ের ছাপ দেখা যাচ্ছে এবং অবশ্যই এই ছাপগুলো মেয়েটার।

ছাপগুলো বাতাস বের হবার ভেন্টের দিকে এগিয়েছে।

তাই হবে।

কারণ এখানে বোমা সেট করলেই সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হবে। গ্রে ভেন্টের সামনে বসে ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিল। বুবি-ট্র্যাপের কথা চিন্তা করার সময় নেই।

আছে, বোমাটা ভেতরেই আছে। জিনিসটা একহাতে ধরে সাবধানে বের করে আনলো। সাধারন সি-ফোর দিয়ে সেট করা বোমা, তবে উদ্দেশ্য পূরন করার জন্য যথেষ্ট। ট্যাইমার টিক টিক করে চলেছে।

০: ৫৪

০: ৫৩

০: ৫২

গ্রে দক্ষ হাতে দ্রুত বোমাটা চেক করলো। অত্যন্ত সফিসটিকেটেড জিনিস। সি-ফোর আর টাইমারের চারপাশে প্যাচানো তার দেখে মাথা খারাপ হবার জোগার। এত অল্প সময়ে এটা ডিফিউজ করা সম্ভব নয়। একটাই পথ আছে বাঁচার, আর সেটা হল এটাকে ছুড়ে ফেলতে হবে, এই বিল্ডিং আর এখানে থাকা সমস্ত অ্যানথ্রাক্স থেকে এটাকে দূরে ছুড়ে মারতে হবে।

০: ৪১

সময় মাত্র চল্লিশ সেকেন্ড। একটা মাত্র সুযোগ পাওয়া যাবে।

সে দ্রুত বোমাটা একটা নাইলনের পাউচে ঢুকিয়ে ছাদের কিনারা থেকে নিচে তাকালো। নিচে একটা গাড়ির হেডলাইট জ্বলছে। তারপর সামনে তাকালো গ্রে। একটাই রাস্তা।

প্রয়োজনে নিজের জীবন দিয়ে হলেও তাকে সফল হতে হবে।

কয়েক পা পিছিয়ে এসে বুক ভরে দম নিল সে, তারপর প্রাণপণে দৌড় দিল। ছাদের কিনারায় পৌছে সর্বশক্তি দিয়ে লাফিয়ে পড়লো শূণ্যে। ছয় তলার ছাদ থেকে তার দেহটা শূণ্যে উঠে গেল।

৫: ১৫ এ.এম
ওয়াশিংটন, ডি.সি

"হায় খোদা!" গ্রে'র দেহটাকে শূণ্যে উঠে যেতে দেখে বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠলো লোগান।

"এ তো দেখি পুরোপুরি পাগল," টেকনিশিয়ান যোগ করলো। সে পায়ের পাতার উপরে ভর দিয়ে উঁচু হয়ে দেখার চেষ্টা করছে।

শুধুমাত্র পেইন্টার একদম শান্ত। সে বললো, "ও তাই করছে যা তার করা উচিত।"

৫:১৫ এ.এম
ফ্রেডরিখ, মেরিল্যান্ড

শূণ্যে থাকা অবস্থায় গ্রে হাত আর পা বাঁকিয়ে একটা বিশেষ ভঙ্গিতে সেট করে ফেললো শরীরটাকে। ওর মাথায় খেলা করছে ফিজিক্সের সূত্র, বেগ আর ভেক্টর...আর এই রিসার্চ তাকে হতাশ করলো না। সে ঠিক যা করতে চেয়েছিল সম্ভব হল। শরীরটাকে বিশেষ ভঙ্গিতে বাঁকানোতে স্বাভাবিকের চেয়ে অনেকটা বেশি দূরত্ব পেরিয়ে এসে ল্যান্ড করলো পাশের দুই ফ্লোর নিচের স্টিলের আকৃতিটার ছাদে। ছাদটা শিশিরের কারণে একটু ভেজা।

শূন্য থেকে সে উড়ে ল্যান্ড করলো প্রথমে পায়ের উপর তারপর হাত দিয়ে ফিরিয়ে আনলো শরীরের ব্যালেন্স। প্রচন্ড ধাক্কা লাগলেও লিকুইড বডি আর্মারের কারণে গুরুতর কোন আঘাতের হাত থেকে বেঁচে গেল।

কিন্তু গ্রে'র শরীর ধাতব কন্টেইনারের গা থেকে পিছলে যাচ্ছে। ও ল্যান্ড করেছে চার তলার সমান উঁচু ধাতব আকৃতিটার এক প্রান্তে। এখন ও ধীরে ধীরে পিছলে নেমে চলেছে।

গ্রে আঙুলগুলো দিয়ে ধরার চেষ্টা করছে কিন্তু ধরার মত কিছুই নেই। পা দুটো ছড়িয়ে দিল সে, সমস্ত শরীর বাঁকিয়ে এমনকি গাল থুতনি ব্যবহার করেও পতন ঠেকাবার চেষ্টা করলো কিন্তু ও নেমেই চলেছে। এমন সময় ধাক্কা খেল কিনারায় রাউন্ড রেলিঙের সাথে। ধাক্কা খাবার আগে সে এটা খেয়ালই করে নি। খুবই সামান্য উঁচু কিন্তু এটাই ওকে প্রাণে বাঁচিয়ে দিল।

দুই পাশে দুই পা ঠেকিয়ে এক হাতে শরীরটা ব্যালেন্স করে ও একটা ঝাঁকি দিয়ে পতনটা ঠেকিয়ে দিল। থামবার সাথে সাথে গ্রে'র শরীরে একটা শীতল প্রবাহ বয়ে গেল, ওর ওখনো বিশ্বাস হচ্ছে না বেঁচে আছে।

পতনটা থামার প্রায় সাথে সাথেই গ্রে নড়েচড়ে উঠলো। একটানে ব্যাগের ভেতর থেকে বের করে আনলো বোমাটা।

০০:১৮

চট করে চারপাশটা দেখে নিল। ধাতব আকৃতিটার গায়ে অনেকগুলো পোর্ট হোল। বিজ্ঞানীরা এটাতে পরীক্ষা চালানোর সময় এগুলো দিয়ে ভেতরের এক্সপেরিমেন্ট লক্ষ্য করতো। এগুলোর সারির ঠিক উপরে একটা হাতল। গ্রে ওটার কাছে এসে দেখলো ভেতরে ঢোকার একটা হ্যাচ। বোমাটা রেখে হাতল ঘোরালো। কিন্তু কাজ হলো না।

তালা বন্ধ।

৫: ১৫ এ.এম
ওয়াশিংটন ডি.সি

পেইন্টার স্যাটেলাইট ইমেজে বিশাল ধাতব আকৃতিটার গায়ে গ্রেসনকে দেখছেন।

গ্রেসনের প্রচেষ্টা আর তাড়া দুটোই অনুভব করতে পারছেন। বোমাটাকে ভালভাবেই দেখেছেন উনি আর এটা কি করতে পারে সে ব্যাপারেও তার পরিস্কার ধারণা আছে। বোমাটা আসলে বোমা নয়, আসল বোমা হল অ্যানথ্রাক্স।

গ্রেসন এটাকে ডিফিউজ করতে না পারলে কি হবে কে জানে!

কতক্ষণ সময় আছে ওর হাতে?

ফ্রেডরিখ, মেরিল্যান্ড

০০: ১৮

গ্রে আবার সক্রিয় হয়ে উঠলো। গোলাকার আকৃতিটার চারপাশে ঘুরতে ঘুরতে আরেকটা হ্যাচ খুঁজছে ও। গ্রে ধাতব তলের উপর এমনভাবে নড়ছে যেন বরফের উপর দিয়ে হাটছে। ওর কলজেটা একটা লাফ দিল।

সামনে আরেকটা হ্যাচ।

"এই তুমি। একদম নড়বে না।"

বেজমেন্ট সিকিউরিটি। একনাগাড়ে বাজতে থাকা অ্যালার্ম এতোক্ষণে তাকে সচেতন করেছে।

গ্রে প্রায় পৌছে গেছে হ্যাচটার কাছে। সে থামলো না। একটা স্পটলাইট তাকে ফলো করছে।

"থামো! নইলে গুলি করবো।"

ব্যাখ্যা করার মতো সময় গ্রে'র নেই। সে থামলো না।

তাকে ঘিরে পায়ের কাছে এক পশলা বুলেট বৃষ্টি হয়ে গেল। একটাও ধারের কাছে আসে নি শুধুমাত্র সতর্ক করার জন্য গুলি করা হয়েছে। এরমধ্যেই দৌড়ে চললো গ্রে। দ্বিতীয় হ্যাচটার কাছে পৌছে বুক ভরে দম নিয়ে সর্বশক্তিতে টান মারলো।

ফচ করে একটা শব্দ করে হ্যাচটা খুলে যেতেই গ্রে'র বুক থেকে বেরিয়ে এল আটকে রাখা দম। দ্রুত বোমার ডিভাইসটা হ্যাচ গলে নিচে ফেলে দিয়েই হ্যাচটা বন্ধ করে লাফিয়ে পড়লো সে।

"এই তুমি! যেখানে আছো সেখানেই থাকো।"

গ্রে'র অন্য কোথাও যাবার কোন ইচ্ছেই নেই। যেখানে আছে সেখানেই ও সুখি। এমন সময় শরীরের নিচে একটা মৃদু ঝাঁকি অনুভব করলো। এর মানে বোমাটা বিস্ফোরিত হতে শুরু করেছে। কিন্তু গ্রে জানে এটা শুরু মাত্র।

এর পরেই বিশাল স্টিলের আকৃতিটা কেউ যেন দুই হাতে ধরে ঝাঁকানো শুরু করলো।

বুম...বুম...বুম...

প্রচন্ড বিস্ফোরণের দূর্দান্ত শক্তিতে সবাই সাথে সাথে পড়ে গেল।

বিশাল লৌহ কাঠামোটা যেন কেউ দারুণ শক্তিতে ছিড়ে ফেলতে চাইছে।

এতো মোটা লোহার আবরনের বাইরে থেকেও গ্রে'র মনে হল ওকে কেউ যেন সমস্ত শরীরে মুগুর দিয়ে আঘাত করছে। বিস্ফোরণের ধাক্কায় ওর বুক খালি হয়ে বাতাসের জন্য আকুলি বিকুলি করছে। তারপরও হাচড়ে পাচড়ে উঠে এসে রেলিং থেকে লাফ দিয়ে নেমে এল বেশ খানিকটা নিচে। তারপর আরেক লাফে মাটিতে। স্টিলের আকৃতিটা থেকে যতোটা সম্ভব দূরে সরে যাচ্ছে।

আর ওদিকে যেন ভূমিকম্প হচ্ছে। এখনো টানা বিস্ফোরণ হয়েই চলেছে। কোন থামাথামি নেই। আকৃতিটার এদিক ওদিক দিয়ে বিভিন্ন অংশ ছিটকে পড়ছে। ছড়িয়ে পড়া আগুন আর ধূলার মেঘ আলাদা একটা পর্দা তৈরি করে ফেলেছে চারপাশে। গ্রে বাতাসে ছড়ানো ধূলো আর আগুনের দিকে তাকিয়ে আছে। গায়ে লাগছে আগুনের হলকা। তবে 'বোমাটা ধাতব আকৃতির ভেতরে ফেলতে পারার কারণে কোন প্রানহানি ঘটে নি।

তখনি গ্রে শব্দটা শুনতে পেল, ধাতব কোনকিছু ছেড়ার তীক্ষ্ণ শব্দ। বিস্ফোরণ তার শেষ কেরামতি দেখাচ্ছে। সম্পূর্ন ধাতব আকৃতিটার দুমড়ে মুচড়ে গেল। বড় বড় পায়াগুলোর একটা প্রথমে হেলে গেল, তারপর আরেকটা, তারপর একে একে সবকয়টা। অবশেষে আকৃতিটা একদিকে কাত হয়ে হেলে গেল।

বোমার কেরামতি একবার শুরু হবার পর আর থামছেই না। ধাতব আকৃতিটা থেকে আগুন ছড়িয়ে একটার পর একটা সিকিউরিটি ট্রাক বিস্ফোরিত হতে লাগলো। আর কাত হয়ে পড়া আকৃতিটা ধীরে ধীরে হেলে পড়ে গড়িয়ে আসছে ঠিক গ্রে'র দিকে। সাথে সাথে উঠে দাঁড়িয়ে দৌড় দিল সে। প্রাণপনে দৌড়াচ্ছে। একবার মনে হল আর রক্ষা নেই ওটার নিচে চাপাই পড়তে হবে। অবশেষে জোরে লাফিয়ে গড়াতে থাকা আকৃতিটার কাছ থেকে বেরিয়ে আসতে সমর্থ হল। ওটা গড়িয়ে অন্যদিকে চলে গেল আর গ্রে লাফ দেয়ার পর পিঠ দিয়ে মাটিতে পড়লো। ধাতব আকৃতিটা আরো কয়েকটা সিকিউরিটি ট্রাকের বারোটা বাজিয়ে দিয়ে শেষবারের মত বিস্ফোরিত হল।

গ্রে লনের উপর পড়ে আছে পিঠ দিয়ে। একটা অ্যালার্মের শব্দ শুনতে পেল ও। সিকিউরিটি ফোর্স নিশ্চয় আশেপাশেই আছে। কোনভাবেই ওদের হাতে ধরা পড়া চলবে না। গ্রে গোঙাতে গোঙাতে মাটি থেকে উঠে দাঁড়িয়ে মুখের সামনে থেকে ধুলো আর ধোঁয়া সরালো হাত নেড়ে। সিকিউরিটি অ্যালার্ম এখনো বাজছে। গ্রে দ্রুত এগোল বিল্ডিঙের পেছনে, যেখানে বাইকটা রেখে এসেছে।

ওটা ঠিক সেভাবেই আছে যেভাবে ওটাকে রেখে গিয়েছিল। দ্রুত ওটার উপর লাফিয়ে উঠে ইগনিশনে চাবি ঘোরালো। শরীরে স্বস্তির পরশ বুলিয়ে দিল ইঞ্জিন স্টার্ট হবার শব্দ। বাইকটা ধরে যেই সামনে এগোবে হঠাৎ ওর চোখে পড়লো ডান পাশের হ্যান্ডেলের সাথে আটকানো একটা জিনিস। একপলক দেখে ওটা পকেটে রেখে বাইক ছেড়ে দিল।

রাস্তা এখনো পরিস্কার বলেই মনে হচ্ছে। গ্রে গিয়ার দিয়ে ইঞ্জিনের জোর বাড়িয়ে অন্ধকার বিল্ডিংগুলোর মধ্যে দিয়ে তীব্র গতিতে ছুটলো। পোর্টার স্ট্রিটে

পৌছে তীক্ষ্ণ একটা বাঁক নিল বামে, বাম পায়ের হাটু বাঁকিয়ে ব্যলেন্স রক্ষা করছে। রাস্তায় শুধুমাত্র কয়েকটা গাড়ি ছাড়া আর কোন যানবাহন নেই। এই গাড়িগুলোর কোনটাকেই এমপি ভেহিকেল বলে মনে হচ্ছে না।

গ্রে গাড়িগুলোকে এঁকেবেঁকে পাশ কাটিয়ে ছুটে চলেছে। দ্রুত শহর ছেড়ে গ্রাম্য এলাকার দিকে চলেছে। ও যেদিকটাতে যাচ্ছে ওটা নরিন পন্ড পাহাড়ি এলাকা, কিছুটা দূর থেকেই বনাঞ্চল শুরু হয়েছে। সম্পূর্ন এলাকাটাকেই ঘিরে আছে বড় বড় গাছের ঘন বন। গ্রে অনেক কষ্টে ধৈর্য ধরে আছে। জানে এখন সে নিরাপদ। তারপরও পকেটে থাকা জিনিসটাই তার ভাবনার মূল কারণ। ছোট্ট একটা চেইন, তবুও যেন ওটার আলাদা ওজন পকেটে টের পাচ্ছে। এই চেইনটাই বাইকের হ্যান্ডেলের সাথে আটকানো ছিল। একটা সিলভারের চেইন...সাথে একটা ড্রাগনের লকেট।

ড্রাগন লেডি!

ওয়াশিংটন ডি.সি

পেইন্টার স্যাটেলাইট কনসোলের সামনে থেকে সরে দাঁড়ালেন। টেকনিশিয়ান ধোঁয়া আর মেঘের কুন্ডলীর ভেতর থেকে মোটরসাইকেলে করে গ্রেসনের বেরিয়ে আসা লক্ষ্য করছে আর লোগান এখনো ফোনে ইনফরমেশন ডিটেইলস জানাচ্ছে। তারপর সে ফোনে হাত রেখে বললো, "স্যার, ডারপা'র ডিরেক্টর আপনাকে চাচ্ছেন।"

"লাইনটা পার করে দাও," পেইন্টার আরেকটা রিসিভার তুলে নিলেন।

রিসিভার কানে লাগিয়ে অনেক্ষণ চুপচাপ শোনার চেষ্টা করছেন। তার ধারণা বসের সেই জাঁদরেল কণ্ঠস্বর আবার কানে ঝংকার তুলবে কিন্তু বদলে শুনতে পেলেন অন্যরকম এক কণ্ঠস্বর। প্রচন্ড ক্লান্ত। পেইন্টার জিজ্ঞেস করলেন, "ডিরেক্টর ম্যাকব্রাইড?"

জবাবে কণ্ঠস্বরটা জবাব দিল, "পেইন্টার, আমি জার্মানির একটা ক্যাথেড্রালে অদ্ভুত কিছু মৃত্যুর খবর পেয়েছি। আজ রাতের ভেতরেই সেখানে একটা টিম পাঠাতে হবে।"

"এতো দ্রুত?"

"হ্যা, ব্যাপারটা খুবই জরুরি। আমি দশ মিনিটের ভেতর যাবতীয় ডিটেইলস পাঠিয়ে দিচ্ছি। আর হ্যা, তোমার সেরা লোকটাকে এই টিমের নেতৃত্বে পাঠাবে।"

পেইন্টার স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে দেখছেন মোটরসাইকেলের বিন্দুটা পাহাড়ি জঙ্গলের ভেতর দিয়ে এগিয়ে আসছে। "ঠিক আছে, আমি তা পাঠাবো, কিন্তু জানতে পারি এত জরুরি কারণটা কি?"

"আজ সকালে একটা কল এসেছে, যাতে বলা হয়েছে জার্মনির এই ঘটনাটার

তদন্তের ভার সিগমাকে দেয়া হোক। আর বিশেষভাবে তোমার টিমের কথা বলা হয়েছে।"

"আমার টিমের কথা? কে বলেছে?"

পেইন্টারের ধারণা ছিল ম্যাকব্রাইডকে এই ধরনের কথা বলার ক্ষমতা রাখে একমাত্র প্রেসিডেন্ট, নিশ্চয়ই তিনিই বলেছে। কিন্তু আরেকবার সে নিজের কাছে ভুল প্রমানিত হল।

ডিরেক্টর জানালেন, "অনুরোধটা করা হয়েছে ভ্যাটিকান থেকে।"

অধ্যায় ২

এটারনাল সিটি

জুলাই ২৪, বিকেল
রোম, ইটালি

লেফটেনান্ট র‍্যাচেল ভেরোনা স্যান ক্লেমেন্ট ব্যাসিলিকার নিচে আরো গভীরে নেমে এল।

নেপলস ইউনিভার্সিটির এক দল আর্কিওলজিস্ট দুই মাস যাবৎ চার্চের নিচের এই অংশটাতে খোড়াখুড়ি চালাচ্ছে।

"*লেসিয়েট অগনি স্পেরানযা...*" র‍্যাচেল বিড় বিড় করে বললো।

তার গাইড এবং প্রজেক্ট লিডার প্রফেসর লেসা গিয়োভান্না তার দিকে ফিরে তাকালো। মধ্যপঞ্চাশের একজন মহিলা, কিন্তু পিঠে স্থায়ী কুঁজের কারণে অনেক খাটো আর বয়স্ক দেখায় তাকে। সে র‍্যাচেলের দিকে তাকিয়ে একটা ক্লান্ত হাসি দিল, "আচ্ছা, তাহলে দান্তে অলিগিরি মনে পড়ে যাচ্ছে! তাও অরিজিনাল ল্যাটিনে। *লেসিয়েট অগনি স্পেরানযা, ভয়ি শেনট্রেট!* এখানে প্রবেশ করে যে তার সকল আশা তিরোহিত হবে।"

র‍্যাচেল একটু অস্বস্তি বোধ করলো। দান্তের ভাষ্যমতে এই কথাগুলো নরকের গেটে লেখা আছে। ও আসলে কথাগুলো কাউকে শোনানোর জন্যে বলে নি কিন্তু প্রফেসর শুনে ফেলায় ওর অস্বস্তি হচ্ছে। "না না, আমি আসলে তেমন কিছু ভেবে বলি নি, প্রফেসর।"

প্রফেসর দ্রুত জবাব দিলেন, "ঠিক আছে। আমি আসলে অবাক হয়েছি মিলিটারি পুলিশের কেউ এতো ভালো ল্যাটিন বলতে পারে শুনে। তাও ক্যারিবিনিয়ারিতে কাজ করে এমন কেউ।"

র‍্যাচেল ব্যাপারটার ভুল ধরতে পারলো। সব ক্যারাবিনিয়ারি পুলিশ অফিসারদেরই লোকজন একই চোখে দেখে। বেশির ভাগ লোকজনই যে জিনিসটা দেখে তা হল, ইউনিফর্ম পরা পুরুষ আর মহিলারা রাইফেল হাতে রাস্তাঘাট আর বিল্ডিং পাহারা দিচ্ছে। কিন্তু তারা এটা জানে না এদের প্রায় সবাই মিলিটারি পুলিশ ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে নয় বরং ইতিহাস, দর্শন আর সাহিত্য থেকে গ্র্যাজুয়েশান সম্পন্ন করে এখানে কাজ করতে আসে। ও নিজেও ভার্সিটি থেকে পড়াশুনা শেষ করে দু বছর আন্তর্জাতিক আইন নিয়ে পড়াশুনা করার পর এখানে কাজ করতে এসেছে জেনারেল র‍্যান্ডি'র মাধ্যমে, উনি এখানকার আর্ট এবং কালচারাল অ্যান্টিক জিনিস চুরির সেকশানটা দেখেন। যেটার ইটালিয়ান নাম *'টুটেনা পেটরিমনিয় কালচারালে'*।

সিঁড়ির গোড়ায় নেমে র‍্যাচেল স্যাঁতস্যাঁতে পানির একটা পুলে পা রাখলো। গত

কয়েকদিনের ঝড়তুফান সুড়ঙ্গটা বসিয়ে দিয়েছে। চারপাশে একবার চোখ বুলালো ও। জায়গাটা অন্তত এক গোড়ালি পানিতে ডুবে আছে। ওর পায়ে একজোড়া বেঢপ সাইজের রবারের বুট, আসলে এটা কোন ছেলের হবে। নিজের সুন্দর জুতোজোড়া ওর বাম হাতে। জন্মদিনে মায়ের উপহার দেয়া জুতোজোড়া ও উপরে রেখে আসতে ভরসা পায় নি। চারপাশে চোরের কোন শেষ নেই। যদি এগুলো চুরি যায় বা পচা পানিতে ভিজে নষ্ট হয় তবে মা ভীষন মন খারাপ তো করবেই সেই সাথে ও নিজেকে কোনদিন ক্ষমা খরতে পারবে না। প্রফেসর গিয়োভান্নার পরনে একটা কভারঅল। আসলে র‍্যাচেল ওর মা আর বোনের সাথে বাইরে লাঞ্চ করার জন্য বের হয়ে চুরির খবর জানতে পেয়ে সরাসরি এখানে চলে এসেছে। তাই ফ্ল্যাটে গিয়ে ক্যারাবিনিয়ারি ইউনিফর্ম পরে আসার সময় পায় নি। তবে এখানকার যে পরিস্থিতি দেখছে তাতে মনে হচ্ছেনা সে ওদের সাথে লাঞ্চে যোগ দিতে পারবে।

আসার পর উপরে কয়েকজন স্থানীয় পুলিশ অফিসারের সাথে দেখা হয়েছে। সেখানে চুরির ঘটনার প্রাথমিক তদন্ত সেরে মিলিটারি পুলিশম্যানকে ব্যাসিলিকায় রেখে ও নিজে নিচে নেমে এসেছে। তবে মায়ের সাথে দেখা না হবার সম্ভাবনাতে সে একটু স্বস্তিও বোধ করছে। কারণ পুরনো বয়ফ্রেন্ডের সাথে তার ব্রেকআপের ঘটনা অনেকদিন যাবৎ তার মায়ের কাছে লুকিয়ে রেখেছে। আজ ভেবেছিল বলবে, গিনো আর ওর ব্রেকআপ হয়ে গেছে। না বলতে হয় নি বলে এখন ভালোই লাগছে। আসলে গিনো আর ও আরো একমাস আগেই আলাদা হয়ে গেছে। তবে র‍্যাচেল জানে মা জানতে পারলে বেশ দুঃখ পাবে। আর তার তিন বছরের বড় বিবাহিত বোন জানতে পারলে নিজের হাতের হীরার ওয়েডিং রিংটার দিকে তাকিয়ে একটা মৃদু হাসি দেবে।

তার এই বোনটি কখনোই র‍্যাচেলের পেশা এবং বয়ফ্রেন্ড কোনটাকেই পছন্দ করে নি। তার মায়ের যত আপত্তি ওর পেশা নিয়ে। "তোমার কখনোই কোন ছেলের সাথে বনে না। কিভাবে বনবে? এত সুন্দর চুলগুলো কি বিচ্ছিরি ছোট করে কাটো, বালিশের নিচে পিস্তল নিয়ে ঘুমাও। কোন ছেলে এগুলো সহ্য করবে?" হাত নেড়ে নেড়ে আর মুখ ঝামটা দিয়ে বলা মায়ের কথাগুলো র‍্যাচেলের ভালোই লাগে। আসলে মা ওকে অনেক বেশি স্নেহ করেন কিন্তু ওকে বোঝেন না। র‍্যাচেলকে সবচেয়ে ভালো বুঝতে পারে ওর নানু। ওদের পরিবারের একটা বড় অংশ বাস করে ক্যাসেল গ্যানডলফো'তে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ওরা সেখানে স্থায়ী হয়। র‍্যাচেল রোম ছেড়ে ওখানে খুব কমই যায়। তবে ওখানে গেলে ওদের ফার্ম হাউজে নানুর সাথে সময়টা ওর ভালোই কাটে। ওরা সারাদিন অ্যান্টিক আর এটা ওটা নিয়ে গল্প করে কাটিয়ে দেয়। নানু ওকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের লোহমর্ষক সব গল্প শোনায়। এমনকি ওর নানুর কাছে বিশ্বযুদ্ধের একটা নাজি পি-০৮ লুগার পিস্তল পর্যন্ত আছে। বর্ডার ক্রশ করার সময় সে ওটা এক বর্ডার গার্ডের কাছ থেকে চুরি করেছিল। আজো সে ওটার নিয়মিত যত্ন নেয় এবং তেল দেয়া চকচকে অবস্থায় ওটা তার বিছানার পাশের ড্রয়ারে রাখা থাকে।

"ঘটনাটা উপরে ঘটেছে," প্রফেসর বললেন। তারপর ছোট একটা নিচু দরজার দিকে যেতে যেতে বললেন, "এখানকার সাইটে আমার ছাত্রছাত্রিরা নজর রাখছে।"

র‍্যাচেলও তাকে পিছু নিয়ে নিচু দরজাটার দিকে এগোল। প্রফেসর সোজা একটা ছোট ঘরে এসে ঢুকলেন। ঘরটা লণ্ঠন আর ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় আলোকিত, নিচু ছাদের কারণে মাথা নামিয়ে রাখতে হচ্ছে, ভল্টের মত রুমটা বড় বড় পাথরের ব্লক বসিয়ে তৈরি, আর জায়গায় জায়গায় প্লাস্টার করা। আসলে এটা একটা মানুষ নির্মিত গুহা। রোমান টেম্পলের সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।

এর ভেতর দাঁড়িয়ে র‍্যাচেলের যে কথাটা প্রথম মনে হল, ছাদটা মাথার উপর ধসে পড়বে না তো? সেন্ট ক্লেমেন্টকে উৎসর্গ করে এই চার্চটা তৈরি করা হয়েছিল বারো শ' শতকে, একটা চতুর্থ শতকের পুরনো ব্যাসিলিকার ভিতের উপরে। কিন্তু মজার বিষয় হল চতুর্থ শতকের পুরনো সেই চার্চটাও তৈরি করা হয়েছিল আরেকটা পুরনো প্যাগান টেম্পলের ভিতের উপরে। ব্যাপারটা এখনকার প্রেক্ষিতে খুব আদ্ভুত মনে হতে পারে কিন্তু রোমান সম্রাজ্যের সময় এটা খুবই স্বাভাবিক একটা ব্যাপার ছিল। একটা ধর্মের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উপর আরেকটা ধর্মের প্রতিষ্ঠান নির্মাণকে রোমানরা দেখতো এক ধর্মের ধ্বংসের উপরে আরেক নতুন ধর্মের প্রভাব প্রতিষ্ঠা হিসেবে। রোমান ইতিহাস এ ধরনের ঘটনায় ভরপুর।

র‍্যাচেলের শরীরে একটা উত্তেজনার শিহরন বয়ে গেল। তার কাছে মনে হচ্ছে যেন এই জায়গাটাতে শুধু পাথর আর নির্মাণ সামগ্রী না সেই সাথে এর উপর সময়েরও চাপ কাজ করছে। আরো মনে হচ্ছে যেন এক সভ্যতার উপর আরেক সভ্যতার নির্মাণ। যতোই ভারি হোক না কেন এখানকার প্রতিটা পাথর যেন সময় আর সভ্যতার নীরব সংরক্ষক হিসেবে নিজের অবস্থান বড়ই গৌরবের সাথে ধরে রেখেছে।

"এই দু'জন আমার ভার্সিটির ছাত্র," হঠাৎ প্রফেসরের কথায় সে বাস্তবে ফিরে এল। "টিয়া আর রবার্তো।" প্রফেসর পরিচয় করিয়ে দেয়ার পর র‍্যাচেল দুজনকেই খেয়াল করলো। দুজনেরই কালো চুল আর দুজনেই একইরকম কভারঅল পরে আছে। ওরা মনোযোগ দিয়ে পুরনো কিছু মাটির পাত্রে ট্যাগ লাগাচ্ছে। এখন প্রফেসরের কথায় চোখ ফিরিয়ে তাকিয়ে র‍্যাচেলকে দেখে মৃদু হাসলো। এক হাতে নিজের জুতো ধরে রেখেই র‍্যাচেল দুজনার সাথে হাত মেলালো। দুজনার কারো বয়সই বিশের বেশি হবে না। র‍্যাচেল সম্প্রতি ত্রিশ পার করেছে, এত কম বয়সের দুটো ছেলে মেয়েকে দেখেই কিনা কে জানে র‍্যাচেলের নিজেকে হঠাৎ বেশ বড় মনে হল।

"এখানে, প্লিজ," প্রফেসর র‍্যাচেলকে দেয়ালের এটা নির্দিষ্ট জায়গা দেখিয়ে বললো, "আমার ধারণা চোরেরা এসেছিল কাল রাতের বেলা, ঝড়ের সময়।"

প্রফেসর গিয়োভান্না তার ফ্ল্যাশলাইটটা দেয়ালের একদিকের কোণায় একটা কুলুঙ্গিতে রাখা মার্বেলের আকৃতির দিকে ধরলেন। জিনিসটা লম্বায় প্রায় এক মিটারের মত হতো যদি এটার মাথা খোয়া না যেত। জিনিসটার যা কিছু অবশিষ্ট

আছে তার মধ্যে আছে শরীর, পা জোড়া আর উত্তেজিত লিঙ্গ।

রোমান যৌন দেবতা।

প্রফেসর মাথা ঝাঁকালেন, "দারুণ একটা ট্র্যাজেডি। এটা ছিল এখান থেকে উদ্ধার করা একমাত্র পূর্ণ মূর্তি।"

র‍্যাচেল মহিলার হতাশাটা বুঝতে পারছে। কাছে গিয়ে মূর্তিটার কাটা গলায় আঙুল বোলালো সে। অত্যন্ত পরিচিত অনুভূতি। "হ্যাক্সো," আনমনেই বলে উঠলো।

এই হ্যাক্সোব্লেড হল আধুনিক কবর চোরদের জন্য দারুণ একটা অস্ত্র। বহন করা খুবই সহজ কিন্তু দারুণ কাজের। এই সাধারন জিনিসটা দিয়ে রোমের চারপাশে কত অসাধারন আর্টইফেক্ট যে নষ্ট করা হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। এমনকি মিউজিয়ামগুলোতে স্রেফ কিউরেটরের দৃষ্টি হঠতেই কত কিছু যে করা হয়েছে এই হ্যাক্সো দিয়ে তা কল্পনাও করা যায় না। চুরি যাওয়া অ্যান্টিকের ব্যবসা এতোটাই বিস্তৃত যে এটাকে স্রেফ ড্রাগ, মানিলন্ডারিং আর অস্ত্র ব্যবসার সাথেই তুলনা করা সম্ভব। শুধুমাত্র এই কারণেই মিলিটারি ১৯৯২ সালে নতুন আলাদা একটা শাখাই উদ্বোধন করেছে *'কমান্ডো ক্যারিবিনিয়ারি টুটেলা প্রাটরিমোনিও কালচারালে'* নামে যার অর্থ কারচারাল হেরিটেজ পুলিশ। এদের মূল কাজই হল ইন্টারপোলের সাথে সহযোগীতার মাধ্যমে অ্যান্টিক চুরি এবং পাচারের এই স্রোতকে আটকানো।

টুকরো হওয়া মূর্তিটার সামনে দাঁড়িয়ে র‍্যাচেল অনুভব করলো তার শরীরের ভেতর একটা অসহ্য রাগ ফেনিয়ে উঠছে। এই মূর্তিটার প্রতিটি টুকরোর সাথে রোমান ইতিহাসের প্রতিটা পরত মুছে ফেলা হচ্ছে। তার কাছে ব্যক্তিগতভাবে মনে হয় যেন এই ধরনের অপরাধ সময়ের বিরুদ্ধে এক ধরনের পাপ।

"*অর্স লঙ্গা, ভিটাব্রেভিস*।" হিপোক্রেটাস থেকে সে খুব প্রিয় একটা পঙতি উচ্চারন করলো। মানে হল 'জীবন সংক্ষিপ্ত, শিল্প অমর'। "এই জিনিসটা," অত্যন্ত ক্ষুব্ধ স্বরে খানিকটা হতাশার মিশ্রনে প্রফেসর বলে চলেছেন, "এতো চমৎকার একটা নিদর্শন ছিল। নিঁখুত হাতের নিঁখুত কাজ। এতোটা চমৎকার জিনিস আজকাল আর পাওয়া যায় না বললেই চলে। এরা কি নিষ্ঠুরতার সাথে..."

"আমার প্রশ্ন হল হারামিগুলো জিনিসটা আস্তই নিয়ে গেল না কেন? তাতে অন্তত মূর্তিটা অক্ষুন্ন থাকতো," টিয়া নামের মেয়েটি বলে উঠলো।

র‍্যাচেল মূর্তিটার টুকরোগুলো নেড়েচেড়ে দেখতে দেখতে বললো, "জিনিসটার পুরোটা বহন করে নেয়ার জন্য অনেক বড়। চোরেরা নিশ্চয়ই চুরির আগেই একজন আন্তর্জাতিক ক্রেতা ঠিক করে রেখেছিল। তাই শুধু মাথাটা এখান থেকে বহন করা এবং বর্ডার পার করা দুটো ক্ষেত্রেই অনেক সহজ হবার কথা, আমার ধারণা তাই হয়েছে।"

"জিনিসটা পাবার কোন সম্ভাবনা কি আছে?" প্রফেসর জানতে চাইলেন।

র‍্যাচেল কোন মিথ্যা আশ্বাস দিতে রাজি নয়। কারণ গত বছর চুরি যাওয়া ছয় হাজার পিস আর্টইফেক্টের ভেতর হাতেগোনা মাত্র কয়েকটাই উদ্ধার করা সম্ভব

হয়েছে। "আমাকে সম্পূর্ণ মূর্তিটার একটা ছবি দিতে হবে ইন্টারপোলকে দেয়ার জন্যে। এমন একটা ছবি দেবেন বিশেষ করে যেটাকে মাথাটা একদম পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে।"

"আমাদের একটা ডিজিটাল ডাটাবেজ আছে," প্রফেসর গিয়োভান্না জবাবে বললেন। "আমি ছবি ই-মেইলে পাঠিয়ে দিব।"

র‍্যাচেল মৃদু মাথা ঝাঁকালো, ও এখনো মুন্ডুবিহীন মূর্তিটার দিকেই তাকিয়ে আছে। তারপর একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে হঠাৎ করেই বলে উঠলো, "আথবা ব্যাপারটা আরো সহজ হয়ে যায় যদি রবার্তো আমাদেরকে বলে দেয় ও মুন্ডুটা নিয়ে কি করেছে।"

প্রফেসর ঝট করে ঘুরে দাঁড়ালো প্রথমে র‍্যাচেলের দিকে, তারপর মাথা ঘুরিয়ে ছেলেটার দিকে তাকালো।

রবার্তো এক পা পিছিয়ে গেছে। "কি-কি বললেন আপনি?" সে রুমের চারপাশে সবার দিকে তাকাচ্ছে, সবশেষে তাকালো প্রফেসরের দিকে। "প্রফেসর...বিশ্বাস করুন আমি কিছুই জানি না। এই মহিলা পাগল নাকি?"

র‍্যাচেল এখনো মুন্ডুবিহীন মূর্তিটার দিকেই তাকিয়ে আছে–মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে পুরো ঘটনাটা। খুব সাবধানে খেলতে হবে ওকে। ইচ্ছে করছে এখানকার সবাইকে স্টেশানে নিয়ে যেতে কিন্তু তার মানে প্রত্যেকের ইন্টারভিউ নেয়া, স্টেটমেন্ট লেখা, অসংখ্য পেপারওয়ার্ক। র‍্যাচেল চোখ বন্ধ করে এক মুহূর্তের জন্য ভাবলো লাঞ্চটার কথা, ওটাতে যাবার সময় প্রায় পার হয়ে গেছে। আরেকটা ব্যাপার হল এসব ক্ষেত্রে জিনিসটা উদ্ধার করার ন্যূনতম এতটুকু সম্ভাবনা যদি থাকে তবে সেটা সম্ভব হবে একমাত্র সময় বাঁচাতে পারলে। আর ওকে সে চেষ্টাই করতে হবে।

চোখ খুলে আবারো স্ট্যাচুটার দিকে তাকিয়েই বললো, "আপনারা কি জানেন চুরি যাওয়া আর্কিওলজিক্যাল আর্টইফেক্টের মধ্যে ষাট ভাগের বেশি সাইটে কর্মরত লোকজনই চুরিগুলো করে?" বলে সে ঘুরে দাঁড়িয়ে তিনজনকেই দেখলো।

প্রফেসর উত্তেজনায় একটু এগিয়ে এল, "আপনি কি আসলেই ভাবছেন রবার্তো...?"

"আপনারা এই মূর্তিটা উদ্ধার করেছন কখন?" র‍্যাচেলের জিজ্ঞাসা।

"দু-দুই দিন আগে। কিন্তু আমরা এর মধ্যেই আমাদের এই আবিষ্কার ইউনিভার্সিটি অব নেপল্‌সের ওয়েবসাইটে দিয়েছি। কাজেই অনেকেই এটার ব্যাপারে জানে।"

"ঠিক আছে কিন্তু আমাকে এটা বলুন, কয়জন লোক এটা জানতো, কাল রাতের ঝড়ের সময় এ সাইট অরক্ষিত অবস্থায় থাকবে?" র‍্যাচেল সোজা রবার্তোর দিকে তাকালো। "রবার্তো, আপনার কি কিছু বলার আছে?"

রবার্তোর চেহারা দেখে মনে হল ওর মুখে অবিশ্বাসের মুখোশ। "আমি...আমি! তাই বলে কি আমি চুরি করেছি নাকি?"

র‍্যাচেল বেল্টের খাপ থেকে নিজের রেডিওটা বের করে বললো, "তাহলে এক

কাজ করি আমরা আপনার গ্যারেটটা চেক করে দেখি। ওটাতে কোন হ্যাক্সো পাওয়া যায় কিনা? আর সেটার দাঁতের সাইজ ও মূর্তিটার কাটা অংশের সাথে মেলে কিনা? কি বলেন?"

এইবার রবার্তোর চেহার রঙ বদলে গেল। "আমি...আমি..."

"উম...কমপক্ষে পাঁচ বছর তো জেলে কাটাতেই হবে আর..." বলে সে রেডিওটা অন করলো। "জেরার্ড।"

র‍্যাচেল রেডিওতে উপরের পুলিশকে ডাকতেই ল্যাম্পের আলোয় পরিস্কার দেখা গেল রবার্তোর মুখ সাদা হয়ে গেছে।

"ব্যাপারটা পুরোপুরি ঘটা শুরু করবে যদি আপনি সযোগীতা না করেন।"

রবার্তো মাথা এমনভাবে ঝাঁকালো কিছুই বোঝা গেল না সে আসলে কি বোঝাতে চাইছে।

"এখনো সুযোগ আছে।" র‍্যাচেল আবারো মুখটা রেডিওর কাছে নিয়ে গেল। ধীরে ধীরে ও ঠোঁট ফাঁক করছে।

"না," রবার্তো চিৎকার করে উঠলো, র‍্যাচেল যেমনটা আশা করেছিল। তারপর মাথা নামিয়ে ফেললো সে। দৃষ্টি মাটির দিকে। দীর্ঘ নীরবতা। র‍্যাচেলও চুপ করে আছে। ও চাচ্ছে পরিবেশটা আরেকটু ভারি হোক এবং সেটা রবার্তোই ভাঙুক।

অবশেষে রবার্তো কথা বললো। গলার স্বর একদম খাদে নেমে গেছে, "আমি...বেশ কিছু দেনায় পড়ে গিয়েছিলাম। আমার আসলে কিছুই করার ছিল না।"

প্রফেসর কপালে হাত দিয়ে বসে পড়লেন। "রবার্তো, কি করে করতে পারলে তুমি কাজটা?"

রবার্তোর কোন উত্তর নেই।

র‍্যাচেল বুঝতে পারছে ছেলেটার উপর কি পরিমান চাপ পড়ছে। ব্যাপারটা অসম্ভব না। এইসব কেসের ক্ষেত্রে এই ধরনের ঘটনা হরহামেশাই ঘটছে। বড় বড় সেটআপের ভেতরে ছোট ছোট খুঁত। তাই র‍্যাচেল একটা সুযোগ নিয়ে দেখতে চেয়েছে।

ও সেটটা ঠোঁটের কাছে এনে কথা বলতে শুরু করলো। "ক্যারিবিনিয়ারি জেরার্ড, আমি এখানে এমন একজনকে পেয়েছি যে কিছু প্রাথমিক তথ্য দিয়ে আমাদের সাহায্য করতে পারবে।" ওপাশের জবাব শুনে রেডিও অফ করে দিয়ে রবার্তোর দিকে তাকালো। রবার্তো মুখ ঢেকে দাঁড়িয়ে আছে। এটা অন্তত বুঝতে পারছে তার ক্যারিয়ারের বারোটা বেজে গেছে।

প্রফেসর র‍্যাচেলের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলো, "আপনি কিভাবে বুঝলেন?"

র‍্যাচেল মনে মনে হাসলো। প্রফেসর তো আর জানে না এই ধরনের বেশিরভাগ কেসে এরকমই হয়। এধরনের বেশিরভাগ সাইটে ভেতরের লোকদের মাধ্যমেই বড় বড় পার্টিরা কাজ সারে।

আর রবার্তোর ব্যাপারে অনুমান করাটা ছিল র‍্যাচেলের জন্য স্রেফ উপলব্ধির

ব্যাপার। এক্ষেত্রে ও খুব সাধারন একটা ট্রিক্স খাঁটিয়েছে। প্রথমে কিছু যুক্তি মিলিয়ে অনুধাবন করেছে, তারপর চাপ সৃষ্টি করতেই রবার্তো ভেঙে পরেছে। তবে এত দ্রুত কাজটা করতে গিয়ে ও অনেক বড় একটা ঝুঁকি নিয়ে ফেলেছিল। এতটুকু ভুলচুক হলেই খবর খারাপ হয়ে যেত। যদি রবার্তোর পরিবর্তে টিয়া হতো তাহলেই পুরো ব্যাপারটাই গুবলেট হয়ে যেত। কিংবা প্রফেসর গিয়োভান্না হওয়াও একেবারে অসম্ভব ছিল না। ক্ষতি কি? ভার্সিটির বেতনের সাথে নিজের আবিষ্কার বিক্রি করে যদি অতিরিক্ত কিছু টাকা যোগ করা যায়। আসলে হলে হতে পারতো অনেক কিছুই, কিন্তু র‍্যাচেল অভিজ্ঞতা আর প্র্যাকটিসের বশে ঠিক ব্যক্তিটাকেই ধরেছে। আর সোজা একটা কথায় বিশ্বাস করে ও, সেটা হল ঝুঁকি নিলেই পুরস্কার পাওয়া যায়।

প্রফেসর এখনো ওর দিকেই তকিয়ে আছে। তার চোখেমুখে একটাই প্রশ্ন, র‍্যাচেল বুঝলো কিভাবে যে রবার্তোই চোর?

র‍্যাচেল এখনো মূর্তিটার পুরুষাঙ্গের দিকেই তাকিয়ে আছে। এই একটা মাত্র ক্লু সে কাজে লাগিয়েছে–ছোট্ট কিন্তু দারুণ শক্তিশালী একটা ক্লু। "ব্ল্যাক মার্কেটে এসব আর্টের শুধু মাথাটারই চাহিদা নেই আরো একটা জিনিসের আছে, সেটা হল এদের নগ্নতার। মূর্তিটার বিশেষ এই অংশটাও...," বলে র‍্যাচেল মূর্তিটার পুরুষাঙ্গ দেখালো। "...মার্কেটে অনেক ভালো দামে বিক্রি হতো এবং আমার ধারণা আপনাদের দুই মহিলার কেউ যদি চুরি করতেন তবে এটা নিতে একটুও দ্বিধা করতেন না। কিন্তু একজন ছেলে সেটা করবে না, কারণ ছেলেরা এসব ব্যাপারগুলোকে চরম ব্যক্তিগতভাবে নেয়। রবার্তো একজন পুরুষ বলেই সে এটা কাটে নি।"

এই পর্যন্ত বলে র‍্যাচেল একটু থামলো। তারপর রবার্তোর দিকে তাকিয়ে বললো, "ওরা এমন কি নিজের কুকুরকেও নপুংসক করতে নারাজ।"

১: ৩৪ পি.এম

এখনো অনেক অনেক দেরি...

হাত ঘড়িটা দেখেই র‍্যাচেল দ্রুত একবার সেন্ট ক্ল্যামেন্টের পাথরের ব্যাসিলিকার দিকে তাকালো। ঘুরে তাকাতে গিয়েই ছোট্ট একটা পাথরের সাথে হোঁচট খেয়ে শরীরের ব্যালেন্স হারিয়ে ফেললো সে, কোনমতে ব্যালেন্স ফিরে পেতে জুতোর দিকে তাকিয়েই মনটা খারাপ হয়ে গেল।

ডানপায়ের ডগায় ছাল উঠে গেছে।

আবার ব্যাসিলিকার দিয়ে তাকিয়ে আনমনেই ভাবলো কোন সেইন্টের কি ক্ষতি করেছে ও যে প্রিয় জিনিসটা এভাবে কোন কারণ ছাড়াই নষ্ট হয়ে গেল।

র‍্যাচেল দ্রুত হাটছে। একঝাঁক সাইক্লিস্ট ওর পাশ দিয়ে শো শো করে বেরিয়ে গেল। সম্রাট অগাস্টাসের কথা মনে করতে করতে সাবধানে হাটছে র‍্যাচেল। কথাটা হল : *ফেস্টিনা লেন্টি : তাড়াহুড়োর সময় আস্তে কর।*

কিন্তু সম্রাটের তো আর অবিরাম খুঁত ধরার মত মা ছিল না। ওর আছে। অবশেষে ও প্লাজার এক প্রান্তে মিনি কুপারটার কাছে পৌছালো। গাড়িটার সিলভার শরীর মধ্য গগনের সূর্যের রোদে চকচক করছে।

সারাদিনে প্রথমবারের মত র‍্যাচেলের ঠোঁটে একটা হাসি খেলে গেল। এই গাড়িটাও একটা বার্থ ডে গিফ্‌ট। সে নিজেকেই নিজে গিফ্‌ট করেছে। জীবনে ত্রিশতম জন্মদিন তো আর বার বার আসে না। যদিও এটা কিনতে গিয়ে ও একটু বেশিই লাক্সারি দেখিয়ে ফেলেছে। হঠাৎ করে লেদার সিটের একটা এস-কনভার্টিবল কিনে ফেলা ওর জন্যে একটু লাক্সারিই বটে।

কিন্তু ওভাবে এটা ওর জীবনের একটা অর্জন।

এর পিছনে আরেকটা কারণ ছিল এক মাস আগে ওকে গিনোর ছেড়ে যাওয়া। ওই মানুষটার চেয়ে তার জীবনে এই গাড়িটার গুরুত্ব অনেক বেশি। অন্তত গাড়ি তো আর ইমোশনালি বেঈমানি করে না।

আরেকটা বড় কারণ হল এটা একটা কনভার্টিবল। র‍্যাচেল হল এমন এক মেয়ে যার কাছে নিজের জীবনের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি যদি সে সেটা তার পুরুষের কাছ থেকে না পায় তবে ও গাড়িটার কাছ থেকেই আদায় করে নেবে।

আজকের দিনটা বেশ গরম। তাপমাত্রাটা ওর অসহ্য লাগছে।

গাড়ির কাছে এসে ও দরজাটা খুলে ভেতরে ঢুকতে যাবে সেলফোনটা বেজে উঠলো। বেল্টের খাপ থেকে ওটা বের করতে করতে ভাবছে কে হতে পারে? মনে হয় ক্যারিবিনিয়ারি জেরার্ড, যার অধীনে ও রবার্তোকে রেখে এসেছে। ছেলেটাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য প্রারিওলি স্টেশানে নিয়ে যাওয়ার কথা। একটা অপরিচিত নম্বর। ডিজিটের শুরুটা দেখে বুঝলো বাইরের কল কিন্তু কোথাকার বুঝতে পারলো না। পরমুহূর্তেই মনে পড়লো এটা ভ্যাটিকানের কোড।

কি ব্যাপার, ভ্যাটিকান থেকে ওকে কে ফোন করবে?

ফোনটা কানে লাগিয়ে ও বললো, "লেফটেনান্ট ভেরোনা বলছি।"

অতি পরিচিত একটা কণ্ঠস্বর জবাব দিল, "আমার প্রিয় ভাগ্নিটা কি করছে আজকাল...?"

"আঙ্কেল ভিগর?" র‍্যাচেলের মুখে হাসি ছড়িয়ে পড়লো। ওর আঙ্কেল যিনি মনসিগনর ভিগর ভেরোনা নামে পরিচিত, পন্টিফিক্যাল ইন্সটিটিউট অফ ক্রিশ্চিয়ান আর্কিওলজি প্রধান। কিন্তু উনি ইউনিভর্সিটির অফিস থেকে ফোন করেন নি।

"আমি তোমার মাকে কল করেছিলাম, ভেবেছিলাম তুমি উনার সাথেই কিন্তু মনে হচ্ছে ক্যারিবিনিয়ারির কাজ ঘড়ি ধরে চলে না। আমার মনে হল তোমার মা এই ব্যাপারটা নিয়ে তোমার উপর খুব খুশি নয়।"

"আমি মা'র সাথে লাঞ্চ করতে রেস্টুরেন্টের দিকেই যাচ্ছিলাম।"

"হুমম, আমি কল না করলে এতোক্ষণে হয়তো পৌছেও যেতে, নাকি?"

র‍্যাচেল মৃদু হাসলো, "আঙ্কেল আপনি..."

"আমি ইতিমধ্যেই তোমার মা আর বোনকে বলে দিয়েছি তুমি আজ তাদের

সাথে লাঞ্চ করতে পারছো না বরং তুমি ওদের সাথে ডিনার করবে, ম্যাটরিশিয়ানোতে। আর হ্যা, বিলটাও তুমিই দেবে।"

বিল ও দেবে তা ঠিক আছে কিন্তু ব্যাপারটা কি, ও আসলে বুঝতে পারছে না। "আঙ্কেল ব্যাপারটা কি বলুন তো।"

"আমার তোমাকে এখানে, এই ভ্যাটিকানে দরকার। খুব জরুরি ভিত্তিতে। আমি তোমার জন্যে সেন্ট অ্যানি'র গেটে অপেক্ষা করছি।"

র‍্যাচেল ঘড়ি দেখলো। ওর যেতে সময় লাগবে, কারণ ওকে প্রায় রোমের অর্ধেকটা পাড়ি দিতে হবে। "কিন্তু আমার তো কাজ আছে। আমাকে জেনারেল র‍্যান্ডির কাছে একটা ওপেন ইনভেস্টিগেশনের ব্যাপারে স্টেশানে রিপোর্ট করতে হবে।"

"আমি এরমধ্যেই তোমার বসের সাথে কথা বলেছি। উনি অনুমতি দিয়েছেন। শুধু তাই না, তুমি আমার সাথে কাজ করবে এক সপ্তাহের জন্যে।"

"এক সপ্তাহ?"

"প্রয়োজনে আরো বেশি। আমি তোমাকে সব বুঝিয়ে বলছি আগে তুমি এখানে আসো।" তারপর উনি বুঝিয়ে বললেন কোথায় উনি থাকবেন। র‍্যাচেলের হাটু কাঁপছে, মনে অসংখ্য জিজ্ঞাসা কিন্তু আর কিছু বলার আগেই আঙ্কেল লাইন কেটে দিলেন।

মাথা ঝাঁকিয়ে গাড়িতে উঠে গেল সে। এক সপ্তাহ অথবা আরো বেশি! ব্যাপারটা কি?

তবে ভ্যাটিকান কোন কিছু বললে তা মিলিটারিকেও শুনতে হয়। জেনারেল র‍্যান্ডি অবশ্য ফ্যামিলি ফ্রেন্ড, অনেক আগে থেকেই আঙ্কেল ভিগর আর উনার মধ্যে বন্ধুত্ব। আর উনার মাধ্যমেই রোম ইউনিভসিটি থেকে র‍্যাচেল এখানে কাজ করার সুযোগ পেয়েছে। পনেরো বছর আগে কার এক্সিডেন্টে র‍্যাচেলের বাবার মৃত্যুর পর থেকেই আঙ্কেল ওর দেখাশুনা করেছেন।

তার সাথে থাকার কারণেই র‍্যাচেল গ্রীষ্মের ছুটিগুলো কাটিয়েছে অসংখ্য মিউজিয়ামে, বিভিন্ন চার্চে নানদের সাথে, আর গ্রেগরিয়ান ইউনিভার্সিটিতে। যেখানে আঙ্কেল নিজে পড়েছেন, পড়িয়েছেন এবং এখনো পড়ান। প্রথমে আঙ্কেলের ভাবনা ছিল দীক্ষা নিয়ে র‍্যাচেল একজন নান হবে। তারপর অন্যদিকে ওর আগ্রহ দেখতে পেয়ে সেদিকেই ভালো করার জন্য উৎসাহ দেন। প্রকৃতপক্ষে ইতিহাস, ঐতিহ্য, মার্বেল, গ্রানাইট, কাঁচ আর ব্রোঞ্জের এই শিল্পজগতের প্রতি র‍্যাচেলের এই অপরিসীম ভালোবাসার জন্ম আঙ্কেল ভিগরের মাধ্যমেই।

আজকে আঙ্কেলের কথা শুনে মনে হল ওকে আঙ্কেলের সত্যিই দরকার।

নীল একজোড়া টিনটেড রিভো সানগ্লাস পরে নিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল। গাড়ি ভিয়া ল্যাবিকানো হয়ে প্রকান্ড কলোসিয়ামের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এই এলাকা ফুল ট্যুরিস্ট জোন। চারপাশে প্রচুর গাড়ির ভীড়। এর ভিতর দিয়ে ও গ্র্যাঁপ্রি ড্রাইভারের দক্ষতায় এঁকেবেঁকে গাড়ি নিয়ে দ্রুত ছুটলো। রোমে যারা বেড়াতে আসে তারা বলে

রোমান ড্রাইভারেরা ক্ষেপাটে, ওদের ধৈর্য কম। র‍্যাচেলের কাছে এদের মনে হয় বোকা, গাড়ি চালানোর সত্যিকারের নিয়মকানুন এরা জানেই না।

একটা ওভার লোডেড ট্রাক আর বিশাল মার্সিডিজের মাঝখান দিয়ে দ্রুত গাড়ি চালিয়ে দিল সে। দুটোর মাঝখান দিয়ে ওর ছোট্ট কুপার এমনভাবে বেরিয়ে এল যেভাবে দুটো হাতির ভেতর দিয়ে একটা চড়ুই হুশ করে বেড়িয়ে আসে। দুই গাড়ির ড্রাইভার টের পাওয়া তো দূরে থাক ওরা যতক্ষণে হর্ন বাজালো ততক্ষণে ও বেরিয়ে এসেছে। ওর গাড়ি এখন দ্রুত এগিয়ে চলেছে টাইবার নদীর দিকে।

গাড়ি দ্রুত এগিয়ে চললেও, র‍্যাচেলের সূক্ষ্ম নজর রাস্তার চারপাশের ট্রাফিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কারণ রোমান রাস্তায় নিরাপদভাবে চলতে হলে এর কোন বিকল্প নেই। অন্যদিকে গাড়িঘোঁড়ার পাশাপাশি ও পেছনেও নজর রাখছে। খেয়াল রাখছে কোন ফেউ আছে কিনা।

পাঁচ গাড়ি পেছনে একটা বিএমডব্লিউ সেডানকে অনেকক্ষন ধরে চোখে পড়ছে ওর।

ব্যাপার কি? ওকে কে ফলো করছে?

২: ০৫ পি.এম

পনেরো মিনিট পর র‍্যাচেল ভ্যাটিকানের দেয়ালের ঠিক বাইরে একটা আন্ডারগ্রাউন্ড গ্যারাজে গাড়ি নিয়ে ঢুকে গেল। ঢোকার ঠিক আগে রাস্তাটা ভালোভাবে সার্চ করেছে। ব্ল্যাক বিএমডব্লিউ টাইবার পার হবার পরই গায়েব হয়ে গেছে। তবুও সতর্কতা।

"তোমাকে ধন্যবাদ," র‍্যাচেল ফোনে বললো। "গাড়িটা নেই।"

"এখন কি তুমি নিরাপদ?" অফিসের ওয়ারেন্ট অফিসার জানতে চাইলো। পিছনের ফেউটাকে খসানোর জন্য র‍্যাচেল অফিসে ফোন করে ওকে ব্যবস্থা নিতে বলেছিল।

"উমম... মনে হচ্ছে।"

"পেট্রোলকার পাঠাবো নাকি?"

"না না, কোন দরকার নেই। স্কয়ারে ক্যারিবিনিয়ারি ডিউটিতে আছে, প্রয়োজনে ওদেরকে ডেকে নিব। আমি ভালো থাকবো। তুমি টেনশন করো না, বাই।"

এই কাজটা করতে গিয়ে প্রথমে একটু হৃদয়ের দংশন অনুভব করলেও এখন আর করছে না। কারণ একজন ক্যারাবিনিয়েরি অফিসার হিসেবে ওরা যথেষ্ট ঝুঁকির মধ্যেই কাজ করে। কাজেই এই ধরনের বাড়তি কিছু সুবিধা প্রয়োজনবোধে ওদের প্রাপ্য।

সামনেই একটা সুবিধাজনক পার্কিংস্পেস দেখতে পেয়ে ও গাড়ি পার্ক করে নেমে এসে গাড়ি লক করে দিল। ওর হাতে শুধু সেলফোনটা আছে। ওর কাছে মনে হচ্ছে এটা না থেকে ৯ এ.এমমটা থাকলেই ভালো হতো।

হাটতে হাটতে কারপার্ক থেকে বেরিয়ে এসে ও সেন্ট পিটার স্কয়ারের দিকে যেতে লাগলো। পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর আর্কিটেকচারাল ডিজাইনগুলোর একটা, কিন্তু সেটার দিকে না তাকিয়ে ও তাকিয়ে আছে আশেপাশের রাস্তার দিকে।

সেই বিএমডব্লিউর কোন চিহ্ন এখনো দেখা যাচ্ছে না।

কি জানি, হয়তো বা ওর ভুলও হয়ে থাকতে পারে। চারপাশে ট্যুরিস্টদের প্রচুর ভিড়। প্রচন্ড উতপ্ত আবহাওয়ার ভেতরেই লোকজন ঘুরে বেড়াচ্ছে, অনেকে আবার এয়ারকন্ডিশন্ড গাড়িতে করে। গরমের ভেতর ঘুরতে থাকা লোকজন গাড়িওয়ালাদের দিকে ঈর্ষার দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। র‍্যাচেলের নজর এখনো সেই বিএমডব্লিউকেই খুঁজছে। তবে সেটা আশেপাশে নেই।

চারপাশটা আবারো দেখে নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে ও সেলফোনটা খাপে রেখে সেন্ট পিটার স্কয়ারের দূরতম কোনার দিকে জোরে হাটা দিল। বরাবরের মত এখানে এলেই র‍্যাচেলের যে ব্যাপারটা ঘটে ওর চোখ চলে যায় পিয়াজ্জার দৈর্ঘের দিকে। এই সম্পূর্ণ স্কয়ার এবং ব্যাসিলিকাটা গড়ে উঠেছে সেন্ট পিটারের সমাধির উপরে। এই ব্যাসিলিকার ডোমটার ডিজাইন করেছেন মাইকেল অ্যাঞ্জেলো, এটা সমস্ত রোমের সবচেয়ে উঁচু পয়েন্ট। অন্যদিকে বার্নিনির দুই প্রশস্ত সমাধিস্তম্ভের সারি দুই দিকে ছড়ানো, এটা সমগ্র এলাকাটাকে একটা কি-হোলের আকৃতি দিয়েছে। বর্নিনির মতে এটাকে সাজানো হয়েছে হয়েছে সেন্ট পিটারের প্রশস্ত দুই হাতের মতো করে। এই ছড়ানো দুই হাতের সারিতে রয়েছে একশ চল্লিশজন সেইন্টের সমাধি। গোটা ব্যাপারটাই চমৎকার একটা দর্শনীয় ব্যাপার যার আসলেই কোন তুলনা নেই। এখানে দর্শনার্থীরও কোন অভাব নেই। চারপাশে ফ্রেঞ্চ, অ্যারাবিক, হিব্রু, ডাচ, চাইনিজসহ আরো কত যে ভাষার গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই। ট্যুর গ্রুপ, সাধারন দর্শনার্থী, গাইড, ফটোগ্রাফার, স্যুভেনির বিক্রেতা কোন কিছুরই কোন কমতি নেই। বিক্রেতারও কোন অভাব নেই, পাপাল কয়েন থেকে শুরু করে ব্যাসিলিকার রেপ্লিকা, টি-শার্ট, বিভিন্ন আকৃতির ক্রুশ সবই দেদার বিক্রি হচ্ছে।

র‍্যাচেল ভিড় এড়িয়ে কোনমতে স্কয়ারের প্রান্তে পৌছে মূল এনট্রান্সে ঢোকার পাঁচটা দরজার একটার সামনে এসে থামলো।

পোর্টা সেন্ট' এনা। ওর গন্তব্যের সবচেয়ে কাছের গেট।

ও সুইস গার্ডদের একজনের দিকে এগিয়ে গেল। রীতি অনুসারে গার্ডের পরনে গাঢ় নীল রঙের ইউনিফর্ম সাথে সাদা কলার, উপরে কালো বেরেট। গার্ড লোকটা র‍্যাচেলের নাম শুনে আইডি কার্ড চেক করলো, ও একজন ক্যারাবিনিয়রি লেফটেনান্ট শুনে একবার অবিশ্বাসের দৃষ্টি বুলালো র‍্যাচেলের উপর। তারপর ওর পরিচয়ের ব্যাপারে সন্তুষ্ট হয়ে একজন ভিজিল্যাঞ্জা অর্থাৎ ভ্যাটিকান পুলিশের সাথে ভেতরে যেতে বললো। পুলিশ প্রথমেই র‍্যাচেলকে একটা লেমিনেটেড পাশ দিয়ে সতর্ক করে বললো, "যতক্ষণ ভেতরে আছেন সর্বক্ষন এটা সাথে রাখবেন।"

ওটা হাতে নিয়ে ও ভেতরে ঢোকার ভিজিটরদের লাইনে দাঁড়িয়ে গেল। এই শহরে সেন্ট পিটারের ব্যাসিলিকা, মিউজিয়াম আর বাগানগুলো বাদে বাকি প্রায় সব

জায়গায় যেতে অনুমতি লাগে। বাকি একশ একরের মত জায়গা অনুমতি ছাড়া নিষিদ্ধ।

আর একটা মাত্র জায়গা যেখানে কিছু লোকজন বাদে বাকিরা কখনোই যাবার অনুমতি পায় না।

সেটা হল 'এপোসটোলিক প্যালেস,' পোপের বাসস্থান।

আর র‍্যাচেল এখন সেখানেই যাচ্ছে।

র‍্যাচেল সুইস গার্ডদের হলুদ ইটের ব্যারাক আর সেন্ট অ্যানের চার্চের ধূসর চূড়ার মাঝখান দিয়ে হাটছে। সাইডওয়াক ধরে হাটতে হাটতে পাপাল প্রিন্টিং অফিস আর পোস্ট অফিস পার হয়ে ও এগিয়ে গেল এপোসটোলিক প্যালেসের প্রবেশপথের দিকে।

কাছাকাছি আসতেই, ও প্রাসাদের ধূসর ইটের আকৃতি পরখ করতে লাগলো। প্রাসাদটা দেখতে হলি সি'র প্রধানের বাসভবনের চেয়ে অনেক বেশি ইমার্জেন্সি সরকারি কাজের অফিসের মত লাগছে। কিন্তু ব্যাপারটার মধ্যে একটা ঘাপলা আছে। এটাকে বাইরে থেকে দেখতে যেমনটা লাগে আসলে এটা তেমন না। এমনকি ছাদটাও দেখতে সমান আর খুবই সাধারন। তবে র‍্যাচেল জানে এই প্রাসাদের ভেতরেই বাগান আছে, আছে ঝড়না, এমন কি সাজানো গোছানো ঝোপঝাড়সহ ছোট একটা বনের মতোও আছে। ভেতরের সব কিছুই বাইরের এই সাধারন চেহারা দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে লোক চক্ষুর আড়ালে এবং সম্ভাব্য কোন আততায়ীর বন্দুকের আওতার বাইরে।

র‍্যাচেলের কাছে এই প্রাসাদটা যেন সম্পূর্ণ ভ্যাটিকানেরই প্রতীক। রহস্যময়, অন্তরালে ঢাকা, কিছুটা যেন ভ্রমগ্রস্থ কিন্তু হৃদয়ের গভীরে সৌন্দর্য, সততা আর দয়ায় পরিপূর্ণ।

র‍্যাচেল নিজের ব্যাপারেও যেন কিছুটা এমনইভাবে। আর কেউ না জানুক ও নিজে তো জানে, ওর উপরটা যতই রুক্ষ আর শক্ত হোক না কেন ভেতরে ও খুবই সাধারন একটা মেয়ে।

প্যালেসের বাইরে সিকিউরিটি স্টেশানে এসে সুইস গার্ডদেরকে আরো তিনবার ওর পাস দেখাতে হল। যাই হোক অবশেষে ও অনুমতি পেল ভেতরে ঢোকার। ভেতরে একজন গাইড ওর জন্য অপেক্ষা করছিল, একজন আমেরিকান সেমিনার স্টুডেন্ট, নাম জ্যাকব। বয়স মধ্যপঁচিশ আর পোশাক-আশাকে মধ্যবয়স্ক এক লোক, পাট করে আচরানো সোনালি চুল এরই মধ্যে টাক হতে শুরু করেছে, ফ্যালফ্যালে বে-সাইজ লিলেনের শার্ট গলা পর্যন্ত বোতাম লাগানো।

"আমার সাথে আসুন, প্লিজ। আমাকে বলা হয়েছে আপনাকে মনসিগনর ভেরোনার কাছে পৌছে দিতে।" সে আরেক দফা ওর কাগজপত্রে চোখ বুলালো। "লেফটেনান্ট ভেরোনা? আপনি কি মনসিগনরের আত্মীয়?"

"উনি আমার আঙ্কেল।"

যুবক দ্রুত একবার মাথা ঝাঁকালো। "সরি, আমাকে বলা হয়েছিল শুধুমাত্র

একজন ক্যারাবিনিয়েরি অফিসারকে রিসিভ করতে।" তারপর র‍্যাচেলকে ইশারা করে ফলো করতে বললো। "আমি একজন ছাত্র, আর গ্রেগ-এ মনসিগনর ভেরোনার গাইড এবং এইড হিসেবে কাজ করছি।" র‍্যাচেল মাথা ঝাঁকিয়ে মনে মনে হাসলো। যুবকের কথা শুনেই বোঝা যাচ্ছে আঙ্কেল ভেরোনাকে সে কি পরিমান মান্য করে। আঙ্কেলের বেশিরভাগ ছাত্ররাই তাই। সে নিজেও আগে চার্চের প্রতি অসম্ভব রকম নিবেদিত ছিল, তারপরও খুব শক্তিশালী একটা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি পোষন করতো। এমন কি ওর ভার্সিসিট রুমের দরজায় প্লেটোর মত একই কথা লিখে রেখেছিল :

'যে জিওমেট্রি জানে না, এখানে তার প্রবেশ নিষেধ।'

র‍্যাচেলকে নিয়ে এইড দ্রুত প্যালেসের প্রবেশপথের দিকে এগিয়ে চলেছে। র‍্যাচেল রাস্তা চিনতে পারছে না। আগেরবার যখন এখানে এসেছিল তার থেকে এইবার সবকিছুই যেন ভিন্ন লাগছে। শেষবার ও এখানে এসেছিল যখন আঙ্কেল সবেমাত্র পন্টিফিক্যাল ইন্সটিটিউট অফ ক্রিশ্চিয়ান আর্কিওলজির প্রধান হল তখন। সেইবার ও পোপের নিজস্ব একটা আলোচনা অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসেছিল। তবে এই জায়গার সম্পূর্ণ প্ল্যান মাথায় রাখা এককথায় অসম্ভব। কারণ জায়গাটা আসলেই অসম্ভব বড়, পনেরোশর বেশি রুম, বিশটা কান্ট্রিইয়ার্ড, হাজারের বেশি আছে এখানে। যেমন এখন ওরা যাচ্ছে পোপের নিজের থাকার জায়গায় যেটা হল টপ ফ্লোরে কিন্তু ওরা নামছে নিচের দিকে।

র‍্যাচেল আসলে এখনো বুঝতে পারছে না ইউনিভার্সিটির অফিস বাদ দিয়ে আঙ্কেল তাকে এখানে কেন দেখা করতে বললেন। কোন সমস্যা? যদি থাকতোও তবে আঙ্কেল ফোনে কেন বললেন না? আরেকটা ব্যাপার হল, আসলে এত রহস্যময় এই জায়গার এতোটা ভেতরে কেন দেখা করছে ওরা। কারণ ভ্যাটিকান তার সব রহস্য এবং রহস্যময়তার ব্যাপারে খুবই স্পর্শকাতর। ভ্যাটিকান খুব ভালোভাবেই জানে কিভাবে তার রহস্য আড়াল করে রাখতে হয়।

অবশেষে ওরা একটা ছোট্ট দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো।

জ্যাকব সেটা খুলে দিলে র‍্যাচেল ভেতরে প্রবেশ করলো।

একটা চেম্বার, ভেতরের মৃদু আলোতে বোঝা যাচ্ছে চেম্বারটা লম্বা আর সরু, কিন্তু সিলিংটা বেশ উঁচুতে। একপাশেই একটা লাইব্রেরিতে ব্যবহার করার রাখা। চেম্বারটা একদম ঝকঝকে আর পরিস্কার হলেও কেমন একটা ভ্যাপসা গন্ধ।

"র‍্যাচেল!" এক কোনা থেকে বলে উঠলো আঙ্কেল। একটা ডেস্কের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন উনি, সাথে একজন প্রিস্ট। র‍্যাচেল একটু অবাক। "তোমার সময় জ্ঞান আসলেই ভালো, বরাবরের মতোই। আমার অভিজ্ঞতা অন্তত তাই বলে। কোন সমস্যা হয় নি তো আসতে?" র‍্যাচেল মৃদু হেসে উনাদের দিকে এগিয়ে গেল। র‍্যাচেল খেয়াল করলো আঙ্কেল তার সাধারন পরিধেয় জিন্স টি-শার্ট পরেন নি, বরং তার ড্রেস আপ অনেক ফরমাল। পার্পল লাইনিং এবং একই রঙের বোতামের একটা কালো আলখেল্লা পরে আছেন উনি। ধূসর চুলগুলোও বেশ যত্ন সহকারে তেল দিয়ে ব্রাশ করেছেন, এমনকি তার ফ্রেঞ্চকাট দাড়িগুলোও বেশ চকচক করছে।

"পরিচিত হও, ইনি ফাদার টোরেস," র‍্যাচেলের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন আঙ্কেল ভেরোনা। "উনি এখানকার সমস্ত প্রাচীন নিদর্শনের আফিসিয়াল রক্ষক।"

বয়স্ক মানুষটা উঠে দাঁড়ালেন। দেখতে ছোটখাটো, কালো রঙের রোমান কলার পরে আছেন। আঙ্কেল ভেরোনার কথা শুনে তার মুখে মৃদু হাসির রেখা খেলে গেল। "'প্রাচীন রেলিকগুলোর রক্ষণকারী' এই কথাটা আমার বেশ পছন্দ।"

র‍্যাচেল চারপাশে টাওয়ারের মত উঁচু হয়ে থাকা ক্যাবিনেট ওয়ালগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে। তার মনে পড়লো এটা ভ্যাটিকানের রেলিক ডিপোজিটরি। এই জায়গার কথা সে অনেক শুনেছে কিন্তু কখনো আসার সৌভাগ্য হয় নি। এখানকার শেলফ, ড্রয়ার আর তাকগুলোতে কি আছে ভেবে এক মুহূর্তের জন্য র‍্যাচেলের শরীরের একটা শিহরন খেলে গেল। সেন্ট আর শহীদদের শরীরের বিভিন্ন অংশ, হাতের আঙুল, চুল, নখ, ছোট ছোট শিশির ভেতরে পোড়ানো ছাই, কাপড়ের অংশ বিশেষ, স্টাফ করা চামড়া, বিশেষভাবে শুকানো রক্ত এইসব অসংখ্য রেলিক। খুব কম লোকেই এই ব্যপারটা জানে যে প্রতিটা ক্যাথলিকের কোন না কোন অংশ বিশেষ পবিত্র রেলিকের আকারে সংরক্ষণ করা হয়। ভ্যাটিকানের তো বটেই সারা বিশ্বের সমস্ত মনেস্ট্রিগুলোতেও একই কাজ করা হয়। আর এখানকার সংগ্রহশালাটা সবচেয়ে বড়। এমনকি পৃথিবীর প্রতিটা প্রান্ত থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিটা সেইন্টের এই ধরনের রেলিক বাক্সে করে ফেড-এক্সের মাধ্যমে এখানে পাঠিয়ে দেয়া হয় সংরক্ষন করার জন্য।

চার্চের এই রেলিক সংরক্ষণ করার ব্যাপারে ওদের অবশেসনের মানে কোনদিনই র‍্যাচেল বুঝতে পারে নি। ওর কাছে এই ব্যাপারটা অতোটা ভালো লাগে না। তবে রোম এই ধরনের রেলিকে পরিপূর্ণ একটা শহর। এখানে আরো অদ্ভুদ এবং দারুণ গুরুত্বপূর্ণ কিছু রেলিকও আছে যেমন মেরি মাগদালিনের পা, সেন্ট অ্যান্টনির ভোকাল কর্ড, সেন্ট জন নেপেমিসেনির জিভ, সেইন্ট ক্ল্যারির প্লিহা। এমনকি পোপ সেন্ট দশম পায়াসের সম্পূর্ণ শরীরটাই সেন্ট পিটার্সে একটা ব্রোঞ্জের কেসের ভেতর সংরক্ষণ করা আছে। সবচেয়ে দূর্দান্ত রেলিকটা সংরক্ষণ করা আছে কলকাতার একটা শ্রাইনে, সেটা হল জিশুর সম্ভাব্য কপালের চামড়া।

র‍্যাচেল চারপাশটা দেখতে দেখতে বলে উঠলো, "এখান থেকে কি কিছু চুরি গেছে?"

আঙ্কেল ভিগর র‍্যাচেলের প্রশ্নের জবাবে তার ছাত্রের দিকে তাকিয়ে বললো, "জ্যাকব, তুমি আমাদেরকে ক্যাপোচিনো দাও।"

"জি, মনসিগনর।"

আঙ্কেল ভিগর জ্যাকবের বের হয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। তারপর র‍্যাচেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুমি কোলনের ম্যাসাকারের কথা কি শুনেছো?"

র‍্যাচেল আঙ্কেলের প্রশ্নটা শুনে একটু চমকে গেল। আসলে সে এতোটাই দৌড়ের উপর ছিল নির্দিষ্ট কিছু জানার সুযোগ পায় নি। শুধু এইটুকু জানে, গতরাতে জার্মনির কোথাও খুনের ঘটনা ঘটেছে। বাকিটা অস্পষ্ট।

"শুধুমাত্র রেডিওতে যতোটা রিপোর্ট করা হয়েছে ততোটাই আমি জানি," র‍্যাচেল জবাব দিল।

উনি মাথা নেড়ে সায় দিলেন। "ইন্টেলিজেন্স যা সরবরাহ করেছে মিডিয়া তাই প্রচার করেছে। বাস্তবে আসল ঘটনা অনেক ভিন্ন। চুরাশিজন মানুষ খুন হয়েছে, কোলনের আর্চ বিশপসহ। কিন্তু আমজনতার কাছে আসল ব্যাপারটা প্রচার করা হয় নি।"

"খুব অল্প সংখ্যক মানুষকে গুলি করে মারা হয়েছে। বাকি সবাইকে, ধারণা করা হচ্ছে ইলেট্রফাইড করে খুন করা হয়েছে।"

"ইলেকট্রিফাইড?"

"প্রাথমিক তদন্তে তাই ধারণা করা হচ্ছে। অটপ্সি রিপোর্ট এখনো আসে নি। কিন্তু অথরিটি যখন ঘটনা স্থলে পৌছায় তখনো কয়েকটা মৃতদেহ থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছিল।"

"হায় খোদা! কিন্তু এটা কিভাবে সম্ভব...?"

"প্রকৃত জবাবটা পেতে আমাদের আরেকটু অপেক্ষা করতে হবে। পুরো ক্যাথেড্রাল এখন ক্রাইম এক্সপার্ট, গোয়েন্দা, ফরেনসিক এক্সপার্ট আর ইলেকট্রিশিয়ানে ভরা। জার্মান অথরিটির সাথে যাদেরই টার্ম আছে যেমন ইন্টারপোল আর ইউরোপোলের এক্সপার্টরাও ওখানে আছে এখন। কিন্তু যেহেতু ঘটনাটা ঘটেছে একটা রোমান ক্যাথলিক চার্চে এবং পবিত্র একটা টেরিটরির ভেতরে, কাজেই ভ্যাটিকানকেও নিজেদের শপথ রাখতে হবে।"

"হুমম, মানে কি তাদের কোড অব ওয়ার্ক?"

আঙ্কেল হ্যাসূচক মাথা নাড়লেন। "চার্চ জার্মান অথরিটির সাথে কো-অপারেট করতে পেরেছে এবং ওরা ঘটনার ভেতরে চার্চের এন্ট্রি মেনেও নিয়েছে।"

র‍্যাচেল একটু একটু করে পয়েন্টে আসছে। "কিন্তু এসবের সাথে আমাকে এখানে ডেকে আনার সম্পর্ক কি?"

"প্রাথমিক তদন্ত থেকে আমরা এই ঘটনার একটাই মোটিভ দেখতে পাচ্ছি, আর তা হল ক্যাথেড্রালে থাকা গোল্ডেন রেলিকোয়েরি।"

"তারা কি ওগুলো নিয়ে গেছে?"

"না, এখানেই সমস্যা। তারা গোল্ডেন বক্সটা ফেলে গেছে, যেটা একটা অমূল্য আর্ট-ইফেক্ট। তারা এর ভেতরের রেলিকগুলো নিয়ে গেছে।"

এতোক্ষণে ফাদার টোরেস কথা বললেন, "ওগুলোকে শুধু রেলিক বলা ভুল হবে। ওগুলো আসলে বাইবেলে বর্ণিত ম্যাজাইদের হাঁড়।"

"ম্যাজাই...ওরা আসলে বাইবেলে বর্ণিত তিনজন জ্ঞানী ব্যক্তি, তিন রাজা তাই না?"

"প্রশ্নটা আসলে ওরা হাঁড়গুলো কেন নিয়ে গেল আর গোল্ডেন বক্সটাই বা কেন ফেলে গেল? কারণ হাঁড়গুলোর চাইতে বক্সটা ব্ল্যাক মার্কেটে অনেক বেশি দামে বিক্রি হতো।"

আঙ্কেল ভিগর আবার বলতে শুরু করলেন, "আমি সেক্রেটারি অব স্টেট-এর অনুরোধে এখানে এসেছি ওই রেলিকগুলোর ব্যাপারে কথা বলতে। এই রেলিকগুলোর দূর্দান্ত ইতিহাস আছে। এই হাঁড়গুলো ইউরোপে এসেছে সেন্ট হেলেনার উৎসাহে, যিনি আসলে সম্রাট কনস্ট্যানটাইনের মা। প্রথম ক্রিশ্চিয়ান সম্রাট হিসেবে কনস্ট্যান্টিপোল তার মাকে ইউরোপ ভ্রমনে পাঠিয়েছিলেন সমগ্র ইউরোপে ছড়িয়ে থাকা হলি রেলিকগুলো সংগ্রহ করতে। এগুলোর ভেতরে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিল জিশুর 'ট্রু ক্রস'।"

র‍্যাচেল জেরুজালেমের ল্যাটেরান হিলে সান্টা কর্সির ব্যাসিলিকায় ওগুলো দেখেছে। পেছনের এক কামড়ায়, কাঁচের ভেতরে সেন্ট হেলেনার সংগ্রহ করা সবচেয়ে মূল্যবান রেলিকগুলো রাখা আছে। ট্রু ক্রসের একটা বিম, জিশুর একটা নখ, তার মাথার সেই কাঁটার মুকুটের দুটা কাঁটা। যদিও এগুলোর যথার্থতা নিয়ে অনেক প্রশ্ন আছে এবং বেশিরভাগেরই মত সেন্ট হেলেনা আসলে প্রতারনা করেছেন।

আঙ্কেল বলে চলেছেন, "তবে আসলে এই ব্যাপারে মতভেদ আছে, কুইন হেলেনা জেরুজালেমের বাইরেও ভ্রমণ করেছেন কিনা। আর উনি ফেরার পর তাকে ঘিরে অনেক রহস্যময়তা তৈরি হয়। কারণ তার সংগ্রহ করা জিনিসগুলো ছিল বড় বড় পাথরের বাক্সে। প্রথমে এগুলো রাখা হয়েছিল কনস্টান্টিপোলের একটা চার্চে, তারপর কনস্ট্যানটাইনের মৃত্যুর পর এগুলোকে নিয়ে আসা হয় মিলানে, রাখা হয় একটা ব্যাসিলিকায়।

"কিন্তু আমার মনে হয় আপনি বলেছিলেন জার্মানি..."

আঙ্কেল ভিগর একটা হাত তুলে থামিয়ে দিলেন। "বারো শ' শতকে জার্মানির সম্রাট বারবারোসা মিলানে অভিযান চালিয়ে ওগুলো চুরি করে নিয়ে আসেন। তারপরের ইতিহাস ঘিরে অনেক রহস্যময়তা ধোঁয়াশা আর গুজব আছে। কিন্তু সব গল্পেরই শেষে বলা হয় যে ওগুলো শেষপর্যন্ত কোলনেই রাখা ছিল।"

"কাল রাতের আগ পর্যন্ত," র‍্যাচেল যোগ করলো।

আঙ্কেল মাথা ঝাঁকালেন।

র‍্যাচেল চোখ বন্ধ করলো। কেউ কথা বলছে না, ও চিন্তা করছে। দরজা খোলার শব্দ হল, ও চোখ খুললো না, ভাবনার সুতোটাকে বিচ্ছিন্ন হতে দিতে চাইছে না।

"আর খুনগুলোর ব্যাপারটা কি?" র‍্যাচেলের জানতে চাচ্ছে। "তারা যদি শুধু হাঁড়গুলোই নিতে চাইতো তবে চার্চ ফাঁকা থাকার সময় নিলেই পারতো। এত খুনোখুনির কি দরকার ছিল? চার্চের বিরুদ্ধে এভাবে সরাসরি আক্রমনে তো চুরির পাশাপাশি এক ধরনের প্রতিশোধেরও আভাস দেয়।"

"দারুণ।"

দরজার কাছ থেকে একটা নতুন কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

র‍্যাচেল একটু চমকে উঠে চোখ খুললো। আগন্তুকের রোবটা দেখার সাথে সাথে

ও চিনতে পারলো : কালো কসাক সাথে হুডি। কাপড়ের ভেতরে থাকা মানুষটাকেও সাথে সাথেই চিনেছে। "কার্ডিনাল স্পেরা," অনেকটা আনমনেই বলে উঠলো র‍্যাচেল।

কর্ডিনাল হাত তুলে র‍্যাচেলকে আভিবাদন জানাতে তার হাতের সোনার আংটিটা ঝিলিক দিয়ে উঠলো। এই আংটিটাই প্রমাণ করে উনি একজন কার্ডিনাল। কিন্তু উনার হাতে আরেকটা আংটি আছে যেটা প্রথমটারই অনুলিপি। এটা প্রমাণ করে উনি ভ্যাটিকানের স্টেট অব সেক্রেটারি।

সে একজন সিসিলিয়ান, কালো চুল এবং বেশ ফর্সা। এমন একটা অবস্থানের জন্য তার বয়সটা অনেক কম, এখনো পঞ্চাশ হয় নি।

তার হাসিটা বেশ আন্তরিক। "দেখা যাচ্ছে মনসিগনর ভেরোনা তার ভাগ্নির ব্যাপারে ভুল বলেন নি।"

"একজন কার্ডিনাল যিনি পোপের ডান হাত, তার কাছে ভুল বা মিথ্যা বলার সাহস আমার অন্তত নেই," আঙ্কেল হেসে উত্তর দিতে দিতে কর্ডিনালকে জড়িয়ে ধরলেন। "কি অবস্থা ওদিককার?"

প্রশ্নটা শোনার সাথে সাথে কার্ডিনালের মুখটা কালো হয়ে গেল। "আজ সকালে আমি সেন্ট পিটার্সবার্গে হলিনেসের সাথে যোগাযোগ করেছিলাম। উনি খুব জলদিই ফিরে আসছেন।"

এতোক্ষণে র‍্যাচেল আস্তে আস্তে ব্যাপারটা আঁচ করতে পারছে। আসলে ওরা এখানে এসেছে ভ্যাটিকানের রাষ্ট্রীয় একটা সমস্যা সমাধান করতে।

কার্ডিনাল স্পেরা বলে চলেছেন, "অফিসিয়াল পাপাল ব্যাপারগুলো আমি সায়নডের বিশপ আর কার্ডিনাল কলেজের সাহায্যে সামলাচ্ছি। আর মেমোরিয়াল সার্ভিস অনুষ্ঠিত হবে কাল বিকেলে। আমাকে ওটার জন্যেও প্রস্তুতি নিতে হবে।"

র‍্যাচেল অচ্ছন্ন বোধ করছে। পোপ ভ্যাটিকানের প্রধান হলেও আসলে তার প্রকৃত ক্ষমতা নিহিত থাকে এই মানুষটির উপর, এর অফিসিয়াল প্রাইম মিনিস্টারের উপর। র‍্যাচেল মানুষটার লাল চোখ জোড়ার দিকে তাকালো, ওগুলো পরিস্কার বলে দিচ্ছে উনি কি পরিমান ক্লান্ত।

"আপনাদের আলোচনা কতটুকু এগোলো?" কার্ডিনালের প্রশ্ন।

"এগিয়েছে," আঙ্কেল দ্রুত বললেন। "চোরেরা অনেকগুলোই নিয়ে গেছে তবে সবগুলো হাঁড় ওদের হাতে নেই।"

র‍্যাচেল খানিকটা চমকে উঠেই জানতে চাইলো, "তার মানে কি হাঁড় আরো আছে?"

আঙ্কেল ওর দিকে ঘুরে তাকালেন। "এই ব্যাপারে নিশ্চিত হবার জন্যই আমরা এখানে এসেছি। মিলান শহরে বারবোসার লুটপাটের ঘটনার পর কয়েক শতাব্দি ওগুলো আর ফিরিয়ে আনা হয় নি। অবশেষে ব্যাপারটার একটা সুরাহা করার জন্য ম্যাজাই হাঁড়গুলোর কয়েকটা ১৯০৬ সালে এসটরগিয়োর ব্যাসিলিকায় ফিরিয়ে আনা

হয়া।"

"ঈশ্বরকে ধন্যবাদ," কার্ডিনাল স্পেরা বললেন। "এই কারণে যে সমস্ত হাঁড়গুলো হারিয়ে যায় নি।"

এতোক্ষণে ফাদার টোরেস কথা বলে উঠলেন। "আমাদের এখুনি ডিপোজিটরির নিরাপত্তার ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া উচিত।"

"সেটা করার আগে আমাদের ব্যাসিলিকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে," কার্ডিনালের জবাব। তারপর আঙ্কেল ভিগরের দিকে ফিরে বললেন, "কোলন থেকে ফেরার সময় আপনি মিলান হয়ে ওখানকার হাঁড়গুলো নিয়ে আসবেন।"

আঙ্কেল ভিগর মাথা নাড়লেন।

"আমি একটা স্পেশাল ফ্লাইটের ব্যবস্থা করেছি, আর একটা হেলিকপ্টার তিন ঘন্টার ভেতরে আপনাদের দুজনকে এয়ারপোর্টে নিয়ে যাবে।"

"দুজন মানে?" র‍্যাচেল বেশ অবাক।

"এটাই ভালো," আঙ্কেলের চটজলদি জবাব। "মনে হচ্ছে তোমার মাকে আরেকবার হতাশ হতে হবে। কারণ রাতেও তোমার আর ফ্যামিলি ডিনারে যাওয়া হচ্ছে না।"

"আমি?...আমরা কি কোলনে যাচ্ছি নাকি?"

"হ্যা, ভ্যাটিকানের বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে," আঙ্কেল বললেন।

"জরুরি অবস্থার প্রতিনিধি," কার্ডিনাল শুধরে দিলেন। "কারণ এটা আপনাদের ক্ষমতা এবং সুবিধা দুটোই বাড়িয়ে দেবে। আর ওখানকার সবকিছু নিরীক্ষা করে আপনারা যত দ্রুত পারেন আমাকে রিপোর্ট করবেন। ওখানে কি হয়েছে এবং হচ্ছে সেটা আমার নিজের বিশ্বস্ত লোকের কাছ থেকে খুব দ্রুত এবং পরিস্কারভাবে জানা দরকার। আরো একটা ব্যাপার হল, আমাকে এসব জানতে হবে এমন একজনের কাছ থেকে যে এসব জিনিসের প্রকৃত মূল্য বোঝে।" বলে র‍্যাচেলের দিকে তাকিয়ে সায় দিলেন।

"আর এই জরুরি প্রতিনিধিই হবে আমাদের কভার," আঙ্কেল বললেন।

"কভার?"

কার্ডিনাল স্পেরা আঙ্কেলে দিকে তাকিয়ে সতর্ক করার সুরে বলে উঠলেন, "ভিগর..."

আঙ্কেল সেক্রেটারি অব দ্য স্টেটের দিকে তাকিয়ে দ্রুত জবাব দিলেন, "আমার মনে হয় ওর সবকিছু জানা উচিত।"

"দরকার আছে কি?"

"আছে।" বলে তারপর র‍্যাচেলের দিকে ঘুরে বললেন, "আসলে এই জরুরি প্রতিনিধি একটা স্মোকস্ক্রিন ছাড়া আর কিছুই না।"

"তাহলে আমরা...?"

আঙ্কেল এগিয়ে এসে র‍্যাচেলকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরলেন।

৩:৩৫ পি.এম

র‍্যাচেলের ঘোর এখনো কাটছে না, আঙ্কেল বাইরে কার্ডিনালের সাথে কিছু ব্যক্তিগত আলাপ করছেন। র‍্যাচেল বসে আছে আর ফাদার টোরেস শেল্‌ফ থেকে নামানো কিছু কাগজপত্র পরীক্ষা করতে লেগেছেন।

আঙ্কেল বেশ সময় লাগিয়ে ফিরলেন। "আমার ধারণা ভুল না হলে আমরা কাজে নেমে পড়তে পারি, কিন্তু রওনা দেয়ার আগে কিছু প্রস্তুতি নিতে হবে। র‍্যাচেল, তুমি তোমার প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো নিয়ে এসো। একটা ট্রাভেল ব্যাগ, পাসপোর্ট আর দুয়েকদিন বাইরে থাকার মত দরকারি জিনিসপত্র নিয়ে নাও।"

র‍্যাচেল এতোক্ষনে সরাসরি আঙ্কেলের দিকে তাকালো। "ভ্যাটিকান স্পাই, তাই না? আমরা ওখানে যাচ্ছি ভ্যাটিকানের স্পাই হিসেবে?"

আঙ্কেল একটা ভ্রু উঁচু করলেন। "তোমাকে বেশ অবাক মনে হচ্ছে? তুমি কি জানো আর সব সাধারন রাষ্ট্রের মতই ভ্যাটিকানেরও ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস আছে এবং রেগুলার বেতনভুক্ত কর্মচারীসহ। এরা সব ধরনের ঘৃণাকারী দল, সিক্রেট সোসাইটি, শত্রু রাষ্ট্রসহ ভ্যাটিকানের সাথে সংশ্লিষ্ট সব ধরনের হুমকির মোকাবেলা করে। তুমি কি জানো ওয়াল্টার কিসজ্যাক, একজন প্রিস্ট ভ্লাদিমির লিপিস্কি নামে কেজিবির সাথে বহু দিন ইঁদুর-বেড়াল খেলার পর এখন প্রায় দুই দশক ধরে সোভিয়েত জেলখানায় আছে?"

"আর এখন আমরাও ইন্টেলিজেন্সর অন্তর্ভূক্ত হতে যাচ্ছি?"

"তুমি হতে যাচ্ছো। আমি ইন্টেলিজেন্সের জন্য কাজ করি আজ পনেরো বছরের উপর।"

"কি?" র‍্যাচেল ভাষা হারিয়ে ফেলেছে।

"আমাকে বল, এই ইন্টেলিজেন্সের হয়ে কাজ করার জন্য আর্কিওলজিস্টের চেয়ে ভালো কভার আর কি হতে পারে?" এই পর্যন্ত বলে আঙ্কেল র‍্যাচেলকে দরজার দিকে এগোতে ইশারা করে নিজেও এগিয়ে গেলেন। "দ্রুত চল, সবকিছু ঠিকঠাক আর রেডি করতে হবে।"

র‍্যাচেল অবাক হয়ে ওর আঙ্কেলকে নতুন এক দৃষ্টিতে দেখছে।

"ওখানে একদল আমেরিকান সায়েন্টিস্টের সাথে আমাদের দেখা হবে। ওরাও মূলত তদন্ত করতেই ওখানে যাচ্ছে। তবে ওদের প্রধান মনোযোগ থাকবে মৃতদের নিয়ে আর আমাদের উদ্দেশ্য হবে রেলিকগুলো নিয়ে কাজ করা।"

"আমি বুঝতে পারছি না," র‍্যাচেলের গলার সুর বেশ তীক্ষ্ণ। "এই ধোঁকাবাজির মানে কি?"

আঙ্কেল হাটতে হাটতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে র‍্যাচেলকে টান দিয়ে একটা সাইড চ্যাপেলে এনে দাঁড় করালেন। চ্যাপেলটা একদম ছোট্ট, একটা ক্লজিটের চেয়ে বড় হবে না।

"খুব অল্পসংখ্যক লোকই ব্যাপারটা জানে," মৃদু কিন্তু দৃঢ় স্বরে কথা বলছেন

আঙ্কেল। "কিন্তু আমাদের কাছে আক্রমণ থেকে বেঁচে যাওয়া একজন প্রত্যক্ষদর্শী আছে। একটা ছেলে। সে এখনো শকে আছে, তবে ধীরে ধীরে হলেও সেরে উঠছে। কোলনেই একটা হাসপাতালে, সর্বক্ষণ পাহারার ভেতর।"

"সে কি আসলেই আক্রমণটা দেখেছে?"

আঙ্কেল সামান্য মাথা ঝাঁকালেন। "ছেলেটা যা বলছে তা পাগলের প্রলাপ মনে হলেও ব্যাপারটা উপেক্ষা করা যাবে না। তার ভাষ্যমতে ওখানে সবাই একসাথে মারা গেছে। যে যে অবস্থায় ছিল, বসে, দাঁড়িয়ে, হাটু গেড়ে, প্রার্থনারত সেভাবেই সেখানেই মারা গেছে। কিন্তু কে মেরেছে সে ব্যাপারে তার ভাষ্য দূর্বোধ্য।"

"আসলে খুনগুলো করেছে কে?"

"সেটা পুরোপুরি জানলে তো ভালোই ছিল। তবে এভাবে কোন চার্চে এই ধরনের মৃত্যুর ঘটনা এর আগে ঘটে নি। তবে..."

র‍্যাচেল আঙ্কেলের জবাবের জন্য অপেক্ষা করছে।

"আমাদের হাতে একটা ক্লু আছে, সেটা হল চার্চে তারাই মারা গেছে যারা কমিউনিয়ন সার্ভিসের দেয়া প্রসাদ খেয়েছিল।"

"কি?"

"আসল ঘটনা হল খুনগুলো করেছে কমিউনিয়ন হোস্টরা।"

র‍্যাচেলের শরীরের মধ্যে দিয়ে যেন বিদ্যুৎ বয়ে গেল। যদি ব্যাপারটা এইভাবে প্রচার পায় যে চার্চের সাথে একই বিশ্বাসে বিশ্বাসী তাদেরই একান্ত অনুগত কমিউনিয়নের দেয়া প্রসাদ খাওয়ার ফলে এই ঘটনা ঘটেছে তবে সমস্ত বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি হয়ে যাবে। জায়গায় জায়গায় দাঙ্গা লেগে যাওয়াও অস্বাভাবিত কিছু হবে না। সমস্ত বিশ্বব্যপী চার্চ প্রশ্নের মুখে পড়ে যাবে। "আপনার কি মনে হয় ওদের প্রসাদ খাওয়ার কারণেই এই ঘটনা ঘটেছে?"

"আমরা এখনো নিশ্চিত নই। কিন্তু ভ্যাটিকানের জন্য খুব দ্রুত জবাবটা জানা জরুরি। আর এতো প্রশ্নবিদ্ধ আর সূক্ষ্ম একটা ব্যাপারে যে কাউকে তো আর তদন্ত করতে দেয়া যায় না তাই আমি আমার ইউএস মিলিটারির এক বন্ধুর কাছে সাহায্য চেয়েছি। ওর অধীনে একটা শক্তিশালি টিম আছে আর ও হল এমন একজন ব্যক্তি যাকে আমি পুরোপুরি বিশ্বাস করি। আজ রাতের ভেতরেই ওর টিম জায়গায় পৌছে যাবে।"

র‍্যাচেল শুধুমাত্র হালকা মাথা নাড়লো। আসলে গত এক ঘণ্টায় একর পর এক বিস্ময়কর তথ্যের ধাক্কায় ওর মাথা আর কাজ করছে না।

"র‍্যাচেল, আমার ধারণা যদি ভুল না হয় তবে তোমার কথাই ঠিক, এই ঘটনা আসলে চার্চের বিরুদ্ধে সরাসরি আক্রমণ। তবে এটা খেলা শুরুর প্রথম চাল মাত্র। আমাদেরকে জানতে হবে আসল খেলাটা কি।"

র‍্যাচেল জানতে চাইলো, "এ ঘটনার সাথে ম্যাজাই হাঁড়গুলোর সম্পর্কটা কোথায়?"

"আমার প্রশ্নটাও সেখানেই। তবে সেটার ব্যাপারে একটা পদক্ষেপ আমি এর

ভেতরেই নিয়ে ফেলেছি। আমি স্কলারদের একটা টিমকে কাজে লাগিয়ে দিয়েছি। ম্যাজাইদের ব্যাপারে বিস্তারিত জানাটা এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র।"

হঠাৎ আঙ্কেল এগিয়ে এসে র‍্যাচেলকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে ওর কানে কানে বললেন, "র‍্যাচেল, তোমার যদি আগ্রহ না থাকে বা ব্যাপারটা বেশি বিপজ্জনক মনে হয় তাহলে তুমি এখনো না করে দিতে পারো।"

র‍্যাচেল আলতো করে আঙ্কেলকে ছাড়িয়ে নিয়ে তার চোখের দিকে তাকিয়ে বললো, "ব্যাপারটা যদি এমনই হয় তবে আমার স্রেফ একটাই কথা বলার আছে *'ফরটিস ফরচুনা অ্যাডিউভাট'*।"

আঙ্কেল হেসে ফেললেন। "আমিও জানতাম তোমার উত্তর এটাই হবে। আর আমিও তাই বিশ্বাস করি, ভাগ্য আসলেই সাহসীদের জন্য সুপ্রসন্ন।"

তারপর র‍্যাচেলের কপালে চুমু খেয়ে বললেন, "আমার যদি কোন মেয়ে থাকতো তবে আমি চাইতাম সে যেন তোমার মতো হয়..."

র‍্যাচেল আরেকবার আঙ্কেলকে জড়িয়ে ধরলো। "চলুন, আমরা যাই।"

ভবন থেকে বের হয়ে দুজন দুই দিকে রওনা দিল। আঙ্কেল লাইব্রেরির দিকে আর র‍্যাচেল চললো সেন্ট অ্যানির গেইটের দিকে।

কারপার্কে এসে ও নিজের মিনি কুপারে চড়ে বসলো। তারপর দ্রুত কারপার্ক থেকে বেরিয়ে তীব্র গতিতে গাড়ি ছুটালো টাইবার নদী পার হয়ে শহরের মাঝখানের উদ্দেশ্যে। মনোযোগ অন্যদিকে থাকার কারণে ও প্রথমে খেয়াল করে নি তারপর দেখলো আসার সময় পিছু নেয়া সেই বিএমডব্লিউ আবার ফিরে এসেছে।

গাড়িটা দেখে ওর হৃদপিন্ডের গতি তীব্রতর হয়ে গেল।

কালো বিএমডব্লিউ ঠিক পাঁচটা গাড়ি পেছনে থেকে ওর পিছু লেগে আছে এবং ওর প্রতিটা মুভমেন্ট ফলো করছে। র‍্যাচেল ওটাকে সতর্ক না করে স্রেফ নিশ্চিত হবার জন্য দ্রুত কয়েকটা টার্ন নিল, ওটা নিঁখুতভাবে তাকে ফলো করছে।

এবার র‍্যাচেল নিশ্চিত। *সর্বনাশ!* হঠাৎ করে গাড়িটা একটা সরু গলিতে ঢুকিয়ে দিল সে। গলিটা বেশ সরু। পেছনের গাড়িটাও পরোয়া না করে গলিতে ঢুকে এল।

হুশ করে র‍্যাচেলের গাড়ি গলি থেকে বের হয়ে এল মেইন রোডে। সামনে রাস্তায় বেশ ভিড়, র‍্যাচেল ট্রাফিকের কেয়ার না করে গাড়ি তুলে দিল ফুটপাতের উপর। পেছনের গাড়ির ড্রাইভার নিশ্চয় হতভম্ব হয়ে গেছে, তবে সেও পিছু না ছেড়ে গাড়ি ফুটপাতে তুলে দিয়ে তেড়ে এল।

র‍্যাচেল বুঝতে পারছে পেছনের গাড়ি আর ওর দেখে ফেলার কেয়ার করছে না। ও গাড়ির গতি আরো বাড়িয়ে দিল। প্রায় সাথে সাথেই পেছনের গাড়ির গতিও বেড়ে গেল। হঠাৎ ফুটপাথ থেকে র‍্যাচেল গাড়ি ঢুকিয়ে দিল আরেকটা গলিতে। গলিটা বেশি বড় না, র‍্যাচেল আবার টার্ন নিয়ে আরেকটা গলিতে ঢুকে গেল, তারপর আরেকটা। রোমের এই অংশটা অলিগলিতে ভরপুর। আর এই গোলকধাঁধার কোন শেষ নেই। আর র‍্যাচেলের কাছে এর প্রতিটা বাঁক আর মোচড় পরিচিত। এই সুযোগটাই ও নিতে চাচ্ছে। কারণ যেভাবেই হোক গন্তব্যে পৌছানোর আগে এই

ফেউ ওর খসাতেই হবে।

একটার পর একটা অলিগলি পার হয়ে অবশেষে ওর গাড়ি ভিয়া অ্যালড্রোভান্দিতে এসে পৌঁছাতে ও জিয়ারদিনো জুওলজিক্যাল পার্কের একপাশ দিয়ে একটানা বেশ কিছুদূর গাড়ি ছুটিয়ে অনেকক্ষণ পর রিয়ার ভিউ মিররে তাকালো। পেছনে বিএমডব্লিউটা নেই। মনে হচ্ছে আপাতত লেজটা খসানো গেছে।

এতোক্ষণে মুক্ত হয়ে ও তড়িৎ গতিতে সেলফোনটা বের করে স্পিড ডায়ালে ফোন করলো প্যারিওলি পুলিশ স্টেশানে। ওর এক্ষুনি ব্যাকআপ দরকার।

ফোনে ডায়াল করেই ও আরেকবার পেছনটা দেখে নিল। র‍্যাচেল কোন সুযোগ নিতে চাচ্ছে না।

ব্যাপার কি? কে এভাবে ওর পিছু নিতে পারে?

একজন কালচারাল হেরিটেজ পুলিশ হিসেবে ওর অনেক শত্রু আছে, বিশেষ করে, কিছু অর্গানাইজড ক্রাইম ফ্যামিলি যারা বংশধারায় প্রাচীন অ্যান্টিক চুরি ও পাচার করে আসছে, এরকম অনেকেই ওকে এক নম্বর শত্রু মনে করে। তবে তারাও এভাবে এতোটা প্রকাশ্যে ওর পিছু নিতে বা ক্ষতি করার চেষ্টা করবে না।

ডায়াল করা নম্বর পিপ্ পিপ্ করে কেটে গেল।

আবার রিডায়াল দিয়ে ও প্রার্থনা করতে লাগলো যেন লাইনটা এখুনি পেয়ে যায়। জার্মানির উদ্দেশ্যে যাত্রা করার আগ পর্যন্ত ওকে বেশ সাবধানে থাকতে হবে। আরেকবার লাইন কেটে আবার রিডায়াল করে অবশেষে ও লাইন পেল।

"সেন্ট্রাল ডেস্ক।"

র‍্যাচেল কথা বলার আগেই একটা কালো ঝলক দেখতে পেল ভিউ মিররে। বিএমডব্লিউটা ফিরে এসে ওর পেছনের রাস্তা ব্লক করে দাঁড়িয়েছে। ঠিক একই সময় আরেকটা সাদা গাড়ি এসে দাঁড়ালো ঠিক ওর সামনের দিকে। র‍্যাচেল একটা লেজ খসিয়েছিল, কিন্তু ওটাকে নিয়ে এতো ব্যস্ত ছিল যে দ্বিতীয় সাদা গাড়িটা ওর চোখেই পড়ে নি।

ভুল। কিন্তু মারাত্মক একটা ভুল।

দুই দিক থেকে দুটো গাড়িই ওর দিকে এগিয়ে আসছে। র‍্যাচেল এতোটাই হতভম্ব হয়ে গেছে যে, ওর মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছে না।

তারপর যখন ওর সম্বিত ফিরলো বুঝলো অনেক দেরি হয়ে গেছে। দুটো গাড়িই অনেক কাছে চলে এসেছে আর ওর সামনে পেছনে দুদিকেই রাস্তা বন্ধ।

হতভম্ভ র‍্যাচেল দেখতে পেল অনেকটা স্লোমোশনে দুই গাড়িরই জানালা দিয়ে বেরিয়ে এল দুটো সাবমেশিন গানের ভোতা নাক।

ওর পালাবার কোন পথ নেই।

অধ্যায় ৩

সিক্রেটস

জুলাই ২৪, ১০:২৫ এ.এম
ওয়াশিংটন ডি.সি

ওকে যেভাবেই হোক এখান থেকে বের হতে হবে।

জিমের লকার রুমে গ্রেসন পিয়ার্স প্রথমে একজোড়া কালো বাইকার্স শর্টস পরে নিয়ে তার উপর লুজ ফিটিং নাইলনের জার্সি চড়ালো। তারপর একটা বেঞ্চে বসে পায়ে পরে নিল একজোড়া স্নিকার।

পেছনে দরজাটা খুলে যেতে ও একবার দেখে নিল। মঙ্ক কোক্কালিস ঢুকছে, হাতে একটা বাস্কেটবল আর কাঁধে বেজবলের জিনিসপত্র। মাত্র পাঁচফুটের একটু বেশি লম্বা মঙ্ককে লাগছে একটা সোয়েটার পরা পিটবুলের মত। তারপরও ওর মতো স্পোর্টসম্যান খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। বেজবল প্লেয়ার হিসেবে ওর কোন তুলনা নেই। বেশিরভাগ খেলোয়াড় আর টিমই এখন পর্যন্ত ওকে আন্ডারএস্টিমেট করে ধরা খেয়েছে। প্রতিপক্ষের মন বোঝার ক্ষমতা ওর যেমন অসাধারন তেমনি ওর ল্যাপস কখনো মিস হয় না।

জিনিসপত্রগুলো ইকুইপমেন্ট বাক্সে নামিয়ে রেখে মঙ্ক ওর লকারের দিকে এগিয়ে গেল। গায়ের টি-শার্টটা খুলে লকারে ছুড়ে মারলো তারপর গ্রেসনের দিকে ফিরে বললো, "তুমি বসের সাথে দেখা করতে যাচ্ছো এগুলো পরে?"

গ্রে উঠে দাঁড়ালো। "আমার মনে হয় আমার গায়ের কাপড়ের চেয়ে ভেতরের মানুষটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ।"

"ব্যাপার কি হঠাৎ, বলো তো? আমার তো মনে হয় আমাদের কাজের পর সবসময় এখানেই থাকার কথা।"

"জানি না।"

মঙ্ক গ্রেসনের জবাব শুনে একটা ভ্রু উঁচু করলো। এটাই তার মুখমন্ডলের একমাত্র চুল, ওর মুখ এবং মাথা একদম চকচকে শেভ করা। গ্রেসন ওর খালি গায়ের দিকে তাকিয়ে দেখলো সারা গায়ে কাটাছেড়ার কোন অভাব নেই। কাঁধ, মাথা, হাত, বুক, উরু সবখানেই আছে বিভিন্ন ধরনের পুরনো ক্ষত। প্রক্তন মিলিটারি লাইফের স্বাক্ষর।

মঙ্ক ছিল ওর টিমের একমাত্র মেম্বার যে আফগানিস্তানে একটা অ্যামবুশ থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছিল। তারপর দেশে ফেরার পর ওর অসাধারন সাহস আর দূর্দান্ত আইকিউয়ের জন্য ওকে সিগমায় নিয়োগ দেয়া হয়। বহুদিন চিকিৎসার পর শারীরিকভাবে সুস্থ হয় ও, তবে এখনো ওকে নিয়মিত ডক্তারের অবজার্ভেশনে রাখা হয়।

মঙ্ক জানতে চাইলো, "তুমি ফেরার পর মেডিকেল চেক-আপ করা হয়েছে?"

"না কোন সমস্যা নেই, কয়েকটা আঁচড় আর কালসিটে ছাড়া আর কোন সমস্যা নেই," গ্রে হাত দিয়ে পাঁজরের এক পাশটা দেখালো।

গ্রে ইতিমধ্যেই ওর ভিডিওটেপ ব্রিফিং দিয়েছে। ও বোমাটা সিকিউর করেছে কিন্তু ড্রাগন লেডিকে না। ও ব্রিফ করেছে এমনভাবে যে ড্রাগন লেডি পালিয়ে গেছে। আর সেই লকেটটাকে ও ফরেনসিকে জমা দিয়েছে কোন ফিঙ্গারপ্রিন্ট আছে কিনা চেক করে দেখতে। যদিও ওর ধারণা ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাবার কোন সম্ভাবনাই নেই।

বেঞ্চ থেকে ওর ব্যাকপ্যাকটা তুলে নিল। "আমার সাথে বিপারটা আছে। আর আমি মেট্রো থেকে মাত্র পনেরো মিনিট দূরত্বে আছি।"

"তার মানে তুমি অপেক্ষারত ডিরেক্টরের সাথে দেখা না করেই বেরুচ্ছ?"

"আরে ধুর, ওনার সাথে আমি এসেও দেখা করতে পারবো," আসলে গ্রে'র অসহ্য লাগছে প্রথমত ভয়ঙ্কর এক মিশন শেষ করা, তারপর এখানে এসে দীর্ঘ ডি-ব্রিফিং, তারপর আবার ডিরেক্টরের এই রহস্যময় ডাক, ওর মাথা আর লোড নিতে পারছে না। ওর মন এও বলছে হঠাৎ ডিরেক্টরের এই ডেকে পাঠানো কোন সুসংবাদ নয়, নিশ্চয় আবারো আগের চেয়েও বাজে কোন কাজ আসতে যাচ্ছে।

কিন্তু চুপচাপ বসে থাকাটা আসলে গ্রে'র ধাঁচের মধ্যেই নেই। ডিরেক্টর ক্রো কি একটা মিটিঙে বাইরে গেছেন এবং কখন ফিরবে তারও কোন ঠিক নেই। কাজেই ওর মাথাটাকে একটু হালকা করার জন্য বাইরে থেকে একপাক ঘুরে আসার সিদ্ধান্ত নিল।

ওর ছোট ব্যাকপ্যাকটাকে ঠিকঠাক করছে এমন সময় মঙ্ক প্রশ্ন করলো, "তুমি কি জানো ডিরেক্টর তোমার সাথে আর কাকে ডেকে পাঠিয়েছে?"

"কাকে?"

"ক্যাট ব্রায়ান্ট।"

"তাই নাকি?"

"হুম।"

ক্যাপ্টেন ক্যাথরিন ব্রায়ান্ট সিগমাতে ঢুকেছে মাত্র দশ মাস আগে। কিন্তু এরই ভেতরে জিওলজির উপরে একটা ফার্টসট্র্যাক প্রোগ্রাম সম্পন্ন করে ফেলেছে। আরো গুজব আছে, সে একটা ইঞ্জিনিয়ারিং ডিসিপ্লিন সম্পন্ন করার শেষ পর্যায়ে আছে। যদি সে ওটা শেষ করতে পারে তবে সে হবে দ্বৈত কোর্স সম্পন্ন করা দ্বিতীয় অপারেটিভ। গ্রেসন হল প্রথম জন।

"তাহলে তো এটা একটা মিশন হবে না," গ্রেসন বললো। "এতোটা ফ্রেশ কাউকে অথরিটি ফিল্ডে পাঠাবে বলে মনে হয় না।"

"আমার তা মনে হয় না," মঙ্ক একটা টাওয়েল তুলে নিয়ে শাওয়ারের দিকে যেতে যেতে বললো, "আমি শুনেছি সে নেভির ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ থেকে এখানে এসেছে। সবাই বলাবলি করে আর কি।"

"মানুষে তো কতো কথাই বলে," গ্রেসন বলতে বলতে বাইরের দিকে রওনা দিল।

গ্রে একটা ব্যাপার খেয়াল করেছে সিগমা সেরা আইকিউধারী অপারেটিভদের আখড়া হলেও গুজব এখানেও আট দশটা সাধারন অর্গানাইজেশনের মতোই পাখা মেলে। বিশেষ করে সেরাদের মধ্যে সেরা একজন হওয়াতে গ্রেসনকে নিয়ে এখানে গুজবের কোন শেষ নেই। এখন দেখা যাচ্ছে অন্যদেরকে নিয়েও একই পরিস্থিতি সৃষ্টি হচ্ছে। আবার ক্ষেত্র বিশেষে প্রতিষ্ঠান নিয়েও গুজবের কোন কমতি হয় না। একবার শোনা গেল এর হেডকোয়ার্টার ওয়াশিংটন থেকে নিউঅর্লিংটনে নিয়ে যাওয়া হবে। আরেকবার শোনা গেল মিশনের চেইন অব কমান্ড পুরোপুরি নতুন করে সাজানো হবে। অবশেষে দেখা গেল কোনটাই ঠিক না। স্রেফ গুজব।

গ্রে সবসময়ই এসব গুজব থেকে শতহস্ত দূরে থাকে, এক কান দিয়ে শুনে আরেক কান দিয়ে বের করে দেয়। যতক্ষন পর্যন্ত কোন ব্যাপার কমান্ডারের নিজ মুখ থেকে না শোনে ততক্ষন পর্যন্ত কানে তোলে না। তাই এই মহূর্তেও মঙ্কের কোন কথা গায়ে না লাগিয়ে ও সিদ্ধান্ত নিল খুব দ্রুত কোথাও যাবে না। বরং ও আবার বসে পড়লো বেঞ্চে। কিছুক্ষণ সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে ভাবনা চিন্তা করে পরে উঠলো।

জিম থেকে বের হয়ে গ্রে ঢুকলো এলিভেটর লবির গোলকধাঁধায়। জায়গাটা এখনো নতুন রঙ আর পুরনো সিমেন্টের তাজা গন্ধে ভরপুর।

সিগমার এই ভূগর্ভস্থ কমান্ড সেন্টার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আন্ডারগ্রাউন্ড বাঙ্কার আর ফলআউট সেন্টার হিসেবে ব্যবহৃত হতো। সেই সময় এটা বিখ্যাত ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ থিঙ্ক ট্যাঙ্ক হিসেবেও। তারপরে যুদ্ধ শেষ হবার পর থেকে এটা পরিত্যক্ত হিসেবেই ছিল, সিগমা এটার খোঁজ পেয়ে কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত নেয়। কারণ জায়গাটা খুবই নিরাপদ আর সুরক্ষিত। ওয়াশিংটনের খুব হাতেগোনা কিছু ব্যক্তিত্ব বাদে কেউ এমনকি এটার খোঁজ পর্যন্ত জানে না। জায়গাটা ওয়াশিংটন সায়েন্টিফিক কমিউনিটি সেন্টারের ঠিক নিচেই অবস্থিত। এটার ঠিক উপরেই স্মিথসোনিয়ান ইন্সটিটিউটের ক্যাম্পাস লাইব্রেরি আর মিউজিয়াম।

সিগমা এর দখলদারিত্ব পাবার পর একে সম্পূর্ন নতুন এক রূপ দিয়েছে। এখন পুরো আমেরিকা তো বটেই এই আন্ডারগ্রাউন্ড বাঙ্কার পৃথিবীর জন্যে এক থিঙ্ক ট্যাঙ্কে পরিণত হয়েছে। এখানে শুধুমাত্র সিগমার কাজই না সেইসাথে অনেক ধরনের রিসার্চও করা হয় এবং এইসব রিসার্চের কোন কোনটা সিগমার চেয়ে কোন অংশে কম না। এই জায়গাটা সিগমার জন্যে কাজের জায়গার পাশাপাশি দারুণ একটা রিসার্চ ল্যাব হিসেবেও প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। যে কোন একটা শহরের ঠিক প্রাণ কেন্দ্রে ঠিক এই রকম একটা দারুণ জায়গা পেতে গেলে এর চেয়ে প্রায় দ্বিগুন খরচ হতো। ওয়াশিংটনের ঠিক প্রাণকেন্দ্রে ঠিক এই রকম একটা দূর্দান্ত হেডকোয়ার্টার সিগমার জন্য একরকম আশির্বাদ স্বরূপ। সেই সাথে স্মিথসোনিয়ান ইন্সটিটিউট একদিকে রিসোর্সের উৎস এবং বোনাস হিসেবে চমৎকার কভার কাজ করছে।

গ্রে ওর হাত এলিভেটরের সিকিউরিটি প্যাডের উপর রাখতেই একটা নিল রেখা ওর হাতের তালু স্ক্যান করতে শুরু করলো। স্ক্যান শেষ করে পজিটিভ রেজাল্ট

পেতেই দরজাটা খুলে গেল হুশ করে। এলিভেটরের ভেতরে ঢুকে গ্রে টপ ফ্লোরের বাটন চাপলো। অত্যাধুনিক লিফট নিঃশব্দে উপরে উঠছে।

গ্রে লিফটের ভেতরে দাঁড়িয়ে অনুভব করতে পারছে অদৃশ্য একটা রশ্মি ওর সমস্ত শরীর সার্চ করছে এবং এই সার্চটা করা হচ্ছে যে কোন ধরনের ইলেকট্রনিক ডিভাইসের জন্যে। কারণ এখানে কোন ধরনের ইলেকট্রনিক ডিভাইস বহন করা নিষেধ। যে কোন ধরনের ইলেকট্রনিক ডিভাইস লিফটের ভেতরের এই অদৃশ্য স্ক্যানে ধরা পরে যাবে। গ্রে'র মনে পড়লো এখানে আসার সপ্তাহখানেক পরে মঙ্ককে একদিন এই লিফটে বেশ ঝামেলা পোহাতে হয়েছে, কারণ ভুল করে ও একটা এমপিথ্রি প্লেয়ার পকেটে নিয়ে ঢুকে পড়েছিল।

লিফটের দরজাটা খুলে গেল বেশ সাধারন একটা রিসেপশনের সামনে। রিসেপশন ডেস্কে রিসেপশনিস্ট মেয়েটা এবং ডেস্কের দুপাশে দুজন আর্মড গার্ড দাঁড়িয়ে আছে। লবিটা দেখতে যে কোন ব্যাঙ্কের লবির মতোই। কিন্তু এর সিকিউরিটির ব্যবস্থা ফোর্ট নক্সের সিকিউরিটিকেও হার মানাবে। গ্রে লিফট থেকে বের হয়ে বাঙ্কারের বাইরে দ্বিতীয় একটা লবিতে চলে এল। এটাও দেখতে অনেকটা আগেরটার মতোই। এর সিকিউরিটি সিস্টেম আগেরটার চেয়েও কড়া।

এই রিসেপশনের বাইরেই প্রাইভেট একটা গ্যারাজে ওর মোটর সাইকেলটা পার্ক করে রাখা আছে। এখান থেকে আধ মাইল দূরে আরেকটা গ্যারাজে ওর আরেকটা মোটর সাইকেল আছে, ওটা যে কোন ধরনের ইমারজেন্সির জন্যে।

"গুড মর্নিং, ড. পিয়ার্স," রিসিপশনিস্ট মেয়েটা গ্রে'কে দেখে অভিবাদন জানালো।

"হ্যালো ম্যালোডি।"

এই রিসেপশনটা ঠিক সিগমার নয়, এটা পুরো ইন্সটিটিউটের জন্যেই এবং মেয়েটা জানে না বিল্ডিঙের নিচে আসলে কি আছে, তবে গার্ডরা জানে। গার্ড দুজন গ্রে'র দিকে তাকিয়ে সায় দিলো।

"আপনি কি আজকের মতো চলে যাচ্ছেন নাকি?" মেয়েটা জানতে চাইলো।

"না, শুধু ঘন্টাখানেকের জন্য বেরুচ্ছি।"

গ্রে প্রথমে ওর হলোগ্রাফিক আইডি কার্ডটা ডেস্কে রাখা রিডারে প্রবেশ করালো তারপর বৃদ্ধাঙ্গুলিটা স্ক্যানারে চেপে ধরলো, কমান্ড সেন্টার থেকে বেরিয়ে যাবার প্রসিডিউর। এখানকার এই অতিরিক্ত সিকিউরিটি গ্রে'র কাছে সবসময়ই বিরক্তিকর লাগে। তবে এখন ও অনেকটাই অভ্যস্ত হয়ে গেছে।

বাইরে বেরুবার আটকানো দরজাটা একজন গার্ড এস খুলে দিল। "গুড ডে, স্যার," গ্রে বেরিয়ে যেতে যেতে গার্ডের অভিবাদনের জবাবে মাথা নাড়লো। তবে ওর মনে একটা প্রশ্ন জাগলো, *দিনটা আসলেই ভালো যাবে তো?*

সামনে লম্বা একটা করিডোর, শেষ মাথায় একসারি উঠে গেছে উপরে বিল্ডিঙের পাবলিক এরিয়ার দিকে। উপরে উঠে বিশাল হল ঘর পার হবার সময় গ্রে দেখলো একদল জাপানি ভিজিটর সাথে গাইড আর ট্রান্সলেটর, ইন্সটিটিউট ভিজিট করতে

আসা দল হবে। কেউ ওর দিকে ফিরেও তাকালো না। সবাই যার যার কাজ নিয়ে ব্যস্ত।

যেতে যেতে ও ট্যুর গ্রুপের লিডারের কথা শুনতে পেল, মুখস্ত বুলি আওড়ে যাচ্ছে।

"স্মিথসোনিয়ান ক্যাসলের কাজ সম্পন্ন হয় ১৮৫৫ সালে, এটার ওই কোনায় রাখা ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন প্রেসিডেন্ট জেমস পোক। এটি সমস্ত পুরনো ইন্সটিটিউশনাল স্ট্রাকচারগুলোর ভেতরে সবচাইতে বড়, এর ভেতরেই আছে এর মিউজিয়াম এবং রিসার্চ ল্যাবরেটরি, কিন্তু এখন এটা ইন্সটিটিউশনের অধীনে থাকা পনেরোটা মিউজিয়াম, ন্যাশনাল জু এবং আরো বেশ কয়েকটা রিসার্চ সেন্টার এবং গ্যালারির প্রধান, এডমিনিস্ট্রেটিভ অফিস আর ইনফরমেশন সেন্টার হিসেবে এখানে কাজ করা হয়। আপনারা আমার সাথে আসুন প্রথমে আমরা দেখবো..."

গ্রে বাইরের দরজার দিকে এসে স্লাইডিং ডোর ঠেলে বাইরে আসতে কড়া রোদের ধাক্কায় চোখ বন্ধ করে ফেললো। একটা হাত তুলে রোদ আড়াল করতেই চিড়বিড় করে উঠলো পাঁজরের পাশের ব্যথাটা। নিজেকে সতর্ক করে দিল পরের বার আরো বেশি সতর্ক না হলে বেশি দিন আর কাজ করতে হবে না।

ইন্সটিটিউটের সামনে সুন্দর করে সাজানো বাগানটা পার হয়ে গ্রে পেছন ফিরে একবার ক্যাসলটার দিকে তাকালো। পুরো ভবনটা লাল ইটে তৈরি এবং এ থেকেই এর ডাক নামটা এসেছে। আমেরিকান স্থাপত্যশৈলীর এক অপূর্ব নিদর্শন এই ভবনের প্রত্যেকটা জিনিস দর্শনীয় এবং প্রতিকী অর্থে এই ভবনটাই আসলে স্মিথসোনিয়ান ইন্সটিটিউটের প্রাণ। এর বাঙ্কারগুলো তৈরি করা হয় ১৮৬৬ সালে, তখন এর দক্ষিণ-পশ্চিম টাওয়ারটা পুড়ে মাটির সাথে মিশে গিয়েছিল, একবার ঠিক করা হয়েছিল একে আবার গোড়া থেকে ভেঙে নতুন করে তৈরি করা হবে কিন্তু পরবর্তীতে তা না করে ওখান দিয়ে খোলা হয় গোপন সুড়ঙ্গ এবং এটাই পরবর্তীতে জেনারেশনের পর জেনারেশান ধরে আমেরিকার সেরা ফল আউট সেন্টার। আর সত্যিকার অর্থেই এটা যুগ যুগ ধরে দেশের সেরা মেধাগুলোর রক্ষাক্ষেত্র হয়ে এসেছে, অন্তত ওয়াশিংটন ডি.সি'র তো বটেই।

আর এখন এটা সিগমার কমান্ড সেন্টার।

ক্যাসলের সর্বোচ্চ টাওয়ারে পতপত করে উড়তে থাকা আমেরিকার পতাকাটার দিকে একবার তাকিয়ে গ্রে মেট্রো স্টেশানের দিকে হাটতে লাগলো।

আমেরিকাকে নিরাপদ রাখার পাশাপাশি তার আরো কিছু দায়িত্ব আছে। যা সে বহু বছর ধরে অবজ্ঞা করে আসছে কিন্তু এখন সময় এসেছে দায়িত্ব পালন করার।

৪:২৫ পি.এম
রোম, ইটালি

দু' পাশ থেকে দুটো বিএমডব্লিউ এগিয়ে এসে র‍্যাচেলকে বন্দী করে ফেলছে।

র‍্যাচেল প্রাণপনে চেষ্টা করছে কিছু একটা করার কিন্তু কিছুতেই কিছু করা সম্ভব হচ্ছে না। গতি কমে এলেও তিনটা গাড়িই এখনো ছুটছে। আর র‍্যাচেলের কনভার্টিবল ছুটছে বাকি দুটো গাড়ির মাঝখানে।

এদিকে পেছনের গাড়ির ব্যাক উইন্ডো থেকে বন্দুকের নল দেখা যাচ্ছে।

পেছনের গাড়ির আততায়ী গুলি করার আগেই মরিয়া র‍্যাচেল ছোট্ট জায়গাটার ভেতরেই গাড়ি ব্যাক গিয়ার দিয়ে সর্বশক্তিতে পেছনে ঠেলে দিল। প্রায় সাথে সাথেই ধাতুর সাথে ধাতুর তীব্র ঘর্ষনের শব্দে গা শিরশির করে উঠলো। র‍্যাচেলের গাড়ির রিয়ারভিউ মিরর চুরমার হয়ে গেছে। তবে ধাক্কার চোটে আততায়ীর নিশানা সরে গেল।

র‍্যাচেল এখনো দুই গাড়ির ফাঁকে বন্দী।

অন্যদিকে ও যখন পেছনের গাড়ি নিয়ে ব্যস্ত সেই সুযোগে সামনের গাড়ি এগিয়ে এল এবং ঠিক একইভাবে ব্যাক উইন্ডো থেকে বেরিয়ে এল একটা নল। সেটা থেকে এক পশলা গুলি এসে ওর সিটের পাশটা ঝাঁঝড়া করে দিল। সেই সাথে গাড়িটা এগিয়ে এসে ওর গাড়ির প্রায় গায়ের উপর চলে এল। ও এখন সামনের এবং পেছনের দুই গাড়ির দুই আততায়ীর পরিস্কার নিশানা।

দুই পাশ থেকে দুই গাড়ির চাপে সম্পূর্ন বন্দী এবং দুই আততায়ীর নিশানা, মরিয়া র‍্যাচেল কোন রাস্তা না পেয়ে ওর কনভার্টিবলের ছাদের কন্ট্রোল বাটনে চাপ দিল। সাথে সাথে দুপাশের জানালা নিচে নামতে লাগলো এবং ছাদটা খুলে পেছনে নেমে যাচ্ছে। গাড়ির দুপাশ দিয়ে শো শো করে ঢুকছে বাতাস।

র‍্যাচেল প্রার্থনা করতে লাগলো মুহূর্তের এই খানিকটা বিচ্যুতি যেন ওকে একটু সময় পাইয়ে দেয়। শরীরের নিচে দুই পা জড়ো করে র‍্যাচেল শরীরটাকে মুচড়ে একটু একটু করে উপরে উঠে আসতে লাগলো। প্রথমে উঠে এল সিটের উপর তারপর আস্তে করে ছাদের আরো কাছাকাছি চলে এল। দু'পাশ থেকে দুই গাড়ির চাপ কিছুটা কমেছে এবং আর গুলিও হয় নি, দুই গাড়ির লোকজনই বোঝার চেষ্টা করছে র‍্যাচের আসলে করছে কি। আরেকটু উঠে ছাদের উপরে মাথা তুলতেই ওরা বুঝে গেল র‍্যাচেল আসলে কি করতে যাচ্ছে।

সাথে সাথে দুইপাশ থেকে আবার গুলি হল।

বিইইইশব্দ তুলে একের পর এক বুলেট র‍্যাচেলের কানের পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে। পরোয়া না করে ওর আরেকটু উপরে উঠে এল তারপর শরীরটাকে ছোট করে সবটুকু শক্তি এক করে ও চলন্ত গাড়ি থেকে একপাশে লাফিয়ে পড়লো।

প্রথমে র‍্যাচেলের শরীরটা উঠে গেল শূণ্যে, তারপর একপাশে ভাঁজ হয়ে ল্যান্ড করলো তিনটা গাড়ি থেকে বেশ খানিকটা তফাতে ফুটপাথের একপাশে।

শূণ্য থেকে ওর উড়ন্ত শরীরটা মাটিতে ল্যান্ড করলো দুই হাতের উপরে, তারপর একটা গড়াতে থাকা বলের মতো করে কাঁধ মুড়িয়ে নিয়ে একটা গড়ান দিয়ে র‍্যাচেল পতনের ধাক্কাটা সামলে নিল। কিন্তু পড়ে যাবার পরে আর উঠে দাঁড়ানোর শক্তি পেল না।

ধাক্কার চোটে র‍্যাচেল এখনো পড়ে আছে। তিনটা গাড়িই ওর থেকে বেশ খানিকা তফাতে চলে গেছে। দুই গাড়ির হতভম্ভ ড্রাইভার চট করে ব্রেক কষে দিলেও গাড়িগুলো স্কিড করে বেশ খানিকটা সামনে চলে গেল। আর র‍্যাচেলের গাড়িটা বেশ তীব্র গতিতে রাস্তার মাঝখানের আইল্যান্ডে ধাক্কা খেয়ে ওল্টাতে ওল্টাতে গিয়েও থেমে গেল।

ঠিক তখনই র‍্যাচেলের কানে যেন মধুবর্ষন করলো পুলিশের সাইরেন। এখনো পুরোপরি উঠে দাঁড়াতে পারে নি সে, হাটু গেড়ে বসে কোমরে রাখা সেলফোনটা খুঁজলো।

নেই। মনে পড়লো আক্রমনটা হবার আগে ও ফোনে কথা বলেছিল।

ওহ গড্...

র‍্যাচেল মোটামুটি নিশ্চিত গাড়িগুলো খানিকটা দূরে থেমে গেলেও ওরা আর এগিয়ে আসবে না। কারণ পুলিশের সাইরেন তো শোনা গেছেই সেই সাথে আশেপাশে গাড়ি থামতে শুরু করে দিয়েছে।

হঠাৎ র‍্যাচেলের মাথায় একটা জিনিস খেলে গেল। একবার একটা বিএমডব্লিউয়ের লাইসেন্স প্লেটে ওর চোখ পড়েছিল।

এসডিভি ০৩৬৮১।

এই গাড়ির উৎস জানার জন্যে ওর রেজিস্ট্রেশার সার্চ করার দরকার নেই। এই স্পেশাল প্লেট ইস্যু করে শুধুমাত্র একটা এজেন্সিই।

এসডিভি মানে হল, *সিটা ডেল ভ্যাটিকানো।*

ভ্যাটিকান সিটি।

র‍্যাচেল বহু কষ্টে উঠে দাঁড়ালো। ও মুখে রক্তের স্বাদ পাচ্ছে। ব্যাপার না, তবে এই মুহূর্তে গুরুত্বপূর্ন ব্যাপার হল ওকে যদি ভ্যাটিকানের সাথে সংশ্লিষ্ট কেউ আক্রমণ করে থাকে তবে...

ভাবনাটা মাথায় আসার সাথে সাথে ওর মাথা আবারো চক্কর দিয়ে উঠলো। যদি তাই হয়ে থাকে তবে আরো একজনকে টার্গেট করা হবে...

"আঙ্কেল ভিগর," আনমনেই র‍্যাচেলে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল নামটা।

১১:০৩ এ.এম
ট্রাকোমা পার্ক, মেরিল্যান্ড

"কে? গ্রে নাকি?"

গ্রে বাইকটাকে একপাশে দাঁড় করিয়ে দ্রুত বাড়িটার বারান্দার বেয়ে উঠতে লাগলো। বহুদিন পর সে বাবা মা 'র সাথে দেখা করতে এসেছে। ছোট্ট একটা বাংলো বাড়ি, কিন্তু এককথায় চমৎকার। ছাদটা টালির, সামনে একপাশে ছোট্ট একটা বাগান আর আরেকপাশে উঠান, সব মিলিয়ে অসাধারন।

খোলা দরজার সামনে এসে ও জবাব দিল, "হ্যা, মা, আমিই।"

মায়ের অগ্রিম এই বুঝতে পারার কারণ ও স্টেশানে নেমে বাড়িতে ফোন করে ওর আসার খবর দিয়েছে। এখানেও স্টেশানের বাইরে একটা ভাড়া করা গ্যারাজে সবসময় ওর একটা বাইক রাখা থাকে। ভেতরে ঢুকতে গিয়ে পাঁজরের পাশটায়, যেখানে ব্যথা পেয়েছিল আরেকবার চেক করে নিল। বাইকটা দাঁড় করানোর সময় জায়গাটায় একটু খচ করে উঠেছে। আর চেক করার আরেকটা কারণ হল মা যেন কিছুতেই ব্যাপারটা অনুমান করতে বা বুঝতে না পারে। এসব ব্যাপারে মায়ের ক্ষমতা অসাধারন।

গ্রে ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে মা জবাব দিলেন, "আমার লাঞ্চ রেডি করা প্রায় হয়ে এসেছে।"

"কি? তুমি রান্না করছো?" ভেতরে ঢুকে মায়ের কথাটা শুনে গ্রে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। "মা! তুমি এসব বিস্ময় দেখানো কবে বন্ধ করবে বলোতো?"

"দেখো গ্রে, বেশি পন্ডিতি কথা বলো না। কয়েকটা স্যান্ডউইচ তৈরি করার জন্যে আমি এখনো যথেষ্ট ফিট। আজ আমাদের স্পেশাল মেন্যু হ্যাম আর চিজ স্যান্ডউইচ।"

মা এগিয়ে এসে হাসতে হাসতে গ্রেকে জড়িয়ে ধরলেন।

এই বাড়ির প্রতিটা ফার্নিচার কাঠের তৈরি, অ্যান্টিক আর আধুনিকতার মিশেলে সাজানো। গ্রে সুন্দর করে সাজানো ড্রয়িংরুমটা পার হয়ে সরাসরি ডাইনিং রুমে চলে এল। প্রতিটা জিনিস ঝকঝকে আর তকতকে। কোথাও এক কণা ময়লা বা ধূলো নেই। মা কখনোই খুব সাংসারিক ছিলেন না, তার বেশিরভাগ সময়ই কাটে নিজের টিচিং প্রফেশান নিয়ে।

প্রথম জীবনে ছিলেন টেক্সাসের একটা স্কুলের স্কুল শিক্ষিকা, সেখান থেকে ধাপে ধাপে আজ জর্জ ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটির বায়োলজিক্যাল সায়েন্স ফ্যাকাল্টির ডিন। তবে চিরকালই মা বাড়ির ব্যাপারগুলো কাজের লোক দিয়ে খুব সুন্দর করে রাখেন। গ্রে'র মাবাবা এখানে বসবাস করছেন তিন বছর ধরে। ঐতিহাসিক ট্রাকোমা পার্কের এই এলাকায় সুন্দর এই কটেজটা ওদের সবারই খুব প্রিয়। গ্রে মাবাবার কাছাকাছি থাকার জন্যে কিছুদিন আগে কাছেই একটা নিজের এ্যাপার্টমেন্ট কিনেছে। তবে ওরা এই কটেজে বা নিজের অ্যাপার্টমেন্ট কোনটাতেই কাজের চাপে ঠিকমত থাকা হয় না।

বিশেষ করে সিগমাতে জয়েন করার পর থেকে তো একদমই না।

"বাবা কোথায়?" ডাইনিং টেবিলের একটা চেয়ারে বসে মার কাছে জানতে চাইলো গ্রে।

মা দুধের বড় একটা গ্যালন হাতে নিয়ে ফ্রিজের দরজাটা বন্ধ করে গ্রে'র দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন। "আর কোথায়, গ্যারাজে, আরেকটা পাখির বাসা মেরামত করছে।"

"আরেকটা?"

মা কিঞ্চিত ভ্রুকুটি করে জবাব দিলেন, "কি আর করা, কাজটা ওর ভালো লাগে। আর ওর থেরাপিস্টও ওকে বলেছে কোন একটা কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতে।

করুক।" গ্রে'র দিকে একটা প্লেটে করে স্যান্ডউইচ এগিয়ে দিলেন।

মা সরাসরি ভার্সিটি অফিস থেকে এসেছেন। তার পোশাক দেখেই বোঝা যাচ্ছে। নেভি-ব্লু ব্লেজারের নিচে সাদা ব্লাউজ, আর চুলগুলো স্ট্রেইট ববি পিন করা। চমৎকার প্রফেশনাল একটা লুক, গ্রে মাকে সবসময় যেমন দেখে অভ্যস্ত। তবে ও খেয়াল করে দেখলো মার চোখের কোণে ক্লান্তি, মাকে আগের চেয়ে অনেক শুকনোও লাগছে।

গ্রে বেশ আগ্রহের সাথে প্লেটটা টেনে নিল। "বুঝলাম বাবার কাঠের কাজ তাকে আনন্দ দেয় আর তার জন্যে উপকারীও কিন্তু তাই বলে সবসময় পাখির বাসাই বানাতে হবে? আর কিছু করা যায় না?"

মা গ্রে'র কথা শুনে হেসে ফেললেন। "স্যান্ডউইচ খাও। আচার দিব?"

"না।" গ্রে'র পরিবার সবসময়ই ওর কাছে এমন। ওদের পরিবারে সবসময়ই ছোট ছোট হাসি-আনন্দ দিয়ে বড় বড় দুঃখ ব্যথাগুলো ভুলে থাকার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু কিছু ব্যাপার কি আসলেই কখনো হাসি-আনন্দ দিয়ে ঢেকে রাখা যায়?

"ওরা বাবাকে কোথায় খুঁজে পেয়েছিল?"

"সেডারে সেভেন-ইলেভেনের সামনে। ও রাস্তা খুঁজে পাচ্ছিলো না। শুধু নাম বলছিল। তারপর পরিচিত একজন দেখতে পেয়ে আমাকে ফোন করে জানায়।"

এই কারণেই উদ্বিগ্ন হয়ে মা গ্রে'কে ফোন করেছিল। তারপর বাবার খবর পেয়ে, তাকে নিয়ে এসে আবার ফোন করেছিল বাবাকে পেয়েছে এটা জানাতে। আর এও বলেছিল ও বেশি ব্যস্ত থাকলে আসার দরকার নেই। গ্রে তবুও ভেবেছে একবার অন্তত দেখা করে যাওয়া উচিত।

"বাবা কি এখনো আগের বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলে?"

"অবশ্যই। আমিও চাই যাতে ও সবসময় বলে এবং চেষ্টা করি যাতে প্রতিদিন সকালে বলে।"

গ্রে'র বাবা খুব দূরারোগ্য এক ব্যাধি অ্যালঝেইমারে আক্রান্ত, এই অসুখটা এমন যে এতে আক্রান্ত রোগী সবকিছু ভুলে যায়। আগে থেকে সামান্য সিম্পটম থাকলেও অসুখটা প্রকট আকার ধারন করে ওরা এখানে আসার পরে। ডাক্তার বলে টেক্সাস থেকে এখানে আসার কারণে এই 'ক্রশ কান্ট্রি মুভমেন্ট' বাবার উপর দারুণ প্রভাব ফেলেছে। ওরা আবার ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নিলেও বাবা তাতে বাধ সাধেন। উনি বলেন ফিরে যাওয়াটা সবার জন্যেই ক্ষতিকর হবে। তাই ওরা এখানেই রয়ে যায়। তবে নিয়মিত থেরাপি দেয়াতে আর বাবার অসুখটা প্রাথমিক পর্যায়ে থাকাতে এখন অবস্থা একটু ভালো। এখনো ভুলে যান তবে ছোট ছোট জিনিস যেমন চাবি, একটু দূরে কোথাও গেলে ফেরার রাস্তা, টেলিফোর নম্বর, প্রতিবেশিদের নাম ইত্যাদি।

"তুমি ওর প্লেটটা নিয়ে গ্যারাজে চলে যাও," বাবার জন্যে প্লেট সাজাতে সাজাতে বললেন মা। "আমাকে অফিসে একটা কল করতে হবে।"

গ্রে খুব সাবধানে পাজরের উপর কোন চাপ না ফেলে প্লেটটা নিয়ে মাকে

বললো, "পরে একসময় বাবাকে একজন সার্বক্ষণিক নার্স দেয়ার ব্যাপারে কথা বলতে হবে।"

গ্রে'র কথার জবাবে মা সামান্য মাথা ঝাঁকালেন, তবে মাথা ঝাঁকানোর ভঙ্গি দেখেই গ্রে বুঝলো ওর কথায় মার সম্মতির চেয়ে আপত্তিই বেশি। গ্রে এই ব্যাপারে আগেও চেষ্টা করেছে কাজ হয় নি। সার্বক্ষণিক একজন নার্সের ব্যাপারে মা'র দারুণ আপত্তি, কারণ তার ভাবনা হল বাবার সার্বিক দায়িত্ব একমাত্র তার। এই কারণেই গ্রে আগেও নার্স দেয়ার চেষ্টা করলেও কাজ হয় নি তবে দিন দিন পরিস্থিতি যেভাবে খারাপ হচ্ছে তাতে মনে হচ্ছে এখন আর নার্স না দিয়ে উপায় নেই।

"ক্যানি শেষবার কবে এসেছিল?" মা'র কাছে জানতে চাইলো গ্রে। ওর ছোট ভাই ভার্জিনিয়াতে একটা কম্পিউটার ফার্মে কাজ করে। ও বাবার ট্রেন্ড ফলো করে একজন ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে। যদিও বাবা ছিলেন পেট্রোলিয়াম ইঞ্জিনিয়ার আর ও হয়েছে ইলেকট্রনিক্‌সে।

"তুমি তো ক্যানিকে চেনোই..." গ্রে'র প্রশ্নটার সরাসরি কোন জবাব দিলেন না মা। "দাঁড়াও, তোমার বাবার জন্যে একটু আচার দিয়ে দেই।"

গ্রে মাথা ঝাঁকালো। শেষবার ও শুনেছিল ক্যানি ভার্জিনিয়া থেকে ক্যালিফোর্নিয়া শিফট করার কথা ভাবছে। ক্যানি সরাসরি কিছু না বললেও গ্রে জানে এটা আসলে ক্যানির একধরনের পালিয়ে যাওয়া। আসলে গ্রে'র আর্মিতে জয়েন করাটা অনেকদিক থেকেই ওদের ফ্যামিলির নিয়মনীতি বদলে দিয়েছে।

মা ওর দিকে আচারের বয়ামটা এগিয়ে দিলেন। "ল্যাবে সবকিছু কেমন চলছে?"

"ভালো," গ্রে'র সংক্ষিপ্ত জবাব। চামচ দিয়ে বেশ খানিকটা আচার বের করে বাবার প্লেটে রাখলো সে।

"আমি যেন কোথায় পড়েছিলাম ডারপা'র বাজেট নাকি কমিয়ে অর্ধেক করে ফেলা হয়েছে?"

"হতে পারে তবে সেটার কারণে আমাদের কোন ছাটাই বা তেমন কিছু হবার কোন সম্ভাবনা নেই। আর আমারও চাকরি চলে যাবে না।" গ্রে মাকে নিশ্চিন্ত করলো। ওর পরিবারের কেউ সিগমার ব্যাপারে কিছুই জানে না। ওদের সবার ধারণা ও মিলিটারি রিসার্চ সেন্টার ডারপা'তে জব করে। গ্রে'ও ওদেরকে জানিয়ে অকারণে টেনশনে ফেলতে চায় নি।

হাতে প্লেট নিয়ে গ্রে পেছনের দরজার দিকে এগোল।

মা পেছন থেকে গ্রে'কে বললো, "তোমার বাবা তোমাকে দেখে খুব খুশি হবে।"

গ্রে মনে মনে ভাবলো আমিও যদি তাই হতে পারতাম। অসুস্থ বাবাকে দেখলেই ওর কষ্ট লাগে।

গ্রে পেছনের উঠান পার হয়ে গ্যারাজের খোলা দরজার দিকে এগোল। ভেতর থেকে খুটখাট আওয়াজ আর কান্ট্রি মিউজিক ভেসে আসছে। সাথে সাথে গ্রে'র মনে

পড়ে গেল টেক্সাসের মিউল হাউজে ওদের সুখি জীবনের কথা।

গ্রে গ্যারাজের দরজায় দাঁড়িয়ে গেল। ভেতরে বাবা খুব মনোযোগ দিয়ে এক টুকরো কাঠ পালিশ করতে ব্যস্ত।

"পাপা," ডাক দিল সে।

বাবা প্রথমে মন দিয়ে শুনলেন তারপর ঘুরে দাঁড়ালেন। উনি গ্রে'র সমানই লম্বা, এখনো যথেষ্ট শক্তিশালী শরীর, চওড়া কাঁধ আর সরু কোমর। বাবা প্রথম জীবনের ভার্সিটি লাইফ থেকেই অয়েলফিল্ডে কাজ করতেন, উদ্দেশ্যটা ছিল পেট্রোলিয়াম ইঞ্জিয়ারিংয়ের কাজে বাস্তব অভিজ্ঞতা নেয়া। তারপর সারাজীবন কঠোর পরিশ্রম করে গেছেন, একটা ইন্ড্রাসট্রিয়াল এক্সিডেন্টের আগ পর্যন্ত। ওই এক্সিডেন্টে বাবা হাটুর নিচ থেকে বাম পা হারানোর পর সাতচল্লিশ বছর বয়সে রিটায়ার্ড করেন।

ওটা ছিল আজ থেকে পনেরো বছর আগের ঘটনা। গ্রে'র বয়স তখন ছিল পনেরো, তার পরের পনেরোটা বছর ছিল দারুন কষ্টের।

বাবা ওর দিকে ঘুরে এগিয়ে এলেন। "গ্রে?" বাবা হাতের গ্লাভস খুলে কপালের ঘাম মুছলেন। তারপর এগিয়ে এসে গ্রে'কে জড়িয়ে ধরলেন শক্ত করে।

"এতো কষ্ট করে এতোটা পথ আসার কি দরকার ছিল?"

"আমি না আসলে তোমাকে এখন স্যান্ডউইচ দিয়ে যেত কে?" গ্রে প্লেটটা বাবার হাতে দিল।

"এগুলো তোমার মা বানিয়েছে?"

"হ্যা, চেষ্টা অন্তত করেছে। মাকে তো চেনোই।"

বাবা হেসে ফেললেন। "তাহলে তো অবশ্যই খাওয়া উচিত। অন্তত তাকে উৎসাহ দেয়ার জন্যে হলেও।"

ওরা সবসময়ই মার সাংসারিক কাজের এইসব দূর্বলতা নিয়ে দুষ্টামি করে।

বাবা স্যান্ডোইচে কামড় বসিয়ে গ্যারাজের এককোণে রাখা একটা ছোট্ট ফ্রিজের দিকে এগিয়ে গেলেন।

"বিয়ার?"

"আমাকে কিছুক্ষণের ভেতরই কাজে ফিরে যেতে হবে।"

"আরে রাখো তোমার কাজ। একটা বিয়ার খেলে তোমার কাজ ধ্বংস হয়ে যাবে না। আমার কাছে তোমার পছন্দের কিছু স্যাম এডামস আছে।"

বাবার কাছে গ্যারাজের এই ফ্রিজে সবসময়ই চমৎকার সব বিয়ারের কালেকশান থাকে। মা পছন্দ করে না বলে বাবা তার কালেকশান এই গ্যারাজের ফ্রিজেই রাখেন।

গ্রে আর ফিরিয়ে দিতে পারলো না।

বিয়ারের বোতলটা তুলে নিয়ে টেবিলের কোণে রাখা ওপেনার দিয়ে সেটা খুললো সে। বাবা তার হাতের বোতলটা ঠোঁটের কাছে উঁচু করে ধরে বললো, "বুড়ো হয়ে যাওয়টা দুঃখের, তবে এর মাঝেও আনন্দের বিষয় হল আজো আমার হাতে একটা বিয়ারের বোতল আছে।"

"একদম ঠিক," গ্রে ওর হাতের বোতলটা বাবার বোতলে মৃদু ঠুকে দিল। সে জানে ওর সামনে অনেক কাজ, তবে এই মুহূর্তে বিয়ারটা অমৃতের মত লাগছে। বাবা খুব মনোযোগ দিয়ে গ্রে'কে দেখছেন। অস্বস্তিকর একটা নিরবতা।

গ্রে নিরবতা ভেঙে অনেকটা দুষ্টুমি করেই বাবাকে প্রশ্ন করলো, "এখনো বাড়ি খুঁজে পাও না?"

"মর তুমি," বাবা বেশ কৃত্রিম ঝাঁঝের সাথে উত্তর দিলেন। উনি সবসময়ই সব কথা খুব সোজাসুজি বলেন এবং তাকে কেউ বললেও তার জবাবও দেন ঠিক সেভাবেই। "তাতে কি, শেষ পর্যন্ত ফিরে তো এসেছি।"

"তুমি এভাবে না বেরোলেই তো পারো।"

বাবা তার বিয়ারের বোতলটা গ্রে'র দিকে তাক করে হাসতে হাসতেই অনেকটা গোয়ারের মতো জবাব দিলেন, "আমি বের হবোই, যত দিন শক্তি থাকে আরকি।"

গ্রে গভীর দৃষ্টিতে বাবার চোখের দিকে তাকিয়ে আছে। সেখানে কি যেন একটা খেলা করছে। গ্রে ঠিক ধরতে পারছে না। *ভয়? শঙ্কা? নাকি নিজের উপর ভরসার অভাব? কোনটা?*

ওর আর বাবার ভেতরের সম্পর্কটা কোনদিনই সহজ ছিল না। বিশেষ করে এক্সিডেন্টের পর থেকে বাব প্রচুর ড্রিঙ্ক করা শুরু করেন। কারণ যে মানুষটা সরাটা জীবন বাড়ির বাইরে কাটিয়েছেন, কঠিন পরিশ্রম করেছেন তার জন্যে হঠাৎ করে বাড়ির ভেতরের বাসিন্দা হয়ে যাওয়া, সংসারের কাজ করা, ছেলেদের দেখাশোনা করার মতো কাজ মেনে নেওয়াটা আসলেই সম্ভব ছিল না। বাবা সংসারটাকে দেখাশোনা করতেন অনেকটা বুট ক্যাম্পের মতো করে।

আর গ্রে ছিল তার জন্যে চিরকালই একটা যন্ত্রনা। কারণ ও সবসময়ই সবকিছু নিজের মতো করে করতে চাইতো। অবশেষে বয়স আঠারো হবার পর একদিন মাঝ রাতে আর্মিতে জয়েন করার উদ্দেশ্যে ও বাড়ি ছাড়ে।

এরপর দু'বছর দু'জনার ভেতরে কোন কথা হয় নি। ধীরে ধীরে মা আবার দুজনকে কাছাকাছি নিয়ে এসেছেন। তবুও দুজনার ভেতরে আজো কোথায় যেন একটা দূরত্ব রয়ে গেছে। মা মাঝে মাঝে বলতেন, "তোমরা দু'জনেই আসলে একরকম। চুম্বকের সমমেরু যেমন বিকর্ষন করে, তোমাদের ভেতরেও ঠিক এই ঘটনাই ঘটে।"

"এই বিয়ারটা জঘন্য," হঠাৎ করে নিরবতা ভেঙে বাবা বললেন।

"তুমি বার বার এটা ওটা টেস্ট করতে গিয়ে ধরা খাও, এই কারণেই আমি সবসময় স্যাম এডামস খাই।"

"তুমি একটা গাধা..."

"তুমিই তো আমার এই অভ্যাস গড়ে তুলেছো।"

"আরে সবকিছু ট্রাই না করলে কি আসল ভালোটার স্বাদ বোঝা যাবে?"

"আমি ওতে একমত না।"

এবার বাবা একটু রেগে গেলেন, "তুমি আমার চেয়েও গোয়ার।"

দুজনেই দুজনার দিকে তাকিয়ে আছে। অস্বস্তিকর নিরবতা। গ্রে কিছু একটা বলতে চাইছে, বাবার কাছ থেকে শুনতেও চাইছে। ও জানে বাবারও একই অবস্থা কিন্তু দুজনেই চুপ। এভাবেই ওদের মাঝের দূরত্বটা কখনো কাটে নি।

হঠাৎ বাবা জানতে চাইলেন, "এই স্যান্ডউইচগুলো কোথা থেকে এনেছো? দারুণ তো।"

গ্রে প্রথমে বুঝতে পারলো না, প্রায় সাথে সাথেই বুঝতে পারলো বাবার ভুলে যাওয়ার লক্ষন। "উমম...ওগুলো মা বানিয়েছে।"

বাবার চেহারায় সামান্য একটা দ্বিধা দেখা গেল তারপর উনি বুঝতে পারলেন। "ও সরি..."

ওদের ভেতর আবার চোখাচোখি হল। বাবার চোখে সামান্য লজ্জা। গ্রে অনুভব করলো বাবা তার সামর্থের একটা অংশ আজ থেকে পনেরো বছর আগে হারিয়েছেন...আর আজ উনি তার মনুষত্বের আরেকটা অংশ হারিয়ে ফেলতে বসেছেন।

"পাপা...আমি..."

"বিয়ার খাও," বাবার গলায় একটু রাগ। গ্রে চুপ হয়ে গেল।

দু'জনেই চুপচাপ বসে বিয়ার খাচ্ছে। মা আসলে ঠিকই বলে, ওরা দুজনে একইরকম।

হঠাৎ গ্রে'র কোমরের বিপারটা ভাইব্রেট করতে লাগলো। ও দ্রুত বের করে দেখলো সিগমার নম্বর। আরো অনেক আগেই এটা আশা করেছিল।

"অফিসের কল," গ্রে বাবার দিকে তাকিয়ে বললো। "আমার বিকেলে একটা মিটিং আছে।"

বাব মাথা নাড়লো, "আমি তাহলে পাখির বাসাটার কাজে ফেরত যাই।"

দুজনে হাত মেলালো, দুজন একই ধাচের বিপরীতধর্মী মানুষ।

বাবা আর ছেলে।

গ্রে কিচেনে ফিরে মাকে গুডবাই জানালো। তারপর বাইরে এসে বাইকে চড়ে রওনা দিল মেট্রো স্টেশানে। ওর বিপারের ফোন নম্বরটা একটা আলফানিউমেরিক কোডে বিপ করেছে।

৯১১

ইমার্জেন্সি।

ঈশ্বরই জানে কি আছে সামনে।

৫: ০৩ পি.এম
ভ্যাটিকান সিটি

হারানো হাঁড়গুলো খোঁজা এখন একটা আর্কিওলজিক্যাল অপারেশান হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু মনসিগনর ভেরোনা আর তার টিম ওগুলোকে বাস্তবে খোঁজার

আগে নিজেদের খোঁজ শুরু করেছে বই আর পার্চমেন্টে। মনসিগনর ভেরোনা আর তার টিম এই খোঁজার কাজটা প্রথমে শুরু করেছিল ভ্যাটিকানের নিজস্ব লাইব্রেরিতে, কিন্তু ভিগর এর ব্যাপ্তি অনুভব করে কাজের পরিধি বাড়িয়ে নেন এবং এখন তার টিম কাজ করছে ভ্যাটিকানের সবচেয়ে সুরক্ষিত এবং বিখ্যাত *'আর্কাইভো সিগরেট্টো ভ্যাটিকানো'*তে, যাকে বলা হয় ভ্যাটিকানের সিক্রেট আর্কাইভ।

মনসিগনর ভিগর ভূগর্ভস্থ হলওয়ে ধরে লম্বা লম্বা পদক্ষেপে হাটছেন। দেয়ালে ঝোলানো আলোগুলো অন্ধকার হলওয়েতে মনসিগনর আর তার ছাত্র জ্যাকবের অদ্ভুতুরে ছায়া ফেলছে। উনারা হাটতে হাটতে লম্বা ম্যানুস্ক্রিপ্ট ডিপোজিটরি পার হয়ে এলেন, যেটাকে ডাকা হয় কার্বোনিলি অথবা বাঙ্কার নামে। এটা তৈরি করা হয়েছিল ১৯৮০ সালে, কংক্রিট হলটা দুই তলাবিশিষ্ট, প্রতিটা তলা মেটালের প্লেটিং দিয়ে বিভক্ত করা। একপাশে মাইলের পর মাইল লম্বা স্টিলের শেলফে লক্ষ লক্ষ পার্চমেন্ট আর পেপার রাখা। অপরপাশে একইরকম স্টিলের শেলফে লক্‌ড অবস্থায় রাখা আরো সূক্ষ্ম কিছু জিনিস।

হলি সি'র ব্যাপারে প্রচলিত আছে, ভ্যাটিকানের রহস্য এত বেশি...প্রকৃতপক্ষে এর কোন শেষ নেই। মনসিগনরের ধারণা আর এইসব পার্চমেন্ট আর পেপারে যত রহস্য লুকিয়ে আছে, মানুষের ধারণার চাইতে তার পরিমাণ আসলে অনেক বেশি।

জ্যাকবের হাতে একটা ল্যাপটপ। ওটাতে এই বিষয়ের উপর একটা ডাটাবেজ আছে।

"আসলেই কি হাঁড় তিনটা, মানে তিন ম্যাজাইদেরই ছিল?" জ্যাকব হাটতে হাটতেই জানতে চাইলো, ওরা বাঙ্কারের এক্সিটের দিকে এগোচ্ছে।

ওরা এখানে এসেছে কিরচার মিউজিয়ামের একটা ফটোগ্রাফ ডিজিটাইজ করতে। আসলে জ্যাকবের প্রশ্নটার কোন সঠিক উত্তর কারো জানা নেই। জানা গেছে হাঁড় ছিল তিন জন নয় বরং আট জন রাজার। এটাও পুরোপুরি সঠিক না। কারণ সেন্ট পিটারের সিমেট্রির একটা পেইন্টিং বলছে সংখ্যাটা দুই, আবার একটা ক্রিপটেড ডকুমেন্টের মতে চার।

"আসলে গসপেলে হাঁড়ের এই সংখ্যার কোন নির্দিষ্টতা নেই," ভিগর জবাব দিলেন, লম্বা ব্যস্ত দিনটার বেদম খাটুনি তার কণ্ঠস্বরটাকে অনেক ভারি করে তুলেছে। "শুধুমাত্র ম্যাথিউয়ের গসপেলে সংখ্যার একটা নির্দিষ্টতা আছে, তাও খানিকটা অস্পষ্ট। ওখানে আছে শুধু রাজাদের নাম : গোল্ড, ফ্রাংকিনসেস আর মিরহ। ওরা আবার রাজা নাও হতে পারে। ওদেরকে আসলে বলা হয় ম্যাজাই (magi) এই magi বা ম্যাজাই শব্দটা এসেছে গ্রিক শব্দ magoi, or 'magician' থেকে।"

"ওরা ম্যাজিশিয়ান ছিল নাকি?"

"ঠিক আমরা যে অর্থে ম্যাজিশিয়ান বা জাদুকর মিন করি সেই অর্থে না। এটা ঠিক জাদুবিদ্যা বা কালো জাদুর সাথে সম্পৃক্ত না বরং এটাকে বলা চলে গোপন জ্ঞানের পরিচর্যা। এই কারণেই 'wise men' রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করা

হয়। বেশিরভাগ বিবিলিক্যাল স্কলার প্রাচীন পার্শিয়া বা ব্যাবিলনের জোরোয়াট্রিয়ান অ্যাসট্রলজাররা এই উপাধিতে বিশ্বাস করে। তারা আকাশের তারাদের মুভমেন্ট পরীক্ষা করে একটা ভবিষ্যৎবাণী করেছিল, পশ্চিম থেকে একজন রাজা আসবে এবং একক রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করবে।"

"স্টার অফ বেথেলেহেম।"

ভিগর মাথা ঝাঁকালেন। "সমস্ত পেইন্টিঙে উপস্থিত থাকা স্বত্বেও, এই তারার আগমন কোন নাটকীয় ঘটনা ছিল না। বাইবেল অনুযায়ী, জেরুজালেমের কেউ এটাকে তেমন পাত্তাও দেয় নি। শুধুমাত্র ম্যাজাই'রা এই ব্যাপারটা লক্ষ্য করে সেটা রাজা হেরোডের নজরে আনেন। ম্যাজাইরা প্রথম বলেছিলো একজন নতুন রাজার ব্যাপারে এবং এই রাজা রাজবংশেই জন্ম নিবে, একদিন সবকিছু বদলে দেবে। রাজা ম্যাজাইদের কাছ থেকে ব্যাপারটা শুনে বেশ অবাক হন, সবাইকে ডেকে জানতে চান এই তারার ব্যাপারে সবাই কবে জানতে পেরেছে? তারপর তারা সবাই একসাথে বসে হিব্রু পবিত্র বইগুলো নিয়ে গবেষণা করে বের করেন, এই রাজা সঠিকভাবে কোথায় জন্মাতে পারে? সেখান থেকেই সরাসরি বেরিয়ে আসে বেথেলেহেমের নাম।"

"তো তারপর হেরোড তার সৈন্যদের বলে দিলেন সঠিকভাবে কোথায় যেতে হবে?"

"ঠিক তাই, কিন্তু সৈন্য না, রাজা প্রথমে পাঠালেন তার সেনাদেরকে এবং সাথে ছিলেন ম্যাজাইরা। ম্যাথিউয়ের গসপেলের মতে ম্যাজাইরা নাকি তারার দিক নির্দেশনা অনুযায়ী পথ চলে এগোতে লাগলেন। তারপর একজন অ্যাঞ্জেল তাদেরকে সতর্ক করে দেন এবং সেই অ্যাঞ্জেলেরা রাজাকে পথ নির্দেশনা না জানিয়েই পালিয়ে যায় এবং এরপরই রাজা শুরু করেন বেথলেহেমের গণহত্যা।

জ্যাকব মনসিগনরের সাথে তাল রাখতে গিয়ে রীতিমত দৌড়াচ্ছে। "কিন্তু ততক্ষনে একজন অ্যাঞ্জেল সতর্ক করে দেয়াতে মেরি আর জোসেফ সদ্য জন্মানো শিশুকে নিয়ে মিশরে রওনা দিয়েছেন। কিন্তু ম্যাজাইরা? ম্যাজাইদের কি হল?"

"কি যে হয়েছিল সঠিক কেউ জানে না," ভিগর গত কয়েক ঘণ্টা আসলে এই প্রশ্নটার উত্তরই খুঁজে বেড়িয়েছেন। সমস্ত নস্টিক বাইবেল আর অ্যাপোক্রিপটাল টেক্সট ঘেটেছেন। আরো ছিল জেমসের '*বুক অফ সেথ*'। যদি হাঁড়গুলো আসলেই চুরি হয়ে থাকে এবং চোরের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে কোন ধরনের ফায়দা লোটা, তবে ওগুলোকে খুঁজে বের করতে ওদের প্রধান অস্ত্র হবে নলেজ।

ভিগর ঘড়ি দেখলেন। সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু আর্কাইভে আরো অনেক কিছু খোঁজা বাকি, ডাটাবেজটা সম্পূর্ন করতে হলে আরো অনেক কাজ করতে হবে। দয়িত্বটা উনি জ্যাকবকে দিয়ে যাবেন। কাজ শেষ করে জ্যাকব সেটা ই-মেইলে পাঠিয়ে দেবে। এখন তাকে বেরুতে হবে।

"আপনার কি ধারণা, ম্যাজাইদের ঐতিহাসিক নাম কি হতে পারে?" জ্যাকব জানতে চাইলো। "গ্যাসপার, ম্যালকিওর নাকি ব্যালথেজার?"

"কোন স্পেসিফিকেশান নেই, সবই শুধুমাত্র অনুমান আর কল্পনা। যে নামগুলো তুমি বললে অনুমানের ক্রাইটেরিয়াতে এগুলো প্রথম আর্বিভূত হয় ছয় শতকে, তারপর থেকে এর সাথে আরো নাম যোগ হতে থাকে। আমার মতামত যদি জানতে চাও তবে বলবো এগুলো সবই গালগল্প, এসবে সত্যতা খুবই কম। আমি তোমার আর প্রিফেট্টো অ্যালবার্তোর উপর রিসার্চের দায়িত্ব দিয়ে যাবো। তোমরা কাজ চালিয়ে যেও। আমাকে বাইরে যেতে হবে।"

"আমি সর্বোচ্চ চেষ্টা করবো।"

ভিগর ভ্রু কুচকে সামনে এগোলেন, সাথে জ্যাকব। অসম্ভব একটা কাজ। কিন্তু প্রশ্ন হলো এতে কি আসলেই কিছু হবে? হাঁড়গুলো কেন চুরি হলো? উত্তরটা খুবই হতবুদ্ধিকর। ভিগরের যথেষ্ট সন্দেহ আছে এ উত্তর এই সিক্রেট আর্কাইভের ত্রিশ মাইল ব্যাপি দীর্ঘ স্টিলের শেলফে পাওয়া যাবে কিনা! তবে হ্যা, এটা ঠিক যে যদি এই ব্যাপারে কোন ক্লু পাওয়া যায় সেটা এখান থেকেই পাওয়া যাবে। সত্য হোক আর নাই হোক এই ব্যাপারে যে বিরাট প্রচলিত লিগ্যাসি আছে তার সবগুলো গল্পই নির্দেশ করে বিশাল এক গোপন জ্ঞান ভান্ডারের, যেটার সন্ধান হয়তো আছে এই হাঁড়গুলোতেই।

কিন্তু আসলে এই ম্যাজাইরা কি ছিল? আর তাদের জ্ঞান ভান্ডারটাই বা কিসের? জাদুবিদ্যা, অ্যাসট্রোনমি নাকি ধর্মতত্ত্ব?

ভিগর পার্চমেন্ট রুম পার হয়ে এলেন। বাইরে কিটনাশকের কড়া গন্ধ, হয়তো কোন কেয়ারটেকার এইমাত্র স্প্রে করে গেছে। ভিগর জানেন হঠাৎ এখানে বেশ কিছু পার্চমেন্ট একধরনের ফাঙ্গাসের আক্রমনে বেগুনি হওয়া শুরু করেছে। তার জন্যেই হয়তো এই ব্যবস্থা, কারণ সময়মত ব্যবস্থা না নিলে মহামূল্যবান ডকুমেন্টগুলো চিরতরে হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে।

ডকুমেন্টগুলো হারিয়ে যাবার কারণ স্রেফ ফাঙ্গাস, আগুন আর অবহেলা নয় বরং আরেকটা প্রধান কারণ এগুলোকে ভলিউম করা। এখানে ডকুমেন্টের সংখ্যা এতোই বেশি, এরমধ্যে মাত্র অর্ধেকেরও কম ইনডেক্স করা আছে। এর সাথে প্রতি বছর পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যোগ হচ্ছে আরো আরো ডকুমেন্ট। ফলে এইসব ডকুমেন্ট সঠিকভাবে ভলিউম না করা হলে চিরতরে গায়েব হয়ে যাবার সম্ভাবনা দেখা দেয়।

সিক্রেট আর্কাইভ নিজেও দিন দিন দূর্দান্ত গতিতে ছড়িয়ে পরা এক ক্যানাসারের মত বেড়েই চলেছে। প্রথমে অরিজিনাল রুম থেকে ওল্ড অ্যাটিক, তারপর আন্ডার গ্রাউন্ড ক্রিপটিক সেল, তারপর এম্পটি টাউয়ার সেল, দিন দিন শুধু বড়ই হচ্ছে। ভিগর এক বছরের অর্ধেকের বেশি সময় পার করেছিলেন শুধুমাত্র তার মত প্রাক্তন স্পাইদের লেখা রিপোর্ট পড়ে। আসলে ভ্যাটিকানের এই বিশাল ব্যাপ্তির মূল কারণ এর বিভিন্ন শাখা প্রশাখা। ভ্যাটিকান একদিকে বিশাল এক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, সম্ভবত

পৃথিবীর সবচেয়ে বড়, অপরদিকে সে নিজে একটা পলিটিক্যাল প্রতিষ্ঠানও এবং তার পলিটিক্যাল ব্যাপ্তি ধর্মীয় ব্যাপ্তির চেয়ে কোন অংশে কম না। সেই সাথে এতে যোগ হয়েছে এর হাজার বছরের ইতিহাস আর কর্মকান্ড। ফলে এই বিরাট ব্যাপকতা। যেমন ভিগর জানেন তার মতো এইরকম এজেন্টের সংখ্যা অনেক।

ভ্যাটিকানের এরকম সিক্রেট যোদ্ধারা এর মূল ভিত্তি টিকিয়ে রেখেছে। তাদের বিশ্বাস এবং সংকল্প ভ্যাটিকানের নিজের মতোই সলিড।

ভিগর নিজের এই বিশেষ পরিচয় এবং পাপাসির সার্ভিসের জন্যে মনে মনে দারুণ গর্বিত।

সাম্রাজ্য গড়ে ধ্বংস হয়, দর্শন আসে যায়। কিন্তু সবার শেষে, ভ্যাটিকান টিকে থাকে। এটা শুধুমাত্র একটা এলাকা না বা একটা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান না এটা হল পাথরের বুকে লেখা ইতিহাস, সময় আর বিশ্বাসের এক অবিশ্রান্ত সমম্বয়।

এমনকি পৃথিবীর সবচেয়ে দামি কিছু গুপ্তধনও রাখা আছে এর ভল্টে, কাঠের ক্যাবিনেটে। আছে ম্যারি স্টুয়ার্টের লেখা চিঠি, যা সে মারা যাবার কয়েকদিন আগে লিখেছিল, আছে কিং হেনরি অষ্টম আর অ্যান বোলেনের প্রেমপত্র। এখানে আছে বিভিন্ন বিচার, অনুসন্ধান, তল্লাশির আদেশ, আছে অসংখ্য উইচ ট্রায়ালের মিথ্যা ডকুমেন্ট, ক্রুসেডের গোপন নথি, পার্সিয়ার খানের চিঠি, মিং এমপেররের পত্র।

এসব ভাবতে ভাবতে ভিগর অনেকটাই হেটে চলে এসেছেন। এখন যে অংশটাতে আছেন এই অংশটা তেমন একটা গার্ডেড না।

এখান থেকে তাদেরকে বেশ উপরে উঠতে হবে।

র‍্যাচেলের সাথে জার্মানিতে রওনা দেয়ার আগে আরেকটা জিনিস যাচাই করতে হবে তাকে।

ভিগর আর্কাহিভের উপরের অংশে উঠতে এলিভেটরে চড়ে বসলেন, এই অংশটাকে বলা হয় *'দি পিয়ান্নি নোবলি'* মানে দ্য নোবেল ফ্লোরস।

ছোট্ট এলিভেটরটা উপরের দিকে চলেছে।

জ্যাকব জানতে চাইলো, "আমরা কোথায় যাচ্ছি?"

"*টরে ডি বেন্টি* 'তে।"

"টাওয়ার অফ দ্য উইন্ডে, কেন?"

"কারণ ওখানে একটা পুরনো ডকুমেন্ট রাখা আছে। ষোলশ শতকের নতুন পৃথিবী নিয়ে।"

"*বুক অফ মার্কো পোলো?*"

ভিগর মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি দিলেন। এলিভেটর নির্দিষ্ট ফ্লোরে এসে থেমে গেলে ওরা লম্বা একটা করিডোরে বেরিয়ে এলেন।

জ্যাকব দ্রুত জানত চাইলো, "মার্কো পোলোর অ্যাডভেঞ্চারের সাথে ম্যাজাইদের সম্পর্ক কি?"

"ওই বইতে প্রাচীন পার্সিয়ার একটা মিথ বেশ গুরুত্বপূর্ণ, যেটা ম্যাজাইদের সাথে সম্পর্কিত। ব্যাপারটা কেন্দ্রীভূত হয়েছে একটা গিফটকে কেন্দ্র করে, যেটা ক্রাইস্ট চাইল্ড তাদেরকে দিয়েছিলেন। একটা পাথর যার ক্ষমতা অসাধারন। ওই পাথরটার উপর ম্যাজাইরা আরক্যান উইজডমের একটা মিথিক্যাল ফ্যাটার্নিটি লক্ষ করেছিলেন। আমি ওই মিথটাকে ট্র্যাক ডাউন করতে চাই।

করিডোরটা টাওয়ার অব দ্য উইন্ডের প্রারম্ভে এসে শেষ হয়ে গেল। এই টাওয়ারটার খালি রুমগুলোকেও সিক্রেট আর্কাইভ বানানো হয়েছে। দূর্ভাগ্যজনকভাবে ভিগর যে রুমটাতে যেতে চাচ্ছেন সেটা টাউয়ারের একদম উপরে এবং এলিভেটর এখানেই শেষ। অভিসম্পাত করতে করতে উনি সরু অন্ধকার তে উঠলেন।

দুজনের কেউই কথা বলছে না, কারণ দুজনেই লম্বা বাওয়ার জন্যে দম বাঁচাতে চাইছে।

প্যাচনো উপরে উঠছে তো উঠছেই উঠছেই।

অবশেষে দুজনে এসে পৌছালেন ভ্যাটিকানের সবচেয়ে অনন্য এবং ঐতিহাসিক একটা চেম্বারে।

'*মেরিডিয়ান রুম*।"

জ্যাকব মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেয়ালে অঙ্কিত ছবিগুলো দেখছে। প্রতিটা ছবি বাইবেলের থিমের উপর অঙ্কিত। মেঘ, দেবদূত, আর অসংখ্য বিবলিক্যাল ফ্রেসকো। দেয়ালের ছোট্ট একটা পালিশ করা ছিদ্র দিয়ে চমৎকার আলো আসছে, আলোটা পড়ছে সরাসরি মেঝের মার্বেল স্ল্যাবের উপর অঙ্কিত একটা জোডিয়াক সিম্বলের মাঝখানে। এই রুমটা ছিল ষোড়শ শতকের একটা সোলার, অবজারভেটরি। এখান থেকে প্রত্যক্ষ করেই জর্জিয়ান ক্যালেন্ডার বনানো হয়েছিল এবং সবচেয়ে বড় ঐতিহাসিক যে ব্যাপারটা এই রুমের সাথে জড়িত, এই রুমে বসেই গ্যালিলিও আবিষ্কার করেছিলেন সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে না বরং পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে।

দূর্ভাগ্যবশত উনি তা প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন নি এবং সেটা চার্চের কারণেই। চার্চ এবং সায়েন্টিফিক কমিউনিটির সেই বিখ্যাত যুদ্ধ, যেটার দায়ভার চার্চকে আজো বহন করে বেড়াতে হয়।

সিঁড়ির লম্বা ধাপ পার হয়ে এসে ভিগর এখনো হাপাচ্ছেন। উনি ভ্রু থেকে ঘাম মুছলেন। জ্যাকব হা করে দেখছে চারপাশ, চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে।

তার দেখা আর শেষ হয়না। অবশেষে তার দৃষ্টি এসে থামলো রুমটার পেছনের সম্পূর্ন দেয়াল কভার করে রাখা বিরাট এক বুক শেলফে। শেলফটার পুরোটাই বই আর পুরনো ডকুমেন্টে ভর্তি।

"মূল ইনডেক্স অনুযায়ী যে বইটা আমরা খুঁজছি তা তিন নম্বর শেলফে থাকার কথা।"

জ্যাকব ভিগরের নির্দেশ মোতাবেক এগিয়ে গেল। হঠাৎ মেঝেতে একটা টুং করে শব্দ হল।

ভিগর শব্দটা শুনলেন কিন্তু জ্যাকবকে ওয়ার্নিং দেবার কোন সময়ই পেলেন না।

আরোপিত ডিভাইসটা প্রায় সাথে সাথেই বিস্ফোরিত হল। জ্যাকবের দেহটা বিস্ফোরণের ধাক্কায় সোজা এসে বাড়ি খেল ভিগরের দেহে।

দুজনেই ছিটকে চলে এলেন রুমের বাইরে।

সাথে সাথে রুমের ভেতর থেকে ড্রাগনের মুখ দিয়ে বেরুনো হলকার মত আগুন প্রায় দুজনকেই আচ্ছন্ন করে ফেললো।

অধ্যায় ৪

ডাস্ট টু ডাস্ট

জুলাই ২৪, ১২: ১৪ পি.এম
ওয়াশিংটন ডি.সি

এই মিশনটাকে ক্রিমসন কালার অর্থাৎ সর্বোচ্চ প্রায়োরিটি দেয়া হচ্ছে, সেই সাথে কালো সংকেত এবং সিলভার সিকিউরিটি প্রটোকল। সবমিলিয়ে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ন। ডিরেক্টর পেইন্টার ক্রো মিশনটার কালার কোডিঙের দিকে তাকাতে তার চোখেমুখে একটা সন্তুষ্টির ভাব ফুটে উঠলো। এই জীবনে অসংখ্যরও বেশি মিশন চালানো মানুষটার জন্যে কোন মিশনের গুরুত্ব কতটুকুতা বোঝা এখন আর কোন কঠিন ব্যাপার না।

তার সব অভিজ্ঞতা আর ডেজিগনেশান শুধু একটা কথাই বলছে : ব্যর্থ হয়ো না। কোন অবস্থাতেই এই মিশনে ব্যর্থ হওয়া চলবে না। যেখানে প্রশ্নটা ন্যাশনাল সিকিউরিটির সেখানে কোন ধরনের ফেইলিউরের প্রশ্ন সে এমনকি ভাবতেও নারাজ।

পেইন্টার তার ডেস্কে ফিরে এসে অফিস ম্যানেজারের রিপোর্টটা মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগলেন। সবকিছু খুব সুন্দর করে তার নির্দেশ অনুযায়ী সাজানো। সব ধরনের ক্রিডেনশিয়ালস প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, সব সেফ হাউজ কোড আপডেট করা হয়েছে, সব স্যাটেলাইট শিডিউল কো-অরডিনেট করা হয়েছে নতুন করে এবং এই রকম হাজারো ব্যাপারের লিস্টেড রিপোর্ট এটা। পেইন্টার পেইজ উল্টাতে উল্টাতে এক জায়গায় এসে থামলেন, ব্যাপারটা তার জন্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন পরর সপ্তাহে জয়েন্ট চিফের সাথে তার একটা মিটিং আছে।

উনি একহাতে চোখ রগড়ালেন। এটাই এখন তার জীবন হয়ে গেছে পেপারওয়ার্ক, স্প্রেড শিট আর ক্লান্তি। চরম ক্লান্তিকর একটা দিন কেটেছে আজ। প্রথমে একটা গিল্ড অ্যামবুশ, তারপর এখন আরেকটা আন্তর্জাতিক অপারেশান লঞ্চ করতে হবে। তবুও তাদের কাজে কোন থামাথামি বা উত্তেজনার কোন অভাব নেই। উনি সিগমার উত্তরাধিকারও পেয়েছেন সিগমার ফাউন্ডার শন ম্যাকনাইটের কাছ থেকে, যিনি এখন সম্পূর্ন ডারপা'র ডিরেক্টর। পেইন্টার আজ পর্যন্ত কোন কাজে তার গুরুকে হতাশ করেন নি, আশা করেন কোনদিন করবেনও না। সারাটা সকাল দুজনে মিলে ফোর্ট ডেরিকের অ্যামবুশ আর আসন্ন মিশন নিয়ে আলোচনা করেছেন, ঠিক পুরনো দিনগুলোর মতোই স্ট্র্যাটেজিক ছিল তাদের আলোচনা। শন টিম লিডার সিলেকশানের ব্যাপারে পেইন্টারের সিদ্ধান্তে বেশ অবাক হলেও তাকে সম্মান জানিয়ে তা বদলান নি।

সুতরাং এখন মিশনটা স্রেফ শুরু করতে হবে।

প্রথমেই ব্রিফ করতে হবে অপারেটিভদেরকে। ফ্লাইট টাইম সেট করা হয়েছে ০২০০তে। সময় খুবই কম এবং এর ভেতরেই সব সারতে হবে। তবে প্রিপারেশানও নেয়া হয়ে গেছে। একটা প্রাইভেট জেট রেডি অবস্থায় ডালাসে রেখে দেয়া হয়েছে, এটা কেনসিংটন ওয়েবের পক্ষ থেকে এবং নিঃসন্দেহে একটা চমৎকার কভার। পেইন্টার শেষবার এইরকম আয়োজন করেছিল নিজের জন্যে এবং সেইবারও লেডি কেনসিংটনের পক্ষ থেকেই। লেডি সবসময়ই সিগমাকে হেল্প করাটা দারুণ সম্মানজনক মনে করেন।

পেইন্টার সমস্ত আয়োজন নিয়ে ভাবছিলেন এমন সময় ইন্টারকম বেজে উঠলো।

বাটনে চাপ দিয়ে পেইন্টার বললেন, "বলো।"

"ডিরেক্টর ক্রো, ড. কোক্কালিস আর ব্রায়ান্ট এসেছেন।"

"ভেতরে পাঠিয়ে দাও।"

দরজার লকটা খুলে যেতেই চমৎকার টুং করে একটা আওয়াজ হল। প্রথমে ভেতরে ঢুকলো মঙ্ক কোক্কালিস, ভেতরে এসে সে ক্যাথরিন ব্রয়ান্টের ঢোকার জন্যে দরজাটা ধরে রাখলো। মেয়েটা ফরমার গ্রিন বেরেট মঙ্কের চেয়ে প্রায় এক মাথা উঁচু। সে ঢুকতেই চমৎকার একটা স্মেল পুরো ঘরটার পরিবেশ মুহূর্তেই বদলে দিল, স্ট্রেইট করে বাধা চুল ঘাড়ের উপর ফেলে রাখা, নেভি ব্লু স্যুট সাদা ব্লাউজ আর চমড়ার জুতো। গায়ে কোন অলংকার নেই। শুধু কোটের কলারে আটকানো একটা এমারেল্ডের পিন। এমারেল্ডের কালারটা ঠিক তার চোখের কালারের মত সবুজ।

মঙ্ক জানে সে এই পিনটা কেন পরে আছে। এটার ইতিবৃত্ত তার ডোশিয়ারে লেখা আছে। একবার একটা নেভি অপারেশানে সে এবং তার সঙ্গীরা বিপদে পড়ে গেলে সে তার ড্যাগার ব্যবহার করে তার দুই সঙ্গীর প্রাণ বাঁচায় কিন্তু তার তৃতীয় সঙ্গী আর ফিরে আসে নি। এই পিনটা তার স্মরণে। এটা ফাইলের কথা, কিন্তু মঙ্ক প্রায় নিশ্চিত ব্রায়ান্ট আর তার সেই সঙ্গীর ভেতরে নিশ্চয় কোন একটা কাহিনী ছিল।

"প্লিজ, বসুন আপনারা," পেইন্টার বললেন। "কমান্ডার পিয়ার্স কোথায়?"

মঙ্ক একটু উঁচু হয়ে বসলো। "গ্রে...কমান্ডারের একটা পারিবারিক ইমার্জেন্সি দেখা দেয়াতে বেরিয়ে গেছে। এখুনি চলে আসবে।"

নিশ্চয় মঙ্ক গ্রে'কে বাঁচানোর জন্যে বলছে, পেইন্টার ভাবলেন। *ভালো*, মঙ্ককে এই মিশনের জন্যে সিলেক্ট করার এটাও একটা কারণ, ওর আর গ্রেসনের এই জুটি অনেক শক্তিশালি হবে বলে সে আশা রাখে। ওরা একজন আরেকজনের অভিজ্ঞতাকে মূল্যায়ন করে তবে তারচেয়ে বড় কথা তাদের দুজনার পার্সোনালিটি বেশ মেলে। সিগমাতে গ্রে মঙ্কের কথাই সবচেয়ে বেশি শোনে। গ্রে মানুষটা স্টিলের মত, আর মঙ্ক সবসময় দুষ্টামি হাসি আনন্দ আর রিলাক্স মুডে থাকে। সব মিলিয়ে এটা একটা চমৎকার জুটি হবে।

অন্যদিকে...

পেইন্টার লক্ষ্য করছেন কি শক্তভাবে ব্রায়ান্ট চেয়ারে বসে আছে, পূর্ন মনোযোগের সাথে। সে মোটেও নার্ভাস না, বরং উত্তেজনায় টং হয়ে আছে। তার কনফিডেন্স দারুণ। বরং একটু বেশিই। উনি মেয়েটাকে এই মিশনের জন্যে সিলেক্ট করেছেন স্রেফ তার ইন্টেলিজেন্স ব্যাকগ্রাউন্ডের কারণে। সে ইইউ'তে প্রটোকোলের ব্যাপারে এক্সপার্ট ছিল, বিশেষ করে ভূ-মধ্যসাগরীয় অঞ্চলের আশপাশের এলাকার। মাইক্রো ইন্টেলিজেন্স সার্ভাইলেন্স আর কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সেরে ব্যাপারেও দারুণ এক্সপার্ট সে। তবে তার ব্যাপারে সবচেয়ে বড় বিষয় হল, ভ্যাটিকানে একজন অপারেটিভের সাথে লিয়াজো আছে যে কিনা এই মিশনের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত, মনসিগনর ভেরোনা। দুজনে এর আগে একটা আন্তর্জাতিক আর্ট থিফিঙের মিশনে একসাথে কাজ করেছে।

"আচ্ছা ঠিক আছে কমান্ডার পিয়ার্স আসার আগে আমরা পেপার ওয়ার্কগুলো সেরে ফেলি," ব্রায়ান্ট এবং মঙ্ক দুজনার দিকে দুটো বেশ মোটা কালো জ্যাকেটের ডোশিয়ে এগিয়ে দিলেন। আরেকটা রাখা আছে গ্রে'র জন্য। মঙ্ক খেয়াল করেছে পেইন্টারের মাথার পেছনের একটা সিলভার স্ক্রিন।

ব্যাপার কি? মঙ্ক মনে মনে ভাবলো।

"এগুলোতে এই অপারেশানের সব ডিটেইলস লেখা আছে," বলে পেইন্টার একটা রিমোট হাতে নিয়ে বাটন চাপলো। সাথে সাথে তিন দিকের দেয়ালে তিনটা সিলভার স্ক্রিন দেখা গেল। একটা পেইন্টারের পেছনে একটা ডানে একটা বামে। তিনটাতেই পাহাড় পর্বতের চলমান দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। মঙ্ক আবারো ভাবছে আজ সিলভার স্ক্রিন এখানে কেন। পেইন্টারের পরবর্তী কথায় সে জবাব পেয়ে গেল। "আজ এই অপারেশানটা অপারেশান ম্যানেজার না বরং আমি নিজে ব্রিফ করবো।"

"কম্পার্টমেন্টালাইজিং অফ ইন্টেল," ক্যাট বললো। তার দক্ষিনা অ্যাকসেন্ট অত্যন্ত সুরেলা। পেইন্টার জানে এই দারুণ স্বর প্রয়োজন অনুযায়ী যে কোন অ্যাকসেন্টে কথা বলতে পারে।

"সেই চার্চ অ্যামবুশ," ক্যাট বললো। পেইন্টার মাথা ঝাঁকালেন, "খুবই গোপন তথ্য, সিকিউরিটি প্রটোকল ভেঙে বের করে আনা হয়েছে।"

"তাহলে আমরা নতুন মিশনে যাচ্ছি কিভাবে?" মঙ্কের প্রশ্ন।

"আমাদের কোন উপায় নেই, আমরা..."

ইন্টারকমের আওয়াজে উনি থেমে অ্যান্সারিং বাটনে চাপ দিলেন।

"ডিরেকটর ক্রো," সেক্রেটারি বলছে, "ড. পিয়ার্স এসেছেন।"

"ভেতরে পাঠিয়ে দাও।"

দরজাটা শব্দ করে খুলতেই গ্রে ঢুকলো ভেতরে। তার পরনে নেভি'র কালো পোশাক, কালো লেদারের জুতো আর সাদা শার্ট। সদ্য শাওয়ার করে আসায় চুলগুলো এখনো ভেজা।

"সরি," গ্রে বসতে বসতে এজেন্ট দুজনার দিকে তাকিয়ে থেমে গেল। এক মুহূর্তে তার চোখে একদিকে একটা দুঃখ ভাব আর খানিকটা ব্যথা খেলা করে গেল।

ও সাথে সাথে নিজেকে প্রস্তুত করে ফেললো কঠিন একটা তিরষ্কারের জন্যে।

অবশ্য একদিক থেকে বিবেচনা করলে এটা তার প্রাপ্য। প্রথমে না জানিয়ে সিকিউরিটি ব্রেক করে বাইরে যাওয়া, তারপর আবার মিটিঙে দেরি করে আসা, এটা সিগমাতে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। সাধারনত সিগমাতে প্রায় সব দিক থেকে এজেন্টদের নিজস্বতাকে মূল্যায়ন করা হয় প্রথমে, কারণ এখানে যারাই কাজ করে সবাই সেরাদেরও সেরা এবং সিগমা বিশ্বাস করে যারা নিজেদের কাজে এতোটাই ভালো তাদেরকে নিজেদের কাজ নিজেদের মতো করতে দেয়াই উচিত। তারপরও এখানে ডিসিপ্লিন হল প্রথম প্রায়োরিটি যা গ্রে প্রায়ই ব্রেক করে।

পেইন্টার একদৃষ্টিতে গ্রে'র দিকে তাকিয়ে আছেন। উনি ভালো করেই জানেন এই মানুষটা আজ সিকিউরিটি প্রটোকল ব্রেক করেছে, তবে কারণ ছিল মায়ের কাছ থেকে একটা আর্জেন্ট কল। গ্রে'র চোখের দিকে তাকিয়ে উনি তুখোর দৃষ্টির আড়ালে একটা বিষন্নতা দেখতে পেলেন, *নাকি এটা ক্লান্তি? কারণটা আগের অ্যামবুশ অপারেশান নাকি তার পারিবারিক কোন সমস্যা? সে কি এই মিশনটার জন্যে মানসিকভাবে ফিট?*

গ্রেসন এখনো তার চোখ সরায় নি, সেও একদৃষ্টিতে পেইন্টারের দিক তাকিয়ে অপেক্ষা করছে।

এই মিটিংটার একটা উদ্দেশ্য আছে, এটা নিছক শুধু একটা ব্রিফিং না, একটা টেস্টও বটে।

অনেকক্ষন পর পেইন্টার কথা বললেন, "পরিবার আমাদের সবার জন্যেই খুব গুরুত্বপূর্ন, তবে খেয়াল রেখো পরিবার যেনো কখনো তোমার দূর্বলতা হয়ে না দাঁড়ায়।"

"না স্যার," গ্রে পেইন্টারের দিক থেকে চোখ সরিয়ে দেয়ালের সিলভার স্ক্রিন দেখলো, তারপর ওর ফেলো এজেন্টদের সামনে রাখা ডোশিয়ারে চোখ বুলিয়ে দুজনার মাঝখানে বসে পড়লো চেয়ারটা টেনে নিয়ে।

পেইন্টার গ্রেসনের দিকে ওর ডোশিয়ে এগিয়ে দিলেন। "আমরা জাস্ট ব্রিফিং শুরু করতে যাচ্ছিলাম।"

ও ডোশিয়ারটা টেনে নিয়ে উপরের লেখাটা পড়ে চোখটা সরু করে ফেললো, তবে মুখে কিছু বললো না।

পেইন্টার ফিক্সড স্ক্রিনটা টেনে ওদের টেবিলের উপর সেট করে নিতে সেখানে তিনটা ছবি ফুটে উঠলো। একটা চার্চের বাইরের দৃশ্য, আর বাকি দুটো ভেতরের। ভেতরের দৃশ্যটা মোটেও সুখকর কিছু না। এখানে ওখানে মৃতদেহ ছড়িয়ে আছে, কিছু পোড়া আধপোড়া, শুকনো রক্ত ছড়িয়ে আছে, কিছু গুলি খাওয়া দেহ পড়ে আছে ভোঙাচোরা পুতুলের মত। আর তৃতীয় ছবিটা একজন প্রিস্টের মৃতদেহের, ফদার জর্জ বেনজামিন।

"কোলনের ম্যাসাকার," ক্যাট ব্রায়ান্ট বললো।

পেইন্টার মাথা ঝাঁকালেন। "ঘটনাটা ঘটেছে প্রায় মাঝ রাতের দিকে একটা

ফিস্ট উদযাপনের মাঝামাঝি সময়ে, ফিস্টটা ছিল বিবলিক্যাল ওয়াইজ ম্যানের। পঁচাশি জন মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে মোটিভটা মনে হয় সাধারন ডাকাতি। কিন্তু ক্যাথেড্রালের দামি জিনিসগুলোতে ডাকাতরা হানা দেয়নি।"

পেইন্টার আরো কিছু দৃশ্য দেখালেন, চার্চের ভেতরের যেসব জায়গায় ডাকাতরা হানা দিয়ে বিভিন্ন জিনিস ভাঙচুর করেছে। "কিন্তু একমাত্র, খুবই দামি এবং পাজলিং যে জিনিসটা গায়েব হয়েছে সেটা বিবলিক্যাল ম্যাজাইদের হাঁড়।"

"হাঁড়!" মঙ্ককে বেশ অবাক মনে হচ্ছে। "সোনাদানা ভর্তি ক্রেট ফেলে রেখে ডাকাতরা নিয়ে গেল পুরনো কিছু হাঁড়! এটা কিভাবে সম্ভব?"

"সেটাই তো রহস্য। এই ঘটনার একজনই সারভাইভার আছে, মানে যে ওখান থেকে উদ্ধার পেয়েছে আরকি।" পেইন্টার বাটন চেপে নতুন একটা ছবি নিয়ে এলেন। অল্প বয়স্ক একটা ছেলের ছবি, প্রথমে দেখা গেল তাকে স্ট্রেচারে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, পরের দৃশ্যে হাসপাতোলের বেডে শুয়ে আছে।

"জেসন পেন্ডলিটন, একজন আমেরিকান যুবক, বয়স একুশ। তাকে পাওয়া যায় একটা কনফেশন বুথের ভেতরে লুকানো অবস্থায়। প্রথমে যখন ওকে পাওয়া যায় অবস্থা খুবই খারাপ ছিল, শকে প্রায় জ্ঞান হারানোর মতো, পরে এক দফা সিডেটিভ দেয়ার পর একটা স্টেটমেন্ট দিতে সমর্থ হয় সে। যারাই কাজটা করেছে তারা সন্নাসীর ছদ্মবেশে এসেছিল। কোন চেহারার বর্ণনা সে দিতে পারে নি, ওরা পুরো ক্যাথেড্রালে রীতিমত ঝড় বইয়ে দেয় এবং অনেককেই গুলি করে মারে, যাদের মধ্যে আছে প্রধান পুরোহিত এবং আর্চবিশপ।"

স্ক্রিনে আরো কিছু ম্যাসাকারের ছবি দেখা গেল। এর ভেতরে একটাতে প্রধান পুরোহিত এবং আর্চবিশপের গুলি খেয়ে পড়ে থাকার দৃশ্য। দৃশ্যটা সাধারন আর দশটা ক্রাইম সিনের মতোই শুধুমাত্র ব্যাকগ্রাউন্ড আর স্থানটা ব্যাতিক্রম।

"এই ব্যাপারটা সিগমার সাথে কিভাবে জড়িত?" ক্যাট প্রশ্ন করলো।

"ওখানে আরো কিছু মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। যার কোন ব্যাখ্যা পওয়া যাচ্ছে না। ক্যাথেড্রালের সিকিউরিটি ভল্টে ঢোকার জন্যে ডাকাতরা এমন একটা ডিভাইস ইনপুট করেছিল যেটা শুধুমাত্র সেগুলোকেই উড়িয়ে দেয় নি আরো একটা ওয়েভ ছড়িয়েছে এবং সেটাই ক্যাথেড্রালে মৃত্যুর হলকা বইয়ে দিয়েছে, ওই বেঁচে যাওয়া ছেলেটা এমনটাই বলেছে আরকি।"

পেইন্টার একটা বাটনে চাপ দিলেন।

স্ক্রিনে আবারো তিনটা ছবি ফুটে উঠলো।

ওয়েভের মাধ্যমে মৃত্যু ঘটা একটা মৃত দেহের, আরেকটাতে মৃতদেহগুলো ছড়িয়ে আছে, আর শেষটা একজন মৃত ব্যক্তির চেহারার একদম ক্লোজ শট। চোখ খোলা, কর্নিয়া একদম স্থির, চোখের কোণ থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে, ঠোঁট জোড়া একদম কালো হয়ে গেছে পুড়ে, বের হয়ে থাকা দাঁতের কারণে চেহারা বীভৎস দেখাচ্ছে। মুখের ভেতরে জিহ্বা দেখা যাচ্ছে সেটাও পুড়ে কয়লার রঙ ধারন করেছে।

"করোনার প্রাথমিক যে রিপোর্ট দিয়েছে তাতে দেখা গেছে প্রায় সবাই ইমিডিয়েট হার্ট ফেইলিওরে মারা গেছে। ভয়ঙ্কর ব্যাপার হল, প্রায় সবাই মারা গেছে একই সময়ে। এই ব্যাপারটা বড়ই অদ্ভুত এতগুলো সুস্থ সবল মানুষ প্রায় এক সাথে কিভাবে হার্ট ফোইলিওরে মারা যায়? আরেকটা ব্যাপার, প্রায় প্রত্যেকেরই ব্রেন পুড়ে কয়লা হয়ে গেছে, কারো কারোটা আবার একদম গলে গেছে এবং আরেকটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার প্রায় কারো শরীরেই কোন রক্তের চিহ্ন মাত্র নেই। উচ্চ মাত্রার ইলেকট্রিসিটি শরীরে বয়ে গেলে যেভাবে রক্তের হিমগ্লোবিন নষ্ট হয়ে যায়, এদেরটাও অনেকটা সেরকম।"

মঙ্ক, তার মেডিকেল ট্রেনিঙের সাথে ব্যাপারটা মেলানোর চেষ্টা করছে। সে এতোটাই মনোযোগ দিয়ে দেখছে রীতিমত হাস্যকর লাগছে ওকে, তবে এই দূর্দান্ত মনোযোগ ওর জন্যে দারুণ একটা পজিটিভ সাইড।

"তোমাদের ফোল্ডারের ভেতর কমপ্লিট অটপ্সি রিপোর্ট দেয়া আছে," পেইন্টার বললেন। "প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে এই মৃত্যুগুলো ঘটানো হয়েছে কোন প্রক্রিয়াতে কারেন্ট ছড়ানোর মাধমে হার্ট অ্যাটাক ঘটিয়ে। প্রায় সবারই মৃত্যুর প্রধার কারণ হার্ট অ্যাটাক এবং এই কারণেই একজনের পেসমেকার তার বুকের ভেতরেই বার্স্ট হয়েছে। আরেকজন মহিলার পায়ের হাঁড়ের সাথে লাগানো একটা মেটাল প্লেট প্রায় দুইঘণ্টা ধরে জ্বলছিল এবং জ্বলতে জ্বলতে সেটা পায়ের মাংস গলে বাইরে বেরিয়ে এসেছে।"

গ্রে'র চেহারায় কোন প্রতিক্রিয়া নেই, মঙ্কের শুধু চোখ জোড়া ছোট হয়ে গেছে, তবে দেখার মত চেহারা হয়েছে ক্যাটের, তার মুখটা পুরোপুরি ফ্যাকাশে। গ্রে একদৃষ্টিতে মেয়েটোর চেহারার ভাব লক্ষ্য করছে।

তারপর গ্রে'ই প্রথম কথা বললো।

"আমরা কি এই ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছি, মৃত্যুগুলো ঘটেছে চোরদের ইনপুট করা ডিভাইসের মাধ্যমেই?"

"যতোটা এখন পর্যন্ত বোঝা গেছে তাতে তাই মনে হচ্ছে। বেঁচে যাওয়া ছেলেটার বক্তব্য অনুযায়ী যখন ডিভাইসটা অন করা হয়েছিল তখন তার মাথায় প্রচন্ড একটা প্রেসার ফিল করেছে, অনেকটা যেন প্লেন ল্যান্ড করার সময় আমরা যেমনটা ফিল করি তেমন। আর তখুনি মৃত্যুগুলো ঘটে।"

"তাহলে সে বাঁচলো কিভাবে?" ক্যাটের প্রশ্ন, তাকে এখন অনেকটা স্বাভাবিক দেখাচ্ছে।

"শুধু সে-ই না, আরো বেশ কয়েকজন বেঁচে গিয়েছিল, কিন্তু তাদেরকে সাথে সাথে গণহারে গুলি করে মেরে ফেলা হয়।"

মঙ্ক জানতে চাইলো, "আচ্ছা কিছু লোকজন মারা গেল কিছু গেল না। এর কারণ কি?"

"কারণ একটাই, যেটা জেসন পেন্ডলিটন বলেছে আরকি। তারাই হার্ট অ্যাটাকে আক্রান্ত হয়েছে যারা কমিশনের সার্ভিস গ্রহন করেছিল।"

মঙ্ক মাথা নাড়লো।

"আর এই কারণেই," পেইন্টার বলেই চলেছেন। "ভ্যাটিকান ইউএস অথরিটির সাথে কথা বলে কাজটা আমাদের ঘাড়ে ফেলেছে।"

"ভ্যাটিকান?" ক্যাটের জিজ্ঞাসা।

পেইন্টার তার চোখের ভাষা পড়তে পারছেন, মেয়েটা এতোক্ষণে বুঝতে পারছে কেন তাকে তার ইঞ্জিয়ারিঙের ডক্টরাল প্রোগ্রাম থেকে ডেকে এনে এই মিশনের সাথে যোগ দিতে বলা হয়েছে।

পেইন্টার আবার শুরু করলেন, "ভ্যাটিকানের ভয় হল, ব্যাপারটা যদি জানাজানি হয়ে যায় তবে দেখা যাবে অভ্যন্তরীন কিছু ধর্মীয় গ্রুপ কমিশনকে টার্গেট করে একটা বাজে অবস্থার সৃষ্টি করবে, এমনকি ধর্মীয় দাঙ্গা শুরু হয়ে যাওয়াও বিচিত্র না। কাজেই তারা খুব দ্রুত জানতে চায় আসল ব্যাপারটা কি? ম্যাজাই হাঁড়গুলো চুরির এই ঘটনা কি পুরোটাই সিম্বলিক চুরি, নাকি ডাকাতদের উদ্দেশ্য ভিন্ন কিছু। তোমাদের এই টিম ভ্যাটিকানের সিলেক্ট করা দুজন এজেন্টের সাথে কাজ করবে।"

"আর আমাদের উদ্দেশ্য কি হবে?" ক্যাট জানতে চাইলো।

তোমাদের কাজ হবে, কে কাজটা করেছে এবং কিভাবে ও কি ডিভাইস প্ল্যান্টের মাধ্যমে তা করেছে সেটা বের করা। সোজা কথায় বলা চলে তোমরা বের করবে গোটা ব্যাপারটা আসলে কি এবং কে বা কারা সেটা কন্ট্রোল করছে?"

গ্রেসন একদম চুপচাপ শুনছে। এখনো তেমন কিছু বলেনি, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বীভৎস ছবিগুলোর দিকে। অবশেষে সে নিরবতা ভেঙে বললো,

"বাইনারি ''জিশন।"

পেইন্টার ওর দিকে তাকালেন। দুজনেই তাকিয়ে আছে, দুজনার চোখেই একে অপরের প্রতিচ্ছবি এবং দুজনার চোখই গাড় নীল।

"কি?" মঙ্ক জানতে চাইলো।

"মৃত্যুগুলো," গ্রে বলছে, মঙ্কের দিকে ঘুরে তাকালো সে। "এগুলো কোন একটা নির্দিষ্ট কিছু দিয়ে ঘটানো হয় নি। প্রক্রিয়াটা কয়েকধাপে সম্পন্ন করা হয়েছে বলে আমার ধারণা। ডিভাইসটা, এটা চলানোর কোন বাহ্যিক ব্যবস্থা যেমন আছে তেমনি অভ্যন্তরীন কিছু একটাও ছিল, যেটা আমরা এখনো জানি না। বাহ্যিক ব্যবস্থার মাধ্যমে হার্ট অ্যাটাক ঘটানো হয়েছে এটার শিকার হয়েছে যারা কমিশনের সার্ভিস গ্রহন করেছিল।"

সে পেইন্টারের দিকে ঘুরে তাকালো। "আচ্ছা ওখানে কি প্রার্থনা চলাকালীন সময়ে বা এর আগে কোন ধরনের মদ পরিবেশন করা হয়েছিল?"

"না, কোন মদ না কিন্তু কিছু লোকজনকে কমিউনিয়ন ব্রেড দেয়া হয়েছিল।" পেইন্টার অপেক্ষা করছেন এবং গ্রেসনকে দেখছেন। উনি পরিস্কার অনুভব করতে পারছেন গ্রে'র খুলির ভেতরের মস্তিষ্কটা তুমুলবেগে কাজ করছে। এখন পর্যন্ত কেউ গোটা বের করতে এমনকি ভাবতেও পারে নি এই লোক সেটা কয়েকটা ছবি দেখেই

বের করে ফেলেছে। এই কারণেই উনি গ্রে'কে দারুণ পছন্দ করেন।

"তাহলে ওই কমিউনিয়ন ব্রেড অবশ্যই বিষাক্ত ছিল," গ্রে বলছে। "এছাড়া আর কোন ব্যাখ্যা থাকতে পারেনা। ওই রুটিগুলোতে এমন কিছু একটা ছিল যেটা ডিভাইসটার পওয়ারটাকে তাদের শরীরের ভেতরে অ্যাকটিভেটেট করেছে।" গ্রে আবার পেইন্টারের দিকে তাকালো, "ওদের দেয়া রুটিগুলোতে কি কোন ধরনের কন্টামিনেশান টেস্ট করা হয়েছে?"

"ভিকটিমদের পাকস্থলিতে টেস্ট করার মত আসলে তেমন কিছু পাওয়া যায় নি কিন্তু সার্ভিসের কিছু রুটি রয়ে গিয়েছিল, সেগুলোকে ইইউয়ের ল্যাবে পাঠানো হয়েছিল।"

"তারপর?"

এতোক্ষণে পেইন্টারের চেহারা থেকে গ্রে'কে মিশনে পাঠানোর ব্যাপারে সব ধরনের দ্বিধা দূর হয়ে গেছে। উনি কাজের ব্যাপারে গ্রে'কে পূর্নসহযোগিতা দিতে এখন সর্বোচ্চ সচেষ্ট।

"কিছুই পাওয়া যায় নি," পেইন্টার জবাব দিলেন। "সব ধরনের অ্যানালিসিসে যা পাওয়া গেছে তাতে আছে আটা, পানি আর রুটি তৈরির সাধারন বেকারি ইনগ্রিডিয়েন্ট।"

গ্রে'র চোখে অবিশ্বাসের ছায়া খেলে গেল। "অসম্ভব, হতেই পারে না।"

পেইন্টার তার গলায় অবিশ্বাসরে ঝাঁঝটা পুরোপুরি টের পাচ্ছেন।

গ্রে তার নিজের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে সম্পূর্ন কনফিডেন্ট।

"কিছু একটা অবশ্যই থাকতে হবে।"

"ডারপা'র ল্যাবে পঠানো স্যাম্পল পরীক্ষা করে একই ফল পাওয়া গেছে।"

"অবশ্যই তাদের ভুল হয়েছে।"

মঙ্ক গ্রে'র গলার অওয়াজ শুনে ভ্রু উঁচু করে তাকালো।

ক্যাট বলে উঠলো, হয়তো ব্যাপারটার অন্য কোন ব্যাখ্যা আছে–"

"বুলশিট," ক্যাটের কথার মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে গ্রে বললো। "আমি নিশ্চিত ল্যাবের ওরা ভুল করেছে।"

পেইন্টার বহু কষ্টে হাসি ধরে রাখলেন। তার সামনে বসা মানুষটার লিডারশিপ কোয়ালিটি বের হয়ে আসছে : মেধাবী, দূর্দান্ত আত্মবিশ্বাসী, সবার কথা শুনতে আগ্রহী কিন্তু নিজের সিদ্ধান্তে অটল।

"আমার মনে হয় তোমার কথাই ঠিক," পেইন্টার বললেন।

পেইন্টারের কথা শুনে কপালে উঠে গেল ক্যাট আর মঙ্কের চোখ। গ্রে'র মুখে খেলে গেল হালকা একট হাসির রেখা।

"এখানে আমাদের ল্যাবে কিছু একটা পাওয়া গেছে।"

"কি?"

"আমাদের ল্যাবে ওরা স্যাম্পলগুলোকে কার্বোনাইজডে ভেঙে ওগুলোকে পিওর

অর্গানিক কম্পাউন্ডে রূপান্তরিত করেছে। তারপর ওগুলো থেকে সমস্ত ট্রেস এলিমেন্ট সরিয়ে স্পেকট্রোমিটারে মেজার করা হয়। তারপর সবকিছু স্ট্রিপ করার পর দেখা যায় এক ধরনের সাদা জাতীয় শুকনো দানা পড়ে আছে।"

"আমি ঠিক বুঝলাম না," মঙ্ক বললো।

গ্রে ব্যাখ্যা করে বললো, "এই পাউডার কোন অ্যানালাইজিং ইকুইপমেন্ট দিয়ে ডিটেক্ট করা সম্ভব না।"

"জিনিসগুলো পড়ে আছে স্কেলে কিন্তু মেশিন বলছে কিছুই নেই।"

"এটা কিভাবে সম্ভব?" মঙ্ক বললো। "আমাদের ইকুইপমেন্ট বিশ্বসেরা।"

"কিন্তু তারপরও কিছু বের করা সম্ভব না।"

"এই পাউডার সাধারন না বরং সাবএটমিক বা এধরনের কোন লেভেলে ইনসার্ট করা হয়েছে," গ্রে বললো।

পেইন্টার মাথা ঝাঁকালেন।

"তারপর ল্যাবের ছেলেরা এটাকে আরো টেস্ট করার জন্যে এগুলোকে মেল্টিং পয়েন্ট পর্যন্ত বয়েল করে, যার তাপমাত্রা ছিল ১,১৬০ ডিগ্রি। তখন এগুলো গলে তরলের আকার ধারন করে, কিন্তু ঠান্ডা হতে হতে ধীরে ধীরে শক্ত হয়ে পরিস্কার অ্যাম্বার গ্লাসের মত হয়ে যায়। এই গ্লাস কে আবার পূর্ববর্তী প্রক্রিয়ায় ফেললে আবার ওগুলো সাদা পাউডার হয়ে যাবে। কিন্তু এই বিশাল প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপে জিনিসটা যে কোন আধুনিক মেশিনেও আনডিটেক্টেবল রয়ে যায়।"

"তাহলে এখন করনীয় কি?" ক্যাট জানতে চাইলো।

"এই ক্ষেত্রে করনীয় একটাই ছিল," পেইন্টার বলছেন। "এই প্রক্রিয়াটা আবিষ্কার হয়েছে খুব বেশি দিন হয় নি। আমাদের একজন কর্নয়েল ইউনিভার্সিটিতে এটা নিয়ে কাজ করছে। এটাতে একটা ইনার্ট গ্যাস চেম্বারে কার্বন ইলেকট্রোড নিয়ে কাজ করা হয়। ব্যাপারটা খুবই জটিল এবং টেকনিক্যাল। এই টেস্টে পাউডারগুলোর ফ্র্যাকশনাল ভেপোরাইজেশান করা হয় ইমিশিন স্পেকট্রোস্কোপির মাধ্যমে। ব্যাপারটা সাধারনভাবে বলতে গেলে এক ধরনের ইলেকট্রোপ্লেটিং প্রক্রিয়া যেটাতে পাউডারগুলোকে আরো অনেক বেশি কমন স্টেটে নিয়ে আসা যায়।"

পেইন্টার আগের ছবিটা সরিয়ে নতুন একটা ছবি নিয়ে এলেন। এটাতে দেখা যাচ্ছে পাউডারগুলোকে ব্ল্যাক ইলেকট্রোড দিয়ে প্লেটিং করা এবং তার পরের ছবিতে দেখা গেল এই বিশাল প্রক্রিয়ার শেষ ধাপে পাউডারগুলো যে জিনিসটাতে পরিণত হয়েছে তার ছবি।

"ওরা ওগুলোকে কনভার্ট করে শেষ পর্যন্ত কার্বন রডের সাথে সংযুক্ত করতে সমর্থ হয় এবং তাতে যা পাওয়া যায় রীতিমত বিস্ময়কর।"

ছবিতে দেখা যাচ্ছে ব্ল্যাক ইলেকট্রোড, প্লেটেড অবস্থায় এবং যা দেখা যাচ্ছে তা সত্যিই বিস্ময়কর।

গ্রে ছবিটা দেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। বিস্ময়ে তার চোখ বড় বড় হয়ে

গেছে।

"স্বর্ণ, এই পাউডারগুলো আসলে সোনা।"

৬: ২৪ পি.এম
রোম, ইটালি

গাড়ির সাইরেনের শব্দ র‍্যাচেলের কানে তীরের মত বিঁধছে। ও ক্যারিবিনিয়ারি পেট্রলের প্যাসেঞ্জার সিটে বসে আছে, রীতিমত কম্পিত অবস্থা। কিন্তু ওর কাছে এখনো ব্যাপারটা অসম্ভব এবং অবিশ্বাস্য লাগছে যে আঙ্কেল ভিগর মারা গেছেন। ভয় আর শঙ্কায় ওর গলা বারবার শুকিয়ে যাচ্ছে, বার বার ঝাপসা হয়ে আসছে চোখের দৃষ্টি।

র‍্যাচেল রেডিওতে পেট্রলম্যানের কথা শুনছে। অ্যামবুশের ঘটনাস্থলে এই গাড়িটাই প্রথম গিয়ে পৌছায়, ও মেডিকেল কেয়ার রিফিউজ করে নিজের পুলিশের ব্যাজ দেখিয়ে সাথে সাথে পেট্রলম্যানকে নির্দেশ করে গাড়ি ভ্যাটিকানের দিকে চালাতে।

গাড়ি টাইবার নদীর ব্রিজের উপর চলে এসেছে।

র‍্যাচেল বার বার মাথা উঁচু করে ওর গন্তব্যের দিকে তাকাচ্ছে। চ্যানেলের ওপারে এখন সেন্ট পিটারের ডোমের মাথা দেখা যাচ্ছে। সব কিছুর মাথা ছাড়িয়ে ওটাই আগে দেখা যায়, অস্তগামী সূর্যের আলোতে ওটাকে দেখাচ্ছে সোনালী। দারুণ একটা দৃশ্য, কিন্তু তা উপভোগ করার মত মানসিক অবস্থা র‍্যাচেলের নেই ও বরং সিটের উপর উঁচু হয়ে ডোমটার ওপারে দেখার চেষ্টা করছে।

গাড়ি আরেকটু এগোতে দেখতে পেল, ডোমের পেছন থেকে কালো ধোঁয়ার একটা চিকন মেঘ আসন্ন সন্ধ্যার আকাশ কালো করে ফেলেছে। র‍্যাচেল আনমনেই বলে ফেললো,

"আঙ্কেল ভিগর..."

এখন চারপাশ থেকে সাইরেনের আওয়াজও পাওয়া যাচ্ছে, সেইসাথে চোখে পড়ছে ফায়ার ট্রাক আর অ্যাম্বুলেন্সের যাতায়াত।

র‍্যাচেল পেট্রোলম্যানের হাত এত জোড়ে চেপে ধরলো যে ওর নখ প্রায় বসে গেল লোকটার হাতে,

"আরেকটু জোরে চালানো যায় না?"

লোকটা শুধু মাথা নাড়লো। সে বেশ ইয়ং এবং ফোর্সে নতুন জয়েন করেছে। তার পরনে কালো ইউনিফর্ম, দুইপাশে সোনালী লাইনআপ, আর বুকে সিলভার ক্রশ। ট্রাফিক এড়ানোর জন্যে হুইল ঘুরিয়ে লোকটা গাড়িটাকে একটা সাইড ওয়াকে উঠিয়ে আনলো। গাড়ি এখন রীতিমত তীব্র বেগে ছুটছে। ওরা যতোই কাছাকাছি যাচ্ছে হট্টগোল ততোই আরো বেশি টের পাওয়া যাচ্ছে।

"সেন্ট এ্যানির গেটের দিকে যান," র‍্যাচেল বলে দিল।

লোকটা আবারো তার দক্ষতা প্রমান করে ভিড়ের ভেতর দিয়ে ছুটলো। ওরা এখন গন্তব্য থেকে আর তিন ব্লক দূরে। এখন ধোঁয়ার উৎস আরো ভালো দেখা যাচ্ছে। ভ্যাটিকানের বাউন্ডারির ভেতরে পিটারের ডোমের পরই টাওয়ার অফ উইন্ড, ভ্যাটিকানের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ উঁচু পয়েন্ট। এর টপ দুই ফ্লোর মশালের মত জ্বলছে।

"ওহ্..."

র‍্যাচেল ভালো করেই জানে যে এই টাওয়ার ভ্যাটিকান আর্কাইভের একটা অংশ এবং আঙ্কেল এখানেই রিসার্চ করছিলেন। আর ওকে অ্যামবুশ করার পর এই আগুন লাগাকে কোন এক্সিডেন্ট বলে ভাবার কোন কারণই নেই। পরিস্কার বোঝা যায় এটা প্ল্যান করা অ্যামবুশ।

গাড়িটা হঠাৎ করে একটা ঝাঁকি খেয়ে থেমে যেতেই, র‍্যাচেল সামনের বাড়ি খেল। র‍্যাচেলের চোখ ছিল জ্বলন্ত টাওয়ারে, ও বেশ জোরেই ধাক্কা খেয়েছে।

সামনের রাস্তা একদম ব্লক্‌ড।

র‍্যাচেল আর অপেক্ষা করতে পারছে না। ও দরজার হ্যান্ডেলটা ধরে টান দিয়ে খুলে ফেললো, বের হতে যাবে এমন সময় একটা হাত ওর কাঁধ চেপে ধরলো।

"লেফটেনান্ট ভেরোনা," পেট্রোলম্যান বললো। "এটা নিন আপনার কাজে লাগতে পারে।"

র‍্যাচেল পেট্রোলম্যানের হাতে ধরা কালো রঙের পিস্তলটা দেখলো, একটা বেরেটা ৯২, পুরুষদের সার্ভিস পিস্তল, ও হাত বড়িয়ে জিনিসটা নিয়ে লোকটার দিকে তাকিয়ে একটা ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা মিশ্রিত হাসি দিয়ে বললো, "স্টেশানে একটা এলার্ট সিগনাল পাঠিয়ে দিন, আর জেনারেল র‍্যান্ডিকে বলবেন, আমি ভ্যাটিকানে ফেরত এসেছি এবং সেক্রেটারিয়েট অফিসের মাধ্যমে উনি আমাকে কন্ট্যাক্ট করতে পারবেন।"

লোকটা মাথা ঝাঁকালো। "সাবধানে থাকবেন, লেফটেনান্ট।"

চারপাশে সাইরেনের আওয়াজ, র‍্যাচেল ভিড়ের ভেতর দিয়ে যতটা সম্ভব দ্রুত ছুটছে। পিস্তলটা ওয়েস্টব্যান্ডের বেল্টে গুজে নিয়ে ব্লাউজটা ঢিলে করে ঢেকে রেখেছে।

ইউনিফর্ম ছাড়া একটা পিস্তল বহন করা স্বাভাবিক দেখায় না।

রাস্তার সাইডওয়াক মানুষে ভর্তি, হাটা অসম্ভব, র‍্যাচেল রাস্তায় নেমে আটকে থাকা গাড়িগুলোর ভেতর দিয়ে ছুটতে লাগলো। চারপাশে গাড়ি, এর কারণ ব্যারিকেড বসিয়ে রাস্তা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে এবং অ্যাসল্ট রাইফেল হাতে গার্ডরা পাহারা দিচ্ছে। শুধুমাত্র ফায়ার ট্রাক আর অ্যাম্বুলেন্স ভেতরে ঢুকতে পারছে। এইরকম একটা ব্যারিকেডের সামনে এসে অ্যাসল্ট রাইফেলধারী এক গার্ডের সামনে ও নিজের আইডি কার্ড উচিয়ে বললো,

"লেফটেনান্ট ভেরোনা, ফ্রম ক্যারিবিনিয়ারি কপস। আমাকে এখুনি কার্ডিনাল স্পেরার কাছে নিয়ে চলুন।"

লোকটার মধ্যে কোন ভাবান্তর নেই দেখে মনে হলো না র‍্যাচেলকে ঢুকতে

দেবে, কারণ তাদের উপর নিশ্চয়ই অর্ডার আছে ভ্যাটিকানে শুধুমাত্র ইমার্জেন্সি পার্সোনাল বাদে কাউকে ঢুকতে দেয়া নিষেধ। আর ক্যারিবিনিয়ারি অফিসারদের ভ্যাটিকানের স্পেশাল সুইস গার্ডদের উপর কতৃত্ব ফলানোর কোন অধিকার নেই। কিন্তু পেছন থেকে মিডনাইট ব্লু ড্রেস পরা একজন গার্ড এগিয়ে এল সামনে। র‍্যাচেল চিনতে পারলো এই লোকটাকে সে আগেও দেখেছে।

লোকটা এগিয়ে এসে বললো, "লেফটেনান্ট ভেরোনা, আমার উপর আপনাকে নিয়ে যাবার অর্ডার আছে, প্লিজ আমার সাথে আসুন।"

লোকটা সাথে সাথে ঘুরে দাঁড়িয়ে র‍্যাচেল কে নিয়ে সামনে এগোল।

র‍্যাচেল লোকটার পেছনে দৌড়াতে দৌড়াতে চিৎকার করে জানতে চাইলো, "আমার আঙ্কেল...মনসিগনর ভেরোনা..."

"লেফটেনান্ট ভেরোনা," লোকটা জবাব দিল। "আমি কিছুই জানিনা, আমার উপর অর্ডার আছে স্রেফ আপনাকে হেলিকপ্টার পর্যন্ত নিয়ে যাবার।" লোকটা র‍্যাচেলকে নিয়ে গেটের বাইরে পার্ক করা একটা গাড়ির কাছে চলে এল।

"আর এই অর্ডারটা এসেছে কার্ডিনাল স্পেরার কাছ থেকে।"

র‍্যাচেল উঠে বসলো ওদের জন্যে রাখা গাড়িতে। গাড়িটা দ্রুত গতিতে কয়েকটা ইমার্জেন্সি ভেহিকেলের সাথে এক সারিতে এগোতে লাগলো। এই সারিতে কয়েকটা অস্ত্রসজ্জিত আর্মি ভেহিকেলও আছে। ওদের সাথে সামনে এগিয়ে নির্দিষ্ট এলাকায় ঢুকে, ওদের গাড়ি আরেকদিকে এগোল। রাস্তায় ব্যারিকেড দেখে ওর গার্ড গাড়ির ভেতর থেকে একটা ইমার্জেন্সি ব্যাজ দেখালো।

ওটা ওদের ইমার্জেন্সি ক্লিয়ারেন্স।

ক্লিয়ারেন্স পাবার সাথে সাথে গার্ডরা মিউজিয়ামের সামনে থেকে ওদের ব্যারিকেড তুলে ওদেরকে ঢুকতে দিল। মাথার উপর টাওয়ারটা এখনো জ্বলছে। উপর থেকে একটা জেটে করে আগুন নেভানোর জন্যে পানি ছিটানো হচ্ছে। উপর থেকে শুরু করে তিনটা ফ্লোর দাউ দাউ করে জ্বলছে, যতোই পানি ছিটানো হোক কমার কোন লক্ষনই নেই। টাওয়ারটা এইরকম ব্যাপকহারে জ্বলার কারণ হচ্ছে এখানে যা কিছু আছে সবই দারুণ দাহ্য পদার্থ।

বই, পার্চমেন্ট, স্ক্রল।

এই দুর্ঘটনাটা একটা ঐতিহাসিক বিপর্যয়ের পর্যায়ে চলে গেছে। একে তো আগুন, আর আগুনে যাও বা বাঁচতো পানি সব নষ্ট করে দিচ্ছে।

শত বছরের অমূল্য কালেকশান, আর্কাইভ, ম্যাপ, ইতিহাস সব শেষ।

র‍্যাচেলের অবশ্য এত কিছু ভাবছে না, তার মাথায় শুধু একটা চিন্তাই কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে।

আঙ্কেল ভিগর।

ওদের গাড়ি সিটির মূল গ্যারাজ পার হয়ে একটা ইটের রাস্তা ধরে চলেছে। এই রাস্তাটা ভ্যাটিকানের মূল পাথুরে দেয়াল লিওনাইন ওয়ালের সাথে প্যারালালি এগিয়েছে। ওরা ভ্যাটিকান মিউজিয়ামের সার্কেল পার হয়ে শহরের ভেতরের বিরাট

বাগানটা ধরে এগোল, এই বাগানটা শহরের একটা বড় অংশ দখল করে রেখেছে। দূর থেকে ঝড়নার পানি পড়ার দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। এই জায়গাটা চমৎকার সুন্দর আর সবুজে ঘেড়া। পেছনের কোলাহল, আগুন, আর কালো ধোঁয়ার পর চোখে কেমন যেন বিশদৃশ লাগছে র‍্যাচেলের।

ওদের গন্তব্য সামনে দেখা যাচ্ছে।

বাগানের ভেতরে সুন্দর ছায়া ঘেড়া একটা কুঞ্জের মত জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে ভ্যাটিকানের অফিশিয়াল হেলিকপ্টার। এই জায়গাটা স্পেশালি এই হেলিকপ্টারটার জন্যেই তৈরি করা হয়েছে।

ওরা কাছে এগোতেই চমৎকার পালিশ করা হেলিকপ্টারটার পাখাগুলো ঘুরতে লাগলো। র‍্যাচেল বুঝলো পাইলটকে আগে থেকেই ইন্সট্রাকশান দেয়া আছে। একদম কাছে এসে র‍্যাচেল দেখলো এটা আসলে পোপের ব্যক্তিগত বাহন যেটার ডাকনাম, 'হলিকপ্টার'।

ওদের দিকে এগিয়ে আসছে একজন মানুষ। তার কালো রোব আর বিশেষ লাল চিহ্ন দেখে র‍্যাচেল বুঝলো, কার্ডিনাল স্পেরা। র‍্যাচেল কাছে এগোতে উনি দরজা খুলে হাত বাড়িয়ে দিলেন। র‍্যাচেল তার হাতটা ধরে উপরে উঠে এল। কার্ডিনাল একটা হাত তুলে ওকে অভিবাদন জানালো। র‍্যাচেল একদম অস্থির হয়ে আছে তার সাথে কথা বলার জন্যে, কারণ কেউ যদি ওর আঙ্কেলের বর্তমান অবস্থার ব্যাপারে সঠিক তথ্য দিতে পারে তো সেটা একমাত্র কার্ডিনাল স্পেরা।

অথবা...

র‍্যাচেল এখনো স্থির হয়ে বসে নি, এমন সময় কপ্টারের পেছন থেকে একটা ছায়ামূর্তি সামনে এগিয়ে এল, একমুহূর্ত তাকে দেখে থমকে রইলো র‍্যাচেল, তারপর শক্ত করে জড়িয়ে ধরলো। ওর খুশি বাঁধ মানছে না। "আঙ্কেল ভিগর..."

ওর চোখের পানি অঝরে ছড়ছে।

উনি র‍্যাচেলকে সামনে নিয়ে এলেন। "মা, তুমি দেরি করেছো।"

"আমি ঝামেলায় পড়ে গিয়েছিলাম," র‍্যাচেল জবাব দিল।

"আমি শুনেছি। তোমার উপর আক্রমনের ঘটনা জেনারেল আমাকে বলেছেন।"

র‍্যাচেল জ্বলন্ত টাওয়ারের দিকে ফিরে তাকালো, ও এখান থেকেও ধোঁয়ার পোড়া গন্ধ টের পাচ্ছে।

"থ্যাঙ্ক গড তুমি ভালো আছো, তাহলে দেখা যাচ্ছে আক্রমন আমাদের দুজনকেই করা হয়েছে," আঙ্কেলের একটা ভ্রু উঁচু হল। "তবে সবাই আমাদের দুজনের মতো লাকি না।" র‍্যাচেল আঙ্কেলের দিকে ফিরে তাকালো।

"ব্লাস্টের ঘটনায় জ্যাকব মারা গেছে। ওর শরীরই আমাকে আড়াল দিয়েছে এবং এই কারণেই আমি এখনো বেঁচে আছি।" আঙ্কেলের গলার স্বরের দুঃখ র‍্যাচেল হেলিকপ্টারের আওয়াজ ভেদ করেও টের পাচ্ছে।

আঙ্কেল নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, "আমাদেরকে কাজে ফিরে যেতে হবে।"

দুজনেই কপ্টারে উঠে ভালোভাবে সিট বেল্ট বেঁধে নিল।

কার্ডিনাল স্পেরা কপ্টারের দরজা থেকে ওদেরকে বিদায় জানালেন। "আমি যাচ্ছি। আপনারা গন্তব্যে পৌছান। যেভাবেই হোক আর যারাই এই ঘটনার পেছনে থাকুক ওদেরকে থামাতে হবে।" কার্ডিনাল ওদেরকে বিদায় জানিয়ে নেমে গিয়ে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

দরজা বন্ধ হতেই ওরা যার যার সিট বেল্ট আরেকবার চেক করে নিল।

হেলিকপ্টারটা স্মুথলি প্রথমে হেলিপ্যাড থেকে উঠে সামনের দিকে এগোল।

আঙ্কেল ভিগর চুপচাপ সিটে হেলান দিয়ে শুয়ে আছেন। তার চোখ বন্ধ, ঠোঁট জোড়া নড়ছে। বোধহয় প্রার্থনা করছেন জ্যাকবের জন্যে...ওদের জন্যেও।

র‍্যাচেল উনার চোখ খোলার জন্যে অপেক্ষা করছে। অবশেষে যখন উনি চোখ খুললেন ততক্ষনে ওরা ভ্যাটিকানের সিমানা পার হয়ে টাইবারের উপর চলে এসেছে।

"আক্রমনকারীরা," র‍্যাচেল বলতে শুরু করলো। "...ওরা ভ্যাটিকানের লাইসেন্স প্লেট লাগানো গাড়ি ব্যবহার করছিল।"

আঙ্কেল নড করলেন, উনি মোটেও অবাক হন নি।

"এর মানে হল ভ্যাটিকানের বাইরের দেশেই শুধুমাত্র স্পাই নেই বরং ওরা নিজেরাও নিজেদের ভেতরেও স্পাইগিরি করছে।'

"কে?"

আঙ্কেল কথা না বলে ইশারায় র‍্যাচেলকে থামিয়ে দিয়ে জ্যাকেটের ভেতর থেকে একটা খাম বের করে আনলেন। তারপর কাগজটা র‍্যাচেলের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, "এর ভেতরের কাগজে একটা ছবি আছে, দেখ। কোলন থেকে বেঁচে যাওয়া ছেলেটা একজন স্কেচ আর্টিস্টের সাহায্যে এই ছবিটা বানিয়েছে। ও এই ছবিটা একজন আক্রমনকারীর বুকে এমব্রয়ডারি করা দেখেছে।"

র‍্যাচেল খাম খুলে কাগজটা বের করে আনলো। একটা ড্রাগনের ছবি। ডানা দুটো সামান্য ছড়ানো, দুই মাথা চোখা লেজ, আর ঘাঁড় ফেরানো, লেজটা শরীরটাকে পেঁচিয়ে আছে।

র‍্যাচেল ছবিটা দেখে আঙ্কেলের দিকে তাকালো।

"এটা একটা প্রাচীন সিম্বল," আঙ্কেল বলছেন। "চৌদ্দ শ' শতকের।"

"কিসের সিম্বল?"

"ড্রাগন কোর্ট।"

র‍্যাচেল নামটা চিনতে পারে নি।

"এরা একটা মধ্যযুগীয় অ্যালক্যামিকেল কাল্ট, মানে গুপ্তসংঘ। প্রাথমিক চার্চের কিছু ভিন্নমতাবলম্বী এটা তৈরি করেছিল এবং এরাই পোপপন্থী এবং পোপবিরোধী দুটোরই নেতৃত্ব দিয়েছিল।"

র‍্যাচেল ভ্যাটিকানের পোপবিরোধী যুগের ব্যাপারে ভালোই জানে। পোপ যিনি ক্যাথলিক চার্চের প্রধান এবং ওদের ধর্মগুরু, একসময় তার নির্বাচন ধর্মীয়ভাবে অন-

অনুমোদিত হয়ে গিয়েছিল। আর এটা ঘটার পেছনে বেশ কিছু কারণ ছিল। এগুলোর ভেতরে প্রধান ছিল একজন সম্রাটের সৈন্য বাহিনী কতৃক নির্বাচিত পোপকে নির্বাসনে পাঠানো। পনেরোশ শতকের তৃতীয়ভাগ থেকে প্রায় চল্লিশজন পোপবিরোধী পাপাল সিংহাসনে বসেছে। সবচেয়ে খারাপ অবস্থা হয়েছিল চৌদ্দশ শতকে, যখন পাপাসি'র মূল কেন্দ্র রোম থেকে সরিয়ে ফ্রান্সে নিয়ে আসা হয়েছিল। তখন সত্তুর বছরের জন্যে পোপ নির্বাসিত ছিল এবং পাপাল সিংহাসন চালিয়েছিল বেশ কিছু দুর্নিতীগ্রস্ত পোপবিরোধীরা।

"এই ধরনের একটা প্রাচীন কাল্টের সাথে বর্তমান ঘটনার সম্পর্ক কি?" র‍্যাচেল জানতে চাইলো।

"এই ড্রাগন কোর্ট আজো অ্যাকটিভ আছে। এর অস্তিত্ব এমনকি ইউরোপিয়ান ইউরোপিয়ানের কাছেও অজানা নয়। এরকম আরো আছে যেমন 'নাইটস অফ মাল্টা' এটার কথা ইউনাইডেট নেশনসও জানে। এই ড্রাগন কোর্টের সাথে আরো কাল্ট যেমন ইউরোপিয়ান কাউন্সিল অফ প্রিন্সেস, নাইটস টেম্পলার এবং রসিক্রুশিয়ানসদের সাথে সংযোগ ছিল এবং আছে। ড্রাগন কোর্ট এমনকি খোলাখুলিভাবেই স্বীকার করে ভ্যাটিকানের ক্যাথলিক চার্চে ওদের বহু মেম্বার আছে।"

"এখানে? তাও খোলাখুলি!" র‍্যাচেলের গলা শুনেই বোঝা যাচ্ছে ও কতোটা অবাক হয়েছে। ও এবং ওর আঙ্কেল অ্যামবুশের স্বীকার হয়েছে ভ্যাটিকানের ভেতরের লোকদের দ্বারাই।

"কয়েক বছর আগে একটা বেশ বড় ধরনের স্ক্যান্ডাল হয়েছিল।" আঙ্কেল বলে চলেছেন। "একজন প্রাক্তন জেস্যুট প্রিস্ট, ফাদার ম্যালিচি মার্টিন একটা বই লিখেছিলেন 'অ্যা সিক্রেট চার্চ উইদিন অ্যা চার্চ।' উনি বেশ স্কলার একজন ব্যক্তি। সতেরোটা ভাষায় কথা বলতে পারতেন এবং অসংখ্য গুরুত্বপূর্ন লেখা লিখেছেন, এছাড়া উনি পোপ জন পলের খুব কাছের মানুষও ছিলেন। উনি এই ভ্যাটিকানে কাজ করেছিলেন প্রায় বিশ বছর। তার শেষ বই, যেটা উনি মারা যাবার আগে লিখেছিলেন, তাতে বেশ ভালোভাবেই বলেছিলেন যে এই চার্চের ভেতরেই অ্যালক্যামিকেল একটা কাল্ট আছে, চার্চের ভেতরে থেকেই নিজেদের প্রথা পালন করে চলেছে।"

র‍্যাচেল রীতিমত অসুস্থ বোধ করতে লাগলো কথাগুলো শুনে। ওদের কপ্টার এয়ারপোর্টের দিকে চলেছে। "চার্চের ভেতরে একটা সিক্রেট চার্চ। এরাই কি তাহলে কোলনের ম্যাসাকার ঘটিয়েছে? কিন্তু কেন? কারণটা কি হতে পারে?"

"হতে পারে ম্যাজাই হাঁড়গুলো চুরি করার জন্য। আমি এখনো পুরোপুরি পরিস্কার না।"

র‍্যাচেলের মনে হলো সমস্ত পরিস্থিতিটা উদ্ধার করতে হলে ওকে আরো অনেক কিছু এখনো জানতে হবে। কারণ ও আগেও খেয়াল করেছে যে, কোন কেসে সার্বিক জ্ঞান বাহ্যিক এভিডেন্সের চেয়ে অনেক বেশি কাজে দেয় এবং এই ধরনের ক্ষেত্রে

ইতিহাস, উদ্দেশ্য এবং ইনটেনশান খুবই গুরুত্বপূর্ণ ।

"আপনি এই ড্রাগন কোর্টের ব্যাপারে আর কি জানেন?"

"ওদের লম্বা ইহিহাস বাদে আর খুব বেশি কিছু আমিও জানি না। আটশো শতকে সম্রাট কার্লিম্যাঙ্গি হলি চার্চের নামে সমগ্র ইউরোপ জয় করে নেন এবং প্যাগান নেচার, কাল্ট এবং ওদের ধর্ম বিশ্বাসের বদলে চালু করেন ক্যাথলিসিজম ।"

র‍্যাচেল মাথা ঝাঁকালো। ও সম্রাট কালিম্যাঙ্গির নিষ্ঠুর কায়কারবারের ব্যাপারে ভালোই জানে।

"কিন্তু পরবর্তীতে ব্যাপারটা উল্টে যায়," আঙ্কেল বলে চলেছেন। "যেটা আগে আনফ্যাশনেবল ছিল সেটা হয়ে যায় ফ্যাশন। বারো শ' শতকের দিকে নস্টিক বা আদ্ধাতিকর্তাবাদ আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠে, সেই সম্রাটদের দ্বারাই যারা একসময় এটাকে দমিয়ে দিয়েছিল। সেই সব সম্রাটেরা যখন তাদের নস্টিক চর্চা নিয়ে ব্যস্ত তখনকার একটা ধর্মীয় মতভেদকারীদের দল ধীরে ধীরে একটা নতুন ধর্মীয় সংগঠনের রূপ লাভ করতে থাকে যেটাকে আমরা অজকের দিনে ক্যাথলিসিজম নামে জানি ।"

"এই ধর্মীয় গ্রুপটাই চৌদ্দ শ' শতকের শেষ দিকে এসে প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। ফ্রান্সে নির্বাসিত পাপাসি ফিরে আসে আবার রোমে। তখন শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্যে হলি রোমান এমপেরর সিগিসমুন্ড রাজনৈতিকভাবে ভ্যাটিকানে ফিরে এসে নিচু শ্রেণীর লোকদের ভেতরে নস্টিক চর্চা নিষিদ্ধ করে ।"

"কেন, শুধুমাত্র নিচু শ্রেণীতে কেন?"

"অভিজাতদেরকে নিষ্কৃতি দেয়া হয়েছিল, এর কারণও ছিল। সম্রাট যখন নিচু শ্রেণীতে নস্টিক চর্চা নিষিদ্ধ করে ঠিক একই সময়ে উনি ইউরোপের র‍্যায়াল ফ্যামিলির বাছাই কিছু লোক যারা অ্যালকেমি এবং আধ্যাত্মিকতাবাদ নিয়ে কাজ করে তাদেরকে নিয়ে গঠন করেন 'অরডিনিস ড্রেকোনিস' মানে হল 'দ্য ইম্পেরিয়াল রয়েল ড্রাগন কোর্ট', যেটা আজো তাদের কার্যক্রম অব্যহত রেখেছে। এর ভেতরে শত শত বছর ধরে এদের মধ্যে অনেক ধরনের বিভাজন হয়েছে, অনেকে বিলুপ্ত হয়েছে কিন্তু এদের মূল শাখাটা আজো তাদের সেরা লিডারদের দিয়ে পরিচালিত হয় এবং তাদের কার্যক্রম তুখোড়ভাবে বজায় রেখেছে। আমি বাজি ধরে বলতে পারি যদি এই ব্যাপাটার সাথে ড্রাগন কোর্ট সরাসরি জড়িত হয়ে থাকে তবে অবশ্যই কোন না কোন বড় ব্যাপার হবে ।"

র‍্যাচেল দারুণ কৌতূহল বোধ করছে। "আচ্ছা এরা যদি ইনভলভড হয়েই থাকে তবে এদের মূল উদ্দেশ্য কি হতে পারে?"

"একটা কাল্টের মেম্বার হিসেবে এদের চিন্তার লাইন-আপ অনেকটা এমন, ওরা নিজেদেরভাবে মানবজাতির নির্ধারিত কিছু লিডার মনে করে এবং তাদের রক্তের রয়ালিটি দিয়ে ওরা সমগ্র মানব জাতিকে শাসন করার ক্ষমতা রাখে ।"

"অনেকটা হিটলারের 'মাস্টার রেস সিন্ড্রমে'র মত?"

আঙ্কেল মাথা ঝাকালেন। "কিন্তু এদের উদ্দেশ্য আরো গভীর। ওরা শুধুমাত্র

ক্ষমতার ব্যাপারে আগ্রহী না বরং এরা ক্ষমতার চেয়ে বেশি আগ্রহী প্রাচীন সমস্ত গোপন এবং গভীর জ্ঞানের ব্যাপারে। ওদের ধারণা এই সব জ্ঞানের মাধ্যমে কেয়ামত পর্যন্ত পৃথিবী শাসন করতে পারবে ওরা।"

"এত গভীর উদ্দেশ্য তো এমন কি হিটলারেরও ছিল না।"

"এরা সমস্ত জায়গায় এদের অধিপত্য বিস্তার করে রেখেছে পর্দার আড়ালে থেকেই। যেমন আমেরিকার বিখ্যাত কাল্ট 'স্কাল অ্যান্ড বোন্স' ইউরোপের বিখ্যাত থিঙ্ক ট্যাঙ্ক 'বিল্ডারবার্গ' আসলে এদেরই প্রতিষ্ঠান। এরা কখনো সামনে আসে না বরং আড়ালে থেকেই নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখে, কিন্তু এইবার কেউ একজন খুব ভয়ঙ্করভাবে সামনে আসছে আর সেটা খুব নিষ্ঠুর প্রক্রিয়াতে।"

"এর মানে কি?"

আঙ্কেল ভিগর মাথা নাড়লেন। "আমার ধারণা যদি ভুল না হয় তবে ওরা এমন একটা কিছুর সন্ধান পেয়েছে বা খুঁজছে যেটার জন্যে ওরা ওদের মূল নীতি ত্যাগ করে সামনে বেরিয়ে আসতেও দ্বিধা করছে না।"

"আর মৃত্যুগুলোর ব্যাপারটা কি?"

"চার্চের জন্যে একটা সতর্ক সংকেত। যেমন ধর আমাদের উপর এই অক্রমনগুলো কো-ইন্সিডেন্স হতেই পারে না। এগুলো অবশ্যই ড্রাগন কোর্টের অর্ডারেই হয়েছে এবং এগুলো ওরা করছে আমাদেরকে ওদের অস্তিত্ব জানান দিতে, ওদের শক্তির ব্যাপকতা বোঝাতে এবং সর্বোপরি আমাদেরকে ভয় দেখাতে। ওরা শক্তি প্রদর্শন করছে এবং ইঙ্গিতপূর্ণভাবে বলছে এবার তোমাদের সময় হয়েছে হাজার বছরের অবস্থান ছেড়ে পিছিয়ে যাবার, আমরা আসছি তোমাদের হটিয়ে নিজেরা আসন দখল করতে।"

"কিন্তু এটা কি আসলেই এভাবে সম্ভব?"

আঙ্কেল ভিগর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সিটে হেলান দিলেন। "পাগল একবার ক্ষেপলে কোন কিছু করতে পারুক আর নাই পারুক ম্যাসাকার যে করবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।"

র‍্যাচেল আঙ্কেলের দিকে তাকিয়ে আছে।

আঙ্কেল শুধু একটা কথাই বললেন। "আর্মাগেডন।"

"মানে?'

"মহাকালের সবচেয়ে বড় যুদ্ধ, আর আমাদের জন্যে সময়ের সবচেয়ে বড় যুদ্ধ।"

৪: ০৪ পি.এম
আটলান্টিকের উপরে, এয়ারবাসে

গ্রে ওর গ্লাসের গায়ে বাড়ি দিয়ে বরফের মৃদু টুংটাং শব্দ করছে।

ক্যাট ব্রায়ান্ট তার সিটে বসে চুপিচুপি বেশ মনোযোগ দিয়ে গ্রে'কে দেখছে।

তার সামনে মিশন ডিটেইলসের খোলা ডোশিয়ার। ওটা দ্বিতীয় বারের মত পড়ছে সে। ক্যাট লক্ষ্য করেছে গ্রে অনেক আগেই ওটা পড়ে শেষ করে ফেলেছে। এখন অত্যন্ত গভীরভাবে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে।

গ্রে অবশ্য শুধুই তাকিয়ে আছে, কিছুই দেখছে না। ও ভাবছে ওকে কেন এই মিশনের প্রধান করা হল। আটলান্টিকের হাজার ফিট উপরে বসে নিচের শূণ্যতার দিকে তাকিয়ে ভাবছে এর উত্তর ওর আসলে জানা নেই।

উঠে দাঁড়িয়ে কেবিনের একপাশে চলে এল, ওখানে মেহগনি কাঠের তৈরি একটা অ্যান্টিক বার আছে। বারের সামনে এসে ও পুরো কেবিনটা ভালোভাবে দেখতে লাগলো। এই প্রাইভেট এয়ারবাসে আসলে বিলাসিতা আর অভিজাত্যের কোনই কমতি নেই। ক্রিস্টালের তৈরি জিনিসপত্র, ওয়ালনাট কাঠের আসবাব আর লেদারের সিট। কেবিনটাকে দেখাচ্ছে অনেকটা অত্যন্ত উন্নতমানের পাবের মতো।

বার টেন্ডারের দায়িত্ব পালন করছে মঙ্ক।

ও কাছে আসতেই জানতে চাইলো, "আরেকটা কোক?"

গ্রে ওর গ্লাসটা বারে রেখে বললো, "আর না, অনেক হয়েছে।"

"তাই নাকি?" মঙ্ক মুখ ভেংচালো।

গ্রে আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে কেবিনটার দিকে তাকালো। যে কোন কাজ ভালোভাবে করতে চাইলে তোমার নিজেকে সেই কাজের অংশ ভাবতে হবে। হ্যা, ওর বাবার কথা ঠিকই ছিল কিন্তু ভদ্রলোক নিজের ক্ষেত্রে সেটার কোন ভালো ফল পান নি। অয়েল ফিল্ডের কাজে উনি নিজেকে এতোটাই উৎসর্গীকৃত করে দিয়েছিলেন যে সেটাই তার জন্যে কাল হয়ে দাঁড়ায়। আর এর ফল ভোগ করতে হয় গ্রেসহ ওদের পুরো পরিবারকে। মাত্র ষোল বছর বয়সে ওরই এক ফ্রেন্ড সামারের ছুটিতে যখন সাউথ প্যারাড আইল্যান্ডের বিচে আরাম করে ছুটি কাটাচ্ছে, গ্রে তখন টেক্সাসের উত্তপ্ত সূর্যের নিচে কঠোর পরিশ্রম করছে। তবে ওর বাবার কথা আজো শ্রদ্ধাভরে স্মরন করে, *একজন পুরুষ হতে হলে তোমাকে আগে একজন পুরুষের মতো কাজ করতে হবে*। একই কথা একজন লিডারের ক্ষেত্রেও খাটে।

"ওকে বই পড়া যথেষ্ট হয়েছে," ও কথাটা বললো ক্যাটকে উদ্দেশ্য করে, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে মঙ্ককে বললো, "আমার ধারণা বারটেন্ডারগিরিও যথেষ্ট হয়েছে এখন বাইরে আসো।"

মঙ্ক গ্রে'র কথা শুনে ঘুরে মেইন কেবিনে চলে এল।

"আমাদের হাতে ফ্লাইটের চার ঘণ্টারও কম সময় আছে," গ্রেসন বলছে। ওদের জেটটা একটা সাইটেশন এক্স, আন্ডার সনিক স্পিডে উড়ছে। ওরা জার্মানিতে পৌছাবে ২টার দিকে, মাঝ রাতে। "আমার মনে হয় আমাদের সবারই এখন ঘুমানো উচিত, কারণ একবার মাটিতে পা পড়লে আমরা আর রেস্ট নেওয়ার কথা চিন্তাও করতে পারবো না।"

মঙ্ক গ্রে'র কথা শুনেই বেশ বড় করে একটা হাই তুললো। "আমাকে আর দ্বিতীয়বার বলার দরকার নেই, কমান্ডার।"

"হ্যা, কিন্তু তার আগে আমাদের উচিত যার যার নেয়া নোটগুলো নিয়ে আলোচনা করা, কারণ আমাদের হাতে ইনফরমেশনের সংখ্যা অনেক বেশি, যার ভেতর বেশিরভাগই অকাজের।"

গ্রে সিট দেখিয়ে বসার ইঙ্গিত করলো। প্রথমেই মঙ্ক ধপ করে বসে পড়লো। তারপর ক্যাট এবং সবার শেষে বসলো গ্রে, ক্যাটের দিকে মুখ করে।

গ্রে এই টিমে মঙ্ককে ঠিক যতোটা চেনে, ক্যাট ওর কাছে ঠিক ততোটাই অচেনা। ক্যাপ্টেন ক্যাট ব্রায়ান্ট আসলে সবার কাছেই অচেনা রয়ে গেছে। সিগমাতে জয়েন করার পর থেকে সে এখন পর্যন্ত এতোটাই পড়াশুনায় ডুবে থেকেছে যে সিগমাতে আসলে কেউই তাকে ভালোভাবে চেনে না। গ্রে'র মনে পড়লো একদিন একজন অপারেটিভ ওকে বলেছিল ক্যাট নাকি চলতি ফিরতি কম্পিউটার একটা। কিন্তু তার কাজের সুনামের ব্যাপারে আসলে ফিল্ড লেভেলের কেউই তেমন একটা জানে না। এর কারণ হল ক্যাটের আগের কাজের ক্ষেত্রে বিশাল একটা গ্যাপ। যে কেউ সিগমাতে এলে তার পূর্ববর্তী কাজ এবং অভিজ্ঞতার ব্যাপারে সব খোলামেলাভাবেই তার ডোশিয়ারে লেখা থাকে কিন্তু ক্যাটের ছিল না। এ কারণেই হয়তো একেকজন একেক কথা বলে এবং এ কারণেই হয়তো ক্যাট সবার মাঝে থেকেও এখনো তার সমসাময়িক অফিসারদের সাথে এখনো ঠিক এক হয়ে উঠতে পারে নি।

গ্রে আসলে আগে কখনো এইসব নিয়েভাবেও নি। ও সবসময় নিজের অতীত নিয়েই ব্যস্ত থেকেছে। গ্রে কোনদিনই যেন ওর রক্তাক্ত অতীতকে মুছে ফেলতে পারবে না। ওর কাছে মনে হয় অতীতের বিভিন্ন যুদ্ধে ওর হাতে যে অসংখ্য রক্ত লেগে আছে ও যত যাই করুক কোনদিনই তা ঝেড়ে ফেলতে পারবে না। হয়তো তার সামনে বসে থাকা এই মেয়েটার কাহিনীও একই। ও ক্যাটের ঘন সবুজ চোখের দিকে তাকালো। মেয়েটার তাকানোর ভঙ্গি বেশ শক্ত এবং বসেও আছে যেন শক্ত হয়ে। গ্রে বড় করে একটা দম নিল, এখন ওকে এই মেয়েটার বসের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে।

এখনই...

মৃদু খুক করে গলা পরিস্কার করে নিল। কাজ শুরু করতে হবে। ও প্রথমে একটা আঙুল তুললো। "প্রথমেই, আমরা কি জানি?"

মঙ্ক বেশ সিরিয়াসভাবেই উত্তর দিল, "তেমন কিছুই না।"

ক্যাট মুখের ভাব একই রকম রেখে কথা বলতে শুরু করলো। "আমরা জানি, যে ঘটনাটার সমাধান আমরা করতে যাচ্ছি সেটা যারাই ঘটিয়েছে তারা রয়েল ড্রাগন কোর্ট নামে একটা কাল্টের সাথে জড়িত।"

"না, আমরা এখনো পুরোপুরি এটা বলতে পারি না," মঙ্ক বললো। "কারণ এই গ্রুপের ব্যাপারটা এখনো একটা ছায়াঘেড়া অনুমান ছাড়া আর কিছু না। কাজেই এই কাজটার পেছনে ওরাই আছে এখনই সেটা নিশ্চত করে বলাটা বোকামি হবে।"

গ্রে মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানালো। ওরা এই ড্রাগন কোর্টের ব্যাপারটা ফ্যাক্সের

মাধ্যমে জেনেছে, সেই সাথে আরো জানতে পেরেছে ভ্যাটিকানে ওদের কন্ট্যাক্টের উপর হামলা করা হয়েছে। কিন্তু কেন তা কেউ বলতে পারে নি। ওরা এখনো বুঝতে পারছে না কি ধরনের ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির দিকে ওরা এগিয়ে যাচ্ছে।

"ঠিক আছে, তাহলে এই ব্যাপারটা বাদ দিয়ে আমরা অন্য আলোচনা করি।" গ্রে ক্যাটের দিকে তাকালো, ওর চোখে এখনো কোন ভাব নেই। "আমারা বরং আমাদের মূল বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করি। ঘটনার বেসিক, মোটিভ এবং সম্ভাবনা।"

"আমার প্রশ্ন হলো ক্যাথেড্রালে আক্রমনের সময়টা নিয়ে। ওরা যেকোন একটা সময়ে আক্রমন করতে পারতো, যেমন রাতে বা ভিজিটররা ভিজিট করে চলে যাবার পরে, যখন চার্চ খালি থাকে আর কি। ওরা তা কেন করলো না?" মঙ্কের প্রশ্ন।

"ওরা আসলে ক্যাথলিক চার্চকে মেসেজ দিতে চেয়েছে," ক্যাট বললো।

"আমরা সেটাও এখনো বলতে পারি না," আবারো ক্যাট বলতেই মঙ্ক আপত্তি জানালো। "ব্যাপারটাকে আরো বিশদভাবে যদি দেখা হয় তবে আমি আমার একটা অনুমান শেয়ার করতে পারি। আমার ধারণা এখানে মনযোগ সরানো হচ্ছে। আসলে একটা ঘটনা এমন নিষ্ঠুরভাবে ঘটানো হয়েছে যে হয়তো এই কারণে সবাই ওদের মূল উদ্দেশ্য থেকে সরে যাচ্ছে।"

ক্যাটেকে দেখে মনে হলো না সে সন্তুষ্ট হয়েছে। *আসলে মেয়েটাকে পড়া খুব কঠিন।*

এবার গ্রে বললো, "আচ্ছা, কে ঘটনাটা ঘটিয়েছে আমরা সেটা বাদ দিয়ে বরং আলোচনা করি 'কেন' নিয়ে, মানে কেন ঘটনাটা ঘটানো হয়েছে?"

"তুমি বলতে চাচ্ছো কেন হাঁড়গুলো চুরি করা হলো?" মঙ্ক বললো। "হয়তো ওরা এগুলোর বদলে ক্যাথলিক চার্চের কাছ থেকে কোন ধরনের র‍্যানসম আদায় করবে।"

ক্যাট আপত্তিসুলভ মাথা নাড়লো। "আমার তা মনে হয় না, কারণ ব্যাপারটা যদি শুধুই টাকা হতো তবে ওরা অবশ্যই চার্চ থেকে অসম্ভব দামি গোল্ডেন রেলিকোয়ারিগুলো নিয়ে যেত। ওগুলো ফেলে যেতো না। আমার মনে হয় ওদের এই হাঁড় চুরি করার পেছনে উদ্দেশ্য সম্পূর্ন ভিন্ন। ব্যতিক্রম এবং অনেক বড় কিছু। আর আমার সাজেশন যদি বলি তবে এই ব্যাপারটা ভালো বলতে পাবে আমাদের ভ্যাটিকানের কন্ট্যাক্ট।"

গ্রে ভ্রু কুচকালো। আসলে ও এখনো ভ্যাটিকানের মতো একটা সংগঠনের সাথে কাজ করার ব্যাপারটা মেনে নিতে পারছে না। আসলে ভ্যাটিকান চিরকালই ওর কাছে একটা ধর্মীয় অন্ধবিশ্বাসের জায়গা বলে মনে হয়। ছোটবেলা থেকেই ও রোমান ক্যাথলিক হিসেবে বড় হয়েছে। বড় হবার পর যখন এইসব বিষয়ে ওর আগ্রহ জাগে তখন ও প্রায় সব ধর্মমত এবং ধর্মীয় ফিলোসফি নিয়ে পড়াশুনা করেছে : বুদ্ধিজম, তাওয়িজম, জুডাইজম। ও শিখেছে অনেক, তবে ওর যাবতীয় পড়াশুনা থেকে কখনোই একটা প্রশ্নের উত্তর বের করতে পারে নি। ও আসলে কি খুঁজছে?

গ্রে বাস্তবে ফিরে এল। ও মাথা ঝাঁকিয়ে ক্যাটের প্রশ্নের জবাব দিল। "আচ্ছা, আপাতত এই কেসটার ব্যাপারে মনের ভেতর একটা বড় প্রশ্নবোধক চিহ্ন এঁকে ঘুমাতে যাই। আমারা সবকিছু ডিটেইলস জানবো, যখন বাকিদের সাথে আমাদের দেখা হচ্ছে। আর কারো কোন প্রশ্ন আছে?"

মঙ্ক বললো, "আমার একটা ব্যাপার জানার আছে। আচ্ছা এই অপারেশনটার আরেকটা গুরুত্বপূর্ন ব্যাপার এর খরচ। এটা খুবই ব্যয়বহুল একটা অপারেশান ছিল। আমি মনে করি এটাও একটা পয়েন্ট।"

"টাকা এবং টেকনোলজিক্যাল ইস্যু দুটোই ছিল অবিশ্বাস্য রকম বড়," ক্যাট বললো।

মঙ্ক মাথা ঝাঁকালো। "কিন্তু কমিউনিয়নের রুটিতে সোনার ব্যাপারটা কি?"

"মোনাটনিক গোল্ড," বিড়বিড় করে বললো ক্যাট।

গ্রে'র সাথে সাথে মনে পড়ে গেল ছবিতে দেখা গোল্ড প্লেটেড ইলেকট্রোডটার কথা। ওদের ডোশিয়ার একটা বড় অংশ দখল করে আছে এই অদ্ভুত রহস্য। ওই সোনা প্রায় পৃথিবীর সব বড় বড় ক্যামিকেল ল্যাবে পৌছে গেছে ইতিমধ্যেই : বৃটিশ অ্যারোস্পেস, আরগন ন্যাশনাল ল্যাবোরেটরিজ, সিয়াটলের বোয়িং ল্যাব এবং কোপেনহেগেনের নিল্‌স বোর একাডেমিতে।

এই পাউডার সাধারন কোন গোল্ড ডাস্ট না বরং মেটালিক গোল্ডের এক বিশেষ ধরনের ফর্ম। সম্পূর্ন নতুন এক প্রক্রিয়ায় তৈরি স্বর্ণের এক বিশেষ রূপ। এটাকে বিশ্লেষণ করা যায় এর এটমিক স্ট্রাকচার দিয়ে, মানে হল স্বর্ণের এই বিশেষ রূপের পরিবর্তন কোন বাহ্যিক প্রক্রিয়াতে ঘটানো হয় নি বরং এটাকে পরিবর্তন করা হয়েছে জন্মলগ্নে। অনেকদিন ধরে এটা নিয়ে গবেষণা চলছে এই রকম স্বর্ণ তৈরি করা সম্ভব কিনা। এখন তো দেখা যাচ্ছে এটা অলরেডি আবিষ্কার হয়ে বসে আছে।

কিন্তু গ্রে'র প্রশ্ন, *কেন এই এতো কিছু?*

"ওকে আমারা যেহেতু আলোচনা চালিয়েই যাচ্ছি তো বৈজ্ঞানিক দিকটাও আলোচনা করে দেখি, যদি বিশেষ কিছু পাওয়া যায়।"

মঙ্ক বলতে শুরু করলো, "প্রথমত আমরা তো সবাই ফাইলটা পড়েছি, তাই না? যদি পর্যায় সারণি ধরে এগোই তবে দেখা যায় ক্রমিকভাবে এগোলে প্লাটিনাম, রোডিয়াম, ইরিডিয়াম, এবং এই ধরনের মেটালগুলোকেও গলিয়ে পাউডারে পরিণত করা যায়। ঠিক?"

"ঠিক গলিয়ে না," ক্যাট বললো। তার হাতে একটা কেমিস্ট্রি জার্নাল। ইউএস মিলিটারি ডিফেন্সের নিয়মিত একটা পাবলিকেশান। "সঠিক টার্মটা হল বিভাজিত করে। এই এম-স্টেটের মেটালগুলোকে ভেঙে এটম এবং মাইক্রোক্লাস্টারে পরিণত করা সম্ভব। আর পদার্থবিজ্ঞানের ভিউ থেকে দেখলে, এই অবস্থার সৃষ্টি হয় যখন ইলেকট্রনগুলোর ফিউশন করে টাইম রিভার্স এবং টাইম ফরোয়ার্ড করা হয় তখন প্রতিটি এটম এর পাশের এটমের প্রতি আকর্ষণ হারাতে থাকে।"

"মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন এরা আর জোড়া লেগে থাকতে পারে না?" মঙ্ক

ক্যাটের এই লেকচারে বেশ মুগ্ধ।

"একভাবে বলতে গেলে ঠিক তাই," ক্যাট বেশ আত্মবিশ্বাসের সাথে বলে যাচ্ছে। "এটা একধরনের কেমিক্যাল রিঅ্যাক্টিভিটির অভাব এবং এর ফলেই মেটাল এক ধরনের পাউডারে পরিণত হয় যা কোন ধরনের মেশিনে ধরা পড়ে না।"

"ও..." মঙ্ক দারুণ ইমপ্রেস্‌ড।

গ্রে ভ্রু কুঁচকে মঙ্কের দিকে তাকিয়ে আছে। মঙ্ক যতই ভাব ধরুক গ্রে খুব ভালো করেই জানে ও আসলে ক্যাটের সাথে ভাব ধরছে।

"আমি মনে করি," ক্যাট এসব কিছুই বুঝতে পারে নি, সে বলেই চলেছে। "যারাই কাজটা করে থাকুক এটা তাদের একটা ভুল এবং ওরা ভাবতে পারে নি ওদের বিশেষ প্রক্রিয়াজাত গোল্ড পাউডার আমরা ধরে ফেলবো এবং এটা ছিল ওদের দ্বিতীয় ভুল।"

"দ্বিতীয়...?" মঙ্ক ইঙ্গিত করছে সে প্রথমটা ধরতে পারে নি।

"ওদের প্রথম ভুলটা ছিল, ওরা একজন জীবিত সাক্ষীকে ফেলে চলে গেছে। জেসন পেন্ডলিটন।" ক্যাট আবারো তার ডোশিয়ার খুললো। তাকে দেখে মনে হচ্ছে সে কেমিস্ট্রি নিয়ে আলোচনা করে দারুণ মজা পাচ্ছে। "আবার মূল আলোচনায় ফিরে যাই। এই ব্যাপারটা কি বলবো? সুপারকন্ডাক্টিভিটি?"

গ্রে মাথা নেড়ে সম্মতি দিল। ক্যাটের সাথে মঙ্ক যতই দুষ্টামি করুক ওকে আসলে ক্রেডিট দেওয়া উচিত। এমনকি মঙ্ক এখন আর দুষ্টামি করছে না সেও মনোযোগ দিয়েই শুনছে।

ক্যাট আবারো শুরু করলো। "এই পাউডারগুলোকে যখন কোন অ্যানালাইজিং ইকুইপমেন্টে দেয়া হয় তখন এটা নিজের এনার্জি লেভেল থেকে অনেক দূরে সরে যায়। এর সাথে আরো যোগ হয় আরেকটা ব্যাপার, এই স্টেটে থাকা অবস্থায় প্রতিটা এটমের নিজের এনার্জি তার পাশের এটমের সাথে রিঅ্যাক্ট করতে হয় না যে কারণে দেখা যায় এই এনার্জি এটম নিজের নিউক্লিয়াসকে ডিফর্মড করে ফেলে এবং একে বলা হয়..." এই পর্যন্ত বলে সে নিজের হাতের জার্নালটা ঘাটতে লাগলো। গ্রে দেখলো জার্নালটার জায়গায় জায়গায় মার্কিং করা।

"হ্যা, পেয়েছি। অ্যাসিমেট্রিক্যাল হাই-স্পিন স্টেট," বললো সে। "পদার্থবিজ্ঞানীদের মতে এই স্টেটে এটম কোন ধরনের এনার্জি লস না করে একে অপরকে এনার্জি সাপ্লাই করতে পারে।"

"আর সুপারকন্ডাক্টিভিটি?" এবার মঙ্কের এক্সপ্রেশান একদম আসল।

"একটা সুপারকন্ডাক্টরের ভেতর দিয়ে এনার্জি কোন ধরনের পাওয়ার লস না করে ম্যাটেরিয়ালের ভেতর দিয়ে পার হতে থাকে। একটা পারফেক্ট সুপারকন্ডাক্টর অসমাপ্ত সময় ধরে এই এনার্জি পাস করতে পারে, যতক্ষন পর্যন্ত না এটা এমনিতেই থেমে যায়।"

এতসব জটিল বিষয় অনুধাবন করতে গিয়ে সবাই একদম চুপ মেরে গেছে।

অবশেষে মঙ্ক কথা বললো। "তার মানে সমস্ত ব্যাপারটাই ঘটে এটমিক

লেভেল থেকে। আচ্ছা আমি একটা ব্যাপার এখনো বুঝতে পারছি না, ক্যাথেড্রালে হত্যাকান্ডের সাথে এতোসবের কানেকশানটা কোথায়? এই জটিল গোল্ড পাউডার দিয়ে রুটিগুলোকে বিষাক্ত করা হলো কেন? আর এই পাউডার মানুষগুলোকেই বা মারলো কিভাবে?"

মঙ্কের প্রশ্নগুলো চমৎকার।

ক্যাট তার ডোশিয়ার বন্ধ করলো এমনভাবে যেন এতেই বুঝিয়ে দিল এসবের উত্তর তার জানা নেই।

গ্রে এতোক্ষনে বুঝতে শুরু করেছে ডিরেক্টর কেন এ দু'জনকেই তার পার্টনার হিসেবে দিয়েছে। এসব ব্যাপার সাধারন ব্যাকগ্রাউন্ড আর ফরেনসিক এক্সপার্টাইজের অনেক উপরে। ক্যাট সূক্ষ্মতর ব্যাপারগুলোতে ফোকাস করার আর ওগুলোকে বের করে আনার ব্যাপারে তুলনাহীন আর আন্যদিকে মঙ্ক হয়তো এতটা সূক্ষ্ম ব্যাপারে এক্সপার্ট না তবে যেকোন সূক্ষ্ম ব্যাপারকে বাস্তব পরিস্থিতি দিয়ে ব্যাখ্যা করতে তারও জুড়ি নেই।

"এর মানে আমাদেরকে আরো অনেক ইনভেস্টিগেট করতে হবে," গ্রে বললো।

একটা ভ্রু উঁচু করলো মঙ্ক। "আমি তো আগেই বলেছিলাম এখানে কাজের কোন শেষ থাকবে না।"

"এই কারণেই আমরা এখানে। অসম্ভবকে সম্ভব করতে," কথাটা বলে গ্রে হাই তুলতে তুলতে নিজের ঘড়ি দেখলো। "আর সেটা করতে হলে জার্মানিতে পৌছানোর আগে আমরা যতটা পারি রেস্ট নেয়া উচিত।"

অন্যদুজনও মাথা নেড়ে সম্মতি প্রকাশ করলো। গ্রে উঠে দাঁড়িয়ে নিজের সিটটা একটু টেনে নিয়ে এল, মঙ্ক বালিশ আর কম্বল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো, আর ক্যাট জানালার শেডগুলো টেনে দিয়ে হালকা অন্ধকারাচ্ছন্ন করে দিল কেবিনটাকে।

গ্রে ওদেরকে দেখছে। ওর নিজের টিম, পুরোটার দায়িত্বই এখন ওর ঘাড়ে। একজন পুরুষ হতে হলে আগে তোমাকে একজন পুরুষের মতো কাজ করতে হবে।

গ্রে নিজের বালিশটা নিয়ে সিটে বসলো। প্রচন্ড ক্লান্তি সত্ত্বেও চোখে একটুও ঘুম নেই। মঙ্ক লাইটটা অফ করে দিতেই কেবিনটা বেশ অন্ধকার হয়ে গেল।

"গুড নাইট, কমান্ডার," ক্যাট বললো।

অন্যরা শুয়ে পড়তেই গ্রে নিজেকে নিয়ে ভাবতে লাগলো। তার ভাবতে বেশ অবাক লাগে কোথা থেকে কোথায় আজ সে। সময় বয়ে যাচ্ছে, ইঞ্জিনটা একঘেয়ে শব্দ করছে, তারপরও ওর চোখে কোন ঘুম নেই।

গ্রে হঠাৎ ওর জিন্সের পকেটে একটা হাত ঢুকিয়ে দিয়ে একটা চেইন বের করে আনলো, ওটার শেষ প্রান্তে একটা ক্রুশ। এটা দাদা দিয়েছিলেন ওর গ্র্যাজুয়েশন গিফ্‌ট হিসেবে। এর ঠিক দুমাস পরে উনি মারা যান। গ্রে তখন একটা বুট ক্যাম্পে ছিল, ও ফিউনারেলে আসতে পারে নি। আজ ডিরেক্টরের রুম থেকে বের হয়ে বাসায় ফোন করে জানিয়ে দিয়েছে একটা বিজনেস ট্রিপে যাচ্ছে।

আবারো দৌড়ানো...
ও ক্রুশটাতে হাত বুলাচ্ছে। কিন্তু আজ কোন প্রার্থনা করতে ইচ্ছে করলো না।

১০: ২৪ পি.এম
লসেনি, সুইজারল্যান্ড

পাহাড়ের কোল ঘেষে থাকা শহর স্যাভয় আল্পসের একপাশে শ্যাতু সভেজকে দেখতে লাগে অনেকটা বিশাল দৈত্যের মতো। শ্যাতুটা ঘিরে থাকা দেয়ালের পুরুত্ব দশ ফুট, আর দেয়ালের জায়গায় জায়গায় ফোর স্কয়ার টাওয়ার। চারপাশে পরীখা দিয়ে ঘেরা শ্যাতুটাতে ঢোকার একমাত্র পথ একটা পাথরের ব্রিজ। এটা সুইস ক্যান্টনের সবচেয়ে বড় শ্যাতু এবং বারোশো শতকের নির্মাণশৈলীর একটা চমৎকার নিদর্শন। তবে এতে আরেকটা মজার ব্যাপার হলো এর ভিত আরো পুরনো। এই শ্যাতুটা নির্মাণ করা হয়েছে প্রথম শতকের একটা রোমান সৈন্যদের দূর্গের ভিতের উপরে।

এর আরেকটা বৈশিষ্ট্য, এটা এই এলাকার সবচেয়ে পুরনো প্রাইভেট প্রপার্টি এবং এটা সভেজ পরিবারের অধীনে আছে সেই পনেরো শ' শতক থেকে। রিফরমেশনের সময় যখন বার্নেনের সৈন্যরা এই এলাকার দখল নেয় তখন থেকে সভেজ পরিবারের অধীনে। এর উপরের অংশ থেকে বহু দূরের লেক জেনেভার একটা অংশ দেখা যায়। আর অপর দিকে দেখা যায় লসেনি শহরের চমৎকার ভিউ। একসময়কার একটা সাধারন মাছের বাজার আজ কালের আবর্তে পরিণত হয়েছে দূর্দান্ত একটা শহরে। কি নেই এতে, একাধিক পার্ক, টুরিস্ট স্পট, মিউজিয়াম, ক্লাব মানে একটা শহরবাসীদের জন্যে উন্নত যত ধরনের সুবিধাদির দরকার হয় সবই এতে আছে।

ক্যাসলের বর্তমান মালিক ব্যারন রাউল ডি সভেজ জানালা দিয়ে চমৎকার রাতের আকাশ দেখছিল হঠাৎ কাজের কথা মনে পড়াতে সে ঘুরে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে বেয়ে নামতে লাগলো। তার পেছন পেছন আসছে পোষা কুকুরটা, বিশাল সাইজের প্রায় সত্তর কেজি ওজনের একটা উলি ডগ।

রাউলের এই ধরনের কুকুরের একটা রেয়ার কালেকশান আছে। তার কালেকশানের প্রতিটি কুকুর আসলে বিশ্ব সেরা ফাইটার ডগ। ফাইটার ডগের ব্রিডিং করানো এবং এদেরকে নানা উপায়ে প্রতিপালন করা তার কাছে আসলে শখের মতো। এদেরকে বিভিন্ন ধরনের ট্রেনিং দিয়ে সেরা ফাইটারে পরিণত করা হয় এবং অন্যতম একটা ট্রেনিং হলো না খাইয়ে রেখে এদেরকে হিংস্র করে তোলা।

রাউল নামতে নামতে একদম দূর্গের ভূগর্ভস্থকক্ষে নেমে এল। একসময় এখানে বন্দীদেরকে রাখা হতো। এখন সে এখানে ওয়াইনসেলার গড়ে তুলেছে। তবে কয়েকটা কামরাকে করা হয়েছে সুরক্ষিত। ওগুলোতে আছে অত্যাধুনিক স্টেইনলেস স্টিলের গেট, ইলেকট্রিক লক আর সিসি ক্যামেরার ব্যবস্থা। এই বিশেষ কামড়াগুলো

আজো সেই পুরনো কাজেই ব্যবহৃত হয়। এদের ভেতরে একটা কামরাতে সমস্ত ধরনের প্রাচীন টর্চার ইকুইপমেন্টের সর্বাধিক সংগ্রহ আছে এবং তার সাথে যোগ হয়েছে অত্যাধুনিক আরো নতুন কিছু যন্ত্রাদি।

আর বাকিগুলো এই মুহূর্তে ফাঁকাই আছে। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময় এই কামরাগুলো অবশ্য তার দাদা ব্যবহার করেছিলেন পলিয়ে যাওয়া নাজিদের গোপনে লুকিয়ে রাখতে। যেসব নাজিরা অস্ট্রিয়া ছেড়ে বেরিয়ে যেতে চাইতো তাদেরকে দাদা মোটা টাকার বিনিময়ে প্রথমে এখানে এনে লুকিয়ে রাখতেন, তারপর সুযোগ বুঝে পালানোর ব্যবস্থা করে দিতেন। এভাবেই যুগ যুগ ধরে তার পরিবার সবার উপরে প্রভুত্ব করে আসছে।

রাউলের বয়স এখন তেত্রিশ, সে নিশ্চয় একদিন তার দাদাকেও ছাড়িয়ে যাবে। বাবার জারজ সন্তান হিসেবে জন্ম নিয়েছিল সে। ষোল বছর বয়সে তার বাবার মৃত্যুর পর এই বিশাল সম্পদের মালিক হয়। তার পরিবার সবসময়ই বিয়ে বা এসব সামাজিক ব্যাপারের চাইতে রক্তের সম্পর্ককে দাম দিয়ে এসেছে। সে শুনেছে তাকে পরিবারের অর্ন্তভূক্ত করা একটা সমঝোতা ছিল। এটাও তার দাদারই একটা বিজনেস পলিসি।

রাউল আরো গভীরে নেমে এসে আবার অন্যপাশ দিয়ে উপরে উঠতে লাগলো। আসলে দূর্গের একপাশ দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসছে। যতোই এগোচ্ছে তার পায়ের নিচের মাটি কৃত্রিম থেকে প্রাকৃতিক হচ্ছে। অবশেষে দূর্গ থেকে বেরিয়ে এল সে।

ঠিক পাশেই একটা বিশাল গুহার সামনে এসে দাঁড়ালো। এখানে একসময় একটা জেটি ছিল। এর ঠিক সাথেই বিশাল গুহাটা প্রাকৃতিভাবে হয়তো এতোটা বড় ছিল না। তবে মানুষেরা হাত দেবার পর এখন এটার আকৃতি বিশাল। প্রাচীনকালে এই এলাকা যখন রোমান সৈন্যরা দখল করে রেখেছিল তখন তারা এই জায়গাটাকে মিথারিয়াম টেম্পল হিসেবে ব্যবহার করতো। ওরা বড় বড় ছাগল আর ষাঁড় এনে এখানে বলি দিত। রোমান গড মিথরা, যাকে রোমানরা আমদানি করেছিল পারস্য থেকে, মনে করা হয় রোমান সৈন্যরাই এটাকে মান্য করার প্রথা নিয়ে এসেছিল ইউরোপে।

তবে তৎকালীন সময়ে এই সূর্যদেবতার উপরে মানুষের বিশ্বাস ছিল অগাধ। অনেক ধর্মীয় বিশেষজ্ঞের মতে আজকের ক্রিশ্চিয়ান ধর্ম আসলে এই প্রাচীন মিথারিয়ানেরই পরিবর্তিত রূপ। তাদের কথার স্বপক্ষে প্রমানও আছে, যেমন, মিথরার জন্মদিন ছিল ২৫ শে ডিসেম্বর, যা জিশুরও, ওরা বিশেষ ধর্মীয় উৎসবের দিন রুটি আর ওয়াইন খেত। সেই সাথে ওদের ধর্মীয় মূল মন্ত্র ছিল বারোটা, সাপ্তাহিক প্রাথনার দিন ছিল রবিবার এবং ওরাও স্বর্গ-নরকে বিশ্বাস করতো। যা আসলে আজকের দিনের ক্রিশ্চিয়ানিটির সাথে পুরোপুরি মিলে যায়। আরো একটা ব্যাপার হলো মিথরা লেজেন্ড বলে দেবতা মিথরাকেই সমাহিত করার তিন দিন পর তার পুণরুত্থান হয়েছিল। এই কারণেই স্কলারদের অভিমত মিথরা মিথ মরে গেছে আর তার জায়গা দখল করেছে শক্তিশালি ক্রিশ্চিয়ানিটি।

রাউলও বিশ্বাস করে দূর্বলদের জায়গা একসময় সবলেরা দখল করে নেয়। এটাই নিয়ম।

রাউল ধীরে ধীরে গুহায় প্রবেশ করলো। বিশাল গুহাটার দেয়াল এবং ছাদ বিভিন্ন ধরনের কারুকাজ করা। এটা মিথরাদেরই ঐতিহ্য। গুহাটার একপাশে একটা বিশাল বেদী, ওটাতেই একসময় বলি চড়ানো হতো। আরেক পাশে একটা ঝরনা ধারা, যেটা ধীরে ধীরে চওড়া হতে হতে বাইরে চলে গেছে। রাউল অনুমান করে, বলি দেবার পর রক্ত আর দেহাবশেষ এটাতেই ফেলে দেয়া হতো।

ভেতরে ঢুকে রাউল তার চমড়ার কোটটা খুলে ফেললো। ভেতরে একটা সুতির শার্ট পরা যেটাতে একটা পেচানো ড্রাগনের ছবি এমব্রয়ডারি করা আছে। এটাই তাদের ড্রাগন কোর্টের অফিসিয়াল পোশাক।

"ড্রাকো এখানেই থাক," রাউল তার কুকুরটাকে আদেশ করতেই ওটা বসে পড়লো, কারণ মালিকের আদেশ ভঙ্গের পরিণতি সে খুব ভালোভাবেই জানে। রাউল সামনে এগিয়ে গেল।

দ্য সভেরিন গ্র্যান্ড ইমপারেটর অফ ডাগন কোর্ট তার জন্যে অপেক্ষা করছেন।

তার পরনে কালো চামড়ার জ্যাকেট, মাথায় হেলমেট। উচ্চতা প্রায় রাউলের সমানই, কিন্তু বয়সে উনি রাউলের চেয়ে প্রায় দুই যুগ বড় হলেও তার শরীরে পেশীর কোন অভাব নেই। কাঁধও রাউলের চেয়ে সামন্য চওড়া। কিন্তু ইমপারেটর কেন হেলমেট পরে আছেন রাউল বুঝতে পারলো না। তবে জবাবটা পেয়ে গেল ভাবার প্রায় সাথে সাথেই।

পেছনের আরেকটা প্রবেশপথ দিয়ে আরো কয়েক জন প্রবেশ করলো এরা সবাই ইমপারেটরের ব্যক্তিগত বডিগার্ড। ওরা ভেতরে ঢুকেই দুই পাশের দেয়াল ঘিরে পজিশন নিয়ে নিল। রাউল দেখলো আরো দুই সারি গার্ড আগে থেকেই পজিশনে আছে। এরা নিশ্চয় ইমপারেটরের সাথেই এসেছিল।

নতুন যারা ঢুকলো তাদের সাথে একজন আগন্তুক।

বাইরের কারো সামনে ইমপারেটরের চেহারা দেখানোর নিয়ম নেই। তাই এই হেলমেট। আগন্তুকের পরনে কালো পোশাক, তবে সতর্কতা স্বরূপ তার চোখ বাধা। রাউল ইমপারেটরের সামনে গিয়ে হাটু গেড়ে বসে পড়লো। এটার মাধ্যমে সে তার ভক্তি, আনুগত্য, আতিথেয়তা প্রকাশ করলো। এটা এমন একটা ব্যাপার রাউল যতোবারই এই কাজটা করে ততোবারইভাবে এই সম্মানটা একদিন সে পাবে।

"উঠে দাঁড়াও," ইমপারেটরের কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক গম্ভীর।

রাউল তার পায়ের উপর দাঁড়ালো।

"আমেরিকানরা ইতিমধ্যেই মাঝপথে আছে," তার কণ্ঠস্বরে কোন বিশেষ ভাব নেই। "তুমি তৈরি তো?"

"জি, আমার বিশেষ বারোজন লোক একদম প্রস্তুত, এখন শুধু আপনার আদেশের অপেক্ষা।"

"ভালো। যারা এই অপারেশানটা দেখাশোনা করবে তাদের ভেতর আমাদের

একজন আছে যে এই আমেরিকানদের খুব ভালোভবে চেনে।"

রাউল মাথা নাড়লো, শুনছে।

"তোমার কোন সমস্যা নেই তো?"

"না, স্যার।"

"তোমার এবং তোমার লোকদেরকে জায়গামত পৌঁছে দেয়ার জন্যে একটা প্লেন ভারডন এয়ারপোর্টে একদম রেডি অবস্থায় আছে। এইবার কোন ধরনের ভুল সহ্য করা হবে না।"

রাউল ভেতরে ভেতরে কুকড়ে গেল। জার্মানিতে সমস্ত অপারেশানটা সে পরিচালনা করেছে একদম নিখুঁতভাবে কিন্তু একটা বিরাট ভুল করে ফেলেছে। এমন একটা ভুল যা তাদের সম্পূর্ন মিশনটাকেই ফেলে দিয়েছে ঝুঁকিতে। পুরো ঘটনায় একজন জীবিত সাক্ষীও রয়ে গেছে, যে কিনা আইনকে ওদের দিকে নির্দেশ করছে। রাউলের সফলতা ধূলোয় মিশে গেছে।

"এইবার কোন ভুল হবে না," সে ইমপারেটরকে নিশ্চিত করলো।

রাউল অনুভব করলো হেলমেটের ভেতর দিয়ে ইমপারেটর তার দৃষ্টি দিয়ে রাউলকে যেন চিড়ে ফেলছে।

"আমার ধারণা তুমি তোমার কাজ বোঝ।"

আর কিছু না বলে একবার মাথা ঝাঁকিয়ে উনি সামনে এগোলেন। দুইপাশে তার বডিগার্ডরা। রাউল তার কাজ শেষ করে না আসা পর্যন্ত উনি এই ক্যাসলেই থাকবেন। যখন ইমপারেটর কারো আতিথেয়তা গ্রহণ করেন তখন তার জন্যে সেটা চরম সম্মানের কিন্তু রাউলের এখন ভালো লাগছে না। কারণ এইবার ইমপারেটর এখানে থাকেছেন তার ব্যর্থতার কারণে।

আরেকবার তাকে জার্মানি যেতে হবে সব ঠিক করে আসার জন্যে।

রাউল ইমপারেটরের গুহা ছেড়ে বেরিয়ে যাবার জন্যে অপেক্ষা করছে। ড্রাকো ওদেরকে দেখে একটা শব্দও না করে উঠে দাঁড়ালো। রাউল মনে মনে ভাবলো, *ক্ষমতার তেজ কুকুরেরাও টের পায়।*

অবশেষে উনি বেরিয়ে যেতে রাউল আগন্তুকের দিকে ফিরলো।

তার পরনে একদম ফিটিং কালো পোশাক। ঠিক গলার কাছটায় একটা রূপলি ঝিলিক।

মেয়েটার চেইন থেকে যে লকেটটা ঝুলছে সেটা একটা পেঁচানো ড্রাগনের।

অধ্যায় ৫

দ্বিতীয় দিন

ফ্র্যানটিক

জুলাই ২৫, ২:১৪ এ.এম
কোলন, জার্মানি

রাতের চার্চ গ্রে'র কাছে সবসময়ই একটা ভুতূড়ে জায়গা বলে মনে হয়। আর এই ক্যাথেড্রালটাকে দেখে মনে হচ্ছে, এখানে শুষ্কতা শূণ্যতা আর দুঃখের যেন মেলা বসেছে। সাম্প্রতিক সব খুনোখুনির ঘটনাবলি যেন জায়গাটার উপরেও একটা বাজে প্রভাব ফেলেছে।

গ্রে'র টিম ক্যাথেড্রালের সামনের চত্বরটা পার হয়ে সামনে এগোতে এগোতে পুরো চার্চ ভবনটাকে লক্ষ্য করছিল। একটা বড় স্পটলাইটের আলোয় সামনেটা আলোকিত। সেটাতে দেখা যাচ্ছে বিশাল একটা চার্চ ভবন। পুরো ইউরোপে যতগুলো পুরনো চার্চ আছে তার ভেতর এটা মনে হয় সবচেয়ে পুরনোগুলোর একটা। বিশালায়তন ভবনটার উপরে বেশ কয়েকটা ডোম আর দু'পাশে প্রায় পাঁচশো ফিট উঁচু দুইটা টাওয়ার। বিশাল সদর দরজা এবং জানালাগুলোতেও পুরনো ধাঁচ ব্যাপকভাবে লক্ষ্যনীয়।

"দেখে মনে হচ্ছে ওরা লাইটটা আমাদের জন্যেই জ্বালিয়ে রেখে গেছে," মঙ্ক কথাটা বলে তার ব্যাকপ্যাক টান দিয়ে কাঁধের আরো উপরে তুলে নিল।

ওদের সবার পরনেই সাধারন কালো রঙের সিভিলিয়ান পোশাক। এর ভেতরে প্রত্যেকেই পরে নিয়েছে লিকুইড বডিআর্মার। সবার সাথেই একটা করে ব্যাকপ্যাক। ওটাতে ওদের যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র। আর অস্ত্রসস্ত্র। অস্ত্রগুলো অব্যশ্য ওরা প্লেনে করে নিয়ে আসে নি, ওগুলো সাপ্লাই দিয়েছে স্থানীয় সিআইএ এজেন্ট। ওরা এয়ারপোর্টে নামার পরে সে ওদের সাথে দেখা করে প্রয়োজন অনুযায়ী ওদেরকে সবকিছু দিয়ে গেছে। অস্ত্রের ভেতরে আছে : গ্লক এম-২৭ কমপ্যাক্ট পিস্তল, টাইটেনিয়াম নাইট সাইট লাগানো পয়েন্ট ৪০ ক্যালিবারের হলোপয়েন্ট। মঙ্ক আরেকটা জিনিস বহন করছে। একটা স্ক্যাটারগান বিল্ট শটগান। ক্লোজ রেঞ্জ ফাইটের জন্যে এর চেয়ে ভালো আর কোন অস্ত্র হতেই পারে না, সেইসাথে এটাতে একটা গোস্ট রিং সাইট জুড়ে দিলেই এটা দুরপাল্লার অস্ত্র হিসেবেও বেশ ভালো কাজে দেয়। অস্ত্রটা সে বাম উরুর সাথে বেঁধে নিয়ে লম্বা জ্যাকেটটা দিয়ে ঢেকে রেখেছে, আর মঙ্কের মাথায় কালো একটা গোল হ্যাট। ক্যাটেরও অস্ত্রের ব্যাপারে

একটা আলাদা পছন্দ আছে। সে তার শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আটটা থ্রোইং নাইফ আটকে নিয়েছে। তার শরীর যে অবস্থাতেই থাকুক সে একটা না একটা থ্রোইং নাইফ হাতে পেয়ে যাবেই।

গ্রে ওর ব্রেটলিং ডাইভ ওয়াচটাতে চোখ বুলালো। সোয়া দুইটা বাজে, ওদের টাইমিং দারুণ হয়েছে।

ওরা চত্বরটা ধরে আরো সামনে এগোতেই চোখে পড়লো চত্বর জুড়ে অসংখ্য ফুলের তোড়া আর ফুল সেই সাথে অসংখ্য পুড়ে যাওয়া মোমবাতির শেষাংশ। এই সবই নিহতদের স্মরণে, তাদের আত্মীয়স্বজন আর বন্ধু-বান্ধবদের প্রিয়জনের সম্মনার্থে। কিছু কিছু মোমের শেষাংশ এখনো জ্বলছে। এই জিনিসগুলো পরিবেশের ভারিক্কি ভাব আরো বাড়িয়ে তুলেছে।

গ্রে দেখলো একপাশে একটা ছোট্ট বেদীর উপরে বিরাট একটা মোম জ্বলছে আর তার নিচে বেশ বড় একটা ফুলের তোড়া। এটা পোপের তরফ থেকে নিহতদের উদ্দেশ্যে।

গ্রে খেয়াল করলো তার টিমমেম্বার দু'জনে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে প্রতিটা পদক্ষেপ ফেলছে। আসলে ওরা কেউই কোন ধরনের চান্স নিতে চাচ্ছে না।

ক্যাথেড্রালের ঠিক সামনে একটা বিরাট ট্রাক পার্ক করা। ওটার গায়ে *পলিজ্জি মিউনিসিপ্যালিটি*র লোগো। নিশ্চয়ই ফরেনসিক টিমের জন্যে এটা ওদের অপারেশানের মূল বেইজ হিসেবে কাজ করছে। ওরা মাটিতে ল্যান্ড করার পর সিগমার সেকেন্ড-ইন-কমান্ড লোগান গ্রেগরি ওদেরকে ফোন করে জানায় সমস্ত লোকাল ইনভেস্টিগেশান টিমকে আজ রাতের জন্যে বিদায় করে দেয়া হয়েছে, ওরা আবার কাল সকালে আসবে। আজ রাতের জন্যে চার্চ ওদের অধীনে।

আসলে পুরোপুরি ওদের অধীনে নয়।

ওরা সামনে এগোতেই সদর দরজাটা ক্যাচকোচ করে খুলে গেল। একটা লম্বা পাতলা মনুষ্য আকৃতি দেখা গেল দরজায়।

"মনসিগনর ভেরোনা," ক্যাট ফিসফিস করে বললো।

উনি চার্চের সামনের পুলিশ কর্ডন ভেদ করে বাইর বেরিয়ে এসে তার পেছন পেছন বের হয়ে আসা দু'জন গার্ডকে কিছু নির্দেশ দিলেন। ওরা দু'জন দু'পাশে চলে গেলে গ্রে'রা সামনে এগিয়ে গেল।

"ক্যাপ্টেন ব্রায়ান্ট," বলে মনসিগনর ক্যাটের দিকে তাকিয়ে একটা স্নেহাশীষ হাসি দিলেন। "যদিও আমাদের দ্বিতীয় সাক্ষাৎটা হলো খুবই বাজে একটা পরিস্থিতিতে তবুও আপনাকে দেখে ভালো লাগছে।"

"ধন্যবাদ, প্রফেসর," ক্যাট বললো। দু'জনার কথা বলার ভঙ্গিতেই তাদের ভেতরকার স্নেহের সম্পর্কটার আঁচ পাওয়া যাচ্ছে।

"প্লিজ, আমাকে ভিগর বলে ডাকতে পারেন।"

উনি ক্যাটের সঙ্গী দু'জনকে অত্যন্ত মনযোগের সাথে পরীক্ষা করছেন।

গ্রে নিজের উপরে মনসিগনরেরে ভারি দৃষ্টির আঁচ টের পাচ্ছে। মানুষটার

উচ্চতা ওর সমানই, কিন্তু আকৃতিটা হালকা-পাতলা। কিন্তু গ্রে'র অভিজ্ঞ চোখে তাকে অত্যন্ত শক্তিশালি বলে মনে হল। ভদ্রলোকের পরনে মিডনাইট ব্লু জিন্স, কালো ভি-নেক সোয়েটারের উপর ধূসর রঙের কোট, গাঢ় মরচে রঙের ঢেউখেলানো চুল পিছন দিকে ব্যাকব্রাশ করা। তবে ভদ্রলোকের সবচেয়ে আকর্ষনীয় সম্পদটা হলো তার তুখোড় দৃষ্টি। গ্রে'র কাছে মনে হল, উনি তাকিয়েই যেন ভেতরের সবটা দেখতে পান। আর এই লোকের সার্বিক আচরন থেকেই তার দুর্দান্ত জ্ঞানের আভাস পাওয়া যায়। এমনকি মঙ্কও উনার সামনে কাধ উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

"ভেতরে আসুন সবাই, আমাদেরকে খুব দ্রুত কাজ শুরু করতে হবে," ভিগর বললেন।

মনসিগ্‌নর দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়লেন আর বাকিরা তাকে অনুসরন করলো। ভেতরে ঢোকার সাথে সাথেই গ্রে দুটো ব্যাপার খেয়াল করলো। প্রথমত, ভেতরে অস্বাভাবিক একটা গন্ধ, কেমন যেন পোড়া পোড়া টকটক। আর দ্বিতীয়ত, ভেতরে একটা মেয়ে ওদের জন্যে অপেক্ষা করছে। মেয়েটা দেখতে অনেকটাই অল্পবয়সি অদ্রে হেপবার্নের মতো; মসৃন ত্বক, ছোট ছোট করে ছাটা চুল কানের পেছনে গুজে দেয়া, আর কফি রঙের গাঢ় একজোড়া চোখ।

মেয়েটা ওদেরকে দেখে হাসলো না। সে সবার দিকে বেশ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। গ্রে অনুভব করলো মেয়েটা ওকে যেন আর সবার চেয়ে একটু বেশি সময় ধরে পরীক্ষা করলো। গ্রে আরেকটা ব্যাপার খেয়াল করলো, মেয়েটার চেহারার সাথে মনসিগনরের চেহারার বেশ মিল।

"আমার ভাগ্নি," ভিগর মেয়েটাকে ওদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। "লেফটেনান্ট র‍্যাচেল ভেরোনা।"

ওরা দ্রুত নিজেদের ভেতরে পরিচয় পর্ব সেরে নিল। যদিও বাহ্যিকভাবে দৃশ্যমান নয় তবুও গ্রে খেয়াল করলো দুই গ্রুপের ভেতরে কোথায় যেন একটা দারুণ দূরত্ব কাজ করছে। এই র‍্যাচেল মেয়েটা এমনভাবে ওদের দিকে তাকাচ্ছে যেন প্রয়োজন পড়ার সাথে সাথেই পিস্তল বের করে ফেলবে। গ্রে দেখেছে মেয়েটার খোলা ভেস্টের ভেতর দিয়ে একটা নাইন এম.এম বেরেটা উঁকি মারছে।

"আমাদের এখুনি কাজ শুরু করা উচিত," ভিগর বললেন। "আমাদের সৌভাগ্য যে ভ্যাটিকান আমাদেরকে নিজেদের মতো করে কাজ করার জন্যে কিছুটা সময় বের করে দিতে পেরেছে।"

মনসিগনর ওদেরকে নিয়ে চার্চের ভেতরে ঘটনাস্থলে নিয়ে এলেন।

গ্রে চারপাশে তাকিয়ে অবস্থা বোঝার চেষ্টা করলো। মৃতদেহগুলো যেখানে যেখানে পড়েছিল প্রতিটা জায়গায় পুলিশি সাদা চক মার্কিং করা। সেই সাথে প্রতিটা মার্কিঙের ভেতরে মৃতের নামের একটা করে নেমকার্ড। মার্কিঙের ভেতর থেকে রক্ত মুছে ফেলা হয়েছে কিন্তু পাথুরে মেঝেতে রক্তের দাগ এখনো প্রায় তাজা। যেখানে যেখানে গুলির খোসা পড়েছিল সেখানে সেখানে ফরেনসিকদের করা মার্কিং দেখা যাচ্ছে।

গ্রে রুমের ঠিক মাঝখানে এসে ঘুরে দাঁড়িয়ে রুমটার বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল জরিপ করার চেষ্টা চালালো। প্রথমে দরজা দিয়ে এন্ট্রি, তারপরে বেদী এবং দেহগুলো পরে থাকার অ্যাঙ্গেল বের করার চেষ্টা করছে। ও চারপাশে তাকিয়ে রক্তের গন্ধের সাথে যেন মৃতদের আর্তনাদও টের পাচ্ছে। চারপাশের প্রতিটা জিনিস যেন বহন করছে ভিক্টিমদের করুন আর্তি। ওর শরীর শিরশির করে উঠলো ঘটনাটার নিষ্ঠুরতা অনুধাবন করে। এরকম একটা জায়গায় এধরনের নিষ্ঠুর একটা ঘটনা যেন খোদ স্রষ্টার বিরুদ্ধে অপরাধ। একে শুধু একটা শব্দ দিয়েই ব্যাখ্যা করা সম্ভব।

পৈশাচিক!

আচ্ছা এই 'পৈশাচিকতা' কি একটা কারণ হতে পারে এরকম একটা ঘটনা ঘটানোর?

একটা উৎসবকে ম্যাসাকারে পরিণত করা।

"এই যে এখানে," গ্রে নিজের চিন্তায় এতোটাই ডুবে গিয়েছিল হঠাৎ মনসিগনরের কথায় বাস্তবে ফিরে এল। "ওই বেঁচে যাওয়া ছেলেটাকে এখানেই পাওয়া গিয়েছিল।" মনসিগনর একটা কনফেশন বুথ দেখালেন।

জেসন পেন্ডলিটন। একমাত্র বেঁচে যাওয়া ব্যক্তি।

এই সম্পূর্ন ঘটনার ভেতরে এই একটামাত্র ব্যাপারই গ্রে'কে স্বস্তি এনে দিচ্ছে। এই ছেলেটার বেঁচে যাওয়া। যারাই ঘটনাটা ঘটিয়ে থাকুক ওদের একমাত্র ভুল। কিন্তু মারাত্মক একটা ভুল। এই একটা মাত্র ভুলই প্রমান করে যারাই এটা ঘটিয়ে থাকুক তারাও মানুষ, আর দশজন সাধারন মানুষের মতোই মানুষ, যত পৈশাচিকই হোক তারাও সাধারন মানুষের মতোই ভুল করে। আর যেহেতু মানুষই, কাজেই তারা যতোই শক্তিশালি আর ভয়ঙ্কর হোক না কেন তাদেরও ধরা এবং শাস্তি দেয়া সম্ভব।

ওরা মার্বেল পাথরের তৈরি বেদীটার কাছে পৌছালো, এখানেই বিশপের সিট।

ভিগর আর তার ভাগ্নি ক্রশ আঁকলেন। ভিগর একবার হাটু গেড়ে বসে আবার উঠে দাঁড়িয়ে ওদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চললেন সামনের দিকে। রেলিঙের ওপাশে বেদীটাতেও পুলিশ মার্কিং করা।

ফ্লোরের একপাশে একটা সোনার কফিন পড়ে আছে। গ্রে অনুমান করলো এটার ভেতরের জিনিস নিয়ে এটাকে ছুড়ে ফেলে দেয়া হয়েছে। গ্রে নিচু হয়ে ওটার সামনে বসে পড়লো। ব্যাকপ্যাকটা নামিয়ে রেখে গ্রে জিনিসটা চেক করা শুরু করলো।

এটা আর্ট-ইফেক্ট হিসেবেও অমূল্য। পুরো কফিনটাই একটা চার্চের আকৃতিতে সোনা কুদে তৈরি করা হয়েছে। চার্চের প্রতিটা জিনিস কলাম, বিম, জানালা দরজার কারুকাজ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে নিঁখুতভাবে।

গ্রে একজোড়া গ্লাভস হাতে পরে নিল। "আচ্ছা তাহলে এটাতেই হাঁড়গুলো ছিল।"

"দেখা যাচ্ছে এটাতে ফিঙ্গারপ্রিন্টের জন্যে আগেই চেক করা হয়েছে," ক্যাট

গ্রে'র পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

"কিন্তু কোন প্রিন্ট পাওয়া যায় নি," কথাটা বললো র‍্যাচেল।

মঙ্ক এখনো ঘুরে ঘুরে ক্যাথেড্রালটাই দেখছে। "শুধু হাঁড়গুলো ছাড়া আর কিছু নেয়া হয় নি, তাই না?"

"না," র‍্যাচের জবাব দিল। "আমরা প্রিস্ট থেকে শুরু করে সবার জবানবন্দি নিয়েছি।"

"আমি নিজে ওদের সাথে কথা বলতে পারলে ভাল হতো," গ্রে বললো।

"ওদের থাকার জায়গা এখান থেকে বেশি দূরে না," র‍্যাচেল বলছে। "আপনি চাইলে ব্যবস্থা করা যাবে। তবে আমার মনে হয় না ওখান থেকে বিশেষ কিছু পাওয়া যাবে।"

গ্রে চট করে ওর দিকে তাকালো, বোধহয় মেয়েটার বলার ভঙ্গিটার কারণেই। "আমি বলেছি বলতে পারলে ভালো হতো।"

র‍্যাচেল ওর দিকে একই দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, "কমান্ডার আমার ধারণা আমাদেরকে জয়েন্টলি কাজ করতে বলা হয়েছে। আমরা যদি পরস্পরের কাজ রিপিট করতে থাকি তবে কোন কাজই এগোবে না।"

গ্রে বড় করে একটা নিঃশ্বাস নিল। ওর মনে হলো মেয়েটার কথাই ঠিক। ওই একটু রি-অ্যাক্ট করে ফেলেছে।

ভিগর পাশে এসে গ্রে'র কাঁধে একটা হাত রাখলেন, "কমান্ডার আপনি আমাদের উপরে ভরসা রাখতে পারেন। আমরা আপনাদের হেল্প চাই এবং আপনাদেরকেও হেল্প করতে চাই। আর এই ইন্টারভিউটাতে আমি নিজে ছিলাম, কাজেই আপনি র‍্যাচেলের কথায় বিশ্বাস রাখতে পারেন।"

গ্রে জবাব দেয়ার আগেই মঙ্ক কথা বলে উঠলো, "ঠিক আছে মনসিগনর। এখন সবাই একটু এদিকে দেখবেন, প্লিজ।"

সবকয়টা চোখ ওর দিকে ঘুরে গেল। ও একটা পাদ্রীদের ক্লোক পরে আছে।

"আমাকে কেমন দেখাচ্ছে এটাতে?" সবাই হেসে ফেললো। পরিবেশটা হালকা হয়ে গেল মুহূর্তেই।

গ্রে পরিস্কার বুঝলো মঙ্ক আরেকবার ওর ব্যাকআপ হিসেবে ওকে উদ্ধার করলো। সত্যিকারের বন্ধুর আচরন।

ক্যাট র‍্যাচেলের কাছে আবারো জানতে চাইলো, "আচ্ছা আপনারা কি শিওর আর কিছু নেয় নি ওরা?"

"হ্যা, তাই তো–"

"না, মানে বলছিলাম এমন কিছুর কথা যেটা হয়তো অনেক মূল্যবান এবং নেয়ার কথা কিন্তু ডাকাতরা নেয় নি?"

"এমন কিছু..." র‍্যাচেল এবার কনফিউজড।

"কেন জানতে চাইছি," ক্যাটের হয়ে এবার কথা বললো মঙ্ক। "কারণ এ থেকে ওদের পরিচয়ের ব্যাপারে কোন ক্লু পাওয়া গেলে যেতেও পারে।"

র‍্যাচেল ভিগরের দিকে তাকালো। ভিগরকেও চিন্তিত মনে হচ্ছে।

"একটা ব্যাপার, জানি না কতোটা গুরুত্বপূর্ণ তবে এই ক্যাথেড্রালে একটা ট্রেজার চেম্বার আছে। ওখানে বেশ কিছু দামি জিনিসপত্র আছে। যেমন ধরুন এই চার্চের জায়গায় এর আগে যে চার্চ ছিল সেটার কিছু জিনিস, জিশুর মূল্যবান কিছু ক্রুশ, সেন্ট পিটারের ব্যবহৃত কিছু মূল্যবান জিনিস, চৌদ্দশ শতকের নস্টিক বিশপদের কিছু জিনিস, পনের শ' শতকের কারুকাজ করা মূল্যবান একটা তরবারি এসব।"

"আর সেই ট্রেজার চেম্বার থেকে কিছুই চুরি যায় নি?"

"ওগুলো দামি কিন্তু এধরনের' জিনিস পাওয়া যায়। আর ক্লিয়ারলি বলতে গেলে, না, ওখান থেকে কিছুই খোয়া যায় নি।"

ক্যাট গভীরভাবে গ্রে'র চোখের দিকে তাকালো, "তার মানে শুধু হাঁড়গুলোই নেয়া হয়েছে। কিন্তু কেন?"

গ্রে কফিনটার দিকে ফিরে একটা পেনলাইট বের করে ওটা চেক করতে লাগলো। ওটার ভেতরের দিকে ওর দৃষ্টি কেড়ে নিল একধরনের সাদাটে পাউডার।

কি এগুলো। হাঁড়ের গুড়ো?

বোঝার একটাই উপায়।ও প্যাক থেকে বের করলো কালেকশান কিট। সেখান থেকে একটা স্টেরিলাইজব টেস্টটিউব বের করে সামান্য গুড়ো ওটাতে তুলে নিল।

"আপনি কি করছেন?" র‍্যাচেল বেশ অবাক হয়ে গ্রে'র কর্মকান্ড দেখছে।

"এগুলো যদি চুরি যাওয়া হাঁড়ের গুড়ো হয়ে থাকে তবে পরীক্ষা করলে বেশ কিছু প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যেতে পারে।"

"যেমন?"

"যেমন একটা হল এই হাঁড়গুলো আসলেই সেই সময়ের কারো হাঁড় নাকি কোর্টের কোন পূর্ব পুরুষের সেটা বার করা যেতে পারে টেস্ট করে।"

গ্রে টেস্টটিউবটা সিল করে ব্যাগে রেখে দিল। "আমাদেরকে আরেকটা জিনিস টেস্ট করতে হবে, কফিনটার উপরে যে গ্লাসের আবরনটা আছে সেটা ল্যাবে নিলে ওটা ভাঙার প্যাটার্ন টেস্ট করে বের করা যেতে পারে কিভাবে বা কি পদ্ধতিতে আনব্রেকেবল গ্লাসটা ভাঙা হয়েছে।"

"ওটা আমি কালেক্ট করছি," বলে মঙ্ক ওদিকে চলে গেল।

"ক্যাথেড্রালের ভেতরের পাথর আর অন্যান্য এই ধরনের জিনিসগুলোও চেক করা উচিত," র‍্যাচেল বললো।

"কি ধরনের চেক?" গ্রে জানতে চাইলো।

"চেক বলতে কি যেভাবেই এই ক্যাথেড্রালে হত্যাকান্ডগুলো ঘটানো হয়ে থাকুক সেটা এই চার্চের অন্যান্য জিনিস যেমন পাথর, কাঠ, প্লাস্টিক সেগুলোকেও প্রভাবিত করে থাকতে পারে।"

গ্রে'র কাছে এই পয়েন্টটা বেশ লাগলো। মঙ্কের সাথে একবার চোখাচোখি হলো তার।

মেয়েটা তার যোগ্যতার প্রমাণ দিচ্ছে।

গ্রে ক্যাটকে বলবে হেল্প করতে। ও দেখতে পেল মেয়েটা মেঝের মার্বেল ফ্লোরের উপরে ঝুঁকে কী যেন করছে।

"ক্যাট–?"

মেয়েটা কফিনটার পাশেই মেঝের উপরে ঝুঁকে আছে। গ্রে'র ডাকের জবাবে বললো, "এক মিনিট।" বলে সে প্যাক থেকে বের করলো একটা পিস্তল লাইটার। তারপর পাউডারের ছোট একটা স্তুপের উপরে ওটা ধরে ট্রিগার টিপে দিল। নীলচে সাদা একটা তীব্র শিখা পাউডারের স্তুপটাকে গ্রাস করে নিল। তীব্র তাপে পাউডার বেশ দ্রুতই গলছে। ধীরে ধীরে গলে পাউডারের স্তুপটা স্বচ্ছ কাঁচে পরিণত হল। তারপর ঠান্ডা হয়ে ফ্লোরের উপরে আটকে রইলো একধরনের অ্যাম্বার রঙের কাঁচের মতো। ক্যাট তার পরীক্ষা শেষ করে মাথা তুলে বললো, "এই পাউডার, এটা গোল্ড।"

"কি? গোল্ড?"

"হ্যা, এই পাউডারই তুমি টেস্টটিউবে নিয়েছো, এটাই কফিনে ছিল। আর এটাই মোনাটোমিক অথবা বলা চলে এম-স্টেট, গোল্ড।"

সাথে সাথে গ্রে'র মনে পড়ে গেল ওর ল্যাব ট্রেনিঙে ইন্সট্রাক্টর কিভাবে দেখিয়েছিল সোনাকে কেমিক্যাল রি-অ্যাকশান করে স্বচ্ছ কাঁচে পরিণত করা যায়। সেই সাথে ও পেইন্টারের চেম্বারে কি দেখেছিল। দেখতে স্বচ্ছ কাঁচ কিন্তু আসলে খাঁটি সোনা।

"ওটা সোনা?" স্বাভাবিকভাবেই র‍্যাচেলের চোখে অবিশ্বাস। "আপনি শিওর?"

কিন্তু এর মধ্যেই ক্যাট তার কথা প্রমাণ করতে লেগে গেছে। সে ব্যাগ থেকে আইড্রপের মতো একটা টিউব বের করলো। এটাতে আছে এক ধরনের সায়নাইড কম্পাউন্ড। বহু বছর ধরে মাইনাররা পুরনো ট্রেইলে সোনাপ্রাপ্তির ব্যাপারটা নিশ্চিত করতে এই জিনিসটা ব্যবহার করে আসছে। এটাকে ওরা বলে হিপ-লিচ সায়নাইড।

ক্যাট ড্রপারটার মুখ উপুর করে গ্লাসের উপরে ফোটা ফোটা তরল ফেললো। গ্লাসে পড়ার সাথে সাথে ওটাতে এসিডের বিক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু মজা দেখা গেল কয়েক সেকেন্ড পর।

যেখানে যেখানে জিনিসটার ফোটা গড়িয়েছে সেখানেই গ্লাস সোনালি রঙ ধারন করেছে। স্বচ্ছ কাঁচের ভেতের লাইনিংগুলো সোনার শিরার মতো লাগছে দেখতে। আর কোন সন্দেহ নেই, এই স্বচ্চ কাঁচ আসলে সোনারই আরেক রূপ।

মনসিগনর বুকে ক্রুশ এঁকে বাইবেল থেকে শ্লোক আওড়ালেন : "নতুন জেরুজালেমের পথঘাট মোড়ানো হবে এতোটাই খাঁটি স্বর্ণ দিয়ে যে, সেগুলো স্বচ্ছ কাঁচের মতো দেখাবে।"

গ্রে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে মনসিগনরের দিকে তাকালো।

ভিগর গ্রে'র তাকানো দেখে জবাবদিহিতার সুরে বললেন, "নিউ টেস্টামেনের শেষ বইয়ের লাইন এটা।"

কথাটা বলে উনি ঘুরে দাঁড়িয়ে কী যেন ভাবতে ভাবতে চলে গেলেন। লোকটার আচরন দেখে গ্রে'র মনে প্রশ্ন জাগলো, আচ্ছা উনি কি আরো বেশি কিছু জানেন, যা ওরা জানে না?

ক্যাট কথা বলে উঠলো। সে একটা ম্যাগনিফাইং ল্যান্স আর আলট্রাভায়োলেট ল্যাম্প নিয়ে ওই জিনিসটার উপরে কাজ করছিল। "আমার মনে হয় এই জিনিসটাতে সোনার সাথে আরো বেশি কিছু আছে। আমি সোনালি দাগের পাশাপাশি বেশ কিছু সিলভারের সরু লাইনিং দেখতে পাচ্ছি।"

গ্রে তার কাছে সরে এলে ক্যাট ওকে ম্যাগনিফাইং গ্লাসের ভেতর দিয়ে দেখতে দিল। প্রথমে গ্রে কিছুই দেখলো না কিন্তু মনোযোগ দেয়ার পর দেখতে পেল সোনালি শিরার পাশাপাশি ওটাতে বেশ কিছু সিলভারের লাইনিংও দেখা যাচ্ছে, তবে বেশ সরু।

"এটা প্লাটিনাম হতে পারে," ক্যাট বললো। "একটা কথা আমাদের মনে রাখতে হবে, এম-স্টেট অবস্থা শুধুমাত্র সোনারই হয় না বরং পর্যায় সারনির সবগুলো ট্র্যানজিশনাল মেটালের ক্ষেত্রে এই অবস্থা তৈরি করা যেতে পারে। প্লাটিনামের ক্ষেত্রেও।"

গ্রে মাথা ঝাকিয়ে সম্মতি জানালো। "হয়তো এই পাউডারটা খাঁটি সোনা না বরং এর সাথে প্লাটিনামের মিশ্রণ আছে আবার এমনও হতে পারে হয়তো এটা কয়েকধরনের এম-স্টেট মেটালের সংমিশ্রণ।"

র‍্যাচেল এখনো প্রচুর সন্দেহ নিয়ে ওদের পরীক্ষিত জিনিসটার দিকে তাকিয়ে আছে। "আচ্ছা এমনকি হতে পারে এই জিনিসগুলো তো অনেক পুরনো হয়তো সময়ের সাথে সাথে এই পাউডারগুলো এই অবস্থায় চলে এসেছে।"

গ্রে না-সূচক মাথা নাড়লো। "একটা ধাতুকে এম-স্টেটে নিয়ে যাওয়া খুবই জটিল একটি প্রক্রিয়া, শুধুমাত্র সময় এটা করার ক্ষমতা রাখে না।"

"কিন্তু লেফটেনান্টের কথার একটা যুক্তি আমরা নিতে পারি," ক্যাট বললো। "হয়তো অপরাধীদের ব্যবহৃত ডিভাইসের প্রভাবে অ্যান্টিকগুলো থেকে কিছু সোনা এই অবস্থায় চলে গেছে। কারণ আমরা এখনো জানি না কি ধরনের ডিভাইস ওরা ব্যবহার করেছে।"

"আমার কাছে একটা ক্লু থাকতে পারে," মঙ্ক বললো। তার হাতে একটা কালেকটিং ব্যাগের ভেতরে একটা গুলির খোসা দেখিয়ে বললো, "মনে হচ্ছে আমাদের ফরেনসিক এক্সপার্টরা একটা খোসা ফেলে গেছে।" তারপর সে তার আরেক হাতে একটা জিশুর ক্রুশবিদ্ধ মূর্তি দেখালো, এটা লোহার তৈরি। মঙ্ক মূর্তিটা টেবিলে রেখে ব্যাগ থেকে বুলেটটা বের করলো। হাতে ধরে সে বুলেটটা মূর্তিটার দিকে নিয়ে যাচ্ছে ঠিক পাঁচ ছয় ইঞ্চি বাকি থাকতে ওটা ছিটকে গিয়ে টং করে মূর্তিটার গায়ে লেগে গেল।

"এটা চুম্বকে পরিণত হয়েছে," আবিষ্কারের আনন্দে তার মুখে ছড়িয়ে পড়েছে উজ্জ্বল হাসি।

এমন সময় একটা শব্দ হল, তারপর আরেকটা, আরো জোরে।

এক সেকেন্ডের জন্যে সব যেন থেমে গেল। পর মুহূর্তে গ্রে বুঝতে পারলো ব্যাপারটা কি।

কিন্তু তার আগে অ্যাকটিভ হলো মঙ্ক, সে চিৎকার করে উঠলো, "শুয়ে পড়, সবাই শুয়ে পড়।"

ঠিক তখনই প্রথম রাউন্ডটা ফায়ার করা হল।

গ্রে'র মনে হল কেউ যেন ওর কাঁধে লাথি মারলো, আসলে গুলি লেগেছে কাঁধে কিন্তু বডি আর্মারের কারণে সেটা ভেতরে ঢুকে নি। গ্রে গুলির ধাক্কায় চমকে স্থির হয়ে গেছে, র‍্যাচেল ওর একটা হাত ধরে টান দিনে একসারি সিটের মাঝখানে শুইয়ে দিল। ওদিকে ক্যাট আর মনসিগনর আরেক সারি সিটের মাঝে শুয়ে আছে, ক্যাট নিজের শরীর দিয়ে মনসিগনরকে আড়াল করে রেখেছে যাতে করে ওর বডিআর্মার দু'জনকেই রক্ষা করে। আর ওদের ঠিক পাশেই মাথা গুজে শুয়ে আছে মঙ্ক। চারপাশে বুলেটের গর্জন, কাঠে লেগে চলটা ছিটকে পড়ছে, পাথর আর মার্বেলে লেগে ক্ষ্যাপা বুলেট এদিক ওকি গুঞ্জন তুলে ছুটে যাচ্ছে।

এই ভয়ঙ্কর বুলেটবৃষ্টির ভেতরে গ্রে সামান্য একটু মাথা তুলে একবার আক্রমনকারীদের দেখে নিল।

হুড পরা কিছু ছায়া আকৃতি।

ও তাকিয়ে আছে, হঠাৎ একটা কালো রঙের ছোট্ট বস্তু ওদের দিকে ছুটে আসতে দেখলো। সাথে সাথে সবাইকে সতর্ক করে দিল, "গ্রেনেড! সাবধান!"

ও একহাতে ওর ব্যাগটা ধরে আরেক হাতে র‍্যাচেলকে টান দিয়ে আরেক সারি সিটের একদম ভেতরে ঢুকে গেল। সেখান থেকে দু'জনে টেনে হিচড়ে বেরিয়ে দক্ষিণের দেয়ালের দিকে ছুটলো।

৩: ২০ এ.এম

গ্রে'র চিৎকার শোনার সাথে সাথে ক্যাট আর মনসিগনরের আগে নড়ে উঠলো মঙ্ক। ওদের দুজনকে ধরে সাথে সাথে পাথরের বেদীর আড়ালে চলে গেল সে।

গ্রেনেডটা ওদের থেকে একটু দূরে পড়েই বার্স্ট হলো। ওটা যেখানে ফেটেছে সেখানে থাকা একটা মার্বেলের ঝালর বিস্ফোরিত হয়ে এদিক সেদিকে ছড়িয়ে পড়লো, সেই সাথে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল কাঠের বেঞ্চগুলো। চারপাশ ধোঁয়া আর ধুলোয় অন্ধকার।

বিস্ফোরণে প্রায় অন্ধ মঙ্ক টলতে টলতে উঠে দাঁড়িয়ে ক্যাট আর মনসিগনরকে উদ্দেশ্য করে বললো, "জলদি উঠে পড়ুন! জলদি!"

বলেই ও দুজনকে টেনে দাঁড় করিয়ে মুভ করতে শুরু করলো ওরা যেখানটায় আছে, বেদীর এদিকটাতে যদি কোন গ্রেনেড এসে পড়ে তাহলে দেয়াল থেকে চেঁছে

ওদের মাংস তুলে আনতে হবে। ওদের আরো নিরাপদ জায়গায় দ্রুত সরে যেতে হবে।

ওরা উত্তরের দেয়ালের দিকে রওনা দিল। পিছন থেকে আবার বুলেটবৃষ্টি শুরু হয়েছে। ওদের ঠিক বিপরীত দিকের দেয়াল ধরে গ্রে আর র‍্যাচেল এগোচ্ছে। ওরা একবার যদি বিশাল হলঘরটার কেন্দ্রে মিলিত হতে পারে তবে একটা প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হবে হয়তো। মঙ্ক ওদেরকে নিয়ে স্যাংচুয়ারির দিকে চললো। গ্রে'কেও ইশারায় ওদিকে এগোতে বলছে।

এমন সময় ও একটা কাঠের দরজা দেখতে পেয়ে দিক পরিবর্তন করে সেদিকে এগোল। জায়গাটা এ মুহূর্তে সম্ভাব্য নিরাপদ স্থান হতে পারে। ঠিক তখনই এক আক্রমনকারী ওদের পলায়ন দেখতে পেল। সাথে সাথে ওদেরকে ঘিরে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল গুলির। মঙ্ক একটা ব্যাপার খেয়াল করলো এর আগেরবার গুলিবৃষ্টি হয়েছে যেদিক থেকে এবার যেন ওগুলো আসছে আরো বিভিন্ন দিক দিয়ে, তার মানে আক্রমনকারীরা চারিদিক ছড়িয়ে পড়ে ওদেরকে ব্লক করে ফেলছে। পালাতে হলে এখুনি কিছু একটা করতে হবে।

মঙ্ক মাথা গুজে পড়ে থাকা অবস্থাতেই টান দিয়ে ওর ভোতা নাকের শটগানটা বের করে আনলো। গুলি আসার সম্ভাব্য অবস্থান অনুমান করে কোনমতে একহাতে শটগানটা ধরে ট্রিগার টেনে দিল সে। সাথে সাথে গুলি করার দিক থেকে ভেসে এল একটা আহত আর্তনাদ। এই ছররা বন্দুকটার এই একটা সুবিধা, খুব একটা এইম করার দরকার পড়ে না শর্ট রেঞ্জে। আন্দাজে গুলি করলেও ছড়িয়ে পরা গুলি টার্গেটকে সমান্য হলেও আহত করবেই।

এবার ও শটগানটা সেই দরজাটার লকের দিকে তাক করলো। এটা বেরিয়ে যাবার রাস্তা না হলেও অন্তত এই মুহূর্তে ওদেরকে আড়াল দিতে পারবে, আর এটা দিয়ে ওরা চার্চের কেন্দ্রের দিকে যাবার পথ পেতেও পারে। ও ট্রিগার টেনে দিল।

মনসিগনর ভেরোনা ওর দৃষ্টি আকর্ষন করার চেষ্টো করছে, কিন্তু এখন সময় নেই।

গুলিটা দরজার গায়ে একটা ফুটবল আকৃতির গর্ত তৈরি করে লক আর হ্যান্ডেল গায়েব হয়ে গেলো। মঙ্ক এক লাফে দরজার গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো। ও ভেতরে ঢুকে পড়তেই দেখলো মনসিগনর আর ক্যাটও চলে এসেছে। ক্যাট দরজাটা লাগিয়ে দিয়ে এগোতেই মনসিগনর চিৎকার করে উঠলেন, "না!"

মঙ্ক এতোক্ষনে বুঝলো ব্যাপারটা কি।

জায়গাটা একটা গাড়ির গ্যারাজের সমান। চারপাশে অসংখ্য কাঁচের ছোট ছোট বাক্সে বিভিন্ন প্রদর্শনীর জিনিস দেখা যাচ্ছে। মঙ্ক কয়েকটাতে সোনালি ঝিলিকও দেখতে পেল। এটা চার্চের সেই ট্রেজার চেম্বার। এখান থেকে বের হবার কোন রাস্তা নেই। ওরা বন্দী হয়ে গেছে।

ক্যাট সাথে সাথে একটা আড়ালের পেছনে পজিশন নিল, হাতে গ্লক।

"ওরা আসছে।"

৩: ২২ এ.এম

র‍্যাচেল দেয়াল আর সিটগুলোর একপ্রান্তে পৌছে অনুভব করলো ওর আর একটুও দম নেই, হৃদপিন্ডটা সর্বোচ্চ বেগে ধুকপুক করছে। চারপাশ থেকে গুলি আসছে, কাঠের চলটা আর পাথরের টুকরো ছিটকে পড়ছে।

গ্রেনেডের বিস্ফোরণের কারণে এখনো ওর কানে তালা লেগে আছে, তবে কানে এখন শুনতে পাচ্ছে। আশা করলো নিশ্চয়ই চার্চের রেক্টরিতে থাকা গার্ড আর প্রিস্টেরা বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনতে পেয়ে পুলিশে খবর দেবে।

এখন গুলির আওয়াজ শুনে মনে হচ্ছে আক্রমনকারীরা ওদেরকে চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলেছে এবং নিশ্চয় ওরা আগের চেয়ে আরো এগিয়ে এসেছে। "ওই দেয়ালটার দিকে এগোও, আর পিলারের ঠিক পেছনে গিয়ে দাঁড়াবে। আমি তোমাকে কভার করছি।"

র‍্যাচেল গ্রে'র নির্দেশনার দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলো ও ঠিকই বলেছে, পিলারগুলোর পেছনে অন্তত এই সিটের সারিগুলোর চেয়ে ভালো নিরাপত্তা পাওয়া যাবে। ও আমেরিকানটাকে আরেকবার দেখলো। লোকটার চোখে ভয় আছে তবে তারচেয়ে যেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞভাব খেলা করছে বেশি। গ্রে ওর দিকে তাকিয়ে একবার ইশারা করলো তারপর চিৎকার করে উঠলো, "যাও!"

গ্রে'র চিৎকার শোনার সাথে সাথে র‍্যাচেল দৌড় দিল। ওর দৌড়ের সাথে সাথে পেছন পেছন ছুটলো গুলির ধারা। আক্রমনকারীদের গুলি একমুহূর্তের জন্যেও থামছে না।

ও দৌড়ে এসে ডাইভ দিয়ে নিজেকে পিলারের আড়ালে নিয়ে এল। পায়ের উপর দাঁড়িয়েই বিশাল পিলারটার আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে দেখলো কমান্ডার ধীরে ধীরে ওর দিকে পেছন ফিরে এগোচ্ছে, তার দুই হাতে অনবরত গুলি বর্ষন করছে দুইটা পিস্তল।

র‍্যাচেল দেখলো কমান্ডারের গুলির জবাবে তিনজন হুডি একসাথে গুলি করছে, এরমধ্যে একজন হঠাৎ হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল, সম্ভবত তার গুলি লেগেছে। আরেকদিকে দেখতে পেল ট্রেজার চেম্বারের দরজার সামনে একনাগারে গুলি করে চলেছে পাঁচ-ছয়জন হুডি।

গ্রে র‍্যাচেলের পিলারের আড়ালে চলে আসতেই দু'জনে এক অপরের দিকে পিঠ দিয়ে কভার করে দাঁড়ালো।

"এখন আমরা কি করবো?" র‍্যাচেল জানতে চাইলো, ওর হাতেও সেই ক্যারিবিনিয়ারি ড্রাইভারের দেয়া বেরেটা।

"এই পিলারগুলো দেয়ালের সাথে প্রায় সমান্তরালে এগিয়েছে, আমরা এখন ঠিক যেভাবে আছি সেভাবে এগিয়ে যাবো। আর কিছু নড়তে দেখলেই গুলি

করবো।"

"কিন্তু এভাবে আমারা যাবোটা কোথায়?"

"আমাদের প্রথম উদ্দেশ্য এই মরনফাঁদ থেকে বেরিয়ে যাওয়া।"

র‍্যাচেল মাথা ঝাঁকিয়ে জানতে চাইলো, "আর অন্যরা?"

"আমরা আপাতত আগে বেরোবার চেষ্টা করবো যতোজনকে পারি সাথে নিয়ে যাবো।"

র‍্যাচেল আবারো নড করলো। "চল।"

পিলার আর দেয়ালের মাঝখানে মিটারখানেকের মতো করে গ্যাপ। যদি কেউ এর ভিতর দিয়ে ওদের দিকে এগোতে চেষ্টা করে তবে ওদেরকে গুলি করতে হবে খুবই দ্রুত। গ্রে এবং র‍্যাচেল দু'জনেই যার যার পিস্তল হাতে খুব ধীরে এবং সাবধানে এগোতে লাগলো। দু'জনেই চরম সতর্ক, একটা ছায়া নড়তে দেখলেও গুলি করবে।

আক্রমনকারীরা এতোক্ষনে ওদের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে যথারীতি গুলি বৃষ্টি চালিয়ে যাচ্ছে। এক পিলার থেকে আরেক পিলারের মাঝখানের দূরত্ব ওরা পার হচ্ছে খুবই দ্রুত এবং সম্ভব হলে লাফিয়ে। তবুও খুবই রিস্কি কারণ যেকোন সময় গুলি লাগতে পারে। গ্রে র‍্যাচেলকে নিজের শরীর দিয়ে প্রায় ঢেকে রেখেছে।

হঠাৎ একপশলা গুলিবর্ষনের সাথে সাথে একসাথে প্রায় কয়েকটা বুলেট এসে আঘাত করলো গ্রে'র শরীরে। লিকুইড আর্মরের কারণে বেঁচে গেলেও গুলির ধাক্কায় গ্রে র‍্যাচেলকে ছেড়ে দিয়ে বসে পড়লো। ঠিক তখনই পিলারের আড়াল থেকে একটা হুডি পরা ছায়ামূর্তি বেরিয়ে এসে জড়িয়ে ধরলো র‍্যাচেলকে। প্রথমেই এক থাবায় ফেলে দিল ওর বেরেটা। তারপর একহাতে র‍্যাচেলের গলা জড়িয়ে ধরে একদম শান্ত গলায় গ্রে'কে নির্দেশ করলো, "একদম নড়বেন না। অস্ত্র ফেলে দিয়ে হাত মাথার উপর তুলে ধরুন।" লোকটা র‍্যাচেলকে একদম বজ্র আলিঙ্গনে ধরে রেখেছে। বিশালদেহী একজন মানুষ, তার হাতের চাপে র‍্যাচেলের শরীরটা রীতিমত শূণ্যে উঠে গেছে।

চারপাশে গোলাগুলি বন্ধ হয়ে গেলো। এতোক্ষনে গ্রে বুঝতে পারছে ওদের দিকে আরেকটা গ্রেনেড কেন ছুড়ে দেয়া হয় নি। ও আর র‍্যাচেল যখন ভাবতে শুরু করেছে যে ওরা এইবার এই মৃত্যুফাঁদ থেকে বেরিয়ে যাবে তখন র‍্যাচেলের উপরে আক্রমন। আসলে ওরা ইচ্ছে করেই ওদেরকে এদিকে আসতে দিয়েছে।

"আপনার জায়গায় আমি হলে কথাটা মেনে নিতাম, কমান্ডার।"

নতুন আরেকটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল। কণ্ঠটা শুনেই গ্রে বুঝতে পেরেছে কি হতে চলেছে। কারণ এই কণ্ঠটা ওর পরিচিত। নতুন কণ্ঠস্বরের মালিক পাদ্রিদের জন্যে সংরক্ষিত একটা কনফেশনাল বুথ থেকে বেরিয়ে এল। তার পরনেও একই কালো পোশাক এবং মাথায় হুড। গ্রে'র সামনে এসে থেমে সে মাথার হুডটা নামিয়ে দিল সে।

"*দেজাভুঁ*...কমান্ডার পিয়ার্স।"

ড্রাগন লেডি।

৩: ২৬ এ.এম

দরজাটা আসলে একটা সমস্যা। কারণ এটা ভেতর থেকে বাইরের দিকে খোলে এবং মঙ্কের গুলিতে লকটা আগেই উড়ে যাওয়াতে ওদের প্রতিটা গুলিতে বারবার সেটা চৌকাঠের সাথে বাড়ি খাচ্ছে। মোটা কাঠের কারণে বেশিরভাগ গুলিই ভেতরে আসছে না তবে কিছু কিছু ঠিকই দূর্বল জায়গা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ছে।

মঙ্ক দরজার ঠিক পাশেই ঘাপটি মেরে শুয়ে ছিল। হঠাৎ একটা হাত উঁচু করে দরজার লকের বড় গর্তটার সামনে নল নিয়ে গুলি করে দিল। ওর বেশিরভাগ শেলই দরজায় বাড়ি খেয়ে ভেতরেই রয়ে গেল, দুয়েকটা বাউন্স করে ফিরে এসে কয়েকটা গ্লাস ক্যাবিনেটের বারোটা বাজিয়ে দিল, তবে যে কয়েকটা বেরিয়ে গেছে তাতেই একটা আর্তনাদ ভেসে এল আর প্রায় সাথে সাথে গুলি বৃষ্টি পিছিয়ে গেল। ওরা এইবার সাবধান হয়ে গেছে।

মঙ্ক ভাবছে অন্য কথা, তার কাছে মনে হচ্ছে আক্রমনকারীরা ওদেরকে গুলি করে স্রেফ থামিয়ে রেখেছে অন্য কিছু একটা ঘটানোর জন্যে, কারণ ওরা যে অবস্থায় আছে ওদেরকে বারোটা বাজাতে স্রেফ দুটো গ্রেনেড দরকার। একটা দরজা উড়িয়ে দিতে, তারপর আরেকটা ভেতরে পাঠিয়ে দিলেই চলবে।

প্রশ্ন হলো তাহলে ওরা অপেক্ষাটা করছে কিসের জন্যে?

একটু আগেও ও গ্রে'র অস্ত্রের গর্জন শুনেছে এবং সেটা মেইন দরজার দিকে এগোচ্ছিল, মঙ্ক জানে কমান্ডার অবশ্যই একটা ভালো প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করেছে, কিন্তু এখন সেটাও শান্ত, তাহলে এখন হচ্ছেটা কি? ও ক্যাট আর মনসিগনরের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বললো, "কিছু একটা করতে হবে এখুনি, আর না হলে কখনোই সম্ভব হবে না।"

হঠাৎ ও দেখলো মনসিগনর চেম্বারের ভেতরের সবচেয়ে বড় বুলেটপ্রুফ গ্লাস ক্যাবিনেটটার সামনে দাঁড়িয়ে একগাদা চাবি হাতে কি যেন করছেন। ও ক্যাটের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে জানতে চাইলো, "কি করছেন উনি?"

ক্যাট হাতের ইশারায় ওকে চুপ থাকতে বললো। কয়েকবার চেষ্টা করার পর মনসিগনর সঠিক চাবিটা দিয়ে ক্যাবিনেটটা খুলে ভেতর থেকে বের করে আনলেন বিশাল একটা তলোয়াল।

অপূর্ব সুন্দর জিনিসটার হাতলে হিরা আর মণি-মুক্তার কারুকাজ। আর চকচকে স্টিলের ব্লেডটা তিন ফুট লম্বা।

উনি তলোয়ারটা বের করে আনতেই ক্যাট সেটা হাতে নিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে দরজার দিকে এগোল। কাছে গিয়ে তলোয়ারটা দরজার চৌকাঠের পাল্লার ভেতরে এমনভাবে ঢুকিয়ে দিল চাইলেও এখন বাইরে থেকে কেউ সহজে সেটা খুলতে পারবে না।

এবার মঙ্ক আর ক্যাট এগিয়ে গেল দরজার দিকে, একজন লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লো দরজার সামনে আর আরেকজন অবস্থান নিয়ে পাশে মঙ্ক আগের গর্তটা দিয়ে ঢুকিয়ে দিল ওর শটগানের নল আর ক্যাট আরেকটা ছোট্ট গর্ত দিয়ে পিস্তলের নল ঢুকিয়ে দিয়ে দু'জনে সমানে গুলি করতে লাগলো। ওপাশে গুলি থেমে গেছে, আহতদের আর্তনাদ শোনা গেল, আওয়াজে মনে হল ওরা অন্তত দুজনকে ঘায়েল করতে পেরেছে। মঙ্ক ছিদ্র দিয়ে উঁকি দিল। অন্তত তিনটা রক্তের ধারা দেখা যাচ্ছে, আগের একজন আর এখন দু'জন। আক্রমনকারীরাও এখন আড়াল নিয়েছে। এমন সময় ও দেখলো কিছু একটা উড়ে আসছে, এতোক্ষনে ওরা গ্রেনেড চার্জ করছে। মঙ্ক সাথে সাথে ভেতরের দিকে লাফ দিল এবং চিৎকার করে বাকি দু'জনকে সাবধান করে দিল।

"সরে যাও-সরে যাও। গ্রেনেড!"

৩:২৮ এ.এম

চার্চের ভেতরের সবাই বিস্ফোরণের দিকে তাকিয়ে আছে, শুধুমাত্র গ্রে ছাড়া। ও তাকিয়ে আছে অন্য দিকে। একটা সুযোগ খুঁজছে, আর ওর দুই সহকর্মীর করুণ পরিণতি ও দেখতেও চায় না।

গ্রেনেডটা বিস্ফোরিত হবার সাথে সাথে লম্বা লোকটার মুখে একচিলতে হাসি ফুটে উঠলো, "মনে হচ্ছে আপনার বন্ধুরা আর–"

ঠিক তখনই র‍্যাচেল হঠাৎ নড়ে উঠলো। বিস্ফোরণের ধাক্কায় সেই সাথে নেতার কথার দিকে মনোযোগ দিতে গিয়ে র‍্যাচেলকে ধরে থাকা লোকটার হাত একটু আলগা হয়ে গিয়েছিল, র‍্যাচেল পুরোপুরি নিল সুযোগটা। প্রথমে ওর কঁনুইটা সোজা গিয়ে লাগলো লোকটার চোয়ালে, আঘাতটা এতোটাই জোরে লাগলো খট করে আওয়াজটা প্রায় সবাই শুনতে পেল। লোকটা চোয়াল ধরতে গিয়ে আরেকটা হাত আলগা করে দিতেই র‍্যাচেল ঘুরে দাঁড়িয়ে হাতের তালু দিয়ে ওর নাকটা ভেঙে দিল।

লোকটা মাটিতে পড়ে গেছে, অজ্ঞান।

ঘটনার আকস্মিকতায় সবাই বোকা বনে গেছে। অন্য অস্ত্রধারীরাও এগিয়ে আসছে, এবার গ্রে নড়ে উঠলো কিন্তু তার আগেই ওকে পাহারারত ড্রাগন লেডি নড়ে উঠেছে। সে তার পিস্তলটা টেনে এনে গ্রে'র একদম দুই চোখের মাঝখানে ঠেসে ধরলো।

অন্যদিকে লম্বা নেতা গোছের লোকটা তার পিস্তল তুলছে র‍্যাচেলের দিকে, র‍্যাচেল একটা ফ্লাইং কিক মেরে পিস্তলটা একপাশে সরিয়ে দিল।

"দৌড়াও!" গ্রে হিস হিস করে বলে উঠলো র‍্যাচেলকে উদ্দেশ্য করে, ওর চোখ ড্রাগন লেডির দিকে।

দু'জন দু'জনার চোখের দিকে তাকিয়ে আছে, হঠাৎ মেয়েটা এক্সিটের দিকে

একটা গুলি করে গ্রে'কে দেখিয়ে দিল। মেয়েটা ওকে বেরিয়ে যাবার রাস্তা দেখিয়ে দিচ্ছে।

গ্রে এককদম পিছিয়ে গেল। মেয়েটা গুলি করলো না, কিন্তু পিস্তল ঠিকই ধরে আছে ওর দিকে। ওর ভাব দেখে পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে গ্রে যদি ওকে আঘাত না করে সেও কিছু করবে না।

গ্রে এবার ওর দিক থেকে মনোযোগ সরিয়ে আশেপাশে মন দিল, বিদ্যুৎবেগে গুলি করে কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকা দু'জনকে ফেলে দিল। ওদিকে র‍্যাচেল আর লম্বা নেতা প্রাণপনে লড়ছে, র‍্যাচেল আচমকা একটা লাথি মারাতে দু'জনেই মাটিতে পড়ে যেতেই সুযোগ বুঝে গ্রে ওকে একটানে তুলে নিয়ে ছুটলো।

হঠাৎ একটা গুলি এসে লাগলো ওর পিঠে। গ্রে দৌড়াতে দৌড়াতে ঘুরে দেখলো ড্রাগন লেডির পিস্তল থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। গ্রে বুঝলো গুলিটা ইচ্ছে করেই নেতার সামনে করেছে লেডি, যাতে এখানে তার ভূমিকা কোনভাবেই প্রশ্নবিদ্ধ না হয় এবং সে ভাল করেই জানতো, গ্রে বডি আর্মার পরে আছে।

মনে মনে বললো গ্রে, *স্মার্ট মেয়ে।*

র‍্যাচেল আর গ্রে দৌড়ে একটা পিলারের আড়ালে চলে এল।

পেছন থেকে আবারো গুলি বৃষ্টি শুরু হয়েছে। তবে এবার ওদের বেরিয়ে যাবার সম্ভাবনা বেড়ে গেছে বহুগুন। কারণ এই পিলার থেকে মেইন দরজা পর্যন্ত কোন গার্ড নেই, সবাই ওদের পেছনে। আরেকদফা গুলি বৃষ্টি থামার পর গ্রে মাথা বের করে বিস্ফোরিত হওয়া দরজাটা দেখলো। ওরা ভেতরে ঢোকার তোড়জোর করছে, আরেকটা গ্রেনেড খোলা দরজা পাঠিয়ে দেয়া হল ভেতরে।

আবারো আরেকদফা ধুলো আর ময়লার মেঘ ছড়িয়ে দিয়ে বিস্ফোরন ঘটলো।

গ্রে ঘুরে দাঁড়ালো।

ভেতর থেকে কেউ যেন ওর কলজেটা মুচড়ে ধরছে। র‍্যাচেলের চোখে পানি। দু'জনেই বাকহারা। গ্রে'র জন্যে মঙ্ক ছিল আপন ভাইয়ের চেয়েও বেশি আর র‍্যাচেলের আঙ্কেল চিরকালই তার কাছে বাবার মত।

"আমাদের সরে পড়তে হবে," বহু কষ্টে বললো গ্রে। ওর মাথায় এখন একটাই করনীয় ঘুরছে যেভাবেই হোক ওকে বেরিয়ে যেতে হবে এবং র‍্যাচেলকেও বাঁচাতে হবে। র‍্যাচেল গ্রে'র চোখের দিকে তাকালো, যেন ও গ্রে'র কাছ থেকে শক্তি নেয়ার চেষ্টা করছে, এই মুহূর্তে আর যেকোন কিছুর চেয়ে এই জিনিসটাই বেশি দরকার ওদের–শক্তি।

দু'জনে এক অপরের হাত শক্ত করে ধরলো। রেডি। এ বার একসাথে দু'জনে দৌড় দিল মেইন দরজার দিকে।

কয়েকজন আততায়ী মরে পড়ে আছে, সেইসাথে ওদের গার্ডদেরও মৃতদেহ চোখে পড়লো। ওদিকে ওদেরকে দৌড় দিতে দেখে আততায়ীদের কয়েকজন সাথে সাথে সক্রিয় হয়ে উঠল। একজন দৌড়ে খানিকটা এগিয়ে এসে ফায়ার করা শুরু করলো, ওর সাথে যোগ দিল আরো কয়েকজন।

ওদের চারপাশে গুলির বৃষ্টি হচ্ছে। একটা গুলি র‍্যাচেলের গায়ে লাগতে লাগতেও লাগলো না। গ্রে ওকে টেনে একপাশে লাফিয়ে পড়লো। ও বুঝতে পেরেছে ওরা এভাবে মূল দরজার কাছে জীবিত যেতে পারবে না। বরং ওদের ঠিক বামেই আরেকটা দরজা দেখা যাচ্ছে।

ওদের আর কোন উপায় নেই, হয় এটা দিয়েই ঢুকতে হবে আর না হলে গুলি খেয়ে মরতে হবে। ওরা ওদিকেই ছুটলো। ওরাও দরজা দিয়ে ভেতরে ঝাঁপিয়ে পড়লো আর সাথে সাথে ভেজানো দরজাটার গায়ে কয়েক রাউন্ড গুলি এসে লাগলো। এটা সেই দুটো টাওয়ারের একটা। গ্রে চারপাশে ঘুরে দেখলো বেরুবার মত কোন দরজা নেই।

র‍্যাচেল হাপাতে হাপাতে বললো, "উপরে ওঠা ছাড়া উপায় নেই।" ওর কথা ঠিকই আছে, দরজার বাইরে আবারো গুলিবৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে, এভাবে ওটা বেশিক্ষন টিকবে না।

"চল," গ্রে একহাতে পিস্তল নিয়ে আরেক হাতে র‍্যাচেলকে ধরে উঠতে লাগলো সিঁড়ি বেয়ে।

গোল পেঁচানো সিঁড়ি সাপের মত এঁকেবেকে উপরে উঠে গেছে। ওরা বেশ খানিকটা উঠে আসতেই নিচে দরজা ভাঙার শব্দ হল। আততায়ীরা ভেতরে ঢুকতে গ্রে উপর থেকে গুলি করলো কয়েক রাউন্ড। নিচে কথা বন্ধ হয়ে গেছে। ওরা উঠছেই, হঠাৎ র‍্যাচেল বললো, "কি যেন পুড়ছে।"

গ্রে নিচে তাকিয়ে দেখতে পেল নিচে আগুনের শিখা। ওরা টাওয়ারে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। নিচ থেকে একটা গলার স্বর ভেসে আসছে, চিৎকার করে বলছে, "আরো ভালো করে লাগাও, হারামি দুটো যেন জীবন্ত পুড়ে মরে।"

এটা সেই লম্বা লোকটার গলা, নেতা।

নিচে আরো পায়ের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। ওরা দৌড়ে উপরে উঠতে লাগলো। যতোই উপরে উঠছে সেই সাথে আগুনের লেলিহান শিখাও ওদের পিছু নিচ্ছে।

ওরা আরো আরো উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে। যতোই উপরে উঠছে সিঁড়ি ততো সরু হয়ে আসছে। উঠতে উঠতে একসময় কোনমতে একজন ওঠার মতো হয়ে গেল সিঁড়ি। প্রথমে র‍্যাচেল উঠছে তার পেছনে পিস্তল হাতে গ্রে। ওরা টাওয়ারের একদম চূড়ায় চলে এসেছে।

উপরে বিশাল একটা ঘন্টা ঝুলানো। চারপাশে বড় বড় জানালা কিন্তু কোনটাতে কোন কাঁচ নেই বরং তার বদলে লোহার শিক দিয়ে বন্ধ।

"এটা চার্চের পাবলিক অবজার্ভেশন ডেক," র‍্যাচেল বললো। কোমড়ের বেল্ট থেকে পিস্তলটা বের করে হাতে নিয়ে সিঁড়ির দিকে তাক করে ধরেছে সে।

গ্রে চারপাশে নজর বুলাচ্ছে, কোন একটা রাস্তা খুঁজছে এখান থেকে বের হবার। কারণ এখন এই মুহূর্তে ওরা হয়তো নিরোপদ কিন্তু আগুন যেভাবে ধেয়ে আসছে এখুনি কিছু করতে না পারলে দু'জনকেই পুড়ে কয়লা হতে হবে।

ও জানালার সামনে এসে দাঁড়ালো। এত উঁচু থেকে দূরে রাইন নদী দেখা যাচ্ছে, তার উপরে ব্রিজ, আরেকপাশে কোলন মিউজিয়ামের বাতি জ্বলছে। কিন্তু এখান থেকে নিচে নামার মতো কোন উপায় গ্রে দেখতে পাচ্ছে না।

এমন সময় ওরা পুলিশের সাইরেন শুনতে পেল। ওর মনটা একটুখানি খুশি হয়ে উঠতে যাচ্ছিলো কিন্তু র‍্যাচেলের চিৎকার শুনে ফিরে তাকালো। আগুন সিঁড়ির গোড়া পর্যন্ত উঠে এসেছে।

ওদের হাতে আর সময় নেই।

৩:৩৪ এ.এম

নিচে ক্যাথেড্রালের ভেতরে ইয়েগার গ্রেল বন্দুক হাতে চেম্বারে প্রবেশ করলো। দ্বিতীয় গ্রেনেডটা বার্স্ট হবার পর এতোক্ষন সে ধুলো আর ধোঁয়া সরে যাবার জন্যে অপেক্ষা করেছে। তার সাথের আর দু'জন পার্টনার গেছে ক্যাথেড্রালের ঠিক কেন্দ্রে ওরা যে বোমাটা সেট করছে সেটাতে সাহায্য করার জন্যে।

সেও যেতো কিন্তু ও গ্রেনেড চার্জ করার পর চেম্বারের ভেতরের ওরা মারা গেছে কিনা চেক করতে এসেছে। এর কারণও আছে, একটু আগে এদের একজনের গুলিতেই তার ভাই মারা গেছে, কাজেই এদের মৃতদেহ তার নিজের চোখে দেখতে হবে। ও একদম প্রস্তুত হয়েই ভেতরে ঢুকেছে তবে আশা করছে ভেতরে স্রেফ চটচটে রক্ত আর মাংসের দলা ছাড়া আর কিছু দেখতে পাবে না।

ভাঙা দরজাটা টপকে সে ভেতরে ঢুকতেই কিসের যেন ধাক্কা লাগলো।

সাথে সাথে দেখলো তার অস্ত্রধরা কব্জিটা মাটিতে পড়ে যাচ্ছে। তার কব্জি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে অথচ আজব বিষয় সে কোন ব্যথা অনুভব করছে না। তারপর দেখলো তার পেট দিয়ে পেছন থেকে একটা তলোয়ারের মাথা বেরিয়ে এসেছে। তার শকের পরিমাণ এতোটাই বেশি, সে এবারও কোন ব্যথা টের পেল না। তারপর আরেক কোপে তার ধর থেকে মুন্ডুটা আলাদা হয়ে গেল।

সে পড়ছে...পড়ছে...পড়ছেই, তারপর সব অন্ধকার।

৩:৩৫ এ.এম

ক্যাট রত্নখচিত তলোয়ারটা মুখের সামনে তুলে ধরলো। ফলাটা রক্তে একাকার হয়ে গেছে, মৃতদেহটাকে ও একটা লাথি দিয়ে দরজা থেকে সরিয়ে দিল। গ্রেনেড বার্স্ট হবার ধাক্কায় এখনো ওর মাথা ঝিম ঝিম করছে।

ক্যাট মঙ্কের কাছে ফিসফিস করে বললো, তার কাছে ফিসফিস বলেই মনে হলো কারণ সে নিজের গলার আওয়াজ নিজের কানেই শুনতে পাচ্ছে না। "মনসিগনরকে সাহায্য করো।"

মঙ্ক বেশ অবাক হয়ে একবার মৃত দেহটার দিকে তাকালো তারপরে ক্যাটের

হাতে ধরা তলোয়ারটার দিকে, তার চোখে শ্রদ্ধা। তারপর মনসিগনর যে গ্লাস কেবিনেটটার ভেতরে শুয়ে আছেন সেটার দিকে তাকালো। গ্রেনেডটা উড়ে আসতে দেখে ওরা লাফিয়ে ঢুকে পড়ে ট্রেজার রাখার বুলেটপ্রুফ ক্যাবিনেটের ভেতরে।

গ্রেনেডটা প্রথমে উড়ে এসে মেঝেতে পড়ে কয়েক গড়ান দিয়ে বার্স্ট হয়। এই ফাঁকে ওরা নিজেদের আড়াল করে নেয়। আর ক্যাবিনেট তার কাজ ঠিকমতোই পালন করে, ওদের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ নিজেদের প্রাণ ভালোভাবেই রক্ষা করে।

গ্রেনেডের আঘাতে চেম্বারটার ভেতরে ভয়ঙ্কর ধ্বংস যজ্ঞ ঘটে গেলেও ওরা গ্লাস ক্যানিটের ভেতরে বেশ ভালোভাবেই ছিল। তবে আওয়াজের হাত থেকে ওরা পুরোপুরি রক্ষা পায় নি। সবারই কানে তালা লেগে গেছে। ওরা যখন মোটামুটি নিজেদের ঠিকঠাক করে নিচ্ছে তখনই কারো এগিয়ে আসার আওয়াজে ক্যাট এগিয়ে যায় এবং পিস্তলের বদলে ব্যবহার করে তলোয়ার। কারণ ও অন্যান্য আততায়ীদের সতর্ক করে দিতে চায় নি।

এ মুহূর্তে তলোয়ারটা হাতে ধরে ওর মনে পড়ে গেল শেষবার খেলা ফেন্সিং ডুয়েলটার কথা। পরপর কয়েক বছরের চ্যাম্পিয়ন ছিল সে, ঠিক যেমনটা তলোয়ারে তেমনি ছুরিতে দক্ষতা। এ মুহূর্তে হাতটা ভীষণভাবে কাঁপলেও কাজটা ভালোভাবেই করতে পেরেছে।

ওর পেছনে মনসিগনর টলমল করে কোনমতে নিজের পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছেন।

ক্যাট সাবধানে পিস্তল হাতে দরজায় উঁকি দিল, আততায়ীরা কেউই এদিকে নেই, কয়েকজন দাঁড়িয়ে মূল দরজা পাহারা দিচ্ছে আর বাকিরা রুমের ঠিক মাঝখানে কি যেন করছে।

ও ফিরে এসে বললো আমাদের এখুনি সরে পরা উচিত।" ওরা মনসিগনরের নেতৃত্বে চেম্বার থেকে বেরিয়ে এল, খুব সাবধানে হাটছে যেন আততায়ীরা কেউ দেখে না ফেলে। মনসিগনর মূল দরজার কাছে পাহারা দেখতে পেয়ে ওদেরকে নিয়ে আরেক দিকে এগোল, এদিকে বের হবার অন্য একটা দরজা আছে। কাছে এসে দেখা গেল এটাতে কোন গার্ড নেই।

হাতে তলোয়ার নিয়ে ক্যাট বেরিয়ে এল বাইরে, সে ভাবছে অন্যদের কি অবস্থা কে জানে।

র‍্যাচেল একটা পুরনো বস্তা তুলে নিয়ে পাগলের মতো বাড়ি মারছে আগুন যাতে না এগোতে পারে কিন্তু কাজ হচ্ছে না আগুন ধীরে ধীরে ভেতরে ঢুকে পড়ছে। ওদিকে গ্রে ওর কাজ নিয়ে চরম ব্যস্ত। এদিকে র‍্যাচেল আর কিছুতেই পারছে না। আগুন ড্রাগনের জিভের মতো ছড়িয়ে পড়ছে এদিক সেদিকে।

এই বিপদের মাঝেও র‍্যাচের খেয়াল করেছে গ্রে বেশ কিছুক্ষন ধরেই ওকে

তুমি করে ডাকছে। এবার ও আর ফরমালিটির ধার ধারলো না, চিৎকার করে উঠলো, "গ্রে!"

"এক সেকেন্ড," গ্রে ঘণ্টার ওপাশ থেকে র‍্যাচেলের ডাকের জবাব দিল।

এদিকে আগুন এতোক্ষনে রুমের ভেতরে পুরোপুরি ঢুকে চারপাশে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে।

ও এইবার হাতের আধাপোড়া বস্তাটা ফেলে দিয়ে দৌড়ে ঘণ্টার এই পাশে চলে এল।

গ্রে ওর ব্যাকপ্যাক থেকে একটা নাইলনের দড়ি বের করে জানালার একটা শিকের সাথে বাঁধছে অপার প্রান্ত ঢিলেভাবে ওর হাতে জড়ানো। এর ভেতরেই ও দুটো শিকের মাঝখানে একজন মানুষ গলার মতো ফাঁক করে ফেলেছে, র‍্যাচেল দেখলো পাশেই একটা হ্যান্ডজ্যাক পড়ে আছে।

"এই প্রান্তটা ধরো," র‍্যাচেল কে নির্দেশ করলো গ্রে।

র‍্যাচেল প্রান্তটা ধরতেই গ্রে শিকের ফাঁক গলে বেরিয়ে গেল তারপর হাত বাড়িয়ে তুলে নিল ওর ব্যাকপ্যাকটা।

র‍্যাচেল পেছনে তাকিয়ে দেখলো আগুনের লেলিহান শিখা বেশ ভালোভাবেই রুমটাকে গ্রাস করে ফেলছে।

গ্রে ধীরে ধীরে ওপাশে নেমে যাচ্ছে র‍্যাচেল চিৎকার করে বললো, "সাবধানে।"

"এখন আর সাবধান হবার সময় নেই।"

র‍্যাচেল মাথা বাড়িয়ে দেখলো দড়ির শেষ প্রান্ত মাটি থেকে অনেক উঁচুতে ঝুলছে। এই উচ্চতা থেকে লাফ দিলে যে কারো ক্ষতি তো হবেই মারাও যেতে পারে। কিন্তু ওদের হাতে আর কোন উপায়ও নেই।

র‍্যাচেলও ওর পিছু নিয়ে নেমে এল।

গ্রে বুঝতে পারছে যে উচ্চতায় দড়ি শেষ সেখান থেকে মাটিতে পড়লেও ওরা মারা যেতে পারে, অন্তত বিরাট কোন ক্ষতি তো হবেই, তাই ও প্ল্যান করেছে যতটুকু নামতে পারে নামবে, তারপর ঝুল খেয়ে কোন একটা পিলারের দিকে চলে যাবে যাতে করে কোন একটা কিছু ধরে নামতে পারে।

কিন্তু দড়ির শেষ মাথায় নেমে দেখলো কোন দিকেই যাওয়া সম্ভব না। একবার ভাবলো কোন একটা জানালারর দিকে লাফিয়ে পড়া সম্ভব কিনা, তাও সম্ভব না, তাহলে বাঁচতে হলে একটাই উপায় দেয়াল ধরে ধরে নামতে হবে। হাতের মধ্যে যেটাই পাবে সেটাই ধরে ফেলতে হবে।

ঝুঁকিটা অনেক বেশি কিন্তু এছাড়া আর কোন উপায়ও নেই।

ও অপেক্ষা করতে লাগলো র‍্যাচেলের নেমে আসার। র‍্যাচেল নেসে আসতেই ওকে প্ল্যান বুঝিয়ে দিল। তারপর শরীর শক্ত করে ফেললো লাফ দেবার জন্যে। বড় করে একটা নিঃশ্বাস নিয়ে ও লাফ দিল।

শরীরটা দেয়াল ঘেষে নেমে যাচ্ছে, গ্রে পাগলের মতো হাতড়াচ্ছে কিছু একটা ধরার জন্যে কিন্তু হাতে ধরার মতো কিছুই ঠেকছে না। তারপর নিচে দেখতে পেল

একটা হালকা কার্নিশের মতো। এটাই ওর শেষ ভরসা, আর এটা ধরতে না পারলে সোজা নিচে গিয়ে পড়বে।

নেমে আসছে, আসছে...গ্রে খপ্ করে একটা কিনারা ধরে ফেললো। ওর মন খুশিতে উদ্বেলিত হয়ে উঠলো কিন্তু শরীরের ঝাঁকি হাত সামলাতে পারছে না ধীরে ধীরে পিছলে যাচ্ছে, কিছুই করার নেই, ও পড়ে যাচ্ছে, নখ বসিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেও লাভ হচ্ছে না।

উপর থেকে র‍্যাচেল চিৎকার করে উঠলো, "বামে গ্রে, তোমার বামে।"

গ্রে তার বামে দেখতে পেল চার্চ ভবনের একটা বন্ধ জানালার কার্নিশের কোণা দেখা যাচ্ছে। পিছলে যাচ্ছে যাচ্ছে· শেষবারের মতো সমস্ত শক্তি জড়ো করে এক ঝাঁকিতে শরীরটাকে একটু বামে কাটিয়ে ও কার্নিশটার একপ্রান্তে বুক দিয়ে পড়লো। ওর মনে হলো যেন আর্মার থাকার পরও পাঁজরের হাঁড়গুলো ভেঙে গুড়ো হয়ে গেছে। অবশেষে ও হাচড়ে পাচড়ে কোণাটার উপরে উঠে আসতে সমর্থ হলো।

এবার র‍্যাচেলের পালা।

দড়ি ধরে ঝুলতে ঝুলতে র‍্যাচের গ্রে'র কার্নিশের উপরে ল্যান্ড করার ভয়ঙ্কর দৃশ্যটা দেখলো। ওর বুক শুকিয়ে গেছে। ওর যথেষ্ট সন্দেহ আছে গ্রে যেভাবে নেমেছে ওর পক্ষে সম্ভব হবে কিনা, এখন মনে হচ্ছে এ ভাবে মরার চেয়ে আগুনে পুড়ে মরাই ভালো। নিচ থেকে গ্রে ডাকছে, ওকে নেমে আসতে বলছে।

"তুমি লাফ দাও, আমি হাত বাড়িয়ে তোমাকে ধরতে পারবো।"

"আমি পারবো না।"

"পারতেই হবে, তুমি স্রেফ লাফ দাও, আমি ধরছি।"

র‍্যাচেল উপরে দেখছে, ওর মনে হচ্ছে উপরে উঠে যাবে।

এমন সময় জানালায় আগুন দেখা গেল। হু-হু করে আগুনের রেখা ছড়িয়ে পড়েছে ওদের ফেলে আসা ঘরটার চারিদিকে।

"র‍্যাচেল লাফ দাও, যে কোন সময় দড়ি পুড়ে যাবে। লাফ দাও।"

র‍্যাচেল এবার পড়লো দোটানায়, হয় লাফ দিতে হবে আর না হয় এমনিতেই দড়ি পুড়ে ছিড়ে নিচে পড়ে যাবে। এখন আর উপরে উঠে যাওয়াও সম্ভব না।

হঠাৎ উপরে ভয়াবহ এক বিস্ফোরণ হল। মনে হলো যেন একসাথে অনেকগুলো গ্রেনেড বিস্ফোরিত হচ্ছে। আসলে আগুন তার শেষ খেলা দেখালো।

র‍্যাচেল চোখ বন্ধ করে ফেললো। ওর চোখের সামনে ভেসে উঠলো জীবনের ছোট ছোট স্মৃতি, টুকরো টুকরো ঘটনা, আঙ্কেল ভেরোনার মুখটা। ও হাত ছেড়ে দিল কি দড়িটাই ছিড়ে গেল বুঝতে পারলো না শুধু অনুভব করলো ও নিচের দিকে নেমে চলেছে। নামছে নামছে...যখন ও ভাবছে এখুনি শক্ত মাটিতে পড়ে ওর হাঁড়গোড় গুড়ো হয়ে যাবে, অপেক্ষা করছে তুমুল আঘাতটার জন্যে, হঠাৎ অনুভব করলো একজোড়া শক্ত হাত ওকে ধরে ফেললো। প্রচন্ড একটা ঝাঁকি খেয়ে থেমে গেল ওর শরীরটা।

বেশ দূর থেকে পুলিশের সাইরেন এগিয়ে আসছে, ওরা দুজনে কার্নিশের উপরে বসে আছে।

"আমাদের যাওয়া উচিত," গ্রে বললো।

র‍্যাচেল মাথা দোলালো। একটু আগের ঘটনার শক এখনো সামলে উঠতে পারে নি সে। তবে এই ভয়ঙ্কর ঘটনা ওদের দু'জনকে বেশ কাছাকাছি নিয়ে এসেছে। অফিসিয়াল দূরত্ব ভেঙে সুন্দর নির্ভরশীল একটা সম্পর্কে পরিণত হয়েছে।

ওরা দু'জনে লাফিয়ে নিচে নেমে এল, প্রথমে গ্রে তারপর র‍্যাচেল। এমন সময় একটা হেলিকপ্টারের উড়ে যাবার আওয়াজ কানে এল। গ্রে ধারণা করলো এটাতে করেই ওদের আক্রমনকারীরা চলে গেল। "ওরা চলে যাচ্ছে।"

এদিকে সাইরেনের আওয়াজ আরো এগিয়ে আসছে। গ্রে দ্রুত সরে পড়তে চাইছে, আর র‍্যাচেল খুব মনোযোগ দিয়ে প্রবেশপথের দিকে কি যেন দেখছে। "চল, আমাদেরকে দ্রুত সরে পড়তে হবে।"

র‍্যাচেল এখনো চার্চের প্রবেশপথের দিকেই তাকিয়ে আছে। "ওগুলো কি? আগে যখন এদিক দিয়ে গেছি তখন তো এগুলো ছিল না।"

র‍্যাচেল প্রবেশপথের হা হয়ে থাকা সদর দরজার দিকে দেখিয়ে বললো। দরজার মেঝেতে কি যেন ছোট ছোট সিলভার রঙের চাকতির মতো দেখা যাচ্ছে। দেখতে অনেকটা ব্যয়াম করার আয়রন ডাম্বেলের মতো। দুজনেই সেদিকে এগিয়ে গেল।

কাছে এগিয়ে গিয়ে দেখতে পেল মেঝেতে আরো ডজনেরও বেশি এরকম চাকতি বিছানো, সেই সাথে লাল তার দিয়ে একটার সাথে আরেকটা কানেকটেড।

"বোমা! দৌড়াও।" র‍্যাচেল আর গ্রে দুজনেই সাথে সাথে উল্টোদিকে ঘুরে দৌড় দিল, চত্বরের কাছে এসে আড়াল নেবার মতো একমাত্র আশ্রয় জার্মান পলিজ্জি ভ্যানটার আড়ালে দুজনেই বসে পড়লো। এছাড়া আর কিছু করারও নেই। চার্চ থেকে যে আওয়াজটা প্রথমে ভেসে এল মনে হলো যেন আতসবাজি পুড়ছে। তারপর পুরো চার্চের সমস্ত কাঁচ চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল। তারপর বিস্ফোরণের আওয়াজে কানে তালা লেগে গেল। ওরা দুজনেই দুই হাতে কান চেপে ধরে মাথাগুজে শুয়ে আছে তারপরও বিস্ফোরণের প্রচন্ড আওয়াজ আর ধাক্কায় মনে হলো যেন সমস্ত শরীর গুড়ো গুড়ো হয়ে গেছে। অবশেষে বিস্ফোরণের প্রকট ভাব কমে যাবার পরে দুজনেই উঠে দাঁড়ালো।

গাড়িটা ঘুরে এসে ওরা ক্যাথেড্রালের সামনে দাঁড়ালো। ভবনটাকে আজ প্রথমবার যেমন দেখেছিল তার কোন চিহ্নও এখন আর নেই। আসলে এটাকে এখন আর কোন ভবন বলে চেনারও কোন উপায় নেই।

হঠাৎ গ্রে চট করে পিস্তল হাতে ঘুরে দাঁড়ালো ও মানুষের গলার স্বর শুনেছে। চত্বরের আরেকপাশে যেদিকে কণ্ঠস্বর শুনেছে সেদিকে চলে এল।

দু'জনেই চরম সতর্ক। একটা 'ব' আকৃতির পুলিশ ব্যারিকেডের আড়াল থেকে একে একে ওরা বেরিয়ে এল।

র‍্যাচেল রীতিমত চিৎকার করে ওর আঙ্কেলের দিকে ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরলো তাকে। গ্রে তাকিয়ে আছে ওর দুই পার্টনারের বিধ্বস্ত চেহারার দিকে।

মঙ্কের একহাতে শটগান আরেকহাতে ওর ব্যাকপ্যাক, আর ক্যাটের হাতে বিশাল এক তলোয়ার। গ্রে এগিয়ে গয়ে ফরমালিটি আর র‍্যাঙ্কের পরোয়া না করে দু'জনকে একসাথে জড়িয়ে ধরলো।

৪:৪৫ এ.এম

এক ঘণ্টা পরে, গ্রে ওর হোটেল রুমের মাঝখানে পায়চারি করছে, এখনো সম্পূর্ন ঘটনাটা চুলচেরাভাবে বিশ্লেষন করতে ব্যস্ত। নিজেদের ভূয়া আইডি কার্ড ব্যবহার করে বেশ কিছুক্ষন আগে ওরা এই হোটেলে উঠেছে, কারণটা আর কিছুই না প্রথমত নিজেদের শরীর আর মাথা দুটোকেই শান্ত করা, আর দ্বিতীয়ত সবার চোখের সামনে থেকে গায়েব হয়ে যাওয়া। ওদের উদ্দেশ্য পূরনের জন্যে এই হোটেলটাই সবার সেরা। কারণ ক্যাথেড্রাল থেকে এটা মাত্র আধ মাইল দূরে। আর মনসিগনরের ডগ কলার মানে পাদ্রীর বিশেষ কলার থাকার কারণে ওদের হোটেলে এন্ট্রি আরো সুবিধাজনক হয়েছে।

চেকইন করার পরে সবাই ফ্রেশ হয়ে একসাথে বসেছে একটা প্ল্যান অফ অ্যাকশান ঠিক করবে বলে।

তবে সেজন্যে ওদের আগে আরো অনেক কিছু জানা দরকার।

হঠাৎ দরজায় শব্দ হতেই গ্রে'র হাতে পিস্তল বেরিয়ে এল। আগের ঘটনার পরে ওরা আর কোন ধরনের চান্স নিতে চাচ্ছে না। কিন্তু তেমন কেউ না মনসিগনর ভেরোনা এসেছেন, উনি একটু বাইরে বেরিয়ে ছিলেন।

উনি ভেতরে ঢুকেই নাটকীয়তার সাথে ঘোষনা করলেন, "ছেলেটা মারা গেছে।"

"কি?"

"ওই সাক্ষী ছেলেটা, ওকে মেরে ফেলা হয়েছে।"

সবাই চমকে উনার দিকে তাকালো।

মনসিগনর বুঝিয়ে বলতে লাগলেন, "জেসন পেন্ডলিটন, ম্যাসাকার থেকে বেঁচে যাওয়া ছেলেটা। আমি এইমাত্র বিবিসি'র খবরে শুনে এলাম, ওকে হাসপাতালের রুমে খুন করা হয়েছে। মৃত্যুর কারণ এখনো বোঝা যায় নি, তবে এটা তো বোঝা যাচ্ছে কারা মেরেছে। তাই না?"

র‍্যাচেল ওনার সাথে মাথা দোলালো।

গ্রে'র মাথায় চিন্তার ঝড় বয়ে যাচ্ছে। তার মানে ওদেরকে যখন আক্রমনটা করা হয়েছে একই সময়ে সেই ছেলেটাকেও মেরে ফেলা হয়েছে, ওদের এই অপারেশানটার উদ্দেশ্য ছিল আগের অপারেশানের সমস্ত ত্রুটি পরিস্কার করা।

একদিকে ওদেরকে আক্রমন করে এদিককার চার্চের সব চিহ্ন মুছে ফেলা হয়েছে। অন্য দিকে ওই মেরে ফেলা হয়েছে ছেলেটাকেও।

"আপনি কি আর কিছু শুনেছেন?" গ্রে মনসিগনরের কাছে জানতে চাইলো।

আসলে একটু আগে আঙ্কেলকে গ্রে'ই বাইরে পাঠিয়েছিল যাতে উনি কিছু গুরুত্বপূর্ন তথ্য জেনে আসতে পারেন আর উনার জন্যেই এটা সবচেয়ে সুবিধার। একদিকে উনিই সবচেয়ে ভালো জার্মান জানেন আর অন্যদিকে উনার ডগ কলার তাকে সব সন্দেহের উর্ধ্বে রাখবে।

এখনো বাইরে পুলিশের আর আগুন নেভানোর গাড়ির টানা সাইরেনের কোন কমতি নেই। ওদের হোটেলের জনালা দিয়ে বাইরে ক্যাথেড্রাল হিল দেখা যায়। সেখানে এখনো জ্বলন্ত আগুন থেকে কালো ধোঁয়া পাক খেয়ে আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে। আর তার চারপাশে অসংখ্য পুলিশের গাড়ি, আগুন নেভানোর গাড়ি আর মিডিয়া রির্পোটিং ভ্যানের লাল নীল বাতির ঝিলিক।

"শুধুমাত্র এই ছেলেটার হত্যাকান্ডের ব্যাপার বাদে আর তেমন বেশি কিছু আমি এখনো জানতে পারি নি," ভিগর বললেন। "আর যেটুকু শুনেছি তা হল চার্চে এখনো আগুন জ্বলছে। একজন প্রিস্টের ইন্টারভিউ দেখলাম, সে বলছে কেউ হতাহত হয় নি, তবে আমার আর আমার ভাগ্নির ব্যাপারে অনিশ্চয়তা প্রকাশ করলো।"

"ভালো," গ্রে জবাব দিল। "ঠিক এমনটাই আমি চেয়েছিলাম, ওরা ভাবুক আমারা মারা গেছি। ওরা যতক্ষন না জানছে আমরা বেঁচে আছি ততক্ষনই আমরা এগিয়ে থাকছি।"

"ততক্ষন নিরাপদও থাকছি বটে," মঙ্ক খানিকটা ব্যঙ্গের সুরেই বললো। "আমার কাছে এই ব্যাপারটাই ভালো লাগছে অন্তত ততক্ষন পর্যন্ত আমরা আবার আক্রমনের শিকার হচ্ছি না।"

ক্যাট একটা ডিজিটাল ক্যামেরা ল্যাপটপের সাথে ক্যাবল দিয়ে লাগিয়ে কাজ করছে। "ছবিগুলো কপি হচ্ছে," সে বললো।

গ্রে উঠে দাঁড়িয়ে ক্যাটের পেছনে এসে দাঁড়ালো। মঙ্কও চলে এসেছে। এই ছবিগুলো ওরা পুলিশ ব্যারিকেডের আড়ালে বসে ওদের আক্রমনকারীরা চলে যাবার সময় তুলেছে। গ্রে ব্যাপারটাতে খুবই ইমপ্রেসড। কারণ ওই রকম একটা সময়ে এতোটা রিস্ক নিয়ে কাজটা ওরা করেছে, যদি ওরা সমান্য আওয়াজও পেত তাহলে ওদের আর বাঁচতে হতো না।

ছবিগুলো কপি করে ক্যাট ওপেন করলো।

প্রথম ছবিটা দেখিয়েই র‍্যাচেল বললো, "ওইযে এই লোকটাই আমাকে ধরে রেখেছিল।"

"আমাদের আক্রমনকারী গ্রুপের নেতা।"

ক্যাট ছবিটা বড় করলো। বেশ লম্বা আর শক্তিশালি গড়নের একজন মানুষ, প্রায় কাঁধ পর্যন্ত লম্বা ঘন কালো চুল, ক্লিন শেভ, পাথুরে অভিব্যক্তি। এমনকি ছবিতেও তার নেতাসুলভ ভাবভঙ্গি পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে।

"এই হারামজাদাই সবকিছুর মূলে," মঙ্ক বলে উঠলো।

"লোকটাকে কি কারো চেনা চেনা লাগছে?" গ্রে জানতে চাইলে সবাই মাথা নাড়লো।

"আমি এই ছবিটা দিয়ে সিগমার ইমেজ ডাটাবেজে একটা সার্চ দিতে পারি," ক্যাট বললো।

"না, এখুনি না," গ্রে'র উত্তর। "আমরা আরো কিছুক্ষন সিগমার সাথে কোন রকম যোগাযোগ করবো না।"

কথাটা বলে সে রুমের সবার দিকে তাকালো। সাধারণত গ্রে সবসময় একা এবং স্বাধীনভাবে কাজ করতেই পছন্দ করে তবে এবার ব্যাপারটা আলাদা, ওরা ইতিমধ্যেই একটা টিমে পরিণত হয়ে গেছে এবং এই টিমটার সার্বিক দায়িত্ব একমাত্র ওরই। ও র‍্যাচেল আর ভিগরের দিকে তাকালো, কিছু না বললেও জানে এ মুহূর্তে ওরাও টিমের অংশে পরিণত হয়েছে এবং ওদের যাবতীয় দায়িত্বও ওর। আসলে এখুনি সিগমাতে যোগাযোগ করে ডিরেক্টরের সাথে কথা বলা উচিত। তবে এই রিস্ক সে নিতে চাচ্ছে না। অন্তত এখুনি না, ওর আরেকটু সময় দরকার। আরেকটু।

গ্রে চিন্তাভাবনা গুছিয়ে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে মৃদু কাশি দিল। "ক্যাথেড্রালে আমাদের উপরে আক্রমনের সাথে আমাদেরই কোন সংগঠনের কেউ জড়িত আছে। কারণ যারাই আক্রমন করে থাকুক ওরা আগে থেকেই সবকিছু জানতো।"

"আমারও তাই ধারণা, কোথাও একটা ফুটো আছে," মঙ্ক বললো।

"কিন্তু," গ্রে বলছে। আমরা আসলে এখনো জানি না ফুটোটা কোথায়, আমাদেরটাতে নাকি আপনাদেরটাতে।"

ভিগর মাথা দুলিয়ে সম্মতি জানালেন। "আমার ধারণা যদি শুনতে চান তবে আমি বলবো আমাদেরটাতেই হবার সম্ভাবনা বেশি। কারণ অনেক আগে থেকেই কথাটা প্রচলিত আছে, ভ্যাটিকানের অভ্যন্তরে ড্রাগন কোর্টের লোক রয়েছে। তারপর আমারা কাজাটা নেবার প্রায় সাথে সাথেই প্রথমে র‍্যাচেল তারপর আমার এবং সবার শেষে আমাদের সবার উপর আক্রমন। এতেই বোঝা যায় আসলে সমস্যাটা হলি সি'র ভেতরেই।"

"তা হতে পারে তবে..." গ্রে এই পর্যন্ত বলে ল্যাপটপে একটা ছবি দেখিয়ে ক্যাটকে বললো, "এটা বড় করো তো দেখি।"

ক্যাট ডাবল ক্লিক করে ছবিটা ওপেন করে জুম করলো। কালো গাউন পরা একটা মেয়ের ছবি, মুখটা খুব আবছাভাবে বোঝা যাচ্ছে।

গ্রে এগিয়ে এসে ছবিটা আরো কাছ থেকে দেখলো, "আমার ধারণা আমি একে চিনি, এই মেয়েটাই আমাকে ফোর্ট ডেট্রিকে আক্রমন করেছিল।"

মঙ্ক আবারো থেমে গিয়ে ভাবতে ভাবতে বললো, "আচ্ছা, এটা কি সেই গিল্ড অপারেটিভ নাকি?"

ভিগর আর র‍্যাচেল একে অপরের দিকে চোখাচোখি করলো। ওদের গিল্ড অপারেটিভদের পুরো ইতিহাস জানার দরকার নেই কারণ ওরা সবই জানে। এরা হলো রাশান মাফিয়াদের একটা বিশেষ অংশ, আসলে বলা চলে ওদের একটা উইং এবং অপরাধী সংগঠনের একটা কাঠামো যারা টেকনোলজিক্যাল বিষয়গুলোর দেখাশোনা করে।

ক্যাট বললো, "তাহলে কি ফুটোটা আমাদের ওখানে নাকি?"

গ্রে মাথা নাড়লো, "না, মোটেই না, কারণ এই ড্রাগন লেডি ক্যাথেড্রালে আমাকে পালিয়ে যেতে সহায়তা করেছে।"

"কি ? তুমি শিওর?" মঙ্কের ভ্রু জোড়া বিস্ময়ে উপরে উঠে গেছে।

"অবশ্যই," গ্রে কপালের মাঝখানটা ঘষলো, এখানটাতেই ড্রাগন লেডি তার পিস্তলটা চেপে ধরেছিল।

"কিন্তু প্রশ্ন হলো, সে কেন এটা করতে যাবে?" র‍্যাচেলের প্রশ্ন।

"কারণ আমার ধারণা যদি ভুল না হয় তবে সে আসলে ড্রাগন কোর্টের সাথে খেলছে। আমার ধারণা সিগমাকে এখানে ডাকা হয়েছে বলেই ড্রাগন কোর্ট গিল্ডকে এখানে ডেকেছে। ড্রাগন কোর্ট চেয়েছিল বিষ দিয়ে বিষক্ষয় করতে। গিল্ড দিয়ে সিগমাকে প্রতিরোধ করতে।"

"আর একবার আমরা যদি কাবু হয়ে যেতাম তাহলে গিল্ডকে কোর্টের আর দরকার হতো না, ওরাও আর জানার সুযোগ পেতো না কোর্ট আসলে কিসের পেছনে লেগেছে," ক্যাট বললো। "আর তাই লেডির তোমাকে বাঁচানোর এই প্রচেষ্টা।"

"কিন্তু এখন তো কোর্ট জানে আমরা মরে গেছি," র‍্যাচেল বললো।

"ঠিক এই কারণেই আমাদেরকে আরো কিছুক্ষণ মৃতই থাকতে হবে। যাতে কোর্ট গিল্ডতে ত্যাগ করে।"

"একজন প্রতিদ্বন্দ্বী কমানো আর কি," মঙ্ক ফোড়ন কাটলো।

"ঠিক," গ্রে মাথা দোলালো।

"কিন্তু এখন আমাদের করনীয় কি?" ক্যাট জানতে চাইলো।

এটাই এ মুহূর্তে আসল সমস্যা। কারণ ওদের হাতে কোন ক্লু নেই...কোন লিড নেই যেটা ধরে ওরা এগিয়ে যাবে। গ্রে ওর প্যাকের দিকে তাকিয়ে আছে। "আমরা ক্যাথেড্রালে যে পাউডার পেয়েছি ওগুলো আমাদেরকে একটা লিড দিতে পারে কিন্তু সমস্যা হলো আমরা ওগুলো দিয়ে কাজ করবো কিভাবে? এখন তো ওগুলো সিগমার ল্যাবেও পঠানো সম্ভব না।"

"আমারও তাই মনে হয়," ভিগর বলছেন। "পাউডারগুলোতে একটা না একটা লিড আছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো...জিনিসটা কি? একটা ব্যাপার..." বলে ভিগর মাথাটা চেপে ধরলেন।

র‍্যাচেল জানতে চাইলো, "কি ব্যাপার আঙ্কেল?"

"দাঁড়াও দাঁড়াও কি যেন একটা আমার মাথায় আসি আসি করেও আসছে না।"

গ্রে'র হঠাৎ মনে পড়লো মনসিগনর ক্যাথেড্রালে বুক অফ রেভেরেশান থেকে একটা শ্লোক পাঠ করেছিলেন। ওটা কোন ক্লু না তো ?

"না, কিছুতেই ব্যাপারটা আর মাথায় আসছে না। আমার মনে হচ্ছে আমি অতিরিক্ত টায়ার্ড, হয়তো এই কারণেই মাথা কাজ করছে কম।"

গ্রে'র মনে হলো ভদ্রলোক সত্যি কথাই বলছেন। তবে ওর এও মনে হচ্ছে উনি আসলে আরো অনেক কিছুই জানেন, এমন অনেক কিছুই যা ওরা কেউ জানে না। গ্রে উনার এই দ্বিধার পেছনে বেশ বড় একটা সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছে।

"আমার প্রথম প্রশ্ন হলো..." ভিগর বললেন, "ধুলোগুলো ওখানে এলো কিভাবে? যদি ওগুলো ওদের নেয়া হাঁড় থেকে পড়ে থাকে সেটা আলাদা কথা কিন্তু আমি খুবই নিশ্চিত, ওগুলো হাঁড়ের বাক্স বা এমন কিছু থেকে পড়ে নি, কারণ ওগুলো সবসময় অত্যন্ত যত্নের সাথে পরিস্কার করে রাখা হতো।"

ক্যাট বললো, "আক্রমন হবার ঠিক আগে আমরা যে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করছিলাম সেটা ছিল, হয়তো ওদের অ্যাকটিভেটেড ডিভাইসের প্রভাবে ওখানকার সোনা থেকে এই পাউডারগুলো তৈরি হয়েছে।"

"আসলে কি মনে হয়? কোনটা হতে পারে? ওই পাউডারগুলো ওখানে আসলে গেল কি করে?"

"হতে পারে ওদের ডিভাইসের প্রভাবেই এমনটা হয়েছে," মঙ্ক বললো। মনে আছে চার্চে সেই চুম্বক হয়ে যাওয়া ক্রুশটা। নিশ্চয় ওখানে এমনকিছু একটা হয়েছে যেটার প্রভাবে ক্রুশটা চুম্বক হয়ে গেছে। তো সেটার প্রভাবে ওখানকার রেলিকগুলোতে থাকা সোনা থেকে ওই পাউডারের সৃষ্টি হয়েছে। আর সেই ডিভাইস যদি লোহাকে প্রভাবিত করে চুম্বকে পরিণত করতে পারে তো সোনাকে কেন পাউডার করতে পারবে না?"

গ্রে মনে মনে ভাবছে, ইসস, ওরা যদি আরেকটু সময় পেত চার্চে। এখন তো আর কিছুই সম্ভব না। কারণ চার্চই বোমায় উড়ে গেছে।

"এক্ষেত্রে আমার একটু ব্যতিক্রম ধারণা আছে। কারণ মনে করে দেখ, ওই পাউডাগুলোতে শুধু সোনাই নেই আরো আছে প্লাটিনাম জাতীয় কিছু একটা, ওটাও এম-স্টেট মেটালে পরিণত হয়ে গেছে।"

গ্রে'র মনে পড়াতে ও সম্মতি জানালো।

"আমার মনে হয় না ওই সোনাগুলো চার্চের কোন রেলিকের গা থেকে এসেছে বা হাঁড় রাখার সোনার বাক্সগুলো থেকে এসেছে," ক্যাট বললো।

মঙ্ক ভ্রু কুচকালো। "যদি এগুলো চার্চের পুরনো রেলিক বা হাঁড় রাখার সোনার বাক্সের গা থেকে না আসে তবে এগুলো এলো কোথা থেকে?"

গ্রে ক্যাটের অনুমান পড়তে পারছে, ও বলে উঠলো, "এগুলো এসেছে হাঁড়গুলো থেকে।"

"এছাড়া আর কোন ব্যাখ্যা হতেই পারে না, ওগুলো আসলে নিয়ে যাওয়া

হাঁড়গুলোরই গুড়ো," ক্যাট এবার গ্রে'র সমর্থন পেয়ে বেশ জোরের সাথে বলে উঠলো।

"ঠিক আছে, সেটা বলা তো সহজ." মঙ্ক বললো। "কিন্তু তুমি তোমার কথা প্রমাণ করবে কিভাবে? কারণ পরীক্ষা করার জন্যে আমাদের কাছে কোন হাঁড় তো নেই, সব ওরা নিয়ে গেছে।"

হঠাৎ ভিগর বলে উঠলেন, "না।"

র‍্যাচেল চট করে তার দিকে তাকলো।

"কি?" গ্রেও বেশ চমকে গেছে।

র‍্যাচেলও বেশ অবাক হয়ে ওর আঙ্কেলের দিকে তাকিয়ে আছে।

উনি বলছেন, "না, ওরা সব নিয়ে যায় নি। আরো কিছু হাঁড় আছে।"

গ্রে চরম উত্তেজনার সাথে জানতে চাইলো, "কোথায়-?"

ভিগর উত্তর দিলেন, "মিলানে।"

অধ্যায় ৬

ডাবল টমাস

জুলাই ২৫, ১০: ১৪ এ.এম
লেক কোমো, ইটালি

গ্রে আর ওর সঙ্গীরা মার্সিডিজ-ই৫৫ সেডান থেকে কোমোর লেক সাইড শহরের একটা পুরোনো প্লাজার সামনে নেমে এল। সুন্দর শহরটার ঠিক পাশেই নীল চকচক করতে থাকা শান্ত লেকের পানি সকাল বেলার নরম আলোতে বেশ লাগছে।

ক্যাট গাড়ি থেকে নেমেই প্রথমে ওর ঘড়ি দেখলো। "চার ঘণ্টায় তিনটা দেশ।" ওরা সারা রাত ড্রাইভ করে সকালে এসে এখানে পৌঁছেছে। জার্মানি থেকে সুইজারল্যান্ড, তারপর আল্পস হয়ে ইটালি। ওরা প্লেন বা ট্রেন ব্যবহার না করে ব্যক্তিগত প্রাইভেট কার ব্যবহার করেছে যাতে ওদের বেঁচে থাকার ব্যাপারটা ফ্ল্যাশ না হয়, আর বর্ডার পার হয়েছে ভুয়া কাগজপত্র ব্যবহার করে। ওরা কোনভাবেই কাউকে জানতে দিতে চায় না কোলনে ওদের গ্রুপটা সেই ভয়াবহ আক্রমনের হাত থেকে বেঁচে গেছে।

প্রথমে গ্রে ভেবেছিল ও ওয়াশিংটনে হাইকমান্ডকে ফোন করে মিলানের হাঁড়গুলোরে সঠিক ব্যবস্থা নিতে বলবে, যাতে ওরা এখান থেকে সরাসরি রোমে গিয়ে সেগুলো পরীক্ষা করে দেখতে পারে। তারপর নিজেই ও নিজের প্ল্যান চেঞ্জ করেছে। কারণটা ওই একই, ইনফরমেশান লিক হবার ভয়।

গাড়ি থেকে নেমেই মঙ্ক হাটুর উপর ভর দিয়ে মাটিতে বসে পড়লো, দুই হাত দুই দিকে ছাড়ানো। একটানা বসে থেকে ওর শরীর জ্যাম হয়ে গেছে, সেটাই ছাড়ানোর প্রচেষ্টা।

"ড্রাইভিংটা অনেক দীর্ঘ ছিল," ভিগর তার কাঁধে হাত রেখে বললেন। "একটু সময় দাও ঠিক হয়ে যাবে।"

"আমি এর আগে ফাইটার প্লেনে চড়েও এতোটা যন্ত্রণা পাই নি," মঙ্কের মুখটা বিকৃত হয়ে আছে।

র‍্যাচেল ড্রাইভিং সিট থেকে নেমে এসে দ্রাম করে গাড়ির দরজাটা বন্ধ করে দিল। ওর গাড়ি চালানোর দূর্দান্ত স্পিডের কারণেই ওরা এতোটা দ্রুত এখানে আসতে পেরেছে। তবে গাড়ি সারারাত ও একাই চালায় নি, পালা করে চালিয়েছে, সবার শেষে র‍্যাচেলের টার্ন ছিল এবং গতির ম্যাজিকও দেখিয়েছে আসলে ও-ই। তবে গতি তুলতে গিয়ে ও আরোহীদের দিকে একটুও মনোযোগ দেয় নি, আর সে কারণেই সবার বারোটা বেজে গেছে।

মঙ্কের অবস্থা দেখে র‍্যাচেল শুধু মৃদু হাসলো। নিজের নীল টিনটেড সানগ্লাসটা কপালের উপরে তুলে মঙ্ককে বললো, "তোমার শুধু ভালো একটা ব্রেকফাস্ট করা দরকার তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি কাছাকাছি একটা খুব ভাল পিজার দোকান চিনি।"

গ্রে নেমে এসেছে। ওই আসলে এখানে থামতে বলেছে। ওদের নাস্তা করা দরকার ফ্রেশ হওয়া দরকার এবং গাড়িরও গ্যাস দরকার। আর কিছুক্ষনের ভেতরে ওরা ওদের গন্তব্যে পৌছে যাবে এবং সেই সাথে ওদের কাজ যদি এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে তবে আর ওদের বেঁচে থাকার ব্যাপরটা ধামা চাপা দিয়ে রাখার দরকার পড়বে না।

সবাই নেমে আসার পরে র‍্যাচেল ওদেরকে পথ দেখিয়ে লেকের পাড়ে পিজা শপের দিকে চললো। গ্রে খুব যত্নের সাথে আশপাশটা দেখছে, গ্রে'র সাথে র‍্যাচেলও হাটছে। র‍্যাচেল সারারাত জার্নি করে এবং বেশিরভাগ সময় ড্রাইভ করেও ওর ভেতরে ক্লান্তির তেমন কোন চিহ্ন নেই, আর দেখতেও যথেষ্ট সতেজ লাগছে। বরং ওকে গতকাল যতোটা বিধ্বস্ত লেগেছিল আজকে তারচেয়ে অনেকটাই সজীব রাগছে। গ্রে'র কাছে মনে হচ্ছে যেন মেয়েটা রাতের মানসিক ধাক্কা অনেকটাই কাটিয়ে উঠতে পেরেছে।

র‍্যাচেল ভালো বোধ করাতে একদিকে ওর ভালো লাগছে আরেকদিকে ওর খানিকটা হতাশও রাগছে। কারণ কাল রাতের স্মৃতিগুলো বার বার ওর মনে পড়ে যাচ্ছিলো।

প্রচন্ড বিপদের সময় মেয়েটা কিভাবে ওকে আকড়ে ধরেছিল, ওর উপর নির্ভর করে কী গভীরভাবেই না ওর দিকে তাকিয়ে ছিল। র‍্যাচেল যতোই ঠিক হচ্ছে ওদের ভেতরের ফর্মাল সম্পর্কটা যেন ততোই ফিরে আসছে।

ওরা র‍্যাচেলকে ফলো করে লেকের খোলা পাড়ে চলে এল। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য অসাধারন। চারপাশে পান্না সবুজ বনের মাঝখানে স্বচ্ছ নিল লেকটা যেন একটা নীল রঙের হিরের মতো ঝিকমিক করছে, সেইসাথে দূরে দেখা যাচ্ছে বরফাচ্ছন্ন সাদা আল্পসের চূড়া।

সবমিলিয়ে তুলনাহীন।

"লেগো ডি কোমো," ভিগর বলে উঠলেন, উনি গ্রে'র ঠিক পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন। "ভার্জিল তার একটা লেখায় বলেছিলেন এই লেকটা পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর লেক।"

ওরা চমৎকার বাগানে ছাওয়া একটা রাস্তায় এসে পড়েছে। দু'পাশে এবং মাঝখানে নানা ধরনের ফুলের গাছ। ক্যামেলিয়া, অ্যাজালিয়া, রডেনড্রন কি নেই। চমৎকার রাস্তাটা ধরে ওরা লেকের পাড় দিয়ে এগোল। এদিকে আবার রাস্তার দুই পাশে সাইপ্রাস, কাঠবাদামসহ নানা ধরনের গাছের সারি। গাছের সারিগুলোর ঠিক ওইপাশেই লেকের স্বচ্ছ নিল পানিতে সকালের রোদে ছোট ছোট সাদা সেইলবোটগুলো ঝকঝক করছে। দূরে পাহাড় সারি আর লেকের চারপাশের বনের

চমৎকার দৃশ্যাবলী আর নানা ধরনের রঙের খেলা এখান থেকে আরো ভালোভাবে দেখা যাচ্ছে।

গ্রে খেয়াল করে দেখলো ভিগর আর র‍্যাচেলকে তো ফ্রেশ লাগছেই, এই সুন্দর পরিবেশে এসে মঙ্কও ভালো বোধ করছে, অন্তত নিজের পায়ের উপর ভালোভাবে হাটতে পারছে। আর ক্যাটের চোখেও খেলা করছে খানিকটা রঙের আভা।

"রেস্টোরেন্টো ইমবারকেড্রো," র‍্যাচেল রেস্টুরেন্টটার উপরে পিজার ছবিটার দিকে দেখিয়ে বললো।

"আমারা এই রেস্টুরেন্ট পর্যন্ত গাড়িতেই আসতে পারতাম," গ্রে ঘড়ি দেখতে দেখতে বললো। "অন্তত খানিকটা সময় বাঁচতো।"

"সমস্যা নেই কমান্ডার, আমার হিসাব যদি ভুল না হয় তবে আমরা ঠিক সময়েই মিলানে পৌছে যাবো," ভিগর গ্রে'র কাঁধে একটা হাত রেখে বললেন। "এই পথটুকু হাটার কারণে সবাই অনেক ভালো বোধ করছে।"

"কিন্তু হাঁড়গুলো যদি–"

ওর কথা শেষ হবার আগেই ভিগর একটা হাত তুলে ওকে থামিয়ে দিল। "শমান্ডার, আমি এই হাঁড়গুলোর ব্যাপারে ঝুঁকিটুকু বুঝতে পারছি। কিন্তু এই ব্যাপারটা আমারা আগেই অনুমান করেছিলাম তাই আগে থেকেই আমার উপরে নির্দেশ ছিল ওগুলোকে রোমে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার। কোলনের ঘটনার পরেই ওগুলোকে চার্চের সবচেয়ে সুরক্ষিত স্থানে লুকিয়ে ফেলা হয়েছে, সেই সাথে স্থানীয় পুলিশকেও অ্যালার্ট করে দেয়া হয়েছে।"

"আপনার কথা ঠিক আছে কিন্তু এই সাধারণ সতর্কতা কি ড্রাগন কোর্টকে থামাতে পারবে বলে আপনার মনে হয়?"

গ্রে'র চোখে এখনো কোলনের দৃশ্যগুলোই ভাসছে।

"না, তা পারবে না কিন্তু কোর্টের কাজকারবার যদি আমরা বিবেচনায় আনি তবে ওরা কিছুতেই দিনের বেলা আক্রমন করবে না। ওরা কাজ সারে রাতের আঁধারে, আর আমরো যেকোন অবস্থাতেই বিকেলের ভেতরেই মিলানে পৌছে যাবো।"

সাথে ক্যাট যোগ করলো, "এখানে একটু থামলে আমার মনে হয় না এতে সময়ের তেমন কোন অপচয় হবে।"

গ্রে'ও ভেবে দেখলো আসলে সময়ের অপচয়ও তেমন হচ্ছে না, আর হলেও ওদের সবারই আসলে বিশ্রাম নেয়া উচিত, তো সেটা যেহেতু এখন সম্ভব না তো অন্তত একটু রিফ্রেশ তো হওয়া যাবে।

র‍্যাচেল এক হাতে গেট খুলে ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বললো, "ওরা এখানে স্থানীয় সব খাবারের সেরা সেরা ডিশ পরিবেশন করে। তোমার রিসোট্টো কন পেসকো পার্সিসকো ট্রাই করা উচিত।"

"এক ধরনের সোনালি মাছের সাথে রিসোট্টো," সবার অবাক দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে ভিগর ব্যাখ্যা করে বললেন। "এখানকার এই খাবারটা আসলেই ভালো।"

র‍্যাচেল ওদেরকে গাইড করে ভেতরে এসে একটা টেবিলে বসে পড়লো।

আগে আপাত্তি জানালেও এখন গ্রে'র কাছে র‍্যাচেলের এই সিদ্ধান্তটা আসলেই ভাল বলে মনে হচ্ছে। ওয়েটার আসার পরে র‍্যাচেল অনর্গল ইটালিয়ান ভাষায় কথা বলে গেল। কথা শেষ করে ওদের উদ্দেশ্যে বললো, "আমি সবার জন্যে পছন্দমতো খাবার আর্ডার করে দিয়েছি।"

"দেখে মনে হচ্ছে তুমি এখানে আগেও অসংখ্যবার এসেছো।" প্রশ্নটা র‍্যাচেলের উদ্দেশ্যে মঙ্ক করেছে, প্রশ্নটা করেই সে একপলক গ্রে'র দিকে তাকালো।

কিন্তু উত্তরটা দিলেন মনসিগনর। "এই রেস্টুরেন্টটা আমাদের খুব কাছের আত্মীয়ের। ওরা তিন জেনারেশান ধরে এটা চালাচ্ছে এবং এটাকে বলা হয় এই শহরের সেরা রেস্টুরেন্ট। এখানে শুধু খাবারই না সব ধরনের সেরা ওয়াইনও আছে এবং যেকোন ধরনের পার্টির জন্যে প্রমোদবিহার বা একটা ফেরিও আছে।"

ওদের খাবার চলে এসেছে। বেশ হাসিখুশি চেহারার একজন ওয়েটার ওদেরকে খাবার পরিবেশন করলো।

স্যামন সালাড, সাথে আপেল ভিনেগার, বার্লি স্টু, ভিল, বিশেষ একধরনের পাস্তা সাথে সাদা একধরনের মাছ যেটার নাম পাপ্পারডেল্লি।

আরো অসংখ্য আইটেম আসছে এবং আসছেই।

গ্রে আর ওর বাকি দুই সঙ্গী এগুলোর বেশিভাগেরই নাম জানে না। সবশেষে এল দুটো বোতল।

ওয়াইন, লাল এবং সাদা।

"বন আপেতিত," ভিগর বেশ জোরে সবাইকে বলে খাওয়া শুরু করলেন।

সবাই বেশ মনযোগের সাথেই খাচ্ছে। আসলে সবাই বেশ ক্ষুধার্ত এবং খাবার আসলেও অতুলনীয়।

মঙ্ক চামচ দিয়ে একটা ডিশ থেকে তুলে নিতে গিয়ে ফেলে দিয়ে আবার হাত দিয়েই তুলে নিল, "আসলেই তুলনাহীন খাবার।"

ওদের ভেতরে ক্যাটই তুলনামূলক কম খেলো। সে একটা ডেজার্টের বাটি হাতে নিয়ে বেশ মনোযোগের সাথে দেখছে। তার আগ্রহ দেখে ওয়েটার এগিয়ে এল।

ক্যাট জানতে চাইলে এটা কি? র‍্যাচেল প্রশ্নটা ওয়েটারকে ইটালিয়ানে বললো। ওয়েটার উত্তর দিলে র‍্যাচেল বললো, "এটার নাম, ম্যাসিডোনিয়ান কন পান্না। এতে কয়েক ধরনের ফল আর ক্রিম আছে।"

ক্যাট মাথা নেড়ে খেতে শুরু করলো।

ওরা সবাই বেশ হৈহুল্লোর করে খাওয়া-দাওয়া করছে কিন্তু গ্রে'র মাথায় চলছে অন্য ভাবনা। ও ভাবছে ওদের সবারই আসলে এই মুহূর্তটা দরকার ছিল, তবে এখন যতোটা দ্রুত পারা যায় ওদের রওনা দিতে হবে। কারণ এখান থেকে মিলানে গিয়ে দ্রুত হাঁড়গুলো কালেক্ট করে সেগুলো নিয়ে সন্ধের আগে যেভাবেই হোক রোমে পৌছাতে হবে। ও আরো ভাবছে মনসিগনর ভেরোনাকে নিয়ে। যদিও বেশ আনন্দে আছেন উনি এই মুহূর্তে কিন্তু গ্রে খেয়াল করেছে মাঝে মাঝেই উনি নিজের চিন্তার

জগতে হারিয়ে যাচ্ছেন। এতো কি ভাবছে লোকটা? গ্রে ধরতে চাইছে কি এমন ভাবনা ঘুরছে মানুষটার মাথার ভেতরে।

হঠাৎ উনি গ্রে'র দিতে তাকালেন, দুজনেই দুজনার দিকে তাকিয়ে আছে। গ্রে ধরা পড়ে গেছে যে ও উনার দিকে তাকিয়ে ছিল। গ্রে'র দিকে তাকিয়েই হঠাৎ ভিগর বলে উঠলেন, "কমান্ডার পিয়ার্স, খেতে খেতে ভারি হয়ে গেছি, চলুন আমি আর আপনি একটু কিচেন থেকে হেটে আসি। রিলাক্সও হবো একটু কথাও বলা যাবে।"

গ্রে হাতে একটা গ্লাস নিয়ে উঠে দাঁড়ালো, মঙ্ক ওর দিকে তাকিয়ে আছে।

ইশারায় ওকে এখানেই থাকতে বললো।

ভিগর ওকে নিয়ে সুন্দর একটা টেরেসে চলে এলেন। এখান থেকে লেকের চমৎকার একটা ভিউ চোখে পড়ে।

"আমি আপনার সাথে একটা ব্যাপারে কথা বলতে চাই। আসলে আপনার মতামত জানতে চাই।"

"বলুন।"

"এই ঘটনাটার সাথে ভ্যাটিকান যেভাবে জড়িয়ে পড়েছে এবং ভ্যাটিকানের ভেতর থেকে যেভাবে ইনফরমেশান লিকের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে তাতে আমার মনে হচ্ছে আপনি একবার রোমে পৌছাতে পারলে আমাদের সাথে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে ড্রাগন কোর্টের সাথে একাই লড়বেন।"

গ্রে মনে মনে লোকটার বুদ্ধির প্রশংসা করলো। ও আসলেই এমনটা ভেবে রেখেছে। একবার ভাবলো অস্বীকার করে, কিন্তু সিদ্ধান্ত নিল অন্তত কাল রাতের ঘটনার পরে লোকটাকে সত্যিকারের উত্তরই দেয়া উচিত। "আমার মনে হয় আমাদের সবার জন্যেই সেটাই ভাল হবে এবং আমার ভাবনা ভুল না হলে আমাদের সুপিরিয়ররাও এটাই সিদ্ধান্ত নিবেন।"

"কিন্তু আমার তা মনে হয় না," ভিগর বেশ জোরের সাথেই বললেন।

গ্রে ওর দিকে মনযোগ দিয়ে তাকালো।

"কারণ যদি বাপারটা সম্পূর্নভাবে হাঁড়গুলোকে ঘিরেই হয়ে থাকে তবে আমার ধারণা আমাদের ভূমিকা সামনে থেকে আরো গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে।"

"তাই নাকি, কিন্তু সেটা কিভাবে?"

ভিগর গ্রে'র চোখের দিকে তাকালো আরো গভীরভাবে, গ্রে ভাবলো এটা কি ভিগর পরিবারের সবারই অভ্যাস নাকি এইরকম গভীরভাবে চোখের দিকে তাকানো।

"ঠিক আছে, আমি আপনাকে বুঝিয়ে বলছি। প্রথমত আমরাই বের করেছি ড্রাগন কোর্ট হলো এমন একটা ঐতিহাসিক কাল্ট যারা হারিয়ে যাওয়া বিভিন্ন ধরনের গভীর জ্ঞানের সন্ধান করে এবং এবারও ওরা একটা নস্টিক টেক্সট নিয়ে পড়েছে।"

"মানে আরেকটা ঐতিহাসিক পাজল গেম।"

ভিগর আবারো ওর চোখের দিকে তাকিয়েই বললেন, "কমান্ডার, আমি বিশ্বাস করি আপনি বিভিন্ন ধরনের প্রাচীন বিশ্বাস আর দর্শনের ব্যাপারে জানেন। যেমন

ধরুন তাওইজম বা প্রাচীন হিন্দু গোপন বিদ্যা ।"

গ্রে এবার সন্দেহের চোখে উনার দিকে তাকালো। লোকটা কি আসলেই একজন ভ্যাটিকানের ট্রেইনড অপারেটিভ নাকি এটা ওকে ভোলানোর জন্যে বলেছে।

"আধ্যাত্মিক জ্ঞানের চর্চা করা কখনোই খারাপ কিছু ছিল না," মনসিগনর বলেই চলেছেন, উনি গ্রে'র ভাব লক্ষ্য করেন নি বা বুঝতে পারে নি। "চর্চাটাই আসল, পথটা কি তা গুরুত্বপূর্ন নয়। যেমন নোসিজমের সংজ্ঞাই হলো 'ঈশ্বরকে খুঁজে বের করার সত্যকে সন্ধান করা।' আর আমর ধারণা ড্রাগন কোর্টেরও এধরনের কোন একটা মূলনীতি আছে। প্রকৃতপক্ষে নোসিজম এর প্রারম্ভ থেকে ক্যাথলিসিজমেরই একটা অংশ ছিল।" ০

"বেশ," গ্রে বলতে লাগলো, ওর গলার স্বরে বিরক্তভাব পুরোপুরি ফুটে উঠেছে। "আমি যদি এসব তাত্ত্বিক কথাবার্তা মেনেও নেই তবে আমাকে বোঝান কোলনের ম্যাসাকারের সাথে এর সম্পর্ক কোথায়?"

মনসিগনর বলতে লাগলেন। "এই আক্রমনের সাথে জিশু খ্রিস্টের দু'জন বাণী প্রচারকের ভেতরকার ঝগড়ার খুব গভীর সম্পর্ক আছে। টমাস আর জন।"

গ্রে বেশ বিরক্তি বোধ করছে। "আপনি কি বলতে চাচ্ছেন আমাকে পরিস্কার করে বলেন তো।"

"খৃস্টিয় ধর্মের শুরুতে এটা ছিল একটা নিষিদ্ধ ধর্ম। সম্পূর্ন অন্যরকম এক মতবাদ, যা সেই সময় কেউই প্রথমত মেনে নিতে পারে নি। খুব স্বল্প কয়েকটা পরিবার যারা এটা গ্রহন করেছিল তারা প্রতিনিধি ঠিক করে নিজেরা চাঁদা তুলে এর প্রচার কাজ চালাতো। আর ফান্ডের বেশিরভাগ টাকাই ব্যয় হতো এতিমদের জন্যে, অসুস্থদের খাবার আর ঔষধ যোগাতে, গরিবদের লাশ কবর দিতে। এধরনের কাজকর্ম তখন খুব কষ্টকর হলেও তা গরীব এবং সাধারন জনগনের ভেতরে ক্রিশ্চিয়ানিটির এক বিপুল জনপ্রিয়তা এনে দেয়। এমনকি নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও লোকে কাতারে কাতারে নতুন এই ধর্ম গ্রহণ করতে থাকে।"

"হ্যা, আমি এসব জানি। আজো এগুলোর উদাহরন দেয়া হয়। তারপর–"

ভিগর একটা হাত তুলে গ্রে'কে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "আপনি যদি আমাকে বলতে দেন তো আমার ধারণা আপনিও কিছু শিখতে পারবেন।"

গ্রে চুপসে গেল, ভ্যাটিকানের একজন স্পাই হওয়া সত্ত্বেও ভিগর একজন ইউনিভার্সিটির প্রফেসর, আর কোন প্রফেসরই লেকচারের মধ্যে হঠাৎ করে বাধা পছন্দ করেন না।

"ক্রিশ্চিয়ানিটির প্রাথমিক দিনগুলোতে গোপনীয়তা বজায় রাখা হতো খুব সতর্কতার সাথে। মিটিংগুলো সব হতো গোপন সব গুহায়, সমস্ত লেখাগুলো লিখে রাখা হতো কোডে। এর ফলে হলো কি, প্রথমে বিভাজন এবং তারপরে হতে লাগলো দূরত্ব সৃষ্টি। আলেকজান্দ্রিয়া, কার্থেজ, রোম। এই দূরত্ব থেকে দূরত্বে ধর্মীয় প্র্যাকটিস এবং মতবাদ হয়ে যেতে থাকলো ভিন্ন। সেই সাথে গসপেলগুলো হতে শুরু করলো পরিবর্তিত। আজকের যে বাইবেল আমরা জানি তা মূলত চারজনের

গসপেলের কালেকশন–ম্যাথিউ, মার্ক, লিউক এবং জন। এছাড়াও আরো অসংখ্য গসপেল ছিল। জেমসের গসপেল, ম্যারি ম্যাগদালিনের গসপেল, ফিলিপের, পিটারের অ্যাপেক্যালিপস ইত্যাদি। আলাদা আলাদা গসপেলে বিষয়বস্তু এবং কাহিনী সবই বদলে যাচ্ছিলো। সেই সাথে তখনকার সেই সদ্য নির্মিত শিশুচার্চও হয়ে পড়ছিল বিভক্ত।"

গ্রে মাথা ঝাঁকালো সে এই ধরনের বেশ কিছু কাহিনী ও মায়ের কাছে শুনেছে এবং ওর শোনা কাহিনীগুলোর সাথে এগুলোর মিল আছে। তবে ভিগরের বলা কাহিনীগুলো আরো অনেকবেশি ডিটেইল এবং ম্যাচিউর্‌ড।

"কিন্তু দ্বিতীয় শতাব্দীতে," ভিগর বলে চলেছেন, "লিওনের বিশপ, সেন্ট ইরেনিয়াস 'অ্যাডভারসাস হিয়ারসিজ' নামে পাঁচ ভলিউমের একটা বই লেখেন। এটার বিষয়বস্তু ছিল সমস্ত গুজবের বিরুদ্ধে। এর সম্পূর্ন টাইটেল ছিল 'দ্য ডেস্ট্রাকশন অ্যান্ড ওভারথ্রো অব ফলস্‌লি সো-কলড নলেজ।' এই বইটা লেখা হয়েছিল এমন একটা সময়ে যখন ক্রিশ্চিয়ান ধর্ম থেকে সমস্ত নস্টিক বিশ্বাসগুলো দূর হতে শুরু করেছে এবং মার্ক, ম্যাথিউ, লিউক এবং জনের গসপেলের জনপ্রিয়তা কামানের গোলার মতো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে, ঠিক তখন। তাই সেটা চার্চের জন্যে খারাপ হয়ে দাঁড়ায়। কারণ চার্চের সার্বিক উদ্দেশ্যই ছিল তখন এই চার মতামতকে ক্রিশ্চিয়ানিটির মূল চারটি স্তম্ভ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা।"

"কিন্তু সব গসপেলগুলোর ভেতর থেকে এই চারটাই কেন?"

"হ্যা, আমিও সেটাই আপনাকে বলতে যাচ্ছি।"

এতোক্ষনে গ্রে বুঝতে পারছে ও ধীরে ধীরে ভিগরের কথায় আকর্ষণ খুঁজে পাচ্ছে এবং ও খানিকটা কৌতুহলও বোধ করছে।

ভিগর লেকের দিকে ফিরে আবার বলতে শুরু করলেন। "এই চারটা গসপেলের ভেতরে ম্যাথিউ, মার্ক আর লিউক এই তিনজনের গসপেলে প্রায় কাছাকাছি এবং একইরকম কথা বলা আছে। কিন্তু চতুর্থ অর্থাৎ জনের গসপেলের বক্তব্য বেশ খানিকটা ভিন্ন। এমনকি এটাতে বর্ণিত জিশুর জীবনকাহিনীও অন্যদের সাথে মেলে না। কিন্তু এর ভেতরে বেশ কিছু মৌলিক ব্যাপার আছে আর প্রশ্নটা হলো কেন জনের বক্তব্য ভিন্ন হবার পরও তাকে মূল বাইবেলের অন্তর্ভূক্ত করা হলো?"

"কেন?"

"কারণটা ছিল তার আরেকজন সমসাময়িক শিষ্য, টমাস।"

"মানে কি টমাসের সেই সন্দেহ প্রকাশের কারণে?" গ্রে ইতিহাসের এই অংশটুকু জানে। জিশুর শিষ্যদের ভেতরে একমাত্র টমাসই বিশ্বাস করে নি জিশুর পুণরুত্থান হয়েছে। তারপর যখন সে নিজ চোখে দেখে তখন সে মেনে নেয়।

ভিগর মাথা দোলালেন। "কিন্তু আপনি জানেন কি, একমাত্র জনের গসপেলেই টমাসের এই সন্দেহ প্রকাশের ব্যাপরটা বর্ণিত আছে? অন্যসব গসপেল টমাসকে সাধারণভাবেই তুলে ধরা হয়েছে, কিন্তু জন তার এই সন্দেহ প্রকাশের ব্যাপরটা তুলে ধরে তাকে একজন অবিশ্বাসী হিসেবে আখ্যা দিয়েছে। জন কেন এটা করেছে

সেখানেই হলো আসল ব্যাপার।"

গ্রে মাথা নাড়লো, এতোক্ষনে সে পুরোপুরি ঘটনার ভেতরে ঢুকতে পারছে। কারণ একজন ক্যাথলিক হিসেবে এমনকি ধর্মীয় বিষয়ে তার নিজের ব্যাপক পড়াশুনার সময়েও কখনো সে এই অসামঞ্জস্যটা খেয়াল করে নি।

"এর পেছনে একটা বড় কারণ ছিল তখন টমাসের অনুসারীর সংখ্যা ছিল অনেক এবং তার ব্যাপক প্রভাব প্রতিপত্তির সামনে জন বাদে আর কেউ তার বিরুদ্ধাচারন করার সাহস পায় নি। এমনকি আজো টমাসকে অনুসরন করা অনেক ক্রিশ্চিয়ান আছে ইন্ডিয়াতে। কিন্তু সেই সময় চার্চের প্রাথমিক দিনগুলোতে জন আর টমাসের ভেতরকার বিরোধ এতোটাই প্রকট আকার ধারন করে এবং তাদের দুজনের গসপেলে এতোটাই বিপরীত কথাবার্তা ছিল যে এই দুটো গসপেলের যেকোন একটাকেই স্বীকৃতি দেয়া সম্ভব ছিল।"

"এসব আপনি কি বলছেন? একই ধর্মের গোড়ার কথায় এমন কি আর বৈপরীত্য থাকতে পারে?"

"ঠিক আছে, তাহলে আমি ওদের বাইবেলের একদম শুরুর কথা দিয়েই শুরু করি। প্রথম কথাতেই আছে। 'লেট দেয়ার বি লাইট,' জন এবং টমাস দুজনেই এখান থেকেই শুরু করেছে জিশু এবং সৃষ্টির আলো দিয়ে। কিন্তু এই শুরুর কথাটার ব্যাখ্যাতেই দুজন দিয়েছে দুই ভিন্ন মতামত। টমাসের বক্তব্য অনুযায়ী, এই সৃষ্টির আলো শুধুমাত্র সমগ্র মহাবিশ্বকে সৃষ্টিই করে নি বরং এই আলো প্রতিটা জিনিস এবং প্রতিটা মানুষের ভেতরেই আছে স্রষ্টার প্রতিচ্ছবি হিসেবে, সেটাকে খুঁজে পাওয়া প্রতিটা মানুষের জন্যে সময় এবং সাধনার ব্যাপার।"

"আর জন? সে কি ব্যাখ্যা দিয়েছে?"

"জন এর ব্যাখ্যা দিয়েছে সম্পূর্ন ভিন্নভাবে। জনের শুরুটাও একইরকম কিন্তু সে বলেছে এই আলো যা মহাবিশ্বকে সৃষ্টি করেছে এবং জিশু সেই আলোর বাহক এবং এই আলো শুধুমাত্র খোদ জিশুই নিজের ভেতরে ধারন করেন। বাকি পৃথিবী এই আলোর সন্ধান পায় নি এবং মানব জাতিসহ তা অন্ধকারে নিমজ্জিত। এই আলোতে মানবজাতি যদি আলোকিত হতে চায় তবে সেটা করতে হবে স্রষ্টার কাছে পাপমোচনের মাধ্যমে এবং জিশুকে পূজো করার মাধ্যমে।"

"আমার কাছে তো আগের ব্যাখ্যাটাই ভালো বলে মনে হচ্ছে এবং জনেরটা মনে হচ্ছে অনেক সংকীর্ণ একটা ধারণা।"

"কিন্তু এই বার্তাটাই তখনকার সেই সদ্য গঠিত চার্চের জন্যে সুবিধাজনক ছিল। কারণ জন এই পাপ মুক্তি এবং আলোক সন্ধানের ব্যাপারে চার্চের একটা ভূমিকা বর্ণনা করে, যেটা তখনকার মানুষকে অনেক বেশি চার্চ নির্ভর করে তুলেছিল। জন এমনকি চার্চের জন্যে দারুণ একটা পলিসিও প্রবর্তন করে দেয়। সেই গন্ডগোলের সময় জনের এই নীতি এবং তার পলিসি চার্চের জন্যে ব্যাপক সুবিধা বয়ে আনে। তাই চার্চও তাকেই সাপোর্ট করে। কারণ ব্যাপারটা আপনি এভাবে দেখুন, টমাস বলছে প্রতিটা মানুষের নিজের থেকেই স্রষ্টার আলোয় আলোকিত হবার সুযোগ আছে

যদি সে সাধনা করে, আর জন বলছে, না, তুমি যদি স্রষ্টার আলোয় আলোকিত হতে চাও তবে তোমাকে প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে যেতে হবে যেটা তোমাকে চার্চ দেবে। তাহলে বুঝুন, চার্চ কাকে সাপোর্ট দেবে। অতঃপর এটাই কাজে লাগানো হয়।"

"হুমম। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে সঠিক কোনটা?"

ভিগর একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। "কে জানে? আমার কি আর সব প্রশ্নের উত্তর দেয়ার সামর্থ আছে। জিশু যেমন বলেছিলেন, 'খুঁজে দেখ নিজেই পাবে'।"

গ্রে ভ্রু কুঁচকে তাকিয়ে আছে। ওর কাছে ভিগরের জবাবটা অনেকটাই নস্টিক বলে মনে হচ্ছে। ও লেকের দিকে ফিরে তাকালো, সেইল বোটগুলোকে দেখছে। 'খুঁজে দেখ নিজেই পাবে'। আসলেই কি তাই? না, দর্শনের একজন নিয়মিত পড়ুয়া হিসেবে ও নিজেও কি তাই উপলব্ধি করে না? তবে এ ক্ষেত্রে উত্তর দেয়াটা আসলেই কঠিন। বিশেষ করে যখন প্রশ্ন চলে আসে নিজের ধর্ম এবং বাইবেল নিয়ে...

"আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি," ভিগর একটা আঙুল তুললেন। "প্রথমত, এই আক্রমনের পেছনে প্রাচীন সেই দ্বন্দ্বের একটা সম্পর্ক আছে, জনের সার্বিক বিশ্বাস আর টমাসের নস্টিক ভাবনা।"

"মানে কি ক্যাথলিক চার্চ একদিকে আর ড্রাগন কোর্ট আরেকদিকে?"

"না, শুধুমাত্র এটা না। ড্রাগন কোর্ট আসলে জ্ঞানের সন্ধান করে ক্ষমতার জন্যে, স্রষ্টার নৈকট্যের জন্যে না। ওরা পৃথিবীর বুকে প্রাচীন জমিদারি প্রথা ফিরিয়ে আনতে চায়, যেখানে ক্ষমতার রাশ থাকবে ওদের হাতে, কারণ ওরা নিজেদেরকে আর সবার থেকে সেরা মানুষ মনে করে। সুতরাং আমি মনে করি না যে ওরা প্রাচীন নোস্টিক বিশ্বাসের প্রতিনিধিত্ব করে। আসলে ওরা হলো কিছু ক্ষমতালোভি পারভার্ট। তবে হ্যা, ওদের সাথের প্রাচীন ইতিহাসের সংযোগ আছে।"

গ্রে একটু একটু ধরতে পারছে তবে ওরা এখনো ওদের বর্তমান ইস্যু থেকে অনেক দূরে।

ভিগরও গ্রে'র মনের ভাবনা পড়তে পারছেন। উনি তার দ্বিতীয় একটা আঙুল তুললেন। "দ্বিতীয়ত, টমাসের গসপেলে একটা কথা লেখা আছে, একদিন জিশু টমাসকে একপাশে ডেকে নিয়ে তাকে তিনটি গোপন কথা বলেছিলেন। তারপর যখন বাকি শিষ্যরা তার কাছে জানতে চায় জিশু তাকে কি বলেছেন, উনি জবাব দেন, 'আমি যদি তোমাদেরকে একটা কথাও বলি তবে তোমরা আমাকে পাথর ছুঁড়ে মারবে এবং সেই পাথর থেকে বিচ্ছুরিত আগুনে তোমরাও পুড়ে মরবে'।"

একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ভিগরের প্রতিক্রিয়া খেয়াল করলো সে। "দাঁড়ান দাঁড়ান, পাথর থেকে বিচ্ছুরিত আগুন, ঠিক যেমনটা কোলনে ঘটেছে?"

ভিগর হেসে মাথা দোলালেন। "প্রথমবার ম্যাসাকারের ঘটনা শোনার পর থেকেই এই কথাটা আমার মাথায় ঘুরছে।"

"কিন্তু এটা তো অনেক হালকা একটা সংযোগ," গ্রে এখনো সন্তুষ্ট না।

"এখনো হালকা কারণ আমি আপনাকে ঐতিহাসিক আরো কিছু কথা বলতে বলবো।" ভিগর আরেকটা আঙুল তুললেন।

গ্রে'র কোথায় যেন একটা অস্বস্তি হচ্ছে।

"ঐতিহাসিক ডকুমেন্ট অনুযায়ী," ভিগর অনেকটা ব্যাখ্যা দেয়ার সুরে বললেন। "টমাস জিশুর বাণী নিয়ে পূর্ব দিকে রওনা দিয়েছিলেন, আজকের ম্যাপে বলতে গেলে ইন্ডিয়ায়। উনি সেখানে তার বাণী প্রচার করেন, চার্চ নির্মাণ করেন এবং সেখানেই মারা যান। কিন্তু এটার চেয়ে উনি ব্যাপ্টিজমের আরেকটা স্পেশাল শাখার জন্যে খুব বিখ্যাত।।"

গ্রে চুপচাপ শুনছে।

"টমাস সেই তিনজন ম্যাজাইকে, যাদের হাঁড় নিয়ে আজ এতো তুলকালাম, তাদেরকে ব্যাপ্টাইজ করেছিলেন, মানে এই তিনজনকেও উনিই প্রথম ক্রিশ্চিয়ানিটির দীক্ষা দিয়েছিলেন।"

এবার গ্রে'র টনক নড়ে উঠলো। এখন সে সেন্ট টমাস আর তার নস্টিক ট্রেডিশানের কানেকশান খুঁজে পাচ্ছে।

জিশুর গোপনে বলা কথা, তিন ম্যাজাইকে টমাসের দীক্ষা, তাদের হাঁড়, কোলনের ঘটনা, পাথুরে আগুন, কোলনের মৃতদেহগুলো এবং তাদের পরিণতি সব ও ধীরে ধীরে এসূতোয় গাথার চেষ্টা করছে। হঠাৎ ওর সেই চার্চে পাওয়া পোড়া মৃতদেহগুলোর গন্ধের কথা মনে পড়ে গেল।

কোন না কোনভাবে এই হাঁড়গুলোই এতোগুলো মৃত্যুর জন্যে দায়ি। যদি এই ইতিহাস থেকেই এদের উৎপত্তি হয়ে থাকে তবে ইতিহাস থেকেই এদের বের করার ক্লু খুঁজে পেতে হবে। ও মনসিগনরের দিকে ঘুরে তাকালো।

ভিগর আবার বলতে শুরু করলেন, এবার উনি একটু হলেও গ্রে'র মনের পরিবর্তন ধরতে পেরেছেন। "আমি আগে থেকেই বলছি, ক্যাথেড্রালের সেই মৃত্যুগুলোর সাথে টেকনোলজির আরো কিছু বিষয় জড়িয়ে আছে। যাই ঘটে থাকুক আর ঘটার সম্ভাবনা থাকুক সেটাতে বর্তমান সময়ের সাথে সাথে অতীতও ঠিক একইভাবে জড়িয়ে আছে। কাজেই বুঝতেই পারছেন এই তদন্তে আমাদেরকে রাখা কতোটা গুরুত্বপূর্ন।"

গ্রে বুঝতে পাছে মনসিগনর তার যুক্তি ভালোভাবেই উপস্থাপন করতে পেরেছেন।

"আমি আছি কমান্ডার, এর শেষ না দেখে আমার শান্তি নেই, কিন্তু আমি আমার ভাগ্নির জীবন নিয়ে খেলতে পারি না। একবার রোমে পৌছে গেলে আমি ওকে ক্যারিবিনিয়ারিতে ফেরত পাঠাবো।"

গ্রে মনসিগনরের সাথে একমত প্রকাশ করলো।

অবশেষে তারা দু'জনে কোন একটা ব্যাপারে একমত হতে পেরেছে।

১০: ৪৫ এ.এম

র‍্যাচেল ওর পেছনে একটা পায়ের আওয়াজ শুনে ফিরে তাকালো। ও ভেবেছিল

মরিও এসেছে ওদের আর কিছু লাগবে কিনা জানতে। কিন্তু ফিরে যাকে দেখলো না চমকে পারলো না। বেশ বয়স্ক একজন মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন, নেভি স্ল্যাকস, ডেফোডিল প্যাটার্নের নীল সামার ফ্রক। তার সাদা চুল দুই কাঁধে ছড়িয়ে আছে। উনিও র‍্যাচেলকে দেখে কম চমকান নি।

মারিও তার ঠিক পেছনেই দাঁড়িয়ে আছে।

র‍্যাচেলের হা-করা মুখ দেখে উনি বললেন, "দারুণ একটা সারপ্রাইজ কি বলো?"

র‍্যাচেল উঠে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরলো। "নানু! তুমি এখানে কি করছো?"

নানু র‍্যাচেলকে একপলকে দেখ নিয়ে বললো, "তোর পাগল মা কোনদিনই শোধরাবে না! সে তোকে দেখার জন্যে একা রোমে চলে গেল আর আমাকে ফেলে গেল ওই বারবারির কাছে। ওকে আমার লাগে অসহ্য...তাই পালিয়ে চলে এলাম আমাদের ভিলায়।"

"খুব ভালো করেছো নানু। কিন্তু তুমি এলে কিভাবে?"

"ট্রেনে। ওই স্টেশানে একটা ছেলে টিকেট কেটে আমাকে ট্রেনে তুলে দিয়েছে। আর এখানে তো মারিও আমাকে নিয়ে এসেছে স্টেশান থেকে।"

"দারুণ। নানু।" বলে ও বৃদ্ধাকে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিল।

"তোমার বন্ধুদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবে না?"

র‍্যাচেল মঙ্ক আর ক্যাটের দিকে ফিরে বললো, "আমার নানু।"

উনি সবার সাথে হাত মেলালেন। "আমাকে তোমরা ক্যামিলিয়া বলে ডাকতে পারো।"

মঙ্ককে আপাদমস্তক জরিপ করে বললেন, "তুমি ন্যাড়া মাথা কেন? ছেলেদের ন্যাড়া মাথা আমার একদম ভালো লাগে না। কিন্তু তোমার চোখ দুটো ভারি সুন্দর আর মাথার টুপিটাও ভালো মানিয়েছে। তুমি কি ইটালিয়ান?"

"না, গ্রিক।"

উনি বোদ্ধা ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে ক্যাটের দিকে ফিরলেন। ক্যাটের দিকে তাকিয়ে মঙ্ককে দেখিয়ে প্রশ্ন করলেন, "ও কি তোমার বয়ফ্রেন্ড?"

প্রশ্ন শুনে ক্যাটের চোখ কপালে উঠে গেল। "না," ও এতোটাই দ্রুত বললো, তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বললো, "অবশ্যই না।"

ক্যামিলিয়া দুজনকেই দেখছেন। বেশ কিছুক্ষণ দেখে মৃদু হাসি দিয়ে বললেন, "তোমাদেরকে কাপল হিসেবে চমৎকার মানাবে।" বলে একটা চেয়ার নিয়ে বসে মারিওর দিকে ফিরে বললেন, "আমার জন্যে ভালো করে এক গ্লাস চিয়ারেট্টো বানিয়ে আনো।"

উনি এখনো ওদের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসছেন।

র‍্যাচেল ফিরে দেখলো গ্রে আর ওর আঙ্কেল দুজনে প্রাইভেট মিটিং শেষ করে এদিকেই আসছে। ওরা আসার পরে র‍্যাচেল খেয়াল করলো গ্রে ওর দিকে তাকাচ্ছে

না। ও জানতো ওরা কি নিয়ে আলাপ করতে যাচ্ছে তাই গ্রে'র এই চাহনির মানে ধরতে পারছে আর এ থেকে ওদের আলাপের ফলাফলও খানিকটা আন্দাজ করতে পারছে সে।

ব্যাপারটা উপলব্ধি করে র‍্যাচেলের কাছে হঠাৎ করে ওয়াইনটা তেতো লাগতে শুরু করলো।

আঙ্কেল ইতিমধ্যেই ওদের টেবিলের নতুন অতিথিকে দেখেতে পেয়েছেন এবং তার চাহনিই বলে দিচ্ছে উনি কতোটা অবাক হয়েছেন।

গ্রে'র সাথে ক্যামিলিয়ার পরিচয় করিয়ে দিতেই উনি প্রথমে র‍্যাচেলকে দেখলেন তারপর বেশ কিছুক্ষণ র‍্যাচেলের দিকে তাকিয়ে থেকে ফিরলেন গ্রে'র দিকে। উনি একটা ভ্রু উঁচু করে গ্রে'র দিকে তাকিয়ে আছেন এবং তার চাহনিতেই পছন্দের ভাব পরিস্কার। গ্রে'র মজবুত চোয়াল, ঝড়ো নীল চোখ আর ঘন কালো চুলে তাকে বেশ ইমপ্রেসড মনে হলো। র‍্যাচেল জানে ওর নানু জুটির ব্যাপারে বেশ ভালো মন্তব্য করতে পারেন, আর তার মন্তব্য সাধারনত কখনোই ভুল হয় না, এমনকি এই ব্যাপারটা ওদের পরিবারেও বেশ বিখ্যাত। অনেকক্ষন গ্রে'র দিকে তাকিয়ে থেকে অবশেষে উনি র‍্যাচেলের দিকে ফিরে মুখটা একটু র‍্যাচেলের কানের কাছে নামিয়ে এনে ফিসফিস করে বললেন, "আমি সুন্দর সুন্দর নাদুস নুদুস বাচ্চাকাচ্চা দেখতে পাচ্ছি।" উনার চোখ এখনো গ্রে'র দিকে, "*বেল্লিসিমো ব্যামবিনি।*"

র‍্যাচেল বেশ রাগের সাথেই বললো, "নানু, তুমি থামবে!"

র‍্যাচেলের রাগ দেখ উনি আবারো বোদ্ধা একটা হাসি দিলেন তারপর গ্রে'র দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, "সিনর গ্রে, আপনি কি ইটালিয়ান?"

"না, ম্যাম।"

"একজন ইটালিয়ান হতে আপনার কেমন লাগবে? অমার নাতনি–"

র‍্যাচেল তাকে বেশ রূঢ়ভাবে থামিয়ে দিয়ে বললো, "নানু, আমাদের হাতে একদম সময় নেই।" ও হাতঘড়ি দেখে বললো, "আমাদেরকে এখুনি মিলানে যেতে হবে।"

"হ্যা, আমরা চার্চের ঘটনাটা নিয়ে তদন্ত করছি।"

"ভয়ঙ্কর...ব্যাপারটা। চার্চের ভেতরে চুরি, তাও আবার মানুষ খুন করে, ভাবাই যায় না। আমি ঘটনাটা কাগজে পড়েছি। আসলেই ভয়ঙ্কর।" সবার দিকে আরেকবার নজর বুলিয়ে উনি চোখ সরু করে র‍্যাচেলের দিকে তাকালেন।

র‍্যাচেল তার নানুর সরু চোখ দেখেই বুঝতে পারলো উনি আসলে ব্যাপারটার ভয়ঙ্করত্ব এবং ওদের সম্ভাব্য বিপদের ব্যাপারে সবই বুঝতে পারছেন, কারণ খবরের কাগজে উনি সবই পড়েছেন এবং ওরা একদল আমেরিকানের সাথে এখানে, এর মানে ব্যাপার খুবই গুরুতর কিছু একটা।

"ভয়ঙ্কর," উনি আরেকবার বললেন।

একজন ওয়েটার এগিয়ে এল, তার হাতে বড় বড় দুটো খাবার ভর্তি ব্যাগ। দুটো থেকেই যথেষ্ট পরিমানে খাবার উপচে পড়ছে। মঙ্ক বেশ হাসিমুখে এগিয়ে ব্যাগ

দুটো হাতে নিল।

আঙ্কেল নানুর দিকে এগিয়ে গেলেন, তারপর তার দুই গালে দুটো চুমো দিয়ে বললেন, "আমরা কাজ শেষ করে কয়েকদিনের ভেতর পুরনো বাড়ি গন্ডোল্‌ফে দেখা করবো।"

নানু গ্রে'র দিকে এগিয়ে গিয়ে ওর একটা হাত ধরে বললেন, "তুমি আমার নাতনির দিকে খেয়াল রেখো।"

"অবশ্যই রাখবো, তবে ও নিজেই নিজের খেয়াল বেশ ভালোই রাখতে পারে।"

র‍্যাচেল তাকিয়ে দেখলো গ্রে ওর দিকেই তাকিয়ে আছে। দু'জনার দৃষ্টি এক হতেই র‍্যাচেলের ভেতরটা কেমন যেনো করে উঠলো। নিজের অনুভূতি দেখে ও নিজেই অবাক। স্কুলের গন্ডি পেরিয়ে এসেছে কতো আগে, আজ এরকম স্কুল বালিকার মতো মনে হচ্ছে কেন নিজেকে!

নানু এগিয়ে এসে গ্রে'কে জড়িয়ে ধরলেন, "আমারা ইটালিয়ান মেয়েরা নিজেদের খেয়াল ভালোই রাখতে পারি কিন্তু একজন পুরুষ আমাদের খেয়াল রাখছে ভাবতে আমরা গর্ব বোধ করি। মনে থাকবে?"

গ্রে হেসে উত্তর দিল, "থাকবে।"

সবাই বেরিয়ে যাচ্ছে নানু র‍্যাচেলকে থাকতে ইশারা করলেন। সবাই বেরিয়ে যেতেই উনি র‍্যাচেলের খোলা ভেস্টের ভেতরে খালি হোলস্টারটা দেখিয়ে বললেন, "কি, ওটা হারিয়ে ফেলেছো?" র‍্যাচেলের খেয়ালই নেই, ও এখনো খালি শোল্ডার বেল্টটা পরে আছে। কিন্তু নানু ঠিকই খেয়াল করেছেন। "মেয়েদের কখনোই ঘর খালি রাখা উচিত না। আমারটা নাও।" বলে উনি উনার সেই বিখ্যাত নাজি পিস্তলটা বের করে দিলেন।

"না...না! আমি এটা নিতে পাবো না। আর তুমি এটা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছো কেন?"

নানু ওর কথায় কোন পাত্তাই দিলেন না। "আমি ট্রেনে এসেছি তো, তুমিই বলো একা একটা মেয়ের জন্যে ট্রেন কি নিরাপদ? কত চোর-বদমাশ আছে! কিন্তু এখন আমার মনে হচ্ছে আমার চেয়ে এটার দরকার তোমারই বেশি।"

নানু গভীর দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে আছেন, উনি পরিস্কার উপলব্ধি করতে পারছেন মেয়েটা কতোটা বিপদের দিকে ধেয়ে যাচ্ছে।

র‍্যাচেল ওটা নানুর হাতে দিয়ে বললো, "এটা রাখো। আমি ভালোই থাকবো।"

"কোন কথা না।" উনি র‍্যাচেলের হাত ব্যাগে ওটা ঢুকিয়ে দিলেন। "সাবধানে থেকো বাছা।" বলে র‍্যাচেলের কপালে একটা চুমু খেলেন।

"থাকবো, নানু।" র‍্যাচেল চলে যাচ্ছে উনি আবার র‍্যাচেলের কব্জিটা ধরে ফেললেন।

"ও তোমাকে পছন্দ করে," তার মুখে মৃদু হাসি। "সিনর পিয়ার্স।"

"নানু!!"

"তোমাদের বাচ্চাগুলো অনেক সুন্দর সুন্দর হবে।"

র‍্যাচেল হেসে ফেললো। এই মহিলা আসলেই অসাধারন, এই বিপদেও মজা করতে জানে।

মারিও বিল নিয়ে আসাতে ও হাফ ছেড়ে বাঁচলো। ও নানুর জন্যে কয়েকবেলার লাঞ্চ এবং ডিনারসহ যথেষ্ট পরিমানে বিল দিল। তারনপর নানুকে চুমু খেয়ে বিদায় জানিয়ে বাইরে এসে যোগ দিল অন্যদের সাথে।

বিদায় জানিয়ে চলে এলেও আসলে ও নানুর কাছ থেকে অনেক বড় একটা প্রাপ্তি নিয়ে এসেছে।

মনের জোর।

ভেরোনা পরিবারের মেয়েরা আসলেই জানে কিভাবে নিজেদের খেয়াল রাখতে হয়। বাইরে সবাই ওর জন্যে অপেক্ষা করছে।

ও গ্রে'র একদম গা ঘেষে দাঁড়িয়ে বললো, "তুমি যদি ভেবে থাকো আমাকে এই ইনভেস্টিগেশনের বাইরে বের করে দেবে, আমি তোমার হাত পা ভেঙে দেব।"

গ্রে হাসছে। সবাই বেশ অবাক হয়েই তাকিয়ে আছে। ওরা সবাই উঠতে র‍্যাচেল গাড়ি স্টার্ট দিল, গাড়ি এখনো চলতে শুরু করে নি ও আঙ্কেলের দিকে ফিরে বললো, "আমি এই তদন্তের জন্যে অ্যামবুশের শিকার হয়েছি, আহত হয়েছি, বিল্ডিং থেকে লাফিয়ে পড়েছি। কাজেই এতে থাকার অধিকার আমার আছে। আমাকে বাদ দেয়ার কথা কেউ ভুলেও ভাববেন না।"

ও গাড়ি ছেড়ে দিল।

"র‍্যাচেল..." আঙ্কেল ভিগর ওকে বোঝাতে চাইলেন।

ও গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিল।

আঙ্কেল আবার ডাক দিলেন, "র‍্যাচেল।"

ও গাড়ির গতি আরেকধাপ বাড়িয়ে দিল। আঙ্কেল অসহায়ের মতো অন্যদের দিকে দেখছেন।

গ্রে মাথা নেড়ে সম্মতি দিল। আঙ্কেল বললেন, "ঠিক আছে, আমারা সবাই থাকছি।"

"প্রমিজ করুন।"

"আই প্রমিজ..." আঙ্কেল বললেন। "...তুমি জানো আমি একজন প্রিস্ট।"

র‍্যাচেল গাড়ির গতি স্বাভাবিকে নিয়ে এল।

"ওহ্ গড," আঙ্কেল হাফ ছাড়লেন। "কোন দিন যেনো আমার ভেরোনা পরিবারের কোন মেয়ের মতের বিপক্ষে যাবার দুর্মতি না হয়।"

সবাই হেসে উঠলো।

র‍্যাচেল ভিউ মিররে গ্রে'র দিকে তাকিয়ে আছে।

দুজনেই দুজনকে দেখছে।

গ্রে বুঝতে পারছে র‍্যাচেলের দৃঢ়তা। আর র‍্যাচেল ভাবছে যে নাটক করে ও টিমে রয়ে গেল যেভাবেই হোক নিজেকে ওর সবার সামনে প্রমান করতে হবে। বিশেষ করে গ্রে'র কাছে।

গ্রে এখনো তাকিয়ে আছে। তারপর ঘুরে আঙ্কেলের দিকে একবার তাকিয়ে আবার দৃষ্টি ফিরিয়ে আনলো র‍্যাচেলের চোখে। সাথে সাথে র‍্যাচেলের বুকটা আবারো ধক্ করে উঠলো। র‍্যাচেল বুঝতে পারছে ও আসলে কতোটা তীব্রভাবে এই মিশনটাতে থাকতে চাইছিল। একদিকে নিজের কাছে নিজের সম্মানের প্রশ্ন আরেকদিকে...

এটাই এখন নিজের কাছে নিজের দ্বন্দ্ব, আরেক দিকে থাকার কারণটা কি গ্রে?

ও কি আসলেই...?

ওহ্ গড...

১১: ০৫ এ.এম

পেছনের সিট থেকে গ্রে র‍্যাচেলকে দেখছে। ওর চোখে এখন এক জোড়া নীল টিনটেড গ্লাস, এটাতে এখন ওর সব কিছু ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। ওর ঠোঁট জোড়া একে অপরের সাথে শক্ত করে এঁটে আছে। যদিও বেশ রিলাক্স ভঙ্গিতেই গাড়ি চালাচ্ছে তবুও গ্রে'র কাছে মনে হচ্ছে মেয়েটা এখনো রেগে আছে।

ওর কাছে দ্বিধা লাগছে একটা ব্যাপারে র‍্যাচেল কিভাবে জানলো ওর আর আঙ্কেলের ভেতরে কি সিদ্ধান্ত হয়েছে? সত্যিই মেয়েটার সেন্স এবং অবজারভেশান ক্ষমতা প্রশংসার দাবিদার। সেই সাথে বিপদের সময় সাহসের। গ্রে'র মনে পড়ে গেল ক্যাথেড্রালে ওদের ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার কথা। মেয়েটা যদিও কয়েকবার বেশ ঘাবড়ে গেছে তবুও সে যথেষ্ট সাহস দেখিয়েছে।

হঠাৎ ওর মনে হলো গ্লাসের আড়াল থেকে র‍্যাচেলও ওকে দেখছে এবং মেয়েটা বুঝতে পেরেছে গ্রে এখনো ওকে অবজার্ভ করছে।

গ্রে আজপর্যন্ত এমন কোন মেয়ের সন্ধান ওর জীবনে পায় নি যে ওর গভীরে ঢোকার ক্ষমতা রাখে। আগেও ওর বেশ কয়েকটা গার্লফ্রেন্ড ছিল কিন্তু ওর কোন রোমান্স স্টোরিই ছয় মাসের বেশি টেকে নি। এমনকি স্কুল লেভেলের সেই উত্তাল দিনগুলোতেও ওর ফিলিংস খুব কম সময়ই ফোকসড থাকতো। আর মিলিটারিতে জয়েন করার পরে তো কখনো ও কোথাও থিতুই হয় নি। আর তাই ওর প্রেমও থিতু হয় নি। জায়গা বদলের সাথে সাথে ওর প্রেমও বদলে গেছে। আসলে ওর কাছে মনে হয়েছে ওকে বুঝবে, ওকে একটা হীরের মতো পালিশ করে গড়ে তুলবে এমন কাউকে ও আসলে পায়ই নি।

এসব ভাবনা বাদ দিয়ে ও এখন চারপাশে মনোনিবেশ করলো। ওরা এখন উত্তর ইটালির গ্রাম্য এলাকা দিয়ে চলেছে। এই এলাকাটাকে একরকম বলা চলে আল্পসের পাদদেশ। এই জার্নিটা খুব বেশি দীর্ঘ হবে না। মিলানে পৌঁছাতে আর বড়জোর চল্লিশ মিনিটের মতো রাস্তা বাকি আছে। এই বিপদ আর মনের দোদুল্যমান অবস্থাতেও ওর একটা ব্যাপার ভেবে বেশ হাসি পেল, এই মুহূর্তে ও র‍্যাচেলের

ব্যাপারে যেমনটা ভাবছে এরকম রোডট্রিপ রোমান্স ফিলিংস এর আগে ওর কখনো হয় নি।

কেসটা নিয়ে ভাবতে ভাবতে ওর হঠাৎ একাডেমিক একটা ব্যাপার মাথায় চলে এল। প্রকৃতপক্ষে ও নিজে আসলে একটা সমন্বয়। একজন বৈজ্ঞানিক এবং সৈন্যের অদ্ভুত এক সমন্বয় আছে ওর ভেতরে। ওর মেজর ছিল ফিজিক্স এবং কেমিস্ট্রিতে। এবার ওর এক শিক্ষক ওকে বলেছিল, "মনে রাখবে, সমস্ত কেমিস্ট্রি, বয়োলজি আর ম্যাথ আলটিমেটলি পরিচালিত, পরিবর্তিত এবং পরিণতি পায় কয়েকটা ব্যাপারে, আর সেগুলো হল পজিটিভ আর নেগেটিভ, জিরো আর ওয়ান এবং আলো আর অন্ধকার।"

গ্রে এই মুহূর্তে এই গাড়িতে বসে ভাবছে, *আসলেই কি তাই?*

৬:০৭ এ.এম
ওয়াশিংটন ডি.সি

আট ঘণ্টা হয়ে গেছে এখনো কোন যোগাযোগ নেই।

পেইন্টার এখনো অফিসেই আছেন। আগের দিন রাত দশটা থেকে এখনো সে অফিসেই, একই কাপড়ে একইভাবে!

কোলনের ক্যাথেড্রালে বিস্ফোরণের খবরটা শোনার পর থেকেই সে একইভাবে আছে। তখন থেকেই সবাই উদ্বিগ্ন হয়ে আছে এবং সমস্ত ইনফরমেশান ফিল্টার করা হচ্ছে।

ধীরে...ধীরে একদম ধীরে।

বিস্ফোরণের সমস্ত তথ্য যাচাই বাছাই হচ্ছে। বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে দুটো জায়গায় এবং বেশ ব্যাপ্তি নিয়ে। একটা ক্যাথেড্রালের প্রবেশপথে আরেকটা কেন্দ্রে। ভেতরে ধুলো আর পাথরের কিছু আকৃতি ছাড়া আর তেমন কিছুই আস্ত নেই। প্রায় সবই ধ্বংস হয়ে গেছে। বেশ কয়েকটা কঙ্কালও পাওয়া গেছে।

এগুলো কি তার পাঠানো টিমের?

আরো দু'ঘণ্টা পর আরেকটা রিপোর্ট এল। এই রিপোর্ট দুটো কঙ্কালের পাশে পাওয়া অস্ত্রের। আন-আইডেন্টিফাইড অ্যাসল্ট রাইফেল। তার পাঠানো টিমের কারো কাছে এ ধরনের অস্ত্র ছিল না। তার মানে অন্তত এই দুটো কঙ্কাল তার টিমের কারো নয়।

কিন্তু বাকিগুলো?

স্যাটেলাইটের ব্যাপরে খোঁজ নিয়েও তেমন কিছু পাওয়া যায় নি। ওই সময়ে ওদের কোন স্যাটেলাইট ওই জায়গাতে ছিল না। সম্ভাব্য সবকিছু ক্যামেরা থেকে শুরু করে আই উইটনেস সর্ব ক্ষেত্রে চেষ্টা করা হচ্ছে ন্যূনতম কোন ক্লু খুঁজে বের করতে।

তেমন কোন কাজই হয় নি। শুধুমাত্র এক ভবঘুরে ক্যাথেড্রাল হিলের কাছাকাছি

ঘুমিয়ে ছিল, সে বলেছে কি নাকি একটা উড়ে যেতে দেখেছে। তবে এই লোকের কথা কতোটা বিশ্বাস করা যায় সে ব্যাপারে সন্দেহ আছে, কারণ লোকটার রক্তে অ্যালকোহলের মাত্রা এতোই বেশি ছিল যে কোনকিছুই ঠিকমতো বোঝার কথা না।

এছাড়া আর কোন খবরই পাওয়া যায় নি। কোলনের সেফহাউজে কেউ যায় নি, ফিল্ড থেকেও কোন খবর আসে নি।

পেইন্টারের মাথায় এই মুহূর্তে দুশ্চিন্তা ছাড়া আর কোনকিছুই কাজ করছে না। দরজায় নকের শব্দে ফিরে তাকালো সে।

তার সেকেন্ড-ইন-কমান্ড লোগান গ্রেগরি। হাতে একগাদা কাগজপত্র নিয়ে ভেতরে ঢুকলো, তার চোখ দুটো টকটকে লাল এবং চোখের নিচে কালি। লোগান ওদের ঘটনার পর থেকে আর বাড়ি যায় নি, সারা রাতই মনিটরের সামনে বসে ছিল। যদি কোন খবর আসে এই আশায়।

"এখনো কোন খবরই নেই। আমি নিজে এয়ারপোর্ট, ট্রেইন লাইন আর বাস সার্ভিসের ব্যাপারে খবর নিয়েছি।"

"কোন বর্ডার ক্রসিঙের খবর?"

"না, এখনো না। আর পাওয়া সম্ভবও না কারণ আজকাল বর্ডার পার হবার হাজারো পদ্ধতি আছে।"

"ভ্যাটিকানের ওরাও এখনো কিছু জানতে পারে নি?"

"আমি দশ মিনিট আগে কার্ডিনাল স্পেরার সাথে কথা বলেছি, উনি বললেন উনারাও এখনো কিছু পান নি।"

হঠাৎ পেইন্টারের কম্পিউটারে একটা বিপ্ হতে পেছনের প্লাজমা স্ক্রিনটা ওপেন করে ঘুরে বসলেন। তার বস, ডারপা'র প্রধান সরাসরি ভিডিও লাইনে আছেন।

ড. শন ম্যাকনাইট তার আর্লিংটনের অফিস রুমে বসা, শার্টের হাতা গোটানো, গলার টাই আলগা করা এবং মাথার লাল চুলগুলো বেশ এলোমেলো হয়ে আছে।

"পেইন্টার আমি তোমার রিকোয়েস্ট পেয়েছি," বস বললেন।

তাদের কথা শুরু হতেই লোগান ক্যামেরার রেঞ্জের বাইরে চলে গেছে, এখন সে রুম থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, পেইন্টার তাকে থাকতে বললেন। তার রিকোয়েস্ট কোন সিকিউরিটি ম্যাটার না।

পেইন্টার এখনো কিছু বলেন নি, কারণ তার বসের কথা এখনো কথা শেষ হয় নি।

শন মাথা নেড়ে বললেন, "অত্যন্ত দুঃখিত, আমি তোমার রিকোয়েস্টটা গ্র্যান্ট করতে পারছি না।"

পেইন্টার আসলে তাকে রিকোয়েস্ট করেছিলেন উনি নিজেই সাইটে যাবেন। হয়তো টিমের ব্যাপারে নিজে কিছু করতে পারবেন। কারণ তার ধারণা সে নিজে এমন কোন ক্লু খুঁজে পাবে যা অন্যরা মিস করছে। বসের কথা শুনে তার হতাশায় তার মুষ্ঠি বন্ধ হয়ে গেল।

"আমি যদি যাই তবে কোন সমস্যা হবে না, লোগান এখানকার সব কাজ

সামলাতে পারবে এবং আমি কমান্ড সেন্টারের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখবো।

বসের গলা শক্ত হয়ে গেল, "পেইন্টার, এখন কিন্তু তুমি নিজেই কমান্ড। এ কথাটা মনে রেখো।"

"কিন্তু–"

"তুমি এখন আর ফিল্ড অপারেটিভ নেই।"

পেইন্টার বুঝলেন এবার তার থামা উচিত।

শন বলছেন, "তুমি কি জানো তোমার ওমান অপারেশানের সময় আমি কতক্ষন টানা অফিসে বসেছিলাম, শ্রেফ তোমার কাছ থেকে একটা মেসেজ আসার অপেক্ষায়? আমি ভেবেছিলাম তুমি মারা গেছ।"

পেইন্টারের চোখ নিচের দিকে নেমে গেল। সে জানে তার বস তাদের প্রত্যেকের জন্যে কতোটা ফিল করেন। "শোন পেইন্টার," এবার তার গলায় স্নেহের সুর। "এসব ব্যাপারগুলো সমাধানের একটাই রাস্তা এবং সেটাকে তার রেগুলার পদ্ধতিতেই চলতে দেয়া উচিত।"

পেইন্টার আবার চোখ তুলে স্ক্রিনের দিকে তাকালেন। "আমার এখন কি করা উচিত?"

"তোমাকে তোমার এজেন্টদের উপরে ভরসা রাখতে হবে। তুমি তাদেরকে ফিল্ডে পাঠিয়েছো, আর যেহেতু একবার তারা বেরিয়ে পড়েছে কাজেই তোমার এখন অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। তোমার কি মনে হয় তারা এই পরিস্থিতি সামলাতে পারবে না?"

পেইন্টারের চোখের সামনে গ্রে'র আত্মবিশ্বাসী চেহারাটা ভেসে উঠলো, মঙ্ক কোক্কালিস, ক্যাট ব্রায়ান্ট ওরা তার সবচেয়ে ভালো সেরা এজেন্ট। যদি কেউ এই পরিস্থিতিতে টিকে থাকতে পারে তো ওরাই পারবে।

পেইন্টার ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে তার সম্মতি জানালেন। ওদের উপরে তার বিশ্বাস আছে।

"যদি তোমার ওদের উপরে বিশ্বাস থাকেই তবে ওদের খেলা ওদেরকে নিজেদের মতো করে খেলতে দাও। ঘোড়া সবচেয়ে ভালো দৌড়াতে পারে তখনি যখন সে নিজের মতো করে দৌড়ায়।" শন একটু সামনে এগিয়ে এলেন। "এ মুহূর্তে তোমার যেটা করনীয় ওদের যোগাযোগের জন্য অপেক্ষা করা। এটাই এখন ওদের প্রতি তোমার একমাত্র দায়িত্ব। ওদের জন্যে প্রস্তুত থাকা। ওদের কাছে দৌড়ে গেলে ওদের কোন উপকার হবে না। বুঝেছো?"

"হুম।"

"আমি গত সপ্তাহে যে প্যাকেজটা পাঠিয়েছিলাম সেটা পেয়েছো?"

পেইন্টার হেসে ফেললেন। বস তাকে গত সপ্তাহে বেশ ভালো একটা ওয়াইন কালেকশান পাঠিয়েছেন। সে নিজে প্রথমে বুঝতে পারে নি বস কেন পাঠিয়েছেন। এখন খানিকটা অনুমান করতে পারছে।

শন এতোক্ষনে একটু রিলাক্স ভঙ্গিতে পেছনে হেলান দিয়ে বললেন, "আমাদের

কাজে এই ছোটছোট আনন্দগুলোই প্রাপ্তি।"

পেইন্টার বুঝতে পারছে আসলে বস কতোটা প্রেশারে থাকেন। এখন সে নিজেও একই ব্যাপারটা ফিল করছে।

"আসলে ফিল্ডেই আমরা ভালো ছিলাম।"

"না, পেইন্টার। এতোদিনে থাকতাম না। কাজেই এটাই এখন আমাদের কাজ...নেতৃত্ব দেয়া।"

১২: ১০ পি.এম
মিলান, ইটালি

"একদম শক্ত করে লাগানো হয়েছে," মঙ্ক বললো। "ঠিক যেমনটা মনসিগনর বলেছেন।"

গ্রে আর তর্ক করলো না। কারণ দেখেই বোঝা যাচ্ছে ঠিক আছে। ও সামনের দিকে এগিয়ে গেল, এখন ভেতরে যেতে হবে, হাঁড়গুলো সংগ্রহ করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে ভাগতে হবে। এইমুহূর্তে ওরা দাঁড়িয়ে আছে চার্চ থেকে খানিকটা দূরে একটা সরু রাস্তার ধারে। এখান থেকে সেন্ট এস্তরগিওরের ব্যাসিলিকা বেশ কাছেই। ওরা এখানে দাঁড়িয়ে দূর থেকে টেলি ফটোলেন্সের সাহয্যে বেশ কিছুক্ষণ ধরে ব্যাসিলিকাটার উপরে নজর রাখছে। এই চার্চ ভবনটা কোলনেরটা থেকে বেশ ছোট আর এটার ডোম আর টাওয়ারও ছোট। সামনে ছোট্ট একটা উঠান। তারপর প্রবেশপথ। পুরো চার্চটার সামনের অংশটা লাল ইটের আর একপাশে একটামাত্র টাওয়ার। আগেরটা থেকে ছোট কিন্তু এখানকার যেকোন চার্চ ভবনের চেয়ে যথেষ্ট বড়।

অনেকক্ষন ধরে নজর রেখেও ওরা তেমন বিশেষ কিছু দেখতে পায় নি। অন্যপাশে ক্যাটের ইনফরমেশন অনুযায়ী ওদিকটাও একইরকম শান্ত। চ্যাপেলের সামনেটা একদম খালি। ও প্রয়োজনীয় সবকিছু নিয়ে মঙ্ককে বললো গাড়ির জনালাগুলো লাগিয়ে সবকিছু চেক করে লক করে দিতে।

মঙ্ক লক করতে করতে ও আরেকবার লেন্সে চোখ লাগালো। সামনের পাকা উঠানটা একদম ফাঁকা, আর মধ্য দুপুরের রোদের ঝিলিক লেগে ধাঁধিয়ে গেল ওর চোখ। আজকের দিনটা বেশ গরম এবং বেলা বাড়ার সাথে সাথে গরম আরো বাড়ছেই।

গ্রে'র মনে কেন জানি একটু অস্বস্তি হচ্ছে, হয়তো আগের অভিজ্ঞতার কারণেই কিন্তু ও এখনো সিকিউরিটির ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারছে না।

ও ক্যাটসহ বাকি সবাইকে চার্চের সামনে চলে আসতে ইশারা করে ও সামনে এগোল। সবাই চার্চের সামনে এসে থামলো। ভিগর দরজার সামনের আয়রন নকারটার দিকে হাত বাড়াতেই গ্রে বাধা দিল। "আমরা যেহেতু না জানিয়ে এসেছি কাজেই আমরা ওদেরকে না জানিয়েই ভেতরে ঢুকবো।" ক্যাটের দিকে তাকিয়ে বন্ধ

দরজাটা দেখিয়ে বললো, "দেখতো কি করা যায়?"

ক্যাট হাটু গেড়ে বসে একটা লক কিট খুলে কাজ শুরু করে দিল। গ্রে আর মঙ্ক ঠিক পেছনেই তাকে কভার করে দাঁড়িয়েছে। যে কোন ডোর লকের ব্যাপারে ওর বিশেষ ট্রেনিং আছে।

"কমান্ডার," ভিগর বলছেন। "একটা চার্চে অনুমতি না নিয়ে..."

"আমি তো জানি আপনার কাছে ভ্যাটিকানের অনুমতি আছে এখানে আসার। কাজেই এটা কোনভাবেই বেআইনি অনুপ্রবেশ না।"

ক্যাট তার কাজ প্রায় শেষ করে এনেছে। একটু পরেই কিট করে মৃদু একটা শব্দের সাথে দরজা খুলতেই ক্যাট উঠে দাঁড়ালো। গ্রে খোলা দরজার সামনে এসে ইঞ্চিখানেক খুলে বললো, "মঙ্ক, আগে আমি একা ভেতরে যাবো। বাকিদের তুমি গাইড করবে।"

গ্রে হাতে গ্লক পিস্তলটা নিয়ে ওদের কমিউনিকেশান মাইক চেক করার জন্যে বললো, "রেডিও চেক। আমি ভেতরে ঢুকছি ক্যাট, তুমি র‍্যাচেল আর ভিগরের সাথে এখানেই থাকো, মঙ্কের আদেশ মানবে।"

গ্রে ঢুকতে যাবে ভিগর এক পা এগিয়ে এসে বললো, "আমার একটা কথা আছে যে কোন পাদ্রি একজন তার কলারের লোকের সাথে কথা বলতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ বোধ করে কাজেই আমিও আসছি আপনার সাথে।"

গ্রে একমুহূর্ত ভাবলো, ভদ্রলোক ভুল বলেন নি। "ঠিক আমার পেছনেই থাকবেন।"

ক্যাট কিছুই বললো না কিন্তু র‍্যাচেলের চোখে আগুন।

"আমাদের তো কথা ছিল, আমরা একে অন্যকে কভার করে এগোব। তাহলে এখন তোমরা একা এভাবে ভেতরে ঢুকছো কেন?"

"সোজা হিসাব, আমরা আসলে আমাদের ব্যাক কভার করছি কারণ আমরা ভেতরে আক্রান্ত হলে তোমরা ব্যাকআপ দিতে পারবে। আর সবাই একসাথে ঢুকলে আবারো আগেরবারের মতোই অবস্থা হবে।"

র‍্যাচেল চুপ হয়ে গেল, ও এভাবে ভাবে নি।

গ্রে ভেতরে চলে এল, বাইরের আলো থেকে আসার পরে ভেতরে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। ওর কাছে ভেতরটা মনে হচ্ছে অন্ধকার আর ভারি। অনুভূতিটা অনেকটা পানির নিচে নামার মতো। ওর ঠিক পেছনেই ভিগর। উনিও সাবধানে এগোচ্ছেন। দ্রুতই ওদের চোখে ভেতরের আলো সয়ে এল, উপরে স্কাইলাইট দিয়ে আলো আসছে। ভেতরটা একদম খালি, আর এই ক্যাথেড্রালের ব্যাসিলিকা আগেরটার থেকে অনেক ছোট, চকচকে মার্বেলের ফ্লোর, ওদের সামনে একটা লম্বা হলওয়ে, শেষ প্রান্তে বেদী। গ্রে একদম স্থির হয়ে যেকোন ধরনের নড়াচড়ার জন্যে অপেক্ষা করছে। কেউ নেই, তবে গ্রে নিশ্চিত হতে চাইছে কারণ এরকম একটা চার্চের হলওয়েতে লুকানোর জায়গার কোন অভাব নেই। একটা পিলারের সারি ছাদটাকে সাপোর্ট দিচ্ছে আর পাঁচটা সরু চ্যাপেল একপাশের দেয়াল থেকে বেরিয়ে

আছে, এগুলোই শহীদ আর সেন্টদের কবরগুলোকে শেল্টার দিচ্ছে।

কিছুক্ষন অপেক্ষা করার পরও কিছুই নড়ছে না। কোন শব্দও নেই শুধুমাত্র বাইরে থেকে আসা ট্রাফিকের শব্দ ছাড়া।

গ্রে ধীরে ধীরে ব্যাসিলিকার ঠিক কেন্দ্রে চলে এল, পিস্তল রেডি। কেউ নেই। গ্রে মাইক্রোফোনে মঙ্ককে ভেতরে আসতে বললো।

মঙ্ক ওর পাশে এসে দাঁড়ালো, বের করে নি তবে ওর হাতও শটগানের বাটনে একদম প্রস্তুত। ওরা তিনজনে মিলে একদম নিঃশব্দে পার হয়ে এল হলটা। চার্চের কোন স্টাফের চিহ্ন মাত্র নেই।

"কি ব্যাপার? সবাই কি লাঞ্চে গেছে নাকি?" মঙ্ক আনমনেই বললো।

"ক্যাট, শুনতে পাচ্ছো?" গ্রে রেডিওতে বললো।

"পরিস্কার কমান্ডার।"

ওরা হলের শেষ প্রান্তে পৌছে গেছে, ভিগর হাত তুলে ওদেরকে বেদীর একপাশে দেখালো। কোলনের ক্যাথেড্রালের মতোই এখানেও ম্যাজাইদের সমাধি নির্মাণ করে রাখা হয়েছে ঠিক একইভাবে। তবে এখানকারটা সোনা-রূপার বদলে দামি একধরনের মার্বেল দিয়ে তৈরি।

গ্রে ওদেরকে নিয়ে ওদিকে এগোল।

পুরো মার্বেলের আকৃতিটা এমনভাবে তৈরি যাতে হাটু গেড়ে বসে ছোট্ট একটা জানালার মতো ফোকর দিয়ে ভেতরের রেলিকগুলো দেখতে হয়।

গ্রে মঙ্ক এবং ভিগরকে ওদেরকে কভার করতে বলে ছোট্ট জানালাটা দিয়ে ভেতরে মাথা ঢুকিয়ে দিল। ভেতরে একটা কাঁচের চারকোনা বাক্স খোলা এবং সেখানে শুধুমাত্র সাদা সিল্ক বেড ছাড়া আর কিছুই নেই। হাঁড়গুলো সরিয়ে ফেলা হয়েছে। মনসিগনরের কথামতোই ভ্যাটিকান কোন চান্স নেয় নি।

গ্রে মাথা বের করে আনতেই মনসিগনর বললেন, "চার্চের রেক্টরিটা ওই দিকে বাম পাশে এবং ওখানেই অফিসার্স কোয়ার্টার, এটা গির্জার প্রার্থনার জিনিসপত্র রাখার স্টোরের সাথে সংযুক্ত সেইসাথে এই মূল হলেওয়ের সাথেও," উনি মঙ্ককে দেখাচ্ছেন।

গ্রে কথা বলতে যাবে হলওয়ের একপাশে একটা দরজা খুলে গেল। সাথে সাথে ও বেদীর আড়ালে শুয়ে পড়লো, আর মঙ্ক ভিগরকে একটা পিলারের আড়ালে ঠেলে দিয়ে নিজেও আড়াল নিল।

কেউ আসছে।

একজন কালো পোশাকে যুবক বয়সের লোক, গলায় বিশেষ কলার।

একজন পাদ্রি।

একাই। সে ভেতরে এসে ভেতরে বেদীর একপাশ থেকে মোমবাতি জ্বালানো শুরু করলো।

লোকটার কাছে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করলো গ্রে। অন্যরাও চুপ করে আছে। লোকটা কাছাকাছি আসতেই গ্রে উঠে দাঁড়িয়ে তার দৃষ্টিসীমার ভেতরে চলে এল।

লোকটা তাকে দেখার সাথে সাথে জায়গায় জমে গেছে। আর ওর হাতের পিস্তলটা দেখে মুখ হা হয়ে গেল কিন্তু কোন আওয়াজ নেই।

গ্রে একটু দ্বিধায় ভুগছে, ভিগর এগিয়ে গেলেন সামনে। "পাদ্রি সাহেব।"

লোকটা মনসিগনরের কলার দেখতে পেয়ে মনে হলো চেহারায় রঙ ফিরে পেল।

"আমি মনসিগনর ভেরোনা," ভিগর নিজের পরিচয় দিলেন। "প্লিজ, ভয় পাবেন না।"

"মনসিগনরর ভেরোনা?" লোকটাকে দেখে মনে হল নামটা শুনে সে বেশ অবাক হয়েছে।

"কি ব্যাপার, কোন সমস্যা?" গ্রে জানতে চাইলো।

প্রিস্ট বেশ তড়িৎ গতিতে মাথা দুলিয়ে বললো, "আপানি মনসিগনর ভেরোনা হতে পারেন না।"

ভিগর পকেট থেকে তার ভ্যাটিকানের আইডি কার্ড বের করে লোকটার সামনে ধরলো।

লোকটা একবার আইডি দেখলো তারপর আরেকবার ভিগরকে। "কিন্তু আজ সকালে একজন লোক এসেছিল। একদম ভোরে, বেশ লম্বা এক লোক। তার কাছে আইডিসহ আরো প্রয়োজনীয় সব কাগজপত্র ছিল। উনি নিজের পরিচয় দেন মনসিগনর ভেরানা এবং উনিই সব কাগজপত্র জমা দিয়ে হাঁড়গুলো নিয়ে যান।"

গ্রে চট করে একবার ভিগরের দিকে তাকালো। আরেকবার ড্রাগন কোর্ট ওদেরকে টেক্কা দিয়ে চলে গেল। যে-ই ওরা নিশ্চিত হয়েছে মনসিগনর ভেরোনা মারা গেছে সাথে সাথে তার ভূমিকায় অবতীর্ন হয়ে হাঁড়গুলো নিয়ে গেছে। গ্রে আফসোসের সাথে মাথা নাড়লো, আরেকবার ওরা একধাপ পিছিয়ে পড়লো।

"ধূর!" মঙ্কের কণ্ঠে বেশ হতাশা।

প্রিস্ট ওদেরকে দেখছে। লোকটা খুব ভালো ইংরেজি না জানলেও অন্তত ওরা কি বলছে তা বুঝতে পারছে।

গ্রে মঙ্কের হতাশার কারণ ধরতে পারছে, একজন টিম লিডার হিসেব ও নিজেও যথেষ্ট হতাশ বোধ করছে। ওর কাছে শুধু মনে হচ্ছে ওদের আরো ফাস্ট হওয়া উচিত ছিল।

ওর রেডিও শব্দ করে উঠলো। ক্যাট লাইনে কথা বলছে, নিশ্চয় ও ওদের কথার কিছু অংশ শুনতে পেরেছে। "ইজ ইট ক্লিয়ার কমান্ডার?"

"অল ক্লিয়ার অ্যান্ড লেট," গ্রে উত্তর দিল। "ভেতরে চলে এসো তোমরা।"

ক্যাট আর র‍্যাচেল ওদের সাথে এসে যোগ দিল।

ভিগর সবাইকে প্রিস্টের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

"তাহলে হাঁড়গুলো এর মধ্যেই নিয়ে গেছে?" র‍্যাচেল জানতে চাইলো।

প্রিস্ট মাথা ঝাঁকালো। "মনসিগনর ভেরোনা আপনি যদি ওদের দেয়া কাগজ পত্রগুলো দেখতে চান তবে আমি দেখাতে পারবো, কারণ ও থেকে আপনারা কিছু

পেলে পেতেও পারেন।"

"হ্যা, আমরা ওগুলো ফিঙ্গার প্রিন্টের জন্যে চেক করতে পারি," র‍্যাচেল বললো। "ওরা অসতর্ক হয়ে থাকলে কিছু পাবার সম্ভাবনা আছে। কারণ ওরা হয়তো ভেবেছে আমরা নেই কাজেই কেউ ওদেরকে ট্র্যাক করবে না। তাছাড়া এখান থেকে ভ্যাটিকানের বেঈমানের নামটাও বেরিয়ে আসতে পারে।"

গ্রে বললো, "ঠিক আছে। ওগুলো নিয়ে আসুন আমরা চেক করে দেখবো।"

র‍্যাচেল আর মনসিগনর প্রিস্টের সাথে চার্চের কেন্দ্রের দিকে এগোল। গ্রে আর মঙ্ক বসে পড়লো বেদীর একপাশে।

"কোন ধারণা?" মঙ্কের প্রশ্ন।

"কি নিয়ে?"

"আসলে কি ঘটছে তা নিয়ে।"

"হুমম...ভাবছি।"

"এখানে কিছু না পেলেও আমাদের কাছে আগের চার্চ থেকে নেয়া পউডারগুলো আছে," মঙ্ক বললো। "আমরা ওগুলো রি-গ্রুপ করে কিছু একটা বের করতে পারবো। হয়তো কোন না কোন লিড পাওয়া যাবে।"

"আচ্ছা এখানেও তো হাঁড়গুলো ছিল ওগুলো নিয়ে যাওয়া হলেও আমরা এখানেও তো আগের মতো কিছু একটা পেতে পারি তাইনা? চলো চেক করে দেখি।"

গ্রে আবার হাটু গেড়ে বসে চেম্বারের ভেতরে মাথা ঢুকিয়ে দিল। ও ভেতরে মাথা ঘুরিয়ে খুব ভালো করে চারপাশটা চেক করে দেখছে, এমন সময় দেখতে পেল সাদা সিল্কের গায়ে লাল একটা চিহ্ন।

একটা ড্রাগনের ছবি। কালিটা একদম ফ্রেশ...একটু বেশিই ফ্রেশ।

কিন্তু এটা কালি না...

রক্ত।

এটা নিশ্চয়ই ড্রাগন লেডির দেয়া ওয়ার্নিং।

হঠাৎ গ্রে'র কাছে কয়েকটা ব্যাপার পরিস্কার হয়ে গেল।

অধ্যায় ৭

রোলিং দ্য বোনস

জুলাই ২৫, ১২:৩৮ পি.এম
মিলান, ইটালি

ভেতরে ঢুকে প্রিস্ট স্টোর রুমের দরজাটা বন্ধ করে দিল, র‍্যাচেল আর ভিগর আছে তার সাথে। এই রুমেই যাজকেরা তাদের যাবতীয় পরিধেয় রাখেন, এটা একদিক দিয়ে কোয়ার্টারের সাথে সংযুক্ত, আর অন্যদিক দিয়ে মেইন হলওয়ের সাথে।

র‍্যাচেল রুমের ভেতরটা দেখছে হঠাৎ পেছনে খুব পরিচিত একটা ক্লিক শব্দ শুনে ফিরে তাকালো। শব্দটা পিস্তল লোডের।

ঘুরেই দেখতে পেল একটা পিস্তলের নল ওর বুক বরাবর ধরা এবং সেটা ধরে আছে ওরা এতোক্ষন কথা বলছিল যার সাথে সেই প্রিস্ট। তার চোখের চাহনি আর ভাবভঙ্গি পুরোপুরি বদলে গেছে।

"নড়বেন না," গলার স্বরেও মৃদু কিন্তু পরিবর্তিত আর হিংস্র একটা ভাব।

র‍্যাচেল এক পা পিছিয়ে গেল, আর ভিগর হ্যান্ডস-আপের ভঙ্গিতে দুই হাত উপরে তুললেন।

রুমটার একপাশে সারি সারি হ্যাঙ্গার ঝুলানো আর সেগুলো থেকে অসংখ্য পাদ্রিদের প্রযোজনীয় সব গাউন আর অন্যান্য পোশাক ঝুলছে। এর ঠিক সামনেই একটা লম্বা ভোজের টেবিলের মতো টেবিল। ওটার উপরে নানা ধরনের হাবিজাবি জিনিস ছড়িয়ে আছে। এর একপাশে একটা দরজা, এটা মূল হলওয়ের সাথে সংযুক্ত, যেটা দিয়ে ওরা ঢুকেছে। আর অন্যপাশে কোয়ার্টার। চার্চের অন্যান্য অংশের সাথে সংযুক্ত আরেকটা দরজা আছে ওই দিকে।

এই দরজাটা খুলে গেল। সেখানে বেশ লম্বা একটা আকৃতি দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। এ হচ্ছে সেই লোকটা, কোলনের ক্যাথেড্রালে ওদেরকে আক্রমনকারী দলের নেতা।

লোকটার এক হাতে একটা লম্বা ছুরি। সেটা ভেজা এবং সেখান থেকে টপ টপ করে রক্তের ফোটা মেঝের উপরে পড়ছে। লোকটা ভেতরে ঢুকে একপাশ থেকে একটা কাপড় টেনে ছুরিটা ঘষে ঘষে মুছতে লাগলো।

র‍্যাচেল অনুভব করলো ওর পাশে দাঁড়ানো ভিগর কাঁপছেন। ভয়ে না রাগে ও বুঝতে পারলো না।

রক্তাক্ত ছুরি , চার্চের পাদ্রীরা। ওহ্ গড...

লম্বা লোকটা এখন আর রোব পরে নেই। তার পরনে ছাইরঙা টি-শার্ট, কালো জিন্স, উপরে একটা ডার্ক কালারের কোট। সেই সাথে শোল্ডার হোলস্টারে একটা

পিস্তল দেখা যাচ্ছে। তার কানের সাথে লাগানো একটা রেডিও হেডসেট।

"আচ্ছা, কোলন থেকে তাহলের আপনারা দুজন বেঁচে গেছেন," তার চোখ অত্যন্ত মনোযোগের সাথে র‍্যাচেলকে উপর থেকে নিচ পর্যন্ত জরিপ করছে। "যাক ভালোই হয়েছে, এখন আমরা আরো ভালোভাবে পরিচিত হতে পারবো।"

সে তার হেডসেটে বললো, "ক্লিয়ার দ্য চার্চ।"

র‍্যাচেল তার পেছনের হলওয়েতে একটা দরজা খোলার শব্দ পেল। ও ভাবছে গ্রে আর বাকিরা একদম অসতর্ক অবস্থায় ধরা পড়ে যাবে। এখুনি গুলি আর গ্রেনেডের শব্দ হবে। তার বদলে শুনতে পেল মার্বেলের মেঝেতে বেশ কিছু পায়ের শব্দ।

চার্চ এখনো বেশ শান্ত।

একই ব্যাপার ওদের সামনে দাঁড়ানো লোকটাও অনুভব করছে। সে আবারো মাইকে বললো, "রিপোর্ট করো।"

র‍্যাচেল ওপাশের কথা শুনতে পাচ্ছে না কিন্তু বুঝতে পারলো ওপাশ থেকে ভালো কোন খবর আসে নি। লোকটা সামনে এগিয়ে এসে ভিগর আর র‍্যাচেলকে পার হয়ে দরজার দিকে এগোল।

বের হবার আগে সেই নকল প্রিস্টকে বললো, "এদের দিকে খেয়াল রাখো। আর তুমিও।"

দ্বিতীয় কথাটা সে বলেছে, দরজা দিয়ে ঢোকা পিস্তল হাতের আরেক গার্ডকে।

লোকটা দরজা খুলতেই এক গার্ড ছুটে এল, সাথে একটা ইউরেশিয়ান মেয়ে গার্ড।

"কেউ নেই," গার্ডটা হাঁপাতে হাঁপাতে বললো।

র‍্যাচেল মাথা ঘুরিয়ে খোলা দরজা দিয়ে পেছনে তাকিয়ে দেখলো কয়েকজন গার্ড চ্যাপেলের প্রতিটা অংশ সার্চ করছে আর বাকিরা বিভিন্ন পয়েন্টে পাহারা দিচ্ছে।

"সব এক্সিটে পাহারা ছিল?"

"জি স্যার।"

"একদম প্রথম থেকে?"

"জি স্যার।"

দানব আকৃতির লোকটা এবার মেয়েটার দিকে ফিরে তাকালো।

মেয়েটা কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো, "হয়তো ওরা কোন খোলা জানালা দিয়ে পালিয়ে গেছে।"

দানব আরেকবার সমস্ত চ্যাপেলে চোখ বুলিয়ে গার্ডটাকে বললো, "সার্চ চালিয়ে যাও। আর কয়েকজনকে বাইরে পাঠিয়ে দাও যদি বাইরে গিয়েও থাকে তবু বেশিদূরে যেতে পারে নি।" মাইকেও সে একই আদেশ দিল।

লোকটা ঘুরলো আর র‍্যাচেল নড়ে উঠলো।

ও একধাপ পিছিয়ে টেবিল থেকে একটা বড় ক্রুশ আকৃতির মোমদানি তুলে নিয়ে লোকটা ঘুরে দাঁড়াতেই বিদ্যুৎগতিতে সেটা তার সোলার প্লেক্সাসে বসিয়ে

দিল। লোকটার মুখ দিয়ে 'অক' জাতীয় একটা শব্দ বেরিয়ে এসে তার শরীরটা ভাজ হয়ে গেল। র‍্যাচেল ক্রুশটা টেনে নিয়ে একপায়ের উপর ভর দিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে ক্রুশের একটা ভারি প্রান্ত দিয়ে ওর পেছনের গার্ডটার মুখে বাড়ি মারলো। সাথে সাথে গুলি হলো কিন্তু তার আগেই র‍্যাচেল লাফ দিয়েছে। ওর শরীরটা উড়ে চলে এল দরজার বাইরে। নিতম্ব আর কোমরের মাঝামাঝি অংশ দিয়ে মাটিতে ল্যান্ড করে বলের মতো একটা গড়ান দিয়ে মাটি থেকে উঠে দাঁড়িয়ে ভারি ক্রুশটা ছুড়ে মারলো গার্ডটার মুখে। মেয়ে গার্ডটা কোমরের পিস্তলে হাত দিতে যাবে র‍্যাচেল একটা ফ্লাইং কিক মারলো ওর হাটুতে। মেয়েটা অনেকটা 'দ' আকৃতি নিয়ে মাটিতে পড়ে গেল। এতোক্ষনে ও রুমের ভেতরে দেখলো। পড়ে যাওয়া গার্ড ওর দিকে একটা পিস্তল তাক্ করছে আঙ্কেল তার মাথায় একটা কাঁচের জার বসিয়ে দিলেন।

র‍্যাচেল ইশারা করতেই আঙ্কেল বেরিয়ে এসে দরজাটা লাগিয়ে দিলেন বাইরে থেকে। র‍্যাচেল ওর হাতের ক্রুশটা দরজার ফাঁকে গুজে দিল যাতে ওরা ভেতর থেকে দরজাটা খুলতে না পারে। ও চারপাশে তাকালো পরিস্থিতিটা বুঝে উঠতে। কোন গার্ড নেই আশেপাশে, হয়তো ওরা চার্চের অন্যান্য অংশ সার্চ করছে না হয় বাইরে বেরিয়ে গেছে নেতার আদেশ শুনে। একজন গার্ড মাটিতে শুয়ে আছে অজ্ঞান, আর মেয়েটা হাটু ধরে গোঙাচ্ছে। সম্ভবত ওর হাটুর হাঁড় ডিজলোকেট হয়ে গেছে। এদিকে দরজার ভেতর থেকে ধাক্কা মারার শব্দ হচ্ছে, নিশ্চয়ই দানব সামলে উঠেছে। র‍্যাচেল গার্ডের পিস্তল তুলে নিয়ে কোমরে গুজে আঙ্কেলের একটা হাত ধরে ছুটতে লাগলো।

ওরা অন্ধের মতো ছুটছে, কারণ এই চার্চের ভেতরে কোন দিকে কি আছে কিছুই জানে না। র‍্যাচেল কয়েকবার থেমে বোঝার চেষ্টা করেছে বেরুবার রাস্তা কোন দিকে দিয়ে হতে পারে। ওরা হলওয়ে থেকে সরাসরি বাইরে বের হয় নি কারণ নিশ্চয়ই প্রবেশ দরজায় গার্ড। কিন্তু এখন রাস্তা না পেয়ে মনে হচ্ছে সেটাই হয়তো ভালো হতো। হঠাৎ দৌড়াতে দৌড়াতে ভিগর থেমে গেলেন। র‍্যাচেল কিছু একটা বলতে যাবে উনি ঠোঁটে আঙুল রেখে চুপ থাকতে ইশারা করলেন।

"আমি একটা গোঙানোর শব্দ শুনতে পেয়েছি।"

"সময় নেই হাতে, চলেন।"

র‍্যাচেলের কথা না শুনে আঙ্কেল এগিয়ে যেতে লাগলেন। বাধ্য হয়ে র‍্যাচেল তাকে অনুসরন করলো। গোলকধাঁধা পার হয়ে ওরা একটা সামান্য খোলা দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো, এটার ভেতর থেকেই আওয়াজ আসছে।

ও গার্ডের কাছ থেকে আনা পিস্তলটা বাগিয়ে ধরে সামনে এগোল।

এই রুমটা একসময় বোধহয় খাবার জন্যে ডাইনিং রুম হিসেবে ব্যবহৃত হতো, এখন এটাকে দেখাচ্ছে কসাইখানার মতো। কালো পোশাকের একজন প্রিস্টকে দেখা গেল একপুকুর রক্তের ভেতরে মুখ দিয়ে পড়ে আছে। তার মাথার পেছনটা একদম ছিড়ে খুড়ে হা, সেখান থেকে বেরিয়ে আছে চামড়া, রক্ত আর চুলের ভেতরে হলদে মগজ।

আরেকজন বেশ বয়স্ক প্রিস্ট টেবিলে পড়ে আছেন চারহাত পা বাঁধা। তার রোব সামনে সম্পূর্ন উন্মুক্ত, বুক কোমর পর্যন্ত চেরা, দুই কান নেই, বাতাসে মাংস পোড়ার গন্ধ।

লোকটা মারা না যাওয়া পর্যন্ত টর্চার করা হয়েছে।

আরেকদিকে গোঙানি শুনে ওরা ফিরে তাকালো। এক তরুণ প্রিস্ট তার পরনে শুধু আন্ডারওয়্যার। সারা গায়ে নির্যাতনে চিহ্ন। দুই নাকের ফুটো দিয়ে রক্ত পড়ছে, মুখ বাঁধা। একে দেখেই বোঝা যাচ্ছে এই লোকটার রোবই পরেছিল সেই ভুয়া প্রিস্ট।

ভিগর ওর দিকে ছুটে গেলেন। ভিগরকে দেখে আবারো লোকটার চোখে ভয় ফুটে উঠলো।

"না না, ভয় পাবার কিছু নেই। আমরা বন্ধু," ভিগর বলে হাটু গেড়ে বসে গেলেন লোকটার সামনে।

ভিগরের কলার দেখে লোকটা একটু শান্ত হলো। ভিগর তার মুখের বাঁধন খুলে দিতেই লোকটা কেশে উঠে একগাদা রক্তাক্ত থুথু ফেললো।

ভিগর তার হাতের আর পায়ের প্লাস্টিকের বাঁধন খুলে দিলেন।

ভিগর কাজ করার সময়ে র‍্যাচেল দরজার দিকে খেয়াল রাখছে। ও দরজার সামনে একটা ভারি টেবিল টেনে দিয়েছে যাতে কেউ চট করে ওটা বাইরে থেকে খুলতে না পারে। তবে একটা সমস্যাও আছে এই কক্ষে কোন জানালা নেই, আরেকটা দরজা আছে সেটা চার্চের আরো ভেতরে যাবার জন্যে। ও দেয়ালে একটা ফোন দেখতে পেয়ে এগিয়ে গেল। কিন্তু ডায়াল টোন নেই। ফোন লাইনও কেটে দেয়া হয়েছে।

হঠাৎ ওর গ্রে'র দেয়া সেল ফোনটার কথা মনে পড়ে গেল। ওটা বের প্রথমে ওপেন করলো তারপর ডায়াল করলো ১১২ নম্বরে। এটা ইউনিভার্সাল ইইউ ইমার্জেন্সি নম্বর, ডায়াল হতে ও নাম না বলে নিজের পরিচয় দিল একজন ক্যারিবিয়িারি লেফটেন্যান্ট হিসেবে এবং লোকেশান জানিয়ে জরুরি ভিত্তিতে মেডিকেল, পুলিশ আর মিলিটারি রেসপন্স চাইলো।

এই মুহূর্তে অন্যদের জন্যে এবং নিজের জন্যে ও সর্বোচ্চ এটাই করতে পারে।

১২:৪৫ পি.এম

গ্রে যেখানটায় লুকিয়ে আছে তার খুব কাছেই পায়ের আওয়াজ শোনা গেল। আওয়াজটা একদম কাছে এসে থেমে গেল। ও শক্ত হয়ে পড়ে আছে, এমনকি নিঃশ্বাসও বন্ধ করে রেখেছে। মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করছে।

একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল, বেশ উত্তেজিত। এটা সেই নেতা লোকটার। বেশ ক্ষুদ্ধ স্বরে বলছে, "মিলান অথরিটিকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে।"

কোন উত্তর নেই, তবে গ্রে প্রায় নিশ্চিত আরেকজন এখানেই আছে।

"শিচান?" লোকটা আবারো বললো। "তুমি আমার কথা শুনতে পাচ্ছো না?"

একটা বেশ বিরক্ত কণ্ঠস্বর শোনা গেল। এটা ড্রাগন লেডির গলা। *আচ্ছা মেয়েটার নাম তাহলে শিচান।*

"ওরা নিশ্চয় জানালা দিয়ে বেরিয়ে গেছে, রাউল," মেয়েটা বললো। এবার ও লিডারকে নাম ধরে ডাকছে।

"সিগমার এরা বেশ পিচ্ছিল। আমি তো তোমাকে আগেই সাবধান করে দিয়েছিলাম। এখন শোন, আমরা তো বাকি হাঁড়গুলো পেয়েই গেছি। চল পালাই এখান থেকে। সিগমার ওরা ব্যাকআপ নিয়ে ফিরে আসার আগেই আমাদের পালানো উচিত। আর পুলিশও আসছে।"

"কিন্তু ওই কুত্তিটা..."

"ওকে পরে শায়েস্তা করো।"

পায়ের আওয়াজ সরে যাচ্ছে। কিন্তু গ্রে'র কানে এখনো ড্রাগন লেডির কথাগুলো ভাসছে : "ওকে শায়েস্তা পরে করো।"

তার মানে কি র‍্যাচেল পালাতে পেরেছে?

গ্রে'র মনে হলো ওর বুক থেকে বিরাট একটা বোঝা নেমে গেল।

দূরে একটা দরজা লাগার শব্দ হলো। ওরা বেরিয়ে যাচ্ছে। তবুও নিশ্চিত হতে ও একইভাবে পড়ে রইলো। কোন পায়ের আওয়াজ নেই, কোন শব্দ নেই। তারপরও স্রেফ সাবধানতার জন্যে ও আরেকটু অপেক্ষা করলো। ওর পাশেই শুয়ে থাকা মঙ্ককে গুতো দিল। মঙ্কের ওপাশে ক্যাট আছে।

ওরা সেই ম্যাজাইদের হাঁড় রাখার পাথরের বেদীটার ভেতরে। ওরা একসাথে ঠেলে সামনের মার্বেলের ঢাকনাটা সরিয়ে ভেতরে ঢুকেছে।

গ্রে ড্রাগন লেডির মার্কিংটা দেখার সাথে সাথে বুঝে যায় ওদেরকে ফাঁদে ফেলা হয়েছে। ও সাবধান হয়ে যায় এবং মঙ্ক আর ক্যাটেকেও সাথে সাথে সতর্ক করে দেয়। কিন্তু র‍্যাচেল আর ভিগর প্রিস্টের সাথে অন্যদিকে চলে যাওয়াতে কিছুই করতে পারে নি।

ওরা এই মঞ্চের মার্বেল সরিয়ে ভেতরে ঢোকার সাথে সাথে ড্রাগন কোর্ট হুড়মুড় করে হলওয়েতে ঢোকে। আর ওরা তিনজনে কোনমতে চেপেচুপে নিঃশ্বাস বন্ধ করে পড়ে থাকে। একে একে ওরা বাইরে বেরিয়ে এলো। সবাই ধূলোয় ধূসরিত। মঙ্ক ধূলো ঝাড়তে ঝাড়তে বলে, "শালারা দু'বার পেইন দিল। আর সহ্য করবো না। মরলে মরবো তবুও এক হাত দেখে নেব।"

গ্রে ওর একটা হাত পিস্তলে রেখে চারদিক খুব সাবধানে জরিপ করছে। মেঝেতে একটা কয়েন পড়ে থাকতে দেখে তুলে নিল। তামার একটা কয়েন। একটা চাইনিজ পেনি। এতো ছোট একটা জিনিস, যেকারো মিস করার কথা কিন্তু ও পেয়েছে কারণ ও এমন একটা কিছুই খুঁজছিল। *ড্রাগন লেডি, শিচান।*

"ওটা কি?" মঙ্ক জানতে চাইলো।

"কিছু না। চল।" গ্রে কয়েনটা পকেটে চালান করে দিল।

যেতে যেতে একবার ওদের লুকিয়ে থাকার জায়গাটা দেখলো ও। শিচান জানতো ওরা কোথায় ছিল। অন্তত আন্দাজ তো অবশ্যই করেছে।

১২: ৪৮ পি.এম

ভিগর প্রিস্টকে তুলে ধরছে আর দরজায় গার্ড দিচ্ছে র‍্যাচেল।

"ওরা ওরা সবাইকে মেরে ফেলেছে," লোকটা টলমল পায়ে দাঁড়িয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললো। টেবিলে পড়ে থাকা প্রিস্টের দিকে তাকিয়ে ডুকরে উঠলো, "ফাদার ডেলকারো..."

"হয়েছিল কি?" ভিগর জানতে চাইলেন।

"ওরা এক ঘণ্টা আগে আসে। ওদের সাথে পাপাল সিলের কাগজপত্র ছিল। কিন্তু ফাদার ডেলকারোর কাছে আপনার একটা ছবি ছিল। ভ্যাটিকান থেকে ফ্যাক্স করে পাঠানো। উনি ওদের মিথ্যা কথা বুঝতে পারেন। কিন্তু শয়তানগুলো সেটা বুঝে ফেলে। আমাদেরকে বন্দি করে সমস্ত ফোনলাইন কেটে দেয়। আর তারপর..." লোকটা আবারো কেঁপে কেঁপে উঠছে। "ওরা ফাদারের কাছে তার সেফের কম্বিনেশান চায়। উনি বলেন নি। কিন্তু ওরা আরো খারাপ কাজ করে। উনাদেরকে টর্চার করে আমাকে তা দেখতে বাধ্য করে এবং বলে কম্বিনেশান দেয়া না হলে ফাদারকে মেরে ফেলবে। আমি উনার ওপর এই অত্যাচার সহ্য করতে পারিনি, বলে দেই। আর সাথে সাথে উনাকে খুন করে।" লোকটা আবার ডুকরে কেঁদে উঠলো।

ভিগর তাকে শান্ত হতে একটু সময় দিয়ে জানতে চাইলেন, "তারপর কি ওরা হাঁড়গুলো সরিয়ে ফেলে?"

প্রিস্ট মাথা দোলালো।

"তার মানে আবারো সব গেল। তারপর কি হয়েছিলো?"

"তারপর ওরা আপনাদের আসার সাথে সাথে আমার কাপড় খুলে বেঁধে ফেলে, মুখসহ।"

র‍্যাচেলের ভুয়া প্রিস্টের চেহারাটা মনে পড়ে গেল। নিশ্চয়ই ওরা সামনের রাস্তায় আসার সাথে সাথে ওদের আগমনের ব্যাপারে বুঝতে পেরেছিল।

প্রিস্ট লোকটা ফাদার ডেলকারের দিকে এগিয়ে গিয়ে কাঁদতে কাঁদতে মৃত লোকটার হাত পায়ের বাঁধন খুলে দিয়ে শরীরটাকে সুন্দর করে শোয়ালো। তারপর উনার রোবের পকেট থেকে একটা ছোট্ট প্যাকেট বের করে আরেকটা রোব দিয়ে মৃত দেহটা ঢেকে দিল।

এগিয়ে এসে সে প্যাকেটটা খুলে ছোট্ট একটা চকের টুকরো বের করে আনলো।

তারপর টুকরোটা ভিগরের হাতে দিল।

চক না, আসলে একটা হাঁড়ের টুকরো।

"ফাদার ডেলকারো হাঁড়গুলো সরিয়ে নেবার ব্যাপারে নির্দেশনা পাবার পরপরই আমাদের সবাইকে নিয়ে বসেন এবং সবার অনুমতি নিয়ে আমাদের চার্চের জন্যে পবিত্র হাঁড়ের এই টুকরোটা রেখে দেন।"

র‍্যাচেলের এক মুহূর্তের জন্যে মনে হলো এই মানুষগুলো এই হাঁড়গুলোকে কতোটাই না পবিত্র জ্ঞান করতো এবং এদেরকে রক্ষার ব্যাপারে কতোটা ডেডিকেটই না ছিল। লোকটার মৃত্যু সত্যিকার অর্থেই একজন শহীদের মৃত্যু। লোকটা হাঁড়ের একটা অংশ তার নিজের শরীরে রেখেও মুখ খোলেন নি।

আচমকা একটা ব্লাস্ট হতেই ওরা সবাই শুয়ে পড়লো।

কিন্তু র‍্যাচেল চিনতে পারলো, এটা মঙ্কের শটগানের আওয়াজ। "মঙ্কের শটগান," ও ভিগরকে বললো, গলায় আশার সুর।

২:০৪ পি.এম

মঙ্কের শটগান থেকে এখনো ধোঁয়া বেরুচ্ছে। বুদ্ধিটা ছিল ক্যাটের। র‍্যাচেল আর ভিগর যদি চার্চে থেকে থাকেন তবে ওদেরকে অলিগলিতে না খুঁজে বরং ডাকার জন্যে একটা ফায়ার করা যেতে পারে।

ফায়ার করার পরেও গ্রে চিৎকার করে ডাকলো, "র‍্যাচেল, ভিগর," ওর আসলে চিন্তা সহ্য হচ্ছে না।

দূর থেকে ক্ষীণ আওয়াজ হলো। একটু পরে র‍্যাচেল এসে ঢুকলো হলওয়েতে। "এদিকে।"

ওর ডাক শুনে সবাই এগিয়ে গেল। একটু পেছনে ভিগর একটা নগ্ন প্রায় লোককে একহাতে ধরে নিয়ে আসছেন। লোকটাকে আহত আর বিদ্ধস্ত লাগছে তবে ওদেরকে দেখে যেন তার চোখে আশার আলো জ্বলে উঠলো।

"ফাদার জাস্টিন মেলিনি," ভিগর অনেকটা পরিচয় করিয়ে দেয়ার সুরে বললেন।

এমন সময় দূর থেকে ভেসে এল পুলিশ সাইরেনের আওয়াজ।

"আচ্ছা তাহলে আমাদের কাছে এখন একটা হাঁড় আছে।" গ্রে বললো, তাকে বেশ খানিকটা আশ্চর্যই দেখাচ্ছে।

"আমার সাজেশান হলো আমাদেরকে এখুনি এটাকে নিয়ে ভ্যাটিকানে রওনা দেয়া। কারণ ওরা এখনো জানেনা আমাদের কাছে এটা আছে। আর ওরা জানার আগেই আমি এটাকে ভ্যাটিকানের সুরক্ষিত দেয়ালের ভেতরে নিয়ে যেতে চাই।"

র‍্যাচেল বললো, "ফাদার মেলিনি এখানে কি ঘটেছে সে ব্যাপারে অথরিটিকে সব বলতে পারবে, আমাদের ব্যাপারেও সেই সাথে রেলিকটার ব্যাপারেও।"

"এখান থেকে একটা ডিরেক্ট ট্রেন রোমে যায় এবং সেটা অল্প কিছুক্ষনের

ভেতরেই ছাড়বে। আমরা সেটা ধরতে পারলে ৬টার ভেতরেই রোমে পৌছাতে পারবো।"

গ্রে মাথা দোলালো। আসলেই অ্যাকশান যথেষ্ট হয়েছে আর না, ওদের এখন নিরাপত্তার ভেতরে পৌছানো উচিত।

"চলুন সবাই।"

পুলিশের সাইরেনের আওয়াজ একদম কাছে চলে এসেছে। ওরা পুলিশের মুখোমুখি হতে চায় না। কারন সেটা করতে গেলে এই ট্রেনটা ধরতে পারবে না। ফাদার ওদেরকে একটা পেছনের দরজা দিয়ে বের করে দিল। ওদের পার্ক করা গাড়ির খুব কাছেই লি জায়গাটা।

গ্রে হাটছে, ওর একটা হাত পকেটে। কয়েনটা ধরা, ওর হঠাৎ মনে হল ও কিছু একটা মিস করছে। কিন্তু কি মিস করছে ধরতে পারলো না।

কিছু একটা খুব গুরুত্বপূর্ন।

কিন্তু কি?

৩: ৩৯ পি.এম

এক ঘন্টা পর, র‍্যাচেল বাথরুম থেকে ফ্রেশ হয়ে ট্রেনের ফার্স্টক্লাশ কম্পার্টমেন্টের দিকে যাচ্ছে।

ট্রেনটা ইআরটি ৫০০, এটা ধরে ওরা রোমের দিকে চলেছে। ওর সাথে ক্যাটও আছে। ওদের ভেতরে একটা জরুরি সিদ্ধান্ত হয়েছে ওরা যে যেখানেই যাক আর যাই করুক একা কিছু করবে না বা কোথাও যাবে না। র‍্যাচেল ওয়াশরুমে ঢুকে মুখ ধুয়ে চুল আঁচড়েছে আর ক্যাট ঠিক দরজার বাইরেই দাঁড়িয়ে ছিল।

মিলানে আবারো ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার পরে এটাই প্রথম র‍্যাচেলের একা মুহূর্ত। ও আয়নায় নিজের চেহারাটা দেখছে। এই মুহূর্তে নিজেকে ঠিকঠাক করার পর অনেকটাই ফ্রেশ লাগছে কিন্তু জানে ও আসলে ঠিক নেই। ভেতরে ভেতরে বিদ্ধস্ত বোধ করছে। তবে নিজেকে সামলে নিয়ে বেরিয়ে এল।

ও বেরিয়ে আসতেই ক্যাট ভেতরে ঢুকলো।

আর এখন দুজনে মিলে কামরার দিকে যেতে যেতে ক্যাটের মনে হলো ওর পায়ের নিচে মাটি নেই, ওরা যেন উড়ে চলেছে। এই ট্রেনটা ইটালির সবচেয়ে দ্রুত গতিসম্পন্ন ট্রেন। মিলান থেকে নেপলসে যায়। গতি প্রতি ঘন্টায় ৩০০ কিলোমিটার।

"তোমাদের কমান্ডারের ব্যাপারটা কি?" র‍্যাচেল হাটতে হাটতে ক্যাটকে জিজ্ঞেস করলো। ওদের সম্পর্ক ইতিমধ্যেই আপনি থেকে তুমিতে গড়িয়েছে। আসলে এই খুনোখুনি আর তিক্তার বাইরে ও কিছু একটা আলাপ করতে চাচ্ছে।

"সরি, আমি প্রশ্নটা বুঝতে পারি নি।"

"মানে উনি কি কারো সাথে ইনভলভড নাকি? কোন গার্লফ্রেন্ড বা ওয়াইফ?"

"বলতে পারি না, আসলে আমি উনার ব্যক্তিগত জীবনের ব্যাপারে কিছুই জানি না।"

"তোমার আর মঙ্কের ভেতর কি কিছু...?" র‍্যাচেল প্রশ্নটা করতে গিয়ে ভাবলো হয়তো ক্যাট মাইন্ড করতে পারে তাই কথাটা ঘুরিয়ে বললো, "মানে আমি বলতে চাচ্ছি তোমাদের প্রফেশনে কাজের বাইরে ব্যক্তিগত জীবনের জন্যে কতোটা সময় পাওয়া যায়? আর রিস্কের ব্যাপারটাই বা কতটুকু মেনে নিতে পারো?"

র‍্যাচেল আসলে এই মানুষগুলোর ব্যাপারে কৌতূহলী। কারণ সে নিজেও অনেকটা একই ধরনের প্রফেশানে আছে কিন্তু তারপরও ওর মনে হয় এদের কাজ ওর কাজের চেয়ে অনেকটাই ভিন্ন আর অনেক বেশি বিপজ্জনক। আর ও দেখেছে ওর পেশাতেই যদি ব্যক্তিগত জীবন মেইনটেন করা এতো কঠিন হয় তবে সেটা এদের জন্যে না জানি কতোটা কঠিন।

ক্যাট র‍্যাচেলের প্রশ্নের জবাবে মৃদু হাসলো তাতে যেন একটু যন্ত্রনার ছাপ।

"আসলে আমাদের কাজের যে অবস্থা তাতে কারো সাথে না জড়ানোই ভালো। আর যদি তুমি জড়িয়েই যাও তবে কোন কমিটমেন্টে যেও না। সবচেয়ে ভালো হয় শুধু বন্ধুত্ব করলে। আমি ব্যাপারটাকে এভাবেই দেখি।"

ওরা কম্পার্টমেন্টের কাছে চলে আসাতে আলোচনা থেমে গেল। ওরা দুটো কেবিন বুক করেছে। এর একটা স্লিপিং কম্পার্টমেন্ট, যাতে কেউ শুতে চাইলে যেকোন সময় এসে শুয়ে রেস্ট নিতে পারে। যদিও এখনো কেউ শুতে আসে নি। সবাই অন্য কেবিনটাতে বসে আছে। জানালাগুলোর শেড টেনে দেয়া।

র‍্যাচেল এসে ওর আঙ্কেলের পাশে বসে পড়লো, আর ক্যাট ওর টিমমেটদের সাথে। গ্রে ওর সামনে একটা টেবিলে ওর ব্যাকপ্যাকের সমস্ত জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখছে, পাশেই একটা ল্যাপটপ। অন্যসবকিছু সুন্দর করে একপাশে রাখা। আর টেবিলের ঠিক পাশেই স্টেইনলেস স্টিলের একটা স্যাম্পল ট্রে, ওটার উপরেই ম্যাজাইদের সেই হাঁড়টা রাখা।

"ভাগ্যিস এই হাঁড়টা পাওয়া গেছে," মঙ্ক বললো।

"এটা প্রাপ্তির পেছনে ভাগ্যের চেয়ে বেশি অবদান একজন মানুষের আত্মত্যাগের," র‍্যাচেল মঙ্কের কথার পেছনে ফোড়ন কাটলো। "ওই মানুষগুলো এই জিনিসটাকে রক্ষা করতে গিয়ে স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে বরন করে নিয়েছেন, যা আসলে তাদের প্রাপ্য ছিল না।"

"হ্যা, তোমার কথাই ঠিক," গ্রে র‍্যাচেলকে সমর্থন জনালো। "এখন আমাদের দায়িত্ব হলো তাদের এই আত্মত্যাগের যথার্থ সম্মান দেখানো। আর আমরা এই ব্যাপারটার সম্পূর্ন সমাধান করতে পারলেই সেটা সম্ভব।" কথা শেষ করে ও একজোড়া গ্লাভস পরে নিল হাতে। তারপর ছোট্ট একটা ড্রিল তুলে নিয়ে তাতে পেন্সিলের শিষের সমান একটা নিডল লাগিয়ে হাঁড়টার একজায়গায় ফুটো করতে লাগলো। কাজ হয়ে গেলে গুড়ো হাঁড়গুলো ভরে নিল একটা টেস্ট টিউবে।

র‍্যাচেল মনোযোগ দিয়ে গ্রে'র কাজ দেখছে। একজন সোলজার এবং

সায়েন্টিস্টের রেয়ার কম্বিনেশান, মনে মনে ভাবলো ও। গ্রে অত্যন্ত মনোযোগের সাথে কাজ করছে। ওর ভ্রু জোড়া কুঁচকে আছে। দুই হাত চলছে সমান তালে এবং সমান দক্ষতার সাথে।

র‍্যাচেলের মনে পড়ে গেল কোলনের ক্যাথেড্রালে ও যখন পড়ে গেল গ্রে কিভাবে ওকে ধরেছিল। ওর সেই গভীর চাহ্‌নি। আসলেই সেই দুর্ধর্ষ মানুষটার সাথে মনোযোগ দিয়ে টেস্টটিউব নিয়ে কাজ করতে থাকা এই মানুষটার কোন মিলই নেই। গ্রে'র দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ওর দুই গাল আরক্তিম হয়ে উঠলো হঠাৎ।

"এই স্পেকটোমিটারের সাহায্যে," গ্রে কথা বলে ওঠাতে হঠাৎ র‍্যাচেল চমকে উঠলো। ও অন্যদিকে ফিরে তাকালো যাতে ওর এক্সপ্রেশান অন্য কারো চোখে না পড়ে। "আমরা এই হাঁড়টাতে কোন এম-স্টেট মেটাল আছে কিনা তা বের করতে পারবো এবং সেই সাথে নিশ্চিত হতে পারবো যে গোল্ড রেলিকোয়ারিতে মানে কোলনের সেই ক্যাথেড্রালে পাওয়া গুড়ো এই হাঁড়েরই কিনা।"

"সবাই দেখো," বলে ও টেস্ট টিউবে হাঁড়ের গুড়োর সাথে ডিস্টিল্‌ড ওয়াটার মেশালো। তারপর আরেকটা টেস্টটিউবে শুধু ডিস্টিল্‌ড ওয়াটার ঢাললো। প্রথমে শুধু ডিস্টিল্‌ড ওয়াটারের টেস্টটিউবটা কমপ্যাক্ট স্পেকটোমিটারে দিল। তারপর ল্যাপটপের স্ক্রিনটা সবার দিকে ফিরিয়ে দেখিয়ে বললো, "দেখ এটা শুধু পানিতে উপাদানের তথ্য তুলে ধরছে।" স্ক্রিনে একটা গ্রফিক্যাল চার্ট দেখা যাচ্ছে, তাতে শুধু কয়েকটা গ্রাফের রেখার তারতম্য। "এবার আমরা অন্য টেস্টটিউবটা দিব, যেটাতে হাঁড়ের গুড়োগুলো মেশানো আছে।"

গ্রে পানিরটা বের করে অন্য টেস্টটিউবটা দিয়ে আবারো স্ক্রিনটা ঘুরিয়ে দিল সবার দিকে।

স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে সবার চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। স্ক্রিনের রেখায় কোন ধরনের তারতম্য হয় নি। সাধারন ডিস্টিল্‌ড ওয়াটারের আর হাঁড়ের গুড়োর পানির টেস্টটিউব একই রেখা দেখাচ্ছে।

"সর্বনাশ, এটা কিভাবে সম্ভব? এটা তো পানি আর এই তরলে কোন পার্থক্যই শো করছে না," র‍্যাচেল রীতিমত চিৎকার করে উঠলো।

গ্রে পরীক্ষাটা আবারো করলো। এবার হাঁড়ের গুড়োযুক্ত পানিটা দেবার আগে টেস্টটিউবটা কয়েকবার ঝাঁকিয়ে নিল। ফলাফল এবারও একই।

"মেশিন হাঁড় মেশানো পানিকেও সাধারন পানির মতোই রিড করছে," ক্যাট অনেকটা আনমনেই বলে উঠলো।

"কিন্তু তা তো করার কথা না," মঙ্ক বললো। "অন্যসব কিছু বাদ দিলেও অন্তত হাঁড়ের সাধারন উপাদান যেমন ক্যালসিয়াম বা এ জাতীয় অন্য উপাদানগুলো তো ডিটেক্ট করার কথা।"

গ্রে আনমনে মাথা ঝাঁকালো। "ক্যাট, তোমার কাছে সায়ানাইড সল্যুশনটা আছে?"

ক্যাট সায়ানাইড সল্যুশনের শিশিটা ওর ব্যাকপ্যাক থেকে বের করে গ্রে'র হাতে দিল।

গ্রে ওটা একহাতে ধরে আরেকহাতে অনেকটা কটন বাডের মতো দেখতে একটা জিনিস নিয়ে ওটার একটা প্রান্ত শিশির ভেতরের তরলে ডোবালো। তারপর ভেজা প্রান্তটা ম্যাজাই হাঁড়টার একপ্রান্তে ঘষতে লাগলো। সাধারনভাবে ঘষা জায়গাটুকু সিলভার রঙ ধারন করার কথা কিন্তু এটাতে সিলভার হলো না, এটার রঙ হয়ে গেল একদম সোনালি।

গ্রে হাঁড়টাকে একহাতে তুলে ধরে অনেকটা ঘোষণা করার মতো করে বললো, "এটা হাঁড় না..."

ওর মুখের বাকি কথাটুকু কেড়ে নিল র‍্যাচেল, "এটা খাঁটি সোনা!"

৫: ১২ পি.এম্

গ্রে ওর ট্রেন জার্নির প্রায় পুরোটা জুড়ে শুধু একটা কথাই ভাবছে। এটা শুধুমাত্র সোনা না, এতে আরো কিছু আছে। তাও এতে সেই হেভিমেটালিক সোনা নয় বরং অদ্ভুত একধরনের সোনালি কাঁচ আছে। আসলে গ্রে এই জিনিসটার পুরো কম্পোজিশান বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে ভাবছে।

গ্রে নিজের কিছু ভুল নিয়েও বেশ চিন্তিত। বিশেষ করে মিলানের ব্যাপারটা নিয়ে। ওরা নিজেরা সেধে গিয়ে একটা ফাঁদের ভেতরে ঢুকে পড়েছিল এবং এইজন্যে গ্রে স্রেফ নিজেকেই দায়ি ভাবছে। কারণ কোলনের ক্যাথেড্রালে আক্রমনের ব্যাপারটা মেনে নেয়া যায়, কারণ ওখানে ওদের আসলে কিছুই করার ছিল না। কিন্তু এখানে এই মিলানের ব্যাপারটা ওর কাছে মনে হচ্ছে এটা পুরোপুরি ওর দোষ। কারণ ওরা এখানে বেশ প্রিপারেশান নিয়েই গিয়েছিল কিন্তু তারপরও একটা বিরাদ ফাঁদের ভেতরে ঢুকে পড়ে সব কিছু হারাতে বসেছিল, এমনকি নিজেদের প্রাণটাও।

কিন্তু ভুলটা ছিল কোথায়?

উত্তরটাও গ্রে'র জানা আছে। ভুলটা আসলে ওর। ওর আসলে লেক কোমো এলাকায় থামাই উচিত হয় নি। আরো একটা ভুল ছিল ক্যাটের কথা শুনে চার্চে ঢোকার আগে এলাকাটা জরিপ করা। আসলে ওরা সতর্কতার জন্যে চেক করতে গিয়ে শুধুমাত্র নিজেদেরকেই শত্রুর চোখে স্পট করেছে। ওদেরকে আগে ভাগে দেখতে পেয়েই শত্রুরা ওদের জন্যে ফাঁদ তৈরি করতে পেরেছে।

ক্যাটের কোন দোষ নেই। কারণ ওদের এই লাইনে সতর্কতার উপরে আর কোন শব্দ নেই। কিন্তু সেটা আবার জায়গামত না হলে সতর্কতাই মরনের কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং এই সতর্কতার জায়গা নির্ধরন করা যে কোন মিশনে নেতার দায়িত্ব।

গ্রে সেটাতে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে।

আসলে গ্রে সব সময়ই নিয়ম অনুযায়ী কাজ করে এবং ও সেভাবেই সাফল্য

পেয়ে অভ্যস্ত। কিন্তু কাজের ক্ষেত্রে কিছু কাজ থাকে যেগুলোতে সফল্যের জন্যে নিয়ম আইন দ্বিধা সবকিছুকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে সবকিছুর উপরে নিজের সর্বোচ্চ দিয়ে নিজের নিয়মে কাজ করে সাফল্যকে বশ করতে হয়। গ্রে'র ধারণা এখন সময় এসেছে সেই ধরনের কিছু করার এবং নেতা হিসেবে এখন ওকে তাই করতে হবে।

ওদের এই মিশনে সাফল্য এবং ওদের জীবন এখন নির্ভর করছে আসলে গ্রে'র এই ব্যাপারটার উপরেই। হাতের কাজ শেষ করে ও সবার দিকে ফিরে তাকালো। ওর বৃদ্ধাঙ্গুলিতে একটা ফস্কা পড়ে গেছে এবং পুরো কামড়ায় অ্যালকোহলের গন্ধে ভরপুর।

"এটা আসলে খাঁটি সোনা নয়।"

সবাই ওর কথা শুনে ফিরে তাকালো। দুজন এখনো কাজ করছে আর বাকি দুজন বসে আছে।

"এই নকল হাঁড়গুলো আসলে প্লাটিনাম গ্রুপের একধরনের মিক্সড ধাতু," গ্রে ব্যাখ্যা করে বললো। "যারাই এটা তৈরি করেছে তারা কয়েক ধরনের ধাতু মিশিয়ে সেটাকে গলিয়ে কাঁচে রূপান্তরিত করেছে। তারপর এটাকে রোল করে এর উপরে একধরনের চকের গুড়ো মিশিয়ে এর সারফেসটা ঢেকে দিয়েছে যাতে করে এটাকে দেখতে লাগে সাধারন হাঁড়ের মতোই।"

গ্রে ওর জিনিসপত্রগুলো গুছিয়ে নিতে নিতে কথা বলছে।

"এটাকে প্রাথমিকভাবে দেখতে সোনা বলে মনে হলেও আসলে এতে বেশ ভালো একটা পরিমানে প্লাটিনামও মেশানো আছে এবং সেই সাথে অরো আছে সমান্য পরিমাণে ইরিডিয়াম, রোডিয়াম এবং হালকা অসমিয়াম এবং প্যালাডিয়াম।"

"মানে শংকর ধাতু," মঙ্ক বললো।

"হ্যা, শংকর ধাতুই বটে তবে খুব জটিল প্রক্রিয়ায় তৈরি একটা শংকর ধাতু যেটা তৈরির প্রক্রিয়া হয়তো আর কখনোই জানা যাবে না।"

ও অনেকটা আনমনেই হাঁড়ের টুকরোটার দিকে তাকিয়ে আছে। এখন পর্যন্ত হাঁড়টার চারভাগের একভাগ কাজে ব্যবহার করেছে বাকিটা এখনো আস্তই আছে। "আমার মনে হয় না এমনকি কোন টেস্টেও কাজ হবে। মানে এই শংকর ধাতুতে কোন ধাতু কতোটা পরিমাণে এবং কিভাবে মেশানো হয়েছে তা কোন টেস্টেও পুরোপরি বের করা সম্ভব না।"

"মানে অনেকটা হেইনসবার্গ আনসার্টেনিটি প্রিন্সিপ্যালের মতো।" ক্যাট অনেকক্ষন পরে কথা বললো। ওর কোলের উপর একটা ল্যাপটপ, সেটাতে অত্যন্ত মনোযোগের সাথে কাজ করছে। "এমনকি এটাতে কি কি রিঅ্যাকশান ঘটছে সেটা দিয়েও কিছু বোঝা যাবে না।"

"বাহ্, দারুণ এক জিনিস–" মঙ্কের কণ্ঠে তিক্ততা এবং হতাশা।

গ্রে ওর মনের ভাব বুঝতে পারছে। আসলে ওর নিজেরও খারাপ লাগছে। "আমরা আর ঘন্টাখানেকের ভেতরে রোমে পৌছে যাবে, তুমি যাও একটু ঘুমিয়ে

নাও," মঙ্ককে বললো সে।

"না, আমি ঠিক আছি," ওর কণ্ঠই বলে দিচ্ছে আসলে ও কতোটা ঠিক আছে।

"যাও আমি বলছি।"

মঙ্ক এবার উঠে দাঁড়ালো। তারপর আড়মোড়া ভেঙে বললো, "ঠিক আছে তুমি যেহেতু বলছো..." চোখ কচলে দরজার দিকে রওনা দিল সে। কিন্তু দরজা পর্যন্ত গিয়ে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বললো, "আমার মাথায় একটা আইডিয়া কাজ করছে। আমার মনে হয় এমনটা হতে পারে ইতিহাস মিথ্যে না বরং ভুল বলছে। আমরা কি জানি বল? এগুলো ম্যাজাইদের হাঁড়, এর মানে তো এমনও হতে পারে এগুলো আসলে ম্যাজাইদের তৈরি করা হাঁড়।"

সবাই বেশ অবাক দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে আছে।

সবার দৃষ্টি উপেক্ষা করে মঙ্ক বললো, "ঠিক আছে আমি আর কতোটা জানি, আমার চেয়ে এখানে অনেক বোদ্ধা লোক আছে। আমার মাথায় যা এসেছে আমি বললাম এখন বাকিটা তোমাদের ব্যাপার আমি যাই।" বলে দরজা বন্ধ করে চলে গেল সে।

"আপনার টিমমেট কিন্তু খুব বেশি ভুল বলেন নি," মনসিগনর এতোক্ষণ একটা কথাও বলেন নি, এবার মুখ খুললেন। র‍্যাচেল সামনে এগিয়ে এল। ও বেশ আগ্রহ বোধ করছে। গ্রে তাকিয়ে আছে র‍্যাচেলের দিকে। বাতাসে চুল উড়ছে, ওকে দেখতে আরো কম বয়স্ক লাগছে। গ্রে দৃষ্টি সরিয়ে নিল।

"আপনি কি বলছেন আঙ্কেল?" র‍্যাচেল ওর চাচার কাছে জানতে চাইলো।

ভিগর মঙ্কের ল্যাপটপে বসে কাজ করছেন। ক্যাটের মতো এই ল্যাপটপটাতেও ট্রেনের ফার্স্টক্লাসের ইন্টারনেট সংযোগ দেয়া আছে। ক্যাট এবং ভিগর দুজনেই তথ্য ঘাটছে।

ক্যাট খুঁজছে সায়েন্সের ব্যাপারগুলো আর ভিগর ঐতিহাসিক।

মনসিগনর কাজ করতে করতেই বললেন, "কেউ একজন কাজটা করেছে, যে এই জিনিসগুলো বানিয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো কে এবং কখন? এবং সে এগুলোকে হাঁড়ের আদলে বিভিন্ন ক্যাথেড্রালে কেন লুকিয়ে রেখেছিল সেটাও একটা প্রশ্ন।"

"ড্রাগন কোর্টের কেউ হতে পারে কি?" র‍্যাচেল জানতে চাইলো। "ওদের এই গ্রুপের সন্ধান পাওয়া যায় মধ্যযুগে।"

"নাকি চার্চের সাথেই সরাসরি সংযুক্ত কেউ?" ক্যাট বললো।

"না," ভিগর বেশ দৃঢ়তার সাথেই বললেন। "আমার মনে হয় এতে কোন তৃতীয়পক্ষ জড়িত। কোন ব্রাদারহুড অবশ্যই, এদের চেয়ে আরো পুরনো কেউ।"

"আপনি নিশ্চিত হচ্ছেন কিভাবে?" গ্রে জানতে চাইলো।

"১৯৮২ সাথে ম্যাজাইদের কাপড়গুলোর কয়েকটাকে পরীক্ষা করা হয়েছিল। পরীক্ষার ফল থেকে জানা যায় ওগুলো দ্বিতীয় শতকের। তার মানে ওগুলো ড্রাগন কোর্ট স্থাপিত হবার অনেক আগের। এমনকি কনস্ট্যানটাইনের মা রানী হেলেনেরও অনেক আগের ওগুলো।"

"কিন্তু তাহলে হাঁড়গুলোকে কেউ টেস্ট করে নি কেন?"

ভিগর গভীর দৃষ্টিতে গ্রে'র চোখে তাকালেন। "কারণ চার্চ তা নিষিদ্ধ করেছিল।"

"কেন?"

"কারণ শুধুমাত্র এই হাঁড়গুলো নয় যে কোন বিশেষ রেলিক পরীক্ষা করতে হলে পাপাল অনুমতি লাগে। আর এগুলো তো অনেক বড় ব্যাপার।"

র‍্যাচেল ব্যাখ্যা করলো, "কারণ নিশ্চয়ই চার্চ চায় নি, তার সবচেয়ে মূল্যবান জিনিসগুলো ভুয়া বা অন্যভাবে বলতে গেলে সাধারণ প্রমাণিত হোক।"

"না, ব্যাপারটা তাও না। আসলে যেকোন ব্যাপারেই চার্চের মূল পলিসিই হলো মানুষ বিশ্বাস করতে শিখুক, পরীক্ষা করতে নয়।"

"ঠিক আছে, তাই যদি হয় তবে কোর্টও বাদ, চার্চও বাদ, তাহলে এমনটা করলো কারা?"

"আমার ধারণা যদি শুনতে চান তবে আমি বলবো আপনার বন্ধু মঙ্কই ঠিক। এটা তাদেরই কাজ যারা এটার ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল। হয়তো মিশরিয়রা।"

গ্রে ভিগরের দিকে ঘুরে দাঁড়ালো। "কি?"

ভিগর ল্যাপটপের মাউসে ক্লিক করে একটা পেজ ওপেন করে দেখালো। "এটাতে কি আছে শুনুন। সময়টা ১৪৫০ খৃস্টপূর্বাব্দে ফারাও থুতমস তৃতীয় তার সেরা ৩৯ জন কারিগরকে নিয়ে গঠন করে 'দ্য গ্রেট হোয়াইট ব্রাদারহুড'– এই নামটা দেয়ার পেছনে মূল কারণ ছিল ওরা এক ধরনের রহস্যময় সাদা পাউডার নিয়ে গবেষণা করতো। বলা হতো এই পাউডার আসলে সোনারই আরেক পরিবর্তিত রূপ, যেটাকে রাখা হতো পিরামিড আকৃতির মতো করে। আর এই জিনিসটার নাম ছিল 'হোয়াইট ব্রেড' বা সাদা রুটি। এই পাউডারগুলোকে সরু পিরামিডের মতো করে রাখা হতো কারনাকের টেম্পলে এবং কথিত আছে প্রায়ই এ থেকে এক ধরনের রশ্মি বিকিরণ করতো।

"কিন্তু ওরা ওগুলো দিয়ে করতো কি?"

"ওরা এগুলো তৈরি করতো শুধুমাত্র ফারাওদের জন্যে এবং ফারাওরা এগুলোকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় পান করতো। এতে নাকি মূলত তাদের উপলব্ধি করার ক্ষমতা বেড়ে যেত।"

ক্যাট হঠাৎ করে ওদের সামনে হাটু গেড়ে বসে ল্যাপটপটা টেনে নিল।

গ্রে জানতে চাইলো, "কি ব্যাপার?"

"দাঁড়াও আমি একটা জিনিস পড়েছিলাম এখানেই। গোল্ড আর প্লাটিনাম এবং এই জাতীয় আরো কিছু ধাতুর আলাদা কিছু ব্যাপার আছে। বিশেষ প্রক্রিয়ায় এদেরকে গ্রহণ করলে মানুষের কিছু কিছু ক্ষমতা বেড়ে যায়। তোমার কি সুপারকন্ডাক্টারের আর্টিকেলটার কথা মনে আছে?"

গ্রে মাথা দুলিয়ে সম্মতি জানালো। বিশেষ ধরনের কিছু এটম বা অনু যেগুলো আসলে সুপারকন্ডাক্টর অর্থাৎ অত্যন্ত ক্ষমতাশালী বিদ্যুৎপরিবাহী হিসেবে কাজ করে।

"ইইউএস নেভাল রিসার্চ ফ্যাসিলিটি গবেষণা করে বলেছে যে মানুষের মস্তিষ্কের ভেতরের কেমিক্যাল আন্তসংযোগের ব্যাপারটা আধুনিক বিজ্ঞানও ঠিকমতো ব্যাখ্যা করতে পারে না। ব্রেইন সেলগুলো খুব দ্রুত আন্তসংযোগ করে। ওরা এটুকু বলতে পেরেছে মস্তিষ্কের নিজস্ব কোন ব্যবস্থাপনা আছে। তবে সেটা কি তা এখনো বলতে পারে নি। ওটা নিয়ে কাজ চলছে।"

গ্রে ক্যাটের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছে। কারণ সে নিজেও এই ব্যাপারে ভালোই জানে, ওর ডক্টরাল প্রোগ্রামে এই টপিক ছিল। এই বিশেষ ব্যাপারটা নিয়ে বিজ্ঞানীরা মন্তব্য করেছে এই সেক্টর ভবিষ্যৎ বিজ্ঞানে বড় ধরনের পরিবর্তন আনতে পারবে। অন্যদিকে বায়োলজি অর্থাৎ লাইফ সায়েন্সে ওর ডাবল ডিগ্রি থাকার কারণে ব্রেইনের যাবতীয় ফাংশনাল ব্যাপরগুলোতেও ওর ভালো ধারণা আছে। কিন্তু এর সাথে এই সাদা পাউডারের সম্পর্ক কি?

ক্যাট ওর সামনে ল্যাপটপটা এগিয়ে দিল। "এখানে আমি প্লাটিনাম আর সোনা জাতীয় সবধরনের মেটালগুলোর উপরে একটা সার্চ দিয়ে বাছুর আর শূকরের ব্রেন নিয়ে চালানো একটা এক্সপেরিমেন্টের আর্টিকেল পেয়েছি। স্তন্যপায়ী প্রাণীদের ব্রেন উপাদান নিয়ে গবেষণা করে দেখা গেছে এর চার থেকে পাঁচ ভাগ আসলে রোডিয়াম আর ইরিডিয়াম।"

এই পর্যন্ত বলে ও গ্রে'র টেবিলের উপরে রাখা স্যাম্পল দেখিয়ে বললো, "অনেকটা রোডিয়াম আর ইরিডিয়ামের এক অণু অবস্থা, যাকে আমরা কেমিস্ট্রির ভাষায় বলি মোনাটনিক কন্ডিশান।"

"মানে তোমার কি মনে হয় এই এম-স্টেট উপাদানগুলো ব্রেইনের সুপারকনডাক্টিভিটির উৎস? এর আন্তঃসংযোগের মূল উপাদান? আর ফারাওরা এগুলোকে এই কারণেই জুস বানিয়ে খেতো?"

ক্যাট হেসে ফেললো, "তা সঠিকভাবে বলা যায় না। কারণ বাঘা বাঘা বিজ্ঞানীরাই সুপাকন্ডাক্টিভিটির ব্যাপারে এখনো নিশ্চিত হতে পারে নি, আর আমি তো কোন ছাড়!"

"কিন্তু মিশরিয়রা এটা জানতো!" গ্রে অনেকটা প্রশ্নের সুরেই বললো।

"না, কমান্ডার," ভিগর বললেন। "আমার ধারণা ওরা এটা গ্রহণ করতো ঠিকই কিন্তু এর ভেতরের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাটা পুরোপুরি জানতো না বরং হয়তো বা কোন না কোনভাবে ওরা এটার উপকারিতার কথা জানতে পেরে খেতে শুরু করে, হয়তো এক্সিডেন্টালি। তবে যাই হোক, মোদ্দা কথা ওরা এমনটা করতো এবং তাদের মাধ্যমই জেনারেশনের পর জেনারেশন ধরে ব্যাপারটা চলে এসেছে।"

"মিশরিয় ফারাও থুতমসের পরবর্তী আর কতো জেনারেশান পর্যন্ত এটা খাবার রেকর্ড পাওয়া গেছে?"

ক্যাট আর্টিকেল থেকে চোখ তুলে বললো, "তোমার সামনের ওই হাঁড়টাই তো প্রমান করে যে অন্তত ওই পর্যন্ত ছিলই। আর আমার ধারণা যদি শোন তবে বলবো এই আধুনিক যুগ পর্যন্তই। কিভাবে? নাম পরিবর্তন করে। ওই যুগে এটাকে বলা

হতো 'হোয়াইট ব্রেড', তারপর এটার আরো নাম ছিল 'হোয়াইট নরিশমেন্ট।' তবে এটার সবচেয়ে মজার নাম পাওয়া গেছে মিশরিয়দের 'বুক অফ ডেড'-এ। ওখানে এটার নাম বলা আছে 'হোয়াট ইজ ইট?' মানে 'এটা কি?' "

গ্রে'র মনে হলো এই নামটা ও আগেও কোথায় যেন শুনেছে।

"এটার ব্যাখ্যা আমি জানি," ভিগর বললেন। "হিব্রুতে 'এটা কি?'-এর অনুবাদ করলে দাঁড়ায় 'মা-না।' "

"মান্না," ক্যাট বললো।

ভিগর সম্মতিসূচক মাথা দোলালেন। "এর মানে হলো 'দ্য হলি ব্রেড অব দ্য ইজরায়েলটিজ'। ওল্ড টেস্টামেন' অনুযায়ী, এই রুটিগুলো মোজেসের অনুরোধে ক্ষুধার্থদের অন্ন মেটাতে স্বর্গ থেকে বৃষ্টির মতো ঝড়ে পড়তো।" এ পর্যন্ত বলে ভিগর ল্যাপটপটা টেনে নিয়ে ফাইল ঘাটতে লাগলেন। "মিশরে তৎকালীন সময়ে মোজেস তার ইমেজ এতোটাই উপরে নিয়ে গিয়েছিলেন যে লোকে তাকেই মিশরিয় সিংহাসনের যোগ্য উত্তরসুরী বলে ভাবতো। এই কারণেই মিশরিয়দের যাবতীয় গোপন জ্ঞান ভান্ডারে তার অবাধ যাতায়াত ছিল।"

"মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন মোজেস এই পাউডার তৈরির ফর্মূলা আসলে চুরি করেছিলেন এবং সেটা দিয়েই ইজিপশিয়ান হোয়াইট ব্রেড প্রস্তুত করতেন?"

"বাইবেলে পর্যন্ত এটার নাম উল্লেখ করা আছে, 'মান্না,' 'হলি ব্রেড,' 'স্রু ব্রেড,' 'ব্রেড অব প্রেজেন্স।' এটাকে এতোটাই মূল্যবান ভাবা হতো, এটাকে এমনকি আর্ক অফ কভেনান্টেও স্টোর করা হয়েছিল, তাও টেন কমেন্ডমেন্টের ঠিক সাথেই গোল্ডেন বক্সে।"

গ্রে'র মনে পড়ে গেল ভিগর হঠাৎ একটা শ্লোক বলেছিলেন। "আচ্ছা আমার একটা কথা আছে আমরা যে জিনিসটাকে নিয়ে কাজ করছি সেটা আর বাইবেলের এই মান্না এক জিনিস তো নাও হতে পারে। নামের মিলটা স্রেফ একটা কো-ইন্সিডেন্সও তো হতে পারে।"

"আপনি শেষবার কবে বাইবেল পড়েছেন?"

গ্রে মনে করার চেষ্টা করছে।

"বাইবেলে বর্ণিত মোজেসের বেশ কিছু কাহিনী ইতিহাসবিদ আর থিওলজিস্টদেরকে অনেক ক্ষেত্রেই দ্বিধান্বিত করেছে। যেমন একটা ঘটনা বলি। কথিত আছে মোজেস যখন সোনালী শাবকের গায়ে আগুন লাগিয়ে দিলেন সেটা গলে ধাতব পিন্ডে পরিণত হবার বদলে হয়ে গেল এক ধরনের পাউডার। আর মোজেস সেটাকে সমস্ত ইজরায়েলিদের খেতে দিলেন।"

গ্রে'র একটা ভ্রু উপরে উঠে গেল। ও মনে মনে ভাবছে এটা তো ফারাওদের পাউডারের জুস কাহিনির সাথে মিলে যায়।

"আরো একটা ব্যাপার, মোজেস এই হলি ব্রেড তৈরির দায়িত্ব কোন রুটি মেকারকে দেন নি দিয়েছিলেন বেজালেলকে।"

গ্রে কথাটার মানে বোঝে নি। ও অপেক্ষা করছে ভিগর নিশ্চয় ব্যাখ্যা করবেন।

ও বাইবেলে ব্যবহৃত নামগুলোর ব্যাপারে একটু দূর্বল।

"বেজালেল ছিল তখনকার সময়ে ইজরায়েলের সবচেয়ে সেরা স্বর্ণকার। উনি সেই ব্যক্তি যিনি আর্ক অব দ্য কভেনান্টের মূল নকশা করেছিলেন। তাহলে বুঝুন মোজেস কেন একজন স্বর্ণকারকে একটা পাউডার ধরিয়ে দিয়ে বলবে রুটি বানাতে, যদি না সেই পাউডার সাধারণ পাউডারের চেয়ে বেশি কিছু না হয়?"

গ্রে ভাবছে আসলেই কি তাই?

"আরো একটা ব্যাপার হলো ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থে পরিস্কার উল্লেখ আছে এক ধরনের সাদা পাউডারের কথা, যা কিনা অত্যন্ত ক্ষমতাশালী এবং এটাকে ভালো এবং খারাপ দু'ভাবেই ব্যবহার করা যায়।"

"আচ্ছা, আলটিমেটলি ব্যাপারটা কি দাঁড়াচ্ছে? পরে সেটা গেল কোথায়? মানে পরে এটা নিয়ে আর চর্চা নেই কেন?" গ্রে জানতে চাইলো।

"বেশিরভাগ ইহুদিদের লেখা থেকে জানা যায় ওই জিনিসটা ৬০০ খৃস্টপূর্বাব্দে রাজা নেবুচাঁদ নেজার সলোমোনের টেম্পল আক্রমন করার সময় ধ্বংস হয়ে গেছে।"

"তারপর আর এটার কোন খবর নেই?"

"আছে, তবে আমাদেরকে সেটা বের করতে হবে একটু ভিন্নভাবে। আমরা ওখান থেকে যদি দুই শতক বাদ দেই তাহলে পাই আরেকজন ইতিহাসের সেরা ব্যক্তিত্বকে যিনি তার জীবনের বেশিরভাগ সময় ব্যাবিলনে কাটিয়েছেন এবং সায়েন্স ও মিস্ট্রি নিয়ে বেশ বড় ধরনের গবেষণা করেছেন। উনি হলেন আলেক্সান্ডার দ্য গ্রেট।"

ভিগর ব্যাপারটার গুরুত্ব বোঝাতে একটু থামলেন।

গ্রে বলে উঠলো, "আলেক্সান্ডার মানে মহান আলেক্সান্ডার?"

আলেক্সান্ডার মিশর বিজয় করেছিলেন ৩৩২ খৃস্টপূর্বাব্দে। উনার ব্যাপারে আমরা শুধু তার ক্ষমতা আর যুদ্ধের দিকটাই বেশি জানি। কিন্তু উনার আরেকটা দিক ছিল সেটা হলো উনি যেখানেই যেতেন যে রাজ্যই জয় করতেন সেখানকার জ্ঞানচর্চা নিয়ে কাজ করতেন। বিজয়ের পাশাপাশি সবসময় উনি গুরু অ্যারিস্টটলের জন্যে পৃথিবীর বিভিন্ন কোনা থেকে বিভিন্ন ধরনের সায়েন্স বা দর্শন রিলেডেট গিফ্ট পাঠাতেন। উনার সংগ্রগে ছিল সবচেয়ে মূল্যবান হ্যালিওপলিটান স্ক্রল, যেটাতে ছিল প্রাচীন মিশরের বিভিন্ন ধরনের গোপন বিদ্যার কথা। তারপরে তার জ্ঞানের উত্তরসুরি টলেমি সেগুলোকে বেশ যত্নের সাথে আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরিতে সংরক্ষন করে রেখেছিলেন। আলেকজান্দ্রিয়ার সেই টেক্সটে একটা জিনিসের কথা লেখা ছিল যার নাম 'প্যারাডাইজ স্টোন।' এটা নাকি সলিড থাকা অবস্থায় সোনার মতো ছিল আর এটাকে পাউডার করা হলে এর ওজন নাকি পালকের চেয়ে হালকা হয়ে যেত, বাতাসে ছেড়ে দিলে মেঘের মতো ভাসতে থাকতো।"

"লেভিটেশান," ক্যাট অনেকটা আনমনেই বলে উঠলো।

ওর কথা শুনে গ্রে ঝট করে ওর দিকে ঘুরে তাকালো।

"এটা একটা পরীক্ষিত ব্যাপার। সুপারকন্ডাক্টিভিটি একটা স্ট্রং ম্যাজিক্যাল ফিল্ডে অবস্থান করে। এমনকি এই এম-স্টেট পাউডারগুলোকেও এই টেস্ট করা হয়েছে। আরিজোনা আর টেক্সাসে টেস্ট করে দেখা গেছে এই মোনাটোনিক পাউডারগুলোকে দ্রুত ঠান্ডা করা হলে এদেরকে আবার তাপ না দেয়া পর্যন্ত এদের ওজন শূণ্যের থেকেও কমে যায়।"

ক্যাটের অপরিস্কার ব্যাখ্যা শুনে গ্রে'র মেজাজ গেল খারাপ হয়ে। "এর মানে কি ওজন আবার শূণ্য থেকে কমে কিভাবে?"

"মানে, যে পাত্রে নিয়ে ওজন মাপা হয় সেটাতে পাউডার থাকলে যে ওজন, সেটা খালি পাত্রের ওজনের থেকে কম। এর মানে হল পাউডার থাকার কারণে পাত্রটাও লেভিটেট হয়ে ওজন কমে যায়।"

"প্যারাডাইজ স্টোন আবার আবিষ্কার হলো," ভিগর অনেকটা বিড়বিড় করেই বললেন।

গ্রে'র কাছে সম্পূর্ন ব্যাপারটা এখন ধীরে ধীরে একটা আকৃতি পাচ্ছে। একটা গোপন জ্ঞান জেনারেশানের পর জেনারেশান ধরে চলে এসেছে। "তারপর এর সন্ধান পাওয়া যায় কোথায়?"

"জিশুর সময়ে," উত্তরটা দিলেন ভিগর। "নিউ টেস্টামেনে এক ধরনের রহস্যময় সোনার কথা বর্ণনা করা আছে। নিউ টেস্টামেনের শেষ গ্রন্থ রেভুলেশনের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলা আছে, 'আর্শিবাদ তার জন্যে যে কিনা অর্জন করবে সেই গোপন মান্না পাবার ক্ষমতা, রহস্যময় বিশুদ্ধ এক সাদা পাথর।' এতে আরো বলা আছে জেরুজালেমের ঘরগুলো তৈরি করা হয়েছে এমন একটা জিনিস দিয়ে যার আরেকটা রূপ আছে এবং সেই রূপটাকে বলা হয়েছে 'যা পরিস্কার কাঁচের মতো বিশুদ্ধ।' "

গ্রে'র মনে পড়ে গেল কোলনের চার্চে ভিগরের আবৃত্তি করা সেই শ্লোকটা।

"এখন আমাকে বলুন," ভিগর বলেই চলেছেন। "এরকম সাদা কাঁচের মতো সোনা আমরা কোথায় দেখতে পেয়েছি? শুধুমাত্র এম-স্টেট গোল্ডেই এটা সম্ভব, আর আমার ধারণা যদি শুনতে চান তাহলে বলবো বাইবেলে বর্ণিত 'পিওরেস্ট অব অল গোল্ডস' আর কিছুই না এই এম-স্টেট সোনাই।"

ভিগর টেবিলের দিকে দেখিয়ে বললেন, "এটার মাধ্যমেই আমরা বিবলিক্যাল ম্যাজাইকে ভিন্ন এক রূপে ফিরে পেয়েছি এবং এটা মার্কো পোলোর একটা ঘটনার সাথে সংযুক্ত। ঘটনাটা হলো মার্কো পোলোর পার্সিয়া থেকে বেরিয়ে আসার কাহিনী। ঘটনাটা অনেকটা রূপকথার মতো। তবে এর থিমটা এবং আমাদের বর্তমান ঘটনার সাথে এর সংযোগ খুব জোড়ালো। গল্পটা এমন, জিশু ম্যাজাইদেরকে একটা সাদা পাথর দিয়ে বলেছিল এই পাথরটা তোমাদেরকে নিজেদের বিশ্বাস আকড়ে ধরে রাখতে সহায্য করবে। ম্যাজাইরা সেটা নিয়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। এর ভেতরে পথিমধ্যে পাথরটা বিধ্বস্ত হয়ে অগ্নিকুন্ডে পরিণত হয়, এটা এমন এক অগুন যা নেভানো অসম্ভব। প্রকৃত অর্থে এই আগুন দ্বারা বোঝানো হয়েছে মানুষের মনের

ভেতরের বিশ্বাসের আগুন। মার্কো পোলো এটা মানতো এবং এই ব্যাপারটা তাকে বিভিন্ন কাজে উৎসাহ দিত।"

ভিগর এই পর্যন্ত বলে গ্রে'র দ্বিধাগ্রস্থ চেহারার দিকে তাকালো। তারপর বললো, "মেসোপটেমিয়াতে এই আগুনকে সংক্ষেপে বলা হয় 'ফায়ার স্টোন' অর্থাৎ যার আরেক নাম 'মান্না।' "

গ্রে ধীরে ধীরে মাথা দোলালো, "আচ্ছা, এই তাহলে আগুন মান্না আর বিবলিক্যাল ম্যাজাইদের কাহিনী।"

"এটাই সেই সময়ের পুরনো দিনগুলোর কাহিনী," ভিগর টেবিলে একটা হাত রেখে বললেন।

"আর কাহিনী কি এখানেই শেষ?" গ্রে জানতে চাইলো।

ভিগর মাথা নাড়লো, "না, কাহিনী এখানে শেষ হয় নি তবে বাকিটুকু সঠিকভাবে বলতে হলে আমাকে আরো রিসার্চ করে বলতে হবে। কিন্তু আমার ব্যক্তিগত ধারণা যদি ব্যাখ্যা করি তবে বলবো এই অদ্ভুত ধরনের পাউডার, যেটা আমারা এই কেসে আবিষ্কার করেছি সেটা আবিষ্কারের ঘটনা কোন বিচ্ছিন্ন কিছু নয় বরং এটা বহু বছর ধরে একটা অ্যালকেমি কাল্টের দীর্ঘ গবেষণার ফসল। আর ওদের এই দীর্ঘ সাধনার ফসল ড্রাগন কোর্ট এই যুগে এসে ব্যবহার করতে শুরু করেছে, ভালো উদ্দেশ্যে কি মন্দ সেটা পরিস্থিতি বলবে, তবে ব্যবহার ওরা ইতিমধ্যেই শুরু করে দিয়েছে।"

গ্রে ক্যাটের দিকে ঘুরে দাঁড়ালো।

"আমার ধারণা মনসিগনর ঠিকই বলেছেন। কারণ এই এম-স্টেট সুপারকন্ডাকটর দিয়ে অনেক কিছুই করা সম্ভব। লেভিটেশান থেকে শুরু করে ট্রান্সডাইমেনশনাল শিফটিং পর্যন্ত সবই সম্ভব। আরো প্র্যাকটিক্যাল উদাহরন দিয়ে বলতে চাইলে টেসটিকুলার আর ওভারিয়ান ক্যান্সারে এরমধ্যেই এই প্রযুক্তি ব্যবহার করা শুরু হয়ে গেছে। মঙ্ক তুমি তোমার ফরেনসিক ট্রেনিং নিয়ে কাজ শুরু করে দাও, আর আমি আরো ইনফরমেটিভ ডিটেইলস আর বিগত বছরগুলোর আবিষ্কার নিয়ে কাজ করছি।"

ক্যাট থামলেও গ্রে এখনো চুপ করে আছে কারণ ওর ধারণা ক্যাট আরো কিছু বলতে চায়।

"আমি তোমাকে আরো একটা বিষয়ে আরেকটু বলতে চাই, ব্যাপারটা বেশ জটিল। তবে আমি যতোটা পারছি সহজ করে বলছি। ক্যান্সারের ব্যাপারটা তো নিশ্চয় জানো, এটা প্রকৃতপক্ষে কোষের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি। বিজ্ঞানীরা এই ক্যান্সার সেল ঠিক করতে প্লাটিনাম এবং ইরিডিয়ামের একটা মেটাল রিভিউ মানে এটমিক কন্ডিশন ব্যবহার করছে। অবাক হচ্ছ, কিভাবে? এই ধাতুগুলোর এটমের একটা বিশেষ অবস্থা ডিএনএ'কে তার স্বাভাবিক গতিশীলতা ধরে রাখতে সাহায্য করে কোন ধরনের ঔষধ বা রেডিয়েশন ছাড়াই। আর রোডিয়ামের ভূমিকাটা হল এটা পিনিয়াল গ্ল্যান্ডকে উদ্দীপ্ত করে 'জাঙ্ক ডিএনএ' ধ্বংস করে। এর মাধ্যম উভয় ধাতুই কোষের

অস্বাভাবিক বৃদ্ধি রোধ করে এবং ব্রেইন ফাংশনও ঠিক রাখে।"

ক্যাট এই পর্যন্ত বলে ল্যাপটপে একটা পেজ ওপেন করে গ্রে'কে দেখালো।

"এই দেখ এখানে অগাস্ট ২০০৪ পার্দু ইউনিভার্সিটির একটা রিপোর্ট আছে, এখানে দেখানো হয়েছে রোডিয়াম কিভাবে ভেতর থেকে তার নিজস্ব এটমিক আলো ব্যবহার করে ভাইরাস ধ্বংস করে। এমনকি ওয়েস্ট-নিরের মতো ভয়ঙ্কর ভাইরাসও।"

"আলো?" ভিগর চোখ ছোট ছোট করে জিজ্ঞেস করলেন।

গ্রে'ও ক্যাটের দিকে তাকিয়ে আছে, ওর চোখেও জিজ্ঞাসা।

ক্যাট মাথা নেড়ে আবারো শুরু করলো, "এখানে আরো কয়েকটা আর্টিকেল আছে এম-স্টেট মেটাল এবং ওদের এটমিক পাওয়ার বিশেষ করে আলোর উপর। এখানে পরিস্কার করে বুঝিয়ে দেয়া আছে এরা কিভাবে ডিএনএ'র গতিশীলতা বজায় রেখে কোষের ভেতরে লাইটওয়েভ কমিউনিকেশান ধরে রেখে এতে জিরো ফিল্ড এনার্জি সৃষ্টি করে।"

অনেকক্ষন পরে র‍্যাচেল কথা বলে উঠলো, এতোক্ষণ ধরে ও চুপচাপ শুনে যাচ্ছিলো। "এটা অবাক করার মতোই বিষয়।"

"কেন?" গ্রে ওর দিকে ফিরে তাকালো।

ও ধীরে ধীরে নিজের দৃষ্টি ফিরিয়ে গ্রে'র দিকে তাকালো। ওর চোখ স্বচ্ছ এবং দৃষ্টি বেশ পরিস্কার।

"আমরা বর্তমান সময়ের বিজ্ঞানীরা এই সময়ে দাঁড়িয়ে অনেক ধরনের অলৌকিক বৈজ্ঞানিক ব্যাপারের কথা বলছি যা আবিষ্কৃত হয়েছিল আজ থেকে অনেক আগে, যেমন ধর হাইটেনিং অ্যাওয়ারনেস, লেভিটেশান, ট্রান্সমিউটেশান, মিরাকুলাস হিলিং, এন্টি-এজিং ইত্যাদি। আমার বক্তব্য হল আজকে এই বিজ্ঞানের দূর্দান্ত উন্নতির যুগে আমরা এসব আবিষ্কারের কথা কল্পনা করছি যা আমাদের ধারণা আগের দিনের মানুষেরা আবিষ্কার করেছিল। এটা কিভাবে সম্ভব? ওরা যদি এতেটাই উন্নত বিজ্ঞান আবিষ্কার করে থাকে তবে সে-সময়ে ওরা আমাদের থেকে পিছিয়ে ছিল কিভাবে? আমরা এই পুরনো ম্যাজাই হাঁড়গুলো নিয়ে গবেষণা করে অদ্ভুত এক সাদা পাউডারের ফর্মূলা পুনঃআবিষ্কার করছি যা ওরা আগেই আবিষ্কার করেছিল, আর এই পাউডারগুলোর রয়েছে অবিশ্বাস্য ক্ষমতা। তাহলে ওরা যদি এতোটাই উন্নত ছিল তবে সেই সময় মহামারি, খরা, কুষ্ঠ এসব থামাতে পারে নি কেন?"

সবাই চুপ করে শুনছে। গ্রে নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে আছে, ভিগরের চোখ বন্ধ আর ক্যাটের ঠোঁটে মৃদু হাসি।

র‍্যাচেল আবার বলতে শুরু করলো, "আমার ধারণা যদি বলি তবে ব্যাপারটা এরকম, লেভিটেশান বল আর এন্টি-এজিং আর ম্যাজাইদের এই হাঁড়ের ফমূলা যার অবিশ্বাস্য ক্ষমতা আছে এ সব ব্যাপারেই পুরনো মানুষেরা কিছু ধারণা আবিষ্কার করেছিল এবং কিছু কিছু ক্লু। সে-সব ক্লুগুলোর কোনটাই লুকানো আছে ম্যাজাইদের এই হাঁড়ের ধাঁধায়। এগুলোর একটার পেছনেই ধাবিত হচ্ছে এই ড্রাগন কোর্ট। আর

ওরা যে অনেক কিছু করার ক্ষমতা রাখে এবং এই পাউডারের ব্যাপারেও অনেক কিছু ভালোভাবেই জানে তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি কোলনের ঘটনায়। যেভাবেই হোক ওরা এগুলো দিয়ে খুন করার এক নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে।" গ্রে'র মনে পড়ে গেল জুইস কাবালার সেই কথা 'এই পাউডারের ক্ষমতা ভালো মন্দ যে কোনভাবেই ব্যবহৃত হতে পারে'।

র‍্যাচেল আবারো বললো, "এই ড্রাগন কোর্ট এখন পর্যন্ত যা দেখিয়েছে তাই আমাদের কাছে অবিশ্বাস্য বলে মনে হচ্ছে আর তাহলে চিন্তা কর ওরা যদি পুরনো দিনের সেই মানুষগুলোর ফর্মূলার পুরোটার সন্ধান পায় তবে ওরা পুরো পৃথিবী বদলে দিতে পারবে। আর ওরা সেটা করবেই। ওদের অসুস্থ চিন্তা-ভাবনা অন্তত তাই বলে।"

সবাই চুপ, ভাবছে।

বেশ খানিকক্ষণ পরে গ্রে কথা বললো, "তুমি এখন কি করতে বলো?"

"আমরা যদি সফল হতে চাই তবে আমাদেরকে এই পুরনো মানুষদের ক্লুগুলোর সন্ধান করতে হবে, যা ড্রাগন কোর্ট ইতিমধ্যেই শুরু করে দিয়েছে।"

"তাহলে আমরা আমাদের শুরুটা করবো কোথা থেকে?" ক্যাটের প্রশ্ন।

"রোমা...স্ট্যাজিওনি...টার্মিনি...কুইনডিচি মিনুটি!"

গ্রে ওর ঘড়ি দেখলো, আর পনেরো মিনিট।

র‍্যাচেল ওর দিকে তাকিয়ে আছে।

গ্রে ওর ইঙ্গিতটা ধরতে পেরে মৃদু হাসলো।

তারপর ক্যাটের দিকে ফিরে ইঙ্গিতপূর্ণভাবে বললো, "ওয়েলকাম টু রোম...অ্যান্ড লেট দ্য গেম বিগিন!"

০৬:০৫ পি.এম

শিচান চোখ থেকে গুচির সানগ্লাসটা একটু নামিয়ে চারপাশটা একবার দেখে নিল।

সেই রোম...

এইমাত্র ও পিয়াজ্জা পিয়ায় একটা এক্সপ্রেস বাস থেকে নেমে এসেছে। ওর পরনে চমৎার গোলাপফুলের কাজ করা একটা সাদা রঙের সামার ড্রেস আর পায়ে হাটু অব্দি লম্বা স্টিলেটো হিলের ডার্কট্যান বুট। ওর বুটের বাকলস আর গলার নেকলেস দুটো একই ধরনের এবং একই প্লাটিনামে তৈরি। বাসটা চলে যেতে দেখলো, ওর পেছনে রাস্তা জুড়ে গাড়ির ভিড়, হর্ন আর চেঁচামেচি। ওদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে ও পশ্চিম দিকে রওনা দিল। রাস্তা থেকে সেন্ট পিটারের ব্যাসিলিকা দেখা যাচ্ছে। সূর্যের আলোয় ওটার ডোম স্বর্ণের মতো চকচক করছে, মাইকেল অ্যাঞ্জেলোর বিশ্বসেরা মাস্টারপিস।

শিচান ভ্যাটিকানের দিকে পিছন ফিরলো।

ওর গন্তব্য অন্যদিকে।

হাটতে হাটতে ও যে ভবনটার সামনে এসে দাঁড়ালো সেটাকে ভবন না বলে বলা উচিত প্রাসাদ। এটাই সেন্ট পিটারের সেই প্রাসাদ। টাইবার নদীর ঠিক তীরেই দাঁড়ানো বিশাল ড্রাম আকৃতির ভবনটা আকাশের দিকে উঠে গেছে।

নাম ক্যাসল সেন্ট অ্যাঞ্জেলো। কালো পাথরের তৈরি ভবনটা পড়ন্ত রোদের আলোয় চকচক করছে।

শিচান মনে মনে ভাবলো কি দূর্দান্ত শক্তির বহিঃপ্রকাশ এর প্রতিটা অবয়বে।

এই ভবনটা দ্বিতীয় শতকে সম্রাট হার্ডিয়ানের মসোলিয়াম হিসেবে নির্মাণ করা হয়েছিল। কিন্তু নির্মাণের কিছুদিন পরেই এটা পোপের কাজে ব্যবহার করা শুরু হয়। তবে এখনো ভবনটার দূর্দান্ত সব ইতিহাস আছে। এই ভ্যাটিকানের শাসন আমলেই এটা দূর্গ, কারাগার, লাইব্রেরি এমনকি ব্রোথেল হিসেবেও ব্যবহৃত হয়েছে। কথিত আছে কিছু দুঃশ্চরিত্র পোপ বিভিন্ন জায়গা থেকে মেয়েদের ধরে এনে এই ক্যাসলের চার দেয়ালের ভেতরে বন্দী করে রেখে নিজেদের রক্ষিতা হিসেবে ব্যবহার করতো।

শিচান যখনই এখানে কাজে আসে তার বেশ ভালোই লাগে, নিজেকে সে এই ইতিহাসসমৃদ্ধ ভবনটার অংশ ভাবতে বেশ পছন্দ করে। সে সামনের বাগান পার হয়ে ভবনটার বিশ ফিট পুরু দেয়ালের ভেতর দিয়ে গ্রাউন্ড ফ্লোরে প্রবেশ করলো। ভেতরটা বেশ ঠান্ডা আর শান্ত। বেলা পড়তির দিকে তাই বেশিরভাগ টুরিস্টই বেরিয়ে গেছে, আার যারা আছে তারাও এখন বেরিয়ে যাচ্ছে। শিচান আরেকটু ভেতরে ঢুকে প্রাচীন রোমান ধাপ বেয়ে উপরে উঠতে লাগলো।

এই ভবনটাতে এতো বেশি সিঁড়ি, করিডোর আর প্যাসেজ আছে যে নতুন কেউ ম্যাপ বা নির্দেশিকা ছাড়া এখানে ঢুকলে হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা প্রায় শতভাগ।

কিন্তু শিচান বেশ ভালোভাবেই জানে সে কোথায় যাচ্ছে। ওর গন্তব্য মিড লেবেলের একটা টেরেস রেস্টুরেন্ট, যেটা থেকে টাইবার নদীর একটা দারুণ ভিউ পাওয়া যায়। ওর কন্ট্যাক্টের সাথে এখানেই দেখা করার কথা। আগের ঘটনার কথা চিন্তা করে ও সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ভ্যাটিকানে খোলা কোথাও দেখা করবে না। কিন্তু ওর কন্ট্যাক্ট ওকে এখানকার কথা বলে এবং জানায় এখানটা শতভাগ নিরাপদ, কারণ এখানে লোক সমাগম খুব কম, সিকিউরিটি ভালো আর পালাতে চাইলে একটা সিক্রেট প্যাসেজ আছে। এই সিক্রেট প্যাসেজটা আগে শুধুমাত্র পোপের ইমার্জেন্সি পলায়নের জন্যে ব্যবহৃত হতো কিন্তু গত কয়েক দশক ধরে ওটা আর ব্যবহার করা হয় নি, এখন খুব কম লোকই এটার কথা জানে।

শিচান রেস্টুরেন্টটাতে এসে চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে হাতঘড়ি দেখলো। ও দশ মিনিট আগেই চলে এসেছে ইচ্ছে করেই। কারণ ও সবসময়ই কন্ট্যাক্টের আগে পৌঁছায়। আজ ওকে কয়েকটা জরুরি কল করতে হবে। নিজের মোবাইল বের করে ও স্পিড ডায়ালে একটা ইমার্জেন্সি আনলিস্টেড নম্বরে ডায়াল করলো। ওপাশে রিং বাজছে।

একটু পর কল রিসিভ করে একটা নারী কণ্ঠ জবাব দিল, "গুড আফটারনুন, সিগমা কমান্ড সেন্টার থেকে বলছি, আপনাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি?"

অধ্যায় ৮

ক্রিপ্টোগ্রাফি

জুলাই ২৫, ৬: ২৩ পি.এম
রোম, ইটালি

"আমাকে একটা কাগজ আর একটা কলম দাও," এক হাতে স্যাটেলাইট ফোনটা ধরে ফিসফিস করে বললো গ্রে।

ওদের পুরো গ্রুপটা রোম সেন্ট্রাল ট্রেইন স্টেশানের একপাশের গলির ভেতরে একটা ছোট্ট রেস্টুরেন্টে বসে আছে।

রোমে পৌছানোর পরে র‍্যাচেল কল করে কয়েকটা ক্যারিবিনিয়ারি গাড়ির ব্যবস্থা করেছে, যাতে ওগুলো এসে ওদেরকে জায়গামত নিয়ে যায়। অপেক্ষার সময়টাতে গ্রে সিদ্ধান্ত নিয়েছে হেড অফিসকে আর টেনশনে না রেখে এখনই যোগাযোগ করা উচিত। কল করেই ও সরাসরি ডিরেক্টর ক্রো'র সাথে কথা বলতে চাইলো।

কোলন আর মিলানের ঘটনার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়ার পরে গ্রে মনোযোগ দিয়ে ডিরেক্টরের কথা শুনলো। তারপর জানতে চাইলো, "মেয়েটা কেন আপনাকে কল করবে?" কথা বলতে বলতে গ্রে মঙ্কের বাড়িয়ে দেয়া কাগজ আর কলম নিল।

পেইন্টার জবাব দিলেন, "শিচান আসলে দুটো গ্রুপের হয়ে কাজ করছে এবং সে এই ব্যাপারটা মোটেই অস্বীকারও করছে না। ও ড্রাগন কোর্টের একজন ফিল্ড অপারেটিভের কথা বলেছে, নাম রাউল।"

সাথে সাথে গ্রে শক্ত হয়ে গেল, এ নিশ্চয় সেই লোক যে ওদেরকে কোলন আর মিলানে আক্রমন করেছিল।

পেইন্টার বলে চলেছেন, "ও আমাদেরকে একটা সাইফার করা তথ্য দিয়েছে, আমার ধারণা সে নিজে ওটার সাইফার ব্রেক করতে পারে নি তাই আমাদেরকে দিয়েছে, যাতে করে সে নিজেও উপকৃত হয় এবং আমারাও ড্রাগন কোর্টের নাগাল পেতে পারি। মেয়েটা দূর্দান্ত চতুর এবং কথা শুনে আমি বুঝেছি সে হাইলি ট্রেইনডও বটে। তাই ওর ব্যাপারে আমার সাজেশন হল মিলান এবং কোলনে ওর বিশ্বস্ততার প্রমাণ পাবার পরেও সাবধানে থেকো। ওই ধরনের মানুষেরা যেকোন সময়ে যেকোন পক্ষ বদল করতে পারে।"

"ঠিক আছে আমি সাবধানেই থাকবো," তারপর হাতের কাগজ আর কলম দেখে নিয়ে বললো, "বলুন, আমি তৈরি।"

পেইন্টার বলে গেলেন আর গ্রে পুরো মেসেজটা লিখে নিল।

"জিনিসটা অনেকটা কবিতার মতো প্যারায় লেখা," গ্রে বললো।

"ঠিক।" তারপরে চেক করার জন্যে পেইন্টার আরেকবার বললেন আর গ্রে

মিলিয়ে নিল। "আমার এখানে কোড ব্রেকাররা কাজ করছে, এনএসএ'রও একজন আছে।"

গ্রে আরেকবার মেসেজটা দেখে নিয়ে বললো, "দেখি আমি কতোটা কি করতে পারি। তবে এখানে আরেকটা ব্যাপার আছে, আমি চেষ্টা করবো ভ্যাটিকান থেকে রিসোর্স ব্যবহার করার, এতে হেল্প হতে পারে।"

"আর শোন গ্রে, এর ভিতরে যতোটা পারো তদন্তের কাজটা এগিয়ে নেয়ার চেষ্টা কর। এই শিচান মেয়েটার ব্যাপারে খুব সাবধান থাকবে। আমি বার বার বলছি এ ধরনের মেয়রো পুরো ড্রাগন কোর্টের চেয়ে একাই বেশি বিপজ্জনক হতে পারে।"

গ্রে পেইন্টারের শেষ কথাটার সাথে খুব ভালোভাবেই একমত হলো। ওপাশে পেইন্টার ফোন রেখে দিয়েছেন। সবাই ওর দিকে তাকিয়ে আছে।

"কি বললো?" মঙ্ক জানতে চাইলো।

"ড্রাগন লেডি সিগমায় ফোন করেছিল। আমাদেরকে একটা রহস্যময় মেসেজ দিয়েছে সমাধান করার জন্যে। তার নাকি কোর্টের বর্তমান কোন স্টেপ নিয়ে কোন ধারণা নেই তবে ও এটুকু জানতে পেরেছে, কয়েকমাস আগে মিশরে আবিষ্কৃত হওয়া একটা ব্যাপারের সাথে বর্তমান অপারেশানের কোন সম্পর্ক আছে আর সে-ব্যাপারেই আমাদেরকে তথ্য দেয়া এবং সতর্ক করার জন্যে এই মেসেজটা দিয়েছে।"

ভিগর নিজের হাতে মেসেজ লেখা কাগজটা নিলেন। বাকিরাও এগিয়ে এল ওটা দেখার জন্যে।

'পর্ণূ চাদ যখন দেখা পায় সূর্যের,
তখন তার জন্ম হয় সবার আগে।
বলতে পারো সে কে?
তারপর সে কোথায় ডুবে যায়?
অন্ধকারে ভেসে যেতে যেতে যে কিনা তাকিয়ে থাকে হারানো রাজার দিকে।
কিন্তু সে কে?
এরা সেই যমজ যারা অপেক্ষা করে আছে পানির জন্যে।
কিন্তু ওদের অস্থি মজ্জা পুড়িয়ে ধ্বংস করে মিশিয়ে দেয়া হবে বেদীর সাথে।
বলতে পারো সে কি?'

"সাবাস! বিষয়টা তো একদম সোজা," মঙ্ক মুখ বেঁকিয়ে বললো।

ক্যাটও মাথা নাড়ছে। "আমার প্রশ্ন এই অদ্ভুত তালছাড়া কিছু কথার সাথে ড্রাগন কোর্ট, কিছু পুরনো হাঁড়, যা আদৌ হাঁড় না কি সেগুলো আর পুরনো একটা অ্যালকেমি কাল্টের সম্পর্ক কি?"

র‍্যাচেল এখনো পূর্ণ মনোযোগের সাথে ওটা পড়ছে, "আমরা হয়তো কিছু বুঝতে পারছি না তবে আমার ধারণা ভ্যাটিকানের স্কলাররা কোন একটা সমাধান দিতে পারবে। কারণ কার্ডিনাল স্পেরা আমাদেরকে বলেছেন, আমরা যেকোন

ধরনের সহায়তা পাবো।"

গ্রে ভিগরের দিকে তাকালো, উনি একবার কাগজে লেখা মেসেজটা পড়েছেন, তারপর চোখ ঘুরিয়ে নিয়ে ডুবে গেছেন নিজের ভাবনায়। আর কাগজটা দেখেন নি। এখন একমনে হাতে ধরা এসপ্রেসোর কাপে চুমুক দিয়ে যাচ্ছেন।

গ্রে'র কাছে তার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে উনি কিছু একটা জানেন এখনো শেয়ার করছেন না। তবে যদি সে এই টিমের মেম্বার হিসেবে থাকতে চায় তাকে শেয়ার করতে হবে।

"আপনি কিছু বুঝতে পেরেছেন?" গ্রে সরাসরি ভিগরকে প্রশ্ন করতেই সবাই ওদের দিকে ফিরে তাকালো।

"আপনি তো কমান্ডার," ভিগর উত্তর দিল গ্রে'কে আরেকটা প্রশ্ন করে, "আপনি কি বুঝলেন?"

"বুঝলাম না।"

"না বোঝার তো কিছু নেই। আমি ট্রেনে অলরেডি এই লেখাটারই একটা ব্যাকগ্রাউন্ড বলে দিয়েছি। মনে নেই আপনার? 'এটা আসলে কি?' "

সাথে সাথে ক্যাটের মনে পড়ে গেল, "ইজিপশিয়ান বুক অব দ্য ডেড।"

"একদম সঠিকভাবে বলতে গেলে অ্যানির প্যাপিরাসের লেখা," ভিগর বলে চলেছেন। "এই ভাঙা ভাঙা জিনিসগুলো একটা লাইনেই বার বার রিপিট করে বলা হয়েছে 'এটা আসলে কি?'"

"হ্যা, সেই হিব্রু মান্না," গ্রে'র মনে পড়েছে।

মঙ্ক নিজের কপালটা দুই আঙুলে চেপে ধরে ব্যাখ্যা চাইলো, "আমার মাথায় একটা ব্যাপার ঢুকছে না, যদি এটা একটা পপুলার ইজিপশিয়ান বই থেকেই লেখা হয়ে থাকে তবে সেটা কেন ড্রাগন কোর্টের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ালো?"

"এটা সরাসরি বুক অব দ্য ডেড থেকে নেয়া হয় নি। অ্যানির প্যাপিরাসে এই ধরনের কিছু কথা লেখা আছে বটে তবে এটা সরাসরি সেখানে নেই। আমার ধারণা এটা হারিয়ে যাওয়া কোন বই থেকে নেয়া হয়েছে এবং সেটা করা হয়েছে সরাসরি।"

"তাহলে এটার মূল উৎস কোথায়?" র‍্যাচেল জানতে চাইলো।

ভিগর গ্রে'র দিকে ফিরে জানতে চাইলো, "আপনি বললেন যে ড্রাগন কোর্ট এটা কয়েক মাস আগে মিশরে খুঁজে পেয়েছে, তাই না?"

"হ্যা, আমাকে পেইন্টার তো তাই বললেন।"

ভিগর আবারো র‍্যাচেলের দিকে ফিরে বললেন, "আমি নিশ্চিত, এটা কয়েক মাস আগের সেই কায়রো মিউজিয়াম ডাকাতির ঘটনা যেটার কোন হদিস পাওয়া যায় নি।"

র‍্যাচেল মাথা ঝাঁকিয়ে অন্যদেরকে ব্যাখ্যা করতে লাগলো, "২০০৪ সালে ইজিপশিয়ান কাউন্সিল অব অ্যান্টিকস সিদ্ধান্ত নেয়, কায়রো মিউজিয়ামের বেজমেন্টে বহু বছর ধরে কোন অনুসন্ধান চালানো হয় নি, সেখানকার বহু জিনিস ক্যাটালগের অর্ন্তভুক্তও নয়। তাই ওরা বেজমেন্ট ওপেন করে এবং তাতে সবার চক্ষু চড়কগাছ

হয়ে যায়। কারণ ওখানে থাকা জিনিসপত্রের সংখ্যা এতো বেশি যে তা কল্পনাকেও হার মানায়। এমনকি জায়গাটাও অনেক বেশি বড় আর অসংখ্য করিডোর আর গোলকধাঁধায় ভরপুর। ফারাওদের মমি থেকে শুরু করে পুরনো স্ক্রল আর মূল্যবান জিনিসপত্রের নমুনা দেখে অনেকেই অনুমান করে আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরির হারিয়ে যাওয়া একটা বড় অংশ সম্ভবত এখানেই লুকানো আছে। ওরা হিসাব করে দেখে পুরোদমে কাজ করলেও এতো জিনিস ক্যাটালগের অর্ন্তভূক্ত করতে পাঁচ বছরের বেশি সময় লেগে যাবে।"

"সেখানেই আর্কিওলজির এক প্রফেসর," এবার ভিগর বললেন, "যিনি ধারণা দিয়েছিলেন, এটা আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরির অংশ হতে পারে। উনিই আবিষ্কার করেন সেখানে নস্টিক স্টাডির একটা বিরাট কালেকশান আছে।"

গ্রে ভিগরের পয়েন্ট ধরতে পারছে। "এই ধরনের একটা আবিষ্কার ড্রাগন কোর্টের মতো একটি সংগঠনের নজরকাড়ারই কথা।"

"একদম ঠিক। হয়েছিলও তাই," র‍্যাচেল বললো।

ভিগর বলে চললেন, "সেই সুবিশাল কালেকশানের একটা জিনিস ছিল আবেদ-আল লতিফ নামের এক পনেরো শ' শতকের মিশরিয় চিকিৎসকের একটা ব্রোঞ্জের বাক্স। যেটাতে ছিল সেই 'ইজিপশিয়ান বুক অব দ্য ডেড' অর্থাৎ অ্যানির প্যাপিরাসের লেখা," এই পর্যন্ত বলে উনি থেমে গ্রে'র চোখে তাকিয়ে বললেন, "ওটা মাস চারেক আগে চুরি হয়ে যায়।"

গ্রে অনুভব করলো ওর হৃদপিন্ডটা একটা লাফ দিয়ে উঠেছে, "নিশ্চয় ড্রাগন কোর্টের কাজ।"

"অথবা ওদের নিয়োগকৃত কারো, কারণ সব জায়গাতেই এদের লোক আছে।"

"কিন্তু বইটার বিশেষত্ব কি?" মঙ্কের প্রশ্ন।

"এ্যানির প্যাপিরাসে হাজার হাজার প্যারা লেখা ছিল।"

"আর এর বেশিরভাগই ছিল প্রাচীনতম অ্যালকেমিস্টদের লেখা," ক্যাটের বক্তব্য।

গ্রে ক্যাটের দিকে সম্মতিসূচক মাথা দোলালো। "আর ওগুলোর ভেতরেই নিশ্চয় এমন অনেক কিছুই ছিল যা ড্রাগন কোর্টের স্কলারদের নজর কাড়ে এবং ওরা তা নিয়ে কাজ শুরু করে। আর এর ফলে কোলনের ঘটনা।"

ভিগর গ্রে'র দিকে তাকিয়ে বেশ কড়া সুরে বললেন, "এবার আমাদের কাজ ওদেরকে অনুসরন করে তারপর পেছনে ফেলে এগিয়ে যাওয়া।"

"কিন্তু কিভাবে?"

"আমরা এই ধাঁধাটা সমাধানের মাধ্যমেই শুরু করবো।"

গ্রে জানতে চাইলো, "তাতে তো সময় লাগবে।"

ভিগর বললেল, "লাগতো যদি না ইতিমধ্যেই আমি এটা সমাধান না করে ফেলতাম।"

সবাই হা করে তাকিয়ে আছে, ভিগর বললেন, "কি বিশ্বাস হচ্ছে না? দাঁড়াও

দেখাচ্ছি।" বলে কাগজ আর কলম টেনে নিলেন।

তারপরে একটা সাদা কাগজ বের করে তার হাতের কফি কাপের মুখটা কাগজে চেপে ধরে একটা কফির রিং বানালেন। তারপর আবারো চেপে ধরে আরেকটা রিং বানালেন। পরেরটা আগেরটাকে ওভার ল্যাপ করে গেছে।

"পূর্ণ চাঁদ সূর্যের সাথে মিশে যাচ্ছে।"

"এর মানে কি?" গ্রে জানতে চাইলো।

"*ভেসিকা পিসেস...*" র‍্যাচেল বেশ মনোযোগ দিয়ে দেখছে, তার চোখেমুখের ভাবেই বোঝা যাচ্ছে সে বুঝতে পারছে।

ভিগর ওর দিকে ফিরে তাকালেন। "তোমাদেরকে কি আমি কখনো বলেছি, আমি র‍্যাচেলকে নিয়ে কতোটা গর্বিত?"

৭ : ০২ পি.এম

র‍্যাচেলের কাছে ক্যারিবিনিয়রির গাড়িগুলোকে ফিরিয়ে দেয়ার ব্যাপারটা মোটেও ভালো লাগছে না। তবে দিতে হবে কারণ আঙ্কেল ভিগর বলেছেন উনি নিজের মতো করে নতুন পথ ধরে কাজ করতে চান।

তাই ও কল করে গাড়ি ফিরিয়ে নিতে বলেছে এবং আরেকটা কলে তার বস জেনারেল র‍্যান্ডিকে একটা মেজেস পাঠিয়েছে। এটা গ্রে'র আইডিয়া ছিল, কথা না বলে মেসেজ দিয়ে দেয়া। কারণ এতে রিপোর্টও করা হবে কিন্তু ওদের অবস্থান ফাঁস করতে হবে না। যতো কম লোকে ওদের অবস্থান জানবে ততোই ভালো। তাই ওরা এখন ভিন্ন একটা ট্রান্সপোর্ট বেছে নিয়েছে।

র‍্যাচেল এসি পাবলিক বাসে বসে আড়চোখে গ্রে'কে দেখছে। মঙ্ক, ক্যাট আর ভিগর আরেকদিকে বসেছেন। ওরা সবাই বলতে গেলে এক ধরনের পাশাপাশিই বসেছে কিন্তু কথা না বললে কেউ বুঝতে পারবে না ওরা একসাথে আছে। র‍্যাচেল গ্রে'কে দেখছে, ওকে দেখে মনে হচ্ছে আগের চেয়ে এখন আরো বেশি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। কোলনে কিংবা মিলানে গ্রে'র সাথে ওর যে অভিজ্ঞতা তার চেয়ে যেন এখানে একটু ভিন্ন এক গ্রে'কে দেখছে ও।

ভিড় একটু কমলে ওরা সামনাসামনি এসে বসলো।

গ্রে'ই প্রথম কথা বলে উঠলো ভিগরের দিকে তাকিয়ে, "এবার বলুন, আপনি তো পুরো ব্যাপারটা শেষ করলেন না।"

"আমি পুরো ব্যাপারটা শেষ করতে গেলে বাসটা ধরতে পারতাম না।"

তারপর আবারো ব্যাখ্যা করার সুরে বলতে লাগলেন, "এই ওভার ল্যাপিং সার্কেলের ব্যাপারটা আপনি যেকোন ক্রিশ্চিয়ান ডোম মানে চার্চের গম্বুজে দেখতে পাবেন। চার্চ, ক্যাথেড্রাল, ব্যাসিলিকা দুনিয়ার যেকোন জায়গায় এধরনের নির্মাণের ভেতরে এটা আছে।" বলে উনি কাগজটা হাতের তালুতে ধরলেন। "এখান থেকেই শুরু হয় জ্যামিতিক ধারা। উদাহরনস্বরূপ..." বলে উনি তার হাতে ধরা ছবিটা

আনুভূমিকভাবে ধরলেন। "এভাবে ধরলে, এই আকৃতিটা যেকোন ক্রিশ্চিয়ান নির্মাণের খিলানেই দেখা যায়। প্রায় সবখানেই।"

র‍্যাচেলের মনে পড়ে গেল ছোটবেলা থেকে এই লেকচারটা সে অসংখ্যবার শুনেছে কারণ একজন ভ্যাটিকান এক্সপার্টের ভাগ্নি হয়ে এটা ওর শোনা বাধ্যতামূলক ছিল। তারপর আবারো একজন ক্যারিবিনিয়ারি হিসেবে ট্রেনিঙের সময়ে। কাজেই এই আকৃতির মানে সে খুব ভালোভাবেই জানে।

"আমার তো এটা দেখে মনে হচ্ছে দুটো বাদামের গোলককে একটার উপরে আরেকটা বসিয়ে দেয়া হয়েছে," মঙ্ক বললো।

ভিগর ছবিটা আবারো সবাইকে আরেকবার ঘুরিয়ে দেখালেন। "অথবা বলা যেতে পারে একটা পূর্ণ চন্দ্র বা সূর্যগ্রহনের ঠিক শুরু হবার মুহূর্ত, তাই না?" হাসতে হাসতে বললেন তিনি।

"আমি এই লেখাটার আরেকটু ভেতরে ঢুকতে চাচ্ছি।"

"এর মানে কি?" গ্রে জানতে চাইলো।

"ইজিপশিয়ার বুক অব দ্য ডেড'র আরেকটা ক্লু। প্রথম বইটাই মান্নাকে ইঙ্গিত করে। তারপরের বইগুলো ধীরে ধীরে বলে 'সাদা রুটি'সহ বাকিগুলোকে। কিন্তু প্রথম ক্লুটাই সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এটা থেকেই আরেকটা সূত্রের শুরু হয়েছে আর সেটা হল বৃদ্ধিকরন। একটা থেকে বহু।"

"এর মানে কি? মাছ বা অন্য কোন যেকোন প্রাণী যেমন এক বা দুই থেকে বহু হয় সেরকম?"

ভিগর মাথা দোলালেন।

"আমার মাথায় তো কিছুই ঢুকছে না, আমাকে আরেকটু খোলাসা করে বলা যায় কি?" মঙ্ক এবার খানিকটা বিরক্তির সাথেই বললো।

"দুই চক্রের এই মিলিত হওয়াকে বলা হয় 'ভেসিকা পিসেস' বা 'ভেসেল অব দ্য ফিশেজ' মানে মাছের বাহন।" এই পর্যন্ত বলে ভিগর আবার ছবিটাকে আনুভূমিকভাবে ধরে কাগজটাকে দু'পাশে টান দিয়ে একটু লম্বা করে অনেকটা মাছের আকৃতির মতো বানালেন।

গ্রে এগিয়ে এসে ঘাড় বাঁকা করে দেখতে দেখতে বললো, "এটা কি সেই ফিস সিম্বল নাকি যেটা ক্রিশ্চিয়ানিটিকে রিপ্রেজেন্ট করে?"

"আপনার কথা ঠিক তবে এটা প্রথম সিম্বল," ভিগর বললেন। "এটাকে এভাবে বলা হয়, যখন পূর্ণ চাঁদ সূর্যের সাথে মিলিত হয় তখন এটার জন্ম হয়। কিছু বিশেষজ্ঞের মতে এই পিস সিম্বলের উৎস হলো গ্রিসে যাকে ওরা বলে 'আইসোয়াস ক্রিস্টোস থিয়ো ইয়োস সোটার,' মানে জিশু, সন অব গড, সকলের রক্ষাকর্তা। কিন্তু আমরা এটাকে দেখি একটা জ্যামিতিক সার্কেল হিসেবে। আরেকটা ব্যাপার খেয়াল করে দেখবেন প্রাচীন বিভিন্ন চার্চে এই সার্কেলটার ঠিক কেন্দ্রে শিশু জিশুর ছবি থাকে, এর পেছনে মূল কারণ হল এই সার্কেলটাকে ক্ষেত্রবিশেষে অনেকেই মতৃগর্ভের সিম্বলিক রূপ হিসেবে তুলনা করে থাকে, এ কারণেই শিশু জিশুকে এর

কেন্দ্রে রাখা হয়।"

"আর এ কারণেই এই ফিস সিম্বলকে বলা হয়ে থাকে উর্বরতার এবং বৃদ্ধিকরণের প্রতীক," এই পর্যন্ত বলে ভিগর গ্রুপের সবার দিকে তাকালেন। "আর এ কারণেই আমরা যে পাজল নিয়ে কাজ করছি তার লেয়ার এবং মিনিং একটার পরে একটা পরতের মতো করে খুলতে হবে।"

"কিন্তু এই ব্যাপারটা আমাদের আসলে কোনদিকে নির্দেশ করছে?" গ্রে জানতে চাইলো।

র‍্যাচেলও আগ্রহী, "কারণ রোমে তো আর ফিস সিম্বলের কোন অভাব নেই!"

"এ কারণেই আমরা এর পরের লাইনে যাবো, যেখানে বলা আছে, তার জন্ম সবার আগে। এটা পরিস্কারভাবে নির্দেশ করে সবচেয়ে পুরনো ফিস সিম্বলকে, আর সেটা আছে সেন্ট ক্যালিসটাসের ক্যাটাকম্বের 'ক্রিপ্ট অব লুসিয়ানায়।' "

"আমরা কি তাহলে সেদিকেই এগোব?" মঙ্ক জানতে চাইলো।

ভিগর মাথা দুলিয়ে সম্মতি জানালেন।

র‍্যাচেল খেয়াল করছে গ্রে ঠিক সন্তুষ্ট নয়।

"কিছু মনে করবেন না, মনসিগনর। যদি আপনার কথা ভুল হয়ে থাকে, তবে?" গ্রে জানতে চাইলো।

"আমার কথাই ঠিক, কারণ এর পরের লাইনে দেখুন, 'তারপর সে কোথায় ডুবে যায়?' এর মানে কি? একটা মাছ কি কখনো ডুবতে পারে? অন্তত পানিতে না, কারণ সে পানিতেই বাস করে। তবে হ্যা, পারে, সেটা মাটিতে। আর এই অন্ধকারের মানে আমার ধারণা অবশ্যই ক্রিপ্টটাই।"

"কিন্তু রোমে তো আর ক্রিপ্ট ক্যাটাকম্বের কোন শেষ নেই।"

"তা আছে তবে দুই মাছ বিশিষ্ট নেই, বিশেষ করে জমজ," ভিগর জবাব দিলেন।

এবার গ্রে'র চোখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

"আরেকটা ক্লু আছে এই লাইনে, 'এরা সেই জমজ যারা অপেক্ষা করে আছে পানির জন্যে।' "

ভিগর মাথা দোলালেন। "হ্যা, এই তো আপনি ধরতে পারছেন। এটাই সেন্ট ক্যালিসটাসের ক্যাটাকম্ব।"

মঙ্ক দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো, "বাঁচা গেছে এ বার, অন্তত আর কোন চার্চ নয়। আমি চার্চে ঘুরতে ঘুরতে হাপিয়ে গেছি।"

৭:৩২ পি.এম

ভিগর বেশ ভালোভাবেই অনুভব করতে পারছেন ওরা ঠিক পথেই এগোচ্ছে।

উনি সবাইকে নিয়ে পোর্ট স্যান সেবাসটিয়ানোর দিকে এগোচ্ছেন, এই গেটটা ভ্যাটিকানের সবচেয়ে চমকদার গেটগুলোর মধ্যে একটা। এই গেটটার আরেকটা

বিশেষত্ব হলো এটা দিয়ে পুরনো রোমান রোডের একটা পার্কল্যান্ড এলাকায় প্রবেশ করা যায়।

গেটটা দিয়ে প্রবেশ করতেই ভিগর ওটা থেকে সবার দৃষ্টি সরিয়ে সামনে দেখালেন, "ডোমিন কো ভাদিসের চ্যাপেল।"

তার কথা শুনলো একমাত্র ক্যাট। সে ঠিক ভিগরের পাশেই দাঁড়িয়ে আছে।

র‍্যাচেল আর গ্রে আরেকদিকে এগোচ্ছে আর বাকিরা ওদেরকে ফলো করছে। ভিগর অনুভব করলেন উনি এই মেয়েটাকে বেশ পছন্দ করেন। প্রায় তিন বছর আগে তারা একসাথে একটি নাজি হান্টিং অপারেশানে কাজ করেছিলো। এক সাজাপ্রাপ্ত নাজি নিউইয়র্কের এক পোঁড়ো এলাকায় বাস করতো। ওরা এই ব্যাপারে জানতে পেরেছিল ব্রাসেল্‌সে একটা চুরির ঘটনা থেকে। কাজটা ছিল বেশ দীর্ঘ, ক্লান্তিকর এবং টেশনিকেলও বটে। ভিগর তখন এই মেয়েটার কাজে বেশ মুগ্ধ হয়েছিলেন ওর টেকনিকেল এবং অ্যাকাডেমিক নলেজ দেখে সেই সাথে ধৈর্যের পরীক্ষায়ও সে বেশ অবাক করেছিল।

ভিগর সেই সাথে এও জানেন এই মেয়েটা সম্প্রতি বেশ বড় ধরনের একটা আঘাত পেয়েছে, তার বেশ কাছের একজন মানুষকে হারিয়েছে সে। তাই একজন প্রিস্ট এবং কনফেসর হিসেবে এই মেয়েটার জন্যে বেশ মায়াও অনুভব করছেন।

উনি হাত তুলে একটা পাথরের চার্চ দেখালেন ক্যাটকে, কারণ এই চার্চটার ব্যাপারে উনি ক্যাটকে এমন কিছু বলবেন যা ওর জীবনের সাথে সম্পৃক্ত।

"এই চার্চটা কোথায় নির্মাণ করা হয়েছে জানো? বলা হয়ে থাকে নিরো যখন পিটারকে শাস্তি দেবার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করে ফেলেছে তখন পিটার নাকি এখানে জিশুর ছায়া দেখতে পেয়েছিল এবং তাকে হেটে যেতে দেখে প্রশ্ন করে 'লর্ড আপনি কোথায় যাচ্ছেন?' জিশু কি জবাব দিয়েছিল জানো? 'আমি আবারো রোমে ফিরে যাচ্ছি আরেকবার ক্রুশবিদ্ধ হবার জন্যে।' পিটার আর পালায় নি, অনেকটা স্বেচ্ছায়ই শাস্তি মাথা পেতে নেয়।"

"বোকামি," ক্যাট সামনে তাকিয়ে আছে। "তার উচিত ছিল যতোটা জোরে পারে দৌড়ানো।"

"একটা ব্যাপার কি জানো, ক্যাট, পৃথিবীতে মানুষই সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু তারচেয়ে বেশি গুরুত্বপূণ কি জানো? কারণ। আমাদের সবারই কোন না কোন কারণ আছে—জন্মানোর, মারা যাবার, আমাদের উদ্দেশ্য পূরন করার। মৃত্যুকে কেউ এড়াতে পারে না তবে আমাদের প্রিয় কেউ যদি আমাদেরকে ভালোবেসে আমাদেরকে রক্ষা করতে গিয়ে তার নিজের জীবন বিসর্জন দেয় তবে তার মৃত্যুকে চির শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা উচিত।"

ক্যাট চট করে ভিগরের দিকে ফিরে তাকালো। ভিগর কি বোঝাতে চাচ্ছেন তা বোঝার মতো যথেষ্ট বুদ্ধি তার আছে।

"আত্মত্যাগ হলো আমাদের মতো মরণশীল মানুষদের দেবার মতো সবচেয়ে বড় উপহার। তাই শোক বা দুঃখ করে সেই আত্মত্যাগের অমর্যাদা না করে বরং

বিনম্র শ্রদ্ধার সাথে সেটা স্মরণ করে জীবনকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগের সাথে বেঁচে থাকাটাই সেই আত্মত্যাগের সবচেয়ে বড় সম্মান।"

বড় করে একটা নিঃশ্বাস নিল ক্যাট। ওরা হেটে চ্যাপেলটা পার হয়ে এল। ক্যাট এখনো শূণ্য দৃষ্টিতে সামনে তাকিয়ে আছে।

"বোকামির গল্প থেকেও আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি," ভিগর তার কথা শেষ করে সবাইকে বামে এগোনোর জন্যে ইশারা করলেন। এদিকটায় রাস্তার দু'পাশে বড় বড় আগ্নেয়শিলা পড়ে আছে। শহরের এই অংশটা যেন ঠিক এই শহরের নয় বরং প্রাচীন গ্রিসের সাথে এর বেশি মিল। ওরা হাটতে হাটতে সামনে এগোলো। এখানে আগ্নেয়শিলার বদলে রাস্তার দু'পাশে পাইনের সারি। আরো এগিয়ে ওরা পাহাড়ের কোল ঘেষে দাঁড়ানো একটা খোলা মাঠের মতো জায়গায় চলে এল। এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কোন তুলনা নেই। চারপাশে বিছানো সবুজ ভূমি, একপাশে উঠে গেছে ছায়াঢাকা পাহাড়। এর মাঝে মানুষের হাতের ছোঁয়া দেখতে পাওয়া যায় একমাত্র সবুজ মাঠে সারি সারি বিছানো কবরের ফলকে।

আরেকটু এগোতেই রাস্তার দুই ধারে বিভিন্ন ধরনের লোকজনের সমাগম দেখা গেল। গ্রে খুব মনোযোগ দিয়ে সবকিছু দেখছে। এই লোকগুলোর ভাবভঙ্গি ওর কাছে খুব একটা ভালো ঠেকছে না। কারণ রোমের এই এলাকাটা বেশ কুখ্যাত। এখন দিনের বেলা দেখে হয়তো এরা কিছু বলছে না তবে অন্ধকার নামার পর এখানকার পৃথিবী ভিন্ন হয়ে যায়। এই এলাকার বেশিরভাগ নানেরা সন্ধ্যা নামতেই নানের বেশ বদলে কাস্টমার খুঁজতে বেরিয়ে পড়ে। আর পুরুষেরা তক্কে তক্কে থাকে ভ্রমণরত লোকজনের বারোটা বাজাতে।

গ্রে ভিগরের কাছে জানতে চাইলো, "আর কতদূরে জায়গাটা?"

"খুব বেশি না, প্রায় চলেই এসেছি," ভিগর বেশ দৃঢ়তার সাথেই বললেন।

পাথুরে একটা রাস্তা ধরে আরো সামনে এগিয়ে দেখতে পেল বেশ বড় একটা উঠানের মতো আর তার আরো সামনে পাহাড়ের একদম গা ঘেঁষে ওদের গন্তব্য সেন্ট ক্যালিসটাসের ক্যাটাকম্ব।

"কমান্ডার," ক্যাট গ্রে'কে বললো। "আমার মনে হয় আমাদের আগে চারপাশটা একবার হলেও রেকি করা উচিত।"

"সবাই নিজেদের চোখ আর কান খেলা রাখো, এখন আর দেরি করা যাবে না।"

ভিগর গ্রে'র গলার স্বর শুনে বেশ অবাক হলেন। কারণ গ্রে'র গলার স্বরে যেন বিপদের আভাস, সে যেন টের পাচ্ছে কিছু একটা ঘটতে চলেছে। তাই সে চুপ হয়ে গেছে।

গ্রে সবাইকে সামনে এগোতে ইশারা করলো।

সিমেট্রি সাধারনত ৫টায় বন্ধ হয়ে গেলেও ভিগর কল করে ওদের স্পেশাল ট্যুরের জন্যে ওটা খোলা রাখতে বলেছেন। ওরা সামনে এগোতে দেখতে পেল ধূসর চুলের সামান্য কুঁজো এক বৃদ্ধ দরজা আগলে দাঁড়িয়ে আছে। ভিগর তাকে বেশ

ভালোভাবেই চেনেন। কারণ এই লোকটার পূর্বপুরুষেরাও একইভাবে ভ্যাটিকানের জন্যে কাজ করেছে।

ভিগরকে দেখে লোকটা বলে উঠলো, "মনসিগনর ভেরোনা, কেমন আছেন?"

"আমি ভালো, গ্রেজি তোমার খবর কি?" ওরা হাটতে হাটতেই কথা বলছে। বৃদ্ধ পাদ্রী মনসিগনরের পাশাপাশি হাটছে।

"জি, ভালো, মনসিগনর আমি আপনার আসার খবর পেয়ে এক বোতল আঙুরের রস আনিয়েছি। আমি জানি আপনি জিনিসটা খুব পছন্দ করেন। একদম ফ্রেশ পাহাড়ি আঙুরের রস।"

"আজ না, আরেক দিন। এমনিতেই বেলা পড়তির দিকে আর আমরা খুব জরুরি একটা কাজ নিয়ে এসেছি।"

লোকটা এবার বাকি সবার দিকে তাকালো মনোযোগ দিয়ে। র‍্যাচেলের দিকে তাকিয়ে তার দৃষ্টি আটকে গেল।

"সর্বনাশ, এ আমি কি দেখছি, এ যে র‍্যাচেল! কত্ত বড় হয়ে গেছে।"

র‍্যাচেল লোকটার অবাক হওয়া দেখে মৃদু হাসলো। ওর মনে আছে শেষবার ও আঙ্কেলের সাথে এদিকে এসেছিল ওর বয়স তখন ছিল নয় বছর। ও লোকটাকে জড়িয়ে ধরলো। "আপনি ভালো আছেন তো?"

"আমি ভালো। এতোদিন পর এসেছো আমি তোমাকে তো অন্তত কিছু একটা খাওয়াবোই।"

"আমরা আগে কাজটা সেরে নেই তারপর যদি সম্ভব হয়, তখন দেখা যাবে।"

"কোন সমস্যা নেই, আমি সব ঠিক করেই রেখেছি। আপনারা আপনাদের কাজ সারুন তারপর আমাকে একটা ডাক দিলেই চলবে।"

ভিগর সবাইকে নিয়ে ক্যাটাকম্বের গেটওয়ের দিকে এগিয়ে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলেন। তাকে অনুসরন করে একে একে সবাই ভেতরে ঢুকলো। ভেতরে কেয়ারটেকার লোকটা লাইটের ব্যবস্থা করে রেখেছে এবং পরিস্কার করে নিচে নামার জন্যে সিঁড়ির ব্যবস্থাও করে রেখেছে।

মঙ্ক এগিয়ে এসে সব দেখতে দেখতে বললো, "বাহ্, লোকটা দেখি এই বয়সেও বেশ কাজের।"

ভিগর সবাইকে নিয়ে পুরনো সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে বললেন, "এই ক্যাটাকম্বটা ইটালির সবচেয়ে পুরনোগুলোর একটি। একসময় এটা প্রাইভেট সিমেট্রি ছিল। তারপর কিছু পোপ এবং তাদের অনুসারীরা মৃত্যুর পরে নিজেদেরকে এখানে সমাহিত করার ইচ্ছা ব্যক্ত করে যান, তখন থেকে এটার সামগ্রিক ব্যবহার শুরু হয়। এখন এটার আয়তন প্রায় নব্বই একর এবং এটার লেভেলের সংখ্যা চারটি।"

ভিগর নিচে নেমে উপরের দরজাটা আস্তে করে আটকে দিতেই ভেতরের বাতাসের গুমোট ভাবটা ভালোভাবে টের পাওয়া গেল। ওরা নিচের করিডোর ধরে সামনে এগোচ্ছে, দু'পাশের দেয়ালে বিভিন্ন ধরনের কারুকাজ এবং নির্দেশিকা দেয়া। প্রতিটার নিচে অলংকরনকারীর নাম এবং তারিখ। কিছু কিছু কাজের তারিখ

সেই পনেরো শ' শতকের এবং বিভিন্ন আর বিচিত্র কাজের কোন অভাব বা সীমা নেই।"

গ্রে হাটতে হাটতে জানতে চাইলো, "আমাদেরকে কতোটা ভেতরে যেতে হবে?" ওরা যতো এগোচ্ছে করিডোর ততো সরু হয়ে আসছে। এখন দু'জনে কষ্ট করে পাশপাশি হাটা সম্ভব। এমনকি জায়গায় জায়গায় সিলিংও খুব নিচু।

এই জায়গাটা এমন যে ক্লস্টোফোবিয়ার রোগী না হলেও যে কারো মনে হতে পারে তার দম আটকে আসছে।

"দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে, আমাদেরকে আরো বেশ অনেকটা গভীরেই যেতে হবে কারণ 'ক্রিপ্ট অব লুসিয়ানা' এই ক্যাটাকম্বের সবচেয়ে পুরনো এরিয়ায় অবস্থিত।"

"আমার তো ভয় লাগছে, যে অবস্থা এখানে যেকোন সময় হারিয়ে যাওয়া খুবই সম্ভব।"

"সমস্যা নেই, আমি মোটামুটি ভালোই চিনি তবে সবাই কাছাকাছি থাকুন, প্লিজ। প্যাসেজ আরো সরু হয়ে আসছে।"

গ্রে পেছন ফিরে মঙ্ককে বললো, "মঙ্ক, তুমি সবার পেছনে থেকো, আর পেছনটায় খেয়াল রেখো।"

"ওকে।"

ওরা হাটতে হাটতে আরো বেশ গভীরে চলে এসেছে ভিগর একটা পাথরের দরজার সামনে এসে থামলেন। এটাই পাপাল চেম্বার। এটাকে বলা হয় 'দ্য পাপাল ক্রিপ্ট।'

ধীরে ধীরে ভারি দরজাটা খুলে ভেতরে ঢুকতেই বাকিরা তাকে অনুসরন করলো। ভেতরে বেশ বড় একটা চেম্বার, অনেকটা গুহার মতো, দু'পাশে পাথুরে দেয়াল। "এখানে ষোল জন পোপ সমাহিত আছেন। ইউটিচিয়ানাস থেকে শুরু করে জেফরিনাস পর্যন্ত।"

"ই টু জেড," মঙ্ক বিড়বিড় করে বললো।

"এখানকার বেশিরভাগ সমাহিতদের লাশ আর এখানে নেই। এর পেছনেও একটা কারণ আছে।" ভিগর সিসিলিয়ার ক্রিপ্টের আরো ভেতরে ঢুকছেন। "পাঁচশো শতকের দিকে রোমের উপর চোখ পড়ে এর চারপাশের বিভিন্ন গোত্রের এবং তারা বিভিন্ন দিক দিয়ে আক্রমন করে রোমকে একেবারে বিদ্ধস্ত করে ফেলে। তখন এখানে সমাহিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের লাশ সরিয়ে নেয়া হয়। এরপর অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়ায় যে এ ধরনের শহরের বাইরের ক্যাটাকম্বগুলো প্রায় খালি হয়ে যায়, এ কারণেই এগুলোর কথা পনেরো শ' শতক পর্যন্ত আর কারো মনে ছিল না। তারপর ষোলশ শতকে আবারো এটা আলোচনা এবং গুরুত্বের তালিকায় উঠে আসে।"

"হিস্ট্রি রিপিটস্ ইটসেলফ," গ্রে চারপাশটা বেশ ভালো করে দেখছে। হঠাৎ ও থেমে দাঁড়িয়ে ভিগরকে ডাকলো। ভিগর ফিরে তাকাতেই বললো, "আমার মাথায়

একটা ব্যাপার খেলা করছে, ভাবলাম আপনার সাথে শেয়ার করি। বারোশো শতকেই তো ম্যাজাইদের হাঁড়গুলো ইটালি থেকে জার্মনিতে সরানো হয়েছিল তাই না? আর সেই সময়টার ব্যাপারেই আপনি বলেছিলেন যে তখন নস্টিকদের নিয়ে পাপাসি এবং সম্রাটের মধ্যে কি যেন একটা গন্ডগোলও চলেছিল।"

ভিগর মাথা ঝাঁকিয়ে গ্রে'র কথায় সম্মতি প্রকাশ করলেন, "হ্যা, সেই সময়টা অস্থির একটা সময় ছিল। তেরোশো শতকের শেষ দিকে পাপাসি রোমের বাইরে চলে যায় আর অ্যালকেমিস্টরা জ্ঞান চর্চার বদলে বরং া যা শিখেছে তা লুকিয়ে রক্ষা করতে এবং লুকানো জিনিস যাতে পরে খুঁজে পাওয়া যায় তার ক্লু সৃষ্টি করতেই বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়ে। যাতে করে ভবিষ্যৎ নস্টিকরা সেগুলোকে খুঁজে পায়।"

"তার মানে কি ড্রাগন কোর্টে এই সিক্রেটটাও এমন কিছু একটাই ছিল?"

"আমার মনে হয় না ড্রাগন কোর্টের পূর্বসুরিরা এমন কোন মহান অ্যালকেমিস্ট ছিল। ওরা আসলে অন্যের বিদ্যা চুরি করে। তবে হ্যা, এই সিক্রেটটার ব্যাপারে একটা কথা বলা যেতে পারে, আর সেটা হলো সময়টা। সেই সময়টা আসলেই ছিল খারাপ এবং তখনকার মানুষ ক্যাটাকম্বের ব্যাপারে তেমন কিছু একটা জানতো না বা এই ক্যাটাকম্ব ব্যাপারটাও খুব একটা জনপ্রিয় ছিল না। কেউ যদি গভীর করে কিছু একটা লুকোতে চায় তো তখনকার সময়ে ক্যাটাকম্ব একটা দারুণ জায়গা।"

ওরা হাটতে হাটতে একটার পর একটা গ্যালারি পার হয়ে আরো গভীরে চলে যাচ্ছে। এর একেকটা একেক ধরনের একেক ক্যাটাগরির এবং প্রতিটাতেই মাস্টার ওয়ার্কের ছাপ।

"আমরা মাটির নিচ দিয়ে উপরের শহরের অনেকটা ভেতরে চলে এসেছি," ভিগর মৃদু হেসে বললেন।

আরো কয়েকটা গ্যালারি পার হয়ে আসার পরে গ্রে দেখলো ওদের থেকে বেশ খানিকটা তফাতে একটা চমৎকার ক্রিপ্ট। ও ভাবলো এটাই হতে পারে। এটার উপরে ছাদে প্রাচীন ক্রিশ্চিয়ান রীতিতে ছবি আঁকা। শেফার্ড, ভেড়া হাতে জিশু। ভিগর সেদিকেই এগোলেন এবং এক জোড়া ফলকের সামনে থেমে বললেন,

"অবশেষে।"

৮:১০ পি.এম

গ্রে সবচেয়ে কাছের দেয়ালটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। এটার ঠিক উপরের দিকে সবুজের পটভূমিতে একটা মাছের বড় ছবি আঁকা। এর ঠিক উপরেই আরেকটা ছবি দেখতে অনেকটা রুটির ঝুড়ির মতো, মনে হচ্ছে যেন মাছটা পিঠে করে ঝুড়িটা বহন করছে। এই দেয়ালটা আর পাশের দেয়ালে আরেকটা ছবি ঠিক এই ছবিটারই মিরর ইমেজ, শুধুমাত্র এটাতে একটা জিনিস বেশি, আর সেটা হলো এটার ঝুড়িতে রুটির পাশাপাশি ওয়াইনের একটা বোতল।

"এই ছবিগুলোর সবই সিম্বলিক, রুটি ওয়াইন আর মাছ। এটাতে আরো

বোঝানো হয়েছে জিশুর অলৌকিক ক্ষমতার কথা। সে কিভাবে সাধারন মানুষকে এক ঝুড়ি ভর্তি রুটি আর মাছ দিয়ে খাওয়াতেন যা কখনো শেষ হতো না। কিভাবে সাধারন পানিকে মদে রূপান্তরিত করতে পারতেন।"

"আবারো বৃদ্ধিকরনের সিম্বল," ক্যাট বললো। "ঠিক ভেসিকা পিকেসের জ্যামিতির মতো।"

"কিন্তু এখন আমাদের করনীয় কি?" মঙ্ক পেছনের ক্রিপ্টেরে দিকে ইশারা করলো।

"আমরা ওই ধাঁধা ফলো করবো," গ্রে জবাব দিল। "দ্বিতীয় প্যারাতে আছে 'তারপর সে কোথায় ডুবে যায়?' অন্ধকারে ভেসে যেতে যেতে যে কিনা তাকিয়ে থাকে হারানো রাজার দিকে।' "

"তো আমরা এখান থেকে সমাধান করা শুরু করবো।"

এই পর্যন্ত বলে ও প্রথম মাছটার দিকে দেখালো। মাছটা গ্যালারির আরো ভেতরের দিকে নির্দেশ করছে।

গ্রে নির্দেশনা অনুযায়ী ওদিকে তাকালো। পাজলের নির্দেশনা অনুযায়ী রাজাকে খুঁজে পেতে ওর খুব বেশি কষ্ট হলো না। ও ম্যাজাইদের একটা ছবির সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। এই ছবিটা ম্যাজাইদের ভক্তি বর্ণনার ছবি। ছবিটা সামান্য ঝাপসা কিন্তু ছোট ছোট ব্যাপারগুলো একদম ডিটেইল দেয়া। ভার্জিন মেরি একটা সিংহাসনে বসে আছে তার কোলে শিশু জিশু। তাদের ঠিক সামনে তিনটা রোব পরা ছায়া মূর্তি হাটু গেড়ে আছে, নিঃসন্দেহে তিন ম্যাজাই।

"তিনজন রাজা," ক্যাট বললো। "তিনজন ম্যাজাই আবারো।"

"আচ্ছা, এবার আমরা বাকি পাজলের দিকে নজর দেই।"

র‍্যাচেলও দেয়ালের দিকে তাকিয়ে আছে। "কিন্তু এর মানে কি? এটা কি নির্দেশ করছে? আর ড্রাগন কোর্টই বা কিসের পেছনে লেগেছে?"

গ্রে চুপচাপ ভাবছে। নির্দিষ্ট কিছু নিয়ে না বরং সবগুলো ঘটনাকে ও সমান ধারার মতো মস্তিষ্কের মধ্যে ছেড়ে দিয়েছে। মস্তিষ্ক তার মতো করে কাজ করে যাক। ভাবতে ভাবতে ওর মাথার ভেতরে এখন একটা ফরম্যাট দাঁড়াতে শুরু করেছে।

"আমার কথা হলো এই পাজল আমাদেরকে এখানে কেন নিয়ে এল? এই তিন রাজা মানে তিন ম্যাজাইকে রোমের যে কোন জায়গাতেই খুঁজে পাওয়া যাবে। সত্যি বলতে, ওরা নেই এমন জায়গা রোমে খুব কমই আছে। তাহলে এখানকার এই জায়গাটার বিশেষত্ব কি?"

কেউ কোন জবাব দিল না।

র‍্যাচেল কথা বলে উঠলো, "ড্রাগন কোর্টের মূল টার্গেট ছিল ম্যাজাইদের হাঁড়গুলো, তো আমার মনে হয় আমাদের প্রথমে এই ব্যাপারেই অনুসন্ধান করা উচিত। মানে ম্যাজাইদের ব্যাপারে।"

গ্রে সম্মতি জানালো। র‍্যাচেল চমৎকার একটা কথা বলেছে। কারণ এটাই আসল ব্যাপার, আর ড্রাগন কোর্ট নিশ্চয় ওদের প্রয়োজনমতো ধাঁধার সমাধান করে

নিবে। কাজেই ওদেরকে পুরো ব্যাপারটা ব্যাকট্র্যাক করতে হবে। ওর মাথার একটা সম্ভাব্য সমাধান এল।

"আচ্ছা, আমার কাছে মনে হচ্ছে। আমরা আগের ট্র্যাকে ঘুরছি। কারণ এই মাছ তিন রাজা মানে তিন ম্যাজাইদের দিকে নির্দেশ করে আছে এবং সেটা তিন মৃত রাজা মানে তাদের দেহের কথা বলা আছে। আর দেহ বলতে তো হাঁড়ই অবশিষ্ট আছে আর এই হাঁড় টার্গেট করেই ড্রাগন কোর্ট ওদের কাজ করেছে। মানে হাঁড়গুলো চুরি করেছে।"

"তার মানে কি এই ধাঁধাটা সমাধান করেই ওরা কোলন আর মিলানের ঘটনা ঘটিয়েছে?" র‍্যাচেল জানতে চাইলো।

"আমার মনে হয় সেটা তো বটেই আর সেই সাথে ওরা আগে থেকেই জানতো ম্যাজাইর হাঁড়গুলো আসলে হাঁড়ই না। কারণ দেখ ওরা শত শত বছর ধরে এরে পেছনেই লেগে ছিল। তো ওদের জানারই কথা। আর ওরা কোলনে সোনার সাদা পাউডার ব্যবহার করে হত্যাকান্ডগুলো ঘটিয়েছে তো এর মানে ওরা আগে থেকেই এগিয়ে আছে।"

"তাহলে কি ওদের আরো পাউডার প্রয়োজন ছিল," র‍্যাচেল আর গ্রে'ই এখন কথা বলছে। "মানে ম্যাজাইদের ব্যাপারে একটা পূর্ণাঙ্গ সমাধান।"

"কমান্ডার আমার ধারণা ম্যাজাই হাঁড়গুলোকে ইটালি থেকে জার্মানিতে সরিয়ে ফেলার পেছনে কারণটা ভিন্ন ছিল। ইতিহাস যেমন জানে যে এই হাঁড়গুলো আসলে জার্মানরা লুট করে নিয়ে গিয়েছিল, আসলে তা না বরং এগুলো নিরাপত্তার খাতিরে আয়োজন করেই সরিয়ে ফেলা হয়েছিল।"

গ্রে সম্মতি জানালো ভিগরের সাথে। "আর ড্রাগন কোর্ট এগুলোকে ওখানেই থাকতে দেয় কারণ কোলনে এগুলো ওদের আয়ত্তের ভেতরেই ছিল। ওরা আসলে জানতো এগুলো কি, কিন্তু যেটা জানতো না সেটা হল এগুলোকে কিভাবে কাজে লাগনো যাবে।"

"আর ওরা মিশর থেকে পওয়া ক্রুলে সে ব্যাপারে জানতে পেরেই কোলনের ঘটনাটা ঘটায়," মঙ্ক বললো।

"তাহলে আমাদের হাতে থাকা ক্লু আসলে কি নির্দেশ করছে?"

"আমার মনে হয় আমরা এখানে একটা পয়েন্ট মিস করছি," ক্যাট বললো। "এই পাজলে বলা আছে 'রাজার দিকে' কিন্তু এখানে ছবিতে দেখা যাচ্ছে রাজা মানে ম্যাজাইরা, আসলে তিনজন। তাহলে কি বলা উচিত ছিল না রাজাদের দিকে। তার মানে কি বোঝা যাচ্ছে?"

সবাই মাথা খাটাচ্ছে। ধাঁধার ভেতরে ধাঁধা।

"আমার একটা অভিমত আছে," ভিগর বললেন। "কাছেই আরেকটা ক্যাটকম্বে, ক্যাটাকম্ব অব ডোমাটিল্লা, ওটাতে এই ধরনের আরেকটা ফ্রেসকো মানে দেয়াল চিত্র আছে যেটাতে ম্যাজাই মানে রাজা তিনজন না চারজন। বাইবেল কখনোই ম্যাজাইদের সংখ্যার ব্যাপারে সঠিক কোন নির্দেশনা দেয় নি। এই তিন

সংখ্যাটা ঠিক করেছে প্রথম দিককার খৃস্টানেরা। তো সেক্ষেত্রে আরেকজন রাজা থাকা বিচিত্র নয়।"

"মানে চতুর্থ রাজা?" গ্রে জানতে চাইলো।

"এটা প্রাচীন অ্যালকেমিস্টদের আরেকটা গোপন ধারণা হতে পারে," ভিগর বলে যাচ্ছেন। "পাজলের এই প্যারা নির্দেশ করছে ম্যাজাইদের হাঁড়গুলো চতুর্থ রাজার সন্ধান দেবে। এখন সে যেই হোক।"

গ্রে বললো, "তার মানে ব্যাপারটা এমন হতে পারে যে এই ক্লু চতুর্থ রাজার নির্দেশনা দেবে। মানে তার কবরের, কারণ এটা অবশ্যই কোন না কোন ক্রিপ্টে আছে। মানে আল্টিমেটলি আমাদেরকে চতুর্থ রাজার কবর খুঁজে বের করতে হবে এবং তার হাঁড় মানে চতুর্থ ম্যাজাইদের হাঁড় আমাদেরকে তদন্তের নতুন একটা অধ্যায়ে যেতে সহায়তা করবে।"

"আরো অনেক বড় একটা কিছু, কারণ তা না হলে ড্রাগন কোর্ট এতোটা মরিয়া হতো না।"

"কিন্তু এটা আমরা খুঁজে পাবে কিভাবে?" মঙ্করে প্রশ্ন।

গ্রে লুসিয়ানার ক্রিপ্টের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বললো, "উত্তর অবশ্যই এই তৃতীয় প্যারাতেই লুকিয়ে আছে।"

২: ২২ পি.এম
ওয়াশিংটন, ডি.সি

পেইন্টার ক্রো দরজায় নকের শব্দ শুনে জেগে উঠলেন। *শালার...*

মৃদু কেশে ঘুম তাড়িয়ে বললেন, "আসো।"

লোগান গ্রেগরি। একদম নতুন চকচকে একটা শার্ট আর জ্যাকেট তার পরনে। ব্যাকব্রাশ করা চুলগুলো একটু ভেজা। তাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে সে সদ্য অফিসে এসেছে। আর পেইন্টার। *যাক গে...*

বস তাকে বেশ মনোযোগ দিয়ে দেখছেন লোগান ব্যাপারটা খেয়াল করে হেসে ফেললো, "বস, আমি বাড়ি যাই নি, অফিসেই হালকা ঘুমিয়ে জিমে গেছি। আর আমার লকারেই এক সেট অতিরিক্ত কাপড় রাখা থাকে।"

পেইন্টার চুপ। তার এমনকি টেবিল থেকে মাথা তুলে রাখতেও কষ্ট হচ্ছে। পেইন্টার জানে লোগান তার থেকে মাত্র পাঁচ বছরের জুনিয়র, আসলে বয়স না তার কাজের চাপ তাকে বুড়িয়ে দিচ্ছে।

"স্যার, আমি জেনারেল র‍্যান্ডি মানে ক্যারিবিনিয়ারিতে আমাদের লিয়াঁজোর কাছ থেকে মেসেজ পেয়েছি, কমান্ডার পিয়ার্স আর তার দল আবারো আন্ডারওয়ার্ল্ডে চলে গেছে।"

পেইন্টার ঝট করে লোগানের দিকে ফিরে তাকালো, "বল কি, আরেকটা আক্রমণ নাকি? এতোক্ষনে তো ওদের ভ্যাটিকানে পৌছে যাবার কথা।"

"না, স্যার এবার মনে হয় না। কারণ কমান্ডার আপনাকে কল করার ঠিক পরেই ওদের ওখানে ক্যারিবিনিয়ারি এসকর্ট পৌছানোর কথা ছিল। কিন্তু অফিসার লেফটেন্যান্ট র‍্যাচেল ভেরোনা মানা করে দিয়ে ওরা নিজেদের মতো ট্রান্সপোর্ট নিয়ে অন্যদিকে চলে যায়। জেনারেল তার অফিসার মিস ভেরোনার কাছে জানতে চাইলে সে পরিস্কার কিছু বলে নি। শুধু বলেছে ওরা তদন্তের কাজেই যাচ্ছে। এটা জেনারেলের মোটেও ভালো লাগে নি। লাগার কথাও না।"

"তুমি ওনাকে কি বললে?"

কিছুই না, স্যার। আমি শুধু বলেছি আমরা তেমন কিছুই জানি না। এটাই তো আমাদের সিগমার নিজস্ব পদ্ধতি।"

পেইন্টার মৃদু হাসলেন। তাঁর অধীনের প্রতিটা লোকই আসলে এক একটা রত্ন।

"আর কমান্ডার পিয়ার্সের কোন খবর? আমরা কি সিগমা এলার্ট জারি করে দিব?" লোগান তার বসের কাছে জানতে চাইলো।

পেইন্টারের মনে পড়ে গেল তার বসের বলা কথাটা 'তোমার এজেন্টদের উপর ভরসা রাখো'। "না, এখনই না। আমরা ওদেরকে ওদের মতো করে খেলতে দেই, পরেরটা পরে দেখা যাবে।"

পেইন্টারের উত্তরটা শুনে লোগানকে বেশ সন্তুষ্ট মনে হচ্ছে। "আমি তাহলে এখন কি করবো?"

"এই মুহূর্তে আমার সাজেশন হলো তোমার এবং আমার আমাদের দুজনেরই আসলে একটু রেস্ট নেয়া উচিত। অন্তত কয়েক ঘণ্টার ঘুম। কারণ কিছুটা সময় পরে কমান্ডার পিয়ার্সের আমাদেরকে দরকার হতে পারে।"

"জি, স্যার।" লোগান দরজার দিকে রওনা দিল।

পেইন্টার চেয়ারে হেলান দিলেন। চেয়ারটা বেশ আরামদায়ক, যদিও এতাটা ক্লান্তির পর অন্তত একটা বিছানা দরকার। উনি আরেকটা ব্যাপার ভাবছেন। গ্রে একসময় বলেছিল, ওদের সিগমাতে লিক আছে। আসলেই কি? কারণ সিগমার কোন অপারেশানের ব্যাপারেই সে নিজে বাদে আর কেউ পুরোপুরি জানে না এমনকি তার বসও না। কাজেই তার মনে হচ্ছে গ্রে'র এই ধারণা ভুল।

৮:২২ পি.এম
রোম, ইটালি

লুসিয়ানার ক্রিপ্টে গ্রে দ্বিতীয় ফ্রেসকোটার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ওদেরকে তৃতীয় ধাঁধাটার সমাধান করতেই হবে।

মঙ্ক একটু আগে চমৎকার একটা প্রশ্ন করেছে। "আচ্ছা ড্রাগন কোর্ট যদি এই ক্যাটকম্বের সূত্রের ব্যাপারে আগে থেকেই সব জানতো তবে ওরা এগুলো কেন আগেই নষ্ট করে নি? অন্যদের জন্যে ফেলে রেখে গেছে কেন?"

র‍্যাচেল ওর ঠিক পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। জবাবটা সে-ই দিল, "আমার মনে হয়

বুক অব দ্য ডেড-এর সব সূত্রের সমাধান ওরা করতে পারে নি। আর তা হয়ে থাকলে কোন ভরসায় ওরা এগুলো ধ্বংস করবে, কারণ ভবিষ্যতে ওদেরও তো এগুলোর প্রয়োজন পড়তে পারে। আর ওরা তো নিশ্চিত ছিল এগুলো শুধু ওরাই জানে। শিচান যদি লিক না করতো তবে তো এগুলো বাইরে বেরুবার প্রশ্নই ছিল না।"

"আরেকটা ব্যাপার হতে পারে," ক্যাট যোগ করলো। "ওরা যে সমাধান করেছে সেটা তো শতভাগ সঠিক নাও হতে পারে। আর তা হলে ওরা ধ্বংস করার ঝুঁকি নেয় কিভাবে?"

গ্রে উত্তর শুনে বেশ সন্তুষ্ট। সে বললো, "আমরা তৃতীয় প্যারা নিয়ে কাজ শুরু করে দেই। এখানে মাছ পানির জন্যে অপেক্ষা করছে। আরা মাছটা যেদিকে ফিরে আছে সেদিকটা চেক করবো।"

গ্রে ক্রিপ্টের আরেকটা নতুন গ্যালারির দিকে ফিরে তাকালো, কারণ দ্বিতীয় মাছটা ওদিকেই ফিরে আছে। কিন্তু ভিগর তার কাজ দুটো মাছ নিয়েই চালিয়ে যেতে চায়, কারণ উনি এখনো জমজ নিয়েই ভাবছেন। উনি দুটো মিরর ইমেজের দিকে ফিরে তাকালেন। অনেকটা বিড় বিড় করে বললেন, "জমজ।"

"সেটা কি?"

"এই ধাঁধা যেই তৈরি করে থাকুক সে এটাকে সিম্বলিজমের মাধ্যমে বিভিন্ন লেয়ার করেছে। এই দুটো মাছ অবশ্যই জমজের নমুনা বহন করে এবং এদের এই সহাবস্থান অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ।"

"আমি কেন জানি কোন সংযোগ দেখতে পাচ্ছি না," গ্রে বললো।

"এর কারণ আপনি গ্রিক জানেন না, কমান্ডার।"

গ্রে আবারো ফিরে তাকালো, বোঝার চেষ্টা করছে।

মঙ্ক মনোযোগ দিয়ে দেখতে দেখতে বললো, "আমি গ্রিক ভালোই জানি গ্রিকে টুইন মানে হলো ডিডেমাস।"

"সাবাস," ভিগর বললেন, "গ্রিকে টুইন মানে হলো ডিডেমাস আর হিব্রুতে এর মানে হলো টমাস। ডিডেমাস টমাস। জিশুর বাণী প্রচারকারী বারোজন শিষ্যের একজন।"

গ্রে এবার বিড়বিড় করে বললো, "আপনি ঠিক যেমনটা বলেছিলেন, লেক কমোতে, টমাস আর জন এ দু'জনার ভেতরেই গন্ডগোল ছিল।"

"আর উনিই," ভিগর সবাইকে মনে করিয়ে দিলেন, "ম্যাজাইদেরকে ব্যাপটাইজ করেছিলেন। টমাস নস্টিক বিশ্বাসের প্রতিনিধিত্ব করতেন। আমি মনে করি এখানে টুইন শব্দটা ব্যবহার করে আসলে টমাসের গসপেলকে বোঝানো হয়েছে। আমি অবাক হবো না যদি প্রমান পাই এই অ্যালকেমিস্টরা গসপেলের মূল ধারার অনুসারী হয়ে থাকে, মানে টমাস খৃস্টান আর কি। কারণ রোমান চার্চের পাশাপাশি এই চার্চের বিশ্বাসের প্রচার চালানো হয়েছে। আজো গুজব শোনা যায় মূল ধারার চার্চের পাশাপাশি চার্চের ভেতরেই এই আরেকটা চার্চ মানে টমাসের চার্চ আছে, আজো

নাকি অনেকেই এই চার্চকেই তাদের মূল উপাসনার ক্ষেত্র মনে করে। এতোদিন শুধুই শোনা গেছে, এবার তার প্রমাণ পাওয়া গেল।"

গ্রে ভিগরের গলায় উত্তেজনার সুরে খানিকটা অবাক।

"হতে পারে এই অ্যালকেমিস্টরা যাদের প্রকৃত উদ্ভব আসলে সেই মোজেসের মিশরে, ওরা ক্যাথলিক চার্চের সাথে মিশে গেছে এবং নিজেদের মতো করে ওদের টমাসের গসপেলের পবিত্র বিশ্বাস গোপনে ধরে রেখেছে।"

"সবার মাঝে থেকে নিজেকে লুকিয়ে রাখা আরকি," মঙ্ক ফোড়ন কাটলো।

ভিগর মাথা দোলালেন।

গ্রে আবারে পাজল আর ছবিটা দেখছে। "এই ক্লুগুলো যারাই দিয়ে থাকুক তারা আমাদেরকে আরেকটা চ্যালেঞ্জ দিয়ে গেছে।" বলে ও গ্যালারির দিকে দেখালো।

জমজদ্বয় পানির জন্যে অপেক্ষা করছে...

ও সবাইকে পানি আছে এমন কোন ফ্রেসকো খুঁজতে বললো। ওরা চারপাশে দেখছে। অনেক বিবলিক্যাল রেফারেন্সের ফ্রেসকো আছে কিন্তু ওদের পানিসহ দরকার। একটা ছবিতে টেবিলের চারপাশে পরিবারের লোকজন বসে আছে। কিন্তু গ্লাসগলোতে যা পরিবেশন করা হয়েছে সেগুলোকে পানি মনে না করে বরং ওয়াইন ধরাই বেশি ভালো। আরেকটা ছবিতে চারজন পুরুষ স্বর্গের দিকে তাদের হাত উঁচু করে আছে।

না, এগুলোর একটাতেও পানি নেই।

ভিগর পেছন থেকে ডাক দিলেন।

ও ঘুরে দেখলো বাকি সবাই একটা কুলুঙ্গির সামনে দাঁড়িয়ে আছে ভিড় করে। ওখানে একটা ছবি।

গ্রে খানিকটা বিরক্ত হলো, কারণ আগেই ওটা ও দেখেছে রোব গায়ে একজন পুরুষের ছবি, হাতে একটা পাথর। পানির কোন ছিটে ফোটাও ওতে নেই।

"এটা মোজেসের ছবি, মরুভূমিতে," ভিগর বললেন।

গ্রে আরো ব্যাখ্যা আশা করছে।

"বাইবেল অনুযায়ী এই ছবিটার বক্তব্য হলো মোজেস এই পাথরটা দিয়ে মরুর বুকে আঘাত করতেই মাটি ফেটে গিয়ে একটা ঝরনা বেরিয়ে এসে তৃষ্ণার্ত ইজরায়েলিদের উপর নিক্ষিপ্ত হয়।"

"মানে ওখানে আমাদের পুরনো মাছটার মতো," মঙ্ক বললো।

"আমার ধারণা যদি মেনে নিন তবে এই ফ্রেসকোটার কথাই ওই প্যারাতে বলা হয়েছে," ভিগর বেশ দৃঢ়তার সাথেই বললেন। "মনে আছে তো মোজেস মান্নার ব্যাপারে জানতেন এবং এই সাদা পাউডারের ক্ষমতার কথাও জানতেন। তো তাকে রেফার করা হতেই পারে।"

"তাহলে এই ছবিটার ক্লু কি হতে পারে?" গ্রে'র প্রশ্ন।

ভিগর পাজল থেকে বলতে লাগলেন, " 'জমজদ্বয় পানির জন্যে অপেক্ষা করছে কিন্তু ওদের অস্থিপর্যন্ত পুড়ে চূর্ণবিচূর্ণ হবে বেদীতে।' অস্থিপর্যন্ত পুড়ে। একবার

ভাবো ড্রাগন কোর্ট কোলনে কি করেছিল। মানুষগুলো কোন একভাবে পুড়ে মারা গেছে। সবার ব্রেইনের ভেতর দিয়ে একধরনের ওয়েভ প্রবাহিত হয়েছে। আর এর সাথে আমরা এই সাদা পাউডারের সম্পর্ক আবিষ্কার করেছি। আর এটাই সম্ভবত ম্যাজাই হাঁড়ের সাথে সম্পৃক্ত।"

"তাহলে কি এটাই মেসেজ?" র‍্যাচেল জানতে চাইলো, ওকে বেশ বিপর্যস্ত দেখাচ্ছে। "মানে কি? এতে খুন করতে বলা হয়েছে বেদীর উপরে, যেমনটা ওই পিশাচগুলো কোলনে করেছে। তাহলে কি এর আলটিমেট সমাধান খুন আর রক্ত!"

"না," গ্রে জবাব দিল। "অবশ্যই না। ড্রাগন কোর্ট এই আগুন আর রক্ত নিয়ে খেলছে। ওরা ইচ্ছে করেই এই এক্সপেরিমেন্ট চালিয়েছে। কারণ ওরা জানতো না আসলে এটা দ্বারা ওরা কতটুকু ফল পাবে। কিন্তু ওরা এটা জানে যে এই পাউডারের ক্ষমতা অপরিসীম। ওরা ওদের ডিভাইস দিয়ে এই হাই-স্পিড সুপারকন্ডাক্টরকে অ্যাকটিভ করে কাজ করেছে। এটা ওদের দোষ। আমার মনে হয় না অ্যালকেমিস্টরা এই ধরনের কোন কিছু করার উদ্দেশ্যে এই মেসেজ পাজল রেখে গেছে।"

তবুও র‍্যাচেলকে দ্বিধাগ্রস্থ মনে হচ্ছে।

"আসল কথা হলো এই পাজল যদি ড্রাগন কোর্ট সমাধান করতে পারে তবে আমরাও পারবো," গ্রে'র দৃঢ় জবাব।

"কিন্তু বস, ওরা অনেক সময় পেয়েছে। কায়রো থেকে ডকুমেন্টগুলো নেবার পরে ওরা মাসব্যাপী সময় লাগিয়েছে। আর ওরা এই বিষয়ে ওদের আরো এক্সপার্টদের সহায়তা পেয়েছে। আমাদের হাতে সময় কই?" মঙ্কের কণ্ঠেও দ্বিধা।

গ্রে ওর সমস্ত জ্ঞান মেধা এক করে চেষ্টা করছে কিছু একটা বোঝার, সমস্ত ধাঁধাটার সমাধান করার। এই প্লাটিনাম গ্রুপের মেটালগুলোর হাজারো প্রকারভেদ আছে। হাজারো রূপ, এক্সপেরিমেন্ট আছে। কিন্তু সঠিক পরীক্ষা পদ্ধতিটা বের করতে না পারলে কাজ হবেনা, আর এটা বের করা প্রায় অসম্ভব একটা কাজ। ওদের করা ব্যাপারগুলো না বের করতে পারলে আধুনিক ল্যাবরেটরি টেস্ট দিয়েও কিছু বের করা সম্ভব না। ওদের আবিষ্কৃত জিনিসটা ওরা কি দারুণভাবেই না হাঁড়ের রূপ দিয়ে ক্যাথেড্রালের গভীরে লুকিয়ে রেখেছিল।

কেন? অ্যালকেমিস্টরা কি আসলেই চার্চের ভেতরে আরেকটা চার্চ ছিল? এই কারণেই কি ওরা একটা অস্থির সময়ে এন্টি পোপের সময়ে এই কাজটা করেছে?

ইতিহাস ঘেটে লাভ নেই। গ্রে নিশ্চিত যে ড্রাগন কোর্ট ওদের ডিভাইসটা এই এম-স্টেট পাউডারের মাধ্যমেই অ্যাকটিভ করেছিল। আর রুটিগুলো ব্যবহার করেছিল যাতে করে এর ক্ষমতা আর রেঞ্জ বাড়ানো যায় এবং প্রতিটা মানুষের শরীরের ভেতরে পৌছানো যায় কিন্তু এই ক্ষমতার প্রাইমারি টুল কি ছিল? কোন অস্ত্র?

গ্রে'কে যেভাবেই হোক শত বছরের পুরনো অ্যালকেমির ধাঁধার সমাধান করতেই হবে। একটা অসম্ভব জটিল কাজ, সম্ভবত এখন পর্যন্ত ওর করা সবচেয়ে

জটিল কেস। প্রাচীন এক কোডেক্স...

হঠাৎ ওর মাথায় একটা ভাবনা ঝিলিক দিল। হতে পারে এমনটা হতে পারে। "একটা চাবি," ও প্রায় চিৎকার করে উঠলো। "কেমিস্ট্রির এই জটিল জিনিসটা, যেটা অ্যালকেমিস্টরা হাঁড়ে লুকিয়ে রেখেছিল, এটা একটা চাবি এবং এটার ডুপলিকেট করা অসম্ভব। এই জিনিসটা দিয়েই চতুর্থ ম্যাজাইদের কবরের লোকেশন বের করা সম্ভব।"

সবাই তাকিয়ে আছে, আসলে কেউ ওর কথার মানে ধরতে পারে নি।

"ড্রাগন কোর্ট জানে কিভাবে এই ক্ষমতা ব্যবহার করতে হয়, মানে কিভাবে এই চাবি ব্যবহার করতে হয়। কিন্তু তালাটা কই? সেটা কোলনে ছিল না। আমি শিওর ওরা ওটা ওখানে পায় নি। তাহলে ওদের দ্বিতীয় চয়েজ কোনটা? এই এখানে।"

এখনো সবাই তাকিয়ে আছে। এবার সবাই খানিকটা ধরতে পারছে।

"আমাদেরকে এটার সমাধান বের করতেই হবে," বলে গ্রে ফ্রেসকোটার দিকে ফিরলো। "এটা থেকেই আমি, শুরু করতে চাই। মোজেস একটা পাথর দিয়ে মরুর বুকে আঘাত করেছিল। সাধারনত বেশিরভাগ বেদী পাথরের হয়ে থাকে। এর মানে কি? তাহলে কি আমাদেরকে সিনাই গিয়ে মরুভূমিতে মোজেসের পাথর খুঁজতে হবে নাকি এখন?"

শেষ কথাটা ও দুষ্টামি করে বলেছে। সবাই হেসে ফেলতেই অনেকক্ষন পরে পরিবেশের গুমোট ভাবটা একটু হালকা হলো।

"না, আমার ধারণা ভুল না হলে তা করতে হবে না," ভিগর এগিয়ে গিয়ে ছবিটা স্পর্শ করলেন।

"মনে আছে এই ধাঁধাটায় সিম্বলিজমের লেয়ার আছে। এটা আসলে মোজেসের পাথর না। মানে তার একার না আর কি। এই ফ্রেসকোটার আসল নাম 'মোজেস-পিটার স্ট্রাইকিং দ্য রক' মানে মোজেস আর পিটারের পাথরের আঘাত।"

গ্রে ভ্রু কুঁচকে তাকালো, "দুটো নাম কেন? মোজেস আর পিটার?"

"কারন অনেক ফ্রেসকোর ক্ষেত্রেই মোজেস আর পিটারের ইমেজ একটা উপরে আরেকটা প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। এটার এমনকি শিল্প এবং ধর্মীয় গুরুত্বও আছে। এত করে জিশুর শিষ্যদেরকে আলাদা একটা সম্মানের আসনে বসানো হয়।"

র‍্যাচেল ছবিটার সামনে গিয়ে ভালো করে দেখছে, "তার মানে কি এটা সেন্ট পিটারের রক?"

এই কথাটারও সিম্বলিক ব্যাপার আছে। যেমন 'রক' শব্দটার গ্রিক হলো 'ইসপেটরস' এখান থেকেই পরিবর্তিত হয়ে পিটার নামটা এসেছে এবং পরে সেন্ট পিটার। মানে এক কথায় পিটার মানে রক এবং জিশুর নিজের ভাষায় বলতে গেলে 'ইউ আর পিটার, অ্যান্ড অন দিস রক আই উইল বিল্ড মাই চার্চ' মানে তুমি পিটার যার অর্থ পাথর, আর এই পাথরের উপরেই আমি আমার চার্চ নির্মাণ করবো।"

গ্রে এবার ধরতে পারলো, "মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন এই পাজলে যে পাথরের বেদীর কথা বলা আছে সেটা সেন্ট পিটারের ব্যাসিলিকার ভেতরে।"

র‍্যাচেল এবার কথা বলে উঠলো, "আমার একটু দ্বিমত আছে। সেটা হলো এই পাজলের প্যারাতে বেদী শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে বটে তবে সেটাকে আবার এই পেইন্টিং এ রিপ্লেসও করা হয়েছে রক দিয়ে। তার মানে আমরা বেদী না, খুঁজছি আসলে রক বা পাথর।"

"গ্রেট," মঙ্কের গলায় খুশি ভাব। "এবার মনে হচ্ছে কাজ এগোচ্ছে।"

"আসলেই," র‍্যাচেলকেও তার এই আবিষ্কারে বেশ খুশি। "আঙ্কেল বললেন যে, জিশু বলেছে সে তার চার্চ নির্মাণ করবে পিটার মানে এই পাথরের উপরে আর সেটাই আমাদেরকে খুঁজে বার করতে হবে। আরেকটা ব্যাপার হলো আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি একটা ক্রিপ্টে মানে পাথরের সমাধিতে," বলে ও পাথুরে দেয়ালের দিকে ইঙ্গিত করলো।

অন্ধকারেও সবার চোখ উত্তেজনায় জ্বল জ্বল করছে। ক্যাট প্রশ্ন করলো, "আচ্ছা পিটারের ব্যাসিলিকা কিসের উপরে নির্মিত হয়েছে? মানে এই বিশাল স্থাপনার ফাউন্ডেশানটা কি?"

গ্রে ধীরে ধীরে জবাব দিল, "সেন্ট পিটারের টুম্ব। মানে কবর।"

ভিগর ওকে প্রতিধ্বনি করলো, "রক অব দ্য চার্চ।"

গ্রে এবার পুরোপুরি ধরতে পেরেছে। "হাঁড়গুলো হলো চাবি। আর কবরটা হলো তালা।"

র‍্যাচেল মাথা দোলালো। "তার মানে কি ড্রাগন কোর্ট ওদিকেই এগোচ্ছে? সেক্ষেত্রে তো আমাদের এক্ষুনি কার্ডিনাল স্পেরাকে সাবধান করে দেয়া উচিত।"

"ওহ্...নো," ভিগর আর্তনাদ করে উঠলেন।

"কি ব্যাপার," গ্রে জানতে চাইলো।

"আজ সন্ধায়..." বলে উনি ঘড়ি দেখতেই তার মুখ ছাই হয়ে গেল। "আমাদেরকে তাড়াতাড়ি করতে হবে। সবাই ফিরে চল। এক্ষুনি!"

সবাই দ্রুত এগোচ্ছে, গ্রে ভিগরের পাশে এসে জানতে চাইলো, "কি ব্যাপার?"

"কোলনে নিহতদের স্মরণে একটা শোকসভার আয়োজন করা হয়েছে। সেটা ঠিক সন্ধায়, মানে আরেকটু পরেই। হজারো লোক জমা হবে ওখানে, পোপসহ।"

গ্রে হঠাৎ বুঝতে পারলো ভিগর আসলে কি বলতে চাচ্ছেন। ওরা কোলনের ম্যাসাকার দেখেছে। অনুষ্ঠান উপলক্ষে সবাই পিটারের ব্যাসিলিকার সামনে জড়ো হবে ঠিক সেখানে যেখানটার নিচেই পিটারের সমাধি।

চার্চের পাথর।

যদি ড্রাগন কোর্ট সেখানেও ম্যাজাই হাঁড়গুলো...

গ্রে'র চোখে ভেসে উঠলো কোলনে ক্যাথেড্রালের ভেতরের মৃত দেহগুলোর চিত্র,

ঠিক একই রকম আরেকটা দৃশ্য হতে যাচ্ছে সেন্ট পিটারের ব্যাসিলিকার ভেতরে এবং বাইরে...

ওহ্ গড!!!

অধ্যায় ৯

দ্য স্ক্যাভি

জুলাই ২৫, ৮: ৫৫ পি.এম
রোম, ইটালি

গ্রীষ্মের এই দিনটা বেশ দীর্ঘ।

গ্রে'রা যখন ক্যাটাকম্ব থেকে বেরিয়ে এল, সূর্য তখন দিনের শেষ রশ্মি ছড়াচ্ছে। গ্রে চোখের সামনে একটা হাত তুলে আলোটা আড়াল করলো। দীর্ঘক্ষণ ক্যাটাকম্বের ভেতরে থাকার পরে অলোটা চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে।

বৃদ্ধ কেয়ারটেকার লোকটা ওদেরকে দেখে এগিয়ে এল। সবাই বের হবার পরে তালা দিতে দিতে জানতে চাইলো, "মনসিগনর সব ঠিক আছে তো?" লোকটা ওদের চেহারার ভাব দেখে অনুমান করেছে কিছু একটা হয়েছে।

ভিগর বললেন, "আমার একটা ফোন কল করতে হবে।"

গ্রে ওর স্যাটেলাইট ফোনটা এগিয়ে দিল। এটা দিয়ে সাধারন কলও করা যায়। ভ্যাটিকানকে এখুনি সতর্ক করে দেয়া দরকার। জরুরি সতর্ক সংকেতও জারি করে দেয়া উচিত। আর এই ব্যাপারে মনসিগনরই সবচেয়ে উপযুক্ত লোক।

র‍্যাচেলের দিকে তাকিয়ে দেখলো ও ইতিমধ্যেই ওর সেল ফোন বরে করে ওর স্টেশানে ডায়াল করা শুরু করে দিয়েছে।

হঠাৎ একটা গুলির শব্দ সবাইকে চমকে দিল। গুলিটা বাতাসে শিস কেটে এসে ওদের সামনের পেভমেন্টে লেগে অন্ধকার গলির দিকে হারিয়ে গেল।

সবার আগে নড়ে উঠলো গ্রে।

"গো!" বলে চিৎকার করে উঠে ও সবাইকে উঠানটার এক কোনে কেয়ারটেকারের কটেজটা দেখালো। কটেজের দরজা খোলাই আছে। আশেপাশে এই মুহূর্তে ওটাই একমাত্র আড়াল নেয়ার মতো জায়গা।

ওরা সবাই জান নিয়ে দৌড় দিল ওদিকে।

গ্রে একহাতে চেপে ধরলো বৃদ্ধ কেয়ারটেকারের হাত। ওদের ঠিক পাশেই দৌড়াচ্ছে র‍্যাচেল। ওরা কটেজটায় প্রায় পৌছে গেছে আর কয়েক কদম...আগুনের গোলার মতো বিস্ফোরিত হলো কটেজটা।

ওরা প্রায় ব্রেক কষে নিজেদের থামিয়ে ফেললো। গ্রে আর র‍্যাচেল মিলে শরীর দিয়ে আড়াল করলো কেয়ারটেকার বৃদ্ধকে আর ওদিকে ভিগরকে একই কায়দায় আড়াল করেছে ক্যাট। বাতাসে আগুন ধোঁয়া আর বিস্ফরোণের ধাক্কায় ভাঙা টুকরো টুকরো কাঁচ আর জিনিসপত্র ছড়িয়ে পড়ছে।

গ্রে উবু হয়ে বসে থাকা অবস্থাতেই টান দিয়ে বের করে আনলো নিজের

পিস্তল। কিন্তু টার্গেট করবে কাকে?

ক্লোক পরা কোন অবয়ব দৃষ্টিসীমার ভেতরে দেখা যাচ্ছে না। ও চিৎকার করে উঠলো, "মঙ্ক।"

মঙ্ক এরমধ্যেই নিজের শটগান বের করে ফেলেছে। এখন ওটার স্কোপে মনোযোগ দিয়ে নাইট ভিশন লাগাচ্ছে সে।

"আমি কাউকে দেখতে পাচ্ছি না," গ্রে'র মনের কথা মঙ্ক চিৎকার করে জানিয়ে দিল।

সবাই প্রায় অরক্ষিত অবস্থাতেই যতোটা পারে নিচু হয়ে মাটিতে শুয়ে আছে।

এমন সময় ভিগরের হাতে থাকা ফোনটা বাজতে লাগলো। এটা গ্রে'র সেই স্যাটেলাইট ফোন। ভিগর গ্রে'র দিকে তাকিয়ে ইশারা করতে গ্রে উনাকেই ধরতে বললো। ভিগর রিসিভ বাটনে চাপ দিলেন। এক মুহূর্ত সবাই চুপ। ভিগর ফোনটা গ্রে'র দিকে বাড়িয়ে দিলেন, "আপনার কল কমান্ডার।"

এই সময় ওকে কে ফোন করবে!

ও ফোনটা নিয়ে কানে লাগলো। ও কিছু বলার আগেই একটা কণ্ঠ বলে উঠলো, "হ্যালো কমান্ডার পিয়ার্স।"

"শিচান!"

"হুম। বাহ্, আমার মনে হয় আপনি সিগমা কমান্ড সেন্টার থেকে আমার মেসেজ রিসিভ করেছেন।"

আচ্ছা তাহলে এই অ্যামবুশ শিচানের সেটআপ।

জানতে হবে কেন?

"পাজলটা..."

"আমার ধারণা আপনারা ওটার সমাধান বের করেছেন।"

গ্রে চুপ, মিথ্যে বলে লাভ হবে না।

"রাউল ওর জ্ঞান আমাদের সাথে শেয়ার করে নি," শিচান বেশ শান্ত কণ্ঠে বলে যাচ্ছে। "এর মানে ওরা ডিফেন্সিভভাবে আমাদের সাথে খেলছে। কিন্তু আমি এতে সন্তুষ্ট নই। তাই দয়া করে আপনারা কি জেনেছেন তা যদি আমাকে জানান তবে আমি আপনাদের এখান থেকে বেরুবার এটা উপায় করে দিতে পারি।"

গ্রে একহাতে ফোনটা চেপে ধরে মঙ্কের কাছে জানতে চাইলো, "কি পেলে কাউকে?"

মঙ্ক মনোযোগ দিয়ে সাইটে চারপাশটা দেখছে, "এখনো না বস।"

শিচান নিশ্চয় দারুণ সুবিধাজনক একটা জায়গায় বসে ওদেরকে দেখছে। গাছ, পাহাড় যে কোন জায়গায় সেটা হতে পারে। আর ওরা নিচে থাকার সময় সে কটেজে বুবি ট্র্যাপটা সেট করেছে যাতে করে ওরা খোলা জায়গায় থাকতে বাধ্য হয়। গ্রে হিসাব করে দেখলো এই মুহূর্তে ওরা আসলেই শিচানের মর্জির উপরে ফেঁসে গেছে।

"অপানাকে আরেকটা বিষয় বলে দেই কমান্ডার," গ্রে ফোনটা আবার কানে লাগতেই শিচান বলে উঠলো। "আমি যেখানে আছি সেখানে সারারাত বসে

থাকতেও আমার তেমন একটা অসুবিধা হবে না। কাজেই এখন আপনার মর্জি।"

ও মঙ্কের দিকে ফিরে ফিসফিস করে বললো, "মেয়েটা নিশ্চয় রাইফেলে এক্সজস্ট সাপ্রেশন ডিভাইস ব্যবহার করছে কারণ আমি কোন ফ্লিকার দেখতে পাই নি।"

ওরা বন্দী! আসলেই কিছু করার নেই।

গ্রে কথা বলে উঠলো, "আপনি কি চান?"

"ড্রাগন কোর্ট আজ একটা অপারেশান চালাতে যাচ্ছে। আমার ধারণা আপনারা বুঝতে পেরেছেন সেটা কি এবং কোথায়। আমাকে বলে দিন–আপনারা স্বাধীন।"

"আমি কিভাবে বুঝবো আপনি আপনার কথা রাখবেন?"

"না না, কমান্ডার আপনার বোঝার কোন উপায় নেই। আপনাকে আমার উপর ভরসা রাখতে হবে। কারণ আপনার এছাড়া আর কোন উপায় নেই। আচ্ছা আমার মনে হয় আমাদের সম্পর্কটা আরেকটু ভালো হওয়া উচিত। আমি কি আপনাকে গ্রে বলে ডাকতে পারি?"

"হ্যা পারো।"

"গুড। শোন গ্রে, আমি জানি তুমি কাজের লোক এবং আমরা আসলে একই কাজ করছি। যতক্ষন পর্যন্ত আমি দেখবো তুমি কাজে আসছো ইটস ফাইন, উই উইল বি ফ্রেন্ডস। আর যখনি দেখবো তুমি আমার বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছো আমি আমার সবটুকু দিয়ে চেষ্টা করবো তোমাদেরকে শেষ করার। কাজেই প্রমাণ করো তুমি কাজের লোক, আমি প্রমিজ করছি কথা রাখবো।"

গ্রে ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়লো, "ফাইন। হ্যা, আমরা ধাঁধাটার সমাধান করেছি।"

"ড্রাগন কোর্ট কোথায় আক্রমন করতে যাচ্ছে?"

"একটা চার্চে," গ্রে মেয়েটাকে ব্লাফ দেয়ার চেষ্টা করলো। "কলোসিয়ামের কাছেই, ওখানে–"

একটা গুলি শিস কেটে এসে কেয়ারটেকার লোকটার কাঁধে লাগলো। লোকটা সাথে সাথে মাটিতে এলিয়ে পড়লো।

গ্রে চিৎকার করে র‍্যাচেলকে বললো লোকটাকে সাহায্য করতে।

"একটা ফ্রি পাস দিলাম," শিচান ফোনের অপর প্রান্তে হিস হিস করে বললো। "আরেকটা মিথ্যে বলবে কমান্ডার তো তোমার লোক পড়বে। আর সেটা কাঁধে না এমন কোন জায়গায় যাতে চিরতরে..." বলে সে শ্বাস নিল। "গ্রে আমার নিজেরও কিছু সোর্স আছে কাজেই তুমি মিথ্যে বললে ধরা পড়ে যাবে।"

গ্রে বড় করে নিঃশ্বাস নিল। ওর আসলেই কিছু করার নেই কারণ সত্যিটা বলতেই হবে। আর ওর গিল্ডের সাথে কোন সংঘাতও নেই। কাজেই বলতে হবেই। আর এই ব্যাপারটার বদলা সে পরে নিবে। কিন্তু তার জন্যে এখান থেকে বেঁচে বেরুতে হবে। আর সেটা করতে হলে সত্যি বলতেই হবে।

"যদি টাইমটেবল ঠিক থাকে তবে ড্রাগন কোর্ট আজ রাতেই ভ্যাটিকানে একটা

ঘটনা ঘটাতে চলেছে।"

"কোথায়?"

"ব্যাসিলিকার ঠিক নিচে। সেন্ট পিটারের কবরে।"

তারপর ও বিস্তারিত বললো কিভাবে ওরা ব্যাপারটা আবিষ্কার করেছে।

"ক্লেভার ওয়ার্ক," শিচান জবাব দিল। "যাক তুমি আরেকবার তোমার বুদ্ধিমত্তা প্রমাণ করলে। এখন তোমাদের সবগুলো সেলফোন এক এক করে জ্বলন্ত বাড়িটার দিকে ছুড়ে মারো। কোন চালাকি করবে না, প্লিজ। কারণ তোমাদের কাছে কয়টা ফোন আছে আমি খুব ভালো করেই জানি।"

র‍্যাচেল সবগুলো ফোন কালেক্ট করে এক এক করে ছুড়ে মারলো।

এখন শুধু গ্রে'র কানে লাগানো ফোনটাই আছে। "গুডবাই গ্রে, এখনকার মতো বিদায়।"

ওর কথা শেষ হতেই একটা সিঙ্গেল শট আর গ্রে হাতে ধরা ফোনটা বিস্ফোরিত হলো। গ্রে'র মনে হলো ওর কানে আগুন ধরে গেছে। ও ঝাড়া দিয়ে ভাঙা ফোনের টুকরো হাত থেকে ফেলে দিল।

কানের খানিকটা অংশ কেটে গেছে।

কাছেই কোথাও একটা বাইক স্টার্ট হবার শব্দ শোনা গেল তারপর শব্দটা ধীরে ধীরে দূরে সরে গেল।

শিচান কেটে পড়েছে।

র‍্যাচেল ওর দিকে দৌড়ে এল, "কি অবস্থা তোমার কানের?"

"আমি ঠিক আছি, কেয়ারটেকারের কি খবর? আঘাত কি গুরুতর?"

"না, তেমন না। শুধু মাংস ফুটো করে বেরিয়ে গেছে বুলেট। এক্সপার্ট হাতের কাজ, যেখানে লাগাতে চেয়েছে সেখানেই লেগেছে।"

মঙ্ক এগিয়ে এসে গ্রে'র কান চেক করে একটা ছোট্ট ব্যান্ডেজ বেঁধে দিল।

ওদের পেছনে ক্যাট আর ভিগর মিলে কেয়ারটেকারকে পায়ের উপর দাঁড়াতে সাহায্য করছে। ওরা একসাথে এক জায়গায় এসে জড়ো হল। ভিগর লোকটার কাঁধে একটা হাত রেখে ওর জ্বলন্ত বাড়ির দিকে ফিরে বললেন, "সব অমার ভুল..."

লোকটা ভিগরের একটা হাত ধরে ফেললো, তারপর যখন কথা বললো তার কণ্ঠস্বর বেশ শান্ত।

"আপনার কোন দোষ নেই। আপনি চিন্তা করবেন না। আমার ভেড়াগুলোর তো আর কিছু হয় নি। আর বাড়ি আবার বানিয়ে ফেলতে পারবো।"

"আমাদের এখুনি একটা ফোন খুঁজে বের করা উচিত। যেভাবেই হোক জেনারেল র‍্যান্ডিকে দ্রুত খবরটা দিতে হবে," র‍্যাচেল বেশ দ্রুত বললো কথাগুলো।

গ্রে বুঝতে পারছে ওদের ফোনগুলো নষ্ট করার একটাই মাত্র কারণ ওদেরকে দেরি করিয়ে দেয়া, যাতে ড্রাগন কোর্ট আর গিল্ড ওদের কাজের জন্যে আরেকটু সময় পায়।

ও পশ্চিম আকাশের দিকে তাকালো।

সূর্য ইতিমধ্যেই অস্ত গেছে এবং পশ্চিম আকাশে এখন একটা লালিমা ছাড়া আর কিছুই নেই।

গ্রে কেয়ারটেকারের কাছে জানতে চাইলো, "আপনার কি কোন অটোমোবাইল আছে?"

লোকটা ধীরে মাথা দুলিয়ে জ্বলন্ত বাড়িটার পেছনে দেখালো। গ্রে দৌড়ে এসে দেখলো বাড়িটার ঠিক পেছনেই ছোট্ট একটা ছাউনির নিচে জিনিসটা রাখা। সবাই এগিয়ে এসেছে, কেয়াটেকার বললো, "চাবি ভেতরেই আছে। আর তেলও একদম প্রায় ভরাই।"

ক্যাট আর মঙ্ক মিলে গ্রে'কে হেল্প করলো। ওরা উপরের তারপুলিন সরিয়ে গাড়িটাকে বের করে আনলো। অনেক পুরনো একটা ফোর্ড গাড়ি। এখন এই ধরনের ডিজাইন প্রায় ক্লাসিক মডেলের পর্যায়ে চলে গেছে।

"আমার আন্টির গাড়ি। খুব কমই চালানো হয়েছে তবে খুব ভালো অবস্থায় আছে।"

গ্রে স্টার্ট দিতেই বুঝলো লোকটা ভুল বলে নি। ওরা সবাই দৌড়ে এসে গাড়িতে উঠলো। ভিগর কেয়ারটেকারের কাছে কি করবে জানতে চাইলে লোকটা জবাব দিল সে এখানেই আছে যতক্ষন পর্যন্ত ফায়ার ব্রিগেড না আসে আর ওরা এলে ওদের সাথেই সে হাসপাতালে যেতে পারবে। ভিগর লোকটাকে আরেকবার ধন্যবাদ জানিয়ে প্রমিজ করলো এই ঝামেলা শেষ ওয়া মাত্র উনি বাড়ি বানানোর বন্দোবস্ত করবেন।

গ্রে ড্রাইভিং সিটে বসেছে তবে ও র‍্যাচেলকে চালাতে বললো, কারণ ও এই এলাকার রাস্তাঘাট অনেক ভালো বোঝে।

র‍্যাচেলকে চালকের আসনে বসতে দেখে মঙ্ক মুখ বিকৃত করলো। স্পিডে ওর ব্যাপক ভয়।

র‍্যাচেল গাড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে মঙ্ককে বললো, "তুমি তোমার দম আটকে বস কারণ আজ আমি আমার নিজের রেকর্ড ভাঙতে যাচ্ছি।"

৯:২২ পি.এম

একটা টেলিফোন বুথের সামনে ওরা একবার সংক্ষিপ্ত থেমে র‍্যাচেল কয়েকটা কল করেছে এছাড়া ওরা এক নাগাড়ে ছুটছে।

পেছন থেকে একটা গাড়ির ক্ষ্যাপা হর্ন শুনে র‍্যাচেল বিরক্ত হয়ে ফিরে তাকালো। সমস্যা কি এই গাড়ির?

কতোটা জায়গা খালি দুটো গাড়ির মাঝখানে তবুও বিরক্ত।

র‍্যাচেল প্রাণপনে ছুটছে গাড়ি নিয়ে। সামনে শহরের বাতিগুলো সব সবেমাত্র জ্বলে উঠতে শুরু করেছে। আসন্ন আরেকটি ব্যস্ত রাতের আভাস। কিন্তু এই রাত যাতে করে মৃত্যুপুরীর রাত না হয়ে যায় সে জন্যে ওদেরকে আরো দ্রুত জায়গামতো

পৌছাতে হবে। র‍্যাচেল স্পিড আরো বাড়িয়ে দিল।

কেউ ওর এই স্পিডের প্রতিবাদ করলো না। ওরা সবাই জানে ওদের এই দ্রুত পৌছানোর উপরে অনেক কিছু নির্ভর করছে। পেছনে আবারো গাড়ির রাগান্বিত গর্জন। র‍্যাচেল কেয়ার করলো না। পেছনে বুথ থেকে ফোন করে র‍্যাচেল ওর বস জেনারেলকে সতর্ক করে দিয়েছে এবং আঙ্কেল কথা বলেছেন কার্ডিনাল স্পেরার সাথে।

কোনটাই কাজে আসে নি। কারণ দু'জনেই মেমোরিয়াল সার্ভিসের কাজে ইতিমধ্যেই বের হয়ে পড়েছেন। জেনারেল নিজে পুরো আয়োজনে ক্যারিবিনিয়ারি ফোর্সের নিরাপত্তার ব্যাপারে প্রতিনিধিত্ব করছেন। আর কার্ডিনাল স্পেরা আছেন অ্যাটেনডেন্স সার্ভিসের দায়িত্বে। ওরা দুজনেই মেসেজ দিয়ে দিয়েছে কিন্তু সেটা তাদের কানে সময়মত পৌছাবে তো?

পুরো শহরের সব লোকজনই এই মেমোরিয়ালের আয়োজন নিয়ে উত্তেজিত আর ড্রাগন কোর্ট এটাকেই ব্যবহার করতে চাচ্ছে।

"আর কত দূর?" গ্রে পেছনের প্যাসেঞ্জার সিট থেকে জানতে চাইলো। সামনে ওর নিজের ব্যাকপ্যাকটা খোলা আর ওটার ভেতরে সে মনোযোগ দিয়ে কি যেন করছে। র‍্যাচেল একবার দেখেছে কিন্তু ও ড্রাইভিং নিয়ে এতোটাই ব্যস্ত যে কি করছে বোঝার সময় পায় নি।

গ্রে প্রশ্নটা করার সময়ে র‍্যাচেল ট্রাজান মার্কেটটা পার হচ্ছে, ঠিক এর পরেই কুইরিনাল হল। এটা দেখার সাথে সাথেই ও বলে উঠলো, "আর দুই মাইল।"

"মেমোরিয়ালের জন্যে লোকজনের ভিড় ঠেলে আমরা কিছুতেই সদর দরজা পর্যন্ত পৌছাতে পারবো না," ভিগর বললেন।

উনি মাথা উঁচু করে পেছনের সিট থেকে সামনে দেখার চেষ্টা করছেন। "আমাদের আসলে ভ্যাটিকানের রেলওয়ে এন্ট্রিটা ব্যবহার করা উচিত। দক্ষিন দিকের ভিলা অরেলিয়া হয়ে যেটা পেছন দিক দিয়ে ঢুকেছে। তাহলে আমরাও সামনে দিয়ে না হলেও পেছন দিয়ে ঢুকতে পারবো, অনেকটাই সহজে।"

র‍্যাচেলও উনার কথায় সম্মতি জানালো। কারণ ইতিমধ্যেই টাইবার নদীর ব্রিজের উপরে গাড়ির জ্যাম দেখতে পাচ্ছে ও।

"আমাকে ব্যাসিলিকার নিচের খনন এলাকা সম্পর্কে একটা পরিস্কার ধারণা দিন," গ্রে ভিগরেকে বললো। "ওটাতে ঢোকার রাস্তা কি একটাই, নাকি আরো কোন পথ আছে?"

"না," ভিগর জবাব দিলেন। "স্ক্যাভির এই এলাকা সম্পূর্ণ নিজস্ব। সেন্ট পিটারের ঠিক নিচেই পবিত্র গ্রোট্টোস যেটাতে ব্যাসিলিকা দিয়ে ঢোকা যায়। এখানে অনেক বিখ্যাত ক্রিপ্ট আর পাপাল টুম্ব আছে। কিন্তু ১৯৩৯ সালে কিছু শ্রমিক একটা কাজে পোপ পায়াস একাদশের কবরের পাশেই খনন করছিল তখন তারা আবিষ্কার করে যে গ্রোট্টোসের ঠিক নিচেই আরেকটা লেয়ার আছে। এটাতে প্রথম শতকের বেশ কিছু বিখ্যাত লোকের বেশ জাঁকজমকপূর্ণ সমাধিক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয় এবং

এটারই নাম স্ক্যাভি।"

"এই এলাকাটা কতো বড়? আর আর জমির লে-আউট কতদূর বিস্তৃত?"

"আপনি কখনো সিয়াটলের আন্ডারগ্রাউন্ড সিটিতে গেছেন?"

গ্রে ভিগরের চোখের দিকে তাকালো।

"আমি একবার একটা কনফারেন্সে ওখানে গেছিলাম," ভিগর বলছেন। "আধুনিক সিয়াটলের ঠিক নিচেই এর অতীত লুকানো। পুরো শহরটাই মাটির নিচে অক্ষত অবস্থায় সংরক্ষণ করা হয়েছে। পুরোপুরি একটা ওয়াইল্ড ঘোস্ট টাউন। সেলুন, রাস্তাঘাট, দোকান পাট সবকিছু আছে। এখানের এই স্ক্যাভির সমাধিক্ষেত্রও ঠিক একই রকম হবে। গ্রোট্টোসের ঠিক নিচেই পুরো স্ক্যাভি। এতে রাস্তাঘাট, সমাধি, পাথরের বেদী সবই ঠিক ওইরকমভাবেই সংরক্ষিত আছে।"

র‍্যাচেল অবশেষে ব্রিজের কাছে পৌছাতে পেরেছে এবং রীতিমত যুদ্ধ করে সে টাইবার নদী পার হচ্ছে। পার হবার সাথে সাথে ও মেইন লাইন থেকে বেরিয়ে এসে দক্ষিনের দেয়ালের দিকে রওনা দিল। কয়েকটা বাঁক পার হয়ে এসে ও আবিষ্কার করলো ওদের গাড়ি শহরের দক্ষিনের লিওনাইন দেয়ালের ঠিক পাশ ঘেষে এগোচ্ছে। এদিকটা বেশ অন্ধকার আর কিছু স্ট্রিট ল্যাম্পের আলো ছায়া, আর কোন আলো নেই।

"সামনেই," ভিগর র‍্যাচেলকে নির্দেশ করলেন।

সামনেই একটা বেশ বড় পাথরের ব্রিজ রেললাইনের ঠিক উপর দিয়ে গেছে। এই লাইনটাই ভ্যাটিকানের মেইন লাইন। শত বছর আগে পোপেরা কোথাও যেতে হলে এই লাইন ধরেই ভ্রমন করতেন। আর এখন গত একশ বছরে কোন পোপ এই লাইন ধরে ট্রেন নিয়ে গেছেন কিনা সন্দেহ আছে।

"বিজ্রের ঠিক আগেই একটা বাঁক আছে ওটা ধরে এগোও," ভিগর বললেন।

অন্ধকারে ও বাঁকটা প্রায় মিস করতে বসেছিল। হুইলের সাথে রীতিমত যুদ্ধ করে ও ওটা ধরে এগোল এবং রাস্তা সামনে হঠাৎ করেই শেষ হয়ে গেছে।

"ওই দিকে," ভিগর বামদিকে দেখালেন।

ভিগর যে দিকে দেখিয়েছেন সেদিকে কোন রাস্তা নেই বরং আগাছা আর ছোট ছোট ঝোপঝাড়ে ছাওয়া সরু একটা কাঁচা রাস্তা রেলরোডের সাথে সমান্তরালে চলে গেছে। র‍্যাচেল হুইল ঘুরিয়ে সেদিকে নেমে এল।

অসমান রাস্তার ঝাঁকিতে ওদের গাড়ির হেডলাইট উপর নিচ করছে। দেয়ালের কাছে পৌছে ওরা গাড়ি থেকে সবাই নেমে এল।

হঠাৎ ওদের চারপাশে রাতের অন্ধকার দূর হয়ে গেল একটা হেডলাইটের আলোতে। একদল সুইস গার্ড হয়তো টহল দিচ্ছিলো সন্দেহজনক মনে হওয়াতে চেক করতে এসেছে। গার্ডরা গাড়ি থেকে নেমে এসেছে। সবার হাতের রাইফেল ওদের দিকে তাক করা। র‍্যাচেল সামনে এগোল ওর হাত এর মধ্যেই উপরে উঠে গেছে, হাতে ওর নিজের ক্যারিবিনিয়ারি আইডি।

"লেফটেন্যান্ট র‍্যাচেল ভেরোনা। আর আমার সাথে আছেন মনসিগনর

ভেরোনা। আমরা একটা ইমার্জেন্সি কাজে আছি।"

ভিগর আগে বাড়ালেন তার হাতেও আইডি, "আমাদের খুব দ্রুত কার্ডিনাল স্পেরার কাছে পৌছুতে হবে।"

গার্ডরা সতর্ক চোখে ওদেরকে দেখছে সন্দেহ একটু কমলেও পুরোপুরি দূর হয় নি।

"আপনাদেরকে সম্ভাব্য কোন আক্রমনের ব্যাপারে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে?"

গার্ড লোকটা এখনো কনফিউজড, "না, মনসিগনর।"

র‍্যাচেল ঝট করে একবার গ্রে'র দিকে তাকালো, যা ভয় পেয়েছিল তাই হয়েছে, ওরা খবর পায় নি ইমার্জেন্সিও জারি করে নি।

ভিগর গার্ডদের নেতার সাথে কিছুক্ষন কথা বললেন, এবার লোকটাকে নিশ্চিত মনে হচ্ছে।

"এদিকটায় আর কাউকে ঢুকতে দেবেন না, এই এন্ট্রি লক করে দিন," ভিগর সবশেষে লোকটাকে বললো।

লোকটা ভিগরের দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে সায় দিলো।

এবার ভিগর ফিরে এসে র‍্যাচেলকে বললো, "চল, আমাদেরকে আরেকটু সামনে যেতে হবে আমি একটু ভুল করে ফেলেছিলাম গার্ডের সাথে কথা বলে নিশ্চিত হয়ে নিলাম। আমাদেরকে ডিপোটার ওইপাশে যেতে হবে।"

ওরা সবাই আবার গাড়িতে উঠতেই র‍্যাচেল গাড়ি ছেড়ে দিল। কিছুটা ঘুরে একটা দোতলা ডিপোর আরেকপাশে চলে এল ওরা। এখানেই ভ্যাটিকানের একমাত্র ইন্ডাস্ট্রিটা অবস্থিত। র‍্যাচেল গাড়ি চালিয়ে আরেকপাশে চলে আসতেই আঙ্কেল বলে উঠলেন, "এই সরাইটার পাশে রেখে দাও। এখানে একটা বহু পুরনো সরাই আছে, অনেক আগে চালু ছিল এখন বহু বছর ধরে বন্ধ।"

এখানে একপাশে সেন্ট পিটারের লোকজনের একটা গুদামঘরের মতো, এটা আবার দানবাকৃতি ব্যাসিলিকার সাথে কানেক্টেড। আর অন্যপাশে পুরনো সেই পাপাল সরাই। র‍্যাচেল ওর গাড়ির গতি কমিয়ে এনে বন্ধ করে রাখলো। ওরা গন্তব্যে পৌছে গেছে। এখানেই স্ক্যাভিতে ঢোকার মুখ।

ওরা নেমে আসতেই শুনতে পেল সমবেত সঙ্গীত, আর বেশি সময় নেই।

"আমাকে ফলো করুন," আঙ্কেল ভিগর বললেন সবাইকে।

উনি সবাইকে নিয়ে ধনুকাকৃতির খিলান ধরে খোলা উঠানে চলে এলেন। আশেপাশে কোথাও কেউ নেই। ভ্যাটিকানে আজ সন্ধ্যায় সবার মনোযোগ শুধু একদিকেই, ব্যাসিলিকার সামনে। র‍্যাচেল আগেও এই ব্যাপারটা খেয়াল করেছে যে ভ্যাটিকানে কোন কিছু হতে শুরু করলে সমস্ত জায়গা থেকে সবাই নিজের নিজের কাজ পাহারা সব ফেলে যার যার মতো করে উৎসবে যোগ দিতে চলে যায়। খুব কম লোকই জায়গামতো থাকে।

বাইরে থেকে সমবেত সঙ্গীত ভেসে আসছে। র‍্যাচেল বইরের দিকে একটা ফোকর দিয়ে একবার উঁকি দিয়ে দেখলো দিয়ে শত শত মোমবাতির আলোয়

বাইরেটা আলোকিত।

"এদিকে," ভিগর চিৎকার করে সবাইকে ডাক দিলেন। উনার হাতে একটা চাবির রিং।

উনি একটা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। দরজাটা বিরাট উঠানটার একপ্রান্তে, একদম সলিড স্টিলের তৈরি।

"এটা দিয়েই স্ক্যাভিতে পৌছানো যাবে।"

"কোন গার্ড নেই!" গ্রে অবাক হয়ে বললো।

একমাত্র সিকিউরিটি বলতে অনেক অনেক উপরে রাইফেল হাতে সুইসগার্ড সে সামনের ভিড়ে নজর রাখতেই ব্যস্ত, এদিকে কোন খেয়াল নেই।

"যাক, অন্তত তালাটা বন্ধ আছে," ভিগর বললেন। "এই চাবিটা খুব কম লোকের কাছেই আছে।"

"সেটা ভাবার কোনই চান্স নেই," গ্রে বললো। "কারণ ভ্যাটিকানের ভেতরে কোর্টের যে কানেকশান আছে ওদের মাধ্যমে কোর্ট চাবি পেয়েও যেতে পারে।"

"অন্য যেকারো চেয়ে আমি বাদে তুমি এই এলাকা ভালো করে চেন। কেউ যদি ওখানে পৌছাতে পারে তো সেটা একমাত্র তুমিই পারবে।" বলেই আঙ্কেল চাবিটা র‍্যাচেলের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, "এখানকার দায়িত্ব এখন তোমার। আমাকে উপরে যেতে হবে।"

র‍্যাচেল একবার মাথা দুলিয়ে চাবির রিংটা নিয়ে নিল। এই মুহূর্তে আসলেই আঙ্কেলের কার্ডিনালর স্পেরার সাথে দেখা করা উচিত। কারণ অন্য যে কারের চেয়ে কার্ডিনাল স্পেরার কথার গুরুত্ব বেশি। কারণ এই ধরনের একটা ঘটনার যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতাধর ব্যক্তিদেরকে একমাত্র আঙ্কেলই পারবেন কনভিন্স করতে। এমনকি ভ্যাটিকানের মাটিতে জেনারেল র‍্যান্ডিরও কোন আধিপত্য খাটে না।

ভিগর যেতে যেতে একবার থেমে গ্রে'র দিকে ফিরে তাকালেন, র‍্যাচেলকে দেখিয়ে বললেন, "ওর দিকে খেয়াল রাখবেন।"

গ্রে মৃদু মাথা দোলালো।

র‍্যাচেল হাতে চাবির রিংটা ধরে আছে। ও মনে মনেভাবেছে আঙ্কেল ওকে দায়িত্বটা দিয়েছেন ঠিকই কিন্তু ভেবে চিন্তেই দিয়েছেন। কারণ ওর সাথে দারুণ কয়েকজন মানুষ আছে যারা তাদের কাজ বোঝে এবং এই কারণেই আঙ্কেল দায়িত্বটা ওকে দিয়েছেন। তবে আঙ্কেল চলে যাবার সাথে সাথে র‍্যাচেল দায়িত্বটার গুরুত্ব এবং ভার সে নিজের উপরে অনুভব করতে পারছে। কারণ হাজারো প্রাণ নির্ভর করছে এখন ওর উপরে।

আঙ্কেল চলে যেতেই গ্রে অ্যাকটিভ হল।

ও প্রথমেই সবাইকে যার যার মাইক্রেফোন অ্যাকটিভ করতে বললো। সেই সাথে নিজেরটাও চেক করে নিল। গলার কাছে মাইকে ফিসফিস করে বলে দেখে নিল কথা শোনা যাচ্ছে কিনা?

মৃদু খরখর করছে, তবে কাজ চলবে।

র‍্যাচেল দরজার তালায় চাবি লাগিয়ে টান দিয়ে দরজাটা খুলে ফেললো। ভেতরে সিঁড়ি, বেজমেন্টর দিকে নেমে গেছে, ভেতরটা কালো অন্ধকার।

"ভেতরে লাইট আছে, খুঁজে পেতে হবে," র‍্যাচেল নিজেকেই ফিসফিস করে বললো। কিন্তু কথাটা মাইক্রোফোনে সবাই শুনতে পাচ্ছে।

গ্রে সাথে সাথে আপত্তি জানালো, "আমরা অন্ধকারেই এগোব।"

মঙ্ক আর ক্যাটও মাথা দুলিয়ে গ্রে'র কথার সমর্থন জানালো। সবাই প্যাক থেকে বের করে নাইটভিশন গগলস পরে নিল। গ্রে একজোড়া র‍্যাচেলে দিকেও বাড়িয়ে দিল। মিলিটারি ট্রেনিং থাকায় ও জিনিসটার সাথে বেশ ভালোভাবেই পরিচিত। চোখে পরে নিতেই ওর সামনের পৃথিবী হালকা সবুজ আর সিলভার রঙের হয়ে গেল।

গ্রে সবাইকে নেতৃত্ব দিয়ে এগিয়ে চললো। ওর ঠিক পেছনেই র‍্যাচেল তার পেছনে ক্যাট আর সবার শেষে মঙ্ক

ও পেছনদিকটা কভার করছে। ওদের সামনের পৃথিবী অন্ধকার থেকে অন্ধকারতম হচ্ছে। নাইট ভিশনের কারণে ওরা দেখতে পাচ্ছে। গ্রে একটা ফ্লাশলাইট জ্বাললো। ওর বাম হাতে লাইট আর ডান হাতে পিস্তল। একটা আরেকটাকে কভার করছে।

র‍্যাচেল ওর গগলস জোড়া আরো ভালো করে এটে নিল। ওদের সামনেটা আরো অন্ধকার আর গ্রে'র ফ্লাশলাইটাও সাধারন না। এটা থেকে একধরনের আলট্রা ভায়োলেট রশ্মি বের হচ্ছে যেটা একমাত্র গগলস পরিহিত কেউই দেখতে পাবে।

ওরা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে। ওদের সামনে বিভিন্ন ধরনের মডেল আর মার্কিং। একেকটা কবরের এবং অন্যান্য স্থাপনার গুরুত্ব বোঝাতে একেক ধরনের মার্কিং আর মডেল। প্রথমেই চোখে পড়লো কনস্ট্যানটাইনের চার্চের একটা আকৃতি বেশিরভাগই ধ্বংস হয়ে গেছে কিন্তু মডেলের কারণে পুরোটাই বোঝা যাচ্ছে। এটা নির্মিত হয়েছিল ৩২৪ খৃস্টপূর্বাব্দে, এখানেই। আরেকটা মডেল আছে পাশেই অনেকটা দু'তলা টেম্পলের মতো দেখতে। ইতিহাসবিদদের মতে এই টেম্পলটা কনস্ট্যানটাইন তৈরি করেছিলেন একটা কিউবের আদলে, মিশর থেকে আমদানি করা বিশেষ একধরনের পাথর দিয়ে। উনার আসল চার্চটা এটাকে ঘিরেই নির্মিত হয়েছিল।

নেক্রোপলিসের এই এক্সকেবেশান শুরু হবার পরে কনস্ট্যানটাইনের এই চার্চ আবিষ্কৃত হয়েছিল। এটা সেন্ট পিটারের মূল বেদীর ঠিক নিচেই অবস্থিত। মূল চার্চটার শুধুমাত্র একটা দেয়ালই অক্ষুণ্ন আছে।

"এই দিকে," র‍্যাচেল নিচের দিকে নেমে যাওয়া একধাপ সিঁড়ি দেখিয়ে ফিসফিস করে বললো।

ওরা এগিয়ে গেল। বেজমেন্ট থেকে আরে নিচের দিকে নামছে। র‍্যাচেলের হঠাৎ মনে হলো ওর দম বন্ধ হয়ে আসছে, মনে হচ্ছে যেন ও ক্লসট্রেফোবিয়ায়

আক্রান্ত হতে যাচ্ছে।

সিঁড়িগুলো যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে একটা বন্ধ দরজা। র‍্যাচেল গ্রে'কে পাশ কাটিয়ে সামনে এগিয়ে বন্ধ দরজার তালায় চাবি লাগালো। চাবি লাগিয়ে র‍্যাচেল একটা মোচড় দিয়ে আস্তে করে দরজাটা ঠেলা দিয়ে ভেতরটা একবার উঁকি দিয়ে দেখলো।

"অল ক্লিয়ার," সবাইকে শুনিয়ে বললো। "ভেতরে কেউ আছে বলে মনে হয়না। বেশ নিরব।"

"বেশ," মঙ্ক খানিকটা ব্যঙ্গ করেই বললো।

গ্রে সামনে এগিয়ে দরজা পুরোটা খুলে ধরলো।

এবারও সবাই চুপ করে থাকলো একমুহূর্ত, কারণ আগের দুইবারের অভিজ্ঞতার কারণে সবাই অপেক্ষা করছিল গান ফায়ার বা ফ্লাশলাইটের ঝলকানির, কিন্তু কিছুই ঘটলো না।

গ্রে সবার দিকে ফিরে বললো, "মনে হয় মনসিগনরের কথাই ঠিক ছিল , এইবার অন্তত আমরা ড্রাগন কোর্টের আগেই জায়গামতো আসতে পেরেছি। মঙ্ক তুমি এখানেই দাঁড়িয়ে এই দরজাটা পাহারা দেবে কারণ এখানে ঢোকার বা বেরুবার এইটাই একমাত্র পথ। তুমি দরজা প্লাস আমাদেরকেও পাহারা দেবে।"

"ঠিক আছে," মঙ্ক মাথা নেড়ে বললো।

গ্রে এবার ওদের দুজনার দিকে তাকিয়ে বললো, "আমরা ফুল কভারেজ নিয়ে সামনে এগোব আর বাইচান্স যদি ওরা কেউ এসে পড়ে সোনিক বম্ব আর গ্রেনেড চার্জ করবো, প্রথমত আমাদের টার্গেট থাকবে ওদের চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে ওদেরকে চমকে দেয়া, তারপর যা করার করবো।"

দু'জনেই মাথা দোলালো।

র‍্যাচেলকে বললো, "আমাকে সেন্ট পিটারের টুম্বটা দেখাও।"

গ্রে গ্রেনেড আর সোনিক বম্ব দিয়ে মঙ্কের পজিশন বুঝিয়ে দিয়ে সমাধিক্ষেত্র ধরে এগোল। যদিও নাইট ভিশনের কারণে সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম সবকিছু বোঝা যাচ্ছে না তবে চারপাশের নির্মাণ দেখে গ্রে ধরতে পারলো এগুলো প্রথম শতকেরই তৈরি। ইটের ধরন আর নির্মাণের আকৃতিতে প্রথম শতকের ছাপ পরিস্কার।

র‍্যাচেল ওকে নিয়ে সমাধিক্ষেত্রটার কেন্দ্রে চলে এল। হাটার জন্যে একটা ধাতব ওয়াকওয়ে ধরে ওরা একটা প্লাটফর্মে চলে এল। আয়তক্ষেত্রকার একটা পাথুরে আকৃতির সামনে দাঁড়িয়ে র‍্যাচেল গ্রে'কে বললো, "এটাই *দ্য টুম্ব অব সেন্ট পিটার*।"

৯: ৪০ পি.এম

গ্রে কবরটার দিকে পিস্তল তাক করে সামনে এগিয়ে গেল।

জানালাটার ঠিক দশ ফিট সামনে একটা দশ ফিট উঁচু ইটের দেয়ালের মতো, তার ঠিক পাশেই একটা কিউব আকৃতির স্ট্রাকচার। দেয়ালটার কেন্দ্রে একটা ছোট্ট

ফোকর। গ্রে সামনে এগিয়ে নিচু হয়ে ওটার ভেতরে লাইট ফেললো। একটা স্বচ্ছ বাক্স এবং ভেতরে সাদাটে রঙের কিছু একটার আকৃতি পরিস্কার।

হাঁড়! সেন্ট পিটারের?

গ্রে'র শরীরে হঠাৎ কাঁটা দিয়ে উঠলো। ওর মনে হলো ও একজন আর্কিওলজিস্ট এবং একটা অচেনা-অজানা কবরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। হারিয়ে যাওয়া কোন মহাদেশে অচেনা কোন কবর।

"কমান্ডার?" ক্যাট ওকে ডাক দিল। ও এসে র‍্যাচেল আর গ্রে'র সাথে যোগ দিয়েছে। "আমরা কি এর ভেতরে যেতে পারবো?"

র‍্যাচেল কোন জবাব না দিয়ে ওর চাবির গোছা নিয়ে আকৃতিটার গেটের দিকে এগিয়ে গেল।

"আমাদেরকে খুব দ্রুত কাজ সারতে হবে," গ্রে বলে উঠলো, কেন জানি ওর মনে হচ্ছে সময় খুব দ্রুত ফুরিয়ে আসছে। ড্রাগন কোর্ট হয়তো এতো জলদি আসবে না, হয়তো ওরা আরো ভালো সময়ের জন্যে অপেক্ষা করবে, তবুও ওর মন কেন জানি তাড়াতাড়ি করতে বলছে। ও দ্রুত ব্যাকপ্যাক থেকে দুটো ছোট ক্যামেরা বের করে আকৃতিটার একপাশে সেট করলো। একটা টুম্বটা কভার করছে আর অন্যটা কভার করছে প্রবেশপথ।

"কি করছো তুমি?" র‍্যাচেল জানতে চাইলো।

ও কাজ শেষ করে ওদেরকে বললো, "এবার অন্তত আমি খুব সহজে ওদের হাতে ধরা পড়তে চাই না। প্ল্যান চেঞ্জ, ওরা যদি এসেই পড়ে তবে আমরা ওদেরকে ভেতরে ঢুকতে দেব ওদের মতো করে কাজ শুরু করতে দেব তারপর আচমকা আক্রমন করবো। আমি কোন অবস্থাতেই ওদেরকে ম্যাজাই হাঁড় নিয়ে বেরিয়ে যেতে দেবো না।"

"মঙ্ক," গ্রে গলার মাইকে বললো, "কি অবস্থা ওদিকে?"

"একদম শান্ত।"

"ভালো," বলে ও মঙ্ককে বর্তমান প্ল্যান বুঝিয়ে দিল। গ্রে ওর সেট করা ক্যামেরাগুলো নিয়ে কাছেই আরেকটা সমাধির উপরে ঠিক আগের মতো করেই সেট করলো, কিন্তু এবার এমনভাবে যাতে করে ওগুলো দেখা না যায়। তারপর ব্যাগ থেকে একটা ল্যাপটপ বের করে সাথে বের করলো আরেকটা ডিভাইস। এবার ল্যাপটপটা এই সমাধির ভেতরে একটা খোড়লের মতো জায়গাতে রেখে ল্যাপটপের ইউএসবি পোর্টে প্রথমে ক্যামেরার কানেকশান দিল। তারপর ওর বের করা ডিভাইসটার কানেকশান দিল আরেকটাপ পোর্টে। কানেকশান পাবার সাথে সাথে ডিভাইসটা থেকে বেশ কয়েকটা সবুজ রশ্মি বের হয়ে বিরাট সমাধিক্ষেত্রটার পুরোটা জুড়ে ঘুরতে লাগলো। গ্রে এবার ল্যাপটপে ওটা ওপেন করে ওটাকে ডার্কমুড করে দিতেই রশ্মিগুলো অদৃশ্য হয়ে গেল। ওগুলো এবার কাজ ঠিকই করবে কিন্তু দেখা যাবে না। তারপর কয়েকটা সনিক বম্ব বের করে সেট করে দিল জায়গামতো।

কাজ শেষ হতে চেক করলো সব ঠিক আছে কিনা বা কোনটা দেখা যাচ্ছে

কিনা। সন্তুষ্ট চিত্তে ও ল্যাপটপটাতে বাকি কাজগুলো সেরে সেটার ডালাটা আধাআধি নামিয়ে রাখলো।

এবার ব্যাখ্যা দেয়ার সুরে র‍্যাচেল আর ক্যাটকে বললো, "ক্যামেরাগুলো দূর থেকে সিগনাল ক্যাচ করার জন্যে যথেষ্ট নয়, তবে ওগুলোর দরকার আছে। আর যে ডিভাইসটা সেট করলাম সেটা দিয়ে আমরা বহুদূর পর্যন্ত রেঞ্জ কভার করতে পারবো। ওদের আসার ব্যাপারে একদম নিশ্চিত হতে পারবো। আর এই ল্যাপটপটা যা ক্যাচ করবে সেটা ক্যামেরাতে হোক আর যেটাতেই হোক তা আমরা আরেকটু দূরে আরেকটা ল্যাপটপে দেখতে পাবো এবং ওটা থেকে সিগনাল দিয়ে সনিক বম্বগুলোকে ব্লাস্ট করতে পারবো।"

ক্যাটকে বেশ সন্তুষ্ট মনে হচ্ছে। "এবার ঠিক আছে, এরকম সতর্কতা থাকলে আগেরবারের মতো ধরা খেতে হবে না।"

গ্রে মাথা ঝাঁকালো। এতোক্ষণে সে নিজেকে নিজের ফর্মে আবিষ্কার করতে পেরে খুশি প্লাস আরেকটা ব্যাপার খেয়াল করেছে ওদের টিমের সবার ভেতরে বন্ধনটা বেশ গাঢ় হচ্ছে।

সব কাজ শেষ করে ওরা পজিশনের দিকে রওনা দেবে হঠাৎ একটা মৃদু বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পেল ঠিক ওদের মাথার উপরে। সতর্ক হবার আগেই প্রচন্ড একটা বিস্ফোরণের শব্দে সবার কানে তালা লেগে গেল। সেই সাথে ওদের উপরে ছাদের একটা বড় অংশ ধুপ করে ভেঙে পড়লো। প্রায় সাথে সাথেই রোপ বেয়ে এক দল লোক নেমে এল সেই ভাঙা অংশ দিয়ে।

একটা পুরো অ্যাসল্ট টিম। ওরা সমাধিক্ষেত্রটার ভেতের নেমে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে।

গ্রে সাথে সাথে বুঝতে পারলো ওর সাধের প্ল্যানের প্রায় বারোটা বেজেছে এবং এও বুঝতে পারছে আসলে কি ঘটেছে। ড্রাগন কোর্ট নিশ্চয় উপরের ফ্লোর থেকে নেমে এসেছে। উপরের ফ্লোর পর্যন্ত পৌঁছেছে ভ্যাটিকানে ওদের যে কন্ট্যাক্ট আছে তাদের সাহায্যে। প্রথমে ওরা আর সব সাধারন টুরিস্টের মতো এসেছে তারপর নিজেদের লোকের সাহয্য নিয়ে এসেছে ভেতর পর্যন্ত। আর ওদের প্রয়োজনীয় সব জিনিসপত্রও আগে থেকে নিজেদের লোক দিয়ে একটু একটু করে আনিয়ে রেখেছে। উপরের ফ্লোরে বোম চার্জ করে একটা অংশ ভেঙে নেমে এসেছে নিচে। এখানে কাজ সেরে ওরা আবারো একইভাবে উঠে যাবে এবং উপরের জমায়েত হাজারো মানুষের ভিড়ে মিশে হারিয়ে যাবে।

কিন্তু গ্রে তা হতে দেবে না।

"ক্যাট," ও মৃদুস্বরে ডাক দিল। "র‍্যাচেলকে মঙ্কের কাছে নিয়ে যাও। তারপর উপরে উঠে তোমরা সুইসগার্ডদেরকে সব জানাও।"

ক্যাট র‍্যাচেলের একটা কনুই চেপে ধরলো। "তুমি কি করবে?"

গ্রে এরমধ্যেই কাজ শুরু করে দিয়েছে। ও পিটারের টুম্বের দিকে যাচ্ছে। "আমি থাকছি এখানেই। ল্যাপটপে সবকিছু মনিটর করবো। আর তোমাদেরকে

একবার মাইক্রোফোনে জানিয়ে প্রয়োজন মতো সেট করা বোমগুলো চার্জ করবো।"

কারণ ও বুঝতে পেরেছে প্ল্যানে চেঞ্জ হলেও আসলেও পুরোটা এখনো ভেস্তে যায় নি। এখন ঠান্ডা মাথায় কাজ সারতে হবে।

মঙ্ক রেডিওতে কথা বলে উঠলো, "কমান্ডার এদিকে কাজ হবে না। শালারা এক্সিটের ঠিক সামনেই আছে। ওরা মনে হয় দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিতে চাইছে। আমি লুকিয়ে পড়েছি।"

গ্রে ওদের কথা শোনার চেষ্টা করছে।

"এদিক দিয়ে বের হওয়া যাবে না," মঙ্ক আবারো বলে উঠলো।

"ক্যাট সবাই সরে আসো, আর যার যার মতো করে আড়াল নিয়ে লুকিয়ে পড়ো, আপাতত বের হওয়া যাচ্ছে না। আর ওরা এদিকেই আসছে।"

"রজার দ্যাট কমান্ডার," ক্যাট জবাব দিল।

গ্রে নিচু হয়ে সমাধির একটা রাস্তা ধরে দৌড় দিল।

শত্রুরা এগিয়ে আসছে।

৯:৪৪ পি.এম

ভিগর সেন্ট পিটারের ব্যাসিলিকায় প্রবেশ করলো একটা সাইড ডোর দিয়ে, সাথে দু'জন সুইসগার্ড। তাকে তিন বার নিজের আইডি কার্ড দেখাতে হয়েছে এখানে ঢোকার জন্যে। উনার কাছে একটু আগেও মনে হচ্ছিলো যেন দেরি হয়ে গেছে কিন্তু এখন একটু ভরসা পাচ্ছেন যে না এখনো বোধহয় ওদেরকে ফেরানো সম্ভব।

ভিগর পিয়াস সপ্তমের মূর্তিটা পার হয়ে চার্চের ঠিক মধ্যখানে এসে দাঁড়ালেন। ব্যাসিলিকাটা একটা স্কয়ার আকৃতিতে প্রায় পঁচিশ হাজার স্কয়ার ফিট জায়গা নিয়ে নির্মিত। স্রেফ এই এই ব্যাসিলিকার ভেতরেই দুটো ফুটবল টিম আরামসে নিজের যাবতীয় মাপ ঠিক রেখে ফুটবল খেলতে পারবে।

আর এই মহূর্তে এর প্রতিটা কর্নার ভর্তি। প্রতিটা জায়গাতেই মানুষে পরিপূর্ণ। আর ব্যাসিলিকায় অবস্থিত প্রায় হাজারখানেক ঝাড়বাতির পাশাপাশি এই মুহূর্তে প্রায় কয়েক হাজার মোমবাতি জ্বলছে। সবাই সমবেত সঙ্গীতের ঠিক মাঝামাঝি আছে। চারপাশে সমবেত সঙ্গীতের প্রতিধ্বনিতে এতোটাই মুখর যেকোন রক কনসার্টও এর সামনে কিছু না।

ভিগর নিজেকে ধরে রাখতে পারছেন না। মনে হচ্ছে তার পা জোড়া তার সাথে বেঈমানি করে দৌড় দেবে। কিন্তু কোন অবস্থাতেই আতঙ্ক ছড়ানো যাবে না। আর যদি লোকজনকে সরানোর প্রশ্ন আসে তবে সেটাও করতে হবে খুব সাবধানে কারণ এতো মানুষের বের হবার জন্যে দরজার সংখ্যা খুবই কম। ভিগরকে প্রথমে কার্ডিনাল স্পেরা আর পোপকে সব বোঝাতে হবে তারপর নিরাপত্তাবাহিনীর সবাইকে বুঝিয়ে ধীরে ধীরে ব্যাসিলিকা ফাঁকা করতে হবে।

কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে উনি পোপের দাঁড়ানো বেদীটা পরিস্কার দেখতে পাচ্ছেন।

বেদীর উপরে পোপের ঠিক সাথেই আছেন কার্ডিনাল স্পেরা। দু'জনেই বেদীর ঠিক কেন্দ্র ব্রোঞ্জের একটা সামিয়ানার নিচে বসে আছেন। এটা প্রায় আটতলা উঁচু, বিশাল আকৃতির সোনার কারুকাজ করা চারটা কলামের উপরে ভর করে বেদীটা দাঁড়িয়ে আছে। উনাদের মাথার উপরের চাদোয়টার উপরে সোনার কারুকাজ করা বিরাট একটা ব্রোঞ্জের ক্রুশ।

ভিগর উনাদেরকে দেখতে পেয়ে দ্রুত সামনে এগোলেন। এখন ফরমালিটি মেইন্টেন করে সব কিছু করা সম্ভব না। আগে উনাদের সাথে কথা বলতে হবে এবং সেটা যেভাবেই হোক। ভিগর চিন্তা করলেন বেদীর উপরে উঠে উনি আগে কার্ডিনালকে একপাশে ডেকে নিয়ে সব বোঝাবেন।

ভিগর দ্রুত সামনে এগোচ্ছেন হঠাৎ একপাশ থেকে একটা হাত এগিয়ে এসে উনাকে টেনে ধরলেন। ভিগর দেখলেন একপাশে একটা দরজার আড়াল থেকে এক জন লোক তাকে টেনে ধরেছেন। ভিগর ছাড়িয়ে নিতে যাবেন তখনই লোকটার মুখ দেখতে পেলেন। পিফেট্রো অ্যালবার্তো। আর্কাইভের একজন রক্ষক।

"ভিগর?" লোকটার কণ্ঠে বেশ আতঙ্ক। "আমি শুনলাম..."

তার কথার আওয়াজ সম্মিলিত কোরাসের জোয়ারে ভেসে গেল।

লোকটা তাকে আরো ভেতরের দিকে টেনে নিয়ে গেল। "আমি দুঃখিত অ্যালবার্তো। কিন্তু আমাকে এখন-"

হঠাৎ লোকটার হাতে একটা জিনিস দেখতে পেয়ে উনি থেমে গেলেন। তার হাতে একটা সাইলেন্সার লাগানো পিস্তল।

"একটাও কথা না, ভিগর," অ্যালবার্তো সতর্ক করে দিয়ে বললো।

৯:৫৫ পি.এম

গ্রে ক্রিপ্টের ভেতরেই লুকিয়ে আছে। মাথা নিচু করে পা গুটিয়ে থাকলেও বসতে খুব একটা সমস্য হচ্ছে না। ওর একপাশে একটা ওপেন ল্যাপটপ আরেক পাশে রাখা পিস্তলটা। ওর ল্যাপটপটা একদম ডিম আর ডার্ক মুডে আছে। ল্যাপটপে এখন দুটো ইমেজ, একটা টুম্বের আরেকটা মূল সমাধির।

শত্রুপক্ষের অ্যাসল্ট টিমটা দু'ভাগে ভাগ হয়ে কাজ করছে। একদল সমাধির ভেতরে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মানে ওরা পাহারা দেয়ার দায়িত্বে, আর অন্য দল পিটারের সমাধিতে নিজেদের কাজ করছে। সবাই বেশ দক্ষতার কাজ করছে, কাজের ধরন দেখেই বোঝা যায় সবাই যে যার যার নিজেদের কাজে অত্যন্ত দক্ষ। ওরা এর ভেতরেই সমাধিতে প্রবেশের গেটটা খুলে ফেলেছে। আর দুজন অত্যন্ত মনোযোগের সাথে হাটু গেড়ে বসে ক্রিপটাটার দু'পাশে দুটো প্লেট লাগাচ্ছে।

তৃতীয় লোকটাকে দেখার সাথে সাথেই গ্রে চিনতে পারলো।

রাউল।

তার হাতে একটা স্টিল কেস। ওটা সে ওপেন করে ভেতর থেকে একটা সিলিন্ডার বের করলো। সিলিন্ডারটা স্বচ্ছ প্লাস্টিকের তৈরি এবং ভেতরে অতি পরিচিত সেই ধূসর পাউডার। সেই অ্যামালগাম। ওরা নিশ্চয়ই আগে পাওয়া হাঁড়গুলোকে এর মধ্যেই পাউডারে রূপান্তরিত করেছে। রাউল সিলিন্ডারটা নিচু করে সমাধির ভেতরে প্রবেশ করলো।

ওরা ওটা দুই প্লেটের ভেতরে রাখছে...

সব পরিস্থিতি বিবেচনা করে গ্রে'র মনে হলো এটাই উপযুক্ত সময় ওদেরকে আক্রমন করার। যা করার এখনই করতে হবে তা না হলে অনেক দেরি হয়ে যাবে এবং সেই সাথে এখন আক্রমন করে ওদেরকে বিপর্যস্ত করতে পারলেই ওরা পিছু হটবে এবং সেটা করতে হবে এমনভাবে যাতে ওরা ডিভাইসটা ফেলেই পিছু হটতে বাধ্য হয়।

"সবাই রেডি হও," মাইকে বললো ও, মৃদু স্বরে। ওর হাত সোনিক ফ্ল্যাশ বোমের ডিভাইসটার উপরে। "যে যে কয়টাকে পারো খুন করবে ওরা চমকে উঠার পর। কোন সুযোগ দেবে না।"

সবাই হ্যা-সূচক জবাব দিল। মঙ্ক দরজার কাছেই লুকিয়ে আছে, ক্যাট আর র‍্যাচেল দুটো ক্রিপ্টের আড়ালে। অ্যাসল্ট টিমের কারো ওদের ব্যাপারে কোন ধারণাই নেই।

ওরা টুম্বের ভেতরে কাজ সেরে বেরিয়ে আসছে। রাউল বেরোল সবার শেষে। সে বেরিয়ে এসে গেটটা বন্ধ করে দিল।

"আমি পাঁচ গোনার সাথে সাথে বোম ব্লাস্ট হবে, সবাই গগলসসহ আর সব রেডি করে নাও।"

"পাঁচ...চার...তিন...," ওর একহাতে পিস্তল আরেক হাত ডিভাইসে। "দুই...এক...শূন্য..." বলেই ও বাটনে চাপ দিল।

কানে হেডফোন আর চোখে গগলস থাকার পরেও গ্রে বিস্ফোরণের ঝাঁঝটা অনুভব করতে পারলো। সেই সাথে কিছু চিৎকার। সে তিন পযন্ত গুনলো এবং সাথে সাথেই লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল। কিন্তু ওর সামনে প্লাটফর্ম খালি। ওর দৃষ্টিসীমার ভেতরে কেউ নেই।

রাউল আর ওর সাথের লোক দুজন হাওয়া হয়ে গেছে।

কিন্তু কোথায়?

গুলির আওয়াজে ওর কানে তালা লেগে গেল। কাছেই হেভি গানফাইটের একটানা আওয়াজ আসছে। গ্রে'র হঠাৎ মনে পড়ে গেল ও বোম চার্জ করার ঠিক আগেই রাউলের হাতের ওয়াকিটকিতে একটা খবর এসেছিল।

কেউ ওকে সতর্ক করে দিয়েছে। কিন্তু কে?

গ্রে ওর চারপাশে দেখলো। গগলস পরা চোখে চারপাশটা হালকা সবজে দেখাচ্ছে। প্লাটফর্মের উপরে উঠে এল। ওর পাউডার আর ডিভাইসটাকে দখলে

রাখতে হবে।

উপরে উঠে আসতেই। রাউলকে দেখতে পেল সেই জানালাটার ভেতরে। ক্রিপ্টের ভেতরে। সে মেসেজ পাবার সাথে সাথেই লাফিয়ে ওটার ভেতরে ঢুকে পড়েছিল যে কারণে বিস্ফোরণের ধাক্কা তার গায়ে লাগে নি।

সে গ্রে'কে দেখিয়ে একটা হাত উঁচু করলো, হাতে ধরা ডিভাইসটার রিমোট কন্ট্রোল।

গ্রে সাথে সাথে ওর দিকে গুলি করলো।

কিন্তু জানালার বুলেট প্রুফ গ্লাসে লেগে বুলেট বাইরে পড়ে গেল।

রাউল মৃদু হেসে ওর চোখের সামনে ধরে ডিভাইসের বাটনে চাপ দিল।

অধ্যায় ১০

টুম্ব রেইডার

জুলাই ২৫, ৯:৫৪ পি.এম
ভ্যাটিকান সিটি

প্রথম ধাক্কাটা ভিগরকে শূণ্যে তুলে ফেললো। উনি একপাশের দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেলেন।

সাথে সাথে পুরো ব্যাসিলিকা জুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লো।

ভিগর হাচড়ে-পাচড়ে উঠে দাঁড়ালেন। আলবার্তোও পড়ে গেছে। একপাশে ছিটকে পড়েছে তার হাতের পিস্তল। ভিগর এগিয়ে গিয়ে হাটু দিয়ে বেঈমানটার নাকটা সমান করে দিলেন।

অ্যালবার্তো অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে আছে। ভিগর তার পিস্তলটা তুলে নিলেন। পিস্তলটা হাতে নিয়েছেন কি নেন নি সাথে সাথে দ্বিতীয় বিস্ফোরনটা ঘটলো। ভিগর মাটির কম্পনে হাটু ভেঙে পড়ে গেলেন। এতোক্ষণে ব্যাসিলিকার ভেতরে নরকগুলজার শুরু হয়ে গেছে। ভিগরের মনে হচ্ছে যেন মাটি তো কাঁপছেই সেই সাথে যেন পুরো ব্যাসিলিকা ধরে কেউ ঝাঁকাচ্ছে।

কোলনের ঘটনার প্রত্যক্ষ্যদর্শীর দেয়া বিবরণ মনে পড়ে গেল ভিগরের। ছেলেটা বলেছিল তার কাছে মনে হচ্ছিলো দেয়ালগুলো চারপাশ থেকে চেপে আসছে। ভিগরেরও এই মুহূর্তে ঠিক তাই মনে হচ্ছে। তার কানে চারপাশের হই হট্টগোল, কান্না, প্রার্থনা কিছুই যেন কানে আসছে না শুধু মনে হচ্ছে তার এখন করনীয় কি?

ভিগর পায়ের উপরে উঠে দাঁড়ানোর সাথে সাথে তার মনে হতে লাগলো যেন পায়ের নিচের মাটি আবারো কাঁপছে। পায়ের নিচের ফ্লোরের মার্বেল পাথরের আস্তরন যেন তরল হয়ে গছে আর এই তরলের ধাক্কায় যেন কোন কিছুই স্থির হতে পারছে না। ভিগর পিস্তলটা কোমড়ের বেল্টে গুজে নিলেন।

এখন তাকে যেভাবেই হোক কার্ডিনাল স্পেরা আর পোপের কাছে পৌছাতে হবে।

সামনের দিকে পা বাড়াতেই কোন কিছু যেন তাকে পিছন দিকে টেনে ধরলো। আসলে ঠিক পেছন দিকে না বরং তার মনে হতে লাগলো তার চারপাশের সব কিছু তাকে চেপে ধরতে চাইছে। ভিগর হাচড়ে-পাচড়ে সামনের দিকে এগোলেন। সামনে ব্যাসিলিকার হল রুমে তুলকালাম কান্ড ঘটে যাচ্ছে। মানুষজন পড়িমরি করে ছুটছে, যে যাকে পারছে মাড়িয়ে টেনে সবাই বাইরের দিকে যাবার চেষ্টা করছে। পায়ের নিচের মাটি আবারো ভীষণভাবে দুলে উঠলো। পোপের বেদীর বিরাট চারপায়ায়

বিশাল আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে যেকোন সময় ভেঙে পড়তে পারে। চারটি পায়াই যেভাবে কাঁপছে তাতে মনে হয় না আর খুব বেশি সময় ধরে টিকতে পারবে। পোপ কি নামতে পেরেছেন ওটা থেকে?

ভিগর কোনমতে সামনে এগোচ্ছে। হঠাৎ পায়ের নিচের মাটি ভূমিকম্পের মতো আবারো দুলে উঠলো। ব্যাসিলিকার ঠিক কেন্দ্রে একটা ভীষণ বজ্রপাতের আওয়াজ হলো সেই সাথে ঠিক কেন্দ্র থেকে একটা বজ্রপাতের মতো আলোক ঝলকানি মাটি ভেদ করে উঠে ডোমটার ঠিক কেন্দ্রকে ঘিরে নাচানাচি করতে লাগলো। আবারো মাটি ভয়ঙ্করভাবে কেঁপে উঠলো।

এবার সবচেয়ে জোরে।

ভিগর উপর দিকে তাকালেন। এমন অবিশ্বাস্য দৃশ্য তিনি জীবনে দেখেন নি আর দেখতে পারবেন বলেও মনে হয় না।

বজ্রপাতের মতো বিদ্যুতের ঝলকানিতে আলোকিত পুরো ব্যাসিলিকার ডোমটাই যেন নিচের দিকে নেমে আসছে।

৯:৫৭ পি.এম

মঙ্ক নিজেকে মাটি থেকে টেনে তোলার চেষ্টা করছে। এক চোখের কোনে রক্ত টের পেল। গগলসের কাঁচ ভেঙে এটা ঘটেছে। ও একটা ক্রিপ্টের কোণায় পড়ে আছে। গগল্‌সটা খুলে ভ্রু থেকে এক টুকরো ভাঙা অংশ টেনে বার করলো।

একে তো এক চোখে রক্ত আর গগলস খুলে ফেলাতে অন্ধকারে কিছুই দেখছে না। ও নিজের শটগানটা টেনে নিল। এটার নাইটস্কোপ জ্বাললে দেখা যেতে পারে।

এখনো মাটি কাঁপছে। প্রথমবার মাটি কাঁপার পর থেকে সব গানফায়ার বন্ধ হয়ে গেছে। মঙ্ক ক্রিপ্টের কোণা থেকে নেমে এসে মাটি হাতড়ে শটগানটা খুঁজছে। ওটা বেশি দূরে যাওয়ার কথা না। হঠাৎ হাতে শক্ত কিছু একটা লাগলো।

থ্যাঙ্ক গড।

ও আরেকটু সামনে এগালো জিনিসটা ভালো করে ধরতে কিন্তু এটা ওর শটগানটা না! গোলচে একটা জিনিস। একটা বুটের সামনের অংশ।

একটা রাইফেলের শক্ত নল ওর মাথার খুলিতে চেপে বসলো।

শিট!!!

৯:৫৮ পি.এম

গ্রে সমাধির ভেতরে একটা রাইফেলের গুলির আওয়াজ শুনতে পেল। প্রথমবার মাটি কাঁপার পরে এই একটা গুলির শব্দ শোনা গেল। প্রথমবারের ধাক্কার সাথে সাথে ও যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল নিচে পড়ে গেছে। তারপর কোনমতে উঠে দাঁড়ালো।

ল্যাপটপটার কাছে এসে দেখলো সবই ঠিক আছে। সাথে সাথে সব রোল করে পেচিয়ে ব্যাগে ভরে ফেললো কিন্তু ওর রেডিওটা হারিয়ে গেছে।

সমাধির ভেতরের রাস্তাটায় উঁকি দিয়ে দেখলো, পুরো রাস্তাটা জুড়ে ভাঙা জিনিসপত্র ছড়িয়ে আছে। ভয়াবহ ঝাঁকুনির ফল। কিন্তু কেউ নেই কোথাও।

ও টুম্বের আশেপাশে আলো ফেলে দেখলো, কেউ নেই। ওটার দরজাটা ধাক্কা দিতে গিয়ে ভাবলো, *না, ভেতরে কে আছে? কি হচ্ছে না জেনে এটার ভেতরে ঢোকা মানে হবে নিজেকে শত্রুদের হাতে তুলে দেয়া।*

ও আবারো আগের জায়গায় ফিরে এল ক্যামেরাগুলো চালু থাকতে পারে ভেবে ল্যাপটপটা আবারো বের করে সেট করলো। কিন্তু অন্ধকার কোন ইমেজ নেই। বিস্ফোরণের ধাক্কায় হয় সরে গেছে না হয় ভেঙে গেছে।

তাহলে বাকিদের কি অবস্থা কে জানে।

উত্তর জানার একটাই উপায়। গ্রে'ও সব রেখে পিস্তল হাতে সামনে এগোল।

সামনে রাইফেল হাতে দু'জনকে এগিয়ে আসতে দেখলো। রাউলের গার্ড দু'জন। কিন্তু দানবটার কোন দেখা নেই। টুম্বের অবস্থারও কোন পরিবর্তন নেই কিন্তু ওর গগল্‌সে যেন এক ধরনের অদ্ভুত টাইপের রেডিয়েশান ধরা পড়ছে।

কিন্তু রাউল কই?

হঠাৎ একটা জিনিস ওর মাথায় এল ক্যামেরাগুলো তো বিস্ফোরনের ধাক্কায় অকেজো হয়েছে কিন্তু এতে তো বিস্ফোরণের আগের ইমেজগুলো আছে। ও ফিরে গিয়ে রেকর্ডে আবারো রিওয়াইন্ড করলো। ঠিক সেই জায়গাটায় এসে থামলো যেখানে রাউল ওর দিকে তাকিয়ে ডিভাইসটার বাটনে চাপ দিচ্ছে।

দেখা গেল রাউল বাটনে চাপ দেয়ার সাথে সাথে দুই প্লেটের মাঝে এক ধরনের আলোর খেলা চললো তারপর পুরো পাউডারটা নড়তে নড়তে ফ্লোরটাকে শূণ্যে তুলে ফেললো।

লেভিটেশান!

গ্রে'র সাথে সাথে মনে পড়ে গেল ক্যাটের বলা সেই কথাগুলো যে এম স্টেট মেটাল যেকোন জিনিসের ওজন শূণ্য করে লেভিটেট করার ক্ষমতা রাখে। কিভাবে ওগুলো একধরনের ম্যাগনেটিক ফিল্ডের সাহায্যে লেভিটেট করে। ও আরো বুঝতে পারছে আসলে কোর্টের এই স্পেশাল ডিভাইসটা আর কিছুই না, এক ধরনের বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন ম্যাগনেটিক ফিল্ড সৃষ্টি করা ডিভাইস যা এই পাউডারের চারপাশে এক ধরনের শক্তিশালী ফিল্ড তৈরি করে একে অ্যাকটিভ করে তোলে।

আর এটাকেই বলে এম-স্টেট সুপারকন্ডাক্টর।

এখন ও গোটা ব্যাপারটা ধরতে পারছে এবং সেই সাথে বুঝতে পারছে কিভাবে কোলনের হত্যাকান্ডগুলো ঘটেছে।

ওহ্ গড...

তারপর দেখা গেল রাউল সরে এসে টুম্বের একটা বিশেষ অংশে দাঁড়ালো। সেই অংশটা ওকে নিয়ে নিচের দিকে নেমে গেল। নিচে রয়ে গেল মাত্র দু'জন গার্ড।

বাহ বেশ তো। টুম্বের ভেতরে আরেকটা অংশ আছে আগে না জানলে বা নিজের চোখে না দেখলো কেউ বুঝতেই পারবে না। এখানে আছে কেউ থাকতে পারে ভাবতেও পারবে না। তারপরেই বিস্ফোরণে ক্যামেরার ভিউ নষ্ট হয়ে গেল।

আচ্ছা, রাউল তাহলে এভাবেই গায়েব হয়ে গেছে।

গ্রে ল্যাপটপ বন্ধ করতে যাবে কাঁপা কাঁপা একটা ভিউ দেখা গেল। ক্যামেরা আবার কাজ শুরু করেছে।

এখন রাউলকে দেখা গেল র‍্যাম্পের বিশেষ অংশে দাঁড়িয়ে আছে। তার চোখেমুখে আনন্দ।

হারামিটা আবারো জিতে গেছে।

একটা ক্রিপ্টের উপরে শুয়ে ক্যাট দেখতে পাচ্ছে এক গানম্যান মঙ্কের মাথায় রাইফেলের নল চেপে ধরেছে। লোকটা গুলিও করে বসলো কিন্তু পরের ধাক্কায় মাটি কেঁপে উঠাতে সে শটটা মিস করলো। লোকটা পড়ে গেছে, কিন্তু হাত থেকে রাইফেল ছাড়ে নি। মঙ্কও আধা বসা অবস্থা থেকে শুয়ে পড়েছে। আরেকজন গার্ড এগিয়ে এল। এই লোকটা একটু আগে ক্যাটকে উপর থেকে উঁকি দিতে দেখেছে।

লোকটা এগিয়ে এসে সোজা একটা ধারালো ছুরি চেপে ধরলো মঙ্কের গলায়। তারপর বেশ দৃঢ় স্বরে বললো, "উপরে যেই থাকো নেমে এসো না হলে এর গলা দুফাঁক করে দিব।"

ক্যাট সাথে সাথে চোখ বন্ধ করে ফেললো। ওর চোখে ভেসে উঠলো কাবুলের সেই মরুভূমি। ও আর ক্যাপ্টেন মার্শাল দু'জনে গেছিলো এক বন্দীকে উদ্ধার করতে। এক পর্যায়ে বন্দুক যুদ্ধটা কমব্যাট ফাইটে পরিণত হয়। ওরা ছিল সমানে সমান। কিন্তু ক্যাট এক রাইফেলধারীকে মিস করে ফেলে। লোকটা একটা ছায়াঘেরা জায়গায় লুকিয়ে ছিল। ওরা যখন যুদ্ধে বিজয়ের স্বাদ পাচ্ছে তখনই লোকটা হঠাৎ করে বেরিয়ে এসে ক্যাপ্টেনকে গুলি করে বসে। ক্যাট লোকটার দিকে থ্রোয়িং নাইফ ছুড়ে মারতে একেবারে হৃদপিন্ডে গিয়ে লাগে, কিন্তু তাতে ক্যাপ্টেনের কোন উপকার হয় নি। ক্যাপ্টেন ক্যাটের কোলে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। জ্বলজ্যান্ত একজন মানুষ মুহূর্তে ধোঁয়ায় পরিণত হয়।

"বের হয়ে এসো," লোকটা আবারো বলে উঠলো।

"ক্যাট," ওর পাশেই শুয়ে থাকা র‍্যাচেল ওর একটা হাত চেপে ধরলো। "কি করবে এখন?"

"তুমি লুকিয়ে থাকো, কারণ আমার মনে হয় ওরা একজনের অস্তিত্ব টের পেয়েছে, আর তারপর উপর থেকে নেমে আসা দড়িগুলোর একটা ধরে উপরে উঠার বা বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করবে। বোঝা গেছে?"

এটাই ছিল ওদের প্ল্যান কারণ ওরা জানে না কমান্ডারের ভাগ্যে কি ঘটেছে, তাই ভেবেছিল যেভাবেই হোক উপরে পৌছাবে তারপর উপর থেকে সাহায্য নিয়ে

ফিরে আসবে। র‍্যাচেলও বুঝতে পারছে এছাড়া আসলে ওদের আর কিছু করার নেই।

ওর পাশ থেকে ক্যাট ধীরে ধীরে প্রথমে পা বের করলো তারপর উঠে বসে নিজেকে গার্ড দুজনার সামনে উন্মুক্ত করলো, দুই হাত উপরে তোলা। ও এমনভাবে নিচে নেমে এল যেন ওরা র‍্যাচেলের ব্যাপারে ন্যূনতম সন্দেহ না করে। দুই হাত উপরে তোলা, ও নিচে নেমে এল।

"সারেন্ডার করছি," ধীরে ধীরে বললো।

একজন গার্ড মঙ্ককে ধরে আছে আরেকজন ক্যাটের দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো, তিন ধাপ এগিয়ে এসেছে।

লোকটার হাতে স্রেফ একটা ছুরি আর সেটাও মুখ করে আছে অন্য দিকে, ক্যাট মনে মনে ভাবলো, *চমৎকার*।

লোকটা এগিয়ে আসছে ক্যাট ওর আস্তিন থেকে আলগোছে একটা ছুরি বের করে আনলো। হাতের আড়ালে লুকানো। লোকটা আরো এগিয়ে এসেছে।

এক ধাপ, দুই ধাপ...

*আরেকটু...*ক্যাট মনে মনে ভাবলো।

একবার মঙ্কের দিকে তাকিয়ে চোখের মনিগুলো স্রেফ ছোট করে একটা ইশারা করলো।

লোকটা এসে গেছে, ক্যাট বাম পা-টা সামনে এগিয়ে ডান পা শূণ্যে তুলে লোকটার হাটুর পেছনে মারতেই সে ব্যালেন্স হারিয়ে ফেললো। সে পড়ে যাচ্ছে কিন্তু ছুরিটা নেমে আসছে ক্যাটের শরীর বরাবর। ক্যাট ডান হাতে ছুরি ধরা হাতটা ব্লক করে ওর হাতের ছুরিটা শূণ্যে ছুড়ে দিল। সেটা বাম হাতে ধরে ঘ্যাচ করে ঢুকিয়ে দিল লোকটার এক চোখে।

অন্য দিকে মঙ্ককে ধরে থাকা লোকটা এতোটাই হতচকিয়ে গেছে তার সঙ্গীর পরিণতি দেখে কি করবে ভাবতে ভাবতে রাইফেল তুললো এবং এখানেই ভুলটা করলো। মঙ্কের মাথার খুলি থেকে নলটা সরতেই ও নলটা সজোরে চেপে ধরলো। তারপর পেছন দিকে একটা ঠেলা দিতেই বাটটা গিয়ে লাগলো লোকটার চোয়ালে। মঙ্ক উঠে দাঁড়াচ্ছে। আর লোকটা চেষ্টা করছে নিজের ব্যালেন্স ফিরিয়ে আনতে। তখন ক্যাট আর অন্য গার্ড লড়েই চলেছে। মঙ্ক আর গার্ড দু'জনেই উঠে দাঁড়িয়েছে মঙ্ক ওর হাতে ধরা রাইফেলটা ঘুরিয়ে সোজা গুলি করলো লোকটার বুকে।

ও ক্যাটের দিকে ফিরতে যাবে অন্ধকার থেকে একটা পা বেরিয়ে এসে ওর রাইফেরে লাথি মারলো। রাইফেলেটা হাত থেকে পড়ে যাবার পর ও দেখতে পেল লোকটাকে। আরেকজন গার্ড অন্ধকারে ছিল, এতোক্ষণ ওরা দেখে নি। এবার সুযোগ বুঝে আক্রমন করেছে। লোকটা ওর দিকে পিস্তল তুলছে...

ক্যাটের ফাইট ততক্ষণে শেষ হয়েছে ও ওর বুট থেকে আরেকটা ছুরি বের করে ছুড়ে মারলো সোজা লোকটার গলায়।

খন্ড যুদ্ধ শেষ। ক্যাট মঙ্ককে ধরে দৌড় দিল। মঙ্কের চোখে গগলস নেই ওকেই

গাইড করেত হবে।

হঠাৎ একটা আলোর ঝলকানি সাময়িক অন্ধ করে দিল ওকে। একটা ফ্লাশ লাইটের ঝলকানি। আরেকজন গার্ডের।

এবারও একজনকে ও মিস করেছে।

গ্রে ক্যামেরার পজিশন ঠিক করে আবারো সব সেট করা শেষ করেছে, এমন সময় ল্যাপটপের স্ক্রিনে দেখতে পেল রাউলকে, সে এক কানে একটা ওয়াকিটকি চেপে ধরে কথা বলছে। লোকটা ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে। কথা বলতে বলতে তার মুখে চওড়া একটা হাসি দেখা গেল। তার সাথে একজন গার্ড, আরেকজন নেই।

পায়ের নিচের মাটি এখনো কাঁপছে।

গ্রে আবারো স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেল রাউলের দ্বিতীয় গার্ড মঙ্ক আর ক্যাটকে রাইফেলের নলের মাথায় বন্দী করে এনেছে। আচ্ছা ওয়কিটকিতে এই কথা শুনেই তাহলে বদমাশটার মুখে হাসি দেখা গেছে।

হঠাৎ সব আওয়াজ ছাপিয়ে রাউলের চিৎকার শোনা গেল, "কমান্ডার পিয়ার্স আর লেফটেনান্ট ভেরোনা, বেরিয়ে আসুন না হলে এই দুজনকে এক্ষুনি খুন করা হবে।"

গ্রে ভাবছে কি করে ওদেরকে বাঁচানো যায়। কিন্তু নিজের অসহায় অবস্থার কথা চিন্তা করে ওর দম বন্ধ হয়ে এল।

কিছুই কি করার নেই?

নতুন একটা গলা শোনা গেল র‍্যাচেলের, "আমি আসছি!" এবার র‍্যাচেলকে দেখা গের দ্বিতীয় ক্যামেরায়। একটা হাত উপরে তুলে এগিয়ে আসছে।

গ্রে দেখলো ক্যাট মাথা নাড়ছে। ও র‍্যাচেলের এই আত্মসমর্পন মেনে নিতে পারছে না। একজন গানম্যান র‍্যাচেলের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে বাকি দু'জনার সাথে দাঁড় করিয়ে দিল।

রাউল এবার এগিয়ে এসে একটা বিরাট সাইজের পিস্তল র‍্যাচেলের কাঁধের একদিকে চেপে ধরে চিৎকার করে বললো, "কমান্ডার এটা একটা হর্স পিস্তল, ছাপ্পান্ন ক্যালিবার। আমি পাঁচ পর্যন্ত গুনবো আপনি বেরিয়ে না এলে আমি লেফটেনেন্টের একটা হাত গুলি করে ছিড়ে ফেলবো। তারপর আরেকটা।"

গ্রে পরিস্কার দেখতে পেল র‍্যাচেলের চোখে আতঙ্ক। অসহায়ের মতো ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে রইলো সে। কি করার আছে!

"পাঁচ..."

এখনো ল্যাপটপের স্ক্রিনে র‍্যাচেলের দিকে তাকিয়ে আছে।

"চার..."

কিছুই করার নেই। তবুও ব্যাকপ্যাকটা টেনে ওটা থেকে একটা ডিভাইস বের করে চেপে ধরলো। গ্রে ওর ল্যাপটপটা ডার্ক মুডে দিয়ে রাখলো ওদের যাই হোক

অন্তত এই ক্যামেরা আর ল্যাপটপে সব রেকর্ড থাকবে।

"তিন..."

ও ক্রিপ্টের কোণা থেকে বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু এমন একটা দিক ঘুরে এগোল যাতে ওরা বুঝতে না পারে ও কোথায় লুকিয়ে ছিল।

"দুই..."

ও ঘুরে মূল রাস্তায় চলে এল।

"এক..."

"এই যে আমি, ডোন্ট শুট।"

১০: ৫৪ পি.এম

র‍্যাচেল দেখতে পেল গ্রে হাত উঁচু করে এগিয়ে আসছে।

র‍্যাচেল গ্রে'র দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারো লোকটা বেরিয়ে এসেছে স্রেফ ওদেরকে নিরাপদ করতে। আসলে ও চেয়েছে গ্রে কিছু একটা করুক। কিন্তু ও নিজে বেরিয়ে এসেছে কারণ ও চায় নি নিজে লুকিয়ে থাকুক আর বাকিরা ওর কারণে গুলি খেয়ে মরুক।

যখন ক্যাট মঙ্কের জন্যে বেরিয়ে এল, তখন পর্যন্ত র‍্যাচেলের নিয়ত ছিল ওদের করা প্ল্যান অনুযায়ী এগিয়ে যাবার কিন্তু তা হয় নি। তবে কেন জানি ওর মনে এখনো আশা আছে গ্রে কিছু একটা করবে।

রাউল গ্রে'কে এগিয়ে আসতে দেখে ওর বিশাল হর্স পিস্তলটা গ্রে'র বুকের দিকে তাক করলো।

"কমান্ডার তুমি আমাকে এখন পর্যন্ত কি পরিমান ঝামেলায় ফেলেছো তোমার নিজেরই কোন ধারণা নেই। আর এই পিস্তলের গুলি কোন আর্মারেই ঠেকাতে পারবে না।"

গ্রে কোন কথা বলছে না, কেমন এক ধরনের হাসিহাসি মুখ করে রাউলের দিকে তাকিয়ে আছে।

তারপর সেভাবেই সবার দিকে ওর দৃষ্টি ঘুরে এল ক্যাট, মঙ্ক আর সবার শেষে র‍্যাচেলের উপর। তারপর সে মাথার পেছন থেকে ডান হাতটা বের করে আনলো সেটাতে একটা কারো রঙের ডিম্বাকৃতি কিছু ধরা। আর ওর মুখ দিয়ে একটা কথাই বেরিয়ে এল : "ব্ল্যাক আউট!!!"

ফ্ল্যাশ গ্রেনেডটা বিস্ফোরিত হলো গ্রে'র মাথার উপর, শূণ্যে। চোখ বন্ধ করে বাকিদেরকে নিয়ে মেঝেতে ঝাঁপ দিলো সে। এক ধরনের লালচে আলো চারপাশটা বিশ্রীভাবে ঝলকে দিল। একটা গড়ান দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে চোখ খুললো গ্রে।

ও রাউলের হর্স পিস্তলে গুলির শব্দ শুনতে পেয়েছে।

গ্রে গড়ান দিয়ে উঠে আসার সময়েই পায়ের গোড়ালিতে আটকানো গ্লক পিস্তলটা বের করে এনেছে।

রাউলের এক লোক বুকে বিরাট এক গর্ত নিয়ে পড়ে আছে। গ্রে বুঝতে পারলো ফ্লাশ লাইটের বিস্ফোরণের রাউলের গুলি নিজেরই লোকের বুকে লেগেছে।

রাউল গর্জে উঠে রাগে এলোপাথারি গুলি ছুড়ছে।

"ডাউন," গ্রে ওর টিমমেটটের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে উঠলো। গ্রে বসা অবস্থাতেই এক গানম্যানের পা দেখতে পেয়ে হাটুতে গুলি করলো। লোকটা পড়ে যেতেই পরের গুলি লাগলো সোজা কপালে।

ওর চোখ আসলে রাউলকে খুঁজছে। লোকটার নিজের বিরাট আকৃতির তুলনায় তার রিফ্লেক্স বেশ ভালো। সে এক পাশে সরে গিয়ে এদিকে ওদিকে গুলি ছুড়ছে।

ওরা আসলে এই মুহূর্তে সিটিং ডাক হয়ে গেছে।

গ্রে মনে মনে হিসাব করছে ফ্লাশ গ্রেনেডের প্রভাব কেটে যাবার আগেই কিছু একটা করতে হবে।

ও ওর টিমমেটদের উদ্দেশে হিস হিস করে বললো, "মুভ ব্যাক! সবাই গেটের দিকে এগোও।"

গ্রে আরেকদিকে গুলি করলো ওদের সরে যাওয়া কভার করার জন্যে।

রাউল এতোক্ষনে গুলি করা থামিয়ে পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করছে। গ্রে'র ধারণা লোকটা এখনো পরিস্কার দেখতে পাচ্ছে না। গ্রেনেডের প্রভাব।

একবার সে ঠিক হয়ে গেলে আর গ্রে কি করছে বুঝতে পারলে ওকে থামানো আরো ভয়ঙ্কর হয়ে যাবে।

ওরা সবাই সরে যাচ্ছে হঠাৎ গ্রে দেখলো দুটো মেয়েই একটা কবরের দিকে যাচ্ছে ওটার কোন রেলিং বা প্রান্ত নেই ওরা সোজা পড়ে যাবে নিচের অন্ধকারে। ওরাও আসলে অনেকটা অন্ধ হয়ে গেছে। গ্রে র‍্যাচেরকে ধরার জন্যে হাত বাড়ালো কিন্তু দুজনেই সরে গেছে অনেক ভেতরের দিকে।

মঙ্ক গ্রে'র দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠলো "শিট।"

মঙ্ক হাতের অস্ত্র ফেলে দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো সামনের দিকে, দুই হাতে চেপে ধরলো দুই মেয়ের কাঁধের কাপড়। গ্রে'ও এগিয়ে গিয়ে হাত বাড়ালো। দু'জনে মিলে টেনে তুললো দু'জনকেই। কিন্তু এতে নষ্ট হয়ে গেল মূল্যবান কিছু সময়।

ওদের চারপাশে আবারো গুলি বৃষ্টি হচ্ছে। রাউল আবার ফর্মে ফিরে এসেছে। ওরা আড়াল নিল।

গ্রে'র চোখ চলে গেল টুম্বের ভেতরের সেই মেটাল প্লেট আর পাউডারে দিকে।

এখনো প্লেট দুটো অ্যাকটিভ আছে এবং সবুজ আলো যাতায়াত করছে দুই প্লেটের মাঝখানে। এটা এখনো কাজ করছে একরকম বলতে গেলে এটার মূল কাজ এখনো পূর্ণ শক্তিতে শুরুই হয় নি। ও ওই দিকে পিস্তল তাক্ করে গুলি করলো।

গুলি ঠিক প্লেটে লাগলো না তবে গুলি লেগে কয়েকটা তার কেটে যাওয়াতে সবুজ আলোর যাতায়াত ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে গেল।

ওরা দরজা দিয়ে বেরুতে পারবে না। এখন একটাই রাস্তা আছে। ও সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো।

ও হঠাৎ সামনের দিকে লাফিয়ে পড়লো। তারপর একটা গড়ান দিয়ে ঢুকে গেল টুম্বের ভেতরে। অন্যদেরকে ইশারা করতেই সবাই একইভাবে চলে এল ভেতরে। রাউলের লোকজন বোঝার আগেই ওরা টুম্বের ভেতরের র‍্যাম্পে ঢুকে পড়লো, যেখানে রাউল দাঁড়িয়ে থেকে নিচে নেমে গিয়েছিল, গায়েব হয়ে গিয়েছিল গ্রে'র সামনে থেকে। ঠিক একইভাবে ওরাও নেমে যাচ্ছে টুম্বের নিচের গোপন চেম্বারে, এবার ওদের সাথে রাউলের ডিভাইসটাও নেমে চলেছে নিচের দিকে।

ওদের মাথার উপরে টুম্বের ঢাকনাটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, রাউল গর্জন করে উঠলো।

সে এলোপাথারি গুলি করছে।

গ্রে ভাবলো অনেক দেরি হয়ে গেছে।

ওদের মাথার উপরে পাথরের ঢাকনা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেছে। এখন শুধুমাত্র ডিভাইসটা আর ওরা র‍্যাম্পের ভেতরে ঢুকে পড়েছে। ডিভাইসটা এখনো পুরোপুর শান্ত হয় নি। সবাই এগিয়ে এসে দেখতে লাগলো জিনিসটা। আর গ্রে চারপাশটা চেক করছে। তখন ক্যামেরায় রাউলকে এই জায়গাটাতেই গায়েব হয়ে যেতে দেখেছিল। এটা আসলে টুম্বেরই গোপন একটা অংশ। কিন্তু প্রশ্ন হলো রাউল এর ভেতরে তখন কেন নেমেছিল?

সবাই ডিভাইসটা দেখতে ব্যস্ত। গ্রে পরিচিত একটা ডাম্বেলের আকৃতি দেখতে পেয়ে সবাইকে ডাক দিল।

এবার ও বুঝতে পারলো কেন রাউল তখন এখানে এসেছিল।

"এই এখানে," সবাইকে ডেকে বললো।

বোমাটার টাইমার কাউন্ট ডাউন করছে। রাউল তাহলে এটা সেট করতেই এসেছিল।

০৪:২৮

০৪:২৭

ওরা আসলে তখন এখানে বোম সেট করেছে।

"দেখে মনে হচ্ছে ওরা এই ঘটনার সমস্ত ক্লু মুছে ফেলার জন্যে এই বোমা লাগিয়েছে।"

"শালারা এটাকে বুবি ট্র্যাপের মতো করে সেট করেছে।"

এখন মনে হচ্ছে ওরা যে এখানে ঢুকতে পেরেছে আসলে এ ব্যাপারে রাউলই ওদেরকে ট্র্যাপ করেছে।

গ্রে এখন রাউলের প্ল্যানটা ধরতে পারছে। রাউল আর তার লোকেরা ইচ্ছে করেই ওদেরকে এখানে ঢোকার সুযোগ করে দিয়েছে। কারণ ডিভাইসটা কাজ শেষ করার পরে ওটার আলামত নষ্ট করার জন্যে এই বোমাটা আগেই ওরা টাইমার দিয়ে সেট করে রেখেছিল। তাই ওরা ওদেরকে এখানে নামার সুযোগ করে দেয় যাতে

বোমায় ওরা একসাথে মারা পড়ে। কিন্তু রাউল এটা ভাবতে পারে নি যে গ্রে ওর ডিভাইসটা প্রথমে অকেজো করবে তারপর ওটাকেসহ এখানে নেমে আসবে।

রাউল ফেঁসে গেছে গ্রে ডিভাইসটা অকেজো করে নিয়ে চলে আসাতে, আর গ্রে ফেঁসে গেছে রাউলের সেট করা বোমার কাছে।

ও বোমাটার কাছে ফিরে এল।

একমাত্র প্রাণ দেখা যাচ্ছে ওটার এলসিডি টাইমারে।

০৪:০৪

০৪:০৩

০৪:০২

১০: ০৬ পি.এম

ভিগর হঠাৎ নিজেকে বেশ হালকা অনুভব করলেন। ব্যাসিলিকা ধসে পরার ব্যাপারটা আসলে উনার দৃষ্টিভ্রম। কারণ চারপাশ থেকে প্লাস্টার ভেঙে পড়তে দেখে মনে হচ্ছিলো যেন ব্যাসিলিকাটাই ভেঙে নেমে আসছে। তাই তার বেশ স্বস্তি লাগলো।

ব্যাসিলিকার ভেতরে তুলকালাম অবস্থা। সুইসগার্ড আর ভ্যাটিকান পুলিশ তাদের সর্বোচ্চ দিয়ে চেষ্টা করছে যাতে করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনা যায় কিন্তু এই রকম একটা বদ্ধ জায়গায় এত লোককে নিয়ন্ত্রনে এনে ঠিকভাবে বের করা প্রায় অসম্ভব একটা ব্যাপার।

কিছু লোকজন নিচু হয়ে শুয়ে পড়েছে, কিছু লোক আবার এটা ওটার নিচে গিয়ে লুকিয়েছে আবার কিছু লোক ভেঙে পড়া প্লাস্টারে আহত হয়ে পড়ে আছে। বাকিরা নিজেদের বাঁচাতে বাঁচাতে অন্যদেরকে সাহায্যও করার চেষ্টা করছে।

সুইসগার্ডরা পোপকে সরিয়ে নিতে চেয়েছিল কিন্তু উনি অস্বীকৃতি জানান। কারণ উনিই এদের নেতা এই বিপদে এদেরকে ছেড়ে উনি যান কিভাবে। তার ভূমিকা অনেকটা ডুবন্ত জাহাজের ক্যাপ্টেনের মতো। কার্ডিনাল স্পেরাও তার সঙ্গ ত্যাগ করেন নি।

কিন্তু উনারা বেদী থেকে নেমে এসে একটা ছোট চ্যাপেলের নিচে আশ্রয় নিয়েছেন। ভিগর উনাদের দিকে এগোতে চেষ্টা করতে করতে একটা ব্যাপার খেয়াল করলেন গন্ডগোল কমে পরিস্থিতির খানিকটা উন্নতি হয়েছে।

এখন আর কোন ধরনের চাপও অনুভব করছেন না।

ভিগরকে দেখতে পেয়েই কার্ডিনাল স্পেরা প্রশ্ন করলেন, "কি ব্যাপার, হচ্ছে কি বলুন তো?"

"আ...আমি বলতে পারছি না," ভিগর বললেন। তাকে সব বলতে গেলে বুঝিয়ে বলতে হবে।

ড্রাগন কোর্ট কিছু একটা করেছে এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই কিন্তু র‍্যাচেল আর অন্যদের কি হলো। কমান্ডার!

নতুন একটা কণ্ঠ শুনে ভিগর ফিরে তাকালেন পরিচিত একটা লম্বা চওড়া অবয়ব। রূপালি চুল আর কলো পোশাক পরনে। জেনারেল জোসেফ র‍্যান্ডি। তার মানে ক্যারিবিনিয়ারিও কাজে নেমে পড়েছে।

"আপনি এখনো এখানে কি করছেন, হলিনেস?" পোপের দিকে তাকিয়ে প্রশ্নটা করলো সে।

ভিগর তার দিকে তাকিয়ে অনেকটা চিৎকার করার মতো করেই বললেন, "আমাদেরকে এক্ষুনি স্ক্যাভিতে যেতে হবে।"

জেনারেল ওর দিকে ফিরে তাকালেন, "আমি অফিসে র‍্যাচেলের একটা মেজেস পেয়েছি, ও বলেছে ওখানে একটা ডাকাতি না কি যেন হবে।"

ভিগর ব্যাখ্যা করার ধারের কাছেও গেলেন না। এখানে সেটা সম্ভবও না। বরং আগে ওখানে যাওয়া উচিত। উনি চিৎকার করে বললেন, "যতোজন পারেন লোক জোগার করুন। আমাদেরকে এক্ষুনি ওখানে নামতে হবে। এক্ষুনি।"

জেনারেল সাথে সাথে তৎপর হলেন। ওয়াকিটকিতে যোগাযোগ করতেই একদল গার্ড এসে গেল, সবাই অ্যাসল্ট ওয়েপন নিয়ে রেডি।

"এদিকে," ভিগর এগিয়ে যেতে যেতে বললেন।

১০:০৭ পি.এম

মঙ্ক আর গ্রে মাটিতে হাটু গেড়ে বসে বোমাটা পরীক্ষা করছে, মঙ্ক ক্যাটের গগল্‌সটা ধার করেছে। দু'জনারই হাতে দুটো ছোট ছুরি। ওরা খুব সাবধানে বোমাটা নেড়েচেড়ে দেখছে।

"তুমি শিওর, এটা ডিফিউজ করা সম্ভব না?" গ্রে মঙ্ককে প্রশ্ন করলো।

"সম্ভব...তবে আরকেটু সময় না পেলে সম্ভব না। সেইসাথে আরেকটু আলো।"

০২:২২

০২:২১

গ্রে পায়ের উপরে উঠে দাঁড়িয়ে ক্যাট আর র‍্যাচেলের দিকে ফিরে তাকালো।

ক্যাট ওদের এই টুম্বের নিচের র‍্যাম্পে নেমে আসার ম্যাকানিজম চেক করছিল। গ্রে তাকাতেই ও বলতে লাগলো, "এই র‍্যাম্প ক্লোজ করতে হলে বেশ ভালো চাপ দরকার। এটা গিয়ার আর লেভেলারে চলে। কিন্তু আরেকটা জিনিস ধরতে পারছি না।"

"কি?"

"আমরা নেমে এসেছি কিন্তু আমার ধারণা এই র‍্যাম্পের ট্রিগারটা আছে আমাদের মাথার উপরের লেভেলে।"

"মানে কি পিটারের টুম্বে?"

ক্যাট মাথা দুলিয়ে গ্রে'র এক পাশে দেখালো, "এই যে এই লিভারটা দেখছো

এটা হলো এক ধরনের স্ট্যাবিলাইজার পিনের মতো, একবার এটা নেমে এলে তারপর আবার উঠতে হলে টুম্বটা সরাতে হবে।"

"কিন্তু এর আগেরবার ড্রাগন কোর্টের ওরা যখন উঠে এল আমি তো কবরটা সরতে দেখলাম না।"

"হতে পারে এমনটাই হয়েছিল, কিন্তু তুমি খেয়াল করো নি।"

"হ্যা, হতে পারে," গ্রে অনেকটা আনমনেই বলছে। ওর মাথায় ঘুরছে আরেকটা ব্যাপার লেভিটেশানের ব্যপারটা।

"ক্যাট, তোমার মনে আছে তুমি এরিজোনাতে করা একটা লেভিটেশান এক্সপেরিমেন্টের কথা বলে ছিলে যেটাতে লেভিটেশানের উপরে একটা টেস্ট করা হয়েছিল।"

"হ্যা, অবশ্যই মনে আছে ওটাতে এম-স্টেট মেটালের উপরে যে গবেষণাটা করা হয়েঠিল তাতে সেই পাউডারবাহী পাত্রটাকে ওটাতে রাখা পাউডার লেভিটেট করে ওজন শূণ্য করে ফেলেছিল।"

"আমার ধারণা এখানেও তাই হয়েছে," গ্রে এবার প্রায় নিশ্চিত। "ওই ডিভাইসটা অ্যাকটিভ করার পরেই আমি রাউলকে গায়েব হয়ে যেতে দেখেছিলাম আমি ভেবেছিলাম ওটা হয়তো টুম্বের কোন কারসাজি কিন্তু এখন মনে হচ্ছে সেই পরীক্ষার পাত্রের মতো ডিভাইসটা অ্যাকটিভ করার পরে ও টুম্বটাকেই লেভিটেট করে ফেলেছিল যে কারণে ওরা নেমেছিল ঠিক আমরা যেভাবে নেমেছি সেভাবে কিন্তু উঠেছিল ওজনশূণ্য টুম্বটাকে সরিয়ে, তাই ওদের উপরের লেভেলের বাটন ব্যবহার করতে হয় নি।"

ক্যাট বলে উঠলো, "তার মানে প্রেসারপ্লেটটাকে লেভিটেট করে?"

"ঠিক তাই। তাহলে ওরা যদি এটা করতে পারে আমরাও পারবো।" বলে ও টাইমারের দিকে তাকালো।

০১: ৪৪

১০:০৮ পি.এম

ভিগর স্ক্যাভিতে নামার সিঁড়ি বেয়ে প্রায় উড়ে নামছেন। তার পেছনে স্পেশাল অ্যাসল্ট টিমের লোকেরা। কিন্তু চারপাশ দেখে ভিগরের মনে হচ্ছে না এখানে কেউ নেমেছে।

দরজার কাছে এসে জেনারেল চিৎকার করে ভিগরকে থামতে বললেন, "দাঁড়ান। আগে আমার কোন লোক নামুক কারণ ভেতরে শত্রুরা থাকতে পারে।"

ভিগর দরজার কাছে গিয়ে প্রায় উড়ে পরলেন, দরজা খোলা। মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানালেন কারণ তার কাছে আর কোন চাবি নেই।

কিন্তু দরজায় ধাক্কা দিতে সেটা খুললো না।

আবার! আবার! না, কাজ হচ্ছে না। কোথাও কোন একটা সমস্যা হয়েছে।

১০: ০৮ পি.এম

র‍্যাচেল ব্লিঙ্ক করতে থাকা টাইমারের দিকে তাকালো, সময় একদম কমে গেছে। আর এক মিনিট সময়ও নেই।

"বের হবার জন্যে অন্য কোন রাস্তা বের করতে হবে," ও প্রায় চিৎকার করে উঠলো।

গ্রে শুধু মাথা দোলালো।

ক্যাট তার কাজ করে যাচ্ছে। সে চিৎকার করে জানালো লেভিটেশানের মাধ্যমে এখান থেকে বেরুনো এই মুহূর্তে সম্ভব না কারণ এটুকু সময়ে সেটা করা সম্ভব নয়।

র‍্যাচেল বললো, "আমার ধারণা আমি বের হবার কোন একটা রাস্তা বের করতে পারবো। কারণ এই র‍্যাম্পটাতে বের হবার জন্যে উপরে যেমন একটা লিভার আছে তেমনি ভেতরে একটা গোপন বাটন বা লিভার থাকার কথা। সেটা খুঁজে বের করতে হবে।"

গ্রে বলে উঠলো, "বের হবার অন্য আরেকটা রাস্তা বের করতে হবে, সবাই কাজে লেগে পড়।"

সবাই কাজে লেগে পড়লো প্রায় সাথে সাথেই। র‍্যাম্প চেম্বারটার প্রতিটি ইঞ্চি তল্লাশি চালাচ্ছে সবাই কোথাও একটু আলো বা বাতাসের ছোঁয়া পাওয়া যায় কিনা দেখছে।"

র‍্যাচেল ওর ইতিহাসের জ্ঞান ঝালিয়ে কিছু একটা বের করার চেষ্টা চালাচ্ছে। "ভ্যাটিকান হিলের নামকরন করা হয়েছিল একজন ভবিষ্যৎবক্তার নামে। কারণ সেই সময়ে তারা এখানে জড়ো হতো আর আর সেই সময়ে তারা এই ধরনের গোপন চেম্বারে বসে সাধনা করতো সেই সাথে আড়াল থেকে ভবিষ্যৎ বলতো।"

ও সামনের দেয়লের দিকে তাকালো, মাথায় কি যেন এসেও আসছে না। টাইমারের দিকে না চেয়েও পারলো না।

০:২২

"আমার মনে হচ্ছে এটাতে সেরকম কিছু নেই," মঙ্ক বললো।

"অবশ্যই আছে কারণ এই ধরনের টানেলই ওরাকলরা লুকিয়ে থাকতো আর গোপনে ওদের কাজকারবার করতো। আর কেউ চ্যালেঞ্জ করলে তারা লুকিয়ে পড়তো বা গোপনে সরে পড়তো তাই এখানেও সেরকম কিছু একটা থাকতে বাধ্য।"

বলে ও পকেট থেকে একটা ম্যাচবক্স বের করে কাঠিতে আগুন ধরালো। শিখাটা একদম স্থির। সেটাকে একটু সরাতে এক জায়গায় মেঝের নিচ থেকে বাতান এসে কাঁপিয়ে দিল।

"এখানেই কিছু একটা আছে," ওদেরকে বলার দরকার নেই ওরা এর মধ্যেই মঝেতে হাতড়াতে লেগেছে।

০:১৫

মঙ্ক আর গ্রে মিলে একটা আলগা স্ল্যাব তুলে আনলো। "একটা গোপন টানেল।"

"ঢুকে পড় সবাই, ঢুকে পড়।"

প্রথমে র‍্যাচেল নেমে গেল তাকে ফলো করলো ক্যাট, তারপর মঙ্ক এবং সবার শেষে নামলো গ্রেও একহাতে টেনে স্ল্যবটাক আবার জায়গামতো বসিয়ে দেবে, মৃদু আলোতে হঠাৎ ওর চোখে পড়লো স্ল্যাবটার গায়ে এক ধরনের আঁকিবুকি।

সর্বনাশ, এটার গায়ে একটা ম্যাপ আঁকা।

ও মনোযোগ দিয়ে দেখার চেষ্টা করছে। কিন্তু সময় নেই! আর কয়েক সেকেন্ড বাকি! গ্রে শেষবারের মতো একবার চোখ বুলাচ্ছে, নিচ থেকে বাকিরা চিৎকার করে উঠলো, ওকে নেমে যেতে বলছে।

শরীরটা গলিয়ে নিচে নেমে স্ল্যাবটাকে বসিয়ে দিল।

"সবাই যতোটা পারো নিচে নেমে, যাও।" গ্রে একথা বলতেই ওর বাকি কথাগুলো বিস্ফোরণের তোড়ে আর শোনা গেল না।

ওরা যতোটা পারছে নিচে নেমে চলেছে...গ্রে উপরের দিকে তাকিয়ে দেখলো কমলা রঙের আগুনের ফুলকি স্ল্যাবের ফাঁক দিয়ে এসে ওদেরকে যেন ধরার চেষ্টা চালাচ্ছে।

মঙ্ক বিড় বিড় করে কাকে যেন অভিশাপ দিল।

উপরের বিস্ফোরণের প্রকোপ একটু কমে আসছে, র‍্যাচেল নিচে আরেকটা নতুন শব্দ শুনতে পেল।

পনির কুলকুল শব্দ।

ওহ্ শিট...

১০:২৫ পি.এম

পনেরো মিনিট পর,

গ্রে র‍্যাচেলকে টাইবার নদী থেকে উঠতে সাহায্য করছে।

সবাই তীরে লম্বা হয়ে শুয়ে হাপাচ্ছে। আর র‍্যাচেল রীতিমত কাঁপছে, ওর দাঁতে দাঁত বাড়ি খাচ্ছে। গ্রে ওকে জড়িয়ে ধরে ওর কাঁধ আর ঘাঁড় মালিশ করে দিতে লাগলো।

"আ...আমি ওকে," অবশেষে র‍্যাচেল বললো।

মঙ্ক আর ক্যাটও কর্দমচিত হয়ে পাশে বসে আছে।

"আমাদের এখন যাওয়া উচিত," ক্যাট বললো। "যে-পর্যন্ত আমরা শুকনো কাপড় না পরছি সে-পর্যন্ত এই কাঁপুনি কমবে না।"

গ্রে নদীর চারপাশে তাকালো, ওরা কোথায় আছে? সেই টানেলে অপেক্ষা করছিল সবাই, হঠাৎ পানির স্রোত এসে ওদেরকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। ওদের কিছুই

করার ছিল না। স্রেফ এক অপরের কোমরের জড়িয়ে ধরে রেখেছিল। তারপর একসময় খোলা পানিতে বেরিয়ে আসে এবং বেশ কিছুটা সময় পর ভুস করে মাথা তোলে পানির উপরে।

গ্রে অনুমান করার চেষ্টা করছে এটা বহু পুরনো কোন ড্রেনেজ সিস্টেম। এত দিন স্ল্যাব না খোলায় বাতাসে বন্ধ ছিল, তারপর আজ ওরা সেটা খোলাতে পানি ঢুকেছে। অনেকটা বোতলের ছিপি খোলার মতো।

ওরা এখন একটা আন্ডার গ্রাউন্ড টানেলের মতো কিছু একটার পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে।

গ্রে চারপাশের পাথরের কাজ লক্ষ্য করছে। ওরা সামনে এগোতে এগোতে খোলা আকাশের নিচে চলে এল। এটা টাইবার নদীর তীর।

মঙ্ক গায়ের শার্ট খুলে চিপে পানি ঝড়ানোর করার চেষ্টা করছে। "যদি এখানে এই ধরনের ব্যাকডোর থেকেই থাকে তাহলে ম্যাজাই হাঁড়গুলো এত বছর এখানে ছিল কিভাবে?"

এই প্রশ্নটা গ্রে'র মাথাতেও কাজ করছে। "এই ব্যাকডোর কেউ খুঁজে পাবার কথা না। এমনকি আমরা যদি এই ধরনের একটা বিপদে না পরতাম তবে আমরাও পারতাম না। আর ম্যাজাই হাঁড়গুলোর ব্যাপারটা কি আসলে ওই যুগের অ্যালকেমিস্টরা চেয়েছিল যে বা যারাই এগুলোকে ব্যবহার করুক তারা যেন এর সবধরনের বৈশিষ্ট্য বুঝে এবং একে রক্ষা করার মতো চতুরও হয় তাই এতো ধাঁধা, এত প্যাচ ঘোচ। আরেকটা বিষয় আমি আবিষ্কার করেছি যেটা তোমরা জানো না। আমরা যে স্ল্যাবটাকে ওখান থেকে বের হবার জন্যে খুলেছিলাম সেটাতে একটা ম্যাপ আঁকা ছিল, পাথর কুদে আঁকা একটা ম্যাপ।"

"কি ম্যাপ?" সবাই দারুণ বিস্মিত।

"হ্যা, একটা ম্যাপ, আমি ডিটেইলস দেখতে পারি নি, তবে যা দেখেছি আমার ধারণা আমি আবার ওটার একটা স্ট্রাকচার দাঁড় করাতে পারবো। আর এই ব্যাপারে আমার ধারণা যদি শুনতে চাও তবে বলবো এটা আমাদের পরবর্তী গন্তব্যের ম্যাপ। অ্যালকেমিস্টরা এই ম্যাপটা এস্কেপ স্ল্যাবে এঁকেছিল এই কারণে যে তারা ভেবেছিল যারা বেরুবার এই পথটা বের করার মতো বুদ্ধি রাখে শুধুমাত্র তারাই এই ম্যাপটা দেখতে পারবে।"

"তাই নাকি, তাহলে একটা কাজের কাজই হয়েছে। আমি শিওর ড্রাগন কোর্ট অন্তত এটার ব্যাপারে জানে না," র‍্যাচেল ওর কণ্ঠের খুশি চাপা দিতে পারছে না।

"হ্যা, আমারও তাই ধারণা। আর এটাও অ্যালকিমিস্টদের একটা পরীক্ষা ছিল। যারা ওখান থেকে বের হবার সাধ্য রাখে তারাই ওই ম্যাপটা দেখতে পারবে," গ্রে'র কণ্ঠে খুশির সাথে সাথে খানিকটা যেন ক্লান্তিরও ছাপ।

"এটা আসলেই একটা পরীক্ষা যে তুমি কি ম্যাজাই হাঁড়গুলোকে সামলানোর ক্ষমতা রাখো কি না," র‍্যাচেল বললো।

"টেস্ট দিতে দিতে পাগল হয়ে গেলাম," মঙ্ক বিড় বিড় করে বললো।

গ্রে নদীর পাড় বেয়ে উপরে উঠতে লাগলো। ও এক হাতে র‍্যাচেলকে জড়িয়ে ধরে আছে। মেয়েটা এখনো মৃদু কাঁপছে।

হাটতে হাটতে ওরা নিজেদেরকে আবিষ্কার করলো একটা রাস্তার ধারে। পাশেই একটা পার্ক আর দূরে সেন্ট পিটারের ব্যাসিলিকার মাথা দেখা যাচ্ছে, ওখানে বিভিন্ন ধরনের আওয়াজ আর আলোর ঝলকানি।

"চল দেখি ওখানে কি ঘটলো," গ্রে সবাইকে বললো।

"একটা গরম গরম গোসলও দরকার," মঙ্ক ফোড়ন কেটে বললো।

গ্রে আর কথা বাড়ালো না।

১১:৩৮ পি.এম

এক ঘণ্টা পর, র‍্যাচেল নিজেকে একটা শুকনো কম্বলে মুড়িয়ে বসে আছে। ওর পরনে এখনো সেই ভেজা কাপড়ই আছে কিন্তু ওদেরকে ঘিরে রেখেছে একদল সুইস গার্ড, আর ওরা বসে আছে একটা বেশ আরামদায়ক কক্ষে।

আসলে এখন ওরা বসে আছে হলি সি'র সেক্রেটারি অফ স্টেট এর অফিসে। অফিসটা দারুণ সুন্দর, দেয়ালে নানা ধরনের ফ্রেসকো, পেইন্টিং। আরামদায়ক চেয়ার আর মুখোমুখি বসাসো দুটো ডিভান। রুমে এই মুহূর্তে উপস্থিত আছেন কার্ডিনাল স্পেরা, জেনারেল র‍্যান্ডি আর আঙ্কেল ভিগর।

আঙ্কেল র‍্যাচেলের পাশেই বসে আছেন। তার একটা হাত ওর হাতে।

ওরা সবাই বিভিন্ন ধরনের ঘটনার মুখোমুখি হয়ে প্রায় সবাই কমবেশি ক্লান্ত।

"আর ড্রাগন কোর্টের কি হল?" গ্রে প্রশ্ন করলো ভিগরকে।

"ওরা চলে গেছে, ভিগর জানালেন। "আমরা দরজার ঠিক পেছনেই ওদের তৈরি করা কর্ডন ভেঙে ভেতরে ঢুকে দেখি ওরা কেউ নেই। এমনকি আহত বা নিহত কেউ নেই। শুধু কয়েকটা অস্ত্র পড়ে আছে। তাতেও কোন সিরিয়াল মার্ক নেই। আমার ধারণা ওরা যেদিক দিয়ে এসেছিল সেদিক দিয়েই চলে গেছে।"

গ্রে মাথা দুলিয়ে সম্মতি জানালো।

"যাক অন্তত সেন্ট পিটারের হাঁড়গুলো নিরাপদে আছে। সমাধিতে যা ড্যামেজ হয়েছে তা মেরামত করা সম্ভব। যদি হাঁড়গুলোকে হারাতে হতো তবে তো...উফ, আমি ভাবতেই পারছি না। এ ব্যাপারে আপনাদেরকেই পুরো সাধুবাদ জানানো উচিত।"

"আর মেমোরিয়ালে আসা কেউ কি মারা গেছে?" র‍্যাচেল জানতে চাইলো।

এবার উত্তর দিলেন জেনারেল, "না, ছোট খাটো কিছু আঘাত আর গোটা কয়েক ভাঙা হাঁড়। কোন মৃত্যুর ঘটনা ঘটে নি। আসলে মাটিতে কম্পনের চেয়ে লোকজনের হুড়োহুড়িতেই বেশি ক্ষতি হয়েছে। আর এব্যাপারেও আপনাদেরই সাফল্য। আপনারা সময় মতো যদি মেশিনটা অফ করতে না পারতেন তবে কি হতো কে বলতে পারে।"

ভিগর জানতে চাইলেন, "টুম্বের নিচে আপনারা কি আবিষ্কার করলেন?"

গ্রে জবাব দিল, "একটা র‍্যাম্পের মতো গোপন চেম্বার আর একটা স্ল্যাবে লেখা কিছু কথা, অনেকটা ম্যাপের মতো। চেম্বারটা পাওয়া যাবে তবে স্ল্যাবে কি লেখা ছিল তা বোধহয় আর কোনদিনই জানা যাবে না কারণ বিস্ফোরণের ধাক্কায় ওগুলো বোধহয় মুছে গেছে। তবে আমি অনেকটাই মনে করতে পারবো।"

র‍্যাচেল ওর আঙ্কেলের কাছে শুনে খুব অবাক হয়েছে যে অ্যালবার্তোও ড্রাগন কোর্টের সাথে জড়িত ছিল। তাকে এখন আর খুঁজে পওয়া যাচ্ছে না। তবে কার্ডিনাল স্পেরার আদেশে তার রুম আর সব কিছু সার্চ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

গ্রে এবার মৃদু কাশি দিয়ে সবার দৃষ্টি আকর্ষন করলো, "যদি আমাদের এই মুহূর্তের ব্রিফিং শেষ হয়ে থাকে তবে আমাদের জন্যে রুমের ব্যবস্থা করলে খুব ভাল হয়।"

"অবশ্যই। আমি এর মধ্যেই ব্যবস্থা করে রেখেছি। লোক দিচ্ছি অপনারা যেতে পারেন," কার্ডিনাল স্পেরা বললেন।

"আমি আরেকবার স্ক্যাভিটা ঘুরে দেখতে চাই," গ্রে বললো।

জেনারেল উত্তর দিলেন, "আমি আমার লোকদেরকে বলে দিচ্ছি। ওরা আপনাকে নিয়ে যাবে।"

গ্রে মঙ্ক আর ক্যাটকে বললো, "তোমরা রুমে যাও আমি কাজ সেরে রুমে আসছি।"

ও র‍্যাচেল আর ভিগরের দিকে তাকিয়ে মৃদু মাথা নাড়লো।

র‍্যাচেলও জবাবে মাথা নাড়লো, গ্রে'র নীরব কমান্ড ও বুঝতে পেরেছে।

কারো সাথে কথা বলবে না।

ওরা নিজেরা প্রাইভেটে কথা বলবে।

গ্রে জেনারেল র‍্যান্ডির সাথে বেরিয়ে গেল।

র‍্যাচের ওকে বেরিয়ে যেতে দেখছে। হঠাৎ ওর কেন জানি মনটা খালি খালি লাগলো। মনে হলো এই মানুষটা তার কাছ থেকে দূরে চলে যাচ্ছে।

১১: ৪৩ পি.এম

গ্রে সমাধির ভেতরে নেমে সেই জায়গাটায় আসলো যেখানে ও জিনিসপত্র রেখে গিয়েছিল। ওগুলো ওখানেই আছে। ঠিক যেভাবে রেখে গিয়েছিল সেভাবেই। ওর ঠিক পাশেই এক ক্যারিবিনিয়ারি দাঁড়িয়ে আছে। অল্প বয়স পরনে যথারীতি ক্যারিবিনিয়ারি ইউনিফর্ম। ছেলেটা এমনভাবে গ্রে'র দিকে তাকিয়ে আছে যেন গ্রে ব্যাকপ্যাকটা চুরি করছে।

গ্রে'ও ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন বোধ করলো না। ওর মাথায় বহু চিন্তা ঘুরছে। ওর ব্যাকপ্যাকটা জায়গামতো থাকলেও ল্যাপটপটা নেই। একজনমাত্র মানুষই আছে যে ব্যাকপ্যাকটা রেখে ল্যাপটপটা নিয়ে যেতে পারে।

শিচান।

গ্রে অনুভব করলো রাগে ওর শরীরটা কাঁপছে। ও হাটতে হাটতে নিজের রুমে চলে এল। এখানেই ওর টিম মেম্বাররা আছে। ওদের থাকার জায়গাটা নিঃসন্দেহে দারুণ। প্রথম রুমটাতে ঢুকেই গ্রে বেশ অবাক হয়ে গেল। চমৎকার সোনালী কারুকাজ করা ফার্নিচার। মেঝেতে লাল কার্পেট আর সিলিঙে দূর্দান্ত ঝারবাতি। চারপাশে লালের ছড়াছড়ি।

ক্যাট একটা চেয়ারে বসে আছে, তার ঠিক পাশেই আরেকটা চেয়ারে ভিগর। ওরা কথা বলছিল এমন সময় গ্রে ঢুকলো। দু'জনারই পরনে আরামদায়ক পোশাক, মানে দুজনেই ফ্রেশ হয়ে কাপড় পাল্টেছে।

"মঙ্ক গোসলে আছে," ক্যাট বললো।

"র‍্যাচেলও গোসলে। আপনাকে একটু অপেক্ষা করতে হবে," ভিগর বললো। এই স্যুইটটা একটা অ্যাপার্টমেন্টের মতো।

ক্যাট ওর ব্যাকপ্যাকের দিকে ফিরে বললো, "তুমি কি কিছু খুঁজে পেয়েছো আমাদের জিনিসপত্রগুলোর ভেতরে?"

"হ্যা, প্যাকটা পেয়েছি কিন্তু ল্যাপটপটা উধাও," গ্রে'র কণ্ঠে রাগ।

ক্যাট একটা ভ্রু উঁচু করলো।

গ্রে এখানে এই কাপড় নিয়ে বসতে গিয়ে বেশ নোংরা ফিল করলো। সে না বসে ভেতরের দিকে যেতে যেতে ভিগরকে বললো, "মনসিগনর, আপনি আমাদেরকে কাল সকালে এখান থেকে কারো চোখে না পড়ে বের করে দিতে পারবেন?"

"হ্যা, করা যেতে পারে, তবে কেন?"

"আমাদের যত দ্রুত সম্ভব আবারা গায়েব হয়ে যাওয়া দরকার। যতো কম লোকে জানবে আমরা কোথায় যাচ্ছি ততোই ভালো।"

মঙ্ক ভেতরে ঢুকলো তারও পরনে ভিগর আর ক্যাটের মতো একইরকম সাদা রোব। "কি ব্যাপার, আমরা কি আবরো কোথাও যাচ্ছি নাকি?"

"এখন না, কাল সকালে," গ্রে যেতে যেতে জবাব দিল।

"তাও ভালো।"

ও ভেতরে ঢুকতেই একদম র‍্যাচেলের মুখোমুখি হয়ে গেল। ওরও পরনে সাদা রোব, আর রোবটা হাটুর অনেক উপরে শেষ হয়েছে। ফর্সা পা দেখা যাচ্ছে। ভেজা এলোমেলো সদ্য শ্যাম্পু করা চুলগুলো ছড়িয়ে আছে। ও এক হাতে একটা চিরুনি দিয়ে চুল আচড়াচ্ছে, কিন্তু গ্রে'র কাছে এলোমেলোই ভালো লাগলো। ও মুগ্ধ হয়ে র‍্যাচেলকে দেখছে।

"কমান্ডার," মঙ্ক ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়লো। একহাতে রোব ঠিক করছে।

গ্রে ফিরে তাকিয়ে বললো, "কি?"

"আমরা কোথায় যাচ্ছি কাল?" এবার প্রশ্নটা করেছে ক্যাট।

"আমাদের নেক্সট ক্লু খুঁজে বের করতে। কারণ আমরা আজ সন্ধ্যায় যা দেখেছি তাতে আমার মনে হয়েছে ড্রাগন কোর্টকে হারাতে হলে আমাদের ক্লু দিয়েই হারাতে হবে। আর সেটার জন্যে আমাদেরকে এডভান্স হতে হবে। কারণ আজ আমরা যতটুকুই সফল হয়েছি তার কারণ আমরা টুম্বে ওদের আগে পৌছেছিলাম।"

কেউ ওর কথার কোন প্রতিবাদ করলো না।

মঙ্কের ভ্রুর উপরে একটা প্রজাপতি ব্যান্ডেজ। ও সেটা ঠিক করে বসাতে বসাতে বললো, "আজ রাতে আসলে হলোটা কি?'

"আমার কিছুটা ধারণা হয়েছে," গ্রে জবাব দিল। "তোমরা কেউ মেসিনার ফিল্ডের ব্যাপারে জানো?"

ও গোসলে না গিয়ে ফিরে এসেছে, আলোচনাটা শেষ করে গোসলে যাবে।

ক্যাট জবাব দিল, "আমি হালকা শুনেছি, কোন ধরনের ম্যাগনেটিক ফিল্ড হবে।"

"হ্যা, তোমার জবাব ঠিকই আছে, এটা হলো এক ধরনের ম্যাগনেটিক ফিল্ড যেটাকে দুই প্লেটের মাঝখানে রেখে অ্যাকটিভেট করতে হয়। যদি এর ভেতরে দেয়া অ্যামালগাম শক্তিশালী হয় তবে এটা অত্যন্ত শক্তিশালী একটা জিনিস। এটা দিয়ে লেভিটেশান থেকে শুরু করে যেকোন কিছুই করা সম্ভব। আর ড্রাগন কোর্ট অনেকটাই এই রকম একটা ডিভাইস দিয়ে কাজ করছে। ওরা কোলনে আর আজ সন্ধ্যায় ব্যাসিলিকায় একই রকম এক জোড়া প্লেটের মাঝখানে অ্যামালগাম রেখে অ্যাকটিভ করে কাজ করেছে। এখানেও ছিল দুটো বড় প্লেট।"

"বড় দুটো ম্যাগনেট?" মঙ্ক জানতে চাইলো।

"এই ম্যাগনেট দুটো নির্দিষ্ট টাইপের এক ধরনের এনার্জিকে অ্যাকটিভ করে এম-স্টেট সুপাকন্ডাক্টরে রূপান্তরিত করে।"

ক্যাট এর সাথে যোগ করলো, "আর এই নিঃসৃত এনার্জিই টুম্বটাকে লেভিটেট করে দিয়েছিল যে কারণে উপরের কারো সহায়তা ছাড়াই রাউল এবং তার লোক টুম্বের নিচের র‍্যাম্পে নেমেছে এবং উঠতে পেরেছে।"

"কিন্তু ব্যাসিলিকার ভেতরে ওই বজ্রপাত আর বৈদ্যুতিক ঝড়টার কারণ কি?" ভিগর জানতে চাইলেন।

"আমি এ ব্যাপারে বলতে পারি। পিটারের টুম্বের ঠিক উপরেই ছিল গোল্ড আর ব্রোঞ্জের তৈরি বেদীটা। আমার ধারণা টুম্বের ভেতরে যখন মেশিনটা কাজ করতে শুরু করে তখন এই বেদীর ব্রোঞ্জ আর সোনার কলাম বৈদ্যুতিক রডের কাজ করেছে এবং এগুলোর কারণেই এই বজ্রপাত আর বৈদ্যুতিক নৃত্য দেখা গেছে।"

"কিন্তু এই প্রাচীন অ্যালকেমিস্টরা ব্যাসিলিকার ক্ষতি কেন করতে চাইবে?" র‍্যাচেলের প্রশ্ন।

"তারা চান নি," জবারবটা দিলেন ভিগর। "মনে আছে আমরা জেনেছি যে এই ক্লুগুলো স্থাপন করা হয়েছে তেরাশো শতকের মাঝামাঝি?"

সবাই মাথা দোলালো।

"আমার ধারণা," উনি আবার শুরু করলেন। "সেই একই সময়েই এই সিক্রেট চেম্বারগুলো তৈরি করা হয়েছে। কারণ ওই সময়ে ভ্যাটিকান প্রায় খালিই ছিল বলা যায়। পাপাল পাওয়ার ১৩৭৭ পর্যন্ত ছিল রোমের বাইরে। তারপর ফ্রান্সে নির্বাসিত পোপ ফিরে এসে আবার তার ক্ষমতার আসনে বসেন। এর আগ পর্যন্ত কারো নজর ভ্যাটিকানের দিকে ছিল না এবং ওই সময়েই এই কাজগুলো করা হয়েছে তেরোশো শতকের আগ পর্যন্ত।"

"আর এই বৈদ্যুতিক ব্যাপারটা একান্তই একটা দূর্ভাগ্যজনক ব্যাপার কারণ এটা স্থাপন করা হয়েছে ১৬০০ শতকে, কাজেই এটার ব্যাপারে অ্যালকেমিস্টদের কোন ধারণাই ছিল না। কাজের এক্ষেত্রে তাদের কোন দোষ নেই।"

"আমি এবার কোলনের ঘটনাটা বলছি। ওখানে আমার ধারণা ড্রাগন কোর্ট রুটিতে ওই পাউডারের খানিকটা করে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। যার ফলে হয়েছে কি ওরা মেসিনার ফিল্ড অ্যাকটিভ করার পরেই দেখা গেছে কি শরীরের ভেতরে থাকা ওই জিনিসটুকু ভেতর থেকে বাইরে রিঅ্যাকশান করেছে. এবং এই কারণেই লোকগুলো মারা গেছে।"

"আহ্, কি বীভৎস্য মৃত্যু, শুধুমাত্র হরর সিনেমাতেই এই ধরনের মৃত্যু দেখা যায়," মঙ্ক বললো।

"অথচ আমার ধারণা ওটা ছিল স্রেফ ড্রাগন কোর্টের একটা এক্সপেরিমেন্ট, আর কিছুই না," গ্রে বললো।

ভিগর বিড়বিড় করে বললেন, "হারামিগুলোকে যেভাবেই হোক থামাতেই হবে।"

গ্রে তার কথার জবাবে বললো, "আর আমাদের আজকের ক্লু হলো অ্যালকেমিস্টরা চেয়েছিল এই টুম্ব অ্যাকটিভেট করে যাতে কেউ নিচের চেম্বারটাতে নামে এবং তারপর বের হবার জন্যে নিচের পথটা খুঁজে পেয়ে স্ল্যাবের ম্যাপটা দেখে এবং সেই অনুযায়ী পরের স্টেপে যায়। আমরা যেভাবেই হোক সেটা পেরেছি এবং আমি এখন পরের স্টেপে যেতে চাই। আমাদের এখনকার কাজ হলো নেক্সট ডেস্টিনেশান বের করা। আমি টুম্বের নিচের স্ল্যাবে যে ড্রইংটা দেখেছিলাম ওটার ম্যাপটা আমার মনে আছে। আমি ওটা আঁকতে পারবো।"

র‍্যাচেল ওর আঙ্কেলের দিকে তাকালো।

গ্রে প্রশ্ন করলো, "কি ব্যাপার?"

"আমরা তোমার কাজটা আরো সহজ করে রেখেছি," বলে ও একটা কাগজ টেনে নিয়ে গ্রে'র হাতে ধরিয়ে দিল। ইউরোপের একটা ম্যাপ।

গ্রে মাথা দোলালো।

"আমি এটাকে স্ল্যাবের উপরে দেখা ড্রয়িংটার সাথে মেলানোর চেষ্টা করছি। বিশেষ করে আমাদের নেক্সট যে জায়গাটায় যেতে হবে সেটা ভূ-মধ্যসাগরের আশে পাশে কোথাও। এই যে দেখ।"

বলে গ্রে আঙুল টেনে টেনে যে জায়গাটায় এসে থামলো সেটা ইউরোপের বাইরে।

"আলেকজান্দ্রিয়া," ভিগর অস্ফুটে বললেন। "মিশরে।"

সবাই মুখ তুলে সবার দিকে তাকাচ্ছে।

"আলেকজান্দ্রিয়া! এই শহরটা এক সময় ছিল নস্টিক স্টাডির কেন্দ্রস্থল। এটা সেই আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরীর শহর। আর এই শহরটার নামকরন করা হয়েছিল বিখ্যাত সম্রাট আলেকজান্ডারের নামে।"

গ্রে মুখ তুলে ভিগরের দিকে তাকালো, "আপনি বলেছিলেন আলেকজান্ডার সেইসব ঐতিহাসিক ব্যাক্তিদের ভেতরে একজন যে কিনা এই সাদা পাউডারের ব্যাপারে জানতেন?"

ভিগর মাথা দোলালেন। তার চোখ উজ্বল হয়ে উঠছে, যেন একটা কিছু বোঝার চেষ্টা করছেন।

"তার মানে কি আরেকজন ম্যাজাই?" গ্রে জানতে চাইলো। "এটা কি সেই চতুর্থ ম্যাজাই হতে পারে যার ব্যাপারে আমরা খোঁজ করতে যাচ্ছিলাম?"

"আমি নিশ্চতভাবে বলতে পারি না," ভিগর উত্তর দিলেন।

"আমি পারি," র‍্যাচেল জবাব দিল। "আমাদের সেই ধাঁধাটায় পরিস্কারভাবে একজন হারিয়ে যাওয়া রাজার কথা বলা আছে।"

গ্রে ধাঁধাটা মনে করার চেষ্টা করলো, "হ্যা আছে।"

"আর তখন ব্যাপারটা কেমন দাঁড়ায় যদি আমরা এটাকে আক্ষরিক ধরে নেই।" গ্রে র‍্যাচেলের কথা বুঝতে পারে নি, তবে সে ভিগরের দিকে তাকিয়ে দেখলো তার চোখ বেশ উজ্জ্বল।

"হ্যা হ্যা, আমি এটা ভাবি নি। হতে পারে," উনি বেশ দ্রুত বললেন।

"কি?" গ্রে'র প্রশ্নটা মঙ্ক করে বসলো।

র‍্যাচেল ব্যাখ্যা দেয়ার স্বরে বললো, "আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট খুব অল্প বয়সে মারা যান। তেত্রিশ। তার মৃত্যু পরবর্তী সব কার্যক্রম যথাযথভাবে সারা হলেও তার মৃতদেহ ছিল আলেকজান্দ্রিয়ায়।"

"আর সেটা কখনো খুঁজে পাওয়া যায় নি..." গ্রে শেষ করে দিল র‍্যাচেলের কথাটা।

"আচ্ছা তার মানে তাকে যদি আমরা হারিয়ে যাওয়া রাজা ধরি তবে আমরা এখন জানি আমাদেরকে কোথায় যেতে হবে," মঙ্ক মাথা দোলাতে দোলাতে বললো।

১১:৫৬ পি.এম

ল্যাপটপের ছবিটা একটা জায়গায় আসতে সে স্টপ করে দিল। কারণ এর পরে আর তেমন কিছু নেই। কমান্ডার তার দলবল নিয়ে টুম্বের নিচে ঢুকে গেছে। তারপর

ড্রাগন কোর্ট রোপ বেয়ে উপরে চলে যায়। প্রশ্ন হলো কমান্ডার টুম্বের নিচে যা আবিষ্কার করেছে তা কোন দিকে নির্দেশ করে?

একটু হতাশ হয়ে সে চেয়ারে হেলান দিল।

প্রশ্ন আসলে দুটো, কমান্ডার আসলে কতোটা জানে? আর সে যা জানে সেটা বের করার উপায় কি?

কার্ডিনাল স্পেরা তার আঙুলে ধরা গোল্ড রিংটা ঘোরাতে লাগলেন।

এখন আসলে সময় এসেছে সব কিছু শেষ করার।

অধ্যায় ১১

ডে থ্রি
আলেকজান্দ্রিয়া

জুলাই ২৬,
৭:০৫ এ.এম

ভূ-মধ্যসাগরের উপরে।

দুই ঘণ্টার ভেতরে ওরা মিশরে পৌছে যাবে।

প্রাইভেট জেটে বসে গ্রে ওর নতুন ব্যাকপ্যাকটা চেক করছে। ডিরেক্টর ক্রো ওদের সবার জন্যে নতুন আউটফিট, অস্ত্রসস্ত্র আর ল্যাপটপের ব্যবস্থা করেছেন। এমনকি ওদের জন্যে অত্যাধুনিক একটা প্লেনের ব্যবস্থাও করেছেন রোমের লিওনার্দো দা ভিঞ্চি এয়ারপোর্ট থেকে।

গ্রে ওর ঘড়ি দেখলো। ওরা আধা ঘণ্টা আগে টেকঅফ করেছে। আলেকজান্দ্রিয়া পৌছাতে ওদের ঘণ্টা দুয়েকের মতো সময় লাগবে। এই সময়ের ভেতরে গ্রুপের সবাইকে নিয়ে ওদের সামনের স্ট্র্যাটেজি ঠিক করতে হবে।

ভ্যাটিকান সিটির কয়েক ঘণ্টা ওরা ঘুমিয়ে কাটিয়েছে। যাক অন্তত একটু রেস্ট তো হয়েছে। তারপর খুব ভোরবেলা কাউকে না জানিয়ে ওরা বেরিয়ে এসে আগে থেকে ঠিক করা প্লেনে উঠেছে।

ডিরেক্টর ক্রো আরেকটা ভাল কাজ করেছেন। উনি সবাইকে জানিয়ে একটা ডামি প্লেন মরোক্কোতে পাঠিয়ে দিয়েছেন যাতে সম্ভাব্য শত্রুপক্ষ ধোকা খায়। ওদের গন্তব্য কভার করার জন্যে এর চেয়ে বেশি কিছু আসলে করারও ছিল না।

এখন দেখা যাক। ওদেরকে আপাতত একটা ব্যাপারেই নজর দিতে হবে। আর সেটা হলো আলেকজান্দ্রিয়াতে কোথা থেকে কাজ শুরু করতে হবে। এর উত্তর খোঁজার জন্যে এর মধ্যেই ওরা অত্যধুনিক এই প্লেনটার কেবিনকে একটা রিসার্চ বেজ বানিয়ে ফেলেছে। ক্যাট, ভিগর আর মঙ্ক যার যার নিজের জিনিসপত্র নিয়ে কাজে নেমে পড়েছে। মঙ্ক কাজ করছে নামার পরে ওদের সবার নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরা অস্ত্র নিয়ে।

"বিশ্বাস করো এই জিনিসগুলো ছাড়া আমার নিজেকে নগ্ন মনে হবে," মঙ্ক গ্রে'র সামনে এসে ধপ করে বসে পড়লো।

এরমধ্যে গ্রে ওর নিজস্ব পদ্ধতিতে তদন্ত কাজ শুরু করে দিয়েছে। ও আসলে এই এম-স্টেট সুপার কন্ডাক্টরের বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে কাজ করছে।

কিন্তু এটা এখন বাদ দিতে হবে কারণ আগে...

গ্রে ওর হাতের কাজ গুটিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে রিসার্চারদের দিক এগোল, "কোন অগ্রগতি?"

ক্যাট জবাব দিল, "আমরা কাজ ভাগ করে নিয়ে শুরু করে দিয়েছি। ভাগ করা পয়েন্টগুলোর ভেতরে আছে আলেকজান্ডারের জন্ম এবং তার আগের ঘটনা, তার মৃত্যু, তার দখলকৃত সাম্রাজ্য আর তার মৃত্যুর পরে মৃতদেহ গায়েব সংক্রান্ত ব্যাপারসমূহ।"

ভিগর তার চোখ কচলালেন। রাতে ওরা সবাই ঘুমালেও উনি একটানা কাজ করেছেন। শুধু এক ঘন্টা বাদে পুরো সময়টাই উনি কাজ করেছেন। সারারাত ধরে কাজ করে কিছু পয়েন্ট বের করলেও তেমন কোন অগ্রগতি করতে পারেন নি। এছাড়াও কিছু অফিসিয়াল কাজও তাকে করতে হয়েছে। এর মধ্যে ছিল বেঈমান আলবার্তোর ব্যাপারটা।

ক্যাট বলে চলেছে, "আলেকজান্ডারের জীবনের বেশিরভাগ ব্যাপারেই রহস্য জড়ানো। এমনকি তার মা-বাবা নিয়েও রহস্য আছে। তার মায়ের নাম ছিল অলিম্পিয়া আর তার বাবা ছিলেন মেসিডোনিয়ার কিং ফিলিপ দ্বিতীয়। এখানে কিছু আপত্তি আছে। আলেকজান্ডার নিজে বিশ্বাস করতেন তার বাবা ছিল আসলে গড জিউস আমন আর উনি নিজে ছিলেন ডেমি গড।"

"বেশ লাগছে তো শুনতে," গ্রে হেসে ফেললো।

"উনি এমন একজন মানুষ ছিলেন যাকে নিয়ে তর্কের কোন শেষ নেই," ভিগর বললেন। "প্রচুর মদ খেয়ে মাতাল থাকতেন কিন্তু কৌশলের বেলায় ছিলেন তুলনাহীন। বন্ধুত্বের ব্যাপারে তার কোন তুলনা ছিল না। কিন্তু যদি তার মনে কারো ব্যাপারে কোন ধরনের খটকা লাগতো সাথে সাথে মেরে ফেলতেন। তার ব্যাপারে সমকামীতার আভিযোগ আছে, আবার বিখ্যাত পার্সিয়ান ড্যান্সার আর পার্সিয়ান রাজকণ্যাকে বিয়েও করেছিলেন। উনি পার্সিয়া আর গ্রিসকে এক করতে চেয়েছিলেন। তার আরেকটা ব্যাপার ছিল তার মা এবং বাবা পরস্পরকে প্রচন্ড ঘৃণা করতেন। অনেক ইতিহাসবিদদের মতে কিং ফিলিপের হত্যাকান্ডের পেছনে নাকি অলিম্পিয়ার হাত ছিল। আরেক ইতিহাসবিদ সুডো ক্যালিসথেনিসের মতে আলেকজান্ডার নাকি ফিলিপের সন্তান ছিলেন না। সে নাকি প্রকৃতপক্ষে ছিল এক মিশরিয় জাদুকর নেকটানেবোর সন্তান।"

"একজন ম্যাজিশিয়ান...ম্যাজাইদের মতো?" গ্রে কিছু একটা ভাবার চেষ্টা করছে।

ক্যাট বললো, "তার বাবা-মা যেই হোক তার জন্ম ২০ জুলাই, ৩৫৬ খৃস্টপূর্বাব্দে।"

"এ ব্যাপারেও তর্ক আছে," ভিগর আবারো বললেন। "এই একই তারিখে প্রাচীন সপ্তাশ্চর্যের একটা, দেবী আর্টেমিসের মন্দির ধ্বংস করা হয়েছিল। অনেক মিথলজি এরকম বলে, দেবী নিজে নাকি আলেকজান্ডারের জন্ম নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন

তাই সে তার মন্দির ভাঙা রোধ করতে পারেন নি। এখানে ব্যাপার হলো তারিখটা, আসলে এটা একটা প্রচার হতে পারে আর্টেমিসের মন্দির ভাঙার সাথে মিলিয়ে। আরো কিছু স্কলারের বিশ্বাস আলেকজান্ডারের জন্ম নাকি আসলে প্রাচীন এক রাজার পুনঃজন্ম। যে কিনা আরো প্রাচীন যুগে বিশ্ব দখল করতে চেয়েছিলেন।"

"হতে পারে," ক্যাট বললো। "কারণ সে বেঁচেছিল মাত্র তেত্রিশ বছর আর তার এই সংক্ষিপ্ত জীবনে তার সময়ের জানা পৃথিবীর বেশিরভাগ অংশই উনি দখল করে নেন। উনি পারস্যের সম্রাট রাজা দারিয়ুসকে পরাজিত করেছিলেন, মিশর দখল করেছিলেন। এখানেই তার নামে আলেকজান্দ্রিয়ার নামকরন হয়, তারপর উনি গিয়েছিলেন ব্যাবিলনে।"

ভিগর বললেন, "তারপর উনি গিয়েছিলেন ইন্ডিয়ায়, পাঞ্জাব দখল করতে। যেখানে পরবর্তীতে সেন্ট টমাস তিন ম্যাজাইকে ব্যাপটাইজ করেছিলেন।"

"তার মানে মিশর আর ইন্ডিয়া এক সূতোয় চলে আসছে," গ্রে বিড়বিড় করে বললো।

"আরো একটা ব্যাপার, শুধু ভৌগলিক এলাকাই না, এগুলো প্রাচীনকালের জ্ঞানের একই লাইন-আপও বটে," র‍্যাচেল বললো। ও এতোক্ষণ চুপচাপ শুনছিল।

"এমনকি ইন্ডিয়াতেও উনি অনেক কিছু করেছিলেন। সেখানে উনি ইন্ডিয়ান স্কলার আর ফিলোসফারদেরকে নিয়ে দীর্ঘ সময় কাটাতেন। তাদের সাথে বিভিন্ন ধরনের নতুন নতুন জিনিস আর বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করতেন। তিনি আসলে নতুন বিজ্ঞানের ব্যাপারে খুবই আগ্রহী ছিলেন, যেটা ভিত্তি উনার ভেতরে গড়ে দিয়েছিলেন তার গুরু অ্যারিস্টটল।"

"আর এরপরই উনি মারা যান," ক্যাট বললো। "৩২৩ খৃস্টপূর্বাব্দে ব্যাবিলনে। অদ্ভুত আর রহস্যময় এক পরিবেশে নিজের বিরাট সাম্রাজ্যের কোন নির্দিষ্ট শাসক বা উত্তরসূরী না রেখেই। অনেকে বলে উনি স্বাভাবিকভাবেই মারা গিয়েছিলেন। আর বেশিরভাগ মানুষ বলে তাকে হয় বিষ প্রয়োগ করা হয়েছিল অথবা উনি রহস্যময় এক ধরনের প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন।"

"এমন একটা কথাও প্রচলিত আছে যে," ভিগর যোগ করলেন। "উনি মারা যাবার সময়ে বিছানায় শুয়ে তাকিয়ে ছিলেন ব্যাবিলনের শূণ্য উদ্যানের দিক। সেই সময়ের আরেক সপ্তাশ্চর্যের একটা।"

"মানে লোকটার জীবনের শুরু হয়েচিল একটা প্রাচীন সপ্তাশ্চর্যের ধ্বংস দিয়ে আর শেষ হলো আরেকটা দিয়ে।"

"ব্যাপারটার একটা গুরুত্ব আছে," ভিগর বললেন। "আলেকজান্ডারের জীবনের ইতিহাস সবসময়ই বিভিন্ন সপ্তাশ্চর্যের সাথে জড়িত। এমনকি এই সপ্তাশ্চর্যের ব্যাপারটা প্রথম লিস্টেডও করেছিলেন তার এক লাইব্রেরিয়ান। তিনি আরেকটা সপ্তাশ্চর্য তৈরি করেছিলেন খৃস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দিতে। সেটা হলো রোডসের মূর্তি, একহাতে মশাল নিয়ে এটা ছিল অনেকটা স্ট্যাচু অব লিবার্টির মতো। আরেকটা ছিল

স্ট্যাচু অব জিউস, অলিম্পিয়াতে। আলেকজান্ডারের মতে যে তার আসল বাবা। উনি মিশরের গিজাতে পিরামিড দেখতে আসতেন এবং এর পাদদেশে অনেক সময় কাটাতেন। কাজেই একরকম বলা যেতে পারে যে প্রতিটা প্রাচীন সপ্তাশ্চর্যের সাথে তার নাম যুক্ত আছে।"

"এই ব্যাপারটার কি আলাদা কোন গুরুত্ব আছে?" গ্রে জানতে চাইলো।

ভিগর দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। "আমি সঠিকভাবে বলতে পারি না। আর আলেকজান্দ্রিয়া নিজেও একটা বিখ্যাত শহর। প্রাচীন সপ্তাশ্চর্যের একটার মালিক ছিল এই শহর। সেটা হলো আলেকজান্দ্রিয়ার বাতিঘর। এটা সেই সময়ের একটা আশ্চর্য জিনিসই ছিল বটে। স্থাপিত ছিল আলেকজান্দ্রিয়ার পোতাশ্রয়ে। উঁচু ছিল এখনকার স্ট্যাচু অব লিবার্টির চেয়েও বেশি, প্রায় চল্লিশ তলা। বড় বড় লাইমস্টোনের ব্লক জোড়া লাগিয়ে তৈরি করা হয়েছিল আর এটার উপরে সর্বক্ষন আগুন জ্বলতো। একটা সোনার প্রলেপ দেয়া আয়নার সামনে, যাতে করে বহুদূর থেকে নাবিকের এই আলো দেখে জাহাজের পথ নির্ধরিন করতে পারে। এটার আলো প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার দূর থেকে দেখা যেত। এমনকি আজকের দিনেও ফ্রেঞ্চে এটাকে বলা হয় 'ফের', স্প্যানিশ আর ইটালিয়ানে বলা হয় 'পারো'।"

"এটার সাথে আলেকজান্ডারের সমাধির সম্পর্ক কি?" গ্রে জানতে চাইলো।

"ঠিক সম্পর্ক বললে ভুল হবে আসলে আমি ক্যালকুলেট করার চেষ্টা করছি। ম্যাজাইদের এনসিয়েন্ট সোসাইটি যে ধরনের ক্লু দিয়ে গেছে তাতে দেখা যায় যে এই আলোক নির্দেশনার উৎস লাইটহাউজ তাদের জন্যে বেশ গুরুত্ব বহন করতো, কারণ তারাও নিজেদেরকে আলোর নির্দেশনাকারী ভাবতো। আরো ব্যাপার ছিল, এই লাইট হাউজের আলোর উৎস তখনকার সময়ে এই ধরনের আলো কেউ নাকি দেখে নি, এটা এতোই শক্তিশালী ছিল এটা দিয়ে চাইলেই নাকি বহুদূর থেকে যেকোন জাহাজ পুড়িয়ে ফেলা যেত। এখানে এক ধরনের আশ্চর্য শক্তিশালী আলোর উৎসের কথা বলা আছে।"

এই পর্যন্ত বলে ভিগর একটু বিরতি দিলেন, "আমার ধারণা সবই আসলে ইতহাস আর রেফারেন্স। আসলে এগুলো সব এক করে আমরা কিভাবে সামনে এগোব আমি জানি না।"

গ্রে মনসিগনরের জ্ঞানের প্রশসংসা করলো মনে মনে। কিন্তু আসলে ওর এই মহূর্তে কংক্রিট কিছু দরকার যাতে করে আলেকজান্দ্রিয়ায় নামার পরে ওরা কাজে লেগে যেতে পারে। "আচ্ছা আমরা রহস্যের মূলে আঘাত করবো। আলেকজান্ডার ব্যাবিলনে মারা গেলেন, তারপর কি হল?"

ক্যাট ওর ল্যাপটপে একটু দেখে নিয়ে আবার শুরু করলো, "ঐতিহাসিক রেফারেন্স বলে তার দেহ ব্যাবিলন থেকে আলেকজান্দ্রিয়ায় নিয়ে আসা হয়েছিল। তারপর এখানে তার সংরক্ষিত দেহ লোকজনের জন্যে দর্শনীয় একটা স্থান হিসেবে গণ্য হতো। সম্রাট সিজারসহ আরো অনেকেই তার দেহ দেখতে এসেছিলেন।"

"এই সময়ে," ভিগর যোগ করলেন। "শহরটা আলেকজান্ডারেরই এক সাবেক জেনারেল শাসন করতেন। তার নাম চিল টলেমি। উনিই আলেকজান্দ্রিয়ার বিখ্যাত লাইব্রেরি স্থাপন করেছিলেন। এই টলেমি ছিলেন একজন বিখ্যাত পন্ডিতও। উনি শহরটাকে বিশ্বের জ্ঞান সাধনার এক অন্যতম তীর্থস্থানে পরিণত করেন। বিশ্বের সমস্ত জায়গা থেকে বিভিন্ন বিষয়ের পন্ডিতেরা এখানে এসে জড়ো হতে থাকে। আলেকজান্দ্রিয়া হয়ে উঠে জ্ঞানের তীর্থস্থান।"

"আর সম্রাটের কবরের কি হল?"

"অনেকের মতে তার কবরটা ছিল সম্পূর্ন সোনার তৈরি। আবার অনেকে বলেন সেটা ছিল সম্পূর্ন কাঁচের তৈরি।"

"হতে পারে গোল্ডেন গ্লাসের তৈরি," গ্রে বলছে। "এম-স্টেট পাউডারের।"

ক্যাট মাথা ঝাঁকালো। "তৃতীয় শতকে সেপ্টিমাস কবরের নিরাপত্তা জনিত কারণে সর্বসাধারনের জন্যে এটার দর্শন বন্ধ করে দেন। একটা ভল্টের মতো করে সেখানে এটা রেখে দেয়া হয়। ওটার ভেতরে বই থেকে শুরু করে আরো অনেক কিছু ছিল। ওটার ব্যাপারে তার একটা নোটও পাওয়া গেছে। ওটাতে লেখা 'কেউ বইগুলোও পড়তে পারবে না আর শরীররটাও দেখতে পাবে না।' এটার মাধ্যমে খুব ভালোভাবেই বোঝা যায় যে ওই ভল্টের ভেতরে খুব মূল্যবান কিছু রাখা ছিল। এমন কিছু একটা ছিল, সেপ্টিমাস যেটার ব্যাপারে ভেবেছিলেন যে এটা চুরি হয়ে যেতে পারে।"

ভিগর ব্যাখ্যা করে বললেন, "প্রথম শতক থেকেই আলেকজান্দ্রিয়ার উপরে বিভিন্ন দিক থেকে আক্রমন শুরু হয়ে যায়। আর দিন দিন এটা শুধু বাড়তেই থাকে। জুলিয়াস সিজার নিজে আক্রমন করে এই আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরির একটা বড় অংশে আগুন ধরিয়ে দেন। দিন দিন আক্রমন চলতেই থাকে। তারপর সপ্তম শতকে এটা পুরোপুর ধ্বংস হয়। সেপ্টিমাসের ব্যাপারটা পরিস্কার বোঝা যায়, কেন উনি ভল্টটা লুকিয়ে ফেলেছিলেন কারণ সবার ধারণা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কাগজ পত্র আর স্ক্রল উনি এখানে লুকিয়ে রেখেছিলেন।"

"আরেকটা ব্যাপার, শুধুমাত্র মিলিটারি আক্রমনের কারণে শহরটা অরক্ষিত ছিল যে তা না," ক্যাট বলছে। "এক ধরনের ভয়ঙ্কর প্লেগ শহরে ছড়িয়ে পড়েছিল। এমনকি একের পর এক ভূমিকম্পও শহরের একটা অংশ ডাবিয়ে দিয়েছিল। সরকারি কোয়ার্টারসহ শহরের একটা বড় অংশ চতুর্থ শতকে সমুদ্রে ধ্বসে পড়ে, এর মধ্যে ক্লিওপেট্রার প্রাসাদও ছিল। ১৯৯৬ সালে একজন ফ্রেঞ্চ আবিষ্কারক ফ্রাঙ্ক গোড্ডিও এই অংশটা সমুদ্রের নিচে আবিষ্কার করেন। আরেক জিওলজিস্ট অনার ফ্রস্ট উনি মনে করেন আলেকজান্ডারের সমাধিরও একই পরিণতি হয়েছিল।"

"আমি এর সাথে একমত না," ভিগর আপত্তি জানালেন। আমার মনে হয় এগুলো স্রেফ গুজব। কারণ বেশিরভাগ মানুষের মতে আলেকজান্ডারের কবরটা ছিল শহরের মাঝামাঝি এবং সেটা সমুদ্র উপকূল থেকে অনেক দূরে।"

"হয়তো সেপ্টিমাস সেটাকে সরিয়েছিলেন," ক্যাট বললো।

"কিন্তু তা যদি হয়ে থাকে তবে সেটা পাওয়া সম্ভব কারণ এত শত বছর ধরে তো সেগুলো আর কম খোঁজা হয় নি। আর সেগুলো যদি সমুদ্রেই হারিয়ে গিয়ে থাকে তবে কিছু দিন আগে একদল জিওলজিস্ট একটা রাডার দিয়ে আলেকজান্দ্রিয়ার আশেপাশের সমুদ্রে সার্চ করেছিল। ওদের সার্চে এর আশেপাশে যে পরিমান গুহা আর গর্ত পাওয়া গেছে তা খুঁজে দেখতে কয়েকশত লোকের কয়েক দশক লেগে যাবে।"

গ্রে হেসে ফেললো, "আমাদের হাতে কয়েক দশক সময় নেই, বড়জোর চব্বিশ ঘণ্টা সময় আছে।" উঠে দাঁড়িয়ে ছোট্ট কেবিনটায় পাইচারি করতে লাগলো। ড্রাগন কোর্টের এই ব্যাপারে জানতে খুব বেশি সময় লাগবে না। ও সবার দিকে ফিরলো, "তাহলে আমরা কোথা থেকে শুরু করবো?"

"আমি একটা হিন্ট দিতে পারি," র‍্যাচেল বললো। "অথবা দুটো।"

সবাই ওর দিকে তাকিয়ে আছে। ও এতোক্ষণ কথা বলে নি কাজেই নিশ্চয় ও কিছু একটা পেয়েছে।

"আমি একটা রেফারেন্স পেয়েছি নবম শতকের। কনস্টান্টিপোলের এক সম্রাট বলেছেন একটা 'ফ্যাবুলাস ট্রেজারে' র ব্যাপারে। আর সেটা আছে আলেকজান্দ্রিয়ার লাইট হাউজের নিচে। এমনকি তৎকালীন সময়ের খলিফা যিনি আলেকজান্দ্রিয়া শাসন করতেন উনিও এই ব্যাপারে দারুণ উৎসাহী ছিলেন। উনি কিছুদিন লাইটহাউজের নিচে খুঁজেছিলেন পর্যন্ত। কিন্তুত খোঁজা শেষ করতে পারেন নি।"

গ্রে'র মনে পড়ে গেল আঙ্কেল লাইট হাউজের ব্যাপারে বলেছিলেন, সেটা নিয়েই র‍্যাচেল তাহলে এতোক্ষণ কাজ করেছে।

"তারপর একটা ব্যাপার যদি আমরা বিবেচনা করি, তখনকার সময়ে আলেকজান্দ্রিয়ায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল লাইব্রেরি আর লাইট হাউজ। তাই তারা যদি একটাকে রক্ষা করতে আরেকটার সাহায্য নেয় তবে খুব অবাক হবার কিছু নেই। আরেকটা ব্যাপার হলো এত গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিসের নিচে কেউ এটাকে রিস্ক নিয়ে খুঁজে দেখার কথা ভাববে না।"

"তারপর সব শেষ হয়ে গেল ১৩০৩ শতকে। ভূমধ্যসাগরের এক ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পের কারণে লাইট-হাউজটা ধ্বসে পড়লো।"

"এখন সেই জায়গায় কি আছে?" গ্রে জানতে চাইলো।

"অনেক কিছুই ছিল। তবে পনেরো শ' শতকে এক মামলূক সুলতান ওখানে একটা দূর্গ নির্মাণ করে। বলা হয়ে থাকে এই দূর্গটা নির্মিত হয়েছিল লাইটহাউজটার ভিত্তির উপরেই। এমনকি এটার নির্মাণ কাজে মূল লাইট হাইজের পাথরও ব্যবহৃত হয়েছে।"

"আর সেই মহামূল্যবান গুপ্তধনও আর কোন দিন খুঁজে পাওয়া যায় নি," ভিগর বললেন। "তার মানে যদি কিছু থেকে থাকে তবে সেটা আজো ওখানেই আছে।"

"মানে আমরা ওখান থেকে আমাদের খোঁজ শুরু করতে পারি," গ্রে বললো।

"কিভাবে? আমরা ওখানে গিয়ে দরজায় নক করে বলবো 'হ্যালো আপনাদের দূর্গের নিচে একটা গুপ্তধন আছে আমরা খুঁজতে এসেছি'," মঙ্কের কথায় সবাই হেসে ফেললো।

"আমি আরো সহজ করে দিতে পারি," র‍্যাচেল বলেলো। "আমরা এনআরও এর সাহায্য নিব। ওদের কাছে মাটির ভেতরে স্ক্যান করার মতো স্যাটেলাইট আছে। ওটা দিয়ে স্ক্যান করে আমরা কাজ শুরু করতে পারি তবে অনেক সহজ হয়ে যাবে।"

গ্রে এর মধ্যেই কাজ শুরু করে দিয়েছে। আইডিয়াটা চমৎকার কিন্তু এতে সময় লাগবে কারণ গ্রে এর মধ্যেই খোঁজ করে দেখলো নেক্সট স্যাটেলাইট আসতে আরো আট ঘণ্টা বাকি।

র‍্যাচেল আরেকটা আইডিয়া দিল। "মনে আছে সেন্ট পিটারের টুম্বের নিচে পানির সাথে সংযুক্ত একটা টানেল ছিল, এখানেও থাকতে পারে। হয়তো আমাদেরকে কাইট বে মানে দূর্গটার সামনে দিয়ে যেতেই হবে না। রোমের মতো পেছন দিয়েই আমরা ঢুকতে পারবো।"

গ্রে'র কাছে এই আইডিয়াটা ভালো লাগলো।

"আমি চেক করে দেখেছি কাইট বে দূর্গ আর এটার কাছেই টলেমিক রুইনে সবসময় ডাইভারদের ভিড় লেগেই থাকে, তো আমরা ওদের ভিড়ে মিশে আমাদের সার্চ চালু করে দিতে পারবো।"

"এটা দিয়ে হয়তো তেমন একটা কিছু নাও হতে পারে তবে নেক্সট স্যাটেলাইট আসার আগ পর্যন্ত তো আমরা চেষ্টা চালিয়ে যেতে পারবো।"

গ্রে মাথা দুলিয়ে সম্মতি জানালো। কারণ শুরু করার জন্য এটা চমৎকার একটা পন্থা হতে পারে।

মঙ্ক ওদের অফিসের সাথে যোগাযোগের কথা বলে এগিয়ে গেল ককপিটের দিকে। গ্রে ওকে বললো, "শোন আমাদের জন্য হোটেল টোটেল সব ঠিক করা আছে সে ব্যাপারে চিন্তা করোনা যেটা বলবে সেটা হলো জায়গামেতা সব ধরনের ডাইভিং গিয়ার আর একটা ফাস্ট বোট যেন থাকে।

"ঠিক আছে তা বলবো, কিন্তু সেটা আমি কিছুতেই র‍্যাচেলকে চালাতে দেবো না।"

বলে সে হাসতে হাসতে ককপিটের দিকে চলে গেল।

৮: ৫৫ এ.এম
রোম, ইটালি

সকাল বেলার গরম ভাবটার কারণে রাউলের মেজাজ আরো খিচড়ে গেল। সকাল মাত্র শুরু হয়েছে এর মধ্যেই তাপমাত্রা চরমহারে চড়তে শুরু করেছে। ওর নগ্ন

শরীরটা ঘামে ভিজে গেছে। বিছানা থেকে উঠে নগ্ন শরীরেই বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালো। রোম জায়গাটা ওর অত্যন্ত অপছন্দের।

ও রোমকে ঘৃনা করে।

নিচের দিকে তাকিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে টুরিস্ট আর দিনের কোলাহল দেখতে পেল। গাড়ি আর মানুষের কোলাহল ওর অসহ্য লাগলো। নাকে আসছে পেট্রলের গন্ধ।

কাল রাতে যে পতিতাটা ও নিয়ে এসেছে ওটাও রোমের মতোই বিরক্তিকর।

রাউল আঙুলের গাট মোচড়াতে লাগলো। যাক অন্তত সেক্সটা মনের মতো হয়েছে। মেয়েটার চিৎকার কেউ শুনতে পায় নি। ছুরি দিয়ে মেয়েটার নিপলগুলো কেটে আলাদা করার সময়েও দারুণ মজা পেয়েছে। তবে সবচেয়ে উত্তেজনার ছিল মেয়েটার ভেতরে প্রবেশ করার পরে বজ্রমুষ্ঠিতে এক একটা ঘুষিতে ওর মুখ থেতলে দেয়াটা। রোমের উপরে ওর যতো রাগ, সবটা ও ঝেড়েছে পতিতাটার উপরে।

তবে রোমের চেয়ে ওর বেশি রাগ এই মহূর্তে বাস্টার্ড আমেরিকানটার উপরে। হারামজাদা আরেকটু হলে ওকে অন্ধই করে দিয়েছিল। ওর সব প্ল্যান ভেস্তে দিয়েছে, সেই সাথে বোমা সেট করে ও আর ওর টিমকে ট্র্যাপ করার পরও টুম্বের নিচ থেকে পুরো টিম নিয়ে বেরিয়ে এসেছে।

ও বারান্দা থেকে ঘুরে দাঁড়ালো। পতিতাটার শরীর এর মধ্যেই বেড শিটে মুড়িয়ে রাখা হয়েছে। ওর লোকেরা খুব দ্রুতই ওটাকে কোথাও ফেলে দিয়ে আসবে। এসব ব্যাপারে ওরা এক্সপার্ট। আর রাউলের এই ব্যাপারে কোন অনুভূতি নেই।

বেডসাইড টেবিলে ফোন বাজছে। এই কলটা সে আশা করছিল। দ্রুত এগিয়ে ও ফোনটা তুলে নিল।

"রাউল," ও বললো।

"আমি গত রাতের মিশনের রিপোর্ট পেয়েছি," লোকটার কণ্ঠে বিরক্তি।

"স্যার-"

ওর কথা থামিয়ে দেয়া হলো। "দেখ রাউল, আমি ব্যর্থ্যতা সহ্য করবো কিন্তু বেয়াদবি না।"

রাউলের গলা কেঁপে উঠলো। "আমি কখনোই আপনার সাথে বেয়াদবি..."

"তাহলে মেয়েটার ব্যাপারটা কি? র‍্যাচেল ভেরোনা? তার ব্যাপারে পরিস্কার নির্দেশ ছিল তাকে শুধুই ধরবে, মারবে না। তুমি আমার নির্দেশ অমান্য করেছো।"

"স্যার," রাউল মনে মনে একটা প্ল্যান করে রেখেছে। সে জানে এই লোকের কাছে কোন ক্ষমা নেই তাই একটা অজুহাত দাঁড় করাবে। "আমারও একটা কথা বলার আছে, এই নিয়ে তিনবার আমি ওদের সাথে মুখোমুখি হয়েছি কিন্তু একবারও শুধুমাত্র এই মেয়েটার কারণে আমি পূর্ণ নিষ্ঠুরতা দিয়ে কাজ করতে পারি নি আর এই কারণেই আমেরিকান টিমের বিরুদ্ধে আমি পূর্ণ সফলতাও পাই নি। এখন আমাকে বলুন কোনটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ, মেয়েটা নাকি মিশন?"

ওপাশে নিরবতা। রাউল মনে মনে ভাবলো টেকনিক কাজে লেগেছে। ও

হাসলো। একটা পা তুলে দিল মাটিতে পড়ে থাকা দেহটার উপরে।

"তুমি বেশ ভালো একটা পয়েন্ট দাঁড় করিয়েছো। মেয়েটা গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু মিশনটাতেও যেভাবেই হোক সফল হতে হবে।"

রাউল জানতো কাজ হবেই। কারণ এটা এমন একটা মিশন যার স্বপ্ন কোর্ট কয়েক শতক ধরে দেখে আসছে। একবার এর চাবি হাতে পেলে ওরা পৃথিবীর নামের গ্রহটাই পাল্টে দেবে। আর সেটাই ওদের মূল উদ্দেশ্য। বিশেষ করে রাউলের। ওর ধারণা ওর জন্মই হয়েছে এই জন্যে। ছোটবেলা থেকেই ও জানে এবং মানে ওই সবার সেরা এবং ওর স্বপ্ন ও একদিন পৃথিবীর বুকে সর্বোচ্চ শক্তিশালী মানুষ হবে। আর এটাই সেই স্বপ্ন পূরনের চাবি।

রাউল জবাব দিল, "তাহলে কি আমি আমার পূর্ণশক্তি নিয়ে কাজ করবো?'

ওপাশ থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ভেসে আসতেই রাউল বেশ অবাক হয়ে গেল এরকম কিছু হতে পারে ওর ধারণাতেও ছিল না। কারণ এই লোক পাথরের চেয়েও শক্ত। এর কাছে এই আচরন আশা করা যায় না। ওপাশ থেকে শোনা গেল, "তার যদি কিছু হয় অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যাবে। তবে হ্যা, মিশনটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এত দূর এসে কোনভাবেই এতে ব্যর্থ হওয়া চলবে না। বোঝা গেছে?"

"হ্যা, স্যার।"

"তবে শোন যদি এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় তবে যে মেয়েটাকে না মেরে ধরা সম্ভব তবে তার কোন ক্ষতি করো না।"

রাউল এই লোকের কাছে কোনদিনই কোন প্রশ্ন করে নি বা করার সাহস করে নি। তবে আজ এই প্রশ্নটা আটকাতে পারলো না। "এই মেয়েটা এতোই গুরুত্বপূর্ণ কেন?"

"কারণ তার শরীরে ড্রাগন ব্লাড বইছে। খুবই স্ট্রংলি। একেবারে আমাদের স্টিন হ্যাপসবার্গ রুটে। এমনকি এই মেয়েটাকে তোমার সঙ্গী হিসেবে ঠিক করা হয়েছে। কারণ আমরা আমাদের রক্তের সাথে আমাদের নিজেদের রক্তের বন্ধন তৈরি করতে চাই।"

রাউল এই কথাটা শুনে একটু চমকে গেল। সাথে সাথে একটা ব্যাপার ওর কাছে পরিস্কার হয়ে গেল। এর আগে যেসব মেয়ের শরীরে ও বীজ ছড়িয়েছিল ওদের সবাইকে মেরে ফেলা হয়েছে। কারণ তাহলে এই। ওরা রয়েল ব্লাডলাইন তৈরি করতে চায়।

"আমি মনে করি এটা শোনার পরে তোমার মেয়েটাকে রক্ষা করার আগ্রহ বাড়বে। তবে হ্যা, এটা মনে রেখো যদি কোনভাবে দেখ মেয়েটার কারণে মিশন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তবে কোন ধরনের দ্বিধা করো না। বুঝেছো?"

"ইয়েস স্যার," রাউল অনুভব করলো ওর নিঃশ্বাস দ্রুততর হয়ে গেছে। ও এখনো ফিল করতে পারছে হর হাতের ভেতর বন্দী মেয়েটার শরীরের সুগন্ধ। মেয়েটা চমৎকার ব্যারোনেস হবে। আর ওরা হবে চমৎকার জুটি। রয়েল ব্লাড

লাইনের জন্যেই কোর্টের সবসময়ই পছন্দের মেয়ে ঠিক করা থাকে। যাদের মূল কাজই হলো সন্তান ধারন করা।

"আলেকজান্দ্রিয়ায় সব ঠিক করাই আছে। ওখানেই সব শেষ হবে। যা করার প্রয়োজন হয় কর, আর যে-ই তোমার রাস্তায় আসে শেষ করে দাও।"

রাউল ধীরে মাথা নাড়লো, যদিও লোকটা তা দেখতে পেল না।

ওর মাথায় এখন শুধু ঘুরছে কালো চুলের মেয়েটা আর ও মেয়েটার সাথে কি করবে সেই ভাবনা।

৯:৩৪ এ.এম

র‍্যাচেল স্পিডবোটের হুইলের পেছনে বসে আছে। বোটটা সুন্দর, ভূ-মধ্য সাগরের নীল পানি কেটে তির তির করে এগিয়ে চলেছে। ওর চোখে মুখে পানির ছিটা লাগছে, নিজেকে ওর দারুণ ফ্রেশ লাগছে আর শরীরের প্রতিটা রোমকূপে যেন ভর করেছে উত্তেজনা।

প্লেনে একটানা কম্পিউটারের সামনে বসে থাকার পর এই জার্নিটা দারুণ লাগছে। ওরা প্রায় চল্লিশ মিনিট আগে ল্যান্ড করেছে। নামার পরে মঙ্ক ফোনে কথা বলে ওদেরকে অবস্থান জানিয়েছে আর জায়গামতো এসে ওরা আর সবকিছুসহ বোটটা পেয়েছে একদম রেডি অবস্থায়।

আলেকজান্দ্রিয়া শহরটার নাম শুনলে যে প্রাচীন চেহারা চোখের সামনে ভেসে উঠে বর্তমানে তার সাথে ছিটেফোটাও কোন মিল নেই। চমৎকার অত্যাধুনিক একটা শহর। চারপাশে অ্যাপার্টমেন্ট ভবন, আধুনিকতায় ভরা। আর প্রাচীন আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরিটা যেখানে ছিল সেখানেও এখন গ্লাস আর কংক্রিটের একটা আধুনিক লাইব্রেরি ভবন।

কিন্তু এই মুহূর্তে পানিতে বসে র‍্যাচেলের মনে হলো যেন ও এখানে প্রাচীনত্বের কিছু ছোঁয়া পাচ্ছে। কারণ পানির এখানে ওখানে প্রাচীন কিছু জিনিসের নিদর্শন আছে। আর বিভিন্ন ধরনের যান ঘুরে বেড়াচ্ছে যার মধ্যে অনেকগুলোই বেশ প্রাচীন ধাঁচের।

আর এগুলোর সব কিছু ছাড়িয়ে গ্রে'র দৃষ্টি পড়লো দূরের দূর্গটার দিকে, ফোর্ট কাইট বে। এটা দুই উপসাগরের মাঝে এক টুকরো জমিতে নির্মিত। একটা পাথুরে পথ দিয়ে মেইনল্যান্ডের সাথে সংযুক্ত জমিটা।

র‍্যাচেল দূর্গটাকে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো। পুরো দূর্গটা সাদা লাইম স্টোন আর মার্বেলে তৈরি। উপসাগরের নীল পানির মাঝে সাদা জ্বলজ্বল করছে। উপরে মূল একটা ভবনের উপরে একটা পতাকা উড়ছে পতপত করে।

র‍্যাচেল মনে মনে কল্পনা করলো এখানে এক সময় দাঁড়িয়ে ছিল চল্লিশ ফুট উঁচু একটা ফারাও লাইটহাউজ। চমৎকারভাবে নির্মিত একটা দূর্দান্ত দর্শনীয় নির্মাণ,

উপরে পসাইডনের একটা বিরাট মূর্তি আর অন্ধকারে জ্বলজ্বলে এক টুকরো ধোঁয়াটে আগুন।

প্রাচীন সপ্তাশ্চর্যের এই বিরাট নির্মাণের কিছুই আর অবশিষ্ট নেই শুধুমাত্র পাথরের কয়েকটা ব্লক ছাড়া। তাও ওগুলো পরিবর্তিত হয়ে দূর্গের অংশ বিশেষ হয়ে গেছে। কত মহান জাতি আর কীর্তি যে পৃথিবীর বুক থেক হারিয়ে গেছে কে জানে, কে বলতে পারে।

ওর মনে প্রশ্ন জাগলো, *এর তলায় কি আসলেই কোন গুপ্তধন আছে? ছিল? থাকলেও ওরা পাবে কিভাবে?*

লস্ট টুম্ব অব আলেকজান্ডার।

ওরা এটা খুঁজে বের করার জন্যেই এখানে এসেছে। ওর পেছনে বাকিরা ডাইভিং গিয়ার নিয়ে ব্যস্ত।

"আমাদের কি আসলেই এতোসব গিয়ার লাগবে?" গ্রে'র প্রশ্নটা অনেকটা স্বগতোক্তির মতো।

ওদের পানির নিচে নামার গিয়ারগুলো বোটের মাঝখানে রাখা, সবই অত্যন্ত আধুনিক, এতে একটা ডিভাইস আছে যেটা দিয়ে ওরা পানির নিচেও কথা বলতে পারবে।

"লাগবে কমান্ডার। অপনি যদি ভালোভাবে নামতে চান তবে অবশ্যই লাগবে," ভিগর জবাব দিলেন। র‍্যাচেল জানে আঙ্কেল একজন দারুণ দক্ষ ডাইভার। একজন আর্কিওলজিস্ট হিসেবে উনি এ ব্যাপারে একজন এক্সপার্ট। আর কত জায়গায় কতোবার আর কতোভাবে যে তাকে ডুব দিতে হয়েছে তার কোন ইয়ত্তা নেই।

"আচ্ছা আমরা যেভাবে ধারণা করে কাজ করছি এই ট্রেজারটা নিয়ে যদি আগেও কেউ এই ব্যাপারে ভেবে এটা খুঁজে নিয়ে গিয়ে থাকে!" গ্রে ভিগরের কাছে জানতে চাইলো।

"এই জায়গাগুলোতে এই ধরনের আন্ডারওয়াটার কিছু যদি থেকেই থাকে তবে সেটা টিকে থাকার সম্ভাবনাই বেশি কারণ এখানে গভীরভাবে কেউ ডুব দেয়না আর এই পানিটা মোটেও নিরাপদ না। বিভিন্ন ধরনের বিপদ তো আছেই সেই সাথে আছে নানা ধরনের পানিবাহিত রোগের ভয়। তাই এদিকটায় কেউ আসে না। আর ওদিকটায় যেখানে প্রচুর টুরিস্ট দেখলেন সেখানে শুধুমাত্র টুরিস্ট আকর্ষনের জন্যে খানিকটা জায়গা পরিস্কার করে নিরাপদ করা হয়েছে। তাছাড়া বাকি এলাকা খুবই বিপজ্জনক।"

"বেশ, খুবই সুন্দর, পানিতে নামার আগেই যা শোনালেন তাতে বেশ উৎসাহ পাচ্ছি," মঙ্কের গলায় পরিস্কার আতঙ্ক। ও পানির নিচের বিভিন্ন ধরনের টিলা টক্কর আর পুরনো স্থাপনার দিকে তাকিয়ে আছে।

"জানো আমি আর্মিতে জয়েন করেছিলাম কেন? নেভি বা এয়ার ফোর্সে না করে?" মঙ্ক প্রশ্নটা করেছে র‍্যাচেলকে।

ওর বলার ধরন দেখে র‍্যাচেল হেসে ফেললো, "কেন?"

"কারণটা ছিল, শুধুমাত্র এদের কাজই মাটিতে," তার গলায় হতাশা।

"তুমি ইচ্ছে করলে বোটে থাকতে পারো," র‍্যাচেল ওকে বললো।

র‍্যাচেলের কথায় যুক্তি আছে, তবে সেটা সাময়িক। কারণ ওরা এখানে যারা আছে সবাই সার্টিফায়েড ডাইভার। আর ওরা যে কাজে যাচ্ছে তাতে ওরা দূর্গের নিচে ঢুকে যদি আন্ডারগ্রাউন্ড ট্রেজার চেম্বার খুঁজতে চায় তবে সেটা করতে হবে বাই রোটেশান। আর সেক্ষেত্রে কাউকে বোট পাহারায় রাখতেই হবে। তাই মঙ্ক বড়জোর প্রথমবার বোটে থাকতে পারে।

র‍্যাচেল বোটের স্পিড বাড়িয়ে দূর্গটার পূর্ব কোণের এক টুকরো বাড়তি জমির দিকে রওনা দিল। এই বাড়তি অংশটা সমুদ্রের তীরের দিকে ঠেলে বেরিয়ে আছে। এর ঠিক পরেই দূর্গটার নিরাপত্তা বুরুজ। দূর্গটাকে এদিক থেকে দেখতে আরো অনেক বেশি বড় লাগছে। এই কারণে র‍্যাচেলের মনে হলো ওরা যা ভাবছে এর তলায় অনুসন্ধান চালানো আরো বেশি কঠিন হবে।

র‍্যাচেলের মনের মধ্যে কেমন জানি এক ধরনের অস্বস্তি খচখচ করছে। এইভাবে এই দূর্গে অপারেশান চালানোটা পুরোপুরি ওর আইডিয়া। যদি ভুল হয়ে থাকে ওর তবে কি হবে? হতে পারে ও কোথাও বুঝতে বা হিসাব করতে ভুল করে ফেলেছে।

ও বোটের গতি একটু কমিয়ে দিল। কাছাকাছি চলে এসেছে ওরা। তবে র‍্যাচেলের দুশ্চিন্তা আরো বেড়েই চলেছে। ওরা বে'র চারপাশে কিছু ডাইভিং স্পট খুঁজে বের করেছে ওই জায়গাগুলো থেকে অপারেশান চালানো সহজ হবে। প্রথম স্পটটা সামনেই।

"এটাই প্রথম স্পট," গ্রে বললো। ও র‍্যাচেলের ঠিক পাশেই বসে আছে।

র‍্যাচেল মাথা দোলালো। "আমি এখানেই নোঙর করে ডাইভিঙের কমলা পতাকা উড়িয়ে দিচ্ছি।"

গ্রে এক দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। "তুমি ঠিক আছো?"

"আমার মনে হচ্ছে যদি আমার কোন ভুল হয়ে গিয়ে থাকে?"

গ্রে হাসলো। "শোন তুমি আমাদেরকে স্রেফ একটা শুরু করার পয়েন্ট দিয়েছো। আর এখানে কাজ করার আইডিয়াটা আমাদের সবার। তো ভুল হলে সবার সমান দায়িত্ব।"

গ্রে ওর একটা হাত ধরে মৃদু চাপ দিয়ে বললো, "তোমার প্ল্যান একদম ঠিক আছে।"

র‍্যাচেল কিছু না বলে বোট থামিয়ে নোঙর ফেলে দিল। তারপর ডাইভিঙের কমলা পতাকা উড়িয়ে দিতে দিতে গ্রে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললো, "আমরা এখানেই সবাই ডাইভ দেব। সবাই যার যার গিয়ার পরে নাও, আন্ডার ওয়াটার রেডিও চেক করো তারপর কাজ শুরু করে।"

র‍্যাচেল এখনো গ্রে'র হাতটা ধরেই আছে। ওর এখন অনেকটা ভালো লাগছে।

১০: ১৪ এ.এম

গ্রে সমুদ্রের পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়তেই পানি ওকে চারপাশ থেকে একদম গিলে নিল।

ওর সমস্ত শরীর একদম কভার করা যাতে এক ফোটা নোংরা পানিও গায়ে না লাগে। চারপাশের পানি ভয়ঙ্কর নোংরা। নোংরা পানি এড়ানোর জন্যে ওরা সবাই স্পেশাল গিয়ার পরে আছে।

গ্রে ওর চোখের স্পেশাল ভিশনের সাথে নিজেকে এডজাস্ট করে নিল। এর রেঞ্জ দশ থেকে পনেরো ফিট।

দারুণ, ও মনে মনে ভাবলো।

গ্রে এক ডুব দিয়ে আবার সারফেসে উঠে এল, আসলে ও একটা টেস্ট ডুব দিয়েছে। উপরে উঠে দেখলো র‍্যাচেল আর ভিগর নিচে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছে আর ক্যাট এর মধ্যেই নেমে পড়েছে।

ও ওর স্যুটের সাথে বিল্ট-ইন রেডিওটা চেক করলো। "সবাই শুনতে পাচ্ছো? চেক ইন।"

সবাই পজিটিভ জানালো, মঙ্ক সহ। যে কিনা এবারের ডুবে বোট গার্ডের দায়িত্ব পালন করছে।

ওর কাছে একটা অ্যাকুয়া-ভ্যু মেরিন ইনফ্রা রেড ভিডিও সিস্টেম যেটা পানির নিচে গ্রে'দের কার্যকলাপ মনিটর করবে।

"আমরা সবাই এখানে নেমে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে তীর পর্যন্ত চেক করতে করতে এগোব। সবাই নিজ নিজ পজিশন বুঝে নিয়েছো তো?" সবাই হ্যা সূচক জবাব দিল।

"সবাই নেমে পড়ো।"

ও নিজেও ডুব দিয়ে দ্রুত নিচের দিকে নামতে লাগলো। ওয়েট ভেস্টের কারণে বেশ ভালোই নামছে শরীরটা নিচের দিকে। এই ডুব দেয়ার ব্যাপারটা একেক জনের উপরে একেক ধরনের প্রতিক্রিয়া করে। অনেক নতুন ডাইভারই ক্লসট্রোফোবিয়ায় আক্রান্ত হয়। কিন্তু গ্রে'র কাছে এই ব্যাপারটা অত্যন্ত আনন্দের। কারণ ওর কাছে মনে হয় যেন ও সব ধরনের বন্ধন ছিন্ন করে উড়ছে।

ও অন্যদিকে তাকিয়ে দেখলো র‍্যাচেল আরেক দিক দিয়ে দ্রুত নিচের দিকে নামছে। ওর ডাইভিং সুটের বুকের কাছটায় বড় একটা লাল স্ট্রাইপ থাকার কারণে ওকে দূর থেকেও সহজেই চেনা যাচ্ছে। ওদের সবারই এই দাগটা আলাদা যাতে করে সহজে চেনা যায় দূর থেকে। ওরটা নীল, ক্যাটেরটা গোলাপি, ভিগরের সবুজ। মঙ্ক উপর বসে থাকলেও ও নিজের স্যুট পরে নিয়েছে যাতে করে নামার সময় দ্রুত নামতে পারে, ওর দাগটা হলুদ।

গ্রে র‍্যাচেলের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ভাবলো ওকে দেখে মনে হচ্ছে পানিতে বেশ মজা পাচ্ছে। ও এক মুহূর্তের জন্যে র‍্যাচেলের শরীরের খাঁজ-ভাঁজের দিকে তাকিয়ে রইলো তারপর মনে মনে নিজেকে শাসিয়ে কাজে মনোযোগ দিল।

সমুদ্রের নিচের বালি দেখা যাচ্ছে সেই সাথে চোখে পড়ছে বিভিন্ন ধরনের ধ্বংসাবশেষ।

ও নিজের জিনিসপত্র আরেকবার চেক করে সি-বেডে নেমে এল। চারপাশে তাকিয়ে দেখতে পেল সবাই যার যার মতো পজিশনে কাজ শুরু করে দিয়েছে।

"সবাই সবাইকে দেখতে পাচ্ছো?'

চারপাশ থেকে হ্যা-সূচক জবাব এলো।

"মঙ্ক আন্ডারওয়াটার ভিডিও ক্যামেরা কেমন কাজ করছে?"

"তোমাদেরকে একদল ভূতের মতো দেখাচ্ছে। হ্যা, সব ঠিক আছে।"

"সবাই সবার দিকে খেয়াল রাখবে এবং রেডিও কন্টাক্ট বজায় রাখবে। কেউ কোন ধরনের সমস্যায় পড়লে সাথে সাথে অ্যালার্মের বাটনে চাপ দেবে।" গ্রে জানে ওরা এবার ড্রাগন কোর্টের থেকে এগিয়ে আছে তবে ও কোন চান্স নিতে চাচ্ছে না।

ওদেরকে দ্রত কাজ সারতে হবে।

"আমরা এবার সার্চ করতে করতে শোরের দিকে এগোব। সবাই সবার সাথে পনেরো ফিট ডিসটেন্স বজায় রাখবে। আর সবাই সবার বাম দিকের জনকে চোখে চোখে রাখবে, ওকে স্টার্ট।"

সবাই পঁচিশ গজ করে এরিয়া সার্চ করে শোর পর্যন্ত এগোবে। আর কিছু না পেলে, আরো পঁচিশ গজ করে। এভাবেই যার যার এরিয়া কভার করে কাজ সারবে সবাই। এভাবেই ওরা দূর্গকে ঘিরে থাকা সম্পূর্ন কোস্ট লাইন ধরে চিরুনি অভিযান চালাবে।

গ্রে কাজ শুরু করলো। ওর একহাতের সাথে একটা স্পেশাল ডাইভিং নাইফ বাঁধা আর অন্য হাতে একটা টর্চ। সূর্য এখন মাথার উপরে আর ওরা মাত্র চল্লিশ ফিট পানির নিচে তাই অতিরিক্ত আলোর তেমন একটা দরকার নেই, তবে গ্রে টর্চটা রেখেছে কোনা আর অন্ধকার জায়গাগুলো দেখার জন্যে।

এইটা আরেকটা ধাঁধাময় জগৎ।

ওর মাথায় ঘুরছে ও কি পিটারের টুম্বের নিচে অন্য কোন পয়েন্ট মিস করে গেছে? আচ্ছা ড্রাগন কোর্ট আগেই ওখানে নেমেছে ওরা কি এই ব্যাপারে আগে থেকেই জানে? গ্রে'র ধারণা সঠিক অবস্থান না হলেও এই আলেকজান্দ্রিয়ার ব্যাপারে ওরা আগে থেকে অব্যশই জানে।

অজ্ঞাতভাবে ও বেশি দ্রুত কাজ করে এগিয়ে গেছে ওর বাম ও ক্যাটকে দেখতে পাচ্ছে না। তারপর পিছিয়ে এসে ওকে দেখতে পেয়ে ও সন্তুষ্ট হলো। সামনে একটা আকৃতি সোজা বালি থেকে উপরের দিকে উঠে এসেছে।

পাথর? নাকি রিফ?

ওটাতে একটা লাথি দিল গ্রে এবং তখনই চোখে পড়লো।

হোয়াট দ্য হেল...

গ্রে একমুহূর্তের জন্যে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। পাথরটা ওর দিকে তাকিয়ে আছে। তারপর ধীরে ধীরে মাথা ঠান্ডা করে বুঝলো আসলে মূর্তিটা একটা সিংহের।

ও ক্যাটকে ইশারা করলো। ক্যাট পরীক্ষা করে বললো, "একটা স্ফিংস নাকি?"

ভিগর রেডিওতে জানালেন, "এখানেও একটা আছে। এক সাইড ভাঙা। এরকম নাকি আরো অসংখ্য ছড়িয়ে আছে এদিকের সমুদ্রে এগুলো নাকি লাইটহাউজের কারুকাজ ছিল।"

তড়িঘড়ির মধ্যে থাকলেও গ্রে এক মুহূর্ত থেমে জিনিসটা দেখলো। কি চমৎকার হাতের কাজ, হাজার-হাজার বছর পরেও কি সুন্দর।

গ্রে এগোচ্ছে যাবে ওর রেডিও খরখর করে উঠলো, ভিগর। "কমান্ডার, আমার ধারণা আমাদের সার্চের সাথে এই মূর্তিগুলোর সংযোগ আছে।"

"তাই নাকি কিভাবে?"

"আপনি স্ফিংসের গল্পটা জানেন না?"

"মানে?"

"থিবের মানুষকে একটা দানব খুব বিরক্ত করছিল। ওরা একটা ধাঁধার সমাধান করতে না পারলেই ওদেরকে ধরে ধরে খেত। ধাঁধাটা ছিল, 'হোয়াট হ্যাজ ওয়ান ভয়েস, এন্ড ইজ ফোর ফুটেড, টু ফুটেড অ্যান্ড থ্রি ফুটেড?'"

"সমাধানটা কি ছিল?"

"মানুষ," উত্তরটা দিল ভিগর না ক্যাট। "আমরা ছোট বেলায় চারপায়ে হামাগুড়ি দেই, তারপর দুপায়ে হাটি তারপর বয়সকালে লাঠিসহ তিন পায়ে চলি।"

"ইডিফাস ধাঁধাটার সমাধান করে আর স্ফিংস উঁচু পাড় থেকে পানিতে পড়ে আত্মহত্যা করে।"

"উঁচু পাড় থেকে," গ্রে আনমনেই বললো। "যেমন এই স্ফিংসগুলো।"

গ্রে মূর্তিটা একবার দেখে কাজে নেমে পড়লো। থাকতে পারে সম্পর্ক আবার নাও পারে। এখন নিজেদের ধাঁধার সমাধান করতে হবে। ওরা একনাগাড়ে সার্চ করে চললো। কিন্তু কাজ হলো না। একটা নির্দিষ্ট সময় পরে গ্রে মাইকে বললো, "সবাই ফিরে চল।"

ওরা সবাই নৌকায় ফিরে এল। গ্রে মুখের মাস্ক প্লেট খুলে জানতে চাইলো, "মঙ্ক এদিকে সব ঠিক আছে?"

"চমৎকার।"

"ঠিক আছে তুমি তোমার কাজ করে যাও, আমরা আবার চক্কর লাগাতে যাচ্ছি।"

ওরা আবারো ফিরে গিয়ে কাজে লেগে পড়লো। প্রতিটি গুহা প্রতিটা খাজ ভাজ আর প্রতিটা কর্নার সার্চ করে চললো। কিন্তু এবারও মনে হয় হত্যোদম হতে হবে। গ্রে চেক করে দেখলো আর বেশি গ্যাস নেই। যতক্ষন পারা যায় সার্চ চালিয়ে যেতে হবে তারপর ফিরে গিয়ে আধা ঘন্টার ব্রেক।

সে আবারো কাজ করে চললো কিন্তু মনে মনে এক ধরনের অস্বস্তি হচ্ছে। মনে হচ্ছে কি যেন একটা পয়েন্ট ও মিস করেছে। তারপরই ধরতে পারলো ভাবনাটা। ওরা পিটারের টুম্বের নিচে যে ম্যাপটা দেখেছে যদি এমন হয়ে থাকে যে ওটা ড্রাগন কোর্টেরই প্ল্যান্ট করা কিংবা ওরা হয়তো এর একটা অংশ সরিয়ে ফেলেছে। কিংবা এমনও হতে পারে যে আসলে ওরা ঠিকই না। ওদের সার্চ এরিয়া যতো বড় হচ্ছে ওর মনে এই ভাবনা ততো গাঢ়ভাবে বসে যাচ্ছে।

ও রেডিওতে বললো, "একটা ব্যাপার, সবাই ফিরে চল।"

ওরা সবাই পানির উপরে মাথা তুললো।

"তুমি কি কিছু পেয়েছ?" ক্যাট জানতে চাইলো।

"না, আসলে ব্যাপার হচ্ছে আমার মনে হয় আমরা ভুল করছি," গ্রে জবাব দিল।

"কি ব্যাপার আমার কোন ভুল?" র‍্যাচেলের প্রশ্ন।

"না আসলে তোমার প্ল্যান ঠিকই আছে, আমার মনে হচ্ছে আমার প্ল্যানে ভুল হচ্ছে। আমি যেভাবে এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত সার্চ করতে চাচ্ছি সেভাবে হবে না," গ্রে বললো।

"আপনি কি বলতে চাচ্ছেন কমান্ডার?" এবার ভিগর কথা বললেন। "হয়তো আপনার এই প্ল্যান অনুযায়ী সময় বেশি লাগবে কিন্তু আমার তো মনে হয় স্যাটেলাইট সিগনাল না পাওয়া পর্যন্ত এতেই কাজ হবে।"

"আমরা একটা ক্লু মিস করেছি। সেটা হলো আমি পিটারের টুম্বের নিচে ম্যাপটা দেখেছি এবং সেখানে আলেকজান্দ্রিয়ার ব্যাপারে জানতে পেরেছি তারপর উড়ে এসেছি এখানে এবং সম্রাটের কবর খুঁজে বের করার জন্যে সার্চ শুরু করেছি। কিন্তু ভাবুন যেটা প্রায় হাজার বছর ধরে লোকজন খুঁজে পায়নি সেটা আমরা কিভাবে পাবো? আমরা ওদের থেকে কি এমন সুবিধা বেশি পেয়েছি বলুন দেখি?"

"ওরা কেউ পিটারের টুম্বের নিচের ম্যাপটা দেখে নি। আপনি দেখেছেন।"

"হ্যা সেটাই কিন্তু আরেকটা ব্যাপার আমি সেখানে শুধু আলেকজান্দ্রিয়াকে পয়েন্ট করতে দেখি নি আরেকটা জিনিস দেখেছি সেটা এতোই ছোট যে আমি প্রথমে ওটার গুরুত্ব দেখতে পাইনি এখন আমার মনে হচ্ছে ওটার কোন না কোন গুরুত্ব অবশ্যই আছে। কারণ মনে আছে আমাদের সমাধান করা ধাঁধাটার কথা ওটাতে একটা পর আরেকটা লেয়ার ছিল এখানেও ম্যাপের উপরে ছবির পাশাপাশি একটা ব্যাপার ছিল সেটা আমি গুরুত্বই দেইনি।"

"কি সেটা?" ক্যাট জানতে চাইলো।

"আগ্নেয় শিলা," নতুন একটা কণ্ঠ শোনা গেল। কণ্ঠটা মঙ্কের কারণ গ্রের সাথে একমাত্র ওই স্ল্যাবটা তুলেছিল। "পুরো ম্যাপটা অঙ্কিত ছিল যে স্ল্যাবটার উপরে সেটা আগ্নেয় শিলার ছিল।"

গ্রে ভাবতে লাগলো, *যাক মঙ্কও তাহলে ব্যাপারটা খেয়াল করেছে।* কারণ ওরা যে চেম্বারে বন্দী ছিল সেটা পুরোটাই নির্মিত পাথরে কিন্তু ওই স্ল্যাবটাতে যেখানে

ম্যাপটা অঙ্কিত ছিল সেই অংশটুকু ছিল অগ্নেয় শিলার। ও আসলে শুধুমাত্র ম্যাপের ব্যাপারে এতোটাই ফোকাসড ছিল যে এই ব্যাপারটা আগে খেয়ালই করে নি।

"হেমাটাইট," ক্যাট অস্ফুটস্বরে বলে উঠলো।

"কি এটা?" গ্রে জানতে চাইলো।

"এটা এক ধরনের আয়রন অক্সাইড, আগ্নেয় শিলার অপর নাম। আগের দিনে ইউরোপে প্রচুর পওয়া যেত। এটাতে সাধারনত লোহাই থাকে তবে কখনো কখনো ইরিডিয়াম আর টাইটেনিয়াম মিক্সডও থাকে।"

"ইরিডিয়াম?" র‍্যাচেল জানতে চাইলো। এটা ম্যাজাই হাঁড়ের সেই উপদানগুলোর একটা না?"

"হ্যা, কিন্তু এখানে এটা গুরুত্বপূর্ণ না। কারণ..." বলে ও থেমে গেল। "কমান্ডার একটা ব্যাপার আছে, এই হেমাটাইটে থাকা লোহা কখনো কখনো সামান্য চুম্বকের মতো কাজ করে।"

গ্রে সাথে সাথে বুঝতে পারলো ব্যাপারটা কি। "তার মানে ওরা শুধুমাত্র আলেকজান্দ্রিয়ার দিকে পয়েন্ট করে নি আরো পয়েন্ট করেছে ম্যাগনেটাইজড পাথরের দিকে। আচ্ছা, আগের দিনের লোকেরা এই হেমাটাইট দিয়ে কি বানাতো?" যদিও ও ধারণা করতে পারছে উত্তরটা কি হবে।

"কম্পাস," ক্যাট চিৎকার করে বললো। "ওরা কম্পাস বানাতো।"

"সবাই বোটে ওঠো, এখুনি।"

১১:১০ এ.এম

সবাই সাথে সাথে বোটে উঠেছে। এখন বোট চলতেও শুরু করেছে। সবাই যার যার ভেস্ট ট্যাঙ্ক খুলে রাখছে। যথারীতি র‍্যাচেল চালানোর সিটে। গ্রে ওকে বললো, "আস্তে চালিয়ো।"

"ও আবার আস্তে! হাসালে," মঙ্ক ফোড়ন কেটে বললো।

"আমি কম্পাস দেখছি," গ্রে বললো। "তুমি দুর্গটার চারপাশে একটা চক্কর দেবে কম্পাস যেখানে কোন ধরনের উল্টাপাল্টা আচরন করবে সেখানেই আমরা বোট নোঙর ফেলে সার্চ করবো।"

র‍্যাচেল মাথা ঝাঁকালো, আর মনে মনে ভাবলো নিচে যেখানেই যে ম্যাগনেটাইজড পাথরই থাক তা যেন ওদের বোটের কম্পাসকে রিএ্যাক্ট করার ক্ষমতা রাখে।

র‍্যাচেল গতি কমিয়ে আনলো।

ওদের বোট ধীরে ধীরে চলছে। গ্রে অত্যন্ত মনোযোগের সাথে কম্পাসের দিকে তাকিয়ে আছে।

"আচ্ছা এমনকি হতে পারে না নিচে পাথরটা নেই ওটা হয়তো দূর্গের ঠিক নিচে।"

"তাহলে আমরা এখানে সার্চ করার পরে ওখানে করবো," গ্রে জবাব দিল। "কিন্তু এখানে একটা কথা আছে আমার ধারণা সম্রাটের সমাধি যেখানেই থাক সেটার একটা দরজা আছে এবং সেটা হেমাটাইটের তৈরি। আর সেটা পানির নিচে হবার সম্ভাবনাই বেশি। কারণ এটা ধাঁধার দ্বিতীয় লেভেল।"

সবাই চুপ, বোট এগিয়ে চলেছে। গ্রে খুব মনোযোগের সাথে কম্পাস দেখছে।

ভিগর প্রশ্ন করলেন, "আমার মনে হয় সমাধি কোথায় লুকানো আছে সেটা নির্ভর করছে সময়ের উপরে। কারণ আমাদের ধারণা অ্যালকেমিস্টরা তেরোশ শতকের আশেপাশে এটা লুকিয়ে রেখেছিল। সেই সময়টা ছিল নস্টিক আর অর্থোডক্সের দ্বন্দ্বের সময়। তাই 'প্রশ্ন হলো ওরা ওটা ১৩০৩-এর আগে না পরে লুকিয়েছিল।"

কেউ জবাব দিল না। কিন্তু একটু পর গ্রে হিসহিস করে উঠলো, "থামো! থামো!"

ও কম্পাসে একটা হঠাৎ স্পন্দন দেখতে পেয়েছে। কম্পাসের কাঁটা আবার ঠিক হয়ে গেলো। ক্যাট আর ভিগরও তাকিয়ে আছে।

গ্রে র‍্যাচেলের কাঁধে টোকা দিল, "পেছনে নাও।"

র‍্যাচেল ব্যাক গিয়ার দিয়ে পেছনে নিতেই কাটা আবারো মাতালের মতো শুর করলো।

"নোঙর ফেল, এটাই আমাদের জায়গা। যদি কিছু থাকে তবে এখানেই আছে।"

সবাই আবারে যার যার গিয়ার পরে নিচ্ছে।

"মঙ্ক তুমি, আবারো বোটা পাহারা দেবে। আর যদি নামতে চাও..." মঙ্ক দ্রুত মাথা দুলিয়ে মানা করলো।

আবারো বোট ঠিক করে কমলা পতাকা উড়িয়ে দেয়া হলো।

রেডিও ঠিক করে নিয়ে গ্রে বললো সবাই যার যার হাতের কম্পাসের দিকে দেখবে।"

প্রথমে র‍্যাচেল ঝাঁপ দিল। পানি একদম কম, দশ মিটারের মতো। বাকিরা ওকে ফলো করলো।

"এখানে কিছুই নেই," র‍্যাচেল বেশ অবাক।

আসলেই তাই, সি-বেডে পরিস্কার বালি ছাড়া আর কিছুই নেই।

র‍্যাচের হালকা চালে সরছে হঠাৎ আবারো কাঁটা নড়ে উঠলো। "এখানে এখানে।'

ও নিচের দিকে ঝুঁকে কম্পাসে দেখে জায়গাটা নিশ্চিত করে এক হাতে ধরে ছুরিটা বের করে ও নিচের বালি সরাতে লাগলো। সপ্তমবারের মতো যখন ছুরি ঢোকালো বালিতে কিছু একটাতে লাগলো। "কিছু একটা আছে এখানে।"

ওরা সবাই এগিয়ে এসে হাত লাগালো। বালি সরাতে সরাতে একটা মূর্তি বেরিয়ে পড়লো।

গ্রে দেখলো র‍্যাচেল ওর গগল্‌সের ফাঁক দিয়ে বেশ অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। ও যখন প্রথমবার দেখে তখন ওরও এমন হয়েছিল।

"এটাও একটা স্ফিংস।"

১২:১৪ পি.এম

ওরা সবাই মিলে প্রায় দশ মিনিট ধরে বালি সরাবার পরে মূর্তিটার কোমরসহ নিচের সিংহের আকৃতি অনেকটাই পরিস্কার হয়ে গেল। এটাও বাকিগুলোর মতোই তবে এটা ইচ্ছে করেই বালিতে লুকানো ছিল।

"আমার ধারণা," ভিগর বলছেন। "এটার মাধ্যমে আমরা পরিস্কার একটা ধারণা পাই কখন অ্যালকেমিস্টরা তাদের সম্পদ এখানে লুকিয়ে ছিল। অবশ্যই লাইটহাউজ ভাঙার পরে।"

"হ্যা, আমারও তাই মনে হয়," গ্রে জবাব দিল।

ওরা ম্যাগনেটিক স্ফিংসের বেশিরভাগ অংশই বের করে ফেললো বালির ভেতর থেকে।

ভিগর বলে চলেছেন, "আমার ধারণা যদি বলি, তবে এই অ্যালকেমিস্টা খুব ভালো করেই জানতো তৃতীয় শতকে সেপ্টিমাস আলেকজান্ডারের টুম্ব কোথায় লুকিয়েছিল। তবে তারা ওটা ঘাটায় নি। কারণ এতে সবচেয়ে মূল্যবান কিছু কাগজপত্র আছে। তারপর ১৩০৩ তে লাইটহাউজটা ভেঙে কবরটা উন্মুক্ত হয়ে যায়। তখন এরা এই সুবিধা নিয়ে নিজেদের রহস্যসহ এটাকে আরো গভীরে লুকিয়ে ফেলে কারণ ওই সময়টা ছিল চরম মাত্রায় অস্থির সময়।"

"হ্যা, আর এই ব্যাপারটাই ওদের লুকানোর সময়কে একদম সঠিক করে দেয়। আমরা ধারণা করেছিলাম তেরোশ শতকের আশেপাশে হবে। কিন্তু এটার একদম সঠিক সময়টা হলো ১৩০৩। চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম দশক।"

"হুমম..."

"কিন্তু আমার কাছে যে ব্যাপারটা অবাক লাগছে সেটা হলো ওই সময়ে পাপাসি মানে পোপের শাসন নির্বাসিত হয়ে রোম থেকে ফ্রান্সে স্থানান্তরিত হয়েছে এবং পরবর্তী এক শতক পোপ-বিরোধীদের শাসন চলে।"

"তো?"

"আমার বক্তব্য হলো অন্য জায়গায় অন্য ম্যাজাই হাঁড়গুলো ইটালি থেকে জার্মানিতে সরানো হয়েছিল ১১৬২-তে, তখনো পোপ ক্ষমতায় ছিল না, শাসন চলছিল আরেক এন্টি পোপের।"

গ্রে ভিগরের ভাবনা ধরতে পারছেন। "মানে হলো এই অ্যালকেমিস্টরা শুধুমাত্র তখনই তাদের ক্লু লুকিয়েছে যখন পোপ ক্ষমতায় ছিল না।"

"আপাতদৃষ্টিতে তাই মনে হতে পারে। তবে আমার বক্তব্য ভিন্ন। কেমন? আমার মনে হয় এই সিক্রেট সোসাইটি লুকানো ছিল ক্যাথলিক চার্চ বা অর্থোডক্স

চার্চের আড়ালে। সুতরাং যখনই চার্চ বিপদে পড়েছে স্বাভাবিকভাবে এর ভেতরে লুকানো সোসাইটিও বিপদে পড়েছে। আর তখনই এরা এই ম্যাজাই রহস্যগুলো লুকিয়েছে।"

"তাই যদি হয় তবে এই ব্যাপারটা আমাদেরকে আলেকজান্ডারের টুম্ব খুঁজে বার করতে সাহায্য করবে।"

"কিভাবে?"

"একটা ব্যাপার বুঝুন। সেন্ট পিটারের টুম্বের নিচে লুকানো রহস্যটা ছিল একদম ক্যাথলিক চার্চের প্রাণকেন্দ্রে। তাহলে আমার মনে হয় এই রহস্যের বীজ লুকানো আছে আলেকজান্ডারের মিথলজির প্রাণকেন্দ্রে, মানে গ্রিক মিথলজির প্রাণকেন্দ্রে। এর প্রমাণও আছে আমার কাছে। আর সেটা হলো এই স্ফিংস। মিথলজির রহস্যের সিম্বল।"

"তার মানে কি এই স্ফিংসের ব্যবহার সেই রিডলের ইঙ্গিত বহন করে?"

"আমার মনে হয় ঠিক তাই।"

গ্রে গগল্‌সের আড়াল থেকে এক দৃষ্টিতে ভিগরের দিকে তাকালো। "তাহলে যেভাবেই হোক আমরা এর সমাধান করবো।"

১২:৩২ পি.এম.
ফাইনাল ডিসেন্ট ইন টু আলেকজান্দ্রিয়া

প্রাইভেট জেটটা টাওয়ার থেকে নামার পারমিশন পেল। শিচান চোখ মেলে দেখলো কোলের উপরে সূর্যের লাল আলো পড়েছে। হঠাৎ ওর বাম দিকে বিরাট একটা ছায়া পড়লো।

রাউল।

ও জানালা দিয়ে দেখলো ওদের জেটটা নামার জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছে। খালি রানওয়ে খুঁজছে।

"তোমার কন্ট্যাক্টরা কি জানালো?" শিচান বুঝলো লোকটা ওকে ফোনে কথা বলতে দেখেছে।

"ওরা এখনো পানিতে, তোমার কপাল ভাল হলে ওরা তোমার জন্যে ধাঁধাটার সমাধান করেই রাখবে," শিচান মৃদু হাসলো।

"আমার ওদের সমাধানের দরকার নেই," বলে ও ওর লোকদের সাথে কথা বলতে চলে গেল। সংখ্যায় ওরা ষোলজন, ড্রাগন কোর্টের সর্বশ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ একেকজন।

এর মধ্যেই ওর একজন লোকের সাথে কথা হয়েছে।

ড. অ্যালবার্তো মেরান্ডি।

সাদাচুলো একজন মানুষ। উনি প্লেনের পেছন দিকে বসে আছেন। লোকটাকে দেখে শিচানের বেশ অদ্ভুত লেগেছে। লোকটার সেরা বৈশিষ্ট্য হলো সে একাধারে

একজন দূর্দান্ত বিজ্ঞানী আর অন্যদিকে একজন দূর্ধর্ষ ক্রিমিনাল। উনি একটা সিসিলিয়ান ক্রিমিনাল দলের প্রধান। আবার ভ্যাটিকানেও বেশ গুরুত্বপূর্ণ একটা পদে ছিলেন। উনার ব্রেনের লেভেল নাকি আইনস্টাইনের মতো। উনিই প্রথম ড্রাগন কোর্টের বিজ্ঞানী যিনি এম-স্টেট সুপারকন্ডাক্টরের কার্যকারীতা পরীক্ষার মেশিন তৈরি করেন এবং ইনিই আবিষ্কার করেন কিভাবে এদের এনার্জি লেভেল কাজে লাগানো যাবে। উনি এটাকে নিয়ে বিভিন্ন জিনিসের উপরে পরীক্ষা করেছেন যেমন ফুল, পাখি, ফল, সব্জি আর উনার শেষ পরীক্ষাটা ছিল মানুষের পাকস্থলিতে। যেটার নিষ্ঠুরতা নাকি যেকোন নাজি এক্সপেরিমেন্টের চেয়েও খারাপ ছিল।

শিচান শুনেছে এই লোকটার আরেকটা দূর্বলতা হলো মেয়েমানুষ। সেক্সের জন্যে নয়, এক্সপেরিমেন্টের জন্যে।

শিচান এরইমধ্যেই গিল্ড থেকে আদেশ পেয়েছে একে শেষ করে দেয়ার। কিন্তু ও সঠিক সময়ের জন্যে অপেক্ষা করছে।

প্লেনটা নামতে শুরু করেছে। শিচান ভাবলো সিগমা টিম তাদের কাজ করে চলেছে। আসলে ওরা তার টেনশন না। কারণ বদ্ধ পানিতে মাছ শিকার করা কোন কঠিন কাজ নয়।

অধ্যায় ১২

রিডল অফ দ্য স্ফিংস

জুলাই ২৬, ১২: ৪১ পি.এম
আলেকজান্দ্রিয়া, মিশর

"ওই মাছটার কথা মনে রেখো," মঙ্ক উপরে বোট থেকে রেডিওতে বললো।

বারো ফিট নিচে, গ্রে তাকিয়ে আছে স্ফিংসটার দিকে। ওরা এর মধ্যেই বিভিন্ন সম্ভাবনার কথা আলাপ করেছে। তবে যে ধারণাটার ব্যাপারে সবাই একমত হয়েছে সেটা হলো, এই স্ফিংসটার নিচে কোন টানেল আছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো কয়েক মন ওজনের পাথরের এই বিরাট মূর্তিটা সরানো কিভাবে। লেভিটেশানের কথাও বলা হয়েছে। কারণ গ্রে'র কাছে বেশ খানিকটা পাউডার আছে মিলানের সেই চার্চে পাওয়া। সেটাকে অ্যাকটিভ করতে হলে ইলেকট্রিক সোর্স দরকার কিন্তু পানির নিচে সেটা সম্ভব না।

"কোন মাছের কথা বলছো তুমি?" গ্রে জানতে চাইলো।

"প্রথম ধাঁধাটায় বলা সেই মাছের কথা।"

"হ্যা, সেটার কি হয়েছে?"

"আমি এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি মূর্তিটা দূর্গটার দিকে মুখ করে রাখা।"

মঙ্কের কথাটা ভাবতে লাগলো গ্রে। তারপর বড় চিত্রটা কল্পনা করলো। "ক্যাটাকম্বস..." ও মঙ্কের ভাবনা ধরতে পারছে। "কিন্তু আসলেই কি ব্যাপারটা এতো সহজ হবে?"

"মনে আছে?" মঙ্ক বলেই চলেছে। "ওখানে কিভাবে আমরা মাছের মুখের নির্দেশনা দেখে ওটার সমাধান করেছিলাম? হতে পারে এখানেও ওটা টানেলের দিক নির্দেশ করছে।"

"আমার মতে মঙ্কের কথা ঠিক হতে পারে," ভিগর বললেন। "এই ধাঁধাটা সেট করা হয়েছিল সেই চতুর্দশ শতকে আমাদেরকে সেই সময়ের টেকনোলজিক্যাল সমস্যাগুলো মাথায় রাখতে হবে। ওই সময়ে ওদের কাছে স্কুবা গিয়ার ছিল না। কিন্তু ওদের কাছে কম্পাস ছিল। স্ফিংসটা হতে পারে আর কিছুই না স্রেফ ম্যাগনেটিক দিক নির্দেশনাকারী। তারপরের ব্যবহারটা কম্পাসের। ওটার দিক নির্দেশনা অনুযায়ী সামনে এগিয়ে দেখা যেতে পারে।"

"ঠিক আছে চল, তাহলে সেটা করেই দেখি।"

ও এগিয়ে যাচ্ছে বাকিরা ফলো করছে। দূরত্বটা বেশি না। কিছু দূরে এগিয়েই একটা পাথরের তৈরি ব্লক দেখা গেল, হাতে তৈরি।

"এটা নিশ্চয় সেই লাইটহাউজেরই অংশ বিশেষ," ভিগর বললেন।

"আমাদের আসলে আরো ছড়িয়ে খোঁজা উচিত," ক্যাট বললো।

"না," গ্রে ভাবছে এবং ও ধরতে পেরেছে আসলে ওদের কি করা উচিত। "আমার মনে হয় এখানেই আসল জিনিস লুকানো আছে। এই ছড়িয়ে থাকা নিদর্শনগুলোর মাঝেই বিশেষ ব্লকগুলো আছে। ঠিক যেমন সব স্ফিংসের মাঝে বিশেষটা লুকানো ছিল।" ও হাতের কম্পাস ফিক্স করে একটার পর একটা ব্লক পার হয়ে যাচ্ছে এমন সময় হঠাৎ একটাতে সিগন্যাল পাওয়া গেল।

ক্যাট ছোট ছুরি বের করে আচড় কেটে বললো, "এটাও হেমাটাইটের না। তুমি এটাকে না খুঁজলে জীবনেও আলাদা করে পাবে না।"

"মঙ্ক বোটটা এখানে এনে নোঙরটা নিচে ফেল," গ্রে বললো।

"ইয়েস বস।"

গ্রে ব্লকটার প্রান্ত খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে। কিন্তু কাজটা সহজ না। কারণ শত বছরের শ্যাওলা আগাছা আর কোরালের আক্রমনে ওটার কিনারা খুঁজে পাওয়া মুশকিল।

"সবাই এটাতে হাত লাগাও। এর কিনারা পরিস্কার করো। গ্রে পিটারের টুম্বটার কথা মনে করার চেষ্টা করলো, ওটাও পানির নিচে টানেলের সাথে সংযুক্ত ছিল। কাজেই ওরা যে ঠিক ট্র্যাকেই আছে এ ব্যাপারে ওর কোন সন্দেহ নেই।

আরেকবার।

কয়েক মিনিটের ভেতরে ব্লকটা মোটামুটি পরিস্কার হয়ে গেল।

ওদের বোটটা মাথার উপরে চলে এসেছে। নোঙরটা নেমে আসছে।

গ্রে ওটা ধরে ফেললো।

"এই তো।"

ও নোঙরটা হাতে নিয়ে বাকি সবাইকে হাত লাগাতে বললো। তারপর ওটাকে ব্লকের কিনারায় আটকে দিয়ে সরে এল।

"সবাই সরে যাও এবং সাবধান।"

"মঙ্ক বোট আস্তে আস্তে টান দাও।"

বোট ধীরে ধীরে টান দিচ্ছে ব্লকের মাথাটা আস্তে আস্তে উঠে আসছে। তারপর একগাদা ভুরভুরি তুলে ওটা উঠে এল। আস্তে করে পাশেই বালির উপরে পড়ে গেল। জিনিসটা প্রায় একফুট পুরু।

গ্রে সামনে এসে উঁকি দিল। উপরের তুলনায় ভেতরটা পরিস্কার। শ্যাওলা বা আগাছার প্রকোপ কম। তবে ভেতরটা একদম অন্ধকার এবং একটু এগিয়ে উপরের দিকে উঠে গেছে।

কিন্তু এটা গেছে কোথায়?

জানার একটাই উপায়।

গ্রে এগিয়ে যাচ্ছে, র‍্যাচেল প্রশ্ন করলো, "গ্রে কি করছো?"

"ভেতরে ঢুকছি, কাউকে না কাউকে তো ভেতরে ঢুকতেই হবে।"

"না, আগে আমরা চেক করার জন্যে ভেতরে অ্যাকুয়া ভু ক্যামেরা নামাতে

পারি," ক্যাট বলছে। "কোন একটা ফিসিং পোল ব্যবহার করেই আমরা চমৎকার নামাতে পারবো।

"আইডিয়াটা ভালোই তবে সময় লাগবে এতে।"

কিন্তু ওদের হাতে সময়ই তো নেই।

"আমিই যাবো, কথা দিচ্ছি দ্রুত ফিরে আসবো।"

বড় করে একটা নিঃশ্বাস নিয়ে ও ট্যাঙ্ক থেকে হুক খুলে ওটাকে আলাদা করে টানেলে ঢুকে পড়লো, কারণ ওটা নিয়ে ভেতরে ঢোকা সম্ভব না।

ভেতরটা অন্ধকার।

ও স্ফিংসের রিডল মনে কারার চেষ্টা করছে। এটাতে মানুষের প্রথম স্টেজের কথা বলা আছে হামাগুড়ি। এভাবে ও ভেতরে ঢুকছে।

তারপর মনে পড়ে গেল ভিগরের সতর্কবাণী, এই রিডল যারাই ভুল করতো সাথে সাথে তাদের মৃত্যু হতো।

১: ০১ পি.এম

গ্রে ভেতরে ঢুকতেই র‍্যাচেল বড় করে একটা নিঃশ্বাস নিল।

গ্রে এভাবে ঢুকে পাগলামি করলো না তো? যদি ভেতরে কোথাও আটকে যায়? যদি টানেলে ধস নামে? ভয়ঙ্করতম স্কুবা ডাইভিঙের একটা হলো কেভ ডাইভিং। এই খেলাটা শুধুমাত্র তারাই উপভোগ করতে পারে যারা মৃত্যুর ঝুঁকি নিতে পারে। আর গ্রে এখানে ঢুকেছে বাতাস ছাড়াই।

র‍্যাচেল শক্ত করে এক হাত দিয়ে টানেলের একটা প্রান্ত ধরে আছে। আঙ্কেল এগিয়ে এসে ওর একটা হাত ধরে মৃদু চাপ দিলেন।

ক্যাট টানেলে লাইট মেরে দেখলো। "আমি তো ওকে দেখতে পাচ্ছি না।"

"আমার ধারণা ও ওর লিমিট জানে। চিন্তা কোরো না।"

ক্যাট ভাবলো, *আসলেই কি?*

র‍্যাচেল এখনো উদ্বিগ্ন হয়ে তাকিয়ে আছে। ওর গত কয়েকদিনের অভিজ্ঞতা খুব উত্তেজনার আবার খুব ভয়েরও বটে।

হঠাৎ রেডিওতে শব্দ শোনা গেল, "হ্যালো, হ্যালো।" এটা গ্রে'র গলা।

"কমান্ডার," ক্যাট রীতিমত দাবড়ে উঠলো। "তোমার নিঃশ্বাস–"

"দাঁড়াও–"

ক্যাট র‍্যাচেলের দিকে তাকালো। মাস্ক থাকার পরও দু'জনেই দু'জনার মনের ভাব বুঝতে পারছে।

"অবস্থা হলো," গ্রে বলছে ওর কথা কিছুটা পরিস্কার।

"বল গ্রে," র‍্যাচেল বললো।

"আমি পানির উপরে মাথা তুলেছি। কিন্তু এই টানেলটা ছোট একটা কামড়ার মতো, এটা থেকে আরো দুটো টানেল চলে গেছে। দেখে শক্তই মনে হলো। আমি

সামনে যাচ্ছি।"

"দাঁড়াও আমিও যাবো," র‍্যাচেল বললো।

"না, আগে আমি গিয়ে দেখি নিরাপদ কিনা?"

র‍্যাচেল ওর ট্যাঙ্ক খুলে ফেলেছে। এখানে শুধু গ্রে একাই সাহসী না।

"আমি আসছি।"

"আমিও," ভিগর বললেন।

র‍্যাচেল বড় করে একটা দম নিয়ে নিজেকে ট্যাঙ্ক মুক্ত করলো। তারপর ঢুকে গেল টানেলে। চারপাশটা অন্ধকার। টানেলের শ্যাওলা আর দাম এমনভাবে চাপ দিতে চাচ্ছে যেন আটকে দেবে। র‍্যাচেল সর্বশক্তি দিয়ে পা চালাতে লাগলো। অবশেষে ওর কাছে মনে হলো যেন অনন্ত কাল পরে ও একটা পুলে এসে ভুস করে মাথা তুললো।

ওর পাশেই গ্রে।

এই গুহাটা মানুষের তৈরি। গ্রে একটা পাথর আকড়ে বসে আছে। গ্রে ওকে এক হাতে ধরে টান দিয়ে চেম্বারের ভেতরে তুলে নিয়ে এল।

"তোমার আসার কোন দরকার ছিল?"

"আর তোমারও একা যাবার কোন দরকার নেই।"

গ্রে র‍্যাচেলের কপাল থেকে একগুচ্ছ চুল সরিয়ে দিল। র‍্যাচেল ওর চারপাশের পাথরের ব্লকগুলো দেখছে।

"আমার ধারণা আমি খুব ভালোভাবেই এখন সামনে এগিয়ে যেতে পারবো।"

র‍্যাচেলও তাই আশা করলো।

১: ০৪ পি.এম

একটু পরেই ভিগর পুলের উপরে মাথা তুললেন। র‍্যাচেল উনাকে হাত ধরে উপরে উঠতে সাহয্য করলো।

র‍্যাচেল ওর মুখের মাস্ক খুলে ফেলেছে, কিন্তু গ্রে এখনো পরে আছে কারণ রেডিওটা এর সাথে বিল্টইন। কাজেই এটা থাকলে কথা বলতে সুবিধা হবে।

"ক্যাট শুনতে পাচ্ছো, তুমি ওখানেই থাকো। আমরা সামনে এগোচ্ছি আর আমাদের কোন বিপদ হলে ব্যাকআপের দরকার হবে। মঙ্ক, তুমি ক্যাটকে ব্যাকআপ দেবে," দু'জনেই সম্মতি জানালো।

গ্রে ওর মাস্ক এবার খুলে ফেললো। বাতাসে অদ্ভুত এক গন্ধ, প্রাচীন আর ভ্যাপসা।

তবে গ্রে'র মনে হলো ওরা সারফেসের বেশ কাছেই আছে।

"সমাধিস্তুপ," ভিগর একটা স্তুপের দিকে দেখালেন। তারপর চারপাশের দেয়ালে হাত বুলিয়ে বললেন, "লাইমস্টোন, আরেকটা ব্যাপার দেখুন ব্লকগুলো সিমেন্ট দিয়ে আটকানো। তার মানে এটার ডিজাইন একদম মূল লাইটহাউজের

মতোই।"

"আমার কী মনে হয় জানেন? এটা মূল লাইটহাউজেরই অংশ বিশেষ। ধরুন সেলার বা বেজমেন্ট বা ওই জাতীয় কিছু একটা ছিল হয়তো।"

ভিগর কাছের টানেলটার দিকে এগিয়ে গেলেন। এখানে দুটো টানেল আছে একটা ছোট একটা বড়। এটা ছোটটা।

গ্রে উনার হাত ধরে থামালো, "আমি আগে যাই, প্লিজ।"

"অবশ্যই কমান্ডার।"

গ্রে এগিয়ে যাচ্ছে, হাতে ফ্লাশলাইট। ও থেমে গিয়ে বললো, "সবগুলো ফ্লাশলাইট একসাথে জ্বালানোর দরকার নেই। আমরা আলো বাঁচিয়ে চলবো। কারণ এখানে কতোক্ষন থাকা লাগতে পারে‚কে জানে।"

গ্রে টানেলটার ভেতরে একটু কুঁজো হয়ে ঢুকে গেল। একটু ঢুকেই ও থেমে গেল। সর্বনাশ। গ্রে থেমে গেছে, ভিগরও কুঁজো হয়ে এগোচ্ছিলেন, গ্রে'র গায়ে এসে ধাক্কা খেলেন।

"ব্যাক, ব্যাক, ব্যাক, জলদি ফিরে চলুন।"

"কি? কি হয়েছে?" ভিগর শশব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলো। সে তড়িঘরি করে ফিরে যাচ্ছে।

গ্রে আবার আগের জায়গায় এসে বসে পড়লো।

র‍্যাচেল ওদের দিকে তাকিয়ে বললো, "কি ব্যাপার, কি হলো?"

গ্রে দু'জনার দিকে তাকিয়েই জবাব দিল, "আপনারা সেই গল্পটা শুনেছেন যেটাতে এক লোককে দুটো দরজার একটা পছন্দ করতে বলা হয়েছিল, একটাতে আছে সুন্দরী এক মেয়ে আর অন্যটাতে আছে একটা বাঘ।"

দু'জনেই মাথা দোলালো।

"হতে পারে আমি পুরোপুরি ঠিক না, তবে আমার মনে হচ্ছে আমরা সেই ধরনের একটা অবস্থাতেই আছি।"

গ্রে টানেল দুটো দেখালো। "মনে আছে স্ফিংসের সেই রিডল। হামাগুড়ি, সোজা হয়ে আর কোমর বাঁকা করে। আমরা এখানে এসেছি হামাগুড়ি দিয়ে। কাজেই..."

"এখন যেতে হবে সোজা হয়ে," ওর কথাটা শেষ করলো র‍্যাচেল।

"হ্যা, এখন আমাদের কাছে যাবার জন্যে দুটো রাস্তা আছে। দুটো টানেল। একটাতে আমাদেরকে যেতে হবে কুঁজো হয়ে, আরেকটাতে আমরা যেতে পারবো সোজা হয়ে। তার মানে আপনাদের কি মনে হয় আমাদের কোনটা ধরা উচিত।"

ভিগর উপরের দিকে তাকিয়ে দুটো টানেলই দেখলেন। "ছোটটা দিয়ে যাবার কোন কারণই নেই।"

"হ্যা, আমিও ঠিক তাই ভাবছি।"

ও ফ্লাশলাইটটা আবার তুলে নিল। টানেলটার দিকে সরু একটা পিচ্ছল পথ ধরে বহু কষ্টে এগিয়ে গল। ওর ঠিক পেছনেই র‍্যাচেল। এবার ভিগর পেছনে। ও

টানলটাতে ঢোকার আগে ভেতরে ফ্লাশলাইট মেরে দেখলো ভেঁজা পথ সোজা ভেতরে চলে গেছে। গ্রে ভেতরে ঢুকে পড়লো। ওর কাছে মনে হচ্ছে যেন ও মাথার উপরে দূর্গটার ওজন টের পাচ্ছে।

তারপর ও সামনে এগোল। র‍্যাচেল পেছনে আসছে। কিছু দূর ঢোকার পর ও থেমে গেল।

র‍্যাচেল পেছন থেকে জানতে চাইলো, "কি দেখছো?"

"অসাধারন...অবিশ্বাস্য!"

১: ০৮ পি.এম

অ্যাকুয়া ভু ক্যামেরার মনিটরে মঙ্ক উপর থেকে পানির নিচে বসে থাকা ক্যাটকে দেখছে। ও বোটে বসে রোদে পুড়ছে আর ক্যাটকে দেখছে। মেয়েটা পনির নিচে টানেল ঢোকার ব্লকটার উপরে একদম দীপ্ত ভঙ্গিতে বসে আছে। বসার বা নড়াচড়ার মধ্যে কোন ধরনের জড়তা নেই। ওর ফিটিং ডাইভিং ড্রেসের কারণে শরীরের সব খাজ আর ভাজ পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে।

মঙ্ক মনে মনে ভাবলো, *পারফেক্ট একটা ফিগার, পারফেক্ট একটা মেয়ে।*

একবার মাথা ঝাঁকিয়ে ও ঘুরে তাকালো দিগন্তের দিকে।

ওর পরনে ডাইভিং আউটফিট, শুধু গিয়ারগুলো পরে নি। আর চোখে অত্যন্ত শক্তিশালী একটা সানগ্লাস। কিন্তু তাতেও মনে হচ্ছে যেন ও রোদে পুড়ে যাচ্ছে। আর ডাইভিং পোশাকের কারণে ভেতরে বদ্ধ একটা গরম লাগছে। আসলে গরমটাই বেশি। এখানে ছায়ার ভেতরেও তাপমাত্র একশো ডিগ্রির বেশি।

ও পাশেই একটা বাস্কেট থেকে একটা ডায়েট কোকের ক্যান তুলে নিল। হঠাৎ মনিটর থেকে একটা চোখ তুললো, একটা জাহাজ আসছে এদিকেই। বেশ বড় একটা স্লিক শিপ, মিডনাইট ব্লু কলারের। প্রায় ত্রিশ ফুটি একটা জাহাজ। ও চোখ তুলে ভালো করে দেখলো সাধারন কোন জাহাজ না, একটা হাইড্রফয়েল। ওটা বেশ স্পিডেই চলছে আর এমনভাবে আসছে যেন পানির উপর দিয়ে না বরফের উপরে দিয়ে স্কিড করে আসছে।

ব্যাপার কি, এটা এতো স্পিডে আসছে কেন?

ও বেশ ভাল করে বোটটা খেয়াল করলো। ওটা পূর্ব হারবারের দিকে এগোচ্ছে বলে ওর মনে হলো। *বোটটা কি কোন ফেরি সাটল? না, ফেরি শাটল হবার পক্ষে ওটা যথেষ্ট ছোট। হতে পারে কোন আরব শেখের প্রাইভেট ইয়ট।* ও দূরবীনটা তুলে নিল। খুব ভালো করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো বোটটাকে।

জাহাজটার বো'তে একটা মেয়ে দেখতে পেল বিকিনি পরা। না, কোন বোরখা বা জোব্বা পরা কাউকে দেখতে পাচ্ছে না। ও এরমধ্যেই আরো বেশ কয়েকটা বোট জরিপ করে দেখেছে একটা বোটে ফুল সুইং পার্টি চলছে। শ্যাম্পেনের বন্যা বয়ে যাচ্ছে। আরেকটা বোটেও ডেক চেয়ারে দু'জন সান ট্যান করছে। ওর কাছে মনে

হয়েছে আলেকজান্দ্রিয়া আসলে মিশরের মিয়ামি।

"মঙ্ক," নিচ থেকে ক্যাট বললো। মঙ্কের কানে একজোড়া হেড সেট, যাতে করে ও নিচের কথা শুনতে পায়। "কি ব্যাপার?"

"আমি রেডিওতে কিছু আবছা কথা শুনতে পাচ্ছি কিন্তু সেটা আমাদের নয়। তুমি নাকি?"

"না। আমি না। আমার মনে হয় তুমি কোন মাছ ধরার বোটের ফ্রিকোয়েন্সিতে ঢুকে পড়েছে।"

"রজার দ্যাট।"

মঙ্ক আবার চোখে দূরবীন লাগিয়ে দেখলো হাইড্রফয়েলটা হারবোর থেকে গভীর পানির দিকে চলে গেল।

ভাল।

চারপাশটা আরেকবার দেখে নিয়ে মঙ্ক আবারো হেডফোন তুলে নিয়ে ক্যাটকে প্রশ্ন করলো, "কি খবর তোমার আর কোন প্রব?"

"না, এখন আর ওটা নেই।"

"ঠিক আছে আবার যদি কোন সিগন্যাল পাও আমাকে জানিয়ো।"

"ঠিক আছে। থ্যাঙ্কস।"

মঙ্ক আবারো দূরবীনটা তুলে নিল। হাইড্রফয়েলটা গেল কোথায়?

র‍্যাচেল গ্রে'র ঠিক পাশ দিয়ে টানেলটার ভেতরে এগিয়ে গেল। এত সুন্দর দৃশ্য ও শেষ কবে দেখেছে মনে করতে পারলো না। ওর পেছন থেকে আঙ্কেল ভিগর গ্রে'র আদেশ অমান্য করে হাতের ফ্লাশলাইটটা জ্বাললো। উনিও ভেতরের অবস্থা দেখে কথা বলতে পারছেন না। জায়গাটা আসলে একটা গুহা, মানুষের হাতে এর আকৃতি দেয়া হয়েছে। আকৃতিটা অনেকটা ড্রামের মতো আর উপরটা ডোমের মতো। ডোমের ভেতরটা কালো রঙ করা। তার মধ্যে চিক চিক করছে বিভিন্ন ধরনের তারা। তারাগুলো আসলে বিভিন্ন ধরনের মেটালিক ইমপ্ল্যান্ট। আর এর ঠিক নিচেই কামরাটার ঠিক মধ্যখানে একটা পুল। সেটার পরিস্কার স্বচ্ছ পানিতে উপরের তারাগুলোর একদম পরিস্কার চেহারা দেখা যাচ্ছে এবং পানিতে প্রতিফলিত হয়ে সেগুলো অদ্ভুত এক আলোকছটা ছড়াচ্ছে।

কিন্তু এটাই এই কামরার সেরা দৃশ্য না। পুলের ঠিক মাঝখানে এক মানুষ সমান উঁচু একটা কাঁচের পিরামিড। যেটাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন পানিতে ভাসছে, আর এটার সৌন্দর্য বর্ণনা করা সম্ভব না।

"এটা কি...?" ভিগরের প্রশ্নটা গ্রে ছিনিয়ে নিল।

"গোল্ড গ্লাস," গ্রে জবাব দিল। "একটা দানবাকৃতি সুপারকন্ডাকটর।"

ওরা সামনে এগিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলো। পানিতে পুলের চার কোনায় চারটা তামার পাত্র সেট করা। র‍্যাচেল চেক করে দেখলো এক ধরনের প্রাচীন ল্যাম্প

বলে মনে হলো ওর কাছে।

ভিগর পুলের মাঝখানের পিরামিডটা টেস্ট করে দেখছেন। ওটার আকার এবং আকৃতি এমনকি নির্মাণের ধরনও হুবহু গিজার প্রধান পিরামিডটার মতো। ভিগর গ্রে কে ডেকে বললেন, "এর ভেতরে কিছু একটা আছে।"

ওরা পিরামিডটার দিকে এগিয়ে গেল। পুলের পানির উচ্চতা এক হাটুর চেয়ে খানিকটা বেশি। র‍্যাচেল ওদিকে ল্যাম্পগুলো সেট করতে ব্যস্ত।

ওরা চারপাশ থেকে পিরামিডটা দেখছে এমন সময় র‍্যাচেল ছোট ছোট ল্যাম্পগুলো একে একে ধরিয়ে দিল। সাথে সাথে ওদের চোখের সামনে সব দৃশ্যপট যেন বদলে গেল।

পিরামিডটার সৌন্দর্য বহুগুনে বেড়ে গেছে সাথে সাথে সেই সাথে ধরা পড়লো এর দুটো লেয়ার। একটা বাইরের আরেকটা ভেতরের। ভেতরের লেয়ারে একটা বেদীর উপরে সাদা গাউন আর সোনার মুখোশ পরানো আকৃতি শুয়ে আছে। আকৃতিটার মুখায়ব অনেকটাই গ্রিক আদলের।

র‍্যাচেল কখন ওদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে দু'জনার একজনও টের পায় নি। "আলেকজন্ডার দ্য গ্রেট।"

ভিগর চারপাশে ঘুরছেন প্রতিটা আলাদা এঙ্গেলে জিনিসটা চেক করার জন্যে। তার চোখে পানি।

"মহান রাজার সমাধি, যার শেষ স্থান হয়েছে অপূর্ব সুন্দর এক পিরামিডের ভেতরে, অন্ধকার এক গুহায়।"

আঙ্কেল পিরামিডের নিচ দিয়ে হাত ঢুকিয়ে তার একটা আঙুল স্পর্শ করলেন। আঙুলগুলো ব্রোঞ্জে মোড়ানো।

"আঙুলগুলো ব্রোঞ্জে মোড়ানো কেন?" গ্রে জানতে চাইলো।

আঙ্কেল ফিরে এসে ওদের পাশে দাঁড়ালেন। "আমার মনে হয় এটা রোডস আইল্যান্ডের সেই মূর্তির স্মরণে। কারণ ওটা গড হেলিওসের হলেও আসলে তৈরি করা হয়েছিল আলেকজান্ডারের আদলে, তাই সেটার স্মরণে এখানেও তার আঙুলগুলো সেই মূর্তির ব্রোঞ্জ দিয়ে মুড়ে দেয়া হয়েছে।"

"আমার মনে হয় কি জানেন এই কামরাটার প্রতিটা জিনিসই আলেকজান্ডারের জন্যে এক একটা টেস্টামেন। সেই সব বিজ্ঞান আর সব জ্ঞান যা কিছু উনি ভালবাসতেন এবং আবিষ্কারে তার অবদান ছিল তার বেশির ভাগেরই এখানে একটা ছাপ আছে। কিভাবে বুঝলাম জানেন? এই যে দেখুন, এই পিরামিডটা গিজার পিরামিডের আদলে তৈরি, গিজার ওই পিরামিডটা আলেকজান্ডার খুব ভালোবাসতেন। একানকার লাইটিং সিস্টেম সেটাও সেই সময়ের তুলনায় অনেক উন্নত। এই যে উপরে তারা-নক্ষত্র আমার ধারণা এগুলো সাজানো হয়েছে স্পেস মডেল অনুসারে। তারপর এই যে এখানকার এই হ্রদের যে পানির যে সিস্টেম আমার ধারণা এটা আর্কিমিডিস প্রথম স্ক্রু শেপ যে ওয়াটার পাম্প আবিষ্কার করেছিলেন যেটা আমরা আজো ব্যবহার করি সেটার মাধ্যমে কোন সিস্টেম করা

আছে যার ফরে এখানকার পানি সবসময় একই লেভেল থাকে।"

"কিন্তু সেই সব বই আর স্ক্রল কই গেল যেগুলো সেপ্টিমাস রেখেছিল?" র‍্যাচেল জানতে চাইলো।

"আমার মনে হয়," ভিগর বলছেন। "আসলে সেই ভূমিকম্পের পরে এখানকার সব কিছু সেট করা হয় তখন সেগুলো সরিয়ে ফেলা হয়েছিল।"

"আর যদি সেটা থেকেও থাকে তবে খুব কাছেই কোথাও আছে।"

র‍্যাচেল বললো, "তার মানে কি আমরা আরো কোন কিছু আবিষ্কার করতে যাচ্ছি?"

"হতে পারে কিন্তু সেটা করার আগে আমরা আগে এই ধাঁধাটার সমাধান করে নেই," গ্রে বললো।

"না," ভিগর বললেন। "আমার ধারণা সেটা করা সম্ভব না। কারণ সেন্ট পিটারের ধাঁধাটার কথা মনে আছে। ড্রাগন কোর্ট সেটা বের করতে পেরেছিল একটা নির্দিষ্ট সময়ের পরে যখন তারা ম্যাগনেটিজমের ব্যাপারটা এক্সপোজ করেছিল। কারণ প্রতিটা ধাঁধার এক একটা লেভেল আছে যা এক্সপোজ হয় কিছু লেভেল পার করার পরে। আর এই ধাঁধাটা সেই লেভেল এখনো পার করে নি এবং এটার পুরোটা আমাদের কাছে নেই ও।"

"তাহলে এখন আমাদের করনীয় কি?" গ্রে জানতে চাইলো?

"ধাঁধার নির্দিষ্ট লেভেল পার করতে হলে আমাদেরকে সেই লেভেলে পৌছাতে হবে। আর তা করতে হলে আমাদেরকে এই পিরামিডটা অ্যাকটিভেট করতে হবে।"

"কিন্তু আমরা সেটা করবো কিভাবে?"

ভিগর জবাব না দিয়ে গ্রে'র দিকে ঘুরে বললেন, "আমার কিছু সোডা দরকার।"

১:১৬ পি.এম

গ্রে প্ল্যান করেছে ও রেডিওতে ক্যাটকে বোট থেকে কিছু কোকের ক্যান নিয়ে আসতে বলবে। "আচ্ছা আমাদের কাছে তো আছে ডায়েট কোক। এটা কি কোন সমস্য হবে নাকি নরমাল কোক দরকার?"

"না, সমস্যা নেই আমার আসলে এসিডিক কিছু একটা দরকার এখন সেটা কোক বা ভিনেগার যেকোনটাতেই চলবে।"

গ্রে র‍্যাচেলের দিকে তাকাতে, ও স্রেফ কাঁধ ঝাঁকালো।

"আপনি কি একটু ব্যাখ্যা করে বলবেন, প্লিজ।"

"আপনার কি মনে আছে ম্যাগনেটিজম কিভাবে কাজ করে? আগের দিনের প্রাচীন মানুষেরা এই ব্যাপারে বেশ ভালো জানতো এবং বুঝতোও বটে। আমরা যদি পুরো ব্যাপারটার একটা টোটাল সেট-আপ চাই তবে আমাদেরকে ওদের চিন্তা ভাবনা ধরতে হবে। আর ম্যাগনেটিজমের ব্যাপারটা কোন নতুন ব্যাপার না। কারণ ২০০ খৃস্টপূর্বাব্দেও চায়নিজ কম্পাসের দেখা পাওয়া যায়। এখানেও এই পানির

নিচে গুহাতেও এমনকি ম্যাগনেটিক মার্কার আছে।"

গ্রে মাথা দুলিয়ে বললো, "তার মানে এখানেও আমরা একটা ডেমনস্ট্রেশান করতে পারি।"

ভিগর থেমে গেলেন ক্যাটের আগমনে। ও একটা প্যাক নিয়ে এসেছে, তাতে কোকের ক্যান।

"আমার একটু ক্যাটের হেল্পও লাগবে," ভিগর বললেন। "কারণ আমি যা করতে যাচ্ছি তাতে মোট চারজন লোক লাগবে।"

গ্রে ক্যাটের কাছ থেকে ক্যান নিতে নিতে বললো, "উপরের কি অবস্থা? মঙ্ক কি করছে?"

"হ্যা, উপরে সব ঠিকই আছে। মঙ্ক বসে বসে রোদে পুড়ছে আর চারপাশে নজর রাখছে।"

"শোন, তুমি এক কাজ কর, এখান থেকে মঙ্ক পর্যন্ত সিগনাল পাওয়া যাচ্ছে না। তুমি একটু নিচে নেমে ওকে বলে আসো যে তোমারও এখানে একটু সময় লাগবে ওকে জানিয়ো আমরা এখানে কি করতে যাচ্ছি।"

ক্যাট নেমে গেল। তারপরে ও ফিরে আসার পরে ওরা সবাই মিলে কাজে নেমে পড়লো।

ভিগর প্রথমেই ওদেরকে পুলের কিনারায় বসানো চারটা তামার মটকা দেখালেন।

"আপনার তিনজন আমি আমরা সবাই মিলে ওই পট চারটার চারপাশে কোকসহ অবস্থান নিব।"

ওরা ছড়িয়ে পড়লো।

মটকার কাছে চলে গেছে।

"আমরা এখানে আরেকটা সায়েন্টিফিক এক্সপেরিমেন্ট ডেমনস্ট্রেট করবো। আমরা এখানে এমন একটা ফোর্সের নলেজ নিয়ে কাজ করবো যেটা বহু আগে গ্রিকরা করেছিল। আমরা আজকের দিনে এর অনেক এডভান্স লেভেল নিয়ে কাজ করি। কিন্তু আমাদের এখনকার কাজের জন্যে প্রাচীন পন্থাই দরকার। আমরা যে পদ্ধতিতে কাজ করবো গ্রিকরা এটাকে বলতো ইটেলিকট্রিকাস। ওরা জিনিসটার শুরু করেছিল অ্যাম্বারের গায়ে সিল্কের কাপড় ঘষে, এতে এক ধরেনর চার্জ উৎপন্ন হতো। ওরা সেই জিনিসটা খেয়াল করেছিল প্রথমে জাহাজের পালে এবং ওরা এটাকে বলতো সেন্ট অ্যালমোস ফায়ার।"

"ইলেকট্রিসিটি," গ্রে বললো।

ভিগর মাথা দোলালেন। "১৯৩৮ সালে একজন জার্মান আর্কিওলজিস্ট উইলহেলম কোয়েনিং, ইরাক জাদুঘরে একধরনের অদ্ভুত কাদা নির্মিত জার আবিষ্কার করে। ওগুলো ছিল মাত্র পনেরো সেন্টিমিটার লম্বা। ওগুলোর উৎপত্তি স্থল ছিল পার্সিয়া, আমাদের বিবলিক্যাল ম্যাজাইদের হোমল্যান্ড। ওগুলোর অদ্ভুত ব্যাপরটা হলো ওটাতে অ্যাসফল্টের প্রলেপ দেয়া, সেইসাথে ওটার ভেতরে কপার

সিলিন্ডার আর লোহার রড বিশেষভাবে সাজানো ছিল। যার সামন্যতম ভোল্ট বিষয়ে জ্ঞান আছে সে ই বুঝতে পারবে এটা কি।"

গ্রে অবাক হয়ে বললো, "সেই সময়ের ওরা এই জিনিস বানিয়েছিল?"

"হ্যা, কমান্ডার আপনি ঠিকই ধরেছেন। এগুলোর কম্বিনেশানটা পুরোপুরি একটা ব্যাটরি সেলের মতোই। আর তাই এগুলোর নামকরন করা হয়েছিল 'বাগদাদ ব্যাটারি'।

"প্রাচীন ব্যাটারি।"

"সায়েন্স ডাইজেস্ট ম্যাগাজিন ১৯৫৭ সালে কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে এই জারগুলো নিয়ে একটা পরীক্ষা চালায়। পরীক্ষাটা ছিল ওরা এটার সব ঠিক ঠাক করে এটা ভিনেগার দিয়ে পূর্ণ করে দেয় এবং এটা থেকে সত্যি সত্যি নির্দিষ্ট ভোল্টের বিদ্যুৎ উৎপন্ন হতে থাকে।"

গ্রে সাথে সাথে ওর সামনে থাকা জারের ভেতরটা দেখতে লাগলো। মনসিগনর ঠিকই বলেছেন। "আপনি কি বলতে চাচ্ছেন এগুলোও সেই ধরনের ব্যাটারি?"

ভিগর মাথা দোলালেন। গ্রে ভাল করে পুলের পানি জারগুলো আর পিরামিডের অবস্থান দেখতে লাগলো। ভিগরের কথা একদম ঠিক আছে। এখন ও বুঝতে পারছে এখানে পানি আর জারের অবস্থান এমন কেন। কারণ এই ব্যাটারিগুলো থেকে উৎপন্ন কারেন্ট পানি দিয়ে পিরামিডর দিকে প্রবাহিত হলে সেটা অ্যাকটিভেট হবে।

ক্যাট হঠাৎ প্রশ্ন করলো ভিগরকে, "আচ্ছা আমরা এই প্রাচীন ব্যাটারি, কোক এসব দিয়ে পরীক্ষা না করে বোট থেকে ব্যাটারি আনিয়ে নিলেই তো পারি?"

"না, পারি না," ভিগর জবাব দিলেন। "আমরা পারি না কারণ এতে করে মূল আয়োজনের স্ট্রাকচারটা পরিবর্তিত হয়ে যাবে আর বিদ্যুতের প্রবাহ এবং প্রবাহের মাত্রারও একটা ব্যাপার আছে যেটা এখানে ঠিক করাই আছে কিন্তু আমরা ব্যাটারি দিয়ে করতে গেলে ওটা ঠিক থাকবে না।"

গ্রে মনে করে দেখলো পিটারের সমাধিতে সেই চার্জের খেলা। ওখানে স্রেফ একটা প্লাস্টিকের জার ভর্তি পাউডার ছিল আর এখানে দানবাকৃতির একটা পিরামিড। কাজেই এখানে একটু ওলট-পালট হলে কি হতে পারে তা পরিস্কার বোঝা যায়। তাই ভিগরের কথাই ঠিক।

"এখন তাহলে আমরা কি করবো?" গ্রে জানতে চাইলো।

ভিগর ফচ করে একটা ক্যান ওপেন করে ফেললো। "আমরা প্রথমে এই জারগুলো ভরবো। আমি সবাইকে বলছি কাজ শেষ করে সাথে সাথে পিছিয়ে দাঁড়াবেন।"

১:২০ পি.এম

মঙ্ক বোটের কিনারায় বসে কোকের একটা খালি ক্যান পানিতে ছুড়ে মারলো। ওহ্,

ভীষন বিরক্ত লাগছে এভাবে বসে থাকতে থাকতে। এখন মনে হচ্ছে এর চেয়ে স্কুবা ডাইভিংই ভাল ছিল। এই অসহ্য গরমে পানি বরং এখন ওকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

হঠাৎ হারবারের দিক থেকে একটা ইঞ্জিনের গর্জন শুনে ও ফিরে তাকালো।

সেই হাইড্রফয়েলটা, আবার চলতে শুরু করেছে। ওটার ডেকে এখন বেশ একটা জটলা দেখা যাচ্ছে। *ব্যাপার কি? এত লোকাসমাগম কেন?* ও দূরবীনটার দিকে হাত বাড়ালো। ওটা চোখে লাগাতে লাগাতে মনিটরের দিকে তাকালো, *ঘটনা কি? উপরে নিচে চারপাশ এতো নীরব? আসলে হচ্ছেটা কি?*

১:২১ পি.এম

গ্রে জারের ভেতরে ওর তিন নম্বর ক্যানটা কাত করে দিল। এর মধ্যেই ও জারের ভেতরে কোকের বুঁদবুঁদের শব্দ শুনতে পাচ্ছে।

হাতেরটা ফেলে দিয়ে ও উঠে দাঁড়িয়ে শেষ ক্যানটাও খালি করে দিল।

বাকিরাও প্রায় একই সময়ে কাজ শেষ করে উঠে দাঁড়িয়েছে।

গ্রে একটু দূরে সরে এসে ওর জারটার দিকে তাকালো। ওটাতে এখন পূর্ণ মাত্রায় আলোড়ন চলছে। যেন ভেতরের কোক ফুটছে গরম পানির মতো। অন্যগুলোরও একই অবস্থা। হঠাৎ ধীরে ধীরে বুঁদবুঁদ কমতে লাগলো। গ্রে তাকিয়ে দেখলো বাকিগুলোরও কমে যাচ্ছে। *ঘটনা কি? ওরা কি ভুল করলো? নাকি ওদের পরিমাণ ঠিক হয় নি, নাকি পুরনো হয়ে জিনিসগুলো নষ্ট হয়ে গেছে, নাকি ভিগরের পুরো অনুমানই ভুল ছিল?* কয়েক সেকেন্ডর মধ্যে গ্রে'র মাথায় এতোসব চিন্তা খেলে গেল। ও দেখলো বাকিরাও হতভম্ভ হয়ে তাকিয়ে আছে।

তারপর হঠাৎ একটা স্ফুলিঙ্গ, তারপর আরেকটা তারপর সমানে হতে লাগলো জারগুলোর মুখে লাগানো রডগুলো।

একটা জার থেকে স্ফুলিঙ্গ বাড়তে বাড়তে পানিতে নেমে পিরামিডটার দিকে ছুটলো। একইভাবে সব কয়টা থেকে স্ফুলিঙ্গ পানিতে ছড়িয়ে পড়ছে।

"ব্যাটারিগুলোর একটু সময় লাগছে প্রপার চার্জ আসতে," ভিগরের কণ্ঠস্বর স্পার্কিঙের আওয়াজে হারিয়ে গেল।

গ্রে এগিয়ে গেল সামনে, "আমার মনে হয় না–"

হঠাৎ প্রচন্ড শব্দে স্ফুলিঙ্গগুলো পিরামিডটাকে ছেয়ে ফেললো।

"গ্রে এক লাফে পিছিয়ে এসে চিৎকার করে বললো, "সবাই পিছিয়ে আসো জলদি জলদি।"

আসলে ওর ওয়ার্নিং দেয়ার কোনই দরকার নেই। ইতিমধ্যেই যে খেলা শুরু হয়ে গেছে, পিছিয়ে না এসে উপায় নেই। সবাই এক কোনে একসাথে দেয়াল ঘেষে দাঁড়িয়েছে। চারপাশ থেকে যেন একটা চাপ অনুভব হচ্ছে। গ্রে সামনে তাকিয়ে ছিল তারপর উপরের দিকে তাকালো ওর কাছে মনে হচ্ছে যেন পুরো ড্রাম আকৃতির

কামরাটা শূণ্যে উঠে গেছে এবং ভনভন করে ঘুরছে। ও আসলেই দেখছে? নাকি দৃষ্টিভ্রম নিশ্চিত হতে পারলো না। তবে পানির মাঝে পিরামিডটা লেভিটেশনের বলে শূণ্যে উঠে গেছে আর সেটা যে ভনভন করে ঘুরছে এই ব্যাপারে কোনই সন্দেহ নেই।

তারপরেই শুরু হল আগুনের খেলা। এতোক্ষণ প্রচন্ড গতিতে বিদ্যুত বয়ে যাচ্ছে পনি আর পিরামিডটা ঘিরে আর পিরামিডের মাথা থেকে সেটা উঠে যাচ্ছে উপরে ডোমের গায়ে লাগানো তারাগুলোর গায়ে।

এবার শুরু হল আগুনের খেলা। পিরামিড থেকে এক ঝলক আগুনের শিখা সিলিঙের দিকে চলে গেল। তার্পর পুরোটা অদ্ভুত এক ধরনের নীলচে আগুনের মতো করে পানিতে ছড়িয়ে পড়লো।

গ্রে'র মনে হলো ওর চোখে আগুন ধরে গেছে। অন্য সবাই চোখ বন্ধ করে আছে। শুধু ওই চোখ খুলে রাখার লোভ সামলাতে পারছে না। কারণ এভাবে তাকিয়ে থাকা খুবই রিস্কি। চোখের রেটিনা জ্বলে যাবার সমূহ সম্ভাবনা আছে। অবাক করা একটা বিষয় পানিতে আগুন জ্বলছে।

গ্রে তাকিয়ে থেকেও নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। আসলে যে ব্যাপারটা ঘটছে সেটা হল পানিতে বিদ্যুৎ প্রবাহের ফলে পানির অণু ভেঙে অক্সিজেন আর হাইড্রোজেনে বিভক্ত হয়ে গেছে। সেই নিঃসৃত গ্যাস আর পনিতে বিদ্যুতের প্রবাহ মিলিয়ে মনে হচ্ছে নীলচে এক ধরনের আগুনের মতো প্রবাহিত হচ্ছে।

গ্রে এতদিন শুধু সুপারকন্ডাক্টরের এনার্জির ব্যাপারে পড়াশুনাই করেছে আর এখন চোখের সামনে সেটার বাস্তব চিত্র দেখে বুঝতে পারছে আসলে মানুষ যা ধারণা করে এর শক্তি তার চেয়ে অনেক বেশি।

পিরামিডটা থেকে যেন শক্তির আধার নিঃসৃত হচ্ছে।

কেউ কথা বলছে না, আসলে সবাই হতভম্ভ।

সবাই একে অপরকে চেপে ধরে বসে আছে। আসলে সবাই একজন আরেকজনের সান্নিধ্যে সাহস খোঁজার চেষ্টা করছে।

হঠাৎ এই গন্ডগোলের মাঝে ক্যাট চিৎকার করে উঠলো। ও উপরের দিকে তাকিয়ে আছে। "উপরে।"

গ্রে ঝট করে উপরে তাকালো। উপরের কালো সিলিঙে তারা আর অন্যান্য সব ঠিকই আছে কিন্তু এক ধরনের লেখা ফুটে উঠেছে। উপরে ডোমটার ঠিক মাঝখানে।

"এটাই ক্লু," র‍্যাচেল চিৎকার করে উঠলো। ভিগর উপরের লেখাটা অত্যন্ত মনোযোগের সাথে পড়তে ব্যস্ত।

গ্রে হাতড়ে বেড়াচ্ছে ওর ক্যামেরাটার জন্যে। "আমার ক্যামেরা কার কাছে? আমাকে একটা রেকর্ড রাখতে হবে।"

ভিগর গ্রে'র হাত চেপে ধরে বিড় বিড় করে কি যেন বললো। গ্রে উপরের দিকে

তাকিয়ে দেখলো লেখাটা মুছে যাচ্ছে। আর সেই সাথে চারপাশের উন্মত্ততাও কমে আসছে।

গ্রে উপরের দিকে অসহায়ের মতো তাকিয়ে আছে। লেখাটা আবছা হয়ে যাচ্ছে।

"কমান্ডার, অস্থির হবেন না। আমি ওটা পড়ে নিয়েছি।"

"আপনি পড়তে পেরেছেন? কোন ভাষা ওটা, গ্রিক?"

"হ্যা, কমান্ডার, এটা একটা গ্রিক প্রবাদ। প্লেটোকে আরোপিত একটা শ্লোক আমাদের এই মহাকাশকে সিম্বলাইজ করে।"

"শ্লোকটা কি?"

" 'উপরে যা নিচেও তা-ই।' "

গ্রে আবারো উপরের দিকে তাকালো লেখাটা প্রায় মুছেই গেছে সেই সাথে পানিতে আবার তারাগুলোর ছায়া দেখা যাচ্ছে। পুরো কামরাটা এখন একদম শান্ত।

"কিন্তু এটা দিয়ে বোঝানো হচ্ছে কি?"

র‍্যাচেল পিরামিডের ওপাশ থেকে ডেকে উঠলো। "এদিকে আসো সবাই।"

গ্রে পানির ঝাপটার শব্দ পেল। ওরা সবাই তারাতাড়ি রওনা দিল। র‍্যাচেল হাচড়ে পাচড়ে পিরামিডটার দিকে যাচ্ছে।

সাবধানে," গ্রে বলে উঠলো।"

"এখানে দেখ," র‍্যাচেল সবাইকে দেখালো।

সবাই দেখলো পিরামিডটার ঠিক নিচের দিকে একটা ছয় বাই ছয় ইঞ্চি ফোকড় তৈরি হয়েছে, এটা আগে ছিল না। কিন্তু সেটা মূল আকর্ষন না। এর ঠিক ভেতরেই আলেকজান্ডারের একটা হাত একদম মুষ্ঠিবদ্ধ অবস্থায় আছে। গ্রে এগিয়ে গিয়ে ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিল। ওর পরনে এখনো ডাইভিং দস্তানা আছে। ও সম্রাটের হাতটা নিজের হাতের ভেতরে নিল তারপর ধাতুর পাতে মোড়ানো হাতটা খেলার চেষ্টা করলো। লোহার মতো মক্ত। বহু কষ্টে গায়ের জোরে সেটা খুলতে হলো।

হাতের ভেতরে একটা বেশ বড় সোনার চাবি।

ও জিনিসটা নিয়ে এসে সবাইকে দেখালো।

"একটা চাবি," ক্যাট বললো।

"কিন্তু তালাটা কোথায়?" ভিগর জানতে চাইলেন।

সেটা যাই হোক আর যেখানেই হোক আমরা খুঁজে বের করবোই।" বলে ও উপরের দিকে তাকালো লেখাগুলোর আর কোন চিহ্নও নেই।

"উপরে যা নিচেও তাই," গ্রে বিড়বিড় করে বললো। "কি হতে পারে এটা?"

র‍্যাচেল বাইরের দিকে বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছিলো হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালো, "আমি মনে হয় কিছু একটা বুঝতে পেরেছি। আর সেটা যদি ঠিক হয় তবে আমি জানি কোথা থেকে শুরু করতে হবে।"

১:২৪ পি.এম

হাইড্রফয়েলটার পাইলট কম্পার্টমেন্টে দাঁড়িয়ে রাউল ওর ওয়েটসুটের জ্বিপ লাগাচ্ছে। এই বোটটা গিল্ডের। কিন্তু এই মুহূর্তে আছে ড্রাগন কোর্টের আন্ডারে এবং গিল্ড এটা সাময়িকভাবে ওদেরকে ভাড়া দিয়েছে।

রাউল মনে মনে ভাবছে অনেক হয়েছে এবার আর কোন ভুল না।

"শোন, কোনরকম সন্দেহের উদ্রেক না করে বোটটা যতোটা পারো বাঁকটার কাছে নিয়ে যাও," রাউল ক্যাপ্টেনের কানের কাছে মুখ এনে বললো।

দুটো মেয়ে, একটা কালো আর অন্যটা সাদা, দ'জনেরই পরনে বিকিনি। ওদেরকে ক্যামোফ্লেজ স্বরূপ বোটের বো'তে রাখা হয়েছে। তবে ওরাও এই ডেডলি ফোর্সের অংশ বিশেষ।

ক্যাপ্টেন রাউলের কথা শুনে আরো সতর্ক হয়ে গেল। ও হুইলটা সামান্য একটু ঘোরালো। রাউল চলে এল লোয়ার ডেকে। এখানে ওর স্কোয়াডের বরোজন লোক একদম প্রস্তুত অবস্থায় রয়েছে। এদেরকে নিয়েই ও একটু পর ডাইভ দেবে। আর ওর টিমের আরেকজন মেম্বার ড. অ্যালবার্তো মেরান্ডি উনি একটা কামরায় বসে ধাঁধা নিয়ে কাজ করছেন। রাউল ভাবলো ওর টিমের সবাই যার যার কাজে সেরা।

তবে একটা উটকো ঝামেলাও আছে।

মেয়েটা। শিচান!

ও সোজা মেয়েটার সামনে চলে এর লোয়ার ডেকেরই একটু আড়ালের একটা জায়গায়। মেয়েটা এখানে কাপড় বদল করে ওয়েট স্যুট পরছে। পরা প্রায় শেষ। তবে জিপ এখনো খোলা। মেয়েটার পেট আর ব্রেসিয়ারের আড়ালে ঢাকা বুক দেখা যাচ্ছে। রাউল একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। *মাগিটা যেমনই হোক ফিগারটা দারুণ*। শিচান ওর দিকে ফিরতেই ও দাঁত বের করে হাসলো। মেয়েটাও ওকে হাসিটা ফিরিয়ে দিল।

হেসে নে কুত্তি কোথাকার, একবার সুযোগ পেলে তোর ওই দাঁতগুলো আমি টেনে খুলবো।

কিন্তু এখন এটাকে সহ্য করতেই হবে। কারণ ওরা গিল্ডের টেরিটরিতে।

"আমরা নিচে কি করতে যাচ্ছি?" শিচান জানতে চাইলো।

"আমরা যাই করতে যাই তুমি শুধু সাথে থাকবে, কিছু করবে না," রাউল যদিও দেখে ফেলেছে যে মেয়েটা লুকিয়ে একটা অস্ত্র নিয়েছে।

"আমরা আর তিন মিনিটের ভেতরে ডুব দিতে যাচ্ছি। বোটটা আমাদের একটা নির্দিষ্ট পয়েন্টে নামিয়ে দেবে তারপরও উপরে থেকে যে কোন ধরনের সাপোর্ট দিতে রেডি থাকবে। এমনকি প্রয়োজনে উপর থেকে গুলি করার জন্যে আমি গানও রেডি রাখতে বলেছি," রাউল শিচানকে সব বুঝিয়ে দিল।

রাউল মাথা দোলালো। শালি যাইহোক নিজের কাজ বোঝে।

রাউল শিচানের দিকে তাকিয়ে একটা বিশেষ ইঙ্গিত করে বললো, "মাউন্ট আপ।"

১:২৬ পি.এম

এদিকে আলেকজান্ডারের সমাধিতে ঢোকার মুখের টানেলে র‍্যাচেল পাথুরে মেঝেতে হাটু গেড়ে বসে আছে। ও নিজের পয়েন্ট প্রমানে ব্যস্ত।

গ্রে ওর কাজ দেখতে দেখতে ক্যাটকে বললো, "তুমি এক কাজ করো নিচে নেমে বোটে গিয়ে মঙ্কের সাথে দেখা করে আসো। ওকে যতোক্ষন বলা হয়েছে তার চেয়ে বেশি সময় পার হয়ে গেছে। বেচারা হয়তো চিন্তা করছে।"

ক্যাট মাথা দুলিয়ে একবার চারপাশটা দেখে নিয়ে রওনা দিল।

ভিগর তার নিজের অনুসন্ধান শেষ করে ফিরে এসেছেন। "আমি যতো দেখছি ততোই অবাক হচ্ছি। তবে আমার মনে হয় না আমরা যেটা দেখেছি সেটা আবারো দেখা সম্ভব।"

গ্রে মাথা দোলালো ও র‍্যাচেলের কাজ দেখছে। "আমারও তাই মনে হয় এই গোল্ড গ্লাসের কাজটা ছিল অনেকটা ক্যাপাসিটরের মতো। আমার ধারণা ওটার কাজ শেষ।"

"তার মানে হলো," ভিগর বলছেন। "যদি ড্রাগন কোর্ট এই চেম্বারটা এখন আবিষ্কার করেও ওরা জানতে পারছে না যে এতে কি ক্লু দেয়া ছিল।"

"আর সেইসাথে সোনার চাবিটাও পাচ্ছে না," গ্রে বললো। "এতোক্ষনে আমরা আসলেই ওদের থেকে এক ধাপ এগিয়েছি।"

র‍্যাচেল এক ধরনের শান্তির আভাস পেল ওর কণ্ঠস্বরে।

"কিন্তু আমাদেরকে এখন এই ধাঁধাটার সমাধান করতে হবে। আমি শুরু করার একটা পয়েন্ট পেয়েছি বটে কিন্তু সেটাই সব না," র‍্যাচেল বললো।

গ্রে একধাপ এগিয়ে এল, "তুমি করছো কি বলো তো?"

র‍্যাচেল একটা ম্যাপ পাথরের উপরে ছড়িয়ে রেখেছে। ম্যাপটা সাধারন আর দশটা ম্যাপের মতোই কিন্তু র‍্যাচেল এতে বিভিন্ন দিক চেঞ্জ করে অন্য রকম করছে। নির্দিষ্ট কিছু জায়গাতে পয়েন্ট করছে। এটা হল সেই ম্যাপ যেটার উপরে গ্রে স্ল্যাবের উপরের ম্যাপটা এঁকেছিল। একটা ফেল্ট টিপ মার্কার দিয়ে পয়েন্ট করতে করতে র‍্যাচেল বললো, "আমি ফ্রেজটা মানে যেটা উপরে ফুটে উঠেছিল–'উপরে যা নিচেও তা-ই'–এটাকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছি। এখানে বলা মূল কথা, আসলে মহাকাশের তারার পজিশনগুলো আমাদের জীবনে নিয়ে আসা হয়েছে।"

"অ্যাসট্রোলজি?" গ্রে জানতে চাইলো।

"ঠিক তা নয়," ভিগর বলছেন। "আগের দিনে তারারা ছিল মানুষের জীবনের সাথে দারুণভাবে সম্পৃক্ত। যেমন ফসলের কাজে, সময়ের হিসাবে, দিক নির্ণয়ে, জাহাজ চালনায়, মন্দিরের পূজোতে, বিভিন্ন নির্মাণে তারা সাহায্য নিত তারার। তাই তারা এটাকে সম্মানও জানাতো বিভিন্নভাবে। যেমন গিজার মূল তিনটা পিরামিডকে

বলা হয় ওরিয়ন বেল্টের তিনটা তারার আদলে এদের অবস্থান বসানো হয়েছে। আবার বিভিন্ন চার্চ, মন্দির ব্যাসিলিকার নির্মাণে এদের অক্ষর ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আজকের দিনেও প্রাচীন সেই ঐতিহ্যকে সম্মান করা হয়।"

"তার মানে কি আমাদরকে একটা প্যাটার্ন বের করতে হবে। মানে আকাশের তারাদের অবস্থান অনুযায়ী কোথায় কি আছে সেটা বের করতে হবে," গ্রে বললো।

"আর এই সমাধির উপরে তুমি যে তারাগুলো দেখছো সেটা থেকে বের করা সম্ভব যে পৃথিবী থেকে কোথায় কোনটা দেখা যায়।"

"তাহলে আমার চুপ করে শোনাই ভাল, আমি এসব ঠিক ভালো বুঝি না," গ্রে বললো।

এতোক্ষনে আঙ্কেলও ওর সাথে বসে কাজ শুরু করে দিয়েছেন।

"ব্রোঞ্জ ফিগার অব দ্য কোলোসাস," আঙ্কেল বললেন। তার বুড়ো আঙুল একটা পয়েন্টে রাখা। "এটা সম্ভবত গিজার সেই সবচেয়ে বড় পিরামিডটা। তারপরে হলো এখানকার এই লাইট হাউজ মানে যেটার এই অবশিষ্টাংশ এখন আছে। আচ্ছা মোসোলিয়াম অব হ্যালিকারনাসাসের সাথে এর কি কোন সম্পর্ক আছে নাকি?"

"সরি," গ্রে জানতে চাইলো। "মসোলিয়াম অব কি?"

"হ্যালিকারনাসাস," র‍্যাচেল জবাব দিল। "এটা প্রাচীন সপ্তাশ্চর্যের একটা। মনে আছে বলেছিলাম সম্রাট আলেকজান্ডার কিভাবে প্রায় সবগুলো সপ্তাশ্চর্যের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন?"

"হ্যা, মোটামুটি। একদম তার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত। টেম্পল অব আর্টেমিস আর ব্যাবিলনের শূণ্যউদ্যান এই দুটোই ছিল এখানে," ভিগর ম্যাপে দেখালেন।

র‍্যাচেলও ম্যাপেই দেখছে। "আমি এগুলাকে মার্ক করেছি এরা ভূমধ্যসাগরের পূর্বাঞ্চলের প্রায় একই এলাকায় অবস্থিত। পিটারের টুম্বের ম্যাপে যেমনটা ছিল ঠিক তেমনি।"

গ্রে ম্যাপটা দেখছে। "তোমরা কি বলতে চাচ্ছ যে আমাদেরকে প্রাচীন এই সপ্তাশ্চর্যের ভেতরে একটা প্যাটার্ন বের করতে হবে।"

" 'উপরে যা নিচেও তা-ই।' " ভিগর বললেন।

"তাহলে এর শুরুটা হবে কোথা থেকে?" গ্রে প্রশ্ন করলো।

"সময় দিয়ে," জবাবটা র‍্যাচেলের। স্ফিংসের রিডল অনুসারে সময়টাই মূখ্য। মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু।"

"তাহলে কি এই সপ্তাশ্চর্যকে এদের নির্মানের সময় থেকে সাজ তে হবে?"

র‍্যাচেল জবাব দিল , "হ্যা, কিন্তু আমি ব্যাপারটা পুরোপুরি জানি না।"

"আমি জানি," ভিগর জবাব দিলেন।

উনি বসে মার্কারটা তুলে নিলেন। "প্রথম ক্লু হল গিজাতে কারণ পিরামিড সবার পুরনো। তারপর..." উনি সরে এসে ম্যাপের আরেক জায়গাতে মার্ক করলেন। "লাইটহাউজ।"

"কেন এটা কেন?" গ্রে জানতে চাইলো।

"কারণ এটা ছিল সাতটার ভেতরে সবার শেষে। আমি প্রথম আর শেষটা মার্ক করলাম। এটা হল লাস্ট স্টপ।"

উনি আবার কাজে লেগে গেলেন। "গিজা থেকে ব্যাবিলন, অলিম্পিয়া, যেখানে দেবতা জিউসের মূর্তি ছিল।"

"আলেকজান্ডার যাকে নিজের প্রকৃত পিতা বলে ভাবতেন," র‍্যাচেল যোগ করলো।

"এখান থেকে আমরা যাবো আর্টেমিসের টেম্পল ইফেসাসে, তারপর হ্যালিকারনাসাসে, সেখান থেকে রোডস আইল্যান্ডে আর সবার শেষে এখানে আলেকজান্দ্রিয়ার বাতিঘরে।"

"আমরা কি সঠিক পথে আছি? কারো কোন সন্দেহ বা কোন কনফিউশন?" ভিগর ম্যাপ থেকে মাথা তুলে জানতে চাইলেন।

র‍্যাচেল আর গ্রে দু'জনেই চরম মনোযোগের সাথে কাজ দেখছে।

"ট্রায়াঙ্গেল," গ্রে বিড়বিড় করে বললো।

"একটা নয় দুটো," র‍্যাচেল বললো। "এটাকে দেখতে আওয়ার গ্লাসের মতো লাগছে।

ভিগর মাথা দোলালেন। "এখানে যে জিনিসটা তৈরি হয়েছে সেটাকে তুলনা করা যেতে পারে একটাই জিনিসের সাথে। আর সেটা হল মিশরিয় বেন বেন স্টোন। গোপন এক জ্ঞানের প্রতীক।"

"এই বেন বেন স্টোনটা আবার কি?" গ্রে জানতে চাইলো।

র‍্যাচেল উত্তর দিল, "ওই জিনিসটা অনেকটা মিশরিয় পিরামিড, তারপর ওবিলিস্কের ক্যাটের মতো।"

"কিন্তু আর্টিস্টিক দৃষ্টিকোন থেকে এগুলো তিন কোণা হয়ে থাকে," ভিগর যোগ করলেন। "আপনি যদি আমেরিকান কারেন্সি মানে ডলারটা ভাল করে চেক করেন দেখবেন ওতেও একটা অবিলিস্কের ছবি আছে। ছোট্ট একটা পিরামিডের উপরে আলাদা একটা অংশ।"

"হ্যা, আমি দেখেছি ওটাতে একটা চোখের ছবিও আছে।"

"হ্যা, একটা খোলা চোখ, এই চোখটাই হল সেই গোপন জ্ঞানের সিম্বলিক রিপ্রেজেন্টশান। এর মানে কি জানেন? আপনাদের পূর্বপুরুষ যারা এর গোড়াপত্তন করেছিলেন তাদের উপরেও এগুলোর প্রভাব ছিল। যাই হোক, আমরা আমাদের কাজে ফিরে আসি। মিশরিয়দের জন্যে এটা ছিল সেই রহস্যময় সাদা পাউডারের সাথে সংযুক্ত। এমনকি এর বেন বেন শব্দটার সাথেও এর সংযোগ আছে।"

"মানে?" র‍্যাচেলকেও ব্যাপক কৌতুহলী মনে হচ্ছে।

"প্রাচীন মিশরিয়দের বানানের কিছু আলাদা বৈশিষ্ট্য ছিল। যেমন প্রাচীন মিশরে a-i-s মানে হলো 'ব্রেইন' কিন্তু এর উল্টোটা s-i-a এর অর্থ ছিল 'কনশাসনেস' মানে সচেতনতা। ব্যাপারটা বুঝে দেখুন, একদিকে ব্রেইন আরেকদিকে উল্টোলেই সচেতনতা। আমরা আবার বেন বেন-এ ফিরে আসি। অক্ষরগুলো b-e-n মানে ছিল

'পবিত্র পাথর' আর উল্টোলে N-e-b মানে হল 'গোল্ড' বা সোনা।"

"তার মানে হলো এই গোল্ড পবিত্র পাথর বা পবিত্র জ্ঞানের সাথে সংযুক্ত," গ্রে রীতিমতো চিৎকার করে উঠলো।

ভিগর মাথা দোলালেন, "মিশরেই সব কিছুর উৎপত্তি।"

"কিন্তু এর শেষ কোথায়?" র‍্যাচেল ম্যাপ দেখছে। "তাহলে এখানে আওয়ার গ্লাসের গুরুত্ব কি?"

ওরা সবাই পিরমিড টুম্বের দিকে ফিরে তাকালো।

ভিগর মাথা দোলালেন, "আমি শিওর কিছু বলতে পারছি না।"

গ্রে হাটু গেড়ে বসে বললো, "এবার আমি ম্যাপ নিয়ে কাজ করবো।"

"তোমার কি কোন আইডিয়া মাথায় এসেছে?" র‍্যাচের জানতে চাইলো।

গ্রে ওর দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলো। "এসেছে মানে, শুনলে তোমার পিলে চমকে যাবে।"

১:৩৭ পি.এম

গ্রে ওর ছুরিটা হাতের তালুর উল্টোপিঠে ব্যালান্স করে রাখলো। ওর সামনে ম্যাপটা রাখা। ও ম্যাপটাতে কিছু কাজ করেছে এবং সবাইকে সেটা এখন বোঝাবে।

"সম্রাটের দেহটা যেভাবে পিরামিড এবং একই সাথে এই কামরাটার ঠিক কেন্দ্রে যেভাবে আছে খেয়াল করে দেখুন ঠিক একবারে কেন্দ্রে অবস্থিত।" সবাই ওর কথা শুনে ওদিকে ফিরে তাকালো। এখন সবকিছু আগের মতো একদম স্থির, একই সাথে উপরের ডোমের তারাগুলো আবার নিচের পানিতে রিফ্লেক্ট করে একটা বিশেষ আলোছায়ার খেলা তৈরী করেছে।"

"এই অবস্থানটা ঠিক একদম চৌম্বকীয়ভাবে পৃথিবীর অক্ষীয় অবস্থানের মতো। এখন ম্যাপটা দেখুন। এখানে যদি আমরা পুরো ম্যাপটা পৃথিবীর কেন্দ্রীয় চুম্বকের আকারে এবং অবস্থানে বিবেচনা করি তবে কি দাঁড়ায়? সেই সাথে আরেকটা জিনিস হলো সম্রাদের হাতের ব্রোঞ্জ ফিঙ্গার, ওগুলো কোন দিকে ইঙ্গিত করে?"

র‍্যাচেল মনোযোগ দিয়ে দেখছে। "রোডস আইল্যান্ড।"

গ্রে মৃদু হাসলো। "একদম ঠিক। এখন যদি আমরা সেভাবে বিবেচনা করি এবং আওয়ার গ্লাসের অবস্থান অনুসারে অক্ষরেখা খুঁজে বার করার চেষ্টা করি তবে..."

বলে ও মার্কারটা তুলে নিয়ে কিছু এরিয়া মার্ক করলো। "আরেকটা দিক হলো নর্থ পোল। তারপরে-"

নিচের দিকে রেখাটা টানতে টানতে একটা শহরের উপরে এসে থামলো। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আরেকটা শহর।

"রোম!" ভিগর বেশ অবাক।

গ্রে পিছিয়ে গিয়ে আবার ফিরে বসলো। "হ্যা, রোম। কিন্তু রোমের কোথায়?

আবারো ভ্যাটিকানে?"

ও সবার দিক তাকালো।

র‍্যাচেল ভুরু নাচালো ওর চোখেও জিজ্ঞাসা।

ভিগর এগিয়ে এসে গ্রে'র হাত থেকে ছুরিটা নিয়ে নিলেন। "আমার মনে হয় কমান্ডার আপনার যুক্তি ঠিক কিন্তু একটু ভুল হচ্ছে।"

উনি ম্যাপে ছুরিটা ছোয়ালেন। "দুটো ট্রায়াঙ্গেল," তারপর আরেকটা রেখা আঁকলেন। একবার দেখে নিয়ে বললেন, "এবার কি মনে হচ্ছে?"

সবাই তাকিয়ে আছে।

ভিগর ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। "আমার মনে হয় আপনার রেখাটার ব্যাপারে রোমে কোন ভুল নেই। কিন্তু মনে আছে ধাঁধাগুলোর একাধিক লেয়ার?"

"তাহলে কোথায়?"

ভিগর তার টানা রেখাটা দেখালেন ওটা রোমকে ছুয়ে আরেকদিকে চলে গেছে। "রোম ছিল প্রথম স্টপ তারপরে..." তার রেখাটা ফ্রান্সে গিয়ে থেমেছে। ফ্রান্সের মার্সেইয়ে।

গ্রে ধরতে পারছে, সে মৃদু হেসে বললো, "দারুণ।"

"কিন্তু কেন?" প্রশ্নটা করেছে র‍্যাচেল। ও বোঝে নি।

"আরো স্পেসিফিকেলি বলতে গেলে এভিগনন। কারণ এখানেই রোমের মানে ভ্যাটিকানের পাপাসি অর্থাৎ পোপ নির্বাসিত ছিলেন প্রায় এক শ' বছরের বেশি সময় ধরে।"

"পোপের শাসনের আরেকটা ক্ষেত্র," গ্রে বললো। "প্রথমে রোম তারপর ফ্রান্স। দুটো ট্রায়াঙ্গেলের দুটো ক্ষেত্র। পাওয়ার আর নলেজের দুটো এলাকা।"

"কিন্তু তারপরও আমরা পুরোপুরি নিশ্চিত হচ্ছি কিভাবে? হয়তো আমরা এর বেশি গভীরে ঢুকে যাচ্ছি।"

ভিগর এর ব্যাখ্যা দিলেন। "মনে আছে আমরা এরমধ্যেই তারিখটা নিয়ে কাজ করেছি। যখন পোপ নির্বাসিত হয়েছিলেন। চতুর্দশ শতকের প্রথম দশক।"

দু'জনেই মাথা দোলালো, কিন্তু কেউই এখনো সন্তুষ্ট না।

"আর একারণেই এই চতুর অ্যালকেমিস্টরা আমাদেরকে এভাবে একটার পর একটা লেয়ার দিয়েছে। আচ্ছা কমান্ডার, আপনার কি মনে হয় এই গ্লাস কবে আবিষ্কৃত হয়েছে?"

"আমার মনে হয় হাজার বছর বা আরেকটু আগে।"

"চলবে," ভিগর সন্তুষ্ট হয়ে বললেন। "এই আওয়ার গ্লাস মানে বালিঘড়ি আবিষ্কারের সময়টা মেকানিক্যাল ঘড়ির আবিষ্কারের সময়ের সাথে একদম মিলে যায়-এখন থেকে সাতশো বছর আগে।"

"একদম ঠিক, যখন পোপ ফ্রান্সে নির্বাসিত হয়েছিলেন। মানে ফ্রেঞ্চ পাপাসি শুরু হয়েছিল তখন।"

গ্রে অনুভব করলো তার ভেতরে একটা দারুণ উত্তেজনা কাজ করছে। এখন

ওরা জানে ওদেরকে ঠিক কোথায় যেতে হবে। ফ্রান্সের এভিগননে। সেই সাথে ওদের কাছে সোনার চাবিটাও আছে। গ্রে র‍্যাচেল আর ভিগরের দিকে তাকালো, ওরাও একই ব্যাপার অনুভভ করতে পারছে।

"চলুন এখান থেকে, এখন আমরা বেরোই," গ্রে বললো।

"সম্রাটের সমাধির কি হবে?" ভিগর জানতে চাইলেন।

"এর ঘোষণা কমপক্ষে আরো একদিন পরে দিতে হবে। কারণ আমার ধারণা এর ভেতরেই ড্রাগন কোর্ট আসবে এবং ওরা দেখবে যথেষ্ট দেরি হয়ে গেছে।"

ও নিচের টানেলে নেমে দ্রুত ওর আন্ডার ওয়াটার গিয়ার পরতে শুরু করলো। ভারী সবকিছু তো উপরে রেখে এসেছিল তাই দ্রুতই কাজ শেষ হয়ে গেল। এখানে এখন থাকা মানেই রিস্ক। আর ক্যাট ও মঙ্ককে সুখবরটা দিতে হবে। ও পানিতে নেমেই রেডিওতে কথা বললো, "ক্যাট...মঙ্ক শুনতে পাচ্ছো?"

কিন্তু রেডিওতে স্রেফ খর খর আওয়াজ।

"শিট...!"

ও আবার পানির উপরে মাথা তুললো। র‍্যাচেল আর ভিগর প্রায় গিয়ার পরা শেষ করে এনেছে। ওকে ফিরে আসতে দেখে র‍্যাচেল জানতে চাইলো "কি ব্যাপার?"

"ড্রাগন কোর্ট! আমার ধারণা ড্রাগন কোর্ট এসে গেছে।"

অধ্যায় ১৩

ব্লাড ইন দ্য ওয়াটার

জুলাই ২৬, ১:৪৫ পি.এম
আলেকজান্দ্রিয়া, মিশর

ক্যাট শান্ত পানির উপরে মাথা তুললো।

মিনিটখানেক আগে ওর রেডিও একদমই অফ হয়ে গেছে। তাই মঙ্কের খবর নেয়ার জন্যে ও বেশ তাড়াহুড়ো করেই উপরে মাথা তুললো। মঙ্ক বোটে বসে যন্ত্রপাতি নাড়াচাড়া করছে।

"ব্যাপার কি? রেডিও–" ক্যাট জানতে চাইলো ও বোটে উঠে আসছে।

"বুঝলাম না, হলোটা কি?" মঙ্ক যন্ত্রপাতি নাড়াচাড়া করে বোঝার চেষ্টা করছে, ঘটনা কি?

তারপর ক্যাটের দিকে ফিরে বললো, "আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। রেডিওর সবই ঠিক আছে কিন্তু কথা নেই। তুমি জলদি বাকিদেরকে খবর দাও।"

ক্যাট পায়ের ফিন খুলে ফেলেছিল, আবার পরে নিয়ে দ্রুত ডাইভ দিল। ও ব্লকের মুখের টানেলটা দিয়ে ঢুকতে যাবে একটা ছায়ামূর্তি বেরিয়ে এল ওটা থেকে, বুকে নিল স্ট্রাইপ দেখে বুঝলো গ্রে। বাকিদেরকেও দ্রুত বের করে আনতে হবে। কিন্তু তার আর দরকার হলো না। তার আগেই পর পর আরো দুটো ছায়া মূর্তি বেরিয়ে এল। ভিগর আর র‍্যাচেল।

ক্যাট গ্রে'র দিকে তাকিয়ে ইশারায় বুঝিয়ে দিল রেডিও কাজ করছে না। সেই সাথে আরো বললো বিপদ। গ্রে উত্তরে বললো ওরা বুঝতে পেরেছে এবং সেই সাথে জানতে চাইলো উপরে কি অবস্থা? কোন বিপদ উৎ পেতে আছে কিনা?

ক্যাট জানালো, না এখনো কোন বিপদ দেখা দেয় নি।

তারপর উপরে উঠার ইশারা করে নিজেও উঠতে লাগলো। গ্রে দ্রুত উপরের দিকে উঠতে লাগলো। সেই সাথে উঠার আগে র‍্যাচেল আর ভিগরকেও উঠতে ইশারা করলো।

র‍্যাচেল দেখলো নোঙরের দড়িটাতে টান পড়লো এবং নোঙরটাও উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে। মঙ্ক যে কোন মুহূর্তে স্থান ত্যাগ করার জন্যে রেডি হচ্ছে। র‍্যাচেলও উঠতে শুরু করেছে হঠাৎ একটা বো বো আওয়াজ কানে এল। এটা রেডিওর আওয়াজ না। এক মুহূর্ত দেরি হলেও ওর নেভি ট্রেনিঙের সুবাদে ধরতে পারলো এটা কিসের আওয়াজ।

টর্পেডো।

একটা টর্পেডো ছুটে আসছে পানির নিচ দিয়ে এবং সেটার টার্গেট ওদের বোট।

র‍্যাচেল নিচের দিকে ঠেলা দিয়ে সাথে সাথে উপরের দিকে রওনা হলো মঙ্ককে সাবধান করতে কিন্তু ও জানে এতো অল্প সময়ের ভেতরে কিছুতেই সেটা সম্ভব না।

১:৪৬ পি.এম

মঙ্ক হাইড্রফয়েলটাকে এগিয়ে আসতে দেখে ইঞ্জিনটাকে স্টার্ট দিয়ে রেখেছে। তারপর দূরবীন চোখে লাগিয়ে নজর রাখছে। ফয়েলটা পেনিনসুলার আড়ালে হারিয়ে গেল। কিন্তু যাবার আগে মঙ্ক যা দেখতে পেল তাতে ওর সন্দেহের মাত্রা তড়াক করে বেড়ে গেল। প্রথমে ও দেখতে পেল স্টার্নে একটু গ্যাদারিং। তারপর দেখলো ফয়েলটা একটু স্লো হয়ে যেতেই পানিতে একটু আলোড়ন আর ভুরভুরি।

তারপরই জ্যাম হয়ে গেল ওদের রেডিও লাইন।

মঙ্ক বুঝতে পারছে ওদের এখুনি এই জায়গা ত্যাগ করা দরকার।

"মঙ্ক! সরে যাও," কণ্ঠটা গ্রে'র। ওর মাথা পানির উপরে ভেসে উঠেছে।

থ্যাঙ্ক গড।

ও একটা ফিন দেখতে পেয়ে চোখে দূরবীন লাগালো। একটা মেটাল ফিন দেখা যাচ্ছে।

"শিট..."

দূরবীন ফেলে মঙ্ক বোটটা ফুল থ্রটলে টেনে দিল। সাথে সাথে বোট ঝটকা দিয়ে আগে বাড়লো। গ্রে'র সাথে ওর দূরত্ব বাড়ছে।

"সবাই পানিতে ডুব দাও," ও চিৎকার করে উঠেই মঙ্ক নিজের মাস্কটা টেনে নিল। গিয়ার পরার বা স্যুটের জিপ লাগানের সময় নেই। ও লাফিয়ে উঠে পেছনের সিটে পা দিয়ে পানিতে লাফিয়ে পড়লো।

মঙ্ক তখনো শূণ্যে...টর্পেডো বোটটাকে আঘাত করলো। মঙ্কের মনে হলো ওর সমস্ত শরীরে কেউ ঘুষি মেরেছে। আগুনের শিখা ওর নাগাল পাবার আগেই ও পানিতে পড়ে গেল। মঙ্ক যখন চিৎকার করে উঠলো র‍্যাচেল তখন মাত্র পানি থেকে মাথা তুলেছে। মুখ তুলেই ও দেখতে পেল মঙ্ক শূণ্যে আর তখনই টর্পেডোটা বোটে আঘাত করলো। র‍্যাচেল সাথে সাথে আবার ডুব দিল।

আর তখনই বিস্ফোরনটা ঘটলো।

যদিও প্রায় সবাই পানির নিচেই তবুও আঘাতটা লাগলো ভয়ঙ্করভাবে। সবার কানে তালা লেগে গেল। শরীর মনে হলো কেউ যেন বজ্র মুষ্ঠিতে আঘাত করেছে আর মুখের মাস্ক মুখে চেপে বসে দম বন্ধ হয়ে এল।

র‍্যাচেলের মনে হলো আঘাতের ধাক্কায় ও যেন পানিতে গেঁথে যাচ্ছে। তারপর সেও চোখ তুলে তাকালো কিন্তু পুরোপুরি অন্ধ। চোখে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। কোনমতে হাচড়ে পাচড়ে পানির উপরে মাথা তুলে দম নিতে লাগলো।

কিন্তু আশে পাশে আর কোন মাথা দেখা যাচ্ছে না। একজনও না।

তারপর প্রথমে ওর বামদিকে পানি ফুড়ে উঠে এল একটা মাথা। মঙ্ক, সেও

মাথা তুলেই খাবি খেতে লাগলো।

র‍্যাচেল সাঁতার কেটে ওর দিকে এগিয়ে গিয়ে ওর একটা হাত ধরে ফেললো। ওর মুখের মাস্কটা ঠিক মতো পরতে না পারায় সেটা অর্ধেক ঘুরে গিয়ে মুখ আর নাক বন্ধ করে ফেলেছে তাই ও দম নিতে পারছে না। র‍্যাচেল ওটা ঠিক করে দিতেই মঙ্ক ফোঁস ফোঁস করে দম নিতে লাগলো।

ঠিক তখনই ওরা শুনতে পেল আরেকটা আওয়াজ। দুজনেই ঘুরে তাকালো।

একটা বিরাট হাইড্রফয়েল ওদেরকে ঘিরে চক্কর খাচ্ছে।

মঙ্ক চিৎকার করে উঠলো, "ডুব দাও।"

ওরা দুজনেই প্রায় একসাথেই ডুব দিল। বিস্ফোরণের কারণে বালি উড়ছে। পানি এখন একদম ঘোলা। দৃষ্টিসীমা কয়েক ফিটের বেশি না। র‍্যাচেল ভাবছে ওদেরকে যেভাবেই হোক এয়ার ট্যাঙ্ক আর গিয়াগুলো খুঁজে পেতে হবে তারপরে ব্লকের টানেলে ঢুকতে হবে।

সমস্যা হয়েছে যে ওরা আগেই সরে গেছে জায়গা থেকে তারপর আবার লাফ ঝাপ আর বিস্ফোরণের ধাক্কায় র‍্যাচেল নিজের পজিশন ঠিক করতে পারছে না, আর গিয়ারগুলোও খুঁজে পাচ্ছে না। তারপর আবার পানি ঘোলা। র‍্যাচেল নিজের ফুসফুসে চাপ অনুভব করছে।

ও আরেকবার চারপাশে তাকালো, *বাকিরা গেল কোথায়?*

আর গিয়ারগুলোই বা কই?

এতোক্ষণে ফুসফুসে বাতাসের অভাব ব্রেনে চাপ দিতে শুরু করেছে।

র‍্যাচেল দেখলো দুজন স্কুবা ডাইভার নেমে আসছে। দু'জনেই এসে হাতের অস্ত্র দেখিয়ে ওদেরকে উপরে উঠতে ইশারা করলো। দু'জনের হাতেই অস্ত্র ওরা আবারো অস্ত্র নেড়ে ওদেরকে উপরে উঠতে বললো। মঙ্ক শরীরে একটা ঝাকি দিল আর সাথে সাথে একটা স্পিয়ার উড়ে এসে ওর খোলা স্যুট ভেদ করে বেরিয়ে গেল।

লোকটা দু'আঙুলে নড়তে মানা করে ওদেরকে আবারো উপরে উঠতে ইশারা করলো।

র‍্যাচেল বুঝতে পারলো লাভ নেই, ওরা ধরা পড়ে গেছে।

গ্রে ভিগরকে সাহায্য করছে।

বোটটা বার্স্ট হবার সময়ে ভিগর ছিটকে এসে ওর গায়ে ধাক্কা খেয়েছেন। কারণ বিস্ফোরণের সময়ে ফাইবার গ্লাসের একটা টুকরো উনার গায়ে লেগে ওয়েট স্যুট ভেদ করে তাকে বেশ ভাল আহত করেছে।

গ্রে বুঝতে পারে নি আঘাতটা কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু ও ওর যথাসাধ্য চেষ্টা করছে।

গ্রে ওর এয়ার ট্যাঙ্কটা খুঁজে পেয়ে সেটা মনসিগনরকে পরিয়ে দিল। তারপর আবার ফিরে এল নিজেরটা খুঁজে পেতে। ও টানেলের খোলা মুখটা দেখতে পাচ্ছে।

একবার ভাবলো ঢোকে কিন্তু সেই সাথে ও ভাবলো যে ড্রাগন কোর্ট ওখানে যাবেই। কাজেই ওখানে গিয়ে লাভ নেই সেই ধরা পড়তেই হবে। ও আরেকবার আরেকটা কবরে বন্দী হতে চায় না।

ও নিজের ট্যাঙ্কটা তুলে নিয়ে ফিরে আসছে, উপরে তাকিয়ে দেখলো ভিগর তার গিয়ার পরে নিয়েছেন।

তখনই দেখতে পেল র‍্যাচেল আর মঙ্ক বন্দী হচ্ছে।

এখন যে করেই হোক ওদেরকে বাঁচাতে হবে। তা না হলে র‍্যাচেলদেরকে কোন সাহায্য করতে পারবে না। ও ভিগরকে ভাল একটা বোল্ডারের নিচে বসিয়ে রেখে বেরিয়ে এল। আগেই দেখেছে ব্লকটার ঠিক নিচেই ওদের সব গিয়ারগুলো পড়ে আছে। সাবধানে লুকিয়ে লুকিয়ে একটা একটা বোল্ডার আর মূর্তির নিচ দিয়ে প্রথমে সেখানে চলে এল, তারপর গিয়ারগুলো নিয়ে ফিরে এল আবার ভিগরের কাছে। সেগুলোকে ভিগরের জিম্মায় রেখে বেরিয়ে আসবে, দেখতে পেল আরো বেশ কয়েকজন ডাইভার নেমে আসছে তাড়াতাড়ি করে একটা মূর্তির আড়ালে লুকালো ও।

ভাবছে অন্যরা গেল কোথায়? বিশেষ করে ক্যাট। ও সাবধানে মূর্তির আড়াল থেকে উঁকি দিল। দেখতে পেল ডাইভারদের দল টানেলটা জরিপ করছে। তারপর একে একে টানেল ধরে নামতে লাগলো ওরা।

শেষ ডাইভারটা নামছে তার লম্বা সরু আকৃতি দেখে গ্রে অনুমান করলো এটা শিচান।

শিচান টানেলটা ধরে নেমে যাবার পরে সাবধানে বেরিয়ে এল গ্রে।

ওরা আর কেউ নেই এখন। কিন্তু ক্যাট গেল কই? আগে ওকে খুঁজে বার করতে হবে।

গ্রে সামনে এগোতে যাবে ওর পেছন থেকে একটা ছায়ামূর্তি বেরিয়ে এল একেবারে সামনে। সাথে সাথে একটা স্পিয়ার গানের বর্শার মাথা চেপে ধরলো একবারে ওর পেটে। সরে যাবার আর উপায় নেই। পেছন থেকে আরেকটা ছায়া মূর্তি ওর গলায় চেপে ধরলো একটা ছুরি। গ্রে দেখলো প্রথমজন ওর পেটে যেখানে বর্শা চেপে ধরেছে সেখান থেকে রক্তের একটা ছোট মেঘ ছড়িয়ে পড়ছে। লোকটার বিশাল আকৃতি দেখে আগেই অনুমান করতে পেরেছিল কে হতে পারে, তবুও মুখটার দিকে তাকিয়ে শিওর হলো।

রাউল।।

মাস্ক লাগনোর পরও গ্রে বুঝতে পারলো, হারামিটা হাসছে।

র‍্যাচেল মঙ্ককে সাহায্য করলো উঠে আসতে। কারণ বর্শাটার একটা অংশ ওকে নিচের বালির সাথে আটকে দিয়েছে।

লোকটা আবারো ইশারা করলো ওদেরকে উপরের দিকে উঠতে।

র‍্যাচেল আর কোন কিছু করতে মঙ্ককে মানা করলো। তবুও চারপাশে তাকিয়ে দেখলো এ জায়গাটা টানেলের ব্লক থেকে বেশ দূরে। কাছেই একটা মূর্তি আছে।

এতোক্ষনে পানি অনেকটা পরিস্কার হওয়াতে এখন দেখতে পাচ্ছে ও মূর্তিটা।

ওরা উপরের দিকে উঠতে শুরু করেছে। হঠাৎ কোথাও কিছু নেই প্রথম ডাইভারের হোস পাইপটা দিয়ে ভোস ভোস করে বাতাস বেরুতে লাগলো। র‍্যাচেল একটা ছুরির ঝলক দেখতে পেল। লোকটার পেছন থেকে একটা লালচে কালো মেঘ ছড়াতে শুরু করেছে।

আর দ্বিতীয় ডাইভার বেশ খানিকটা সরে এসেছিল তার কপাল হলো আরো খারাপ। হোসপাইপের সাথে তার গলাটাও ফাঁক হয়ে গেল।

আক্রমনকারীর বুকের কাছে ওয়েট স্যুটের স্ট্রাইপ দেখে র‍্যাচেল বুঝলো ক্যাট। ও প্রথমেই ওর কাছে এসে মুখ থেকে পাইপটা বের করে নিয়ে নিঃশ্বাস টেনে নিল। তারপর সেটা বাড়িয়ে দিল মঙ্কের দিকে।

ক্যাট ইশারায় বললো ও মূর্তিটার আড়ালে লুকিয়ে ছিল সুযোগ বুঝে আক্রমন করেছে। ও ইশারায় উপরের দিকে দেখালো কিন্তু র‍্যাচেল মানা করলো।

এবার ক্যাট দেখালো বালিতে পড়ে থাকা দুটো স্লেডের দিকে। এগুলোতে করেই ওদেরকে আক্রমনকারীরা এসেছিল। ক্যাট ইশারায় বললো ও চালাতে জানে না। কিন্তু মঙ্ক জানে, ও এগিয়ে এসে একটা স্টার্ট করে ওদরেকে ইশারা করতেই র‍্যাচেল উঠে বসলো।

কিন্তু ক্যাট উঠলো না, ও ইশারা করে দেখালো টানেলটার দিকে, ও গ্রে'কে সাহায্য করতে যাচ্ছে। ওদেরকে বাই দিয়ে ও টানেলের দিকে রওনা দিল।

আর মঙ্ক স্লেডটা নিয়ে একটু এগিয়ে রওনা দিল উপরের দিকে।

পানির উপরে উঠে ওরা তিমি মাছের মতো ফুস ফুস করে দম ছাড়তে লাগলো। র‍্যাচেলের ধারণা ওরা রেকর্ড না করলেও যে পরিমান সময় পানির নিচে থেকেছে তাতে রেকর্ডের কাছাকাছি হয়ে যাবে।

"আহ...আহ..." মঙ্ক কোন কথা বলতে পারছে না।

র‍্যাচেল চেষ্টাও করলো না। এখনো দম নিচ্ছে। একবার চারপাশে দেখলো। ওদের স্লেড যেখানে ভেসে উঠেছে জায়গাটার একদিকে ওদের পোড়া বোট পানিতে ভাসমান তেলে এখনো জ্বলছে। আর আরেকদিকে হাইড্রফয়েলটা।

ওটার উপরে সশস্ত্র গার্ড।

র‍্যাচেল ফিস ফিস করে বললো, "পালাতে হবে, ওরা দেখে ফেলার আগেই।"

ওর কথা শেষও হলোনা গুলির আওয়াজ শোনা গেল।

হাইড্রফয়েলটা থেকে ওদেরকে দেখে ফেলেছে।

মঙ্ক চিৎকার করে উঠলো, "শক্ত করে ধরো।"

ও মেশিনটা স্টার্ট দিয়ে ফেললো।

রাউল এবং তার সঙ্গী দু'পাশ থেকে এসে ওকে আটকে রাখার পরেও গ্রে একটা রিস্ক নেয়ার চেষ্টা করলো। একটা হাত দিয়ে রাউলের স্পিয়ার গানের মাথাটা চেপে

ধরলো যাতে করে ও ফায়ার করতে না পারে, আরেক হাতে পেছনের ডাইভারের ছুরিটা ধরার চেষ্টা করলো। রাউলেরটাতে সফল হলেও ডাইভারের ছুরিটা ধরতে পারলো না। লোকটা ফস করে টান দিতে ও একটা ঝাঁকি দিয়ে মাথাটা শুধু একটু পেছাতে পারলো। তাই গলা বেঁচে গেলেও হোস পাইপটা কেটে বাতাস বেরিয়ে যেতে লাগলো। রাউল এবার এগিয়ে এসে ওর হাতের স্পিয়ার গানের পেছনটা দিয়ে ওর পেটে একটা জোরে গুঁতো মারলো।

গ্রে'র মনে হলো ওর পেট থেকে সব বাতাস একসাথে বেরিয়ে গেছে।

একদিকে কাটা হোস পাইপ, ওর মনে হলো ফুসফুসে এক কণাও বাতাস নেই।

ও ভীষনভাবে খাবি খাচ্ছে রাউল এগিয়ে এসে ওর গলা চেপে ধরে টানেলটার দিকে দেখালো।

ওর আর কোন উপায় নেই। ওরা তিনজন মিলে সেদিকে রওনা দিল।

টানেল ধরে এসে গ্রে পানির উপরে মাথা তুলে শব্দ করে বাতাস টানতে লাগলো। তারপর একটু স্থির হয়ে দেখলো রাউলের লোকেরা সবাই উঠে এসেছে। ওদের সাথে শিচানও আছে। সে বেশ শান্ত ভঙ্গিতে একটা দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে আছে। ওকে দেখে তার মুখেরভাবে কোন পরিবর্তন হলো না।

একটু পরেই পানির উপরে মাথা তুললো রাউল। প্রথমে তার মাথাটা উঠে এল তারপর কিনারায় দুইপাশে দুটো হাত রেখে একটানে শরীরটাকে উপরে তুলে ফেললো। বিশালদেহী লোকটার দূর্দান্ত শারিরীক শক্তির এক দারুণ ডেমনস্ট্রেশান। ওর সাথে এয়ার ট্যাঙ্ক নেই। *এই বিশাল দেহ নিয়ে টানেল ধরে সে নিজে আসতে পেরেছে এই বেশি, আর তো ট্যাঙ্ক। নিশ্চয় নিচে ফেলে এসেছে।* গ্রে মনে মনে ভাবলো।

মুখের মাস্ক খুলে সে গ্রে'র দিকে ফিরে তাকালো।

এই প্রথমবারের মতো দু'জন দু'জনকে শান্ত পরিবেশে ভালো করে দেখছে।

লোকটার চোখেমুখে যে ব্যাপারটা প্রথম নজরে আসে সেটা হলো, নিষ্ঠুরতা। চোখা নাক, বসা চোয়াল আর চাপা ঠোঁটের দিকে তাকালেই বোঝা যায় এর মনে দয়া-মায়া বলে কোন শব্দ নেই। তার সোজা করা কালো চুলগুলো কাঁধ ছাড়িয়েছে। বিশাল দেহ, মস্ত চওড়া কাঁধ। সারা শরীরে পেশি কিলবিল করছে। লম্বা মজবুত একেকটা হাত গ্রে'র উরুর সমান মোটা হবে। নিশ্চিত স্টেরয়েড নেয়া শরীর, আর সেই সাথে প্রচুর জিম ওয়ার্ক। তবে বাস্তব দুনিয়ার কায়িক শ্রমের সাথে এই শরীরের কোন সম্পর্ক নেই।

একটা ফার্মের মুরগি, গ্রে ভাবলো। তবে দারুণ শক্তিশালী একটা মুরগি।

রাউল ওর সামনে এসে এসে একটা টওয়ারের মতো দাঁড়ালো। ওর চেয়ে প্রায় এক হাত বেশি উঁচু। লোকটার ভাব এমন যেন শারিরীক আকৃতি দিয়ে গ্রে'কে ছোট করতে চাইছে।

গ্রে ওর দিকে চোখ তুলে তাকালো, দৃষ্টিতে কোন জড়তা বা ভয় নেই। ও খুব সাধারনভাবে প্রশ্ন করলো, "কি?"

"তুমি যা যা জানো সব আমাদেরকে বলবে এখন," রাউলের ইংরেজি ঝড়ঝড়ে তবে তাতে তাচ্ছিল্য আর জার্মান টান। ওর কণ্ঠস্বর একটু ফিসফিসে, স্টেরয়েড নেয়ার ফল।

"যদি না বলি?"

টানেল থেকে একটা মাথা ভেসে উঠলো, ভিগর। *হায় হায়, তাকেও ধরে ফেলেছে।*

ভিগরকে পানি থেকে টেনে তোলা হলো, সেটা মোটেও ভদ্রভাবে না। তারপর একটা বস্তার মতো ঠেলে ফেলে দেয়া হলো একপাশে। এবার আরেকটা মাথা ভেসে উঠলো। এই লোকটাই গ্রে'র গলায় ছুরি ধরেছিল, ও-ই ভিগরকে ধরে এনেছে। আচ্ছা এর দেরি হবার কারণ তাহলে এই।

ভিগরের মুখের একটা পাশ রক্তে ভেসে যাচ্ছে। গ্রে ওর দিকে এগোতে নিল রাউল একটা হাত তুলে ওকে থামালো। একজন ভিগরের দিকে স্পিয়ার গান তাক করে ছিল। এবার আরকেজন এসে তার গলায় একটা ডাম্বেলের মতো বোমা বেঁধে দিল।

"আমি বেশি কথা পছন্দ করি না। তুমি যা জানো সব বলবে। তা না হলে মনসিগনরের গলার চার্জটা অ্যাকটিভেট করে তাকে নিচে ফেলে দেয়া হবে। কিছুক্ষনের ভেতরে উনি মাছের খাবারে পরিণত হবেন। এখন বল।"

"কি জানতে চাও?"

"সব কিছু, যা যা তুমি জানো। তবে তার আগে আমাদেরকে দেখাও তোমরা এখানে কি আবিষ্কার করেছো?"

গ্রে হাত উঁচু করে টানেলটা দেখালো।

সাথে সাথে ভিগরের চোখ বড় বড় হয়ে গেল। কারণ গ্রে সম্রাটের সমাধির টানেলটা না বরং অন্য ছোট টানেলটা দেখিয়েছে।

"ওইদিকে যেতে হবে।"

রাউলের লোকেরা অস্ত্র হাতে একে একে ওদিকে রওনা দিল। রাউলের সাথে নিচে রয়ে গেল তিনজন।

শিচান ওদের সাথে রওনা দিতে যাবে রাউল মানা করলো। "তুমি পরে যাবে।"

শিচান ওর দিকে তাকিয়ে কড়াভাবে প্রশ্ন করলো, "তুমি আর তোমার লোকেরা কি এই এলাকা ছেড়ে সুস্থভাবে বেরিয়ে যেতে চাও?"

রাউলের মুখ লাল হয়ে গেল।

"কারণ এখান থেকে যেতে হলে তোমাকে আমাদের বোটে করে যেতে হবে," শিচানের কণ্ঠে আগুন।

রাউল একদম চুপ।

গন্ডগোল একটা লাগতে যাচ্ছে।

গ্রে ভিগরের দিকে ফিরে তাকালো। দু'জনেই চোখের ইশারা বিনিময় করলো। ওরা দু'জনেই তারপর উপরের নিচু টানেলটার দিকে তাকালো। কে জানে স্ফিংসের

রিডল ঠিক কিনা। যদি হয়ে থাকে তবে ভুলের মাশুল গুনতে হবে প্রাণ দিয়ে।

মঙ্করা পরোয়া না করে স্লেড ছোটালো। এতো ছোট একটা স্লেডে দুজন বসাই দায় তার উপরে মঙ্ক ওটাকে ছোটালো তীব্র গতিতে। পেছনে সমানে গুলির শব্দ হচ্ছে আর ওদের আশেপাশে একের পর এক বুলেট এসে লাগছে।

ওদের এখান থেকে পোতাশ্রয় বেশি দূরে না। প্রথমে লোকজন গুলির শব্দ শুনে এদিকে ফিরে তাকালো। তারপর ওখানে শুরু হয়ে গেল আতঙ্ক। এপাশের বোটগুলো এলোপাথারি সরে যেতে লাগলো। মঙ্ক বুঝতে পারছে যেভাবে চারপাশে বুলেটের বৃষ্টি হচ্ছে যেকোন সময় যে কেউ গুলি তো খাবেই সেই সাথে আশেপাশের কোন বোটের লোকজন বা পোতাশ্রয়ের সাধারন মানুষও আক্রান্ত হবে। ও একবার ভাবলো পানিতে ডুব দেয়। দিতেও যাবে এমন সময় সুযোগটা চোখে পড়লো।

একটা সেইলিং বোট গুলির শব্দে ভয় পেয়ে ছুটতে গিয়ে একদম কাছে চলে এসেছে। এখন একেবারে ওদের সামনেই আড়াআড়ি দাঁড়িয়ে পড়েছে। ও যদি এখন ডুব দিয়ে ওটার ওপারে চলে যেতে পারে তবে হাইড্রফয়েল আর ওদের মাঝখানে পড়ে যাবে বোটটা। কিন্তু কাজটা অনেক বেশি রিস্কি। কারণ একে তো চুল চেরা হিসেব করতে হবে, দ্বিতীয়ত স্লেডের সামর্থের তুলনায় এতে বেশি ওজন আছে। তবুও রিস্কটা ও নিবে।

ও র‍্যাচেলকে শক্ত করে ধরতে বলে ও বোটটার দিকে স্লেড ছোটালো। স্পিড বাড়িয়ে দিয়েছে। বোট এসে গেছে গেছে...ও লিভারটা ডাবিয়ে দিল। সাথে সাথে স্লেডটা ডুব দিল।

তিন মিটারের মতো পানির নিচে এসে মঙ্ক স্লেড সোজা করলো। তারপর একটানে সেটাকে কিছু দূর সোজা ছোটালো। যখন মনে হলো বোটটার তলা পার হয়ে এসেছে স্লেডটা উপরে তুলতে লিভার টেনে দিল।

ওরা সূর্যালোকে বেরিয়ে এল রীতিমত একটা মিসাইলের মতো।

মঙ্ক আনন্দে চিৎকার করে উঠলো। পেরেছে। ওদের আর ফয়েলটার মাঝে এখন বোটটা।

হঠাৎ সামনে দেখে ওর মুখ আতঙ্কে সাদা হয়ে গেল।

বোট ধাই ধাই করে ছুটছে পোর্টের একটা দেয়ালের দিকে। আর খুব একটা বাকি নেই ধাক্কা খেতে। মঙ্ক ফয়েলটাকে দেখতে গিয়ে সামনে খেয়াল করে নি।

এখন ধাক্কা খাবে খাবে।

মঙ্ক একহাতে চেপে ধরলো লিভার। ওটাকে ঘোড়ানোর জন্যে জান দিয়ে টানতে লাগলো।

টানছে টানছে...এক মুহূর্তে মনে হলো, *না, আর কাজ হলো না এবার বুঝি ধাক্কা খেয়েই ভর্তা হতে হবে।*

বাড়িটা লেগে গেল গেল...

শেষ মুহূর্তে স্লেডটা ঘুরে গেল, এতোটাই অন্তিম মুহর্তে ডকের কিনারার ছোঁয়া লাগলো ওর গায়ে। তারপর স্লেডটা ঘুরে গিয়ে খোলা পানিতে চলে এল। ও চেপে রাখা নিঃশ্বাস এতো জোরে ছাড়লো যে মনে হলো এই বাতাসেই ঝড় উঠবে।

কিন্তু মঙ্ক হঠাৎ দেখলো র‍্যাচেল নেই পেছনে।

সর্বনাশ ও কি কোথাও ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেল নাকি?

গ্রে বড় করে একটা নিঃশ্বাস নিল।

উপরে টানেল থেকে উল্লাসধ্বনি ভেসে এল। উপর থেকে শোনা গেল, "একটা সোনার দরজা!"

রাউল গ্রে'কে এক হাতে ধরে ওদিকে এগোল। ভিগরকে একজন পুলের কিণারায় পাহারা দিচ্ছে। হাতে স্পিয়ার গান।

টানেলটা রাউলের লোকেদের লাইটে আলোকিত এখন। বেশিদূর গভীর না ওটা। শেষ মাথায় একটা বাঁক আছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে একটা সোনার দরজা।

গ্রে'র মাথা এক মুহূর্তের জন্যে চক্কর দিয়ে উঠলো।

তবে কি ওরা ভুল করেছে? যে সোনার চাবিটা ওরা পেয়েছে সেটা কি তবে এই দরজার?

টানেলের ভেতরে প্রথমে রাউলের দু'জন লোক তারপর শিচান আর তার সাথে রাউলের আরেক লোক। ওরা দরজাটা ধরে ধাক্কা দিল। খোলাই। কিন্তু আরেকটু খুলতেই কট করে একটা শব্দ হলো। গ্রে এতোদূর থেকেও শব্দটা পেল আর শিচানও সেটা শুনতে পেয়ে সাথে সাথে রিঅ্যাক্ট করলো। ও ঘুরে দাঁড়িয়েই দৌড় মারলো। কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গেছে।

বুবি ট্র্যাপ তার কাজ শুরু করে দিয়েছে।

দু'পাশের দেয়াল থেকে লোহার অসংখ্য চিকন বর্শা বেরিয়ে এল মুহূর্তেই।

সাথে সাথে গেঁথে ফেললো করিডোরে দাঁড়ানো প্রতিটা লোককে। লাইটগুলো সব ভেঙে গেল।

মানুষের চিৎকারে ভরে গেল চারপাশ।

গ্রে দেখলো শিচানের কাঁধে ঢুকে গেছে একটা বর্শা। বর্শাটা কাঁধের একপাশ দিয়ে ঢুকে আরেকপাশ দিয়ে বেরিয়ে ওকে দেয়ালের সাথে গেঁথে ফেললো।

পুরো টানেল অন্ধকার হয়ে গেল।

রাউল এই ঘটনায় একটু চমকে গেছে। গ্রে সেই সুযোগে তার হাত ছুটিয়ে নিয়ে পেছন ফিরে দৌড় মারলো। সেই সাথে চিৎকার কেরে ভিগরকে বললো, "লাফ দিন।"

কিন্তু ওর হিসেবে একটু ভুল হয়ে গেছে। ও দুই স্টেপ এগোতেই পেছন থেকে

একটা প্রচন্ড আঘাত এসে লাগলো ওর কিডনি বরাবর। সাথে সাথে ও হাটু ভেঙে পড়ে গেল। তারপর একটা পা এগিয়ে এসে ওর পাজরে লাথি মারলো। গ্রে অনুভব করলো হাঁড় না ভাঙলেও পাঁজর যেন ভেতরের দিকে দেবে গেল। ভুল হয়ে গেছে, ও দানবটার শক্তি আঁচ করতে পারে নি।

আর ওদিকে ভিগর তার সামনের লোকটার স্পিয়ার গানে থাবা মেরে পানিতে লাফ দিতে যাবেন, লোকটা তার পা ধরে ফেললো। তারপর হিরহির করে টেনে তুলে আনলো।

রাউল এবার লাথি মারলো গ্রে'র মুখে। তারপর ফিনসহ পা-টা চেপে ধরলো ওর মুখে। ওর মুখের উপরে শরীরের পুরো ওজন চাপিয়ে দিয়েছে। গ্রে কোনমতে তাকিয়ে দেখলো ভিগরকে পুল থেকে টেনে তোলা হচ্ছে। রাউল সামনে এগিয়ে এসে গ্রে'র চোখের দিকে তাকালো।

"নোংরা ট্রিক, হ্যা?"

"আমি জানতাম না–" আরকেটা লাথি এসে লাগলো পাঁজরে।

"তবে যাই হোক তুই আমার একটা বিরাট উপকার করেছিস। মাগিটাকে একদম সহ্য হচ্ছিলো না। ওটা গেছে। কিন্তু আমাদের এখন অনেক কাজ আছে। তুই আর আমি মিলে এগুলো করবো।"

র‍্যাচেল খাবি খেতে খেতে পানির উপরে মাথা তুললো। ওর মাথা একটা বোটের কিনারায় বাড়ি লাগতে লাগতে লাগলো না। মনে হচ্ছে ওর সারা শরীরের সব হাঁড়গোড় ভেঙে গুড়িয়ে গেছে, আর তন্ত্রগুলো সব ছিড়ে গেছে। আবারো ডুবে যাচ্ছিলো উপর থেকে কিছু একটা ওকে টেনে ধরলো। তারপর অনুভব করলো কেউ ওকে উপরের দিকে টেনে তুলছে।

চোখের দৃষ্টি পরিস্কার হবার পর দেখতে পেল একজন বৃদ্ধের মুখ। পর্তুগিজ ভাষায় জানতে চাচ্ছে ও ঠিক আছে কিনা। জবাবে ও বেশ খানিকটা নোনা পানি উগড়ে দিয়ে উঠে বসলো। তারপর ইশারায় বললো ও ঠিকই আছে।

মঙ্ক কোথায়? ও চারপাশে তাকালো। ওদের স্ল্যাড যখন বোটের তলা পার হয়ে পানির উপরে উঠে আসছে তখন ও আর ধরে রাখেতে পারে নি পেছন থেকে পড়ে যায়। তারপর পানির ধাক্কায় নিচে চলে গেলেও খাবি খেতে খেতে ভেসে উঠে।

কিন্তু মঙ্ক কোথায়?

ও দেখতে পেল ফয়েলটা গভীর পানির দিকে চলে যাচ্ছে। কারণটাও দেখতে পেল। বেশ কয়েকটা পুলিশের পেট্রল বোট এদিকে এগিয়ে আসছে। আর তাই ফয়েলটা সরে পড়ছে। নিশ্চয় ওরা ডকের গোলাগুলির রিপোর্ট পেয়েছে। ভালো,

দেরিতে হলেও পুলিশ আসছে। র‍্যাচেল ঘুরে তাকালো লোকটার কোন সঙ্গীনী বা স্ত্রীর আশায়। কিন্তু চোখের সামনে দেখতে পেল একটা বন্দুকের নল।

মঙ্ক চারপাশের পানিতে র‍্যাচেলকে খুঁজছে। দেখতে পেল ফয়েলটা চলে যাচ্ছে।

ঘটনা কি?

ও আচ্ছা পুলিশেল বোট আসছে। *যাক ভাল*। পুলিশের বোট এগিয়ে আসছে আর ফয়েলটা স্পিড বাড়িয়ে রওনা দিল খোলা পানির দিকে। *নিশ্চয় আন্তর্জাতিক পানি বা কোন লুকানো পোতাশ্রয়ে আশ্রয় নিবে ওটা। তবে মনে হয় না পুলিশের বোট ওটাকে ধরতে পারবে।*

র‍্যাচেলকে খোঁজা দরকার। ও চারপাশে দেখতে দেখতে র‍্যাচেলকে দেখতে পেল একটা বোটের উপরে। ও স্ল্যাডটা ঘুরিয়ে বোটের পাশে এসে থামলো। "র‍্যাচেল তুমি ঠিক আছো?"

কিন্তু র‍্যাচেল জবাব দেয়ার আগেই এক বৃদ্ধ এগিয়ে এসে একটা ভোতা নাকের রাইফেল চেপে ধরলো ওর বুকে। "আমার মনে হয় না তুমি ঠিক আছো!" মঙ্ক র‍্যাচেলের দিকে তাকিয়ে আফসোসের সুরে বললো।

গ্রে'র মনে হলো ওর ঘাড়টা ভেঙে যাচ্ছে।

রাউল হাটু গেড়ে ওর উপর চড়ে বসেছে। লোকটার একটা হাটু ওর মেরুদন্ডে, আরকেটা ঘাড়ের পেছনে। একহাতে ওর চুল ধরে রেখেছে আর অন্য হাতে একটা স্পিয়ার গান।

মনসিগনরও হাটু গেড়ে বসে আছেন। তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে রাউলের দু'জন লোক। তাদের হাতে সাধারন পিস্তল। আরেকজন হাতে একটা ছুরি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সবার চোখে প্রচন্ড ঘৃনা। কারণ ওর কারণে ওদের পাঁচজন মারা গেছে।

টানেলটা থেকে এখনো গোঙানোর শব্দ ভেসে আসছে। কিন্তু ওটাতে ঢোকার উপায় নেই।

ওদের এখন একটা কাজই করার আছে, গ্রে'র উপরে প্রতিশোধ নেয়া। রাউল ওর চুল ধরে মাথাটা টেনে তুললো, "বল তুই কি জেনেছিস?"

ক্র্যাক করে একটা শব্দ, রাউলের কথার তাল কেটে দিল।

সবাই অবাক হয়ে দেখলো ভিগরের দিকে বন্দুক তাক করে থাকা একজনের গলা ভেদ করে একটা খুদে বর্শা আধহাত বেরিয়ে এসেছে। তারপর আরেকজন আক্রান্ত হলো একইভাবে। এবার অন্য লোকটার হুশ ফিরলো। সে সাথে সাথে ঝাপ দিল অন্য দিকে। রাউল তৎপর হবার আগেই আরেকটা বর্শা ছুটে এল রাউলের দিকে। কিন্তু লোকটা অসাধারন রিফ্লেক্সের কারণে সরে গেল এক দিকে। বর্শাটা

মিস করতেই সে ঝটকা দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে উপরের একটা টানেল ধরে ছুটলো।

এটা সম্রাটের সমাধির টানেলটা।

গ্রে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো। এতোক্ষনে ক্যাট পানি থেকে উঠে এসেছে। সে উঠে এসেই সোজা বর্শা ছুড়লো রাউলের অপর লোকটার দিকে যে আগে লাফ দিয়েছিল। অব্যর্থ নিশানা।

এবার গ্রে রাউলের গানটা তুলে নিয়ে ওকেই গুলি করে দিল পিঠ লক্ষ্য করে।

রাউল প্রাণপনে দৌড়াচ্ছে।

বর্শাটা ছুটে যাচ্ছে ওর দিকে। কিন্তু বর্শাটা ওর কাছে পৌছালো আর সে ও বাঁক ঘুড়লো। বর্শাটা পাথুরে টানেলে বাড়ি খেয়ে পড়ে গেল।

গ্রে মনে মনে ভাবলো, *লোকটার ভাগ্য চরম ভাল*।

ভিগর তার গলা থেকে বোমাটা খুলে ছুড়ে মারলো অন্ধকার টানেলটার দিকে।

"আমাদের এক্ষুনি সরে পরা উচিত। কারণ বাইরে আমি আরো দুজন গার্ডকে মেরে রেখে এসেছি আরো কজন আছে কে জানে।"

গ্রে একবার রাউলের গায়েব হয়ে যাওয়া টানেলটার দিকে তাকালো তারপর জানতে চাইলো। "র‍্যাচেল...?"

"আমি ওদেরকে একটা স্লেডে করে পাঠিয়ে দিয়েছি এতোক্ষনে হয়তো ওরা ডকে পৌছেও গেছে। চল চল জলদি।"

গ্রে টানেলটার দিকে তাকিয়ে আছে ভিগর চিৎকার করে ওকে ডাকলেন।

গ্রে'র মনের একটা অংশ বলছে রাউলের পিছু নিতে। কিন্তু ও এও জানে ক্ষ্যাপা লোকের পিছু নিতে নেই।

ও ঘুরে তাকালো। ওদের যা দরকার ছিল তা ওরা ফিরেই পেয়েছে। ওদের কাছে ঠিকানা আছে, গোল্ডেন কি আছে। এখন আসলেই যওয়া উচিত।

"চল সবাই এখান থেকে বেরুনো উচিত।"

রাউলের মনে হচ্ছে ওর শরীরের সব রক্ত রাগে আর দুঃখে কাঁপছে। ও মাটিতে বসে হাতের গ্লাভস টেনে খুলে ফেললো। তারপর পাজরের একপাশ থেকে টেনে বের করলো একটা বর্শা। আসলে গ্রে'র উপরে বসে থাকার সময়ে ওর দিকে ছুটে আসা প্রথম বর্শাটা ও এড়াতে পারে নি। যদিও খুব সামন্য ক্ষতিই ওটা করতে পেরেছে তবে এখন রক্তে ভেসে যাচ্ছে। ওটা বের করে এনে ও চারপাশে তাকালো।

এটাই কি সেই জায়গা?

গ্লাসের পিরামিড, উপরে ডোমে তারা, নিচে পানি। *ব্যাপারটা কি?*

ও পকেট থেকে ছোট একটা ক্যামেরা বের করে ছবি তুলতে যাবে কি যেন একটা ছুটে এল নিচ থেকে। ও পাত্তা দিল না। তারপর ছবি তুলতে লাগলো একের পর এক। অ্যালবার্তোকে দেবে।

এখানে যা ঘটেছে তারপর ড্রাগন কোর্ট ওর বিচি ছিড়ে ফেলবে। ওর আসলে

পলিয়ে যাওয়া উচিত, সুইস ব্যাঙ্কে যে টাকা রাখা আছে তাতে বাকি জীবন আরামে কেটে যাবে। কিন্তু এই শালারা জীবনেও পিছু ছাড়বে না। যে পর্যন্ত ওকে ধরে খুন করতে না পারবে। তাই সে চেষ্টা করে লাভ নেই। কাজেই যা আছে তাকেই কাজে লাগাতে হবে।

তখনই একজনের আসার আওয়াজ পাওয়া গেল। রাউল সাবধান হতে যাবে দেখলো ওরই এক লোক।

"ওরা চলে গেছে," লোকটা বলরো। "বারনার্ড আর পেলচ মারা গেছে আমি আহতে হয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম।"

রাউল ভাবতে লাগলো, *এখান থেকে এখুনি বেরোতে হবে। কারণ ওরা লোকাল পুলিশকে যেকোন সময় এখানে পাঠাতে পারে।*

রাউল ওর লোকটাকে নিয়ে এগোতে যাবে দেখলো মেঝেতে একটা ডাম্বেল বোমা পড়ে আছে।

শিট...

এটা এখানে এল কিভাবে?

আসলে এটা ভিগরের সেই বোমাটা, যেটা ভিগর ছুড়ে মেরেছিলেন আন্দাজে কিন্তু ওটা এখানে চলে এসেছে।

আর কোনভাবে বাড়ি লেগে ওটার টাইমারও অ্যাকটিভ হয়ে গেছে।

০০:৩৩

রাউল ওর লোকটাকেত নিয়ে দ্রুত এগোল।

০০: ৩২

ও আর লোকটা টানেল থেকে নেমে এসেছে একটা কণ্ঠস্বর শুনতে পেল, "রাউল!"

শিচান শালী মরে নি।

ও টানেলের মুখে উঁকি দিয়ে দেখলো মেয়েটা মেঝেতে পড়ে আছে, এখনো জীবিত।

"বেশ, তোমার সাথে কাজ করে মজা পেয়েছি, ডার্লিং," বলে ও বোমাটা টানেলে ছুড়ে মারলো। তারপর দুজনে মিলে লাফ দিল পানিতে।

টানেলটা পার হয়ে আসছে রাউল উপরে তাকিয়ে দেখলো উপরটা কমলা রঙ ধারন করেছে।

ওরা বাইরে এসে দেখে ওদের নিয়ে আসা স্লেডের একটা পড়ে আছে। দুজনে চড়ে বসলো। তারপর একটানে চলে এল পানির উপরে। মাথা তুলেই হাঁপাতে লাগলো।

ওর রেডিও আওয়াজ করতে লাগলো। "সিল ওয়ান, দিস ইজ স্লো টাগ।"

"আমরা এখানে দুজন আছি আমাদেরকে পিক করো।"

"আর আমরাও এখানে দুজনকে পেয়েছি।"

"কি? বুঝিয়ে বল।"

"একজন মেয়ে আরেকজন আমেরিকান।"

রাউলের মনে হলো ওর রক্ত আবার ফুটতে লেগেছে।

সাবাস! সাবাস!

এবার ও গায়ের সব জ্বালা মেটাবে।

৩: ২২ পি.এম

গ্রে হোটেলের স্যুইটটা দেখছে। করনিশ হোটেলের এই স্যুইটটা মঙ্ক আগে থেকেই বুক করে রেখেছিল।

ওরা মিনিট পঁচিশেক আগে এসে পৌছেছে।

এটা ডকের কাছেই, বেশ শান্ত আর স্নিগ্ধ একটা জায়গায়। এখান থেকে আলেকজান্দ্রিয়ার আধুনিক লাইব্রেরীটা দেখা যায়। সেই সাথে এক টুকরো নীল সমুদ্র।

ভিগর প্রথমে এসেই স্থানীয় খবর শুনলো। সেখানে বলা হচ্ছে স্থানীয় পুলিশ একদল ড্রাগ স্মাগলারদের ভেতরে যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করেছে এবং ওদের একটা হাইড্রফয়েল পালিয়ে গেছে।

যাহ্, মনে মনে ভাবলো ভিগর, *গেল ড্রাগন কোর্ট।*

ওরা পানি থেকে উঠে এসেছে একটা স্লেডে করে। আসার সময়ে গ্রে পানিতে একটা বেশ আলোড়ন লক্ষ্য করেছে। নিশ্চয় বোমার কাজ।

রাউল হয়তো বের হবার জন্যে সেই বোমাটা ব্যবহার করেছে।

ওরা পানি থেকে ডকে উঠার পর ওদেরকে ঘিরে একটা ভিড় জমে যায়। কোনমতে লোকের মুখে শুনে ওরা হোটেলে এসে পৌছায়। ওরা আশা করেছির মঙ্ক আর র‍্যাচেল হয়তো আগেই পৌছে গেছে কিন্তু এসে দেখে ওরা আসে নি।

তখন ভেবেছে ওরাও চলে আসবে।

কিন্তু এখনো কোন খবর নেই।

"ওরা কোথায় যেতে পারে?" ভিগর জানতে চাইলেন।

গ্রে ক্যাটের দিকে ফিরলো। "তুমি কি ওদেরকে একটা স্লেডে করে যেতে দেখেছিলে?"

"হ্যা, আমি তো তাই দেখলাম–"

গ্রে ওর কোন দোষ দেখছে না।

ও চোখ কচলালো।

"মঙ্ক আর র‍্যাচেল! ওদের হলোটা কি?"

"আমরা এখন তাহলে কি করবো?" ভিগর জানতে চাইলেন।

গ্রে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে। "আমার ধারণা ওরা কোর্টের কোন একটা গ্রুপের হাতে ধরা পড়েছে। কাজেই আমাদেরকে এখন থামলে চলবে না। দ্রুত এগোতে হবে।"

"মানে আমরা কি এখান থেকে সরে পড়বো?"

গ্রে নিজের উপরে র‍্যাচেল আর মঙ্কের নিরাপত্তার পুরো ভার অনুভব করছে।

"আমাদের আর কোন উপায় নেই কাজেই-"

ও অসহায় দৃষ্টিতে ভিগরের দিকে তাকিয়ে আছে।

৪: ০৫ পি.এম

র‍্যাচেল সোনালি চুলের লম্বা মেয়েটার কথামতোই গায়ে রোবটা পরে নিল। মেয়েটা এক পা পিছিয়ে গিয়ে ওকে একবার ভালো করে দেখলো। তারপর চিৎকার করে বললো, "আমার কাজ শেষ।"

এবার আরেকজন মহিলা বের হয়ে এল। এটা প্রথমটার হুবুহু কপি, শুধু এর চুল কালো। এই মহিলা সামনে এসে দরজাটা রাউলের জন্যে মেলে ধরতেই রাউল প্রবেশ করলো ভেতরে।

মহিলা রাউলকে বললো, "না, আমি সব চেক করেছি, কোথাও কিছু লুকানো নেই।"

রাগের সাথে ঘুরে দাঁড়িয়ে র‍্যাচেল বেঁধে নিল রোবের নটটা। ওর হাত কাঁপছে। চোখও ঝাপসা হয়ে আসতে চাইছে। কিন্তু ও নিজেকে জোর করে শক্ত করে রেখেছে। এই দানবটার সামনে কোনভাবেই নিজেকে দূর্বল দেখানো চলবে না।

রাউল পোর্টহোল দিয়ে বাইরে দেখলো। যদি কোন ল্যান্ড চোখে পড়ে, কিন্তু চারপাশে আকূল সমুদ্র ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

র‍্যাচেল আর মঙ্ক বন্দী হবার সাথে সাথে ওদের হাত পা বেঁধে ফেলা হয়। তারপর ওই বোটে করে ওদেরকে বের করে আনা হয় ওই এলাকা থেকে। তারপর হারবারের বাইরে এক জায়গায় কয়েকটা স্পিড বোট রাখা ছিল সেখানে ওদেরকে বোটটা থেকে স্পিড বোটে তোলা হয়। স্পিড বোটের প্রতিটা লোকের পরনে ছিল হুড লাগানো এক ধরনের জ্যাকেট। ওদেরকে বোটে তুলে আনার পরে ওদেরকেও একই জ্যাকেট পরিয়ে হুড তুলে দেয়া হয়। ওরা একনাগাড়ে চলতে শুরু করে। একবার মাথা থেকে হুড পড়ে গেছিলো র‍্যাচেল রোদের কড়া কামড় টের পেয়েছে। ওদের স্পিড বোট চলতে চলতে একটা খাড়ির কাছে এসে দাঁড়ায়।

ওটার ভেতরেই একটা হাঁড়রের মতো অপেক্ষা করছিল হাইড্রফয়েলটা। ওটা বেরিয়ে এলে ওদেরকে তোলা হয় ওটাতে। রাউলের সাথে ওদের ওখানেই দেখা হয়। তার শরীরের কয়েক জায়গায় ব্যান্ডেজ।

ওখানেই মঙ্ক আর ওকে আলাদা করা হয়। রাউল মঙ্কের দায়িত্ব নেয়, আর এই মেয়ে দুটো র‍্যাচেলের। র‍্যাচেল এখনো ভাবছে ওর বাকি টিমমেটদের কি হলো? আর মঙ্ককেই বা লোকটা কোথায় নিয়ে গেল? ও আনার পর থেকে এই কেবিনেই আছে। ওরা উঠার পরেই হাইড্রফয়েলটা ছেড়ে দেয়া হয় এবং সেটা সোজা ভূ-মধ্যসাগরের দিকে রওনা দেয়।

এটা প্রায় আধা ঘণ্টা আগের ঘটনা।

মহিলা দুটো এই কথা বলার সাথে সাথে রাউল বেরিয়ে এসে শক্ত করে ওর একটা হাত ধরে বললো, "এসো আমার সাথে।"

ওকে শক্ত করে ধরে রাউল মেইন ডেকে চলে এল তারপর উপরের দিকে না উঠে নিচের দিকে রওনা দিল। একটা বন্ধ কেবিনের দরজার সামনে এসে থেমে সে নক করলো।

"এসো," ভেতর থেকে ভারি আওয়াজ ভেসে এল।

রাউল দরজা খুলে র‍্যাচেলকে টেনে ভেতরে নিয়ে এল। এই কেবিনটা ওকে এতোক্ষন বন্দী করে রাখা কেবিনটার চেয়ে বেশ বড়। এটাতে শুধু একটা খাট আর চেয়ারই না সাথে একটা পড়ার টেবিল, বুক শেলফ, সাইড টেবিলও আছে। ঘরটার প্রতিটা কোনাতে বই, ম্যাগাজিন আর পার্চমেন্ট স্ক্রলে ভর্তি। বেডসাইড টেবিলটার উপরে একটা ল্যাপটপ রাখা।

রুমের অধিকারী লোকটা টেবিলের উপরে ঝুঁকে কাজ করছিল সে মুখ তুলে সোজা হয়ে দাঁড়ালো।

"র‍্যাচেল," লোকটা এমনভাবে ওকে ডাক দিল যেন ওরা কতদিনের বন্ধু।

র‍্যাচেল লোকটাকে চিনতে পারলো। আঙ্কেলের সাথে একে সে বহুবার দেখেছে ভ্যাটিকানে। সে ভ্যাটিকান আর্কাইভের প্রধান ছিল। ড. অ্যালবার্তো মেরান্ডি। র‍্যাচেলের ইচ্ছে করলো এক ঘুষিতে বেঈমান লোকটার নাকটা ভেঙে দেয়।

লোকটা ডেস্ক থেকে একটা কাগজ তুলে নিল। "আমার মনে হয় এই ম্যাপটা তোমাদেরই করা।" বলে সে ম্যাপটা ওকে দেখালো।

রাউল ওকে সামনে ঠেলে দিল।

রাউল ওকে এমনভাবে ধাক্কা মারলো একটা ডেস্কের কোনা সময়মতো ধরতে না পারলে ও পড়েই যেত।

ও ম্যাপটা দেখলো, হ্যা, ওদের ম্যাপটাই। এটাতেই ওরা গবেষনা করেছিল, এটাতেই সপ্তাশ্চর্যসহ আরো বাকি সব কিছুর কথা লেখা। ওরা নিশ্চয় এটা সেই টানেলে পেয়েছে।

হারামিরা ম্যাপটা পেয়ে গেছে। ওই ওটা গুহায় ফেলে দিয়েছিল। এখন মনে হচ্ছে এটাকে পুড়িয়ে ফেললেই ভাল হতো।

লোকটা একদম ওর নাকের সামনে চলে এল। বদমাশটার মুখে জলপাই আর মদের গন্ধ। র‍্যাচেলকে ও ম্যাপে আঁকা রোমের উপরে এসে থামা রেখাটা দেখালো। "আমাকে এটার ব্যাপারে বল।"

"এর পরে আমাদের এখনেই যাবার কথা ছিল," র‍্যাচেল মিথ্যে বললো। ও ভাবছে ভাগ্যিস ওরা ওদের পরবর্তী আলোচনা ম্যাপে আঁকে নি। অ্যালবার্তো আরেকবার ম্যাপটা দেখে নিয়ে বললো। "আমাকে গুহার ভেতরে কি কি হয়েছে একদম প্রথম থেকে সব খুলে বলো তো। রাউল আমাকে দারুণ কিছু ছবি দেখিয়েছে। কিন্তু আমি ডিটেইল শুনতে চাই।"

র‍্যাচেল চুপ করে আছে।

রাউল আবার এসে ওকে ধরে ফেললো।

অ্যালবার্তো রাউলের দিকে তাকিয়ে বললো, "তুমি থামবে?"

রাউল চাপ হালকা করলো কিন্তু হাত ছেড়ে দিল না।

"ওকে আমরা কিছুই করবো না কিন্তু ওর সাথে ওর আমেরিকান বন্ধুর দেখা করাতে পারি। চল উপরের ডেকে যাই আমাদের সবারই খোলা হওয়া দরকার।"

হারামিটার কথা শুনে র‍্যাচেলের মনে হলো কেউ ওর ফুসফুসটা চেপে সব বাতাস বের করে ফেলেছে।

রাউল ওকে আবার টানতে টানতে বাইরে নিয়ে এল। ওরা সোজা চলে এল উপরের ডেকে। উপরে উঠেই র‍্যাচেল দেখলো একটা সাইড বেঞ্চে তিনজন গার্ড বসে আছে অ্যাসল্ট রাইফেল নিয়ে।

ও গার্ডগুলোকে খুব ভাল করে দেখলো।

রাউল ওকে গার্ডদের সামনে ছেড়ে দিয়ে ডেকের উপর থেকে একটা ক্লথের শিট টেনে সরিয়ে দিল।

র‍্যাচেল মঙ্ককে দেখতে পেল।

মঙ্ক এক পুকুর রক্তের উপরে পড়ে আছে। কোন সন্দেহ নেই ওর নিজের রক্ত। মঙ্কের শরীরে আন্ডারওয়্যার ছাড়া আর কিছুই নেই। ও উবু হয়ে পড়ে আছে। হাত জোড়া পেছন দিক করে বাধা আর পা দুটো গোড়ালিতে বাঁধা। দেখে মনে হলো ওর বাম হাতের কমপক্ষে দুটো আঙুল ভেঙে দেয়া হয়েছে, কারণ ও দুটো অস্বাভাবিক ভঙ্গিতে বেঁকে আছে। ওর একটা চোখ পুরোপুরি বন্ধ। নাক মুখ ভেসে যাচ্ছে রক্তে। আর সারা শরীরে কাটকুটির কোন শেষ নেই।

র‍্যাচেলের চোখে আপনিই জল চলে এল ওকে দেখে।

মঙ্ককে দেখে মনে হচ্ছে রাউল আর ওর লোকেরা তাদের সব রাগ মঙ্কের উপরেই মিটিয়েছে।

"ওর হাত খুলে দিয়ে ওকে ডেকের উপরে দাঁড় করাও।"

রাইফেলধারী একজন সাথে সাথে তাই করলো। কিন্তু অত্যন্ত অমানবিকভাবে। আর দাঁড় করিয়ে রাখলো থুতনির নিচে রাইফেলের ব্যারেল ধরে।

রাউলের হাতে এক গার্ড একটা ছোট কুঠার ধরিয়ে দিয়ে গেল।

"কি করছেন আপনি?" র‍্যাচেল চিৎকার করে উঠলো।

"আমি কি করবো সেটা নির্ভর করবে তোমার উপরে," বলে সে কুঠারটাকে উঠালো।

র‍্যাচেল আবারো চিৎকার করে উঠলো।

রাউলের নির্দেশে ওর এক গার্ড মঙ্কের বাম হাতটা মেলে ধরলো।

"আমার মনে হয় প্রফেসর তোমাকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছে। একদম পরিস্কার জবাব দেবে তা না হলে আমি ওর একটা একটা করে আঙুল কেটে নেব। তারপর কব্জি। আমি শুরু করবো ভাঙা আঙুল দুটো দিয়ে কারণ ও দুটো এমনিতেও

আর খুব বেশি কাজে লাগবে বলে মনে হয় না ।"

আগে থেকেই নিশ্চয় বলা আছে, ওরা মঙ্ককে ডেকে শুয়িয়ে দিল, বাম হাতটা ছড়ানো ।

রাউল ওর পাশে বসে কুঠারটা তুললো ।

"আমি...আমি..."

"বলো না..." মঙ্ক বলে উঠলো মৃদু স্বরে ।

"আমি বলছি বলছি," র‍্যাচেল চিৎকার করে উঠলো । ও খুব দ্রুত সব বলে গেল । আলেকজান্ডারের বডি থেকে শুরু করে গুহার ভেতরে আগুনের খেলাসহ সব । সব শেষে বললো, "...আমরা শেষ পর্যন্ত সমাধান করতে পেরেছি । সাতটা সপ্তাশ্চর্য থেকে শেষ পর্যন্ত গোটা ব্যাপারটার শেষ হবে যেখানে এর উৎপত্তি হয়েছিল রোমে । আমাদের এরপরে ওখানেই যাবার কথা ছিল ।"

অ্যালবার্তো একটা কথাও বলছে না সে একদৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে শুনে গেল । সবার শেষে বললো, "ঠিক...ঠিক..."

র‍্যাচেল ওর কথা শেষ করলো, "আমি এই জানি ।"

অ্যালবর্তো রাউলের দিকে ঘুরে বললো, "ও মিথ্যে বলছে ।"

"আমিও তাই ভাবছিলাম," বলেই সে কুঠার ওঠালো ।

৪:১৬ পি.এম

রাউল মেয়েদের চিৎকার সবসময়ই উপভোগ করে । এবারও করলো ।

তারপর ডেক থেকে কুঠারটা এক টানে তুলে নিল সে । ওটা মঙ্কের হাতের আঙুল থেকে এক ইঞ্চি দূরে গেঁথেছে ।

"এবার মিস করেছি । আরেকবার মিথ্যে বললে আর করবো না ।"

অ্যালবার্তো এগিয়ে এসে র‍্যাচেলকে বললো । "তুমি একটা ভুল করেছো । পিরামিডটার এক জাযগায় ছয় ইঞ্চি বাই ছয় ইঞ্চি একটা খোলা জায়গা ছিল, ওটার কথা বল নি । তার মানে ওখানে কিছু একটা ছিল যেটা এখন তোমদের কারো কাছে আছে ।"

"আমরা আবার শুরু করতে পারি," বলে রাউল আবারো কুঠার ওঠালো ।

র‍্যাচেল আর চোখের পানি আটকানোর চেষ্টা করছে না ।

রাউল দেখলো মেয়েটা কাঁদছে । তার ভেতরে একটা উত্তেজনা কাজ করতে শুরু করেছে । সে একটু আগের একটা দৃশ্য মনে করলো । র‍্যাচেলকে যখন পুরো নগ্ন করে ওর মেয়েরা চেক করছিল তখন ও একটা টু ওয়ে মিরর দিয়ে দেখছিল । ও নিজে এই কাজটা করতে চেয়েছিল । কিন্তু গিল্ডের হারামি ক্যাপ্টেন তা করতে দেয় নি । তার জাহাজ তার রাজত্ব । কাজেই রাউলও তেমন কিছু বলে নি । আর লোকটার হাবভাব তার এমনিতেই ভাল লাগছে না । কারণ শিচানের মৃত্যুটা সে মোটেও ভালোভাবে নেয় নি । তবে রাউল খুব শিঘ্রই মেয়েটাকে নিয়ে তার নিজের মতো

পরখ করা শুরু করবে। একবার সে তার নিজের এলাকায় ঢুকুক। ও এখন আশা করছে মেয়েটা বলতে আরেকটু দেরি করুক তাহলে এই আমেরিকানটার কব্জিটা ও কেটে নিবে।

কিন্তু মেয়েটা ওকে হতাশ করলো।

অ্যালবার্তো আরেকবার জিজ্ঞেস করার আগেই চিৎকার করে বলে উঠলো, "চাবি...একটা সোনার চাবি।"

"ওটা এখন কার কাছে?"

"কমান্ডার পিয়ার্সের কাছে।"

র‍্যাচেলের চোখে পানি। কিন্তু রাউলের মনে হলো যেন কমান্ডারের নামটা বলার সময়ে ওর গলায় একটা আশার স্বর ভেসে উঠলো।

রাগে ওর শরীর জ্বলে উঠলো। এই আশার স্বর ওর ডোবাতে হবে।

ও একটানে কুঠারটা নামিয়ে দিল।

ওর লক্ষ্য এবার আমেরিকানটার কব্জি।

৪: ৩৪ পি.এম

"আমাদের এখন রওনা দেয়া উচিত," গ্রে বলে উঠলো।

ওরা গত পয়তাল্লিশ মিনিট ধরে টানা একের পর এক কল করে গেছে হাসপাতাল থেকে শুরু করে প্রতিটা প্রাইভেট ক্লিনিক, ডক্টরের চেম্বার আর সব জায়গায়, সব শেষে কমিউনিটি পুলিশের অফিসে। একটাই উদ্দেশ্য যে ওরা হয়তো কোথাও আছে আহত বা দূর্বল কোন অবস্থায় এবং কোন কন্টাক্ট করতে পারছে না। তাই এই চেষ্টা, কিন্তু বৃথা চেষ্টা।

কথাটা বলে গ্রে উঠে দাঁড়ালে ফোনটা বেজে উঠলো। সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো।

"থ্যাঙ্ক গড," ভিগরের গলায় স্বস্তি।

কারণ খুব কম লোকই এই হোটেলের ফোন নম্বর জানে। পেইন্টার আর ওদের টিমমেট বাদে আর কেউ জানে না। কাজেই র‍্যাচেলরাই হবে।

গ্রে উঠে দাঁড়িয়েছে, কাজেই ওই ফোনটা ধরলো।

"আমি খুব সংক্ষেপে বলবো এবং রিপিট করবো না কাজেই খুব মনযোগ দিয়ে শুনবে।"

গ্রে শক্ত হয়ে গেল। কারণ এটা রাউল। তার মানে...

"মেয়েটা আর তোমার টিমের লোকটা আমাদের জিম্মায় আছে। যদি আমার কথা না শোন তবে ওদের একজনের মাথা ওয়াশিংটনে আর অন্যজনেরটা রোমে কুরিয়ার করে পাঠিয়ে দিব। আর এর মধ্যেই আমরা ওদের শরীর নিয়ে খেলতে শুরু করেছি।"

"আমি কিভাবে বুঝবো যে ওরা তোমার কাছেই–"

গ্রে'র প্রশ্নটা শেষ হলো না তার আগেই মঙ্কের চিৎকার ভেসে এল।

"আরেকটা বাড়তি কথা বলেছো তো মঙ্কের গলাটা নামিয়ে দেয়া হবে।"

গ্রে কোন রিঅ্যাক্ট করতে চাইলো না। কারণ এখন উল্টাপাল্টা কিছু করার সময় নয়। তবে ক্রেডলে ওর নখ বসে গেল সাথে সাথে।

"তুমি কি চাও?"

"সম্রাটের সমাধিতে পাওয়া সোনার চাবিটা," রাউল বললো।

আচ্ছা তাহলে ওরা এর মধ্যেই জেনে ফেলেছে। ও বুঝতে পারলো র‍্যাচেল কেন সব বলে দিয়েছে। ওকে নিশ্চয় মঙ্কের জীবনের বিনিময়ে ট্রেড করা হয়েছে। কিন্তু যতক্ষন এই চাবি ওদের কাছে আছে ততক্ষন ওরা বেঁচে থাকবে। কিন্তু ও যদি কো-অপারেট করা শুরু না করে তবে ওরা কতক্ষন ভাল থাকবে সে ব্যাপারে সন্দেহ আছে। ওর মনে পড়ে গেল মিলানের চার্চের প্রিস্টদের উপরে অত্যাচারের দৃশ্যটা।

"বল কি করতে হবে?"

"আলেকজান্দ্রিয়া থেকে ২১০০ টায় ইজিপশিয়ান এয়ারের একটা ফ্লাইট জেনেভার উদ্দেশ্যে রওনা দেবে। তুমি ওই ফ্লাইটে থাকবে। তুমি একা। তোমার যাবতীয় ফলস পেপার একটা লকারে থাকবে। লকারটার সন্ধান ছাড়ার ঠিক আগ মুহূর্তে তোমাকে দিয়ে দেয়া হবে। কাজেই তোমাকে কেউ ট্রেস করতে পারবে না। সেই লকারেই তুমি কোথায় যাবে সেটারও ডিরেকশান দেয়া থাকবে। তুমি ওয়াশিংটনে বা রোমে তোমার কোন সুপিরিয়রকে ইনফর্ম করবে না। করলে আমরা জানতে পারবো। বোঝা গেছে?"

"হ্যা," গ্রে খুব সাবধানে কথা বলছে। "কিন্তু আমি, কি করে বুঝবো তুমি তোমার কথা রাখবে?"

"কোন উপায় নেই," রাউলের গলায় চাপা উল্লাস। "তোমাকে আমার উপর ভরসা রাখা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। তবে আমি কথা দিচ্ছি তুমি যদি পুরোপুরি আমার কথা মানো তবে তোমার বন্ধুকে ছেড়ে দেয়া হবে বা কোন একটা লোকাল সুইস হাসপাতালে পৌছে দেয়া হবে। আর মেয়েটা আমার জিম্মায় থাকবে। যতক্ষন পর্যন্ত তুমি গোল্ড কি আমার হাতে তুলে না দিচ্ছ।"

গ্রে বুঝতে পারছে রাউল নিজের হয়ে খেলছে। কিন্তু সে অফারটা আসলে খারাপ দেয় নি। অন্তত আপাতদৃষ্টিতে। ও জেনেভা পৌছানোর পরে মঙ্ক ছাড়া পেলেও লাভ, কারণ ওরা এরমধ্যেই মঙ্কের কি হাল করেছে কে জানে।

"আমি ওই ফ্লাইটে থাকবো," গ্রে জবাব দিল।

রাউলের কথা শেষ হয় নি। "তোমার টিমের বাকিরা। ওই কুত্তিটা আর মনসিগনর ওরা ফ্রি, যে কোন জায়গায় যেতে পারে। শুধুমাত্র ইটালি আর সুইজারল্যান্ড বাদে। ওদের কাউকে যদি এই দুই দেশের কোথাও দেখা যায় তবে ডিল ওখানেই শেষ।"

গ্রে একটা জিনিস ভাবছে। রাউল সুইজারল্যান্ডের কথা বলছে ঠিক আছে কিন্তু

ইটালি কেন। হঠাৎ বুঝতে পারলো। কারণ ওর র‍্যাচেলের ম্যাপটা মনে পড়ে গেছে ওখানে ও নিজে শেষ রেখাটা টেনেছিল রোম পর্যন্ত। তার মানে র‍্যাচেল ফ্রান্সের ব্যাপারটা আড়াল করতে পেরেছে। *গুড গার্ল।*

"ঠিক আছে," গ্রে জবাব দিল। ওর মাথা এর মধ্যেই কাজ করতে শুরু করে দিয়েছে।

"শোন গ্রে তুমি যদি কোন চালাকি করার চেষ্টা কর বা আমার কোন আদেশ অমান্য কর তবে দুজনার কাউকে আর কোনদিন দেখতে পাবে না। তবে হ্যা, ওদের শরীরের অংশ বিশেষ দেখার সৌভাগ্য তোমার হতে পারে।"

লাইন কেটে গেল।

গ্রে দু'জনার দিকে ঘুরে সব খুলে বললো এবং শেষ করলো এইভাবে, "আমি ওই ফ্লাইটে থাকবো।"

ভিগরের মুখ এতোটাই লাল হয়ে গেছে যে উনি কোন কথাই বলতে পারলেন না।

"ওরা তোমাকে মেরে ফেলবে গ্রে," ক্যাট এক নিঃশ্বাসে বললো।

"আর আমি না গেলে ওদেরকে, আর যদি যাই তবে ওরা বাঁচবে প্লাস আমি অন্তত ততক্ষন বাঁচবো যতক্ষন না ওরা গোল্ড কি পাচ্ছে। কারণ এর আগে আমার কিছু করে ওরা ওটা হারানোর রিস্ক নিবে না।"

"আর আমরা কি করবো?" ভিগর জানতে চাইলেন। উনি নিজেকে একটু হলেও সামলে নিয়েছেন।

"আমি চাই তোমরা দু'জন ফ্রান্সে যাও। এভিগননে গিয়ে রহস্যটার সমাধান করার চেষ্টা করো।"

"আমি পারবো না...র‍্যাচেল..." গ্রে'র মনে হলো ভিগর কেঁদেই ফেলবেন।

গ্রে তার পাশে এসে বসলো। "র‍্যাচেলই আমাদেরকে এই বিপদের ভেতরেও এভিগননে যাবার সুযোগটা করে দিয়েছে। কাজেই আমরা যদি সেটা কাজে না লাগাই তবে ওকে অসম্মান করা হবে।"

ভিগর ওর দিকে চোখ তুলে তাকালেন।

"আপনি আমার উপরে ভরসা রাখুন। আমার যাই হোক না কেন আমি র‍্যাচেলের কিছু হতে দেব না।"

ভিগর গ্রে'র চোখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। সেখানে গ্রে একটু হলেও ভরসা দেখতে পেল।

"তুমি এখন কি করবে?" ক্যাট জানতে চাইলো।

"না আর কোন কথা না। যার যার গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যাও এখন থেকে আমরা একে অন্যের মুভমেন্ট যতো কম জানতে পারবো ততোই ভাল।"

গ্রে চাবিটা বের করে দেখছে।

"আর আমি তোমাদের সাথে যোগাযোগ করবো র‍্যাচেলকে পাবার পর।
তারপর ও বেরিয়ে গেল।

৫:৫৫ পি.এম

শিচান অন্ধকারে ভাঙা একটা ছুরি নিয়ে বসে আছে।

ওকে যে তীক্ষ্ণ বর্শাটা কাঁধে ঘায়েল করেছে সেটা ওকে এখনো দেয়ালের সাথে গেঁথে রেখেছে। কপাল ভাল ওটা শুধুমাত্র মাংসের ভেতরে একপাশ দিয়ে ঢুকে আরেকপাশ দিয়ে বেরিয়ে গেছে। মেজর কোন ব্লাড ভেসেল ছেড়ে নি। কিন্তু কপাল খারাপ যে ও এখানে আটকে গেছে।

প্রতিটা মুহূর্তে প্রচন্ড কষ্ট পাচ্ছে। কিন্তু বেঁচে তো আছে।

রাউলকে ডাকার পরে হারামিটা যখন চলে গিয়েছিল ও তখন ভেবেছিল মারাই যাবে। কিন্তু এখনো বেঁচে আছে। আর এখন মনে হচ্ছে ও শুধু মরবে না। প্রচন্ড কষ্ট পেয়ে মরবে। আর বোমাটা যখন বার্স্ট হলো সেটার ধ্বংস ক্ষমতা এই টানেলের বাঁকটার কারণে ভেতরে আসতে পারে নি। কিন্তু তাপের চোটে মনে হয়েছিল সেদ্ধ হয়ে যাবে। এখন মনে হচ্ছে ওটায় বার্স্ট হলেই ভাল হতো। কারণ অন্তত কষ্ট পেয়ে তো মরতে হতো না।

ও কাঁধটা নাড়ানোর চেষ্টা করলো। কিন্তু একটু নড়তেই যেভাবে আগুন ধরে গেল ভেতরে ওর মনে হলো ব্যথার চোটে উপরের ছাদ ফুঁড়ে বেরিয়ে যাবে। প্রচন্ড ব্যথার কারণেই কিনা কে জানে ওর ভেতরে জেদ চলে এল। হাতের ভাঙা ছুরিটা তুলে নিয়ে ও বর্শা যেখানে গেঁথেছে দেয়ালে সেখানে আঘাত করতে শুরু করলো। ছুরিটা আরো খানিকটা ভেঙে একদম অকেজো হয়ে গেল।

এবার ও নিচের দিকে তাকিয়ে বেশ কিছু পাথর পড়ে থাকতে দেখলো। একটা তুলে নিয়ে আঘাত করতে লাগলো। কিন্তু আঘাতের গতি খুবই কম। কারণ আঘাতের সাথে সাথে ওর কাঁধে আগুন ধরে যায়।

অবশেষে আবারো ও হাল ছেড়ে দিল, এভাবে সম্ভব না। ও বসে পড়লো। মনে হচ্ছে কেঁদে ফেলবে। হঠাৎ একটা আলোর ঝিলিক দেখতে পেল। হাতে তুলে নিল একটা পাথর। আলোটা এদিকেই আসছে। একটা পাতলা লম্বা ছায়ামূর্তি। একজন ডাইভার, ও ভাবলো।

কাছে এসে লোকটা ওর গায়ে আলো ফেললো। তারপর নিজের মুখের মাস্কটা খুলে ফেললো।

কমান্ডার গ্রেসন পিয়ার্স।

"কি অবস্থা? তোমার সাথে আমার কিছু কথা আছে।"

অধ্যায় ১৪

গথিক

জুলাই ২৭, ৬:০২ পি.এম
ওয়শিংটন ডি.সি

ডিরেক্টর পেইন্টার ক্রো ভালোই বুঝতে পারছেন যে তার সামনে আরেকটা নিদ্রাহীন রাত অপেক্ষা করছে। উনি শুনতে পেয়েছেন আলেকজান্দ্রিয়ার হারবারে একটা আক্রমন আর গোলাগুলির ঘটনা ঘটেছে। এতে কি গ্রে'র টিম ছিল? কিন্তু ওদের তো স্যাটেলাইটের মাধ্যমে কিছু একটা খুঁজে বের করার কথা ছিল, এরপর তো আর কোন খবরই নেই।

শেষ মেসেজটা এসেছিল বারো ঘণ্টা আগে। পেইন্টার এখন আসলে আর গ্রে'র উপরে ভরসা রাখতে পারছেন না। কতোক্ষন আর কতোবার রাখা যায়। ছেলেটা বার বার একই কাজ করছে। কিন্তু এখন যদি ওদের ব্যাপারে কোন খোঁজ-খবর নিতে যান সেটা করতে হবে অন্য কোন ইন্টেলিজেন্সর মাধ্যমে। কিন্তু গ্রে যদি ঠিক হয়ে থাকে তবে সেটা ওদেরকে আরো ঝামেলায় ফেলে দেবে। তাই উনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যা করার নিজেই করবেন।

সে অনুযায়ী কাজও শুরু করে দিয়েছেন। দরজায় নকের শব্দে তার চিন্তার তাল কেটে গেল। কম্পিউটারের মনিটরটা অফ করে দিলেন। কারণ নিজের কাজ অন্য কাউকে দেখানো তার পছন্দ না।

লোগান ভেতরে ঢুকলো। "ওদের প্লেন পৌছানোর পথে।"

"মার্সেইর উদ্দেশ্যে?" পেইন্টার জানতে চাইলেন।

লোগান মাথা দোলালো। "মিডনাইট লোকাল টাইমের আঠারো মিনিট পরে ওরা ল্যান্ড করতে যাচ্ছে।"

"ফ্রান্সে কেন?" পেইন্টার নিজের ক্লান্ত চোখগুলো কচলালেন। "আর ওরা কমিউনিকেশান ব্ল্যাকআউট করে রেখেছে কেন?"

"পাইলট ওদের গন্তেব্যের ব্যাপারে নিশ্চিত করেছে, এছাড়া আর কিছু না। আর মিশরিয় কাস্টমস বলেছে দুজন প্যাসেঞ্জার ছিল।"

"কি? মাত্র দুজন?" পেইন্টার বেশ অবাক।

"দুজনেই ডিপ্লমেটিক পাসপোর্টে ট্রাভেল করছে তাই কাস্টমস ডিটেক্ট করতে পেরেছে। আমি কি ফ্রান্স কাস্টমসকে আরো ভালোভাবে কিছু করতে বলবো?"

পেইন্টার ভাবলেন এখান থেকেই তার নিজের কাজ করতে হবে। "না। এতে করে কস্টমসের ওদের মনে কোন ধরনের সন্দেহ কাজ করতে পারে। আমরা

ওদেরকে আরো সময় দিব।"

"জি, স্যার আমারও তাই মনে হয়। তবে ভ্যাটিকান আর রোম থেকেও এই রকমই অনুরোধ এসেছে। তবে ওরাও খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছে।"

পেইন্টার ভাবলেন, *উনি নিজে ইইউ-এর মাধ্যমে কাজ শুরু করবেন।*

"আচ্ছা ঠিক আছে, ওদেরকে মার্সেইর ব্যাপারটা জানাও আর বলো চিন্তা না করতে। আমরা যে কোন ধরনের হেল্লপ করবো।"

"জি, স্যার।"

লোগান উঠে যাচ্ছে। পেইন্টার ডাকলেন, "শোন লোগান, এখনই তুমি ডারপা'র উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়বে এটা নিয়ে," বলে একটা সিল করা খাম বের করে হাতে নিলেন।

লোগান খামটা হাতে নিল।

"শোন," পেইন্টার বলছেন। "তোমার এই যাত্রা আনঅফিসিয়াল কাজেই কাউকে বলবে না।"

"স্যার, ঠিক আছে, আপনি যেভাবে বলেছেন সেভাবেই হবে।"

"একদম গোপনে।"

"আপনি আমার উপরে ভরসা রাখতে পারেন," বলে লোগান চলে গেল।

পেইন্টার তার নিজের মনিটর ওপেন করে মেডিটেরেনিয়ান বেসিনের একটা ম্যাপ ওপেন করলেন। শুধু হলুদ আর নীল লাইনিং দেখা যাচ্ছে, লোড হতে সময় লাগবে। এনআরও'র স্যাটেলাইট ব্যবহার করছেন। এটার নিক নেম হউকি। আরো ডিটেইল অপশন ওপেন করে একটা নাম টাইপ করলেন। মার্সেই।

তারপর ফোনটা তুলে নিয়ে সিকিউরিটিকে ফোন করে বললেন লোগান বের হয়ে যাবার সাথে সাথে যেন তাকে ইনফর্ম করা হয়।

বলে আরেকবার স্ক্রিনটা দেখলেন। কাম অন। এই ক্ষেত্রে টাইমটা বিরাট ইম্পরট্যান্ট কারণ ওরা আর কিছুক্ষনের ভেতরে এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করবে এই সময়ে ওদেরেকে ট্রেস করতে না পারলে আর সম্ভব না।

ফোনটা বেজে উঠলো। সিকিউরিটি জানালো লোগন বেরিয়ে গেছে। সাথে সাথে উনি উঠে দাঁড়িয়ে দৌড়ে এক ফ্লোর নেমে সোজা চলে এলেন কমিউনকেশান রুমে। এক টেকনিশিয়ান বসে ম্যাগাজিনের পাতা উলটাচ্ছে।

তাকে দেখে এক লাফে উঠে দাঁড়ালো। "ডিরেক্টর ক্রো, স্যার কি ব্যাপার?"

"আমার এখুনি এনআরও চার স্যাটেলাইটের ভিউ চাই। এখুনি! যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব, মার্সেই শহরের উপরে, স্পেসিফিকেলি বলতে গেলে এয়ারপোর্টে।"

"হউকি?"

"হ্যা হ্যা, যতোটা দ্রুত সম্ভব।

"স্যার, আপনার এখানে আসার দরকার ছিল না আমি আপনার রুমেই ট্রান্সফার করে দিতে পারতাম।" লোকটা এর মধ্যেই কাজ শুরু করে দিয়েছে।

"না শোন, আমি এখানেই দেখবো। আর এই অংশটুকুর কোন রেকর্ড রাখবে না। ইরেজ করে দেবে।"

"জি স্যার।"

লোকটা স্ক্রিন সেট করে দিয়ে বললো, "স্যার, আমি সব ঠিক করে দিয়েছি একটু সময় লাগবে। কারণ ওই দিকে মেঘের একটু প্রবলেম আছে।"

পেইন্টার দেখলো লোড হচ্ছে। ঘড়ি দেখলেন। খুব বেশি সময় বাকি নেই। কাম অন...

অবশেষে পেইন্টারের মনে হলো এক যুগ পরে স্ক্রিনে ভিউ পাওয়া গেল। এর মধ্যেই পনেরো মিনিট পার হয়ে ষোল মিনিটে পড়েছে। মানে ওদের টাইম ঠিক থাকলে ওরা এয়ারপোর্টে নেমে পড়েছে।

পেইন্টার প্রাইভেট এরাইভালের এরিয়ায় জুম করলেন। একটাই প্লেন দাঁড়িয়ে আছে। এর একটু সামনেই দুজন হেটে এগোচ্ছে। পেইন্টার আরো জুম করলেন।

মনসিগনর ভেরোনা আর ক্যাট ব্রায়ান্ট।

পেইন্টার আরো কিছুক্ষন অপেক্ষা করলেন। না, আর কেউ নেই। হঠাৎ স্ক্রিনে ছোট ছোট ফুটকি দেখা গেল।

"স্যার, বাজে আবহাওয়ার কারণে হচ্ছে।"

পেইন্টার ভাবলেন, তার কাজ হয়ে গেছে।

কিন্তু গ্রে কোথায়?

১: ০৪ এ.এম
জেনেভা, সুইজারল্যান্ড

গ্রে ইজিপশিয়ান এয়ারলাইনসের ফার্স্ট ক্লাস কেবিনে বসে আছে। এই ব্যাপারে ও ড্রাগন কোর্টকে বেশ ক্রেডিটই দিল। অন্তত ওরা এসব ব্যাপারে কিপটেমি তো করে নি বরং বেশ উদারতাই দেখিয়েছে। ও ছোট্ট কেবিনটার চারপাশে দেখলো। আটটা সিট, ছয়জন প্যাসেঞ্জার। এর ভেতরে অব্যশই একজন আছে ড্রাগন কোর্টের লোক, যে ওর উপরে নজর রাখছে।

ব্যাপার না, ও পুরোপুরিই ওদের কথা মেনে চলছে।

ও প্লেন টিকেট আর ভুয়া কাগজপত্র সব পেয়েছে ওদের নির্দেশ অনুযায়ী একটা লকারে। প্লেনে উঠে সেরা ডিনার খেল, তারপর দুই গ্লাস রেড ওয়াইন খেয়ে একটা মুভি দেখলো জুলিয়া রবার্টসের।

জানালা দিয়ে বাইরে দেখলো একবার। গোল্ডের চাবিটা এই মুহূর্তে ওর বুকের কাছে একটা চেনের সাথে ঝুলছে। জিনিসটা একদম ঠান্ডা। *এই চাবিটার মূল্য এখন দুজনের মানুষের জীবন*, ও মনে মনে ভাবলো।

বাইরে তাকিয়ে আছে ও, আল্পসের ধোয়াশে চূড়া দেখা যাচ্ছে। ওরা কাছাকাছি চলে এসেছে।

জেনেভা শহরের মিটমিটে আলো দেখা যাচ্ছে। চাঁদের আলো চকচক করছে লেকের উপরে প্রতিফলিত হয়ে। একটু পরে প্লেন জেনেভা ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করলো।

গ্রে বাইরে এসে ওর ব্যাগের জন্যে অপেক্ষা করছে, খুব যত্নের সাথে ও প্যাকটা তৈরি করেছে। আশা করছে ওর প্রয়োজনীয় সবকিছু সময়মতোই এতে পাবে।

ব্যাগটা কাঁধে নিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালো গ্রে। যে কোন ধরনের বিপদের জন্যে প্রস্তুত।

একে একে প্লেনের লোকজন বেরিয়ে আসছে। এর মধ্যে একজন আছে যার পরনে সোনালী উইগ, নেভি ব্লু বিজনেস স্যুট আর চোখে কালো চশমা। একহাত স্লিঙে ঝুলছে। কিন্তু সেটা স্যুটের আঁড়ালে এমনভাবে রাখা খুব ভালো করে খেয়াল না করলে বোঝা যাবে না। তার ছদ্মবেশ এতোটাই নিখুঁত যে আসল চেহারা বোঝার কোন উপায়ই নেই।

অবশ্য কেউ বুঝতেও চাইবে না, কারণ শিচান পৃথিবীর কাছে এখন মৃত। মেয়েটা ওর দিকে একবারও না তাকিয়ে বেরিয়ে গেল।

সবাই একে একে ওকে পার হয়ে চলে যাচ্ছে। কিন্তু ও দাঁড়িয়ে আছে, কারণ ওর জানা নেই এখান থেকে কোথায় বা কোনদিকে যেতে হবে। আশা করছে রাউল কোন কন্টাক্ট পাঠাবে। ও ট্যাক্সি লাইনের দিকে তাকিয়ে আছে।

মেয়েটা ভিড়ের ভেতরে হারিয়ে গেছে, কিন্তু গ্রে খুব ভালো করেই জানে ও কাছাকাছিই কোথাও আছে।

ওয়াশিংটন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে তাই ওর একটা ব্যাকআপ দরকার ছিল। গুহাটাতে পৌছানোর পরে ও মেয়েটাকে উদ্ধার করে একটা প্রমিজ আদায় করে নিয়েছে। সেটা হলো ওরা একসাথে কাজ করবে। ওর মুক্তির বদলে ও গ্রে'কে হেল্প করবে র‍্যাচেলকে ছাড়িয়ে নিতে। তারপর তারা যে যার দিকে চলে যাবে, নিজের মতো কাজ করবে।

মেয়েটা রাজি হয়েছে। মেয়েটাকে উদ্ধার করার পর গ্রে মেয়েটার ব্যান্ডেজ বাঁধছে, গ্রে খেয়াল করে দেখেছে শিচান ওকে লক্ষ্য করছে খুব ভালো করে। শিচানও বেশ ভালো করে খেয়াল করছে। ওর কাপড় ছেড়া, উরু, পেট এমনকি বুকেরও বেশ খানিকটা উন্মুক্ত কিন্তু এই লোকটা একবারও তাকায় নি সেদিকে, ভুলেও না। আর গ্রে দেখেছে মেয়েটাকে পানি থেকে তুলে আনার পরে খুব দ্রুতই সেরে উঠছে। ওর ভাবটা এমন যেন একটা সিংহী নীরব পায়ে উঠে দাঁড়াচ্ছে।

গ্রে জানে মেয়েটা ওকে সাহায্য করছে কারণ ও রাউলের উপরে বদলা নিতে চায়। কোর্ট আর গিল্ডের ভেতরে যেই বিষয়েই চুক্তি হয়েছিল সেটা শিচানের জন্যে শেষ, কারণ রাউল ওকে ধুকেধুকে মরার জন্যে ফেলে এসেছিল। তাই এখন যা অবশিষ্ট আছে সেটা হলো রাগ আর প্রতিশোধ।

কিন্তু আসলেই কি তাই?

গ্রে'র মনে পড়লো মেয়েটা ওকে কি আগ্রহ আর কৌতুহল নিয়েই না দেখছিল।

তবে সেইসাথে এই মেয়েটার ব্যাপারে পেইন্টারের সতর্কবাণী মনে পড়লো। ওর চেহারায় কখনো মনের ছাপ পড়ে না।

গ্রে যাই বলেছে মেয়েটা শুনে গেছে এবং মেনে নিয়েছে, সব শেষে গ্রে কথা শেষ হবার পরে বলেছে, "গ্রে আমি তোমার সাথে একই কাজ করবো মানে আগে যা করেছি তবে সেটা এই আসন্ন পরিস্থিতির পরে। এটা কেটে গেলে আবার আমরা আগের মতোই শত্রু। তবে আমাদের ভেতরে যা চুক্তি হয়েছে সেই ব্যাপারে আমাকে শতভাগ সৎ বলে ধরে নিতে পারো।"

হঠাৎ ফোন বাজার শব্দে ওর চিন্তার তাল কেটে গেল। "কমান্ডার পিয়ার্স," ও ফোন রিসিভ করে বললো।

"সুইজারল্যান্ডে স্বাগতম," রাউল। "তোমার জন্যে সিটি সেন্টার ট্রেইন স্টেশনে একটা ট্রেনের টিকেট রাখা আছে আগের মতোই একটা লকারে। ট্রেনটা এখন থেকে ঠিক পয়ত্রিশ মিনিট পরে ছাড়বে। তুমি সেটাতে থাকবে।"

"আমার টিমমেটের কি হবে?"

"কথামতো তাকে এর মধ্যেই ছেড়ে দেয়া হয়েছে। সে জেনেভা হাসপাতালের দিকে রওনাও হয়ে গেছে। তুমি স্টেশানে নামার পরেই এই ব্যাপারে কনফার্মেশন পাবে।"

গ্রে চলতে শুরু করেছে। চলতে চলতেই জানতে চাইলো, "আর লেফটেনান্ট ভেরোনা?"

"মেয়েটা ঠিকই আছে। তবে এইমুহূর্তে সেটা তোমার কনসার্ন না। তুমি রওনা দাও।"

লাইনটা কেটে দিতেই লাফ দিয়ে একটা ট্যাক্সিতে উঠে গেল। শিচানের জন্যে দেরি করলো না। কারণ ওর ফোনে প্ল্যান্ট করা আছে একটা চিপ। ফলে ওর আর রাউলের ভেতরে যা কথা হয়েছে সেটা সে শুনেছে এবং মেয়েটার কর্মদক্ষতার উপরে গ্রে'র ভরসা আছে।

"সেন্ট্রাল স্টেশান," গ্রে ড্রাইভারকে বললো। সিটে হেলান দিল সে। মনে হচ্ছে শিচানের কথাই ঠিক হতে যাচ্ছে। মেয়েটা ওকে বলেছিল, র‍্যাচেল আর মঙ্ককে স্যাভয় আল্পসের ওখানে একটা দূর্গে রাখা হতে পারে। এখন তাই মনে হচ্ছে।

দশ মিনিট পর গ্রে'র ট্যাক্সি লেকের পাশ দিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ পানি থেকে একটা একশো মিটার উঁচু ফোয়ারা উপরের দিক উঠে গেল। সেই বিখ্যাত জেট ডি ইয়াও। এটাকে ল্যাম্পের আলোয় সজ্জিত অবস্থায় দারুণ লাগছে দেখতে। তার মানে কাছাকাছি কোথাও একটা ফেস্টিভাল শুরু হতে যাচ্ছে।

গ্রে দেখলো ওর চারপাশে লোকজন নেচে আর গান গেয়ে বেড়াচ্ছে।

ওর মনে হলো যেন ও অন্য একটা পৃথিবীতে আছে।

কয়েক মিনিট পরেই ওকে ট্যাক্সি সেন্ট্রাল স্টেশানের সামনে নামিয়ে দিয়ে গেল। রাউলের কথামতো নির্দিষ্ট লকার থেকে ও টিকেটটা বের করে নিল। লেক সাইড সিটি লসেনির একটা টিকেট। চারপাশে একবার দেখে নিল। কিন্তু না শিচান

বা সন্দেহজনক কাউকে চোখে পড়লো না। একটা সন্দেহ মনে দানা বেঁধে উঠছে। সবকিছু মনে হচ্ছে খুব বেশি সহজ। *আচ্ছা মেয়েটা রাউলের সাথে ডাবল ক্রশ করে নি তো? কিন্তু করে থাকলেও ওর আসলে কিছুই করার নেই। চান্স নিতেই হবে।*

ওর ফোন বেজে উঠতে ফোনটা বের করে কানে লাগালো।

"কমান্ডার পিয়ার্স।"

"দুই মিনিট সময় দেয়া হলো।" রাউল বলেই লাইন থেকে সরে গেল। লাইন দেয়া হলো আরো একটা ডিসট্যান্স কলের। ভেসে এল পরিচিত একটা কণ্ঠ, "কমান্ডার?"

"হ্যা, মঙ্ক বলো তুমি কোথায়?" গ্রে জানে এটা শিচান ছাড়াও রাউল আর ওর লোকেরা শুনছে কাজেই সাবধান হতে হবে।

"ওরা আমাকে একটা হাসপাতালে এই ফোনটাসহ ফেলে গেছে। আর বলেছে এতে তোমার ফোন আসবে। এখানকার সব ডাক্তারেরা ফ্রেঞ্চ বলছে।"

"তুমি জেনেভা হাসপাতালে। তোমার শরীর কেমন?"

নীরবতা।

"গ্রে, ওরা আমার একটা হাত কেটে ফেলেছে।"

গ্রে'র মনে হলো ওকে কেউ লাথি মেরেছে।

"তারপর...তারপর শিপে একজন ডাক্তার ছিল সে আমাকে এক ধরনের ড্রাগ দিয়ে হাত সেলাই করে দিয়েছে। এখানকার ডক্তারদের কথায় যা বুঝলাম তাতে মনে হয় ওটাকে আবার জোড়া লাগানো যেতে পারে।"

গ্রে চুপচাপ ভাবছে, আসলে ও ভেতরে ভেতরে রাগে ফুলছে। "আর র‍্যাচেল?"

"আমাকে ড্রাগ দেয়ার পর থেকে আমি ওকে আর দেখি নি। গ্রে তোমার যেভাবেই হোক ওকে ছাড়াতে হবে।"

"আমি চেষ্টা করছি। কিন্তু তুমি এখন যেখানে আছো সেখানে কি নিরাপদ?"

"মনে হচ্ছে। কিন্তু ওরা আমাকে মুখ বন্ধ রাখতে বলেছে। আমিও তাই করছি। হাসপাতাল কতৃপক্ষ পুলিশ ডেকেছে। আর ওরাও বাইরে পাহারা বসিয়েছে।"

"ঠিক আছে, এখন পর্যন্ত তুমি ঠিকই করেছো। আমি তোমাকে যতো দ্রুত পারি উদ্ধার করবো।"

"গ্রে," মঙ্কের স্বরে বোঝা যাচ্ছে ও কিছু একটা বলতে চাইছে কিন্তু ও জানে এই কথা অনেকেই শুনছে।

"বলো মঙ্ক।"

"ওরা...আমাকে ছেড়ে দিয়েছে কিন্তু তোমাকে ছাড়বে না, তুমি সাবধানে থেকো।"

কানেকশান কেটে গিয়ে রাউলের কথা শোনা গেল। "দেখেছো কমান্ডার আমরা আমাদের কথা রাখি। তুমি চাবিটা নিয়ে এসো আমরা মেয়েটাকে ছেড়ে দিব।"

"ঠিক আছে কিন্তু তারপর?"

"লসেনি ট্রেন স্টেশানের বাইরে তোমার জন্যে একটা গাড়ি অপেক্ষা করবে।"

"না, আমি তোমার ফাঁদের ভেতরে গিয়ে ঢুকবো না। আমি লসেনি স্টেশানে পৌছানোর পরে আমরা একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট করবো।"

রাউল ধমকে উঠলো। "শোন গ্রে তোমার হাত বেশি লম্বা করো না। তোমার বন্ধুরটার মতো এটাও কেটে ফেলতে আমার খুব একটা কষ্ট হবে না। আমরা আবার কথা বলবো তুমি লসেনি স্টেশানে পৌছানোর পরে।"

লাইন কেটে যেতে গ্রে ফোনটা পকেটে রেখে দিল।

আচ্ছা রাউল তাহলে লসেনি'তে। ও ট্রেনের জন্যে অপেক্ষা করছে, এটাই শেষ ট্রেন। তাই অনেক প্যাসেঞ্জার। আবারো সাবধানে চারপাশে দেখলো, শিচানের কোন চিহ্নই নেই। *রাউলের কোন স্পাই আছে কি না কে জানে।*

অবশেষে ট্রেন আসতেই গ্রে আন্দাজি একটা কামরায় উঠে গেল। তারপর ভিড়ের ভেতরেই দ্রুত একটা ছেড়ে আরেকটা কামড়ায় চলে গের। কোন লেজ থাকলে খসানোর জন্যে ওর কামড়াটাও এড়িয়ে এল।

শেষ দুটো কামড়ার মাঝের জায়গাটাতে শিচান দাঁড়িয়ে আছে।ট্রেন এখনো ছাড়ে নি। শিচান ওকে ইশারা করতেই ওরা আরেকটা কামড়ার অপজিটের একটা দরজা দিয়ে পাশের লাইনে নেমে এল। তারপর আরেকটা ট্র্যাক পার হয়ে চলে এল আরেক পাশে। তারপর আরো কিছু দৌড়ঝাঁপ এবং গ্রে নিজেকে আবিষ্কার করলো একটা নির্জন পার্কিং লটে।

কালো হলুদ রঙের একটা বিএমডব্লিউ বাইক, বাইরে দাঁড় করানো। "উঠে পড়ো," শিচান বললো, ওর গলায় তাড়া। "তোমাকেই চালাতে হবে। আমার কাঁধ..." এখান থেকে লসেনি প্রায় পঞ্চাশ মাইল। ওর এই আহত কাঁধ নিয়ে সেটা কিছুতেই সম্ভব না।

গ্রে লাফ দিয়ে উঠে পড়ে ওর জ্যাকেটের চেইন টেনে দিল। বাইকটা এখনো গরম। শিচান পেছনে উঠে একহাতে গ্রে'র কোমর জড়িয়ে ধরলো। ইঞ্জিন স্টার্ট করে বাইকটাকে একটানে বের করে নিয়ে এল স্টেশানের বাইরে। তারপর মূল রাস্তায় নেমে রওনা দিল পাহাড়ি এলাকা লসেনির দিকে। ও আগেই জেনেভা থেকে লসেনির রাস্তা ম্যাপে মুখস্থ করে রেখেছে।

রাস্তা হেডলাইটের আলোয় উদ্ভাসিত। বাইক ছুটছে পূর্ণ গতিতে। ওকে যেভাবেই হোক ট্রেনের অন্তত আধা ঘণ্টা আগে হলেও লসেনিতে পৌছাতে হবে। *কিন্তু পারবে কি?* ও মনে মনে মঙ্কের কথাটার মানে বের করার চেষ্টা করছে। কথাটা পরিস্কার *ওরা আমাকে ছেড়ে দিয়েছে*। কিন্তু এর ভেতরে কি অন্য কোন অর্থ আসলেই আছে?

ও আগেই জানতো যে মঙ্ককে ছেড়ে দেয়া হবে। কারণ এতে করে গ্রে'র সহযোগীতা ওরা আরো ভালোভাবেই আদায় করতে পাবে। আর নেগোসিয়েশনের জন্য র‍্যাচেল তো আছেই হাতে।

ওরা আমাকে ছেড়ে দিয়েছে।

কি বলার চেষ্টা করতে পারে মঙ্ক। ওকে ছেড়ে দেয়ার পেছনে কি কোর্টের

আরো কোন উদ্দেশ্য আছে? কারণ এরা তো চরম নিষ্ঠুর। ওরা মঙ্ককে টর্চার করেছে র‍্যাচেলের মুখ খোলানোর জন্যে। আর মঙ্ককে ছেড়েছে শুধুই ওকে দেখানোর জন্যে। না আরো কিছু আছে? ওর মনে হচ্ছে ওর ধারণাই ঠিক। র‍্যাচেলকে রেখে দেয়া আর মঙ্ককে ছেড়ে দেয়ার পেছনে আরো কোন ব্যাপার অবশ্যই আছে।

কিন্তু সেটা কি?

২:০২ এ.এম
লসেনি, সুইজারল্যান্ড

র‍্যাচেল ওর সেলে বসে আছে, ভীষন ক্লান্ত আর বিবশ লাগছে।

চোখ বন্ধ করলেই মঙ্কের হাত কাটার দৃশ্যটা ভেসে উঠছে। কুঠার নেমে আসছে, রক্তের ফোয়ারা আর লাফাতে থাকা কাটা কব্জিটা।

অ্যালবার্তো জোরে রাউলকে ধমকে উঠে। ওর নিষ্ঠুরতার জন্যে না বরং লোকটাকে ওদের জীবিত দরকার তাই। রাউল সাবধান হয়ে যায়। শিপের ডক্তারকে ডেকে এনে কি সব বলে। তারপর ওরা মঙ্ককে টেনে নিয়ে যায়।

ওই মেয়েদুটোর একজনের কাছে ও শুনতে পায় মঙ্ক বেঁচে আছে। দুই ঘণ্টা পর হাইড্রফয়েলটা ভূ-মধ্যসাগরের একটা দ্বীপে এসে থামে। এখানে ওরা ফয়েলটা ত্যাগ করে একটা প্লেনে এসে উঠে। তখন ও মঙ্ককে এক ঝলক দেখতে পায়, ওকে একটা স্ট্রেচারে করে নেয়া হচ্ছে, কাটা হাতটা কঁনুই পর্যন্ত ব্যান্ডেজ করা। প্লেনে ওকে একটা কম্পার্টমেন্টে রাখা হয়। আরো প্রায় পাঁচ ঘণ্টা জার্নির পরে ল্যান্ড করে তারপর বেরিয়ে আসে।

এরপরে ও মঙ্কের আর কোন দেখা পায় নি।

রাউল ওর চোখ বেঁধে টানতে টানতে কোথায় যেন নিয়ে আসে। প্লেন থেকে ওকে তোলা হয় একটা গাড়িতে, আরো আধা ঘণ্টা পরে ওরা গন্তব্যে পৌছায়। একটা কাঠের ব্রিজের নেমে আসার শব্দ পায় ও। গাড়িটা ভেতরে ঢোকে।

গাড়ি থেকে টেনে বের করতেই ও যে শব্দটা প্রথম শোনে সেটা হল কুকুরের গর্জন, এক পাল কুকুর যেন জান দিয়ে গর্জন করছে। কুকুরের গর্জন এতো ভয়ঙ্কর হতে পারে ও কোনদিন ভাবেও নি। তারপর ওকে টানতে টানতে নিয়ে আসা হয় এখানে।

ওর ধারণা ওরা কোন একটা পাহাড়ি এলাকায় আছে। পাহাড়ের গন্ধ ও বুঝতে পারে। মনে হয় কোন পাহড়ি দূর্গে এনে ওকে রাখা হয়েছে।

অবশেষে ওকে এনে ধাক্কা মেরে এই সেলটার ভেতরে ফেলে দেয়া হয়। পড়ে গিয়ে ও হাটু আর কনুইয়ে প্রচন্ড ব্যথা পেয়েছে। ভেতরে এসে রাউল ওকে টেনে তুলে দুই হাতে শক্ত করে দুই কাঁধ চেপে ধরে দাঁড় করিয়ে দেয়।

"এখন কেমন লাগছে?"

র‍্যাচেলের মনে হচ্ছিলো দুই হাত না শক্ত দুই লোহার বার দিয়ে ওর দুই কাঁধ

চেপে ধরা হয়েছে। তারপর আবার ওকে একটা শক্ত ঝাকুনি দিয়ে মেঝেতে ফেলে দিয়ে রাউল বের হয়ে যায়। সেলটাতে কোন জানালা নেই। আর ফার্নিচার বলতে আছে শুধু একটা স্টিলের কট। তাতে একটা পাতলা ম্যাট বিছানো। আর হালকা একটা বালিশ।

ওর সেলে কোন লোহার বার নেই। একটা স্বচ্ছ গ্লাসের পার্টিশন দেয়া সামনে। তাতে বাতাস আনাগোনার জন্যে একটা ফোকর। এমনকি ওর সেলের বাইরে কোন গার্ডও নেই। ও দূরে মানুষের আওয়াজ পাচ্ছে। প্রায় এক ঘন্টা ধরে এই সেলে আছে, এর মধ্যেই ওর মনে হচ্ছে যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে।

আবার ও কাছেই রাউলের কর্কশ কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছে।

ও দুজন লোক নিয়ে সেলের ভেতরে ঢুকলো, কারো হাতেই কোন অস্ত্র নেই।

রাউলকে দেখে মনে হলো প্রচন্ড রেগে আছে।

"একে বাইরে নিয়ে চল," বলে মাটিতে একগাদা থুথু ফেললো।

ওকে লোক দুজন টেনে বের করলো। রাউল পথ দেখাচ্ছে।

"এদিকে," বলে ও হলওয়ের দিকে এগোল। র‍্যাচেল যেতে যেতে আরো কয়েকটা সেল দেখতে পেল। কয়েকটা ওরটার মতোই, আর কিছু ওয়াইনের বোতলে ভরা।

ওরা চলতে চলতে একটা চন্দ্রালোকিত ইয়ার্ডে বেরিয়ে এল। চারপাশে দূর্গের উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা। গেটের একপাশে ট্রাক আর গাড়ি সারি করে রাখা। আরেকপাশে ছোট ছোট সেলের মতো সারি সারি খোপ। প্রথমে র‍্যাচের বুঝতে পারলো না ওগুলোতে কি। তারপর গর্জন আর ঝাপটা ঝাপটি শুনে বুঝলো।

"ফাইটিং ডগস, পৃথিবীর সেরা কালেকশান, সেরা জাতের এবং বংশ পরম্পরায় এগুলোর আসল রক্ত ধরে রাখা হয়েছে। আর কিছু আছে ব্রিডিং করা। এগুলোও সেরাদের সেরা," রাউল বেশ তৃপ্তি ভরা কণ্ঠে বলে যাচ্ছে। আর র‍্যাচেলের মনে হলো ও কুকুরের না বরং নিজের বর্ণনা দিচ্ছে।

রাউল ওদেরকে নিয়ে একটা ওক কাঠের দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো। এটার ঠিক পাশ দিয়ে সিঁড়ি উঠে গেছে। কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে না উঠে ওরা রওনা দিল ওক কাঠের দরজাটা খুলে এর ভেতর দিয়ে নিচের দিকে।

ওরা খানিকটা নিচে নেমে এসে আরেকটা ছোট দরজা খুললো।

র‍্যাচেল এটা দিয়ে ভেতরে ঢুকেই গন্ধ পেল এন্টিসেপটিকের।

ওকে ধাক্কা মারতে মারতে একটা চারকোণা রুমে নিয়ে আসা হলো। উজ্জ্বল বাতি জ্বলছে, চারপাশে পাথুরে দেয়াল। ভেতরে একজন গার্ড। গার্ড একটা দরজা খুলে দিতে ওরা ভেতরে ঢুকলো। ওরা একটার পরে একটা চেম্বার পার হয়ে এল। র‍্যাচেল সুপারকন্ডাক্টরের কিছু পরিচিত জিনিস দেখে বুঝতে পারলো এগুলো আসলে ওদের ল্যাবরেটরির মতো।

তাহলে সুপারকন্ডাক্টর নিয়ে গবেষনা এখানেই করা হয়।

ওরা তৃতীয় চেম্বারে এসে থামলো। এটাতে অন্য কোন যন্ত্রপাতি নেই বরং

অনেকটা অপারেশন রুমের মতো। রুমের ঠিক মাঝখানে একটা অপরেটিং টেবিল। তারপাশেই সব ধরনের ছুরি-চাকু থেকে শুরু করে সুই সূতো। মানে অপারেশান করার প্রয়োজনীয় সবই আছে। টেবিলের উপরে একটা আকৃতিকে বেঁধে রাখা হয়েছে। কিন্তু তার মুখ ঢাকা থাকার কারণে দেখা যাচ্ছে না।

র‍্যাচেলকে ধাক্কা মারতে মারতে ওকে আরো ভেতরে নিয়ে চললো। অবশেষে ওরা যে রুমটাতে এসে থামলো তাকে কোনভাবেই রুম বলা চলে না। এটাকে বরং কোন লাইব্রেরি বলে সহজেই চালানো যাবে। এটা নিশ্চয় রয়েল সোসাইটির স্কলারদের গবেষণার জায়গা ছিল। কারণ তার সব ধরনের লক্ষনই বিদ্যমান। রুমটার সবকিছুই পালিশ করা ওয়ালনাট আর মেহগনি কাঠের তৈরি। মেঝেতে টার্কিশ কার্পেট।

আর চোখে পড়ার মতো যে জিনিসটা এখানে আছে সেটা হলো চারপাশের দেয়াল ঘেরা লাইব্রেরি আর বই। একবার চোখ বুলিয়েই ও যে কয়েকটা দেখার মতো বই লক্ষ্য করলো তার মধ্যে আছে স্যার আইজাক নিউটনের প্রিন্সিপিয়ার প্রথম কপি, ডারউইনের অরিজিন অফ স্পিসিস, মিশরিয় ম্যানুস্ক্রিপ্টের একটা বেশ বড় কালেকশান, নিশ্চয় কায়রো মিউজিয়াম থেকে চুরি করা, আরো আছে বিজ্ঞানের বই থেকে শুরু করে সব ধরনের অ্যাডভেঞ্চারের বই।

ও চারপাশে যাই দেখতে পাচ্ছে তার সবই আর্টওয়ার্ক। আলেকজান্দ্রিয়ার মাস্টারপিস ঘোড়ার শোপিস, রোমান কালেকশান, রাফায়েলের আর্টওয়ার্ক। সবই সেরাদের সেরা কালেকশান। আর বিশাল রুমটার ঠিক মাঝখানে মেহগনি কাঠের একটা বিরাট টেবিল। তার উপরে ঝুঁকে টেবিল ল্যাম্পের আলোতে কাজ করছে একজন মানুষ।

"প্রফেসর অ্যালবার্তো," র‍্যাচেলের মুখ দিয়ে নামটা বেরিয়ে গেল।

প্রফেসর অ্যালবার্তো মেরাভি মুখ তুলে ওর দিকে তাকালো। তার পরনে একটা কালো রঙের স্মোক জ্যাকেট। ভেতরে সাদা শার্টের উপরে একটা রোমার ক্ল্যারিক্যাল স্কলার। "অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে, মিস র‍্যাচেল, আপনি আমাদের সাথে পুরো সততার সাথে কো-অপারেট করছেন না।

র‍্যাচেলের মনে হলো ওর কলজেটা কেউ গুলি করে ছিদ্র করে দিল।

"আর এতে তোমারও দোষ আছে," এই কথাটা সে বললো র‍্যাচেলকে ধরে থাকা রাউলকে। "তুমি তখন যদি আমেরিকানটার কব্জি কেটে আমার মনোযোগ ব্যাহত না করতে তবে আমি এটা তখনই ধরে ফেলতাম। তোমরা দুজনেই কাছে আসো।"

ওরা দুজনেই ডেস্কের দিকে এগোল।

র‍্যাচেল দেখলো ওর ম্যাপটা ডেস্কের উপরে বিছানো, ওতে আরো বেশ কিছু কাজ করা হয়েছে। টানা হয়েছে নতুন কিছু রেখা ।

অ্যালবার্তো ম্যাপটার দিকে মনোযোগ দিয়ে দেখতে দেখতে বললো, "রোম কিছুতেই নেক্সট স্টপ হতে পারে না। এই বিরাট ধাঁধাটার পুরোটাই ধীরগতিতে

হলেও ভালোই সামনে এগিয়েছে, কিন্তু এটা যদি এর পর রোমের দিকে এগোয় তবে সেটা পেছনের দিকে ফিরে যাওয়া হয়। তাই এটা কিছুতেই রোমের দিকে যেতে পারে না। আরো একটা কারণ হলো এই নেক্সট স্টপটাই এই ধাঁধার শেষ অংশ কাজেই এটা কিছুতেই রোমে যাবে না।"

"কিন্তু আমরা তো এটাই সমাধান করেছি," র‍্যাচেলের গলায় অসহায়ের সুর। অ্যালবার্তো গভীর দৃষ্টিতে ওকে দেখছে।

"আমরা এইটাই সমাধান করেছিলাম। কারণ আমাদেরকে আক্রমনের আগ পর্যন্ত আমরা এই পর্যন্তই করতে পেরেছিলাম। আর আমরা পুরো কাজটাই করেছিলাম পানির নিচের একটা অন্ধকার গুহায় স্রেফ নিজেদের মাথা খরচ করে। আপনার মতো রিসোর্স আর ঠান্ডা মাথায় ভাবার মতো পরিস্থিতি আমাদের ছিল না।"

অ্যালবার্তোর দৃষ্টি এখনো ওর উপরে স্থির। "ঠিক আছে আমি তোমার কথা বিশ্বাস করছি। আমি জানি মনসিগনর ভেরোনা অত্যন্ত চালাক এবং বুদ্ধিমান একজন মানুষ।। কিন্তু এই ধাঁধাটারও স্তর আর রহস্যের কোন শেষ নেই।"

অ্যালবার্তোর চোখ বন্ধ। কথাগুলো যেন বিড় বিড় করেই বললো। তারপর সব চুপ। অখন্ড নিরবতা, সব যেন থেমে গেছে। শুধুমাত্র অ্যালবার্তো বন্ধ চোখে মৃদু বিড় বিড় করছে। অনেকক্ষন পরে সে মুখ তুললো।

"ঠিক আছে র‍্যাচেল তোমার কথা ঠিকই কিন্তু তবু আমি তোমকে এখনো পুরোপরি বিশ্বাস করি না। আমার ধারণা তুমি এখনো একটা কিছু লুকাচ্ছো বা লুকানোর চেষ্টা করছো।"

র‍্যাচেলের শরীর আবার কাঁটা দিয়ে উঠলো। *এর কি কোন শেষ নেই?* "আমি যা জানি সবই আপনাকে বলেছি।" র‍্যাচেল ভেতরে ভেতরে কাঁপছে, *ওরা এবার কি করবে? ওরা কি এবার ওকে টর্চার করবে?*

ও নিজের ভেতরের ভাবনা লুকানোর চেষ্টা করছে, যেন তা বাইরে প্রকাশ না পায়।

কিন্তু আর কতো!

প্রথমে কোলন থেকে শুরু, তারপর মিলান, ভ্যাটিকান, আলেকজান্দ্রিয়া এখন সুইজারল্যান্ড। এর কি কোন শেষ নেই? ও বোটে গোল্ড 'কি'টার কথা বলেছিল, এর পেছনে মঙ্কের কারণ তো ছিলই সেই সাথে ও এতে গ্রে'কে কানেক্ট করতে চাচ্ছিলো যাতে করে গ্রে এসে কিছু একটা করতে পারে। কিন্তু এখন ফ্রান্সের কথা বলে দেয়া মানে তো সব শেষ।

"তুমি ঠিক বলছো কিনা বা কিছু লুকাচ্ছো কিনা তা বোঝার একটাই উপায় আছে..." অ্যালবার্তো ওর লোকদের আর রাউলের দিকে ফিরে বললো, "ওকে নিয়ে চল।"

ওরা ওকে নিয়ে সেই অপারেশান থিয়েটারের মতো রুমটায় চলে এল।

এবার অপারেটিং টেবিলটায় শুয়ে থাকা মানুষটার মুখের উপর থেকে কাপড়টা সরানো। সেটা দূর থেকে দেখেই র‍্যাচেলের কলজেটা লাফ দিয়ে উঠলো। রাউল

মানুষটাকে কভার করে দাঁড়িয়ে আছে। তাই র‍্যাচেল মুখটা পরিস্কার দেখতে পেল না।

"আমরা এই আলাপচারিতা সারারাত চালিয়ে যেতে পারবো না, কাজেই," বলে অ্যালবার্তো মানুষটার উপরে থাকা কাপড় বেশ খানিকটা সরিয়ে ফেললো। আর রাউলও সরে গেল তার সামনে থেকে। মানুষটার শরীরের প্রতিটা অংশ এমনভাবে টেবিলটার সাথে বাধা যে সে শুধু মখটাই নাড়ানোর ক্ষমতা রাখে। আর সে মুখটা ফিরিয়ে র‍্যাচেলের দিকেই তাকালো। এতোটা আতঙ্ক র‍্যাচেল বোধহয় তার এই জীবনে সে কোনদিন অনুভব করে নি, এতাটা দুঃখও না। এক মুহূর্ত ও জড় পদার্থের মতো জমে গেল। তারপর চিৎকার করে উঠলো, "না!!"

"আমি প্রথমে কান থেকে শুরু করবো, উমম...তারপর ধীরে ধীরে মুখের দিকে এগোব, নাকি শরীরের অন্য কোন জায়গা থেকে?" অ্যালবার্তো গ্লাভস পরা হাতে একটা স্ক্যালপ্যাল নিয়ে মুখটা নেড়ে দেখছে কোথা থেকে কাটা শুরু করবে।

"আমি...আমি বলছি। আমি সব বলে দিচ্ছি," র‍্যাচেল রীতিমত গলা ফাটিয়ে চেচাচ্ছে। "এভিগনন। জায়গাটা ফ্রান্সের এ্যাভিগনন।"

অ্যালবার্তো এক মুহূর্ত ভাবলো তারপর তার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

র‍্যাচেল রাউলের হাত থেকে নিজেকে ছাড়ানোর জন্যে ধস্তাধস্তি করছে। না পেরে কাঁদতে শুরু করলো। ও বলে দিয়েছে কিন্তু এ ছাড়া আর কোন উপায়ই ছিল না। "নানু..." র‍্যাচেল রীতিমত গুঙিয়ে উঠলো।

টেবিলে বাঁধা মানুষটা আর কেউ না ওর নানু।

২:২২ এ.এম
এভিগনন, ফ্রান্স

পুরো এভিগনন শহরটা যেন নাচছে, গাইছে আর খুশির বন্যায় ভেসে যাচ্ছে।

এটা অ্যানুয়েল সামার থিয়েটারের মাস, জুলাই। পৃথিবীতে আর্ট থিয়েটার, মিউজিক আর ড্রামার সবচেয়ে বড় মিলন মেলা। সমস্ত শহর জুড়ে হাসি আনন্দ ক্যাম্পিং আর ফুর্তির জোয়ার বয়ে যাচ্ছে। এমনকি অসুস্থ আর বুড়োরাও বাদ যাচ্ছে না।

কিন্তু শহরের এই উচ্ছল আনন্দের কিছুই স্পর্শ করছে না মানুষটাকে। উনি পার্কের একটা বেঞ্চে বসে চারপাশটা একবার দেখে নিয়ে ক্যাটের দিকে তাকিয়ে ইশারা করে দ্রুত হাটতে লাগলেন। মানুষটা আর কেউ না, ভিগর। ওরা প্লেস দু পেলেসিয়া মানে পোপের প্রসাদে যাবার জন্যে পার্কের ভেতরের রাস্তাটা বেছে নিয়েছে। পোপের প্রাসাদটা নদীটার ঠিক তীরেই অবস্থিত।

আরেকটু সামনে এগোতেই নদীর একটা বাঁক চোখে পড়লো। ঠিক এর কাছেই বিখ্যাত সেন্ট বেনেট ব্রিজটা। এটা নিয়েই রচিত সেই বিখ্যাত রাইম *লি পন্ট ডি এভেগনন*। রোন নদীর উপরেরে এই ব্রিজটা বারোশো শতকে নির্মিত। একটা লম্বা

সময় ধরে এই নদীর উপরে এই একটাই ব্রিজ ছিল। এখন আরো চারটা ব্রিজ নির্মিত হলেও ফরাসি কারিগরেরা একে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার না করে পুরনো চেহারাতেই টিকিয়ে রেখেছে। এই মুহূর্তে ব্রিজের উপরে নাচুনেদের একটা দল গান গাইছে, আর নেচে বেড়াচ্ছে। ওদের কানে আসছে বাজনা।

এগোতে এগোতেই ক্যাট প্রশ্ন করলো, "আমরা কোত্থেকে শুরু করবো?"

ভিগর ঠিক এই প্রশ্নটার উত্তর দেয়ার জন্যেই বেশ কিছু রিসার্চ করেছেন। কারণ এই প্রশ্নটা তাকেও ভাবিয়ে তুলেছিল। ওরা কোথা থেকে শুরু করবে?

"এভিগনন শহরটা ইউরোপের সবচেয়ে পুরনো শহরগুলোর একটা। এটা স্থাপিত হয়েছিল নিওলিথিক সময়ে। আর এর গোড়াপত্তন করেছিল কেল্টরা, আর পরে রোমানরা। এটি সবচেয়ে বেশি বিখ্যাত এর গথিক ঐতিহ্যের জন্যে। যেটা বিকশিত হয়েছে ফ্রেঞ্চ পাপাসির সময়ে মানে পোপের ফ্রান্স নির্বাসনের সময়ে। এভিগননে ইউরোপের সবচেয়ে সেরা গথিক স্থাপত্যগুলো আছে। এভিগনন হলো এককথায় একটা গথিক শহর।"

"কিন্তু আমাদের কাজের সাথে এর সম্পর্ক কি?" ক্যাট জানতে চাইলো।

ভিগর ওর চোখের দিকে মনোযোগ দিয়ে তাকালেন। মেয়েটা চেপে রেখেছে কিন্তু তার মনের ভেতরে নিজের টিমমেটেদের জন্যে উদ্বেগের কোন শেষ নেই। কারণ সে নিজে এখানে আছে নিরাপদে কিন্তু বাকি দুজনের কপালে কি ঘটছে জানেও না। আর ভিগর নিজেকে এ সব কিছুর জন্যে দারুণভাবে দায়ি করছেন। কারণ উনিই র‍্যাচেলকে এর মধ্যে টেনে এনেছিলেন। আর এখন ও ড্রাগন কোর্টের খপ্পরে। কাজেই উনি নিজেকেই দোষি ভাবছেন। তবে উনি দীর্ঘজীবনে বিশ্বাস রাখতে শিখেছেন। শিখেছেন ভরসা করতে। তাই র‍্যাচেলের ব্যাপারে বিশ্বাস রাখছেন খোদার উপরে, আর ভরসা রাখছেন গ্রে'র উপরে।

এখন ক্যাটকে নিয়ে তার নিজের কর্তব্য পালন করতে হবে।

"গথিক কথাটার মানে হলো দ্বাদশ থেকে ষোড়শ শতাব্দি পর্যন্ত পশ্চিম ইউরোপে প্রচলিত স্থাপত্য রীতি। 'Gothic' শব্দটা এসেছে গ্রিক শব্দ 'goetic' থেকে যার মানে হলো 'magic' আর এসব স্থাপত্যকে বলা হতো ম্যাজিক্যাল। এদের সবচেয়ে বড় যে আবেদন সেটা হলো, এদেরকে দেখতে অনেকটা মনে হতো যেন এরা ওজন শূণ্য। কারণ এদের আকৃতি হতো হালকা-পাতলা, এই কারণে যেন উড়ন্ত।

"লেভিটেশান," ক্যাট ভিগরের কথাটা কেড়ে নিল।

ভিগর মাথা দোলালেন। "হ্যা, এখানে কথা হলো এই স্থাপত্যরীতি চালু করেছিল একদল লোক যারা ছিল নাইট টেম্পলার আর প্রাচীন ক্রিশ্চিয়ানদের একটা গ্রুপ। এরা এই সব স্থাপত্যে ম্যাথম্যাটিক্যাল পাজলসহ আরো নানা ধরনের ধাঁধা লুকিয়ে রাখতো সেইসাথে প্রয়োগ করতো। টেম্পলাররা ক্রুসেডের সময়ে রাজা সলোমোনের প্রাসাদ আবিষ্কার করে বড়লোক হয়ে গেল। কারণ হিসেবে অনেকে দাবি করে যে ওরা রাজা সলোমোনের বিরাট গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছিল। যার মধ্যে

ধারণা করা হয়ে থাকে এমনকি আর্ক অব দ্য কভেনান্টও ছিল।"

"আর এই আর্কের ব্যাপারে আমাদের যেটা জানা আছে সম্ভবত মোজেস এতে সেই রহস্যময় পাউডার 'মান্না' মজুদ করে রেখেছিলেন।"

"এম-স্টেট মেটালের রেসিপি," ক্যাট বললো।

"হ্যা, তবে এটা শুধুই একটা সম্ভাবনা," ভিগর বলছেন। "বাইবেলে এই কভেনান্টে থাকা নানা ধরনের অদ্ভুত ক্ষমতাবান জিনিসের বর্ণনা দেয়া আছে। একটা ঘটনা বলি, কথিত আছে এটা লোড করার পরে উজাহ নামে একজন নাকি এটাকে খালি হাতে স্পর্শ করে ফেলেছিল এবং সাথে সাথে মারা যায়। এর এই ক্ষমতা দেখে ডেভিড একে নিজের শহরে নিতে অস্বীকার করেন। পরে এটাকে নির্মাণ আর বহনকারী প্রিস্টরা মানে যারা এর দায়িত্বে ছিল তারা ডেভিডকে বুঝিয়ে দেন কিভাবে এটাকে হ্যান্ডেল করতে হবে। তারপর উনি এটাকে গ্রহন করেন। এর মানে এর কিছু অদ্ভুত ক্ষমতা বা এতে বহনকারী কিছু অদ্ভুত ক্ষমতাবান জিনিস আসলেই এতে ছিল।"

"আচ্ছা, যে লোকটা এটাকে স্পর্শ করে, সে কিভাবে মারা গেছিলো, আমি জানতে চাচ্ছি ব্যাপারটা কিভাবে ঘটেছিল?"

"এখনকার সময়ে বলতে গেলে অনেকটা ইলেকট্রিক শকে। আমার ধারণা এতে থাকা এম-স্টেট পাউডার ইলেকট্রিক ক্যাপাসিটরের মতো কাজ করতো।"

"আচ্ছা, পরবর্তীতে তো এটা আরো হাত বদল হয়েছিল, আর কারো সাথে কি এ ধরনের ঘটনা ঘটেছিল?"

ভিগর মাথা দোলালেন। "ঠিক এরকম না হলেও কাছাকাছি অঅরো কিছু ঘটনার রেকর্ড আছে।"

"আমার প্রশ্ন হলো নাইটস টেম্পলাররা হয়তো এর সন্ধান পেয়েছিল কিন্তু তারা কি এর রহস্য বুঝতে পেরেছিল?"

"তোমার মনে আছে কমান্ডার গ্রে, আমাকে এই পাউডারের অরিজিনের ব্যাপারে প্রশ্ন করেছিল। এই পাউডার প্রাচীন কাল থেকে বহু নামে পরিবর্তিত হয়েছে। যেমন হোয়াইট ব্রেড, প্রোরাডাইজ স্টোন, মান্না, ম্যাজাই স্টোন বা ম্যাজাই বোন। আমার ধারণা এটিকে আমরা আরো একটা নামে চিনি। সেই বিখ্যাত ফিলোসফার'স স্টোন।"

"সেই স্টোন যেটাতে যে কোন ধাতু স্পর্শ করালে তা সোনা হয়ে যায়?"

"এটাই ভুল ধারণা। তুমি বলছো পরশপাথরের কথা, পরশপাথর কেউ দেখেছে বলে কোন রেকর্ড নেই। কিন্তু ফিলোসফার'স স্টোন সত্যিকারের একটা পাথর, যেটা বাস্তবেই ছিল। সাতশো শতকের একজন দার্শনিক ইরানিয়াস ফিলেথিস এর ব্যাপারে বলেছেন যে *'এমন একটা পাথর যেটা আসলে খাঁটি সোনার চেয়েও খাঁটি...এর সার্বিক বৈশিষ্ট্যই হলো সোনা শুধুই সোনা...আর এটা দেখতে আসলে এক ধরনের পাউডারের মতো'*।"

"আবারো পাউডার!" ক্যাট বেশ অবাক।

"শুধু এটাই না, পনেরোশ শতকের একজন ফ্রেঞ্চ অ্যালকেমিস্ট নিকোলাস ফ্ল্যামেল বলেছেন, *'ফিলসফার'স স্টোন আসলে সোনারই পাউডার'* ।"

ভিগর একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস নিলেন। "এমনকি এখনকার সময়ে আমরা যেসব বিখ্যাত প্রাচীন বিজ্ঞানীদের চিনি তাদের অনেকেই এই পাউডারের সন্ধানে ছিলেন। এর মধ্যে স্যার আইজাক নিউটনও একজন। উনি নিজেও ইরেনিয়াসের একজন খুব ভালো বন্ধু ছিলেন।"

"কিন্তু তাদের সবার গবেষনার ফল কি দাঁড়ালো?"

"আমি জানি না। আসলে কেউই ঠিকভাবে জানে না। কারণ অনেকেই কিছুই পায়নি। আর যারা পেয়েছিল তাদের অনেকেই গবেষনা ছেড়ে দেন। এমনই একজন ছিলেন নিউটনের আরেক ফ্রেন্ড রবার্ট বয়রি। উনি এটা নিয়ে গবেষনা করতে করতে হঠাৎ ছেড়ে দেন এবং ঘোষনা করেন এটা নিয়ে কাজ করা খুবই বিপজ্জনক। এতোটাই বিপজ্জনক যে এটা মানব জাতির ধ্বংস ডেকে আনতে পারে।"

ক্যাট মাথা দোলালো। "কিন্তু গথিক আর্কিটেকচারের সাথে ফিলসফার'স স্টোনের সম্পর্ক কি?"

"সম্পর্ক তুমি যা ভাবছো তারচেয়ে অনেক বেশি। উনিশ শতকের শুরুর দিককার একজন ফ্রেঞ্চ নাম হলো ফুলকানেলি একটা বেস্ট সেলিং বই লিখেছিলেন নাম *মিস্ট্রি ডেস ক্যাথেড্রাল*। এতে উনি বলেছিলেন যে ক্যাথেড্রালে কত ধরনের গোপন জ্ঞানের ইঙ্গিত দেয়া আছে। এর মধ্যে ফিলসফার'স স্টোন তৈরি করার অ্যালকেমিক্যাল রহস্যের ইঙ্গিতও দেয়া ছিল।"

"পাথরে লেখা কোডের মতো?"

"হুমম, অনেকটা। তব এতে অবাক হবার কিছুই নেই কারণ। চার্চ আগেই এটা জানতো। আর বেশিরভাগ ক্যাথেড্রাথেলই তো বাইবেলের বিভিন্ন ধরনের চিত্র আর রহস্যের ছবি খোদাই আছে। তো এটা থাকতে সমস্যা কোথায়?"

"আর নাইটস টেম্পলার?"

"হ্যা, ওরাই তো এই ধরনের স্থাপত্যের উদ্ভাবক ছিল। তো ওরা এই ধরনের ছবির সাথে ওগুলোর কোন ইঙ্গিত যদি দিয়েই থাকে তবে সেটা অবশ্যই আছে।"

ক্যাটের চোখে সন্দেহের ছায়া।

"শোন গথিক চার্চ আর আর্টের কালেকশানে এমন অনেক কিছুই আছে যা অবিশ্বাস্য। যেমন এতে এমন অনেক কিছুই আছে যা এমনকি ক্রিশ্চিয়ানিটিরও বিরুদ্ধে। ভিক্টর হুগোর বিখ্যাত বই *'হ্যাঞ্চব্যাক অব নটরডামে'* উনি একটা চ্যাপ্টারই দিয়েছেন এর উপরে। হুগো নিজেও এতে বিশ্বাস করতেন। শুধু ইনিই নন আরো অনেকেই এতে বিশ্বাস করতেন যে টেম্পলারদের নির্মিত গথিক স্থাপত্যে অনেক কিছুই আছে যা সাধারন না। তুমি কি জানো কেন *ফ্রাইডে দ্য থার্টিন্থ* কুখ্যাত?"

ক্যাট মাথা নাড়লো।

"কারণ এই দিনে ১৩০৭, অক্টোবর ১৩, শুক্রবার ভোর বেলায় ফ্রান্সের রাজা ফিলিপ পোপের সাথে মিলে নাইটস টেম্পরারদের সমস্ত জায়গায় হানা দেয় এবং

তাদেরকে ধরে এনে পুড়িয়ে মারে। ওদের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ আনা হয়, এর মধ্যে একটা ছিল নানা ধরনের গোপন জ্ঞানের চর্চা। রাজার মূল উদ্দেশ্য ছিল ওদের গুপ্তধনের সন্ধান বের করা কিন্তু হাজার হাজার নাইটস টেম্পলারদের অত্যাচার করতে করতে মেরে ফেলেও উনি সেটা পারেন নি। আর তারপর মূল দু'জন গ্র্যান্ড মাস্টারকে পুড়িয়ে মারেন। এখানেই টেম্পলারদের ইতিহাস খতম হয়ে যায়।"

"সত্যিই বাজে একটা ব্যাপার।"

"হ্যা, এতে করে একটা দুর্ভাগা শতকও শেষ হয়," ভিগর বললেন। "আসলে এই যুদ্ধের শুরুটা হয়েছির এরও প্রায় একশ বছর আগে যখন পোপ তৃতীয় ইনোসেন্ট চরম নিষ্ঠুরতার সাথে ক্যাথারদের একটা শাখাকে হত্যা করেন। এরা টেম্পলারদের খুবই ঘনিষ্ঠ ছিল। তারপর সেখান থেকেই ক্যাথলিক চার্চ আর নস্টিক বিশ্বাসের দ্বন্দ্ব শুরু।"

"আর এই যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত ক্যাথলিকরাই জেতে।"

"আসলেই কি তাই? শোন টেম্পলাররা হয়তো শেষ হয়ে গিয়েছিল কিন্তু আমার কথা হলো বাহ্যত শেষ হয়ে যাওয়াই কি সব? তুমি একজন মানুষকে মেরে ফেলতে পারো। কিন্তু তুমি তার ছড়িয়ে দেয়া চিন্তাকে বা তার রেখে যাওয়া রহস্যকে শেষ না করলে কি আসলেই সে শেষ হয়ে গেল? টেম্পলারদের ব্যাপারটাও আমার ধারণা এমনটাই হয়েছিল। কারণ *ফ্রাইডে দ্য থার্টিন্থের* এক বছর পরে একটা ডকুমেন্ট পাওয়া যায়। যেটা সই করেছিলেন পোপ ক্লেমেন্ট পঞ্চম। সেটাতে উনি টেম্পলারদের বিরুদ্ধে আনা যাবতীয় অভিযোগ প্রত্যাহার করে তাদের মুক্তি দিতে রাজাকে অনুরোধ করেন। কিন্তু রাজা সেটা শোনেন নি। তিনি তার ম্যাসাকার চালিয়েই যেতে থাকেন। কিন্তু পোপ তাহলে কেন অব্যহতি দিলেন? আর কেনই বা এই এভিগননে এসে সেই টেম্পলারদের গোড়াপত্তনকারী গথিক রীতিতে তার প্রাসাদ বানালেন। আর আজো তাহলে কেন এভিগনন গথিক ঐতিহ্যের কেন্দ্র?"

"এর মানে কি চার্চ কোনভাবে টেম্পলারদের সাথে চুক্তিতে এসেছিল?"

"তা তো বলা সম্ভব না। তবে হতেও পারে। কারন মনে রেখো 'টমাস ক্রিশ্চিয়ান' ক্রিশ্চিয়ানিটির নস্টিক পার্ট। এরা এর মধ্যেই চার্চের ভেতরে ঢুকে পড়েছিল। কাজেই তারা হয়তো পোপের সাথে কোন ধরনের অভ্যন্তরীর চুক্তিতে এসেছিল তাদের ভাইদেরকে বাঁচাতে। আর সেটা করতে হলে তো তাদেরকে কোন না কোন ধরনের লোভ দেখিয়েছিল বা কিছু দিয়েছিল সেটা কি হতে পারে?"

"তাহলে আমরা আমাদের খোঁজ শুরু করবো কোথা থেকে?"

"পোপকে বা চার্চকে নস্টিকরা বা টেম্পলাররা যাই দিয়ে থাকুক না কেন সেটা তারা তাদের সেরা মাস্টার ওয়ার্কের ভেতেরেই রাখার কথা।"

বলে ভিগর উঠে দাঁড়ালেন। চারপাশে উৎসবের আমেজ। লোকজন নেচে গেয়ে বেড়াচ্ছে। ওদের চারপাশে আনন্দের মেলা। কিন্তু এর মাঝে ভিগর যেন এক বৌদ্ধ ভিক্ষু যে কিনা তার গোপন জ্ঞানের সন্ধান করছেন। কিংবা এক নিনজা যোদ্ধা যে সবার মাঝে থেকেও সবার চোখে অদৃশ্য, সবার থেকে আলাদা।

অবশেষে ভিগর চোখ খুললেন। তার সামনে গথিক স্থাপত্যের সেরা নিদর্শন।

প্যালেস অব দ্য পোপ।

উনি ক্যাটের দিকে ফিরে বললেন, "পাথরের বুকে হাজার বছরের কান্না আর অত্যাচারের অওয়াজ, গোপন জ্ঞানের সেই জাদুময় রহস্য, যা টেম্পলাদের মৃত্যুর অনেকগুলো কারণের একটা, যা বদলে দিতে পারে পৃথিবীর ইতিহাস, মানব সমাজের গতি ধারা, যা রবার্ট বয়রিকে পাইয়েছিল চরম ভয় আর আমাদেরকে সেই ভূ-মধ্যসাগরের ওপার থেকে টেনে এনেছে সেই রহস্য যদি কোথাও থেকে থাকে তবে সেটা এখানেই আছে। এই প্রাসাদে, এই পাথরের দেয়ালের আড়ালে গথিক যুগের টেম্পলারদের স্থাপত্যের সেরা নিদর্শন পোপের এই প্রাসাদেই।"

বলে উনি উপরে আকাশের দিকে তাকালেন। সেখানে কালো মেঘের ছায়া।

আর কতোটা সময় আছে ওদের হাতে?

২:৪৮এ.এম

লসেনি, সুইজারল্যান্ড

"আর এভাবে ক্যালকুলেট করেই আমরা এভিগননের ব্যাপারে শিওর হই," র‍্যাচেল ওর কথা শেষ করলো। "আর এটাই এই রহস্যের শেষ স্টপ, ফ্রেঞ্চ পাপাসি।"

ও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কথা শেষ করলো। আর ওর নানু এখনো টেবিলে বাধা আছেন। ওদের আবিষ্কারের ব্যাপারে ও সব খুলে বলেছে। কিছুই করার ছিল না কারণ র‍্যাচেল নিজে কিংবা মঙ্ক, ওরা যোদ্ধা, কিন্তু ওর নানু নন।

র‍্যাচেল কোনভাবেই বৃদ্ধাকে কষ্ট পেতে দেবে না। ওর এখন একটাই ভরসা 'গোল্ড কি'টা নিয়ে গ্রে আসছে। গ্রে ছাড়া ওর আর কোন আশাই নেই।

ওর বলার সময়ে অ্যালবার্তো একটু পরে পরে নোট নিয়েছে। আর ওর কথা বলার পরে সে বলে উঠলো, "ব্রিলিয়ান্ট। আমিও পারতাম এটার সমাধান করতে তবে আরো সময় লাগতো। যাক, এখন যেহেতু সব রেডিমেড পওয়া গেছে কাজেই আমি এভিগননের রহস্যতে মাথা খাটাতে পারবো।"

বলে ও রাউলের দিকে ঘুরলো। কিন্তু লোকটার কথা শুনে র‍্যাচেলের ভয় আরো বেড়ে গেল। কারণ ওর গতবারের অভিজ্ঞতা মোটেই ভালো না। ও সব বলার পরেও রাউল মঙ্কের হাত কেটে দিয়েছিল। এবারও যদি...

"মনসিগনর ভেরোনা আর অন্য আমেরিকানটা কোথায়?" অ্যালবার্তো প্রশ্নটা করেছে রাউলকে।

"শেষবার আমি শুনেছি ওরা মার্সেইর দিকে রওনা দিয়েছে, আমি ভেবেছি ওরা কথা শুনছে কাছাকাছি থাকছে কিন্তু নিষিদ্ধ জায়গাগুলোতে যাচ্ছে না।"

"মার্সেই থেকে এভিগনন বিশ মিনিটের দূরত্ব। তার মানে মনসিগনর এর মধ্যেই কাজে নেমে পড়েছে। খুঁজে বার করো তার প্লেন কোথায় ল্যান্ড করেছে।"

রাউল মাথা দুলিয়ে তার এক লোককে নির্দেশ দিতেই লোকটা দৌড়ে বেরিয়ে গেল।

র‍্যাচেল ধীরে ধীরে মাথা তুলে অনুনয়ের স্বরে বললো, "আপনারা এখন নানুকে ছেড়ে দিন, প্লিজ।"

অ্যালবার্তো একটা হাত নাড়তেই দুজন লোক এসে তার বাঁধনগুলো খুলে তাকে মুক্ত করতে সাহয্য করলো।

বৃদ্ধা নেমে এসে র‍্যাচেলের গালে চুমো খেতে র‍্যাচেল তাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলো। বৃদ্ধা মৃদু স্বরে বলতে লাগলো, "কাঁদে না, বাছা আমার। আমি এর চেয়েও খারাপ পরিস্থিতিতে জীবনে পড়েছি।"

র‍্যাচেল প্রায় হেসে ফেলেছিল। নানু তাকে ভোলানোর চেষ্টা করছেন।

নানু নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে র‍্যাচেলের চিবুকটা ধরে তুললেন, "অ্যালবার্তো তোমার নিজের উপরে লজ্জিত হওয়া উচিত। আমি বলেছিলাম না আমার র‍্যাচেল তোমার চেয়ে কোন অংশে কম বুদ্ধিমান না।"

র‍্যাচেলের মনে হলো ওর শরীরের সব রক্ত যেন সাথে সাথে জমে বরফ হয়ে গেল।

"আমার কথার উপরে তোমার বিশ্বাস রাখা উচিত ছিল।"

"বরাবরের মতো তোমার কথাই ঠিক, ক্যামিল্লা," অ্যালবার্তো সহাস্যে বললো।

র‍্যাচেল নিঃশ্বাস নিতে পারছে না।

নানু এগিয়ে এসে ওর একটা হাত ধরে রাউলের দিকে ফিরিয়ে বললো, "আর তুমি ইয়াং ম্যান নতুন বিশুদ্ধ রক্তের বংশধর তৈরি করা এখন তোমার দায়িত্ব। আমি বিশ্বাস করি তুমি আর আমার নাতনি মিলে অনেক সুন্দর সুন্দর বাচ্চার জন্ম দেবে।"

রাউল র‍্যাচেলের দিকে লোভী দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো, "আমি আমার সর্বোচ্চটা করবো। আই প্রমিজ।"

জুলাই ২৭, ৩:০০ এ.এম
লসেনি, সুইজারল্যান্ড

গ্রে শিচানের দেখানো পথে পাহাড়ে উঠছে। ওরা মোটরবাইকটা বেশ কিছুদূর আগে একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে রেখে এসেছে। এর পর থেকে ওরা অন্ধকারের ভেতর হেটেই চলেছে।

গ্রে শিচানের পাশে চলে এল। "তুমি নিশ্চিত যে ব্যাক এন্ট্রান্সটা খুঁজে পাবে?"

"আমি এখানে যখন এসেছিলাম ওরা এখানে এসে আমার মাথায় হুড পরিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু আমার কাছে একটা লুকানো জিপিএস ট্র্যাকার ছিল।" বলে শিচান গ্রে'র দিকে তাকালো। "ওটাতে এখানকার পুরো পজিশন রেকর্ড হয়ে গিয়েছিল।"

গ্রে ক্লিফের দিকে তাকালো। ও শিচানকে পরখ করছে। ও কি এই মেয়েটাকে

বিশ্বাস করে ঠিক করছে? ওর টিমমেটদের যেখানে সঠিক কোন খবর পর্যন্ত নেই সেখানে শত্রু পক্ষের অচেনা এই মেয়েটার উপরে ও ভরসা করছে কি করে? আসলে পুরো ঘটনাটাতে ও নিজের লিডারশিপ কোয়ালিটি নিয়ে সন্দিহান হয়ে পড়েছে। কারণ ওর ধারণা মিশনটার এই লেজেগোবরে অবস্থার জন্যে ওই দায়ি।

আর যদি ড্রাগন কোর্ট জিতে যায়!

ওর মনে পড়লো কোলনের মৃতদেহগুলো, মিলানের চার্চের টর্চার। আরো অনেক লোক মারা যাবে। কেন? স্রেফ ওর কিছু ভুলের কারণে।

চিন্তা-ভাবনা বাদ দিয়ে ও পাহাড়ি পথ বেয়ে উঠতে লাগলো।

শিচান আবারো ওর জিপিএস ডিভাইসটা চেক করে বামে মোড় নিল। পাহাড়ি ঢালে একটা ফাটল পড়লো ওদের সামনে, ঝোপে ঝাড়ে প্রায় ঢাকা পড়ে আছে। শিচান ওটাতে নেমে চলে এল একটা টানেলের মুখে। গ্রে'ও ওকে অনুসরন করে ভেতরে ঢুকে পড়লো। একটা বন্ধ দরজার তালার উপরে শিচান ওর পেন লাইট ইউজ করে খোলার চেষ্টা করছে।

"কোন অ্যালার্ম নেই তো?" গ্রে জানতে চাইলো।

"থাকলে তার ব্যবস্থা করা যাবে।"

গ্রে ওর চারপাশের দেয়াল দেখছে, সলিড গ্রানাইড, কোন তার নেই।

শিচান তালা খুলে ফেলতেই ওরা ভেতরে ঢুকে এগোতে লাগলো, এবার গ্রে সামনে। ও হাতে ঘড়ি দেখলো। কারণ লসেনি স্টেশানে পৌঁছাতে ট্রেনের আর কয়েক মিনিট বাকি, ওর অনুপস্থিতি ধরা পড়ে যাবে। কাজেই হাতে সময় নেই বললেই চলে।

ও দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলো। প্রথমে নিচে নামার পরে এখন ওরা আবারো উপরে উঠছে। উঠতে উঠতে প্রায় পনেরো তলা উঠে এল। গ্রে মৃদু হাপাচ্ছে। অবশেষে ওরা একটা বিরাট কামরায় উঠে এল। এটা পাহাড়ের গায়ে একটা গুহারমতো। পরে বড় করা হয়েছে। একপাশে একটা প্রাকৃতিক ঝরনা। আরেকপাশে একটা কাটা পাথর। বেদী হবে, গ্রে ধারণা করলো। উপরে সিলিঙে বিভিন্ন ধরনের তারার ছবি। গ্রে'র মনে পড়লো শিচান বলেছিল এটা একটা রোমান টেম্পল। শিচান রুমের আরেক প্রান্তে চলে যাচ্ছে। গ্রে তাকে ফলো করলো।

"এদিক দিয়েই দূর্গটাতে ঢোকার সিঁড়ি আছে।"

ও আরেক পা বাড়াতেই আবছা অন্ধকার গুহা হঠাৎ আলোকিত হয়ে উঠলো আর ওর সামনেই একটা বিরাট আকৃতি।

রাউল! রাউলের হাতে একটা সাবমেশিনগান।

ওকে চরাপাশ থেকে ঘিরে ফেললো অস্ত্রধারী গার্ডরা।

আর পেছন থেকে একটা পিস্তলের ঠান্ডা মাজল স্পর্শ করলো ওর ঘাঁড়।

"গোল্ড কি-টা ওর গলায় একটা চেইনের সাথে আটকানো," শিচানের গলা ওর পিস্তলের মাজলের চেয়েও ঠান্ডা।

রাউল খিক খিক করে হেসে উঠলো। "কমান্ডার তোমার সঙ্গী পছন্দ করার ব্যাপারে আরেকটু সাবধানী হবার দরকার ছিল।"

গ্রে নড়ার আগেই হাটুর পেছনে একটা প্রচন্ড লাথি ওকে মাটিতে হাটু গেড়ে বসিয়ে দিল। রাউল শক্তহাতে ওর ঘাঁড়টা ধরে চাবিটা বের করে নিল।

"এটাকে ডেলিভারি করার জন্যে ধন্যবাদ শিচান। আর শোন এভিগননের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়ার আগে তোমার সাথে আমাদের কিছু কথা আছে।"

গ্রে ওর শক লুকাতে পারলো না। রাউল আবারো হেসে উঠলো। "র‍্যাচেল...ওকে নিয়ে তোমার আর চিন্তা না করলেও চলবে। ও পরিবারের সাথে মোলাকাতে ব্যস্ত।"

গ্রে ওর কথা বুঝতে পারছে না।

"শোন, হাসপাতালের টিমমেটটার ব্যাপারে ভুলে যেও না," শিচান রাউলকে মঙ্কের ব্যাপারে বলছে। "কোন আলগা সূতো রাখা ঠিক হবে না।"

"তুমি চিন্তা করো না, ওর ব্যবস্থা এরমধ্যেই নেয়া হয়েছে," বলে রাউল আবার গ্রে'র দিকে এগিয়ে এল।

৩:০৭ এ.এম
জেনেভা, সুইজারল্যান্ড

হাসপাতালের বেডে শুয়ে মঙ্ক ছটফট করছে। ওর ঘুম আসছে না দেখে উঠে টিভিটা ছেড়ে দিল।

কিন্তু ওতেও মনোযোগ দিতে পারছে না। আসলে একদিকে মাথায় হাজারো চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে আর অন্যদিকে মরফিনের প্রভাব, ফলে ঘুম আসছে না।

মিশনটা কি থেকে কি হয়ে গেল। কত কষ্ট করে একটার পরে একটা বাধা পেরিয়ে ওরা যখন ড্রাগন কোর্টকে পেছনে ফেলে উতরে যাবে এই সময়ে কি থেকে কি হয়ে গেল। ওর টিমমেটরা কে কোথায়? সবাই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। কমান্ডারের কি অবস্থা কে জানে। আর ও নিজে আহত ক্ষুব্ধ হয়ে বন্দী হয়ে আছে একটা হাসপাতালের কেবিনে। আর নিজের ব্যাপরটাও খুব কষ্ট দিচ্ছে। ওর হাতটা। আসলে ও বিশ্বাস করে ও একজন জন্ম যোদ্ধা, আর সেটা ও চালিয়েই যাবে কিন্তু সেটাতে একটা বাধা এসে দাঁড়ালো।

আসলে যুক্তি দিয়ে মনকে মানাতে পারছে না।

হঠাৎ টিভির আওয়াজ ভেদ করে কানে অন্য একটা আওয়াজ এল।

কারা যেন তর্ক করছে। বিশেষ করে একটা গলা বেশ ভালোভাবেই শোনা যাচ্ছে।

হঠাৎ ঠাশ করে খুলে গেল দরজাটা।

অন্ধকার থেকে আলোতে দেখতে না পারলেও বুঝতে পারলো আকৃতিটা পরিচিত।

তারপর লোকটা আলোতে আসার সাথে সাথে ও চিনতে পারলো।

"কার্ডিনাল স্পেরা?"

৩: ০৮ এ.এম

লসেনি, সুইজারল্যান্ড

র‍্যাচেল ওর সেলে ফিরে এসেছে, কিন্তু একা না।

বুলেটপ্রুফ গ্লাসের বাইরে একজন গার্ড দাঁড়িয়ে আছে।

আর ভেতরে কটটার উপরে বসে আছেন ওর নানু। "আমি জানি তুমি এখন বুঝতে পারছো না, তবে পারবে।"

র‍্যাচেল শুধু ওর মাথা নাড়লো। কিন্তু এই অভিনয়টুকু ধরে রাখতে পারলো না। কথাগুলো ওর গলা দিয়ে বেরিয়ে গেল

"তুমি! এটা কিভাবে সম্ভব?"

নানু তার তীক্ষ্ণ চোখজোড়া র‍্যাচেলের উপরে স্থির করে তাকালেন। "একসময় আমিও তোমার মতো ছিলাম, আমি যখন প্রথম এই দূর্গে আসি আমার বয়স তখন ষোল, যুদ্ধ সবে শেষ হয়েছে আমরা অস্ট্রিয়া থেকে পালিয়ে এসেছি।"

র‍্যাচেলের মনে পড়লো ওর নানু ওকে আগেও যুদ্ধ শেষে পালিয়ে আসার কথা বলেছে, সুইজারল্যান্ড হয়ে তারপর ইটালি।

"কিন্তু তোমরা তো নাজিদের কাছ থেকে পালাচ্ছিলে।"

"না সোনা, আমরাই ছিলাম নাজি," নানু ওকে শুধরে দিলেন।

র‍্যাচেল ওর চোখ বন্ধ করে ফেললো। *ওহ গড...*

নানু বলে চললেন, "আমার বাবা সলসবার্গে একটা পার্টির নেতা ছিলেন। সেই সাথে ইম্পেরিয়াল ড্রাগন কোর্টের অস্ট্রিয়ার চিফ। একজন অত্যন্ত ক্ষমতাবান মানুষ। কিন্তু যুদ্ধ সব ওলট পালট করে দিল। আমার বাবাকে পালিয়ে আসতে হলো এখানে। এই দূর্গ তখন ব্যবহৃত হতো পালিয়ে আসা নাজিদেরকে শেল্টার দেয়ার কাজে। তার বিনিময়ে পলাতকদের কাছ থেকে ব্যারন বেশ মোটা অঙ্কের একটা টাকা আদায় করতেন। কিন্তু আমার বাবার কাছে কিছুই ছিল না। তাই তাকে পলায়নের মূল্য পরিশোধ করতে বলা হয় তার মেয়ের ভার্জিনিটি দিয়ে। ড্রাগন কোর্টের জন্যে একটা নতুন বংশ ধারা তৈরির কাজে। আমার বাবা রাজি হয়ে যান। ব্যারন মানে রাউরেলর দাদা এর পরের কয়েক মাস আমাকে নিয়ে অসংখ্যবার বিছানায় যান এবং এরই ফলশ্রুতিতে আমার পেটে আসে তোমার মা।"

র‍্যাচেল প্রথমে শুনছিল ভয়ঙ্কর এক আতঙ্ক নিয়ে। তারপর ওর মনে হতে লাগলো ও যেন চারপাশের মাটির নিচে ডেবে যাচ্ছে। "কিন্তু সত্যিকার অর্থে এর গুরুত্ব ছিল অনেক। কারণ একটা নতুন শক্তিশালী বংশধারা তৈরি হয় এর ফলে। সুইস ব্যারন রক্তের সাথে মেশে খাঁটি জার্মান রক্ত। এই বংশ ধারাকেই তুমি আর রাউল মিলে সামনে নিয়ে যাবে। এই বংশ ধারা হলো সেরাদের সেরা, রাজাদের

রাজা ।"

র‍্যাচেল এতোক্ষন ব্যথা অনুভব করছিল সেই মেয়েটা জন্যে । সেই ষোল বছর বয়সে যে কিনা এই নিষ্ঠুরতার স্বীকার হয়েছিল । কিন্তু এখন এই চেম্বারে বসে থাকা তার নানুর জন্যে সে নিজের ভেতরে কোন ধরনের সহানুভূতি জন্মাতে ব্যর্থ হলো । এমনকি এই কথা ভেবেও না যে এই নারী খুব অল্প বয়সেই তার বাবার দ্বারা ব্রেইন ওয়াশের শিকার হয়েছিল ।

"তারপর আমার বাবা আমাকে নিয়ে গেলেন ইটালি । সেখানে পোপের সামার প্যালেসে । আমি তোমার মায়ের জন্ম দিলাম । নিজের উপর আমার ঘৃণা জন্মেছিল । কারণ একটা ছেলে সন্তানের দরকার ছিল ।"

বৃদ্ধা দুঃখের সাথে মাথা নাড়লেন । তারপর তিনি বলে যেতে লাগলেন কিভাবে তার আরেকজন ড্রাগন কোর্টের মেম্বারের সাথে বিয়ে হলো । এই বিয়ে ছিল পুরোপুরি সমোঝোতার বিয়ে। তারপর কিভাবে তারা তাদের রহস্য লুকিয়ে রেখে জেনারেশানের পর জেনারেশান চালিয়ে যেতে লাগলেন । "তোমার মা আর ভিগর এই ব্যাপারে কোনদিনই জানতে পারে নি । কিন্তু র‍্যাচেল তুমি তোমার ড্রাগন রক্ত প্রমান করেছো । তোমাকে বিশেষভাবে নির্বাচন করা হয়েছে কোর্টের তরফ থেকে রাজকীয় রক্ত আর বংশধারাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে । তোমাদের সন্তানেরা হবে রাজাদের রাজা ।"

র‍্যাচেল দেখলো বৃদ্ধার চোখ চকচক করছে । র‍্যাচেল আর মাথা ধরে রাখতে পারলো না । *ও কে? ও কি? আসলে ও যাই করুক ও এক বাজে রক্তের প্রতিনিধি* । এই জন্যেই ও এখন ফিল করতে পারছে ওর সাথে ওর নানুর সম্পর্ক ছিল সব সময়ই গভীর । মায়ের সাথে ওর সম্পর্ক ছিল কাঠখোট্টা আর এখন মনে হচ্ছে সেটা নানুর কারণেই । আর এই বৃদ্ধাই ছিল তার সব । এর কথাতেই ওর ব্যক্তিজীবন পরিচালিত হতো । ওর বয়ফ্রেন্ডের সাথে ছাড়াছাড়ির কারণও এখন মনে হচ্ছে এই বৃদ্ধারই কুচক্রের ফল ।

সর্বনাশ ও আসলে কে? কি ওর নিজের পরিচয়?

আরেকটা ব্যাপার মনে হতে ওর কলিজাটা ছ্যাৎ করে উঠলো । "আঙ্কেল ভিগর ভিগর আপনার সন্তান তার ব্যাপারে..."

"সে ক্যাথলিক চার্চে তার নিজের ভূমিকা ভালোভাবেই নিভিয়েছে । কিন্তু ও এসব জানে না । আর ওকে জানানোও হবে না । ওর প্রয়োজন ফুরিয়েছে ।"

র‍্যাচেলের বুকটা ধ্বক করে উঠলো মহিলার কথা শুনে । কারণ ও জানে বৃদ্ধা তার ছেলেকে ভলোবাসে । এমনকি ওর মায়ের চেয়েও বেশি ভালোবাসেন । কিন্তু তাতেই যদি তার ব্যাপারে এই হয় অনুভূতি তবে তো ওরা... । সে নিজে যা হয়েছিল একটা ব্যারনের বিছানার সামগ্রী আর বংশের ধারক । র‍্যাচেলকেও এই মহিলা তাই বানাতে চায় ।

কিন্তু এর শেষ কোথায়?

দরজার ওপার থেকে একটা চিৎকার ভেসে এল ।

ওরা দুজনেই দাঁড়িয়ে গেল সাথে সাথে। কেউ আসছে এবং সেটা একা কেউ না। হলওয়ে ধরে ট্রুপদের একটা দলই আসছে। র‍্যাচেল তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করলো। ওর আশা ভরসা সব দপ করে নিভে গেল যখন দেখলো ওদের মাঝে হাত পা বাঁধা গ্রে। ওর সেলের সামনে দিয়ে যাবা সময়ে গ্রে ফিরে তাকালো

"র‍্যাচেল..."

গ্রে'কে ধাক্কা দিয়ে সামনে ঠেলে দেয়া হলো। রাউল ওকে দেখিয়ে একটা চাবি ঘোরাচ্ছে হাতে।

গোল্ডেন কি।

র‍্যাচেলের মনের আকাশ অন্ধকার হয়ে গেল। হাজার বছরের রহস্য উন্মোচনের শেষ প্রান্তে এসে ওরা হেরে গেল। জিতে গেল ড্রাগন কোর্ট।

সব শেষ।

৩:১২ এ.এম
এভিগনন, ফ্রান্স

ব্যাপারটা ক্যাটের মোটেও ভালো লাগছে না। চারপাশে সিভিলিয়ানে ভরপুর। ও পোপের প্রাসাদের মূল দরজার দিকে পা বাড়ালো। এখানেও লোকে লোকারণ্য। একদল লোক গেট দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।

"এটা একটা ঐতিহ্য, এখানে সারারাতব্যাপী নাটক চলে, এই প্রাসাদের ভেতরে," ভিগর ক্যাটকে বললেন। "গত বছর ওরা শেকসপিয়ারের *কিং জন* মঞ্চস্থ করেছিল। এবছর সম্ভবত *হ্যামলেট* চলবে চারঘণ্টাব্যাপী। এই নাটক সকাল অব্দি চলতে থাকে।"

ওরা ভেতরে ঢেকার জন্যে একদল জার্মান ট্যুরিস্টের সাথে রীতিমত যুদ্ধ করছে। ওদের গলার উচ্চস্বর দেয়ালে দেয়ালে বাড়ি খেয়ে ফিরে আসছে।

"এই ভয়ঙ্কর ভিড়ের ভেতরে কিভাবে খোঁজা সম্ভব?" ক্যাট ভিড়ের ভেতর থেকে ওর হাত পা আর শরীর রীতিমত টেনে বার করে নিয়ে এল।

ভিগর চারপাশ একবার দেখে একটা শিডিউল ম্যাপ বের করলেন পকেট থেকে।

"নাটক এবার শেষ হয়ে যাবার কথা," ভিগর ক্যাটকে জানালেন।

ওরা ভেতরে ঢুকলো, বিশাল কান্ট্রিইয়ার্ডের একপাশে স্টেজ করে নাটক চলছে।

নাটকের লাইনটা শুনেই ক্যাটের মনে পড়ে গেল যে এটা হ্যামলেটের শেষলাইনগুলোর একটা। তার মানে নাটক আর বেশিক্ষন নেই।

ভিগর ক্যাটকে টেনে একপাশে নিয়ে এলেন। "শোন, উঠানটা দেখবে ওটা দুইপাশে ভাগ হয়ে দুই দিকে চলে গেছে। একটা গেছে নতুন অংশের দিকে আর অন্যটা একটা গেছে পুরনো অংশের দিকে।"

"আমাদের টার্গেট এরিয়া কোন অংশে হতে পারে?"

"একটা ঘটনা বলি তোমাকে। ২০ সেপ্টেম্বর ১৩৪৮ সালে এই প্রাসাদেরই পুরনো অংশে এক ধরনের অদ্ভুত আগুন দেখা গিয়েছিল। পুরো শহর সেটা দেখেছে এবং লোকে বলেছে এটা নাকি ব্ল্যাক ডেথ মানে প্লেগের আগুন। কারণ এই ব্ল্যাক ডেথ তখনই ছড়িয়েছিল। কিন্তু আমার ধারণা কি জানো, হতে পারে এটা লুকানো সেই জিনিসটার কোন না কোন ধরনের কেমিক্যাল রি-অ্যাকশানের ফলে হয়েছে। এটাও আমাদের ট্রেজারের স্বপক্ষে একটা প্রমান।"

ক্যাট মাথা দোলালো। ও বুঝতে পেরেছে।

"আমি নেট থেকে একটা ডিটেইল ম্যাপ নামিয়েছি," ভিগর বললেন। "এই প্রাসাদের পুরনো অংশে ঢোকার জন্যে একটা প্রবেশপথ আছে। আর সেটা আওয়ার লেডির গেটের একদম কাছেই।"

ওরা এগোতে যাবে। হঠাৎ বিদ্যুত চমকালো।

ভিগর ফিরে দেখলেন। নাটক শেষ প্রান্তে হলেও এখনো চলছে।

মনে হচ্ছে একটা ঝড় আসছে। হয়তো নাটক শেষ হবার আগেই এসে যেতে পারে। ওরা একটা দরজার সামনে এসে থামলো। লক লাগানো।

ক্যাট ওর লক পিকটা বের করে কাজে লেগে গেল। আর তখনই একদম মাথার উপরের মেঘ থেকে ঝমঝমিয়ে নেমে এল বৃষ্টি। লোকজন চিৎকার চেচামেচি করে যে যেদিক পারলো ছুটলো। এইদিকেও আসছে কয়েকজন। ক্যাট দ্রুত তালাটা খুলতেই ওরা দুজনেই ঢুকে পড়লো ভেতরে। পেছনে দরজা লাগিয়ে দিল।

"আমাদের কি সিকিউরিটির ব্যাপারে সাবধান হতে হবে?" ক্যাট ভিগরের কাছে জানতে চাইলো।

"দুঃখের সাথে না। কারণ এখানে চুরি হবার মতো তেমন কিছু নেই, তাই সেই রকম কোন সিকিউরিটি নেই। তবে একজন নাইট ওয়াচম্যান আছে। তার ব্যাপারে একটু সাবধান থাকতে হবে।"

ওরা রওনা দিল ক্যাসলের নেক্সট লেভেলের দিকে।

ভিগর ক্যাটকে বলতে লাগলেন, "এই অংশে পোপের ব্যক্তিগত রুমগুলো সব অ্যাঞ্জেল টাওয়ারে। এই রুমগুলোকে বলা হয়ে থাকে সবচেয়ে পবিত্র অংশ। যদি কিছু থেকে থাকে তবে আমার ধারণা ওখানেই আছে।"

ক্যাট ব্যাগ থেকে একটা কম্পাস বের করলো। আলেকজান্দ্রিয়াতে এটা ওদেরকে সম্রাটের সমাধি খুঁজে বার করতে খুব সহায়তা করেছে কাজেই এখানেও এটা কাজে দিতে পারে। ক্যাট চারপাশে দেখতে দেখতে চলেছে। পাথরের কাজ দেখে ও মুগ্ধ, তবে আসলেই এখানে অনেক দামি দামি জিনিস থাকলেও নেয়ার মতো কিছু নেই তাই সিকিউরিটিরও দরকার নেই।

"পোপ চলে যাবার পরে প্রাসাদটা অনেকদিন খালি পড়ে ছিল। আর ফ্রেঞ্চ রেভুলেশানের সময়ে এখান থেকে বিপ্লবীরা সবকিছু লুটে পুটে নিয়ে যায়। তারপরে নেপোলিয়নের সৈন্যরাও এটাকে তাদের ব্যারাক হিসেবে ব্যবহার করেছে। কাজেই এখানেকার খুব কম জায়গাই আগের মতো আছে। আর এগুলোর মধ্যে পাপাল

প্রাইভেট চেম্বারগুলো অন্যতম।"

ক্যাট আরো একটা ব্যাপার খেয়াল করলো, অসামঞ্জস্যতা। দেয়ালের পুরুত্ব, রুমের আকৃতি, ছাদের উচ্চতা ইচ্ছেমতো কমবেশি করা হয়েছে। একটার সাথে আরেকটার কোন সামঞ্জস্য নেই। দূর্গ বলতে কি বোঝায় এটা না দেখলে বিশ্বাস করা সম্ভব না। আরো একটা ব্যাপার দেখার মতো যেটাতে এর মধ্যযুগীয় বৈশিষ্ট্য পুরোপুরি বিদ্যমান সেটা হলো গোপন জায়গা। প্রাসাদটা এমনভাবে নির্মিত যে এটাকে দেখলেই কেন যেন মনে হয় এতে গোপন জায়গার কোন অভাব নেই।

ওরা হাটতে হাটতে একটা বড় জায়গায় চলে এল। ভিগর বললেন, "এটা হলো ট্রেজারি।" তারপর কয়েকটা পাথরের ব্লক দেখিয়ে বললেন, "এই জায়গাগুলো ভর্তি ছিল সোনায়। বলা হয়ে থাকে এরকম নাকি আরো অনেক থেকে যেতে পারে।"

ওরা লাইব্রেরি, কিচেন আর চিমনি রুম পার হয়ে অবশেষে অ্যাঞ্জেল টাওয়ারের দিকে রওনা দিল।

ক্যাট শক্ত হাতে কম্পাসটা ধরে আছে। ওর প্রতিটা দৃষ্টি এর কাটায় নিবদ্ধ। মাথায় চিন্তার ঝড় বয়ে যাচ্ছে। যদি ওরা এন্ট্রেন্সটা খুঁজে না পায় তবে কি হবে। তবে ওর বিশ্বাস পাবে।

তা না হলে ওদের সবার আত্মত্যাগ বৃথা হয়ে যাবে।

ওরা পাপাল অ্যাপার্টমেন্টের এক লেভেল থেকে আরেক লেভেলে চেক করতে লাগলো। কোন কেয়ারটেকারের চিহ্নও নেই। ক্যাট চারপাশে ভালো করে দেখে নিয়ে একটা পেনলাইট জাললো।

"এটা পোপের লিভিং রুম।"

ক্যাট আবারো কম্পাসটা দেখলো। দেয়ালগুলোতে নানা ধরনের ফ্রেসকো পেইন্টিং। একবার পুরো কামরাটা চক্কর দিয়ে এসে ক্যাট মাথা নাড়লো। কিছুই নেই। ওরা আবার সামনে এগোল। পরের রুমটাতে ফ্রেসকোয় ভর্তি। শিকারের দৃশ্য, পাখির বাসা, পুকুর ভর্তি মাছ।

"এপিসক্যারিয়াম," ভিগর বললো। "আবারো মাছ।"

ক্যাট মাথা দোলালো। ওর মনে পড়ে গেল এই রহস্যের সাথে মাছের গুরুত্ব কতখানি। কিন্তু এখানেও কম্পাসের কোন নড়াচড়া দেখা গেল না। তারপর ওরা চলে এল শেষ লেভেলে।

"এটা পোপের বেড রুম," ভিগর ফিসফিসিয়ে বললেন। "এবং এটাই এই অ্যাপার্টমেন্টের শেষ রুম।"

ক্যাট ভেতরে ঢুকলো। কোন ফার্নিচার নেই। দেয়ালগুলোতে দূর্দান্ত নীল রঙ করা।

"*ল্যাপিজ লাজুলি,*" ভিগর বললেন।

চিত্রটাতে দেখা যাচ্ছে রাতের জঙ্গল আর নানা ধরনের বৈচিত্রময় শেপ আর সাইজের পাখির খাচা আর অসংখ্য কাঠবেড়ালি এগুলোকে ঘিরে চিৎকার করছে।

কিন্তু ক্যাট ওর কম্পাস নিয়ে ব্যস্ত। ও কামরাটার একপাশ থেকে আরেকপাশে

এটাকে নিয়ে পরীক্ষা করছে। কিন্তু এবারও কিছুই পাওয়া গেল না।

ও কম্পাস নিচু করে ভিগরে দিকে তাকালো। দুজনার দৃষ্টিতেই একই অভিব্যক্তি। ওরা এন্ট্রেন্সটা খুঁজে বার করতে পারে নি।

৩:৩৬ এ.এম
লসেনি, সুইজারল্যান্ড

গ্রে'কে একটা সেলের ভেতরে ধাক্কা মেরে ঢুকিয়ে দেয়া হলো। এটাতেও র‍্যাচেলেটার মতোই এক ইঞ্চি পুরু বুলেটপ্রুফ গ্লাসের দরজা। ওকে ধাক্কা মেরে ঢুকিয়ে ধাম করে দরজাটা লাগিয়ে দেয়া হলো।

রাউল ওর লোকদেরকে নিয়ে চিৎকার করতে করতে চলে গেল। হাতে গোল্ড কি। শিচান এসে দরজার সামনে দাঁড়ালো। মুখে হাসি।

গ্রে'র হাত পেছনে বাধা ও উঠে দাঁড়িয়ে দরজার কাছে চলে এসে চিবিয়ে চিবিয়ে বললো, "ইউ গডড্যাম বিচ!"

শিচান হাসলো "বাই, লাভার বয়। এখানে নিয়ে আসার জন্যে ধন্যবাদ।"

শিচান হাসতে হাসতে চলে গেল। গ্রে ফিরে এসে ওর কটে বসলো। হিসাব করছে। ওর পা আর হোলস্টার থেকে পিস্তলটা নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ওর প্যাকটাও রাউলের লোকেরা নিয়ে গেছে। *এখন করনীয় কি?* ও আসার সময় দেখেছে র‍্যাচেলের সেলটা, ওতে র‍্যাচেল আর ওর নানুকে একসাথে রাখা হয়েছে। *কিন্তু এর মানে কি?*

রাউলের চিৎকার শোনা গেলা। তার লোককে চিৎকার করে বরছে, "যাও মাদাম ক্যামিল্লাকে ট্রাকে নিয়ে যাও। আমরা কিছুক্ষনের ভেতরেই এয়ারপোর্টের দিকে রওনা দেব।"

"বাই র‍্যাচেল, আমার সুইট ব্যামবিনা," র‍্যাচেলের নানুর গলা। কিন্তু র‍্যাচেল কোন উত্তর দিল না।

ব্যাপার কি? র‍্যাচেল ওর নানুর কথার কোন উত্তর দিল না কেন। আর বৃদ্ধার কণ্ঠস্বরেও কোন বিপদের ভাব নেই বরং কেমন যেন একটা আনন্দের আভাস। হচ্ছেটা কি?

পায়ের আওয়াজ এগিয়ে আসছে। গ্রে অনুমান করলো র‍্যাচেলের দরজায় কেউ এসে দাঁড়িয়েছে।

আবারো রাউলের গলা শোনা গেল, "এখন সময় নেই না হলে...যাক আদেশ আদেশই। এভিগনের ব্যাপারটা শেষ হতে দাও। তারপর আমি আর ইমপারেটর একসাথে এখানে আসবো। আর উনি তোমাকে আমার সাথে মিলিয়ে দেবেন। তারপর শুধু তুমি আর আমি। বাকি জীবনের জন্যে।"

"ফাক ইউ," র‍্যাচেল ঝামটা দিয়ে বললো।

"দারুণ দারুণ," রাউলের গলায় খুশি। "এই রকমই তো চাই। আমি তোমাকে

শেখাবো কিভাবে চিৎকার করতে হয় আর কিভাবে তোমার প্রভুকে খুশি করতে হয়। আর যদি বেশি বাড়াবাড়ি করো তবে তোমার মতো বিচ আরো কয়েকটা আছে আমার জন্যে ঠিক করা। কাজেই তোমার প্রয়োজন ফুরাবে। আর শোন মেয়ে, তোমার মেধার কোন দাম আমার কাছে নেই। আমার দরকার তোমার শরীর আর কোর্টের দরকার তোমার গর্ভধারন ক্ষমতা। কাজেই বুঝতেই পারছো।"

তারপর রাউল গার্ডকে বললো, "এখানেই পাহারা দেবে তুমি আর আরেকজন মিলে, বাই রোটেশান। একমুহূর্তের জন্যেও সরবে না। আর আমি যাবার আগে রেডিওতে আমেরিকানটাকে নিতে বললে ওকে নিয়ে আসবে। রওনা দেবার আগে আমি ওকে নিয়ে একটু মজা করতে চাই।"

রাউলের পায়ের আওয়াজ চলে গেল।

গ্রে ওর পা দিয়ে দেয়ালে লাথি মারলো। ওর জুতোর গোড়ালি থেকে বেরিয়ে এল একটা তিন ইঞ্চি ব্লেডের ছুরি। ঝটপট ও সব বাঁধন খুলে উঠে দাঁড়ালো। এখন সময়ই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

ও কোমড়ে হাত দিল। ওখানে শিচান একটা ক্যানিস্টারের মতো কিছু একটা গুজে দিয়েছে। ওকে যখন শিচান ধাক্কা দিয়ে সেলের ভেতরে ঢুকিয়ে দেয় তখনই গার্ডের চোখে ধুলো দিয়ে ওটা গুঁজে দিয়েছে।

চমৎকার একটা খেলনা। গ্রে যেহেতু ওর সুপিরিয়রদের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারে নি কাজেই এখন দেখা যাক গিল্ডের দেয়া জিনিস কেমন কাজে দেয়। ও ক্যানিস্টারটা বের করে ওটার এক প্রান্তের ঢাকনা খুলে ফেললো। স্প্রেয়ারটা বের করে দরজার স্টিলের বোল্টটার উপরে স্প্রে করতেই ওটা গলে যেতে লাগলো। দরজাটা খুলে যেতেই এর ফাকে নিচের দিকে গ্রে ক্যানিস্টারটা গুজে দিয়ে গার্ডদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে উঠলো, "এই তুমি, এই দিকে একটা সমস্যা।"

গার্ড দৌড়ে আসতেই গ্রে ক্যানিস্টারটা দেখিয়ে বললো, "তোমরা কি আমাকে গ্যাস দিয়ে মারতে চাও নাকি?"

লোকটা ক্যানিস্টারটা দেখে দারন অবাক হয়ে গেছে সে ওটা ঝুঁকে তুলতে যাবে গ্রে শরীরের একটা পাশ সর্বশক্তি দিয়ে গ্লাসের দরজায় ধাক্কা মারতে সেটা পূর্ণ বেগে লোকটার কাঁধে গিয়ে লাগলো।

গার্ড মাটিতে পড়ে গেছে, গ্রে বেরিয়ে এসে লোকটার কপাল জোরে মাটির সাথে ঠুকে দিল।

ও অজ্ঞান লোকটার হোলস্টার থেকে পিস্তলটা বের করে নিয়ে র‍্যাচেলের সেলে চলে এল, ওর ঠিক পাশেরটাতেই।

র‍্যাচেল এর মধ্যেই উঠে দাঁড়িয়েছে, ও চিৎকার করে ডাকরো, "গ্রে..."

গ্রে তালাটার ব্যবস্থা করতে করতে বললো, "আমাদের হাতে একদম সময় নেই।"

ও দরজাটা খুলতেই র‍্যাচেল ওকে জড়িয়ে ধরলো শক্ত করে। ফুঁপিয়ে উঠছে।

"থ্যাঙ্ক গড," র‍্যাচেল ফিস ফিস করে বললো।

"আসলে ধন্যবাদটা শিচানের প্রাপ্য," যদিও তাড়াহুড়ো তবুও ওরা এখনো একে অপরকে ধরে আছে।

তারপর দ্রুত গ্রে বললো, "চল," বলে ও ওর ঘড়ি দেখলো।

দুই মিনিট সময় আছে।

শিচান সিঁড়ির ঠিক গোড়ায় দাঁড়িয়ে। ও জানে বের হবার রাস্তা এই একটাই। কাজেই ওরা এলে এতেই আসতে হবে। ও দাঁড়িয়ে আছে নিচ থেকে সিঁড়ি উপরে এসে যেখানে মূল উঠানটাতে মিশেছে ওখানে। উঠানটাতে লোকজন ভীষন ব্যস্ত। হাকডাক চলছে। কেউ ট্রাকে মাল লোড করছে, কুকুরের ঘেউ ঘেউ শোনা যাচ্ছে।

ও একটা গাড়ির চাবিও জোগার করে রেখেছে। একটা সিলভার মার্সিডিজের।

রাউল উঠে এল তার সাথে একজন বৃদ্ধা। দু'জনে কথা বলছে।

"আমরা একসাথেই এয়ারপোর্টে যাবো। আর সেখান থেকে একটা প্লেন আপনাকে রোমে দিয়ে আসবে।"

"আর আমার নাতনি..."

"আমি তার দেখভাল করবো, প্রমিজ," রাউলের কণ্ঠে শীতলতা।

রাউল এতোক্ষনে শিচানকে দেখলো, "আমার মনে হয় না গিল্ডের সার্ভিস আমাদের আর দরকার আছে।"

শিচান কাঁধ ঝাঁকালো, "সেক্ষেত্রে আমি তোমার সাথেই এয়ারপোর্টে চলে যাবো।"

বলে ও মার্সিডিজটার দিকে এগোতে লাগলো।

চোখের কোন দিয়ে দেখলো দরজা খুলে গ্রে বেরিয়ে এসেছে। ওর হাতে একটা পিস্তল।

রাউল এদিকে পেছন ফিরে একটা ট্রাকের সামনে দাঁড়িয়ে রেডিওতে কথা বলছে। নিশ্চয়ই সেলে কথা বলছে যাতে করে গ্রে'কে নিয়ে আসে। *লোকটা গ্রে'কে টর্চার করার জন্যে অস্থির হয়ে আছে,* শিচান ভাবলো।

শিচানের চোখ এবার খুঁজে বের করলো গার্ডটাকে, যে গ্রে'র প্যাকটা ক্যারি করছে। প্যাকটা এখনো লোকটা পিঠেই আছে। আসলে গার্ডরা রাউলকে এতোটাই ভয় পায় যে রাউল এই লোকটাকে প্যাকটা রাখতে বলেছিল তারপরে আর কোন আদেশ দেয়নি তাই লোকটাও ভয়ে আর ওটা নামায়নি। ওটা পিঠে নিয়েই কাজ করছে।

শিচান জানে ওর প্যাকটাতে বোমা আর ইলেকট্রিক গিয়ারে ভর্তি। কিন্তু আর উপায় নেই। ও পকেট থেকে একটা রিমোট বের করলো। গ্রে'র প্যাকের একপাশে একটা সি-ফোর সেট করাই আছে। শিচান রিমোটে চাপ দিল।

বিস্ফোরনটা হলো দেখার মতো। বেশ খানিকটা বিস্ফোরক একসাথে বার্স্ট হয়েছে।

মানুষের মাংস আর রক্ত ছিটকে পড়লো চারিদিকে। বিস্ফোরনটা ক্যারাভানের অর্ধেকটা উড়িয়ে দিয়েছে। দুটো গাড়ির গ্যাস ট্যাঙ্ক বার্স্ট করলো প্রায় পরপর।

কর্মব্যস্ত উঠানটা পরিণত হলো ধ্বংসস্তুপে।

শিচান নড়ে উঠলো দ্রুত। ও গ্রে'রা যেদিকে আছে সেদিকে এগোল। গ্রে আর র‍্যাচেলও বেরিয়ে এসেছে। ওরা সবাই মিলে ছুটলো সিলভার রঙের গাড়িটার দিকে। বিস্ফোরণে ওটার কোন ক্ষতি হয় নি। ওরা গাড়ির দিকে দৌড়াচ্ছে কয়েকজন ওদেরকে থামানোর চেষ্টা করলো। কিন্তু গ্রে আর শিচান মিলে ওদেরকে শুইয়ে দিল।

হঠাৎ সামনের মূল ট্রাকটা লাফ দিয়ে সামনে বাড়লো। রাউল বেরিয়ে যাচ্ছে। সে বেরিয়ে যেতে যেতে জানালা দিয়ে হাত আর মুখ বের করলো। তার হাতে সেই ঘোড়া পিস্তলটা।

ওরা গাড়িতে উঠে বসেছে। শিচান চিৎকার করে উঠলো, "মাথা নিচু করো।"

পিস্তলের আওয়াজটা হলো কামান দাগার মতো। কিন্তু গুলিটা ওদের সবার মাথার উপর দিয়ে চলে গেল। গ্রে হাটু গেড়ে বসে গুলি করতে লাগলো, কিন্তু দ্বিতীয় আরেকটা ট্রাকও চলতে শুরু করেছে।

রাউল সমানে গুলি করে যাচ্ছে। ওর একটা গুলি এসে লাগলো ওদের গাড়িটার সামনে। গ্রে বুঝতে পারলো রাউল ওদের গাড়ি বিকল করে দিতে চাইছে।

গ্রে সমানে গুলি করে চলেছে। কিন্তু কাজ হচ্ছে না।

শিচান দেখলো ওদের গাড়ি থেকে তেল গড়িয়ে পড়ছে।

গ্রে'র পিস্তল কক কক করে উঠলো। গুলি শেষ।

রাউলের ট্রাকটা গেট পার হয়ে বেরিয়ে গেল। এরপরে দ্বিতীয় ট্রাকটাও। আর সেই সাথে ওরা শুনতে পেল একটা ঘড় ঘড় শব্দ।

গ্রে বুঝতে পেরে উঠে দাঁড়ালো। কিন্তু এখন আর কিছুই করার নেই। গেটটাও বন্ধ হয়ে গেছে।

রাউল চলে যেতে যেতে দারুণ একটা চাল চেলে গেল। ঠিক বেরিয়ে যাবার আগমুহূর্তে রাউল গ্রে'র দিকে তাকিয়ে ছিল। ওর হাসি মুখটা গ্রে'র মনে পড়ে গেল।

এই দূর্গটার সিকিউরিটি সিস্টেম এমনিতেই স্ট্রং। আর কোর্ট এটাকে করেছে আধুনিক। রাউল যেতে যেতে সেটাই কাজে লাগিয়েছে। ও রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে ড্র-ব্রিজটা তুলে দিয়ে গেছে। আর সেই সাথে আটকে দিয়ে গেছে গেটটাও। ওরা এখন এই উঠানে বন্দী। আর তখনই বাজতে লাগলো একটা ঘণ্টা আর কুকুরের ছোট ছোট খাচাগুলোর সামনে থেকে একে একে গ্রিল খুলে যেতে লাগলো।

আচ্ছা এই তাহলে ছিল রাউলের প্ল্যান। ভয়ঙ্কর এই রক্ত মাংসের পিচাশগুলোর খাবারে পরিণত করবে ওদেরকে। তাই ওদের ডিনার বেল বাজিয়ে দেয়া হয়েছে।

৩: ৪৮ এ.এম
এভিগনন, ফ্রান্স

ক্যাট হার মেনে নিতে নারাজ। ও কম্পাসটা ভেতরে রেখে দিয়ে চারপাশটা আবারো দেখতে লাগলো।

"আমার মনে হয় আমরা ভুল পদ্ধতিতে খুঁজছি," ক্যাট বলে উঠলো।

ভিগর রুমের ভেতরে তাকিয়ে আছেন। কেন জানি ক্যাটের মনে হচ্ছে ভিগর ঠিকমতো মনোযোগ দিতে পারছেন না, কে জানে হয়তো র‍্যাচেলের চিন্তায়।

"কেন তোমার এরকম মনে হচ্ছে?"

"কারণ হয়তো এতে কোন ম্যাগনেটিক মার্কার নেই।"

"তাহলে কিভাবে?"

"আমার মনে হয় অন্য কিছু একটা আছে। কিন্তু সেটা ম্যাগনেটিক মার্কার না।"

"তাহলে হতে পারে এমন একটা কিছু হয়তো ছিল এবং সেটা হয়তো সরানো বা নষ্ট হয়ে গেছে।"

"তা হতে পারে তবে আমার মনে হয় না আপনি নিজেও সেটা বিশ্বাস করেন। কারণ সিক্রেট সোসাইটি যারা এতো কষ্ট করে এতোকিছু করবে তারা এতো হালকা কোন মার্কিং রাখবে বলে মনে হয় না।"

"কিন্তু আমরা সেটা পাবো কিভাবে?" ভিগর জানতে চাইলেন।

হঠাৎ আলোর ঝলকানি দেখা গেল। বিদ্যুৎ চমকে উঠছে। বৃষ্টির বেগ আরো বাড়ছে।

ক্যাট ওর কম্পাসটা পকেটে ভরে ভিগরের দিকে ফিরে তাকালো। "ম্যাগনেটিজম সেন্ট পিটারের কবরের রহস্য উন্মোচন করেছিল। আর সেটাই আমাদেরকে নিয়ে গিয়েছিল সম্রাটের সমাধিতে। কিন্তু পিরামিডকে ইগনাইট করেছিল ইলেকট্রিসিটি। হতে পারে না এবার এই জিনিসটাই আমাদেরকে মূল রহস্যের দিকে যেতে পথ দেখাবে।" ও বাইরের দিকে ইশারা করলো। "লাইটেনিং, এই প্রাসাদটা গড়ে উঠছে একটা রক ডোমের উপরে।"

"যেটা বৈদ্যুতিক আলোকে আকর্ষন করে।"

"তাহলে কি এটা কোন লিড হতে পারে?"

"আমার ধারণা তুমি গুরুত্বপূর্ণ কোন লাইনেই হিট করেছো। আলো হলো জ্ঞানের সিম্বলিক বহিঃপ্রকাশ। আলোকিত করা। এটা ছিল নস্টিকদের প্রথম উদ্দেশ্য। জেনেসিসের আলোয় আলোকিত হওয়া।"

ভিগর ভাবছেন, "ইলেকট্রিসিটি, লাইটেনিং, লাইট, নলেজ, পওয়ার এগুলো সব এক সূতোয় গাথা এবং এই প্রাসাদ নির্মানের নকমায়ও এর গুরুত্ব অপরিসীম।"

ক্যাট মাথা ঝাঁকালো।

ভিগর হঠাৎ নড়ে উঠলেন।

"কি ব্যাপার?" ক্যাট জানতে চাইলো।

ভিগর মেঝেতে বসে আঙুলের ডগা দিয়ে মেঝের ধূলোতে একটা নকশা আকতে লাগলেন। "আরেকজান্ডারের সমাধি ছিল মিশরে। আর মিশরিয় মতে আলোর সংকেত হলো একটা বড় বৃত্তের মাঝে একটা ফোটা। যেটা সূর্যকে রিপ্রেজেন্ট করে।"

"কিন্তু কখনো কখনো এটার কেন্দ্রে থাকে একটা চোখ যেটা হলো জ্ঞানের বহিঃপ্রকাশ। আর এই চোখটাকেই ফ্রি-মেসনরা তারপর টেম্পলাররা ব্যবহার করে। যেটা একটা ডলারের ভেতরও দেখা যায়।"

"ঠিক আছে কিন্তু এখানে এটার সম্পর্ক কি?"

"ওফ, আমি কিভাবে মিস করলাম? আমার আরো আগেই বোঝা উচিত ছিল। এটাকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব না খুঁজে বের করতে হবে এটার ফর্ম কে। গথিক আর্কিটেকচারের মূল বৈশিষ্ট্যই হলো আলো আর ছায়া নিয়ে খেলা। আমাদেরও সেটা নিয়েই কাজ করতে হবে। আমার সাথে এসো।"

"আমাদেরকে ফার্স্ট ফ্লোরে ফিরে যেতে হবে। যেখানে আমরা আলোর সার্কেলের ভেতরে একটা চোখ আমরা এর মধ্যেই দেখেছি।" ওরা দৌড়াতে দৌড়াতে নিচে নামলো। ভিগর যেখানে এসে থামলো সেটা দেখে ক্যাট ভীষন অবাক হয়ে গেল।

"কিচেন?"

"না, শুধু কিচেন না। উপরে দেখ। বিরাট কিচেনের ঠিক উপরেই চিমনি ঘর আর এই এখান থেকেই সমস্ত তাপ আর ধোঁয়া এই চিমনি দিয়ে উপরের দিকে উঠে যেত। বহুবছর যাবত এই কিচেন বন্ধ।

ভিগর ঠিক কিচেনের কেন্দ্রে এসে দাঁড়ালেন। এই কেন্দ্রে এক সময় একটা অগ্নিকুন্ড জ্বলতো।

"এখানে দেখ একটা বিরাট বৃত্ত," বলে ক্যাটকেও একই জায়গায় এনে দাঁড় করালেন। "এই বৃত্তটার কেন্দ্রে একসময় সর্বদা আগুন জ্বলতো। আর এখন উপরের দিকে তাকাও।" ক্যাট উপরের দিকে তাকাতেই ব্যাপারটা ওর কাছে অনেকটাই পরিস্কার হয়ে গেল। "বিরাট আকারের চিমনিটার উপরে তাকাও কি দেকতে পাচ্ছ একটা বৃত্ত, আর সেটা দিয়ে এখন আকাশ দেখা যাচ্ছে আর সেই সাথে বজ্রপাত কিন্তু কল্পনা করে দেখ যদি দিনের বলো একটা নির্দিষ্ট সময়ে এসে দাঁড়াও যখন সূর্য ঠিক মাথার উপরে তখন এই চিমনির বৃত্তের ঠিক কেন্দ্রে দেখতে পাবে সূর্যটাকে। এখন বোঝা গেছে? মনে আছে সম্রাটের সমাধিতে লেখা সেই বিখ্যাত কথাটা : 'উপরে যা নীচেও তা-ই।' এখানেও একই জিনিস।"

ক্যাট অবাক হয়ে একবার উপরে আরেকবার নিচে দেখছে।

ভিগর আরো বললেন, "এতে করে আরেকটা ব্যাপার ক্লিয়ার হচ্ছে আলেকজান্ডারের সমাধিটা ছিল সেই প্রাচীন লাইট হাউজটার নিচে। ওখানেও একটা টাওয়ারের উপরে সর্বদা আগুন জ্বলতো। মানে একটা বৃত্তের কেন্দ্রে ছিল আলো।

আর এখানেও।"

ক্যাট মেঝেতে বসে একটা বড় লাইট বের করে জ্বাললো তারপর প্যাক থেকে একটা লোহার শিকের মতো দেখতে যন্ত্র বের করে খুড়তে লাগলো। উপরের পাথরের আবরনের ফুট খানেক আলগা আবরনের নিচেই এক ধরনের আকরিক টাইপের বেজ। "এটা তো হ্যামাটাইট বা ম্যাগনেটাইট না, সাধারন বক্সাইট আকরিক।"

তারপর আরো পরীক্ষা করে বললো, "এটা সাধারন বক্সাইট, অ্যালুমনিয়াম হাইড্রক্সাইড আকরিক। এক ধরনের থারমাল কন্ডাক্টর। একটা ফায়ার প্লেসের জন্যে ভালো। কিন্তু বিশেষ কিছু না।"

ভিগরের চোখ উজ্বল হয়ে উঠলো, "আমরা একদম ঠিক আছি প্রথমে হেমাটাইট, তারপর ম্যাগনেটাইট এখন বক্সাইট।"

ক্যাটকে সন্তুষ্ট দেখাচ্ছে না।

"তোমাকে ঠিক সন্তুষ্ট দেখাচ্ছে না। ঠিক আছে আমি বুঝিয়ে বলছি। বক্সাইট আকরিকের খনি এই এলাকাতেই আছে। এমনকি যার নামে এই আকরিকের নামকরন করা হয়েছে লর্ডস অফ বক্স, তার ক্যাসল এখান থেকে মাত্র দশ কিলোমিটার দূরে। ওটা বক্সাইট হিলের পাশেই অবস্থিত। তাই এই জিনসটা তাকেই ইঙ্গিত করে।"

"তো তাকে ইঙ্গিত করলে আমাদের লাভ কি?"

"এই লর্ডস অফ বক্সের সাথে আমাদের ফ্রেঞ্চ পোপের সম্পর্ক খুব একটা ভালো ছিল না। আর তখন তারা সম্প্রতি নতুন প্রতিবেশী হয়েছে। কিন্তু এই খারাপ সম্পর্কের একটা কারণ ছিল, দাবি করা হয় এই বক্স পরিবার একজন বিবলিক্যাল ফিগারের বংশধর।"

ক্যাট তাকিয়ে আছে।

"বলতে পারো কে? বালথেজার। আমাদের তিন ম্যাজাই অর্থাৎ তিন রাজার একজন। মানে বক্সরা হলো আমাদের তিন ম্যাজাইদের একজনের বংশধর। এখনো তোমার এই জায়গার ব্যাপারে কোন সন্দেহ আছে?"

ক্যাট মাথা নাড়লো। "কিন্তু আমরা এটা খুড়বো কি করে। আমি কোন চাবির গর্ত তো দেখতে পাচ্ছি না।"

"খোলার প্রক্রিয়াটা তুমি এর মধ্যেই বলে দিয়েছো। ইলেকট্রিসিটি।"

বাইরে সমানে বজ্রপাত হচ্ছে। ক্যাট ওর প্যাকটা তুলে নিল। "আমাদের কাছে প্রাচীন ব্যাটারিগুলো নেই তবে আমার কাছে কয়েকটা ডিউরোসেল কপারটপ আছে।" বলে ও ব্যাগ থেকে ব্যাটারি বের করতে লাগলো। ওগুলো বের করে ছুরির মাথা দিয়ে পজিটিভ নেগেটিভ ঠিক করে মাটিতে বসে বক্সাইটের সাথে সংযোগ দিতে দিতে বললো, "আপনি সরে দাঁড়ান।"

সংযোগ দিয়ে ও নিজেও সরে এল আওতার বাইরে।

ভিগরের পাশে এসে ক্যাট বললো, "আমার মনে হয় কি জানেন ওরা এই

ব্লকগুলো জোড়া লাগিয়েছে তরল এম-স্টেট গ্লাস দিয়ে।"

"যেমনটা প্রাচীন মিশরিয়রা করেছিল? আলেকজান্দ্রিয়ার বাতিঘর বানাতে ওরা পাথর জোড়া লাগাতে তরল সিসা ব্যবহার করেছিল।"

"আর এখন এই ইলেকট্রিসিটি এই গ্লাসের পাওয়ার অ্যাকটিভেট করবে।"

প্রথমে কোন প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। তারপর ধপ করে এক ধরনের আগুন জ্বলে উঠলো বক্সাইটের ব্লকের ফাঁকে ফাঁকে। তারপর কিছুক্ষন সাদাটে আগুন জ্বলার পরে ব্লকগুলো কাঁপতে লাগলো যেন ওগুলো ওজন ধরে রাখতে পারছে না। একে অপরের সাথে বন্ধন ভেঙে পড়ছে। তারপর আগুন ধপ ধপ করে বেড়ে যেতে দুজনেই চোখ বন্ধ করে ফেললো। কিন্তু এটা বেশিক্ষন স্থায়ী হলো না। ওরা চোখ বন্ধ অবস্থাতেই তুমুল শব্দ শুনতে পেল যেন পাথরের উপরে পাথর ধ্বসে পড়ছে।

আলোড়ন আরেকটু থামার পরে ক্যাট আর ভিগর পেন লাইট হাতে সামনে এগোল। পাথরের ব্লক ওখানে বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে ভেঙে বড় একটা গর্তের মতো হয়েছে। আর সেটা দিয়ে দেখা যাচ্ছে সিঁড়ির ধাপ নিচের দিকে নেমে গেছে।

ক্যাট ভিগরকে আনন্দে জড়িয়ে ধরলো, "আমরা পেরেছি-পেরেছি।"

৩:৫২ এ.এম
লসেনি, সুইজারল্যান্ড

দূর্গ থেকে মাইলখানেক দূরে এসে রাউল কান থেকে মোবাইল ফোনটা নামিয়ে ট্রাক থামিয়ে নেমে এল। ইশারা করে অপর ট্রাকটাকেও থামালো। ওকে দেখতে ভয়ঙ্কর লাগছে, মাথার একটা ক্ষত থেকে নেমে আসা রক্তে ভেসে যাচ্ছে মুখ। কিন্তু সেদিকে তার কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। এশিয়ান কুত্তিটা বেঈমানি করলো। যাক হারামজাদিটাকে এখন কুত্তায় খাবে।

ও বেরিয়ে আসার সময় ওর চাবির রিঙে থাকা রিমোটের সাহায্যে দুটো কাজ করেছে, ড্র-ব্রিজটা তুলে দিয়ে এসেছে আর কুকুরের ঘরগুলোর অটোমেটিক লকগুলো খুলে দিয়েছে।

আর যদি ওরা কুত্তার হাতে না মরে...

দ্বিতীয় ট্রাক থেকে ইশারা করে দুজন গার্ডকে নামতে বললো।

"শোন তোমরা দু'জন দূর্গে ফিরে যাবে। প্রথমে ড্র ব্রিজ নামাবে তারপর ভেতরে ঢুকবে। দূর্গের প্রাঙ্গনে কাউকে নড়তে দেখলেই গুলি করে ফেলে দেবে। নিজের আর পরের লোক দেখার দরকার নেই। জীবিত কাউকে পেলেই গুলি করে ফেলে দেবে।"

গার্ড দুজন মাথা ঝাকিয়ে চলে গেল।

অ্যালবার্তো ওর জন্যে অপেক্ষা করছিল। "কি খবর, ইমপারেটর কি বললেন?"

রাউল ওর ফোন পকেটে রাখলো। ইমপারেটর গিল্ডের বেঈমানির কথা শুনে বেশ অবাক। *আসলে ভুলটা ওরই*, রাউল ভাবছে, কারণ ও নিজে কুত্তিটাকে মরার

জন্যে গুহায় ফেলে এসেছিল আর সে ই যখন সেধে এসে গ্রে'কে ধরার কথা বললো তখনই ওর বোঝা উচিত ছিল যে কোথাও একটা সমস্য আছে। আসলে তখন ও গ্রে'কে হাতে পাবার আনন্দে এতোটাই মশগুল ছিল যে এই ব্যাপারটা ওর মাথাতেই আসে নি।

স্টুপিড!

যাই হোক এভিগননে সব কিছু ঠিকভাবে করতে হবে।

"ইমপারেটর বললেন উনি ফ্রান্সে আমাদের সাথে যোগ দেবেন। আরো লোকবল সহ। তারপর আমরা সবাই মিলে প্ল্যান বাস্তবায়ন করবো।"

"আর ওরা?" অ্যালবার্তো ইশারা করে শ্যাতুর দিকে দেখালেন।

"ওরা আর আমার মাথা ব্যথার কারণ হয়ে থাকবে না।"

রাউল আবার নিজের প্ল্যানে ডুবে গেল। ও ফিরে এসে র‍্যাচেল কুত্তিটাকে নিয়ে দারুণ কিছু প্ল্যান করেছিল...কিন্তু...

র‍্যাচেল একদম গ্রে'র গা ঘেষে দাঁড়িয়ে আছে। আর শিচান ওর অপর পাশে দাঁড়িয়ে একটা জিপিএস ইউনিট নিয়ে কাজ করছে। ওরা দাঁড়িয়ে আছে দূর্গের প্রাঙ্গনে একটা মাচাঙের উপর। সম্ভবত কোন কিছু রাখার কাজে এই মাচাঙটা ব্যবহার করা হয়। এখানে ওরা সাময়িকভাবে নিরাপদ।

ওদের চোখের সামনে কুকুরের গেটগুলো খুলে যাবার সাথে সাথে ওরা দৌড় দেয়। আয়ত্বের মধ্যে এই মাচাঙটা প্রথম শিচান দেখতে পায়। সাথে সাথে ওরা দৌড়ে এদিকে চলে আসে। একটা ধাতব সিঁড়ি ছিল সেটা বেয়ে উপরে চলে এসে সিঁড়িটা টেনে তুলে নেয়। সাময়িকভাবে নিরাপদ হলেও ওরা এখন এখানে আটকে গেছে। কারণ ওদের গাড়ি অকেজো আর ওখান থেকে দৌড়ে দূর্গ পর্যন্ত যাবার মতো অবস্থা নেই। গ্রে'র পিস্তলের গুলি তো আগেই শেষ, এখন একমাত্র অস্ত্র বলতে ওদের কাছে আছে শিচানের পিস্তল। ওতে আছে ছয়টা গুলি। আর নিচে দানব ঘুরে বেরাচ্ছে বিশটা। ওরা গুনে দেখেছে। কুকুরগুলো প্রথমে বেরিয়ে এসেই ওদের দিকে ছুটে আসে। ওরা মাচাঙে উঠে পরার পরে কতক্ষন ঘেউ ঘেউ করে ওগুলো এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ে। এখন বেশিরভাগই মৃত গার্ডদের মাংস ভোজনে ব্যস্ত। মহা আনন্দের সাথে মাংস টেনে ছিড়ে খাচ্ছে। এক অপরের দিকে তাকিয়ে ঘেউ ঘেউ করে উঠছে।

শিচান জিপিএস নিয়ে কাজ করছে আর র‍্যাচেল গ্রে'র পাশে বসে আছে। গ্রে চিন্তা ভাবনা করছে কি করা যায়। হঠাৎ প্রাঙ্গনের একপ্রান্তে একটা ক্ষীণ নড়াচড়া চোখে পড়লো। কি যেন একটা সামান্য নড়ছে।

র‍্যাচেল অস্ফুটে বলে উঠলো, "নানু..."

র‍্যাচেল ভেবেছিল উনি রাউলের সাথে চলে গেছেন। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে রাউল উনাকে ফেলেই চলে গেছে।

বৃদ্ধা এতোক্ষন অজ্ঞান ছিলেন। সম্ভবত বোমার ধাক্কায়। এখন তার জ্ঞান ফিরে আসছে।

প্রথমে একটা হাত নাড়লেন তারপর উঠে বসার চেষ্টা করে পড়ে গেলেন। মৃদু স্বরে বলে উঠলেন, "পাপা...'

"পাপা..." তার গলায় যন্ত্রনার সুর এত দূর থেকেও টের পেল র‍্যাচেল।

কিন্তু তার গলার স্বর শুনতে পেয়েছে আরো একটা প্রাণী। সে একটা মুন্ডুবিহীন ধর নিয়ে মহা আনন্দে টানাটানি করছিল। হঠাৎ থেমে গেল। নাক উঁচু করে আবার শোনার চেষ্টা করছে।

কুকুরটা বৃদ্ধাকে দেখতে পেয়ে আগে বাড়তে গেল গ্রে গুলি করলো, নিখুত শট। ওটা পড়ে গেল আর সাথে সাথে বাকি কুকুরগুলো ঝাঁপিয়ে পড়লো আহত সঙ্গীর উপরে।

র‍্যাচেল ফুঁপিয়ে উঠলো, "আমার উনাকে উদ্ধার করেতে হবে।"

"আমিও যাবো," গ্রে বললো।

"সাবধানে তোমরা ভেবে সিদ্ধান্ত নাও। কারণ উনি এর মধ্যেই প্রায় মারাই গেছেন।"

র‍্যাচেল আর গ্রে ধীরে ধীরে মাচাঙ থেকে নেমে এল। কুকুরগুলো নিজেদের মধ্যে মারা মারি নিয়ে ব্যস্ত। গ্রে ওদের মারামারি আরেকটু উসকে দিতে গুলি করে আরেকটাকে ফেলে দিতেই বাকিগুলো এটার উপরে ঝাপিয়ে পড়লো। ওরা এগিয়ে যাচ্ছে। প্রায় পৌছে গেছে, আরেকদিক থেকে দুটো কুকুর এগিয়ে আসতে লাগলো। গ্রে দুটো গুলি করলো। একটার গায়ে লাগতে পড়ে গেল কিন্তু আরেকটাকে মিস করতে ওটা নানুর উপরে লাফিয়ে পড়লো। প্রথমেই টান দিয়ে বৃদ্ধার একটা হাত ছিড়ে ফেললো। তারপর তার গলার উদ্দেশ্যে মুখ বাড়ালো। গলা না পেয়ে যেখানে সেখানে কামড়াতে লাগলো। গ্রে এগিয়ে এসে কুকুরটার মাথার এক ফুট দূর থেকে গুলি করতে কুকুরটা তার উপরেই ঢলে পড়লো। র‍্যাচেল ওটা কে সরিয়ে নানুকে ধরলো। ঠিক তখনই একটা রাইফেলের গুলি এসে বৃদ্ধার কাঁধে লাগতে বৃদ্ধা ঢলে পড়লো।

গ্রে পেছন ফিরে দেখলো দুজন গার্ড এসে গেটের কাছটায় দাঁড়িয়ে রাইফেল তুলে গুলি করছে। এর পরের গুলিটা লাগলো গ্রে'র পায়ের কাছে। সে চিৎকার করে উঠলো, "দৌড় দাও।"

র‍্যাচেল নড়ছে না। গ্রে হাত ধরে টান দিল তাও নড়লো না।

এদিকে গার্ড দুজন সমানে গুলি করছে একজন কুকুরগুলোর দিকে আর অন্যজন ওদের দিকে।

গ্রে বুঝতে পারলো এভাবে হবে না। ও একহাতে নানুকে কাঁধে তুলে নিয়ে দৌড় দিল, সাথে র‍্যাচেলও। দূরত্বটা বেশি না।

পৌছেই গেছে। মাচাঙ থেকে শিচান টান দিয়ে নানুকে তুলে নিল। র‍্যাচেল

সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেছে। গ্রে উঠতে যাবে একটা কুকুর ওর জুতো কামড়ে ধরলো।

ওদিকে দুই গার্ড সমানে কুকরগুলোর দিকে গুলি করছে। কারণ ওগুলো ওদেরকে ঘিরে ধরেছে।

গ্রে ককুরটাকে ছাড়ানোর চেষ্টা করলো। সেই সাথে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠছে। কুকরটাও ছেচড়ে উপরে উঠছে। গ্রে ক্যানিস্টারটা বের করে সোজা কুকুরটার নাকে মুখে এসিড স্প্রে করে দিল।

কুকুরটা জান ছেড়ে ডেকে উঠলো, এবার রাগে না ব্যথা আর ভয়ে। ওটার নাক গ্রে'র একবারে শরীরের উপরে উঠে এসেছিল ওর চোখের সামনে বীভৎস গন্ধ তুলে ওটার নাক মুখ গলে গেল।

গ্রে একটা লাথি দিয়ে শরীরটা ঝেড়ে ফেলে উপরে উঠে এল।

র‍্যাচেল আর শিচান মিলে বৃদ্ধার জ্ঞান ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে। গ্রে বুঝলো জ্ঞান তো দূরে থাক বৃদ্ধা আর বেশিক্ষন বেঁচেই থাকবে না।

কিন্তু ওকে অবাক করে দিয়ে বৃদ্ধা নড়ে উঠলেন। র‍্যাচেলের দিকে তাকিয়ে মৃদু বিড় বিড় করলেন। তার মুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এল। তারপর জামার ভেতর থেকে বের করে র‍্যাচেলের হাতে কি যেন একটা গুজে দিয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন।

র‍্যাচেল দেখলো ওর হাতে সেই গ্রাজি পিস্তলটা। পানি থেকে উঠে আসার পর ওয়েট স্যুটের সাথে ওটাও রাউলের লোকেরা ওর কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিল। বৃদ্ধা নিশ্চয় ওটা রাউলের কাছ থেকে নিয়ে নিয়েছিল।

ওদিকে গেটে দাঁড়ানো গার্ডদের যুদ্ধ ওদেরকে ছেড়ে এখন তুমুল গুতিতে কুকরদের সাথে চলছে। কুকুরেরা ওদেরকে ঘিরে ধরেছিল এখন ওরা সংখ্যায় অনেক কমে এসেছে। হাতে গোনা আর চার পাঁচটা আছে। বেশিরভাগই নিজেরা মারামারি করে আর গার্ডদের গুলি তে মারা গেছ।

গ্রে'র পিস্তল আগেই পড়ে গেছিলো। এবার র‍্যাচেল ওর নানুর পিস্তলটা নিয়ে গুলি করলো। দুটো গুলি। অব্যর্থ নিশানা। দুজন গার্ড পড়ে গেল।

গার্ড দুজন পড়ে যেতেই একেরপর এক গুলি করে র‍্যাচেল সব কয়টা কুকুরকে শেষ করে দিল।

ওরা ক্লান্ত হয়ে কিছুক্ষন বসে থাকলো, তারপর নিচে নেমে এল। ওদের গাড়ি তো অকেজো। আর অন্য গাড়িগুলোর অবস্থাও ভালো না। গ্রে চেক করে দেখছে গাড়িটাকে ঠিক করা যায় কিনা। হঠাৎ উপরে একটা হেলিকপ্টারের আওয়াজ।

শিচান আবারো ওর জিপিএস নিয়ে কাজ শুরু করেছিল ও চিৎকার করে বললো, "আমাদের ট্রান্সপোর্ট এসে গেছে।"

হেলিকপ্টারটা ওদের মাথার উপরে এসে স্থির হলো। তারপর ওটা থেকে নেমে এল একটা দড়ির সিঁড়ি।

প্রথমে শিচান উঠে গেল। তারপর গ্রে র‍্যাচেলকে তুলতে চাইলো। কিন্তু র‍্যাচেল এখনো ওর নানুকে আগলে বসে ফুপিয়ে কাঁদছে। গ্রে ওকে তুলে নিয়ে

জড়িয়ে ধরলো। ওকে ধরে রেখে র‍্যাচেল ডুকরে কেঁদে উঠলো।

"ঠিক আছে। সব ঠিক আছে। কান্না বন্ধ করে চল, উপরে যাই।"

গ্রে র‍্যাচেলকে তুলে দিয়ে নিজেও সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলো। র‍্যাচেল কপ্টারের ভেতরে চলে গেছে।

একবার ও উঠবে একটা হাত এগিয়ে এল...গ্রে ওটা ধরে ভেতরে ঢুকে পড়লো। ভেতরে ঢুকে হাত বাড়ানো ব্যক্তিকে একটা ধন্যবাদ দিতে যাবে ওকে দেখে জমে গেল। একে এখানে মোটেও আশা করে নি ও।

বিস্ময়ের সাথে বলে উঠলো, "মঙ্ক!"

মঙ্ককে ক্লান্ত মনে হলেও ওর মুখের হাসিটা একদম সজীব। "হাই বস।"

"মঙ্ক!" গ্রে এখনো অবাক। তারপর ওকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরলো।

"এই সাবধানে আমার হাত," মঙ্ক সহাস্যে বলে উঠলো।

মঙ্কের হাত স্লিঙের সাথে ঝুলছে। গ্রে দেখলো কব্জিটা আসলেই ডাক্তাররা লাগাতে পেরেছে।

ওকে দেখতে যথেষ্ট ভালো লাগলো। যদিও বেশ খানিকটা ফ্যাকাশে আর চোখের কোনে কালি জমে গেছে।

গ্রে'কে ধরে মঙ্ক বসিয়ে দিল সিটে। তারপর ওকে দেখছে বলে বললো, "আরে আমি ঠিক আছি এভাবে তাকিয়ে থেকো নাতো। শুধু এখন কোন কাজ দিও না।"

গ্রে হেসে উঠলো। "কিন্তু তোমরা এলে কিভাবে?"

"আমরা তোমাদের দেয়া ইমার্জেন্সি জিপিএস সিগনাল পেয়ে এসেছি।"

গ্রে এবার হেলিকপ্টারের অন্য আরেক যাত্রীর দিকে তাকালো। "কার্ডিনাল স্পেরা!"

গ্রে'র কণ্ঠে দ্বিধা শুনে শিচান বলে উঠলো, "তুমি কি ভেবেছিলে, আমাকে কে নিয়োগ দিয়েছে?"

অধ্যায় ১৬

ডিডেলাস মেইজ

জুলাই ২৭, ৪:৩৮ এ.এম
এভিগনন, ফ্রান্স

ক্যাট ভিগরের জন্যে অপেক্ষা করতে করতে বাইরে তাকালো। বাইরে বৃষ্টি থামলেও বজ্রপাতের কোন কমতি নেই।

ক্যাট ঘড়ি দেখলো, প্রায় পনেরো মিনিট হয়ে গেছে ভিগর নিচে নেমেছেন।

মানুষটা করছে কি?

একবার ভাবলো নিচে নামবে। কিন্তু পরে চিন্তা করে দেখলো উনি বিপদে পড়লে সাহায্য করার মতো কেউ থাকবে না। সেই সাথে পাহারা দেয়ার জন্যে হলেও কারো থাকা দরকার।

ও নিচু হয়ে ফোকরটার নিচে মাথা নামিয়ে আস্তে করে ডাক দিল, "ভিগর! মনসিগনর!"

জবাবে নিচে পায়ের শব্দ শোনা গেল। উনি উঠে আসছেন। ফোকরের নিচে আসতে ক্যাট একটা হাত বাড়িয়ে দিল। মনসিগনর সেটা ধরে উঠে এলেন।

"তোমার নিচে দেখা উচিত," ভিগর হাপাতে হাপাতে বললেন।

ক্যাট বড় করে একটা নিঃশ্বাস নিল। "আমাদের আসলে গ্রে বা ওদের কারো জন্যে অপেক্ষা করা উচিত।"

"কিন্তু সমস্যা হলো নিচে আরো বেশ কিছু রহস্য আছে যেগুলোর সমাধান করতে হবে। আর এডভান্স টিম হিসেবে আমরা এসেছিই তো কাজ এগিয়ে রাখতে। আর ওরা কখন আসবে তার কি কোন ঠিক আছে?"

ক্যাট মনে মনে হিসাব করছে। ওর মন বলছে ওদের অপেক্ষা করা উচিত কিন্তু মনসিগনরের কথাই ঠিক গ্রে'রা কখন আসে তার কি কোন ঠিক আছে। আর এদিকে ওর নিজেরও নিচে কি আছে দেখার জন্যেও মন কৌতুহলে ছটফট করছে।

"ঠিক আছে আমরা নামবো, তবে প্রতি ঘণ্টায় একবার করে উপরে উঠে চেক করতে হবে কেউ এলো কি না।"

"ঠিক আছে।"

ক্যাট ওর ব্যাকপ্যাক তুলে নিয়ে কয়েকটা জিনিস বের করলো। তারপর প্যাকটা রেখে জিনিসগুলো ফোকরের ঠিক মুখে নামিয়ে রাখলো। এরমধ্যে একটা হলো ওর সেল ফোন, যাতে কোন কল এলে ও উপরে উঠে আসার পর বুঝতে পারে আর সেই সাথে আরো দুয়েকটা জিনিস রেখে দিল যাতে ওরা কোন কারণে নিচে আটকা পড়লে কেউ এলে বুঝতে পারে ওরা এখানে নেমেছে।

ক্যাট ভিগরকে ফলো করে নিচে নেমে এল। একসারি সিঁড়ি ধাপে ধাপে নেমে গেছে। কেমন যেন ভোতা টাইপের এক ধরনের অন্ধকার ভেতরে।

স্টেপগুলো শেষ হলো একটা অন্ধকার টনেলে এসে। ভিগর সামনে এগিয়ে যাচ্ছেন, ক্যাট তাকে ফলো করছে। ভিগরের পায়ের আওয়াজ দেয়ালে প্রতিধ্বনি হয়ে এক ধরনের ফাপা আওয়াজ হচ্ছে।

ক্যাট সামনে এগোতে একটা কার্নিশের উপর দিয়ে হাটতে লাগলো। ওরা একটা গুহামতো জায়গায় এসে পৌছেছে। গুহাটা দেখে ক্যাট ধারণা করলো একসময় এটা একটা প্রাকৃতিক গুহার মতোই ছিল কিন্তু পরবর্তীতে এটাকে কেটে আর গ্রানাইটের ব্লক বসিয়ে এই আকৃতি দেয়া হয়েছে।

ক্যাট হাটু গেড়ে বসে পাথরের কারুকাজের উপরে হাত বোলাতে লাগলো। দক্ষ কারিগরের হাতে করা দারুণ সূক্ষ্ম কাজ। ও উঠে দাঁড়িয়ে ভিগরের পেছন পেছন হাটতে লাগলো। ওর মনে হচ্ছে ওরা যতো ভেতরের দিকে যাচ্ছে এর আয়তন যেন আরো বাড়ছে। একেকটা গুহা একেকটা অ্যাম্ফিথিয়েটারের মতো। প্রত্যেকটাতে বিভিন্ন ধরনের কার্নিশে ভর্তি। এগুলোও আবার খালি না। প্রতিটাকে সাপোর্ট দিয়ে রেখেছে বিভিন্ন ধরনের কলাম। একেক কলামের সাইজ, আকৃতি, প্রস্থ আর কারুকাজ একেক রকম আবার একটার সাথে আর আরেকটা সঙ্গতিপূর্ণ।

"এই জায়গাটা অবশ্যই নাইটস টেম্পলারদের তৈরি করা," ভিগর বলছেন। "গথিক আর্টের জন্যে এদের নির্মানের কোন তুলনা নেই। কিন্তু এখানে যা দেখছি তার তুলনায় উপরের পৃথিবীতে ওদের কাজ বাচ্চা ছেলের কাজ বলে মনে হচ্ছে। আমি শিওর এখানকার মতো এমন কাজ এর আগে আর কেউ কখনো দেখে নি। এগুলো স্রেফ নির্মাণ না যেন পাথরের তৈরি কবিতার মতো।"

"জিওমেট্রি আর ইঞ্জিনিয়ারিঙের এই রকম কম্বিনেশান আমি আপনি কেন এর আগে কেউ দেখেছে বলে মনে হয়না। এটা একটা আন্ডার গ্রাউন্ড ক্যাথেড্রাল। আজকের সময়ে আমাদের আধুনিক স্থপতিরা যারা আন্ডার গ্রাউন্ড দশতলা বিশতলা নির্মাণ করে তারা এই কাজ দেখলে লজ্জায় মুখ লুকাবে।"

"তার চেয়ে বড় বিষয় এখানে হিস্ট্রি আর্ট আর নলেজের যে দূর্দান্ত রিপ্রেজেন্টশান ঘটানো হয়েছে তার কোন তুলনা নেই।"

ওরা এর পরের যে লেভেলটায় ঢুকলো সেটা দেখে দুজনেই থমকে দাঁড়ালো। ভিগর আগেই দেখেছেন তবুও মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখছেন। আর ক্যাটের অবস্থা ভাষা হারানো শিশুর মতো।

এখন পর্যন্ত দেখা এটা সবচেয়ে বড় অ্যাম্ফিথিয়েটার। এটাতেও একই রকম বিভিন্ন ধরনের কলামের উপরে অসংখ্য তাক। আর এখানকার কাজ আরো অনেক বেশি ডিটেইল আর চোখ ধাঁধানো। শেলফ, ল্যাডার, স্টেয়ারকেস প্রতিটাই পরিপূর্ণ। প্রতিটা তাক ভর্তি অসংখ্য ধরনের বই, স্ক্রল, ম্যানুস্ক্রিপ্ট আর আর্ট ইফেক্ট। চারপাশে সোনা চমকাচ্ছে, গথিক আর্টের চমকানি আর গ্লাসের ঝলকানি মাথা খারাপ করে দেয়ার মতো।

"এটা এটা একটা বিরাট লাইব্রেরি," ক্যাট ঠিকমতো কথা বলতে পারছে না।

"এবং মিউজিয়াম, স্টোর হাউজ আর গ্যালারি," ক্যাটের কথা ভিগর শেষ করে দিলেন।

ভিগর একটা কাঁচের টেবিলের উপরে খুলে রাখা চামড়া বাধানো বইয়ের দিকে এগিয়ে গেলেন।

"আমার ছুয়ে দেখতে ভয় লাগছে," ভিগর বিড় বিড় করে বললেন।

ক্যাট এগিয়ে তুলে ধরলো বইটা। ফ্লাশ লাইটের আলোয় দেখা যাচ্ছে বিরাট বইটাতে লেখা আর ওয়েল পেইন্টিঙে ভর্তি। পৃষ্ঠার পরে পৃষ্ঠা লিস্টের মতো করে লেখা।

"আমার মনে হয় এটা পুরো লাইব্রেরির সমস্ত কালেকশানের পান্ডুলিপি," ভিগর বললেন। "অনেকটা এখনকার দিনের লেজার বা ফাইলিং সিস্টেমের মতো। ভিগর ওটাকে সাবধানে কাঁচের কেসের উপরে রেখে দিলেন। যাতে করে হাতের স্পর্শ না লাগে। কারণ ওদের ধারণা এটা সাধারন কাঁচ না। আর এটাতে স্পর্শ করলে ইফেক্ট করতে পারে।

ক্যাট চারপাশে দেখছে, পুরো কমপ্লেক্সটাই এই ধরনের কাঁচ দিয়ে ঘেরা। এমনকি কার্নিশ আর দেয়ালগুলোতেও ছোট ছোট কাঁচের প্লেট বসিয়ে ডেকোরেশান করা হয়েছে। এর মানে কি?

ভিগর রেখে দিলেও ফ্লাশ লাইটের আলোয় এখনো বইটাই দেখছেন। "প্রাচীন ল্যাটিনে লেখা। এখানে একটা বইয়ের কথা বলা হয়েছে 'দ্য হলি স্টোন অব সেন্ট ট্রফিমাস।' "

ক্যাট তার দিকে ব্যাখ্যা চাওয়ার দৃষ্টিতে তাকালো।

"উনি ছিলেন একজন সেন্ট যিনি ক্রিশ্চিয়ানিটিকে এখানে মানে ফ্রান্সের এই এরিয়াতে নিয়ে এসেছিলেন। বলা হয়ে থাকে উনি একবার নেক্রপলিসে একটা সিক্রেট মিটিঙে জিশুর সাথে দেখা করেছিলেন। সেখানে ক্রাইস্ট একটা শবাধারের উপরে হাটু গেড়ে বসে প্রার্থনা করেছিলেন এবং সেটাতে উনার পায়ের ছাপ রয়ে গিয়েছিল। পরে এই শবাধারটাই হয়ে উঠে একটা মূল্যবান গুপ্তধন। ধারণা করা হতো এটা চিরকালের জন্যে হারিয়ে গেছে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে এটা এখানেই আছে। আরো এমন হারিয়ে যাওয়া কতোকিছু যে এখানে আছে তার কোন ইয়ত্তা নেই।"

তারপর আবারো বইটার উপরে আলো ফেলে দেখতে দেখতে বললেন, "এখানে আরো দেখা যাচ্ছে নিষিদ্ধ গসপেলগুলোর সম্পূর্ন একটা কালেকশান আছে। ডেডসি'র কাছে পওয়া কালেকশান বা মিশরের পাহাড়ে পওয়া কালেকশানের মতো ক্ষুদ্র বা আলাদা আলাদা কোন কালেকশান না। বরং সম্পূর্ন একটা কালেকশান। এই যে এখানে লিস্টে একটা নাম দেখতে পাচ্ছি 'দ্য ব্রাউন গসপেল অফ গোল্ডেন হিল' এটার নামও আমি আগে শুনি নি। আর এই লিস্টের বইটাতে লেখা আছে এই সমস্ত কালেকশনটা রাখা আছে একটা শ্যানডেলিয়নের ভেতরে।"

"সেটা আবার কি?"

"এটা হলো জিশুর সত্যিকারের শবাচ্ছাদন কাপড় বা আবরন। তুমি নিশ্চয় তুরিনের সেই বস্ত্রখন্ডটার কথা জানো। বলা হয়ে থাকে তুরিনের সেই বস্ত্রখন্ডে রাখার আগে জিশুর রক্তাক্ত দেহ এটাতে প্রথমে রাখা হয়েছিল। এটা দশ শতকে কনস্টান্টিপোলের এডেসা থেকে গায়েব হয়ে যায়। এর পরে আর এটাকে দেখা যায় নি। বলা হতো ওটা নাকি টেম্পলারদের ট্রেজারের সাথে আছে। এখন তো দেখা যাচ্ছে এটা এখানেই আছে। আর কথিত আছে জিশুর চেহারার সত্যিকারের ছাপ এই বস্ত্রখন্ডটাতেই পওয়া সম্ভব।"

ক্যাটের মনে হচ্ছে সময় যেন ওর উপরে চাপ ফেলছে।

সব এখন এক সূতোয় এসে মিলছে।

আর ভিগর ভাবছেন এই লিস্টের বইটার কয়েক পাতা উল্টাতেই যে কয়েকটা জিনিস নজরে এল এর হাজার পৃষ্ঠার কালেকশানে না জানি আরো কি আছে।

"আচ্ছা এখানে আর কি আছে?" ভিগরের মনের প্রশ্নটা ক্যাট জিজ্ঞেস করে বসলো।

"খোদাই জানে। তবে আগে আমাদেরকে উপরে যেতে হবে। এক ঘণ্টা প্রায় হয়ে যাচ্ছে।"

ক্যাটই এই উপরে যাবার প্রস্তাব করেছিল এখন ওরই যেতে ইচ্ছে করছে না। "আমরা অন্তত এই জায়গাটার একটা জেনারেল লে-অউট করে তারপর উপরে যেতে পারি।"

ভিগর মাথা দোলালেন। কিন্তু আসলে তারও জায়গাটা ছেড়ে নড়তে ইচ্ছে করছে না।

ওরা সামনে এগোতে মনে হলো এটাই এই আন্ডারগাউন্ড প্রাসাদের শেষ লেয়ার। একটা সিঁড়ি দিয়ে ওরা শেষ ধাপটাতে পৌছালো। এখানেও ব্লক করে করে চারপাশের দেয়াল নির্মাণ করা হয়েছে।

ক্যাট হাত দিয়ে দেখলো গ্রানাইট বা মার্বেল না। আবারো ম্যাগনেটাইট। এই কামরাটা আগেরটার তুলনায় আয়তনে ছোট কিন্তু,বেশ উঁচু। এটার ঠিক কেন্দ্র থেকে একটা গ্রানাইটের কলাম উপরের দিকে উঠে গেছে একদম ছাদ পর্যন্ত।

ক্যাট প্রথমেই তাকালো ফ্লোরের দিকে সেখানে গ্রানাইটের ব্লকের উপরে পুরু স্বচ্ছ গোল্ড গ্লাসের আবরন দেয়া। এমনকি চারপাশের দেয়ালেও আয়নার মতো করে পুরু গোল্ড গ্লাস লাগানো। ক্যাট গুনে দেখলো বারোটা। ঠিক এই আন্ডারগ্রাউন্ড প্রাসাদেও বারোটা লেভেল আছে।

ভিগর এসে যোগ দিলেন ক্যাটের সাথে। আগেরবার উনি এখানে আসেন নি। উনিও দেখছেন। দুজনেই দেখা শেষ করে তাকিয়ে আছে সিলভার লাইনিঙের দিকে। সম্ভবত খাঁটি প্লাটিনামের। ওটার ঠিক মাঝখান থেকে উপরের দিকে উঠে গেছে গ্রানাইটের পিলার। দেখেই বোঝা যাচ্ছে ওরা ওদের লম্বা জার্নি আর চমকপ্রদ

রহস্যের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছে। এটাই শেষ রহস্য যেটার সমাধান ওদেরকে করতে হবে।

"দেখে মনে হচ্ছে এটাই শেষ রহস্য যেটার সমাধান করতে হবে। কিন্তু আমরা তো এই স্টোর হাউজটাই ওপেন করে ফেলেছি তাহলে আবারো রহস্য কিসের?" ক্যাটের গলায় দ্বিধা।

"আলেকজান্ডারের গোল্ড কি টার কথা মনে আছে। আমরা কিন্তু ওটা দিয়ে খোলার মতো কিছু এখনো পাই নি।"

"তার মানে..."

"হ্যা, এই জয়গাটা শুধুই লাইব্রেরি বা মিউজিয়াম না।"

"কিন্তু তাহলে কি?"

"আমি জানি না," ভিগর বললেন। "তবে আমি এই ধাঁধার প্যাটার্নটা চিনতে পেরেছি।"

"কি?"

"এটাকে বলে 'ল্যাবেরিন্থ অব ডিডেলাস।'"

৫: ০২ এ.এম
ফ্রান্সের উপরে

গ্রে দূর্গের ভেতরে থাকা অন্যদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চেয়েছিল। কিন্তু হেলিকপ্টার অপেক্ষা করে নি। ওটা সোজা ওদেরকে নিয়ে জেনেভা এয়ারপোর্টে উড়ে আসে। সেখানে কার্ডিনালের আদেশে আগে থেকেই একটা প্লেন চার্টার করা ছিল। ওরা পৌছাতেই ওটা সোজা এভিগননের উদ্দেশ্যে রওনা করে।

এখন প্লেনের ভেতরে গ্রে সিদ্ধান্ত নিল ওকে কিছু প্রশ্নের উত্তর জানতে হবে।

ও কার্ডিনালের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলো, "ভ্যাটিকানের কেন একজন গিল্ড অপারেটিভকে হায়ার করার দরকার পড়লো?"

আলোচনার উদ্দেশ্যে ওরা পাঁচজনই গোল হয়ে বসেছে।

কার্ডিনাল গ্রে'র প্রশ্নের জবাবে মাথা নাড়লেন, "আসলে আমরা গিল্ডকে সরাসরি হায়ার করিডোন। আমাদের হয়ে ছোট্ট একটা গ্রুপ করেছে। আমরা জানতে পেরেছিলাম যে ড্রাগন কোর্ট ইদানিং হঠাৎ করে অ্যাকটিভ হয়ে উঠেছে। তাই ওদের ব্যাপারটা ডিটেইল জানার জন্যে আমাদের এই চেষ্টা।"

"মানে আপনারা মার্সেনারি ভাড়া করেছেন?"

"অনেকটা তাই বলা যেতে পারে। কারণ আমাদের মানে ভ্যাটিকানের নীতিই হলো ক্রিশ্চিয়ানিটিকে বাঁচাতে আমরা সব করবো। আর আগুন নিয়ে খেলতে হলে তো আগুনে লোকই দরকার। আর এই ব্যাপারে গিল্ডের উপর ভরসা রাখা যায় কারণ ওরা ওদের কাজে দক্ষ, ওরা চুক্তিকে অনার করে।"

"তাহলে ওরা কোলনের ম্যাসাকারটাকে ঠেকালো না কেন?"

এবার জবাব দির শিচান। "আমরা কায়রো টেক্সটের ব্যাপারটা ধরতেই দেরি করে ফেলি যে কারণে ওরা আগেই ওদের অপারেশান শেষ করে ফেলে।"

কার্ডিনাল স্পেরা ওই ঘটনা মনে করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। "অনেক বেশি রক্ত ঝরে গেছে। ওই ঘটনার পর আমরা মিডিয়া বাদ দিয়ে নিজেরা সরাসরি গিল্ডের সাথে কন্টাক্ট করি। তারপরে ওরাও ওদের সার্ভিস অফার করে আর ইতিমধ্যে আপনি একবার শিচানের মুখোমুখি হয়ে গেছেন। তাই ওকেই এর দায়িত্ব দেয়া হয়। আর এর মধ্যেই আপনারাও এসে পড়েন।"

শিচান বললো, "আমার দায়িত্ব ছিল কোর্ট কি জানে ও কতোটা জানে তা জানা এবং ওদের অপারেশান কতোটা এগোচ্ছে তার খবর নেয়া। আর সম্ভব হলে তোমাদেরকে সাহায্য করা।"

"হ্যা, এই কারণেই তোমাদের চোখের সামনে মিলানে প্রিস্টদেরকে টর্চার করা হলেও তোমরা কিছুই বলো নি," র‍্যাচেল বললো। এর মধ্যেই ওদের সম্পর্ক তুমিতে নেমে এসেছে।

শিচান কাঁধ ঝাঁকালো, "আসলে আমার কিছুই করার ছিল না কারণ আমি ওখানে দেরিতে পৌছাই। আর সত্যি কথা বলতে রাউল একবার খারাপ কিছু করা শুরু করলে ওকে থামানোর সাধ্য কারো নেই।"

"কিছু করার নেই দেখেই পরে তুমি আমাদেরকে ওখান থেকে বের হতে হেল্প করো," গ্রে বললো।

"আমি আমার দায়িত্ব পালন করেছি। কারণ আমার কাজই ছিল তোমাদেরকে হেল্প করে কোর্ট কে চ্যালেঞ্জের মধ্যে ফেলা।"

গ্রে মেয়েটাকে স্টাডি করছে। একে পুরোপুরি বোঝে কার সাধ্য। কারণ এর মধ্যেই ডাবল ট্রিপল ক্রশ করার পরেও একে বন্ধু বলে মেনে নিতে হচ্ছে। তবে এর আসল উদ্দেশ্য আরো গভীর আর সেটা অবশ্যই শুধু গিল্ডের জন্যে।

তবে ওকে বিশ্বাস করতে হবে এবং সেটার পেছনে যথেষ্ট কারণও আছে।

গ্রে'র মনে হচ্ছে আলটিমেটলি এই মেয়েটার কাছে ওর দেনা আছে, কারণ মেয়েটা ওকে প্রাণে বাঁচিয়েছে।

তারপর ওরা ওদের যাবতীয় কর্মকান্ড খুলে বললো। ভ্যাটিকানে শিচানের। জেনেভাতে কার্ডিনালের মঙ্ককে উদ্ধার করা।

আর সবশেষে শিচানের জিপিএস মেজেস পেয়ে ওদেরকে দূর্গ থেকে নিয়ে আসা। আর ওরা এখন এই প্লেনে করে এভিগননে যাচ্ছে।

"আচ্ছা আমার একটা প্রশ্ন আছে," গ্রে বললো কার্ডিনালকে উদ্দেশ্য করে।

"বলুন।"

"এই ব্যাপারটাতে আপনার বা আপনাদের উদ্দেশ্য বা দায়িত্ব কি?"

কার্ডিনাল তার হাত দেখালেন। তাতে পাপাল সিলের দুটো রিং। "এই রিং দুটোর একটা আমার কার্ডিনাল হিসেবে দায়িত্ব পালনের। আর অন্যটা সেক্রেটারি অফ স্টেট হিসেবে। তো বুঝতেই পারছেন।"

র‍্যাচেল তার হাতটা টেনে নিল। রিং দুটো ভালোভাবে দেখছে।

"কিন্তু আপনার এই রিং দুটো তো মিলছে না। এগুলো তো একরকম না। বরং এগুলো অনেকটা মিরর ইমেজের মতো।"

"বরং এদেরকে মনে হচ্ছে জমজ," র‍্যাচেল ওর কথা শেষ করলো।

গ্রে'ও গলা বাড়িয়ে রিং দুটো দেখছে। র‍্যাচেল হঠাৎ করে একটা দারুণ ব্যাপার আবিষ্কার করে ফেলেছে। গ্রে রহস্যটা ধরে ফেললো। "আর জমজ বলতে বোঝায় টমাস," ও মৃদু স্বরে বলে উঠলো। একটু আগে কার্ডিনাল বলেছিলেন যে চার্চের ভেতরে একটা গ্রুপ গিল্ডকে ভাড়া করেছে এখন ও বুঝতে পারছে কোন গ্রুপ। "আপনি ক্যাথলিক চার্চের ভেতরেই টমাস চার্চের অন্তর্ভূক্ত। আর তাই আপনি গোপনে কোর্টকে ঠেকানোর জন্যে গিল্ডকে ভাড়া করেছিলেন।"

কার্ডিনাল হাসলেন। "হ্যা কমান্ডার আপনি ঠিকই ধরেছেন। আমাদের এই চার্চ কে ক্যাথলিক চার্চ মেনে নিয়েছে আর ওদের স্বীকৃতি আর সমর্থনও আছে আমাদের সাথে। আমরা চার্চের যাবতীয় সায়েন্টিফিক দিকটা কন্ট্রোল করি এবং পরিচালনাও। কনসেপ্ট আর আইডিয়া নিয়েই আমাদের কাজ।"

"আর সেই অ্যালকেমিস্টদের কাল্ট। যাদের রহস্য আমরা সমাধান করছি?"

"ওরা অনেক আগেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। সেই ফ্রেঞ্চ পাপসির সময়েই। আরো অনেকেই যেমন নাইটস টেম্পলাররা বা আরো যারা ছিল ওদের মতোই। আর নস্টিক বিলিভের সত্যিকারের চার্চের রহস্য আজো আমাদের কাছে রহস্যই রয়ে গেছে।"

"মানে এই ব্যাপারে আমরা যা জানি আপনারাও তার চেয়ে বেশি জানেন না," মঙ্ক বললো।

"ঠিক বলেছেন। আমরা শুধু জানি ওদের চার্চের অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু এখন আর নেই।"

"আর কোর্টের ব্যাপারটা?"

"ড্রাগন কোর্ট অ্যালকেমির কাল্ট হলেও। ওরা কখনোই সায়েন্টিফিক ছিল না। বরং ওরা সবসময়ই ছিল ক্ষমতা অর্জনের জন্যে বিজ্ঞানকে ব্যবহার করার কাজে। আর এরা সবসময়ই অন্যের চুরি করা বিদ্যা নিজেরা ব্যবহার করতো। ওরা এখন একটা ভয়ঙ্কর খেলায় মেতেছে।'

"যেটার শেষ আমি দেখে ছাড়বো," কথাটা বলেছে গ্রে। ওর গলায় এই প্রথম হিংস্রতার সুর কারো কান এড়ায় নি। সবাই ওকে দেখছে।

আর গ্রে চুপচাপ ভাবছে। ও আসলে ক্লান্ত বোধ করছে। বার বার কোর্টের কাছে ধাক্কা খেতে খেতে ও ক্লান্ত হয়ে গেছে। এভিগননে ও এর শেষ দেখে ছাড়বে। আর রাউলের সাথে ওর ব্যাপারটা এখন ব্যক্তিগত পর্যায়ে চলে গেছে। ও লোকটার বহু অত্যাচার সহ্য করেছে, আর না। ও শুধু ভাবছে র‍্যাচেলের কথা। বুঝতে পারছে মেয়েটার কতোটা খারাপ লাগছে। ও একটা হাত তুলে র‍্যাচেলের কাঁধে রাখলো। র‍্যাচেল ওর দিকে ফিরে তাকাতে মৃদু হাসলো গ্রে।

এমন সময় কো পাইলট এসে ওকে ডেকে নিল।

ফিরে এসে গ্রে সবাইকে জানালো সামেন একটা ঝড় হচ্ছে প্লেনে বাম্পিং হতে পারে। সবাই যেন সাবধানে থাকে। যে যার যার সিটে গিয়ে বসলো।

আর গ্রে নিজের সিটে বসে ভাবলো, *ওরা আসলেই একটা ঝড়ের ভেতরে ঢুকতে যাচ্ছে।*

৫:১২ এ.এম
এভিগনন, ফ্রান্স

ভিগর অত্যন্ত মনোযোগের সাথে পুরো গোলকধাঁধাটা পর্যবেক্ষন করছেন।

"আমি যতো দেখছি ততোই মুগ্ধ হচ্ছি। এই ধাঁধাটার কোন তুলনা নেই। দেখ কোন খাপছাড়া ভাব নেই, কোন আলগা অসংগতি নেই। পুরোটাই একটা নিখুঁত আর নিরেট পাজল। এই রকম পাজল তুমি দেখতে পাবে প্যারিসের বাইরে চার্টিস ক্যাথেড্রালে।"

"কিন্তু এটা এখানে কেন?" ক্যাট জানতে চাইলো। আর আপনিই বা এটাকে কেন ল্যাবরিন্থ অব ডিডেলাস বলছেন?"

"চার্টিস ল্যাবরিন্থ বহু নামে পরিচিত। এর মধ্যে একটা হলো ডিডেলাস। অথবা 'দ্য ডিডেলাস'। এই নামকরনটা হয়েছে একজন মিথলজিক্যাল আর্কিট্যাক্টের নামে যিনি ক্রিটের কিং মিনোসের জন্যে ধাঁধার ডিজাইন করেছিলেন। ল্যাবরিন্থ ছিল মিনোটর নামের একটা ষাঁড়ের মতো জীবের আবাসস্থল যাকে থিসিয়াস পরাজিত করেছিলেন।"

"কিন্তু চার্টিস ক্যাথেড্রালে এই ধরনের ধাঁধা কেন?"

"এটা শুধুই চার্টিস ক্যাথেড্রালে না। সব ধরনের ক্যাথেড্রালে এই ধরনের পাজল ছিল। কিন্তু পরবর্তীত চার্চ এগুলোকে প্যাগানদের প্র্যাকটিস বলে নষ্ট করে ফেলে। শুধু চার্টিসেরগুলো টিকে থাকে।"

"কেন চার্টিসেরগুলোকে ওরা বাদ দেয় কেন?"

"কারণ এই চার্চটা অনেক পুরনো আর স্পেশাল। ভিন্ন ধরনের একটা চার্চ। এর ভিত গড়ে উঠেছে একটা প্যাগান তীর্থস্থানের উপরে। আর তাই বিশেষ কোন ব্যক্তিকে এতে কবরস্থ করাও হয়না।"

"কিন্তু এতে তো আমরা ধাঁধাটা কেন এখানে আনা হলো তার সমাধান পাই না।"

"এর বেশ কয়েক ধরনের ব্যাখ্যা আছে। এর মধ্যে গ্রহনযোগ্য বা আমাদের সাথে সংযুক্ত ব্যাখ্যা হতে পারে যে এই ধাধাগুলো প্রাচীন অ্যালকেমির সাথে সংযুক্ত। আরো কিছু পাজল আছে যার মধ্যে বিখ্যাত দুটো হলো 'রোড টু জেরুজালেম' 'রোড টু প্যারাডাইজ'।"

"এর মানে কি আমাদের এখানে দেখানো হচ্ছে কিভাবে আমরা আমাদের অ্যালকেমির জার্নি শেষপর্যায়ে নিয়ে আসছি?"

"ঠিক।"

"কিন্তু আমরা আমাদের এই জার্নির শেষটা বের করবো কিভাবে?"

ভিগর তার মাথা দোলালেন। তার একটা আইডিয়া মাথায় এসেছে। কিন্তু সেটা ক্যাটের সাথে আলোচনা করার আগে বা কিছু করার আগে তাকে আরো ভাবতে হবে।

"আমার মনে হয় এখন আমাদের উপরে যাওয়া উচিত। কারণ কমান্ডার বা আর কেউ কন্টাক্ট করতে পারে।"

ভিগর পাজলটা দেখছেন। লাইট ফেলতেই মেঝের প্লাটিনাম আর দেয়ালের মিররে ঝলকানি উঠলো। উত্তরটা এখানেই আছে। দেরি হবার আগেই তাকে এটা খুঁজে বের করতে হবে।

৫: ২৮ এ.এম
ফ্রান্সের উপরে

ব্যাপার কি? এরা উত্তর দিচ্ছে না কেন?

গ্রে কানে হেডফোন লাগিয়ে বসে আছে। ও ক্যাটের ফোনে চেষ্টা করে যাচ্ছে। খারাপ ওয়েদারের কারণে পৌছাতে কষ্ট হচ্ছিলো। অনেকবার চেষ্টা করে পৌছেলেও এখন ক্যাট ধরছে না।

ও কেবিনটার এক কোণায় বসে আছে। যাতে করে ফোনে ভালোভাবে কথা বলা যায়। বাকি সবাই যার যার মতো থাকলেও র‍্যাচেল বার বার এদিকে তাকাচ্ছে। কারণ ও গ্রে'কে বলেছে লাইনে পেলে যেন ও র‍্যাচেলকে আঙ্কেলের সাথে কথা বলিয়ে দেয়। গ্রে'ও তাই করতে চাচ্ছে। কারণ লসেনির ঘটনার পর থেকে মেয়েটা কেমন যেন মন মরা হয়ে আছে। আঙ্কেলের সাথে কথা বললে হয়তো ওর ভালো লাগবে।

আর ওকে মঙ্কের সাথেও কথা বলতে হবে। কারণ ওর সাথেও অনেক কিছু শেয়ার করার আছে। তবে ও জানে মঙ্ককে নিয়ে কোন সমস্যা হবে না। কারণ ওরা যোদ্ধা, আর এই জিনিসটা ওদের রক্তে মিশে আছে।

কিন্তু র‍্যাচেলের ব্যাপারটা ভিন্ন ওর সাথে গ্রে'কে সব কিছু খুলে বলতে হবে আর মেয়েটাকে নিয়ে কেন যেন গ্রে নিজেই এক ধরনের দায়িত্ববোধ অনুভব করছে নিজের ভেতরে।

হঠাৎ ওপাশে কেউ একজন রিসিভ করলো। "ব্রায়ান্ট বলছি।"

থ্যাঙ্ক গড। গ্রে মনে মনে আগে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানালো। "ক্যাট আমি গ্রে।"

কেবিনের সবাই এবার ওর দিকে ঘুরে তাকালো।

"আমরা র‍্যাচেল আর মঙ্ককে উদ্ধার করেছি," গ্রে বলছে। তোমাদের কি অবস্থা?"

গ্রে এপাশ থেকেও ক্যাটের লম্বা স্বস্তির নিঃশ্বাসটা শুনতে পেল।

"আমরা ভালো আছি। আর আমরা এখানে সিক্রেট এন্ট্রি টানেলটাও খুঁজে পেয়েছি।" তারপর ডিটেইল বলে গেল কিভাবে ওরা আলোচনা করে প্রথমে আইডিয়া ডেভলপ করেছে তারপরে ধাঁধার সমাধান করে ওটা খুঁজে পেয়েছে এবং ভেতরে কি দেখেছে।

গ্রে শুনে মোটামুটি বুঝতে পারছে। তবেব আবহাওয়ার কারণে এখানে সেখানে দুয়েকটা কথা মিস করছে। সে দেখলো র‍্যাচেল ওর দিকে তাকিয়ে আছে। ও মাথা নেড়ে বোঝালো ওর আঙ্কেল ভালো আছেন। ওর ইশারা দেখে র‍্যাচেল স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে চোখ বন্ধ করে সিটে হেলান দিল।

ক্যাটের কথা শেষ হবার পরে গ্রে মোটামুটি জানালো লসেনিতে কি হয়েছে। আর এও জানালো যে কোর্টও ওদের রাস্তায় আছে এভিগননের পথে। ওদেরকে সাবধান থাকতে বললো। ওরা আর কিছু সময়ের ভেতরেই পৌছে যাবে।

গ্রে মোটামুটি একটা আভাসও দিল কোর্ট কখন ওখানে পৌছাতে পারে। এই হিসাবটা ও করেছে শিচানের কাছে রাউলের ট্রান্সপোর্টের বর্ণনা শুনে আর তা থেকে ওদের স্পিড আর দূরত্বের সময় বের করে।

"শোন ক্যাট, সব টিম মেম্বাররা আবারো নিরাপদ কাজেই আমি হেড-অফিসের সাথে কথা বলবো এখন। এভিগননে একটা ফোর্স পাঠানোর ব্যবস্থা করতে বলবো যদি সম্ভব হয়। আমরাও পৌছে যাচ্ছি, কাজেই এতোক্ষণ তোমরা সাবধানে থাকো। আর মোটামুটি তো জানো কোর্ট কখন পৌছাতে পারে কাজেই বি কেয়ারফুল।"

"ওকে কমান্ডার। আমরা তোমার জন্যে অপেক্ষা করবো।"

গ্রে ক্যাটের সাথে কথা শেষ করে হেড অফিসে ফোন করলো। ফোন ধরলো লোগান।

"ইটস লোগন গ্রেগরি হেয়ার।"

"লোগান ইটস্ গ্রে। আমাকে এক্ষুনি পেইন্টারের সাথে কথা বলতে হবে।"

"গ্রে কি খবর তোমাদের?" সরি এখানে এখন মাঝরাত। আর পেইন্টার তো বেরিয়ে গেছেন প্রায় ঘণ্টা পাঁচেক আগে। কোথায় গেছেন কাউকে জানিয়েও যান নি। হতে পার উনি ডারপা'তে গেছেন ম্যাকনাইটের সাথে কথা বলতে। তোমার যা বলার আমাকে বলতে পারো।"

হঠাৎ গ্রে একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো। কারণ ওর কথা বলতে হবে পেইন্টারের সাথে। পেইন্টার এইরকম একটা জরুরি সময়ে কোথায় গেলেন। আর লোগানের সাথে ডিটেইল বলতে ওর বাধছে। কারণ কার মনে কি আছে কে জানে। ওরা এর মধ্যেই জেনেছে যে সিগমাতে একটা লিক থাকতে পারে। কাজেই এত দূরে এসে এত কষ্ট করে ও আবারো সবাইকে এবং মিশনটাকে বিপদে ফেলতে পারে না। কাজেই...ও লাইনটা কেটে দিয়ে ফোনটা রেখে দিল।

৫:৩৫ এ.এম

আশি মাইল দূরে রাউল প্লেনের রেডিওতে ওর কন্টাক্টের রিপোর্ট শুনছে। ওর শরীরে আবারো একটা শিহরন খেলা করছে শুনতে শুনতে।

"আর ওরা এখনো পোপের প্রাসাদেই আছে?"

"জি, স্যার," ওর স্পাই বললো।

"ওরা ভেতরে ঠিক কোথায় আছে তুমি জানো?"

"জি, স্যার।"

রাউল দারুণ একটা চাল চেলেছে। ও পৌছানোর আগেই ওর স্থানীয় কন্টাক্টকে ক্যাট আর ভিগরের চেহার বর্ণনা দিয়ে খুঁজে বের করতে বলেছে। তারপর ওরা তাদেরকে খুঁজে পাবার পরে পেছনে লেগে থাকতে নির্দেশ দিয়েছে। এখন সেই স্পাই রিপোর্ট করছে।

রাউল ঘড়ি দেখলো। ওরা আর চল্লিশ মিনিটের ভেতরে ল্যান্ড করতে যাচ্ছে।

"ওরা আমাদের আওতার ভেতরেই আছে আমরা ওদেরকে যেকোন সময়েই ধরতে পারি," ওর স্পাই বললো।

রাউল একটু ভেবে জবাব দিল, "তাই কর।"

৫:৩৯ এ.এম
এভিগনন, ফ্রান্স

ক্যাটের জীবনটা অল্পের জন্যে বেঁচে গেল।

ও সামান্য একটু উবু হয়ে একটা কয়েন দিয়ে টর্চের পেছনের ব্যাটারিটা খোলার চেষ্টা করছিল, কয়েনটা মাটিতে পড়ে গেল। ও ওটা তোলার জন্যে ঝুঁকতেই গুলিটা মাথার উপর দিয়ে বিইইই করে গিয়ে ওর পাশের পাথুরে দেয়ালে লাগলো। ও সোজা না হয়ে মাটিতে একটা গড়ান দিয়ে হাটুর উপরে খাড়া হল। হাতে বেরিয়ে এসেছে গ্লক পিস্তলটা। ওটা দিয়ে অন্ধকার করিডোরের যেখান থেকে গুলিটা এসেছে সেদিকে সব কয়টা এঙ্গেল কভার করে চারটা গুলি করলো।

গুঙিয়ে ওঠার শব্দটা ওর কানে মধু বর্ষণ করলো। আরেকটা গড়ান দিয়ে পিলারের পেছনে চলে এল। ভিগর এখানেই আড়াল নিয়েছেন। ভিগরের হাতেও একটা পিস্তল বেরিয়ে এসেছে।

"যে কোন কিছু নড়তে দেখলেই গুলি করবেন," ক্যাট ভিগরকে বললো।

"তুমি কি করবে?"

"হান্টিং।"

"মানে?"

ক্যাট ওর প্যাক থেকে নাইট ভিশনগগলস বের করে পরছে। ওটা পরতে পরতেই বললো, "একজন গুলি খেয়েছে কিন্তু আরো আছে। আমার ওদেরকে শেষ

করতে হবে। আপনি এখান থেকে নড়বেন না। আর বেশি বিপদ দেখলে নিচে নেমে যাবেন।"

ক্যাট হামাগুড়ি দিয়ে আরেকটা পিলারের আড়ালে চলে এল। ওর চোখের সামনে পৃথিবীটা সবজে ধূসর রঙের হয়ে গেছে। হলওয়েতে একজনকেই দেখলো, ওর গুলি খেয়ে পড়ে যাওয়া লোকটা। কেউ নেই দেখে চেক করতে এল।

লাকি শট।

ওর গুলি লোকটার গলা দিয়ে বেরিয়ে গেছে। পরনে কম্যবাট ড্রেস।

মার্সেনারি?

লোকটাকে চেক করার প্রয়োজন বোধ করলো না। ওর পড়ে থাকা পিস্তলটা তুলে নিজের হোলস্টারে রেখে দিল। চারপাশটা আরেকবার দেখে নিয়ে ও প্যাকের সাইড পকেট থেকে একটা প্লাস্টিকের প্যাকেট বের করে ওটার সিলটা দু আঙুলে ভেঙে হাতে ধরে রাখলো। তারপর সোজা হয়ে হলওয়েতে বেরিয়ে এল। ও একটা জুয়া খেলতে যাচ্ছে। কাউকে দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু ও জানে ওরা আছে এবং আশেপাশেই আছে। সামনে এগিয়ে যেতে যেতে ও হাতের প্যাকেটটা নিচু করে ভেতরের জিনিস পেছনের করিডোরে ঢেলে দিতে লাগলো। ছোট ছোট রাবারের বল গড়িয়ে চলে যাচ্ছে। এগুলোর উপরটা কালো রঙের এবং এগুলো নাইটভিশন গ্লাসেও দেখা যায় না।

লোকটা পেছন থেকেই আসছিল। তার প্ল্যানটা ছিল ক্যাটকে পেছন থেকে গেঁথে ফেলবে। কিন্তু প্রথম বলটাতে পা লাগতেই কচ করে একটা শব্দ হলো। ক্যাট এই শব্দটাই আশা করছিল। মুহূর্তের ভেতরে ও ঘুরে গেল এবং যেতে যেতে ওর শরীরটা ভাঁজ হয়ে গেল। আর ও মাটিতে ল্যান্ডর করলো হাটুর উপরে। হাতে বেরিয়ে এসেছে থ্রোয়িঙ নাইফ। ও ল্যান্ড করার সাথে সাথে সেটা ওর হাত থেকে ছুটে গেল।

বিস্ময়ের শব্দটা এসেছিল লোকটার ভোকাল কর্ড থেকে, আর ক্যাটের টার্গেটও ছিল ওটাই।

ওর থ্রোয়িং নাইফটা লোকটার ভোকাল কর্ডটাকে দু টুকরো করে দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল।

ঘটনাটা ঘটতে সময় লেগেছে সেকেন্ডেরও কম। লোকটা বিস্ময়ের সাথেই মারা গেল। সে পড়ে যেতেই ক্যাট একটা গরান দিয়ে সরে এল একটা পিলারের আড়ালে।

অপেক্ষা করছে সম্ভাব্য আততায়ীর জন্যে। পরো দুই মিনিট ও চুপচাপ বসে রইলো তৃতীয় বা চতুর্থ কারো জন্যে কিন্তু চারপাশ একদম শান্ত। ক্যাট আরো কিছুক্ষন বসে থেকে বুঝলো আপাতত মনে হয় আর কেউ নেই তবু সাবধানে বেরিয়ে এসে চারপাশটা খুঁজে দেখলো। নেই। তারপর চিৎকার করে ভিগরকে অল ক্লিয়ার জানালো।

ফিরে এসে প্রথম আততায়ীকে চেক করেই জিনিসটা পেল। সেল ফোন।

ওদেরকে যেই মারার আদেশ দিয়ে থাকুক সে এই সেল ফোনেই নির্দেশ দিয়েছে। তার মানে শত্রুরা ওদের একদম সঠিক পজিশন জানতো।

"ড্রাগন কোর্ট জানে আমরা কোথায় আছি," ও ভিগরের কাছে ফিরে এসেছে। "কমান্ডারকে জানাতে হবে।" ও সেল ফোন বের করলো। নো সিগনাল। জানালার কাছে এসেও কাজ হলো না।

বাইরে পরপর দুবার প্রচন্ড বজ্রপাত হলো সেই সাথে ঝড় আবারো তীব্র বেগে ঝাপিয়ে পড়লো প্রাচীন দূর্গটার গায়ে।

ঝড়ের কারণেই সিগনালের এই সমস্যা হচ্ছে।

ও ফোনটা পকেটে রেখে দিল।

"পরে আবার ট্রাই করতে হবে," ভিগর এগিয়ে এসেছেন। "কিন্তু যদি ড্রাগন কোর্ট জানে আমরা কোথায় আমাদের এখান থেকে সরে পরতে হবে।"

"আপনি কি করতে চান?"

"শোন কোর্ট বা আর কেউ এখানে এসে পৌছাতে কম করে হলেও বিশ মিনিট লাগবে। কাজেই এই সময়টা আমরা নিচে গিয়ে ধাঁধাটার সমাধান করবো। আর ওখানে আমরা অন্তত এখানকার চেয়ে নিরাপদ থাকবো।

ক্যাট বুঝতে পারছে এই মুহূর্তে আসলে এটাই করনীয়।

"ঠিক আছে চলুন।"

৬: ০২ এ.এম

প্লেনের চাকা টারমাক স্পর্শ করতেই চঞ্চল হয়ে উঠলো গ্রে'র মন। প্লেন থামতেই ও দৌড়ে নেমে এল। মনে মনে ধন্যবাদ দিল কার্ডিনাল স্পেরাকে। কারণ কাস্টমস আর অন্যান্য ঝামেলা উনি ক্লিয়ার করেই রেখেছেন। আর একটা বিএমডব্লিউ অপেক্ষা করছে ওদেরকে পোপের প্যালেসে নিয়ে যেতে।

কার্ডিনাল ভেতরে চলে গেলেন। সবাই গাড়িতে উঠেছে। গ্রে বাইরে দাঁড়িয়ে ওর মোবাইলে ক্যাটকে ট্রাই করতে লাগলো। প্রথমে ঢুকলো না। তারপর ঢুকলো কিন্তু কোন কাজ হচ্ছে না।

কেউ ধরছে না। *ব্যাপার কি? ধরছে না কেন?* এখন একটাই উপায় পোপের প্রাসাদে যেতে হবে। গ্রে তাকিয়ে দেখলো এখান থেকে পোপের প্রাসাদের মাথা দেখা যায়।

কার্ডিনাল এসে জানালেন উনি সব ব্যবস্থা করে এসেছেন। ওরা পৌছানোর পরেই প্রাসাদে ফোর্স গিয়ে সেটাকে সিল করে দেবে। কার্ডিনাল রয়ে গেলেন বাকি কিছু কাজ সারতে, আর ওরা রওনা দিল।

গ্রে গাড়িতে উঠে বসলো। র‍্যাচেল যথারীতি ড্রাইভারের সিট নিল। কেউ আপত্তি করে নি এমনকি মঙ্ক ও না।

গ্রে শিচানের দিকে তাকালো। ও চেয়েছিল শিচানকে এয়ারপোর্টে রেখে

"তুমি! তুমিও ড্রাগন কোর্টের লোক!"

"না, সত্যিকার অর্থে বলতে গেলে আমি ওদের নেতা," বলে হাসতে হাসতেই লোকটা পিস্তল তুলে কার্ডিনালের কপালে ঠেকালো।

কার্ডিনাল দেখলেন পিস্তলটা তার কপাল থেকে কয়েক ইঞ্চি দূরে।

তারপর সেটাতে ফ্লাশ মাজল দেখতে পেলেন আর তার মনে হলো শক্ত পায়ে কেউ যেন তার কপালে লাথি মেরেছে।

তারপর সব অন্ধকার।

৬:১৮ এ.এম

র‍্যাচেল অন্য চারজনের সাথে এরকট্রিক গ্লাস ফ্লোরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

ক্যাট উপরে রয়ে গেছে ওর কাছে একটা রেডিও আছে কেউ এলে সাথে সাথে ও খবর দেবে।

ওরা নিচের এই আন্ডারগ্রাউন্ড প্রাসাদের শেষ লেভেলে এসে দাঁড়িয়েছে। আসার পথে আঙ্কেল সবাইকে এর বিরাট কালেকশান দেখিয়েছেন। যথারীতি সবার মুগ্ধ বিস্ময় বাধ মানছে না।

র‍্যাচেল বড় হবার পর থেকেই এই ধরনের জিনিস নিয়েই কাজ করেছে। ইন্টারপোলের হয়ে চাকরি নেবার পর থেকে এই রকম হাজারো জিনিস চোরদের কবল থেকে উদ্ধার করেছে। ওর ধারণা মতে এইখানে যা আছে তা যেকোন সমৃদ্ধ মিউজিয়ামের চেয়ে রিচ কালেকশান। আর এগুলোকে লিস্টেড করে ক্যাটালগ করতে ইউনিভার্সিটির একদল স্কলারের এক দশক লেগে যাবে।

এখানে এসে র‍্যাচেলের নিজেকে শিশু বলে মনে হচ্ছে।

"এটা একটা ডিডেলাস মেইজ," ভিগর বললেন।

"আমাদের এখন কি করা উচিত?" গ্রে জানতে চাইলো।

ভিগর কেন্দ্রের সার্কেলটাকে ঘিরে হাটলেন। উনি সযত্নে গ্লাসের ব্লকগুলো এড়িয়ে পাজলটার বাইরে দিয়ে চলছেন এবং বাকিদেরকেও ওগুলোতে পা দিতে মানা করেছেন।

"এটাই মূল রহস্য, ঠিক কেন্দ্র থেকে যে পিলারটা উপরে উঠে গেছে। আর এই এম-স্টেট গ্লাসগুলো," বলে উনি চারপাশের দেয়ালে লাগানো বারোটা গ্লাসকে দেখালেন। "এগুলোর বারোটা শিট অনেকটা ঘড়ির বারোটা ভাগকে মিন করে। আমাদের আগের আওয়ার গ্লাসের টাইমপিসের মতো।"

"ঠিক আছে কিন্তু আপনি তো বলেছিলেন আলোর কথা," গ্রে বললো।

"হ্যা, এই পুরো ব্যাপারটাই আলো বিষয়ে। বাইবেলের আলো মানে জ্ঞানের আলো থেকে শুরু করে প্রাকৃতিক আলো। যেটা দিয়ে এই পৃথিবী আর সকল প্রাণী কূলের জীবন নির্মিত। কিন্তু আমাদেরকে কাজ করতে এমন একটা আলো নিয়ে যাতে আলো আর শক্তি দুটোই আছে।"

"মানে কি আপনি লেজারের কথা বলছেন?" শিচান বললো।

ভিগর মাথা দুলিয়ে পকেট থেকে একটা জিনিস বের করে হাতে নিলেন।

"এটা একটা লেজার কন্ডাক্টিং ডিভাইস। আপনাদেরই একটা অস্ত্র থেকে খুলে নেয়া। আপনারা হয়তো জানেন যে লেজার শুধু আধুনিক বিজ্ঞানেরই আবিষ্কার না। যারা এই পাজলটা বানিয়েছে আমার ধারণা তারা এখানে পাওয়ার কন্ডাক্টিং গ্লাস আর বিভিন্ন ধরনের স্বচ্ছ পাথর দিয়ে এক ধরনের লেজার তৈরি করে রেখেছেন। আর এটাকে ব্যবহার করেই আমাদেরকে এই রহস্যের ফাইনাল লেভেলে পৌছাতে হবে।"

"আপনি এ ব্যাপারে শিওর হচ্ছেন কিভাবে?" গ্রে জানতে চাইলো।

"ক্যাট আর আমি হিসেব করে দেখেছি যে উপরের বারোটা গ্লাস উইন্ডো একে অপরের দিকে আলো রিফ্লেক্ট করতে পারে। তার মানে এখানে যদি একটা বিশেষ এঙ্গেল থেকে আলো ছুড়ে দেয়া হয়ে তবে সেটা ছুড়ে দেয়ার পরের কাজ এরা নিজেরাই করতে পারবে।"

"মানে কি অনেকটা চেইন রিঅ্যাকশানের মতো?"

"অনেকটা তাই। আসলে একটা শক্তিশালি লাইট যদি এখানে ছুড়ে দেয়া যায় তখন দেখা যাবে এটা নিজে থেকেই নিজের কাজ করে নিজেই এর পুরো সার্কিট কমপ্লিট করে ফেলতে পারবে যেমনটা আমরা আগে করেছি সম্রাটের সমাধিতে। সেই দূর্বল ব্যাটারিগুলো দিয়ে। এখানেও সেই একই কাজ করতে হবে। এখানে স্রেফ শুরুটা করে দিতে হবে।"

"ঠিক আছে তাহলে আমরা এই চেইন রিঅ্যাকশানটা শুরু করবো কিভাবে? লেজারের আলো গ্লাসের দিকে ধরবো নাকি?" গ্রে জানতে চাইলো।

ভিগর আবারো কেন্দ্রের পিলারটা জরিপ করতে লাগলেন। "আমার মনে হয় যেহেতু এটা কে একটা টাইম পিসের মতো করে সাজানো হয়েছে তো এখানে যেকোন একটা সেন্ট্রাল মার্কার থাকবে। যেমন ধরুন ঘড়িতে বারোকে আমরা যেমন কেন্দ্র ধরি। এখানেও সেরকম একটা কিছু থাকবে যেটাকে কেন্দ্র করে কাজ শুরু করতে হবে।"

"তো সেটা কোনটা হতে পারে?" শিচান প্রশ্ন করলো।

ভিগর আবারো কেন্দ্রের দিকে ইশার করলেন। তারপর পকেট থেকে ক্যাটের কম্পাসটা বের করে বললেন, "আমরা যদি পুরো পৃথিবীর হিসাবে হিসাব করি তবে কেন্দ্রকে সামনে ধরে বামে পশ্চিম ডানে পূর্ব আর পেছনে দক্ষিন রেখে সামনে দেখি তবে সেটা দাঁড়ায় উত্তর দিক। আমার ধারণা এটা উত্তরের সেই গ্লাসটা থেকে শুরু করতে হবে। এটাই অলোক পাস করে সার্কিটটা চালু করবে।"

"বাহ, এখন তো সোজাই মনে হচ্ছে," মঙ্ক সহাস্যে বললো।

ও সামনে এগিয়ে কেন্দ্রর দিকে যাবে ওর রেডিও গুন গুন করে উঠলো। ও

রেডিওতে শুনছে সবাই ওর দিকে তাকিয়ে আছে।

"ঠিক আছে কিন্তু তুমি সাবধানে থেকো আর আগে জরিপ করে নাও ওরা আমাদের শত্রু কি না?"

ও রেডিওটা কোমরে রেখে দিল।

"কি ব্যাপার?"

"ক্যাট দেখেছে ফ্রেঞ্চ পুলিশের একটা পেট্রোল প্যালেসে ঢুকেছে। ক্যাট ওদেরকে ইনভেস্টিগেট করতে গেছে।

ওরা আবারো কাজ শুরু করতে যাবে র‍্যাচেল বলে উঠলো, "আঙ্কেল যেহেতু পুলিশ চলেই এসেছে আমরা আরো পরে করি না কেন। কারণ যদি আমাদের একটু ভুল হয়ে যায় তবে তো এই বিরাট কালেকশান আর এই সমৃদ্ধ সম্পদের ভান্ডার আর এই জ্ঞানের ভান্ডারও ঝুঁকিতে পড়ে যেতে পারে।"

সবাই ভাবছে কি করা উচিত? হঠাৎ উপর থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

মাইকে ফ্রেঞ্চ ভাষায় কি যেন বলছে।

র‍্যাচেল ট্রান্সলেট করে দিল, "ওরা আমাদেরকে মাথার উপরে হাত তুলে বেরোতে বলছে।"

নতুন আরেকটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল। এটা ক্যাটের, "কমান্ডার ওরা আমার রেডিও নিয়ে নিয়েছে কিন্তু আমি ওদেরকে চেক করেছি ওরা আসলেই ফ্রেঞ্চ পুলিশ। আমি ওদের লিডারের আইডিও ভ্যারিফাই করেছি।"

"কার্ডিনাল স্পেরার পঠানো গার্ড হবে," মঙ্ক বললো।

আবারো ফ্রেঞ্চ ভাষায় কি যেন শোনা গেল।

"কিন্তু কথা হলো, মঙ্ক বললো ওরা কি বলছে আমি বুঝতে পারছি না, তবে ওদেরকে খুব বেশি সুখি মনে হচ্ছে না," মঙ্ক বললো।

"আমার মনে হয় যারাই হোক আমাদের এখন যাওয়া উচিত।"

"ওকে," এবার গ্রে বললো। "আমাদের আসলেই যাওয়া উচিত। আমরা বৃথাই ভয় পাচ্ছি। আর আমাদের এখন উপরে উঠে ওদেরকে রাউলের টিমের জন্যে প্রস্তুত করা উচিত।"

ওরা সবাই একে একে লেভেলগুলো পার হয়ে এল। সবার হাতে অস্ত্র। আর উপরে উঠার সময়ে ওরা সবাই হাত উপরে তুলেই রাখলো।

কিচেনটা , যেটা ওরা আগে খালি দেখে গিয়েছিল এখন সেখানে ফ্রেঞ্চ পুলিশের ইউনিফর্ম গিজ গিজ করছে। ওরা দেখতে পেল ক্যাট একপাশে দেয়ালের সাথে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ফ্রেঞ্চ পুলিশ কোনই চান্স নিচ্ছে না। ওরা উঠে দাঁড়াতেই ওদেরকেও অস্ত্র কেড়ে নিয়ে একইভাবে দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড় করালো।

হঠাৎ আরো কয়েকজনের পদশব্দ শোনা গেল। নতুন আগন্তুকদের দেখার জন্যে সবাই মুখ ফেরালো। যে লোকটা ভেতরে এল তাকে দেখে সবাই স্বস্তির

নিঃশ্বাস ফেললো।

ভিগর রীতিমত চিৎকার করে বললেন, "জেনারেল র‍্যান্ডি। থ্যাঙ্ক গড।"

র‍্যাচেলের বস জেনারেল র‍্যান্ডি, ক্যারিবিনিয়ারি পুলিশের প্রধান।

ভিগর এক ধাপ এগোনোর চেষ্টা করলেন, "জেনারেল আপনি ঠিক সময়েই এসেছেন। দেরি হবার আগেই আমাদেরকে..."

তার কথা শেষ হলো না জেনারেলের পেছনের অন্ধকার থেকে আরেকজন লোক বেরিয়ে এল।

"মনসিগনর আপনাকে দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে ইতিমধ্যেই দেরি হয়ে গেছে," রাউলের কণ্ঠে চিরপরিচিত.উল্লাস।

অধ্যায় ১৭

দ্য গোল্ডেন কি

জুলাই ২৭, ৭:০০ এ.এম.
এভিগনন, ফ্রান্স

গ্রে ওর হাতের প্লাস্টিকের বাঁধন টেনে টুনে দেখলো না কোন সম্ভাবনাই নেই। অন্যান্য মার্সেনারিরা সবাইকে একইভাবে বেঁধে রেখেছে। প্রতিটা মার্সেনারির পরনে পুলিশের পোশাক। এমনকি রাউলও পুলিশের পেশাক পরে আছে।

দানবটা গ্রে'র সামনে এসে দাঁড়ালো, "আমি কখনো কারো প্রশংসা করি না। তবে তোমার না করে পারছি না। সত্যিই তোমাকে মারা কঠিনই বটে। তবে এবার সেটা শেষ হতে যাচ্ছে। আর শোন তোমার বন্ধু কার্ডিনালের কাছ থেকে কোন সাহায্য আশা করো না। উনি উনার এক পুরনো বন্ধুর দেখা পেয়েছেন এয়ারপোর্টে," বলে সে জেনারেল র‍্যান্ডিকে দেখালো।

গ্রে'র কলজেটা একটা লাফ দিল।

রাউল ওর দিকে তাকিয়ে একটা ভয়ঙ্কর হাসি দিল।

জেনারেল র‍্যান্ডি এগিয়ে এলেন। তার পরনে অত্যন্ত দামি স্যুট। চকচকে পালিশ করা জুতো। সে আরেকজনের সাথে কথা বলছিল। তার পরনে ক্ল্যারিকেল কলার দেখে গ্রে বুঝলো এটা নিশ্চিত অ্যালবার্তো মেরান্ডি।

জেনারেল এগিয়ে এসে রাউলের কাঁধে একটা হাত রাখলেন। "কি এখন খুশি?"

"জি, ইমপারেটর।" রাউল শ্রদ্ধা দেখিয়ে এক পা পিছিয়ে গেল।

তারপর জেনারেল নিচের ফোকরটা দেখিয়ে বললেন, "আমাদের হাতে অত সময় নেই। এদেরকে নিয়ে নিচে যাও। জানো এরা কি জেনেছে। তারপর মেরে ফেল।" জেনারেল ওদের দিকে ফিরে বললেন, "আমি আপনাদের জন্য সর্বোচ্চ এটুকু করতে পারি। আপনাদের যেন দ্রুত কষ্ট দিয়ে না মারা হয় সেটা রাউলকে বলতে পারি।"

"আপনি! আপনার মতো একজন লোক..." ভিগরের গলায় তীব্র ঘৃণা।

"চিন্তা করবেন না মনসিগনর। আপনাকে অআমি মন থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনি এতগুলো বছর না জেনে ড্রাগন কোর্টের যে সেবা করেছেন সেটার বদৌলতে এটা আপনার পাওনা বলতে পারেন।"

এতোগুলো বছর সে কিভাবে কোর্টের দ্বারা ব্যবহৃত হয়েছে সেটা চিন্তা করে ভিগরের মুখটা কালো হয়ে গেল।

"আপনাকে আর দরকার নেই। কিন্তু আপনার ভাগ্নিকে আমাদের দরকার ওর

মাধ্যমে আমাদের কোর্টের বংশধারা আগে বাড়বে।"

"আমাকে ওই বেজন্মাটার সাথে মিলিয়ে–" র‍্যাচেল থুথু ফেললো।

"এখানে পুরুষ বা নারী গুরুত্বপূর্ন না," রাউল বলছে। গুরুত্বপূর্ণ হলো রক্তের বিশুদ্ধতা আর ভবিষ্যৎ। আমাদের জন্যে এটা গুপ্তধনের চেয়েও মূল্যবান।"

গ্রে র‍্যাচেলকে দেখছে, মেয়েটার মুখ ভয়ে সাদা কিন্তু চোখে আগুন।

রাউল এসে ওর কনুই চেপে ধরতেই ওর মুখে থুথু মারলো। রাউল সাপটে একটা চড় মারলো র‍্যাচেলের মুখে। "আমি বিছানায় আগুন পছন্দ করি।"

"যাও, এখন যেটার জন্যে এখানে এসেছো সেটা খুঁজে বার করো," জেনারেল আদেশ দিলেন। "তারপর ঝড়টা থামলেই আমরা এখানকার জিনিসপত্র ট্রাকে লোড করতে শুরু করবো।"

কোর্টের লোকজন ওদেরকে নিয়ে রওনা দিল নিচে। অ্যালবার্তো ওদের পেছন পেছন চললো।

"কুঠার, ইলেকট্রিক ড্রিল আর এসিড নিয়ে এসো," রাউল ওর লোকদেরকে উদ্দেশ্য করে বললো।

গ্রে জানে এই জিনিসগুলো কোন ধরনের হেভী কাজের জন্যে না বরং ওদেরকে টর্চার করার জন্যে আনানো হচ্ছে।

নিচে নেমে এগোতে এগোতে রাউল চারপাশের সবকিছু দেখে মন্তব্য করলো, "আমাদের আরো ট্রাক লাগবে।"

আর অ্যালবার্তো চারপাশ দেখতে দেখতে একদম বাচ্চা ছেলের মতো করতে লাগলো।

"অসাধারন...অসাধারন। আর্কেডিয়ামের বর্ণনা অনুযায়ী একদম মিলে যাচ্ছে। আর সেই মতে এটা আরো বড় গুপ্তধনের প্রবেশদ্বার।"

ভিগর ঝট করে ওর দিকে ঘুরে তাকালেন। "তোমাদের কাছে কি জ্যাকুইস ডি মোলের শেষ টেস্টামেন আছে নাকি?"

অ্যালবার্তো মাথা দোলালো। "হ্যা, সতেরোশ শতকের একটা কপি।"

গ্রে ভিগরের দিকে তাকিয়ে আছে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে।

ভিগর ব্যাখ্যা দেয়ার সুরে বলতে লাগলেন, "জ্যাকুইস দ্য মোলে ছিলেন টেম্পলারদের শেষ গ্র্যান্ডমাস্টার। তাকে টর্চার করে মেরে ফেলা হয়েছিল। কিন্তু উনি টেম্পলারদের বিরাট গুপ্তধনের সন্ধান দেন নি। বলা হয়ে থাকে উনি ধরা পড়ার আগে একটা শেষ টেস্টামেন দিয়েছিলেন। যেটা পওয়া যায় নি। এটাই কোর্টের হাতে আছে।"

"হ্যা, আর্কেডিয়ান," অ্যালবার্তো বলতে লাগলো। "হ্যা, এটা সতেরোশ শতক থেকে কোর্টের কাছে ছিল। কয়েক হাত ঘুরে এসেছে। এতে এমন এক গুপ্তধনের সন্ধান দেয়া আছে যেটা পেলে পৃথিবী হাতের মুঠোয় চলে আসবে। আর সেটা

এখানেই আছে।"

"লস্ট সিক্রেট অব দি মেজেস," ভিগর আনমনেই বললেন।

"হ্যা, আর এটা এখানেই আছে।"

তারপর ওরা গ্লাস ফ্লোরের লাস্ট লেভেলটাতে চলে এল।

ওরা সবাই অবাক হয়ে দেখছে। এমনকি রাউল আর গার্ডরাও অবাক হয়ে দেখছে।

গ্রে সুযোগ নেবার কথা ভাবছে রাউল ওদের দিকে ফিরে তাকালো। বুলডগের মতো ভয়ঙ্কর একটা হাসি দিয়ে সে মেয়েদের দিকে তাকালো।

"হুমম এবার কাকে দিয়ে শুরু করবো?" টর্চারের উপকরণ খুঁজছে ও। প্রথমে র‍্যাচেলের দিকে তাকালো, "না, একে নিয়ে পরে মজা হবে।" তারপর তাকালো শিচানের দিকে, "তোমার জন্যে আমার আলাদা আয়োজন আছে।" এবার ফিরলো ক্যাটের দিকে, এক ঝটকায় ওকে নিজের বুকের উপরে এনে ধরলো। "তুমিই এখনকার জন্যে সেরা উপাদান।"

ক্যাট ওর পায়ের গোড়ালি সোজা নামিয়ে আনলো রাউলের পায়ের ডগায়। আচমকা আঘাতে রাউল চমকে উঠলো, ক্যাট আবারো আঘাত করতে যাবে সে দ্রুত অ্যাকটিভ হলো একটা হাত দিয়ে ক্যাটের চুল ধরে ঘুসি মারলো পেটে।

রাউল ক্যাটকে নিয়ে ব্যস্ত গ্রে একটানে বের করে আনলো ওর জুতোর গোড়ালি থেকে ছুরিটা তারপর এক পোচে হাতের বাঁধনটা কেটে ছুরিটা লুকিয়ে ফেললো দুইহাতের মাঝে। বাঁধন কেটে ফেললেও ও এখনো হাত দুটো শরীরের পেছনেই জড়ো করে রেখেছে।

রাউলের ঘুসি খেয়ে ক্যাটের চোখের কোনে পানি জমে গেছে। রাউল এবার আর কোন কথা না বলে অস্ত্র বাছতে লাগলো।

কুঠারটা দেখে বললো, "না, এটা একবার ব্যবহার করেছি।"

ড্রিলটা তুলে নিয়ে চালু করলো, "আগের বার কব্জি থেকে শুরু করেছিলাম এবার শুরু করবো চোখ থেকে। কোন চোখটা আগে সুন্দরী?"

"তোমাকে কিছুই করতে হবে না। আমি বলছি কি জেনেছি আমরা," গ্রে একধাপ সামনে এগিয়ে এল। ও একজন গার্ডকে নাগালে পেতে চাইছে। ওর রাইফেলটা বাগাতে হবে।

"কিন্তু আমি তো কিছুই জানতে চাই নি। প্রশ্ন উত্তর পর্ব তো শুরুই হয় নি। এটা তো মজা চলছে। ওটা শুরু হলে তোমাকে জানাবো, কেমন?"

রাউল ড্রিলটা ক্যাটের চোখের একদম কাছে নিয় গেছে। গ্রে এক পা আগে বাড়লো। ও এটা দেখতে পারবে না, তারচেয়ে একটা রিস্ক নিয়ে দেখবে।

গার্ডসহ সবাই রাউলের টর্চার দেখছে গ্রে ঝট করে ছুরিটা সামনে নিয়ে এসে বসিয়ে দিল গার্ডের পায়ে। তারপর একটানে রাইফেলটা রাউলের দিকে তাক করে

গুলি করে দিল ওর কপাল বরাবর।

৭:২২ এ.এম

কিন্তু কিছুই হলো না। গুলি ফুটলো না।

আর রাউল হেসে উঠলো হা হা করে।

"কমান্ডার এক কুমিরের ছানা কয়বার দেখাতে চাও? তুমি কি আমাকে বোকা পেয়েছো? আগেরবার যখন তুমি দূর্গ থেকে ভাগলে। তোমরা চলে যাবার পর আমি দূর্গে আরেকটা টিম পাঠাই। ওরা সিসি ক্যামেরার ভিডিও রেকর্ড দেখে আমাকে ফোনে জানায় তোমরা কিভাবে পালিয়েছ। কাজেই আমি জানতাম তুমি একই জিনিস আবারো কাজে লাগানোর চেষ্টা করবে। তাই তোমার সাথে একটু মশকরার আয়োজন রেখেছিলাম। আর এই গাধাটাকে বলেছিলাম আরো সাবধান থাকতে।" বলেই ও গ্রে'র ছুরি খাওয়া গার্ডটার দিকে পিস্তল তাক করে একটা গুলি করলো। লোকটা মরে পড়ে যেতেই যেন কিছুই হয় নি এমনভাবে বললো, "তো এখন আমরা আবার আগের প্রোগ্রামে ফিরে যেতে পারি," বলে সে অবারো ক্যাটকে ধরে ড্রিলটা চালু করলো।

"রাউল তুমি সময় নষ্ট করছো। আমি তোমাকে সবই বলছি আর যদি আমার টিমের কাউকে টর্চার করো আমি একটা কথাও বলবো না," গ্রে'র গলা আশ্চর্য শান্ত।

"ও ঠিকই বলেছে," এবার অ্যালবার্তো এগিয়ে এল। এতোক্ষন সে পাজলটা খুব মনোযোগের সাথে জরিপ করেছে। "আপনি বলুন কমান্ডার কি জেনেছেন? এই রহস্যের মূল কোন্‌টা?"

"লাইট," গ্রে বললো।

"হ্যা, হতে পারে কারণ আয়নাগুলো রিফ্লেক্টিভ এঙ্গেলে আছে," অ্যালবার্তো বলছে।

"এখানে লেজার লাইট ব্যবহার করতে হবে। তাহলে একটা চেইন রিঅ্যাকশান শুরু হবে।"

"ঠিক ঠিক একদম ঠিক আমারও এরকমটাই মনে হচ্ছে। রাউল আমার ধারণা কমান্ডার একদম ঠিক বলেছেন।"

"ঠিক আছে এতে যদি কাজ না হয় তবে আবারো আমরা আমেরিকান কুত্তিটাকে নিয়ে আলোচনায় বসবো কি বল গ্রে?"

ওরা সবাইকে পিছিয়ে এনে দেয়লের সাথে দাঁড় করালো। অ্যালবার্তো আর রাউল গ্রে'র কাছ থেকে ডিটেইল শুনে নিল কিভাবে কাজটা করতে হবে। গ্রে বলে গেল।

ওর কথা শেষ হবার পরে ওকেও এনে দেয়ালে হেলান দিয়ে র‍্যাচেলের পাশে দাঁড় করানো হল।

গ্রে র‍্যাচেলকে চোখের ইশারায় শান্ত হতে বললো। কারণ ও দারুণ একটা চাল

চেলেছে। কাজ হতেও পারে।

ভিগর বলেছিলেন এটা মিনোটর'স মেইজ যাকে বলা হয়ে ডিডেলাস মেইজ। আর মিনোটর ছিল একটা ভয়ঙ্কর ষাড়ের বাসা। এটাও ভয়ঙ্কর একটা মেইজ যেটা মৃত্যু ডেকে আনবে।

আর তাই এটা ও রাউলকে বুঝিয়েছে। সব কিছু ঠিক করে রাউল পাজলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। এখান থেকেই গ্রে বলেছে লেজার দিয়ে চেইনটা শুরু করতে হবে।

সবাই ওর দিকেই তাকিয়ে আছে। ও লেজারটা তুললো ওপেন করবে হঠাৎ কি মনে করে নামিয়ে আনলো হাত। ধীরে ধীরে হেটে ও চলে এল গ্রে'র পেছনে। "কমান্ডার আমার একটা আর্জি আছে তুমি ঠিক যেভাবে যেভাবে আমাকে বলেছো ঠিক সেভাবেই এই কাজটা আমার হয়ে তুমি করবে। যাও।"

গ্রে ধীরে ধীরে ফিরে তাকালো। ওর কিছুই করার নেই। নিজের পাতা ফাঁদে ও নিজেই পড়ে গেছে। এখন ওকেই এই মরন ফাঁদে ঢুকতে হবে।

৭:৩২ এ.এম

জেনারেল র‍্যান্ডি ঘড়ি দেখলেন। দূর্গের বাইরে প্রচন্ড বজ্রপাত হচ্ছে। অনেকদিন যাবৎ উনি যে স্বপ্ন দেখছেন আজ তা সত্যি হতে যাচ্ছে। এমনকি ওরা যদি ভেতরের সিক্রেট ভল্ট খুলতে নাও পারে তবু নিচে যে ট্রেজার উনি দেখেছেন তাতেই চলবে। এটা দিয়েই দুনিয়া কাঁপিয়ে দেয়া সম্ভব।

তার ডেমোলিশান এক্সপার্টরা এর মধ্যেই কাজ শুরু করে দিয়েছে। সব বের করে নিয়ে এই জায়গা ধ্বংস করে দেয়া হবে।

এখন শুধু ট্রাকের জন্যে, আর বৃষ্টি থামার অপেক্ষা।

উনি তিনটা হেভি ডিউটি ট্রাকের ব্যবস্থা করেছেন। ওগুলো নদীর তীরে একটা ওয়্যার হাউজে জিনিসগুলো নিয়ে যাবে। তারপর সেখান থেকে তোলা হবে কন্টেইনারে। তারপর প্লেনে করে সরিয়ে ফেলা হবে।

ব্যাপার কি? ট্রাকগুলো এতো দেরি করছে কেন!

ওরা বেশ লেট করছে। লিড ড্রাইভারের কাছ থেকে একটু আগে একটা কল এসেছিল। রাস্তার অবস্থা খুবই খারাপ। ঝড়ের কারনে কোন যানবাহনই নড়তে পারছে না। তাই দেরি হচ্ছে।

তার অবশ্য অন্য কোন চিন্তা নেই কারণ কোন কৌতুহলী লোক বা গার্ড কেউই সমস্যা করবে না। কারণ গার্ডদেরকে যথেষ্টরও বেশি পরিমাণে ঘুষ দেয়া হয়েছে। আর ওরাই বাইরের লোকজনকে প্রতিহত করবে। কাজেই টেকনিক্যালি কোন সমস্য নেই। সমস্যা শুধু একটাই, এই সম্পদের পাহাড়ের উপরে বসে তার মতো লোকরেও অধৈর্য লাগছে।

রেডিওতে একটা কল এল। প্রথম ট্রাকটা পাহাড়ের উপরে উঠছে।

তার মুখে হাসি ফুটে উঠলো।

৭: ৩৩ এ.এম

হাতে লেজারের ডিভাইস নিয়ে গ্রে ভেতরে এসে দাঁড়ালো। কোন কিছু টাচ না করেই গ্রে এটার ভেতরে এক ধরনের শক্তির আভাস টের পাচ্ছে।

ও পাজলটার বাইরে ঠিক কেন্দ্র বরাবর দাঁড়িয়ে উত্তর দিকের মিররটায় পজিশন মতো লাইটটা ধরলো ঠিক করে। তারপর ঘুরে সবার দিকে তাকালো। সবাই চরম উৎসুক হয়ে তাকিয়ে আছে। এমনকি রাউলের গার্ডরাও।

গ্রে ভিগরের দিক তাকালো। ভিগর ওর বিপদটা পুরোপুরি জানেন। তারপর তাকালেন র‍্যাচেলের দিকে। ওর চোখে পানি। ও কি বুঝতে পেরেছে?

"লেজার অন করো," রাউল কুত্তার মতো ঘেউ করে উঠলো।

তারপর গ্রে লেজারটা অন করে দিল।

ওর মনে পড়লো সম্রাটের সমাধিতে ব্যাটারিগুলোর পাওয়ার অ্যাকটিভ হতে বেশ, সময় লেগেছিল। এখানেও লাগবে।

লাইট অন করা, সবাই তাকিয়ে আছে। কিছুই হচ্ছে না। কোন অ্যাকশান কোন নড়াচড়া কিছুই নেই। সবাই তাকিয়ে আছে, গ্রে বোকার মতো লেজারটা ধরে আছে।

রাউল আর অ্যালবার্তো পাজল ঘরটার একদম সবার সামনে দরজার গোড়াতে দাঁড়িয়ে আছে।

"কই কিছুই তো হচ্ছে না!" রাউল চিবিয়ে চিবিয়ে বললো।

ওর পেছন থেকে ভিগর বলে উঠলেন, "এতো বড় একটা চেইন ওপেন হতে সময় লাগবেই–"

রাউল দাবড়ে উঠে ওর পিস্তলটা ভিগরের গলায় চেপে ধরলো, "আর যদি না হয় তুই সহ..."

কিন্তু হলো।

হঠাৎ চিনচিন করে একটা শব্দ শোনা গেল। তারপর লেজারের অলোটা বারোটার কাঁচ থেকে পাঁচটার আয়নাতে চলে গেল। চিনচিন শব্দটা বাড়ছে। এরপর আরেকটাতে তারপর আরেকটাতে ওই আলোটাই একটা থেকে দ্রুত আরেকটাতে ছড়িয়ে পড়ছে। গ্রে আর লেজার ধরে নেই কিন্তু অলোর খেলা চলছেই।

হঠাৎ সব আলো থেমে গেল। দেয়ালে আলোর খেলার রিফ্লেকশান হচ্ছে মেঝেতে আর উপরের ছাদে। সবাই পরিস্কার দেখতে পেল আলোর আকৃতিটা পরিস্কার স্টার অব বেথেলহ্যামের রূপ নিচ্ছে।

এই তারাটাকেই বলা হয় ম্যাজাইদের পথ প্রদর্শক।

তারপর সব চুপ হঠাৎ গ্রে'র পায়ের নিচের মাটি কাঁপতে লাগলো।

ওর মনে হচ্ছে যেন ওকে কেউ চারপাশ থেকে চেপে ধরছে। ওর পায়ের নিচের

ব্লকগুলো একটা থেকে আরেকটা যেন আলগা হয়ে গেছে। ওগুলো যেন নাচছে, গ্রে ওর শরীরের ব্যালেন্স ধরে রাখতে না পেরে বসে পড়লো। তখনই ও অনুভব করলো, ওর চারপাশে এক ধরনের প্রেশার। ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি হচ্ছে। ওর শার্ট থেকে ধাতব বোতামগুলো ছিড়ে চলে গেল।

তখনি গ্রে দেখতে পেল পাঁজলের কেন্দ্রের পিলারটা কাঁপছে অর ঘুরছে। ওটার ঘূর্ণনের বেগ বাড়ছে। ঘুরতে ঘুরতে ওটা প্রচন্ড শব্দে মাটি থেকে খুলে উঠে ছাদে চলে গেল। ছাদ থেকে প্রচন্ড শক্তিশালি ম্যাগনেটিক আকর্ষনে ওটা লটকে আছে।

তারপর ধীরে ধীরে মেঝের কম্পন থেমে গিয়ে শুরু হলো শব্দ। প্রথমে এক ধরনের মৃদু টুংটাং দিয়ে শুরু করে ওটা বাড়তে বাড়তে ধীরে ধীরে ভয়াবহ আকার ধারন করলো। গ্রে টিকতে না পেরে কানে দুই হাত চাপা দিল। উপর থেকে ম্যাগনেটাইটের পিলারটা দুলছে আর চারপাশের আয়নাগুলো নড়ছে। ঠিক মনে হচ্চে যেন একটা বিশাল মিউজিক্যাল চাইম ঝড়ের বাতাসে নড়ছে আর শব্দ করছে।

এমন সময় আসল ঘটনাটা ঘটলো, মেঝেতে যেখান থেকে পিলারটা উঠে গেছে সেখানে এতোক্ষন গর্তের মতো ছিল সেখানে একটা সলিড গোল্ডের চাকতির মতো দেখা দিল ওটার ঠিক কেন্দ্রে একটা গর্ত।

সম্রাটের সমাধিতে পাওয়া 'গোল্ড কি' টার একটা সুন্দর ম্যাচ। এটাই ওই চাবির গর্ত!

অ্যালবার্তোও এই ব্যাপারটা দেখেছে। সে হাতের বইটা ফেলে দিয়ে ব্যাগ থেকে বের করলো চাবিটা।

গ্রে আর ভিগর চোখাচোখি করলো, এটা সেই মূল রহস্যের চাবি।

গোল্ড কি প্লেটটা উঠে আসার পর সমস্ত শব্দ আর কাঁপাকাপি থেমে গেছে।

অ্যালবার্তো উত্তেজনার চোটে এগিয়ে আসছে। কিন্তু সে একটা ভুল করে ফেললো একটা গোল্ড গ্লাসের ব্লকে পা দিয়ে ফেললো। সাথে সাথে প্রায় হাজার ভোল্টের বিদ্যুত তাকে তুলে ফেললো শূণ্যে। তারপর যখন দেহটা মাটিতে পড়লো মুখ চুল পুড়ে কয়লা হয়ে গেছে।

রাউল এই দৃশ্য দেখলো প্রচন্ড ভয় নিয়ে, সে হাটু গেড়ে বসে পড়েছে।

গ্রে র‍্যাচেলের দিকে ফিরলো। "দৌড়ানোর জন্যে রেডি হও।"

এটাই হয়েতো ওদের একমাত্র সুযোগ। কিন্তু র‍্যাচের ওর কথা শুনতে পেল না।

সবাই অ্যালবার্তোর পোড়া দেহের দিকে তাকিয়ে আছে। বাতাসে মাংস পোড়া বীভৎস গন্ধ। অবশেষে মিনোটরের খেলা শুরু হয়ে গেছে।

৭: ৩৫ এ.এম

জেনারেল র‍্যান্ডি নিচ থেকে একটা ডাক পেলেন। তার একজন গার্ড তাকে ডাকছে।

সে ওদেকে বলে রেখেছিল নিচের ভল্টে খেলা শুরু হলে তাকে যেন ডাকা হয়। সম্ভব হলে উনি সেফ ডিসটেন্স থেকে ব্যাপারটা দেখতে চান।

কিন্তু নিচে খানিকটা নেমে ভয়াবহ আওয়াজ শুনে উনি উৎসাহ হারিয়ে উপরে চলে এলেন।

বাইরে পাহারারত একজন গার্ড এসে জানালো যে প্রথম ট্রাকটা এসে গেছে।

সে খুশি হয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে রেডিও তুলে নিল।

"সবাই অ্যালার্ট হও। এখন আমরা ভল্ট খালি করার কাজ শুরু করবো।"

৭: ৩৬ এ.এম

র‍্যাচেল বুঝতে পারছে ওরা চরম বিপদের ভেতরে আছে।

রাউল আশ্চর্য হয়ে অ্যালবার্তোর মৃতদেহটা দেখছে। সে চিৎকার করে উঠলো, "গ্রে তুমি আগেই জানতে, তাই না?"

সে পিস্তলটা ঘুরিয়ে আনলো, "বহুত বদমায়েশি করেছো এবার তোমাকে একটা শিক্ষা দিতে হবে।" বলেই সে গুলি করলো আর র‍্যাচেল চিৎকার করে উঠলো।

রাউল গুলিটা করেছে ভিগরের পেটে। ভিগর কোন চিৎকার আওয়াজ কিছুই করলেন না। স্রেফ পেট চেপে ধরে বসে পড়লেন। পাশেই দাঁড়ানো শিচান তাকে ধরে ফেললো।

এবার রাউল পিস্তল তুললো র‍্যাচেলের দিকে।

গ্রে শান্ত ভঙ্গিতে কথা বলে উঠলো, "রাউল, আমি আসলেই জানতাম না। তবে আমার মনে হয় পাজল ধরে এগোনোর একটা সমাধান অবশ্যই আছে।"

রাউল র‍্যাচেলের দিকে পিস্তল তাক করেই বললো, "কি সেটা?"

"দেখ আমি একটা ব্লকের উপরে আছি। সেটা আমার কিছুই করছে না। কিন্তু অ্যালবার্তো গ্লাস প্লেটেড ব্লকে পা দেওয়া মাত্রই সেটা ইলেকট্রিসিটি থ্রো করেছে। কাজেই গোল্ড প্লেটেড গ্লাস এড়িয়ে এই ধরনের ব্লকে পা দিয়ে দিয়ে সামনে এগোতে হবে।"

"হুমম, তোমার কথা ঠিকই মনে হচ্ছে," বলে সে একটা কম বয়স্ক গার্ডের দিকে ফিরলো। "এই তুমি যাও চাবিটা অ্যালবার্তোর হাত থেকে নিয়ে মাঝখানের গর্তে লাগাও।

গার্ড নড়ছে না।

রাউল সোজা পিস্তল তুললো, "যাবে না গুলি খেয়ে মরবে কোনটা?"

গার্ড ছেলেটা ধীরে ধীরে দরজা দিয়ে প্রবেশ করলো।

"সাবধান গোল্ড গ্লাসের ব্লকে পা রেখো না," গ্রে সাবধান করে দিল।

ছেলেটা কাঁপতে কাঁপতে একটা ব্লকে পা রাখলো। তারপর আরেকটাতে তারপরে অ্যালবার্তোর কাছে গিয়ে সাবধানে চাবিটা খুলে নিল পোড়া হাত থেকে।

তারপর ধীরে ধীরে আরকেটা ব্লকে পা রাখতেই সেটা কাঁপতে লাগলো। ছেলেটা ব্যালেন্স করার জন্যে আরেকটাতে পা রাখতে সেটাও কাঁপতে লাগলো। এবার আর পারলো না, ছেলাটার পা পড়ে গেল একটা গোল্ড গ্লাসের ব্লকে। সাথে

সাথে একইরকমভাবে বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ দেহটা শূণ্যে তুলে ফেললো। তারপর নিচে পড়লো ওর বীভৎস পোড়া মৃতদেহ।

"আর কোন বেটার আইডিয়া," রাউলের গলার স্বরে পরিস্কার ভয়।

"আমার মনে হয়। এই ব্লকগুলো স্পিডে পার হতে হবে, তাহলেই সম্ভব," এই কথাটা মঙ্কের।

গ্রে'কে দেখে মনে হলো ও নিজেও একইরকম ভাবছে, "হ্যা, এভাবে হতে পারে, তবে আমি শিওর না।"

"আমি আর আমার লোক খোয়াতে পারবো না, এবার তুমি চেষ্টা করবে," কথাটা সে গ্রে'কে বলেছে।

গ্রে'কে অনিশ্চিত দেখালো। রাউল সাথে সাথে পিস্তল তুললো র‍্যাচেলের দিকে।

"আমি যেকোন সময় তোমার ফ্রেন্ডদেরকে গুলি করতে পারি এ ব্যাপারে আমার কোনই ক্লান্তি নেই।"

গ্রে উঠে দাঁড়ালো আর র‍্যাচেল চিৎকার করে ওকে যেতে মানা করছে, গ্রে ওর দিকে ফিরে তাকালো। র‍্যাচেলের চোখে না যাবার অনুনয়।

"আমি তোমাদের কারো ক্ষতি দেখতে পারবো না।"

রাউল চিৎকার বলে বললো, "আগে চাবিটা আনো।"

গ্রে পা বাড়াতে যাবে র‍্যাচেল চিৎকার করে উঠলো, "এটা স্পিড না, এখানে স্পিডে কাজ হবে না। অন্য একটা ব্যাপার আছে, আমি বলছি।"

এবার সব কয়টা মুখ সাথে সাথে ওর দিকে ফিরে তাকালো।

ওরা যখন এটা নিয়ে আলোচনা করছে র‍্যাচেল আগে থেকেই এই ব্যাপারটা জানতো ওখানে কিভাবে যাওয়া যাবে। কিন্তু ও বলেনি কারণ ও চায়নি রাউল জিতে যাক। কিন্তু এখন গ্রে'কে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে ধাবিত হতে দেখে আর নিজেকে আটকাতে পারলো না।

র‍্যাচেল একবার ওর আঙ্কেলের দিকে তাকালো। ভিগর পেট চেপে ধরে প্রচন্ড কষ্ট পাচ্ছেন। শিচান তাকে যতোটা সম্ভব সাহায্য করার চেষ্টা করছে। র‍্যাচেল চারপাশে তাকালো, ও রাউলের হাতে বন্দী, গ্রে পাজলের ভেতরে, মঙ্ক দাঁড়িয়ে আছে ওর দিকে দুজন গার্ড রাইফেল ধরে আছে। আর ভেতরে এখনো পুরো চেম্বার কাঁপছে, উপরে গ্রানাইটের পিলার দুলছে আর পুরোটা চেম্বার চাইমের মতো শব্দ করছে। তবে শব্দ আগের চেয়ে এখন অনেক কম সহনীয় পর্যায়ে এবং এখন একটা ছন্দে শব্দ হচ্ছে। আর নিচে মেঝেতে গোল্ড প্লেটের উপরে চাবির ফোকর।

ও মুখ তুলে রাউলের দিকো তাকালো তারপর গ্রে'র দিকে।

"এখানে স্পিড কাজ করবে না," র‍্যাচেল বলতে শুরু করলো। "কারণ এই প্রাচীন অ্যালকেমিস্টরা এখানে স্পিড না বরং সময়কে মিন করেছে ব্যালেন্সের সাথে। এখানে সময়কে রিপ্রেজেন্ট করে মিরর ওয়াচ আর আমাদেরকে দেহের ব্যালেন্স করে এগোতে হবে। প্রাচীন হিন্দু রিলিজিয়ন মানে প্যাগান বিলিফ থেকে

শুরু করে ক্রিশ্চিয়ানিটি সবখানেই এনলাইটেন মানে অন্তরকে আলোকিত করা বোঝায় এবং সেটা দিয়ে এই পৃথিবী থেকে পরপারের যাত্রাকে মিন করা হয়। আর সেখানে যেতে হলে মানুষকে যেতে হয়ে হাটু আর কনুইয়ের উপরে ভর দিয়ে।"

"মানে হামাগুড়ি দিয়ে," গ্রে ধরতে পারছে। কারণ একেকটা ব্লক যথেষ্ট বড় আর পায়ের উপর ভর দিয়ে এতে দাঁড়ালে এক প্রান্তে চাপ পড়ে আরেক প্রান্তে ব্যালেন্স নষ্ট হয়ে যায়। তো হামাগুড়ি দিয়ে এগোলে সেই ব্যালেন্সটা রক্ষা করা সম্ভব।

সবাই চুপ হয়ে গেছে। গ্রে র‍্যাচেলকে দেখছে। মেয়েটা এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। গ্রে ওর মনের ভাব বুঝতে পারছে। কারণ র‍্যাচেল সত্যটা জানার পরেও এতোক্ষন বলেনি। এখন শ্রেফ গ্রে'কে বাঁচানোর জন্যে বলে দিয়েছে। গ্রে এবার ভিগরের দিকে তাকালো শিচান উনার পেট চেপে ধরে বসে আছে। ভদ্রলোক প্রচন্ড যন্ত্রনার পরেও গ্রে'র দিকে চোখ তুলে তাকালেন। সেখানে সম্মতি। মানে ভিগরও জানে র‍্যাচেল ঠিকই বলেছে।

রাউলের চিৎকারে নিরবতা ভেঙে গেল। সে ভিগরের দিকে পিস্তল তুলে র‍্যাচেলের দিকে তাকিয়ে বললো, "তুমি এতোই যখন শিওর যাও তুমিও গ্রে'র সাথে যোগ দিয়ে এগোও না হলে এবার তোমার আঙ্কেলের খুলিই উড়িয়ে দেব।"

র‍্যাচেল উঠে দাঁড়ালো। ভেতরে ঢুকে প্রথম দুই সারি নিরাপদ ব্লক হেটে চলে এল, তারপর বসে পড়লো। পরের ব্লকটাকে উঠতে যাবে গ্রে বলে উঠলো, "দাঁড়াও আগে আমি ট্রাই করি।" ও হামাগুড়ি দিয়ে ব্লকটার দিকে এগোল। প্রথমে দুই হাত রাখলো তারপর দ্রুত দুই পা তুলে নিয়ে উপরে উঠে এল। হাতের নিচে ভাইব্রেশন ফিল করছে। ব্লকটাও নড়ছে। কিন্তু পুরো শরীরটা উঠে আসার পরে থেমে গেল কাঁপাকাঁপি। ও এবার র‍্যাচেলর দিকে ইশারা করতে র‍্যাচেলও একইভাবে উঠে এল।

রাউল বলে উঠলো, "সাবাস এভাবে এগিয়ে যাও আর যদি পেছন ফেরার চেষ্টা করো তবে তোমাদের গুলি করা হবে।"

গ্রে দেখলো যদি সামনে এগোয় তবে পাজলে মারা পড়তে পারে। আর না এগোলে রাউল মেরে ফেলবে। কাজেই ও সামনে এগোনোর সিদ্ধান্ত নিল। এখন র‍্যাচেলই ভরসা।

৭: ৪৯ এ.এম

জেনারেল র‍্যান্ডি ডেমোলিশন এক্সপার্টের কাঁধে একটা হাত রাখলো। "ওরা কি ভেতরে চার্জ সেট করেছে?"

"হ্যা, ষোলটা চার্জ সেট করা হয়েছে। কাজ পুরো শেষ হবার পরে এই রিমোটের বাটনে তিনটা চাপ দিলেই রিঅ্যাকশান শুরু হয়ে যাবে।"

র‍্যান্ডি পেছনে ফিরে দেখলো ষোলজন লোক কাজ করছে। বাইরে প্রথম ট্রাকটা চলে এসেছে। বাকিগুলোও আসছে। এখনই ভল্ট খালি করার সময়। সে তার

লোকদের উদ্দেশ্যে রেডিওতে বললো,

"সবাই কাজে লেগে যাও। ডাবল স্পিড ডাবল পেমেন্ট।"

৭:৫০ এ.এম

গ্রে'র হাটুতে আর কঁনুই এ ব্যথা করতে শুরু করেছে। ওর মনে হচ্ছে হাটু আর কনুইয়ের হাঁড়ে আগুন ধরে গেছে। কারণ এখানে এতোটাই সূক্ষ্মভাবে ব্যালেন্স রক্ষা করে চলতে হচ্ছে যে একটু এদিক ওদিক হয়ে গেলেই শেষ।

র‍্যাচেলেরও একই অবস্থা। টপ টপ করে ঘাম ঝড়ছে। ওরা পুরো পজলের চার ভাগের তিনভাগ চলেই এসেছে। আর একভাগ বাকি এবং এটাই সবচেয়ে রিস্কি ভাগ। ও আর র‍্যাচেল কোনাকুনিভাবে কেন্দ্রের দিকে এগোচ্ছে।

ওরা আরেকটা ব্লক এগিয়ে এল, হঠাৎ নিচের আন্ডার গ্রাউন্ড প্রাসাদের ভেতরে এক ধরনের কোলাহল আর অনেক লোকজনের নড়াচড়া টের পাওয়া গেল।

ব্যাপার কি? হচ্ছেটা কি? সবাই সেদিকে তাকয়ে আছে। গ্রে আর র‍্যাচেলও পেছন ফিরে তাকালো, রাউল চিৎকার করে উঠলো, "তোমরা তোমাদের কাজ করো না হলো আমি শুট করবো।"

রাউলকে দেখে আর মোটেই স্বাভাবিক লাগছে না। রহস্যের এই পর্যায়ে এসে ও পাগলের মতো করছে।

ওরা দুজনেই কাছাকাছি চলে এসেছে আর একটা ধাপ পার হলেই ওরা দুজনেই একটা ব্লকের উপরে চলে আসবে। দুজনেই দুজনার দিকে তাকালো গ্রে অনুভব করলো ওদের ভেতরে একটা অদৃশ্য বন্ধন তৈরি হয়েছে। তারপর দুজনেই এক সাথে শুরু করে একই ব্লকের উপরে চলে এল।

এটাই কেন্দ্রের ব্লক, এর পরেই চাবির প্লেট।

ওরা সেন্টার ব্লকের উপরে আসতেই ওদের নিচে কম্পন শুরু হয়ে গেল। পুরো মেইজটাই কাঁপছে। দুজনেই নিচে কম্পন টের পাচ্ছে। পুরো মেইজের সবগুলো ব্লকই কাঁপতে কাঁপতে স্থির হয়ে গেল। এমনকি চাইমের আওয়াজও ধীরে ধীরে থেমে গের। সব একদম শান্ত। শুধু উপর থেকে পিলারটা ঝুলছে।

রাউল অবাক হয়ে দেখছে। "কি হচ্ছে?" ও উত্তেজনা রোধ করতে না পেরে নিরাপদ দুই ব্লক পার হয়ে ভেতরে চলে এসেছে।

"কেন্দ্র হল ব্যালেন্স। যেকোন বৃত্ত বা রেখার ঠিক কেন্দ্রে থাকে এর ব্যালেন্স। এখানেও তাই। ঠিক কেন্দ্রে চলে এলে এর দুই দিক বা চারপাশে তৈরি হয়ে যায় ব্যালেন্স। ঠিক যেমনটা ঘুর্নি ঝড়ের কেন্দ্রে কোন বাতাস থাকে না।"

"তাই নাকি? ঠিক কতোটা ব্যালেন্স হয়েছে আমাকে দেখাও। দুজনেই উঠে দাঁড়াও।"

"কি?" গ্রে ভাবছে, *রাউল কি পাগল হয়ে গেল নাকি?*

"এখুনি উঠে দাঁড়াও না হলে শুট করবো।"

র‍্যাচেল গ্রে'র চোখে চোখ রেখে ইশারা করলো। ওর উপর বিশ্বাস রাখেতে বলছে। গ্রে র‍্যাচেলকে শক্ত করে ধরে বড় করে একটা নিঃশ্বাস নিল। তারপর উঠে দাঁড়ালো।

নিচে কোন ভাইব্রেশন নেই। একদম স্বাভাবিক।

রাউল প্রথমে একটা পা দিয়ে চেপে পরের ব্লকটা দেখলো। শক্ত।

উল্লাসে সে চিৎকার করে উঠলো, একটার পরে একটা ব্লক হেটে চলে এল কেন্দ্রে।

"দেখি তো চাবিটা। তোমরা অনেক কষ্ট করেছো, আর না। চাবিটা দাও।"

গ্রে র‍্যাচেলের চোখে চোখ রেখে চাবিটা রাউলের হাতে দিয়ে দিল। র‍্যাচেল জানে না, একটা চান্স গ্রে এখনো রেখেছে। হয়তো শেষ একটা সুযোগ।

রাউল প্লেটটার উপরে ঝুঁকে পড়ে চাবিটা গর্তের ভেতরে ঢুকিয়ে দিল।

"একদম খাপে খাপ।"

গ্রে র‍্যাচেলকে শক্ত করে চেপে ধরে ওর কানে কানে বললো, "চাবিটা নকল, আসলটার কপি।"

রাউল চাবিটা গর্তের ভেতরে মোচড় দিল।

৭: ৫৪ এ.এম

জেনারেল র‍্যান্ডি তার লোকদের কাজ তদারেক করার জন্য নিচে নেমে এসেছে। তার প্ল্যান যেহেতু তারা সবকিছু একবারে নিতে পারবে না কাজেই সে শুরু করবে একদম সেরা কালেকশান দিয়ে। সবচেয়ে সেরা জিনিসগুলো দিয়ে প্রথম ট্রাকটা লোড করবে তারপর আরেকটা তারপর আরেকটা। এভাবে।

তার লোকদেরকে সব বুঝিয়ে দিয়ে কাজ শুর করবে এমন সময় পায়ের নিচের মাটি কাঁপতে লাগলো।

ব্যাপারটা ভূমিকম্প না।

তারপর আকেকবার জোরে কেঁপে উঠলো। এবার সে আর ব্যালেন্স রাখতে না পেরে মাটিতে পড়ে গেল।

চারপাশ সবকিছু কেমন যেন করছে। তার কাছে মনে হচ্ছে যেন একটা ঘোলা কাঁচের ভেতর দিয়ে সব কিছু দেখছেন।

তারকাছে মনে হচ্ছে এটা কোন প্রাকৃতিক দূর্যোগ না, বরং অনেকটা যেন পুরো পৃথিবীটাই একটা টিভির নষ্ট পিকচার টিউবের মতো করছে।

কিছু একটা হচ্ছে। এমন কিছু একটা যা হওয়া উচিত না।

সে হাঁচড়ে পাঁচড়ে উঠে দাঁড়িয়ে সিঁড়ির দিকে ছুটলো।

৭:৫৫ এ.এম

ভাইব্রেশনটা শুরু হতেই গ্রে শক্ত করে র‍্যাচলকে ধরে ওদের ব্লকটার উপরে বসে পড়লো।

চারপাশে কেমন যেন এক অদ্ভুত আলোড়ন। ব্লকগুলো আবারো নড়তে শুরু করেছে। শুধুমাত্র ওদের সেন্টার ব্লকটা বাদে আর সবগুলো ব্লক আগের চেয়ে বেশি জোরে কাঁপছে।

রাউল গ্রে'র দিকে মুখ তুলে তাকালো। সে কিছু একটা বোঝার চেষ্টা করছে। তারপর গ্রে'র হাসি হাসি মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝে ফেললো। "ইউ বাস্টার্ড, তুমি আমাদেরকে ধোঁকা দিয়েছো তুমি আমাকে নকল চাবি দিয়েছো।"

"আর তুমি হেরে গেছ," গ্রে'র গলায় তাচ্ছিল্লো।

বলেই রাউল পিস্তল তুললো। কিন্তু ও দাঁড়িয়ে ছিল সেন্টার ব্লকের পাশের ব্লকটাতে সেটা কাঁপতে শুরু করতেই আর ব্যালেন্স রাখতে পারলো না। ব্যালেন্স হারিয়ে গোল্ড প্লেটটার উপরে পড়ে গেল।

এদিকে শুধু ওদের চেম্বারেই না বরং পুরো ভবনটাই কাঁপতে শুরু করেছে। গার্ডরা হাতের অস্ত্র ফেলে দিয়ে মাটিতে শুয়ে পড়েছে। শিচান শুয়েই ভিগরকে ধরে রেখেছে। মঙ্কেরও একই অবস্থা।

আর চেম্বারের ভেতরে প্রতিটা গোল্ডের গ্লাসে আর মিররে এক ধরনের নীলচে আগুন জ্বলে উঠলো। উত্তাপবিহীন এক ধরনের অদ্ভুত আগুন। গ্রে'র মনে হলো যেন ওর চারপাশে অদ্ভুত এক শক্তির বিকিরন হচ্ছে। ওদের নিচে উপরে চারপাশে যেন এনার্জির প্রচন্ড একটা স্টক খুলে দেয়া হয়েছে। ও সেটার অস্তিত্ব টের পাচ্ছে।

ও র‍্যাচেলকে আরো শক্ত করে ধরে বললো, "আমাকে শক্ত করে ধরে রাখো।"

রাউল আবারো উঠে দাঁড়ালো কোনমতে এবার ও আর কিছু করলো না বরং এখান থেকে পালানোর চেষ্টা করছে। ওর সারা গায়ে সেই নিলচে ধরনের আগুন ধরে গেছে। সে একবার গ্রে'র দিকে তাকালো। দুজনেই একসাথে দুজনার দিকে তাকালো। আর তখনই বিস্ফোরণটা ঘটলো।

না কোন শক্তি বা বোমা বা সলিড কোন কিছুর বিস্ফোরণ না। আলোর বিস্ফোরণ। অদ্ভুত শক্তিশালি সাদাটে চকচকে এক ধরনের আলো বিদ্যুতের গতিতে ছড়িয়ে পড়লো চারপাশে।

গ্রে'র মনে হচ্ছে এটা যেন আলো না এটা যেন শক্ত কিছু চাইলেই হাত দিয়ে ধরা যাবে।

আলোটা যেন ওর নাক মুখ আর চোখ দিয়ে ওর শরীরের ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে...যাচ্ছে...যাচ্ছে...

ওর সমস্ত শরীর হাত পা মাথা পেট সবটাই যেন দখল করে নিল এই অদ্ভুত চকচকে আলো। ওর মনে হচ্ছে এর শক্তির কোন তুলনা নেই। ওর শরীর যেন আর ওর নেই। ওর শরীরটা যেন এই আলো দখল করে নিয়েছে। ওর সমস্ত চিন্তা,

চেতনা, মানসিকতা, পাপ বোধ, ভাবনা, সৃষ্টিশীলতা, উন্মাদনা, ভালো লাগা মন্দলাগা সব যেন দখল করে নিল এই আলো।

তারপরেই ওর অদ্ভুত এক হালকা বোধ হতে লাগলো ওর মনে হচ্ছে কোন কিছুই যেন ওর নেই। ওর মনে হতে লাগলো ও একটা শিশু এখনো মায়ের গর্ভেই আছে। ওর কষ্ট পাপ ঘৃনা সব কিছু যেন ওর ভেতর থেকে শুসে নিয়েছে।

ও যেন অন্য এক মানুষ অন্য এক জগতে বিচরন করছে...

শিচান বৃদ্ধ লোকটাকে শক্ত করে·বুকের সাথে চেপে ধরে রেখেছে। দু'জনেই আলোর প্রচন্ড দাপট থেকে রক্ষা পাবার চেষ্টায় মাথা নিচু করে রেখেছে।

শিচান একবার মাথা তুলে চারপাশে দেখলো। অদ্ভুত একটা ব্যাপার হলো আলোটা এতো শক্তিশালি অথচ চোখের রেটিনাতে আঘাত করছে না। ও চারপাশে দেখলো আলোটা চেম্বারের কেন্দ্র থেকে উঠে এসে চারপাশে এমনকি পুরো আন্ডার গ্রাউন্ড প্রাসাাদে ছড়িয়ে পড়েছে।

হঠাৎ ওর অদ্ভুত এক অনুভূতি হলো, মনে হচ্ছে যেন আলোটা ওর ভেতরে ঢুকে যাচে। ওর শরীরটা পরিপূর্ণ হয়ে যাচ্ছে আলোয়। ওর চেতনাকে গ্রাস করে নিচ্ছে। শিচান ভয় পেয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলেলো। কিন্তু যা দেখেছে তাতেই ওর মনে হয়েছে ওর চারপাশটা অদ্ভুত তরল হয়ে হয়ে গেছে আর ও এই তরলে ডুবে যাচ্ছে।

গ্রে র‍্যাচেলকে শক্ত করে ধরে আলোর বন্যায় ভাসছে। ওর মনে পড়ে গেল ভিগরের একটা কথা।

'মৌলিক আলো।'

এটা অন্য কিছু একটা। গন্ধ বা আওয়াজ যা মানুষকে আনন্দে ভরিয়ে তুলতে পারে আবার কষ্টের তুমুল সীমায় নিয়ে যেতে পারে এই আলোটাও একইরকমভাবে মানুষের চেতনাকে গ্রাস করতে পারে। তার ভেতররের সমস্ত অনুভূতিকে পরিচ্ছন্ন করে তুলতে পারে।

ও র‍্যাচেলের মুখটা উপরের দিকে তুললো। আলোর বন্যার ভেতরে ওর চোখ এমনভাবে দেখা যাচ্ছে যেন গ্রে র‍্যাচেলর চিন্তা চেতনা সব পড়তে পারছে।

ও মুখ নামিয়ে আলতো করে ওর ঠোঁট র‍্যাচেলের ঠোঁটে ছোঁয়ালো। এটা প্রেম বা ভালোবাসা না, একটা প্রমিজ। শুধুই একটা প্রমিজ। গ্রে চোখ বন্ধ করে ফেললো। চোখের সামনে ওর পুরো জীবন, পুরো পৃথিবী ভাসছে।

জেনারের র‍্যান্ডি কোনমতে উপরে উঠে এলেন। তার এখানে আর ইনভেস্টিগেশন করার দরকার নেই। কিচেনে উঠে আসতে আসতে সে আলোর বিস্ফোরনটা দেখতে

পেয়েছে।

এতদূরে এসে সে কোন রিস্ক নিতে চায় না। তাই ওখানকার দায়িত্বটা দিয়েছে রাউলের ঘাড়ে। সে দুজন গার্ড সাথে নিয়ে প্যালেসের বাইরে উঠানে বেরিয়ে এল। এরমধ্যেই সে নতুন একটা প্ল্যান করে ফেলেছে। ট্রাকগুলোকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। আজ বিকেলের মধ্যে তাকে রোমে ফিরে যেতে হবে।

বাইরে এসে সে দুটো ব্যাপার খেয়াল করলো। বাইরে পুলিশ ইউনিফর্মে তার গার্ড এখনো গেট সামলাচ্ছে। আর বৃষ্টিটা কমে এসেছে।

গুড। তার ঝামেলা কমবে। ট্রাকের কাছে আরেকজন গার্ড তাকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এল। "ঝামেলা হয়েছে আমাদেরকে এখুনি সরে পড়তে হবে," সে গার্ডকে বললো।

"আমার তা মনে হয় না," বলে গার্ড তার অস্ত্র উঠালো। তার পেছনে চারজন গার্ড একইভাবে অস্ত্র উঠালো।

র‍্যান্ডি এক পা পিছিয়ে এল।

এরা আসল ফ্রেঞ্চ পুলিশ...প্রথম গার্ডটা বাদে। তার কথাতেই বোঝা যাচ্ছে সে আমেরিকান। র‍্যান্ডি গেটের দিকে তাকালেন। আরো পুলিশম্যান গেট পাহারা দিচ্ছে।

"আপনি যদি আপনার লোকদের কথা ভাবছেন তবে বলতে পারি ওরা এখন ট্রাকের পেছনে হাত পা বাধা অবস্থায় পড়ে আছে।"

র‍্যান্ডি লোকটার দিকে ভালো করে তাকালো। চেহারায় চিনতে না পারলেও সে এই কণ্ঠের অধিকারীর সাথে আগেও বহুবার কথা বলেছে।

"পেইন্টার ক্রো," সে অস্ফুটে বলে উঠলো।

পেইন্টার প্রথমে ফ্লাশ মাজলটা দেখতে পেলেন দোতলার জানালায়। তারপরে গুলিটা এসে লাগলো র‍্যান্ডি আর তার মাঝখানে। সাথে সাথে পেইন্টার শুয়ে পড়ে তার লোকদের নির্দেশ দিলেন, "পিছু হটো...একজন স্নাইপার।"

এ নিশ্চয়ই কোন গার্ড যাকে তারা মিস করেছে। তার হাতে দুটো পিস্তল বেরিয়ে এসেছে। দুটোই র‍্যান্ডির দিকে। র‍্যান্ডিও তার পিস্তল বিরে করে এনেছে। দুজনেই দুজনার চোখের দিকে তাকিয়ে আছে। দুজনারই হাটু মাটিতে।

এমন সময় উপর থেকে একটা চিৎকার ভেসে এল। পেইন্টারের একজন লোকের গুলিতে স্নাইপার গুলি খেয়ে মাটিতে পড়লো। পেইন্টার আর ক্রো দুজনেই দুজনার দিকে পিস্তল ধরে উঠে দাঁড়িয়েছে।

দুজনার চোখেই আগুন।

পেইন্টার বুঝতে পারলো করলো এই লোকটা মরিয়া হয়ে গেছে, এখন যা খুশি তাই করতে পারে। এর সাথে চান্স নেয়া যাবে না। ধীরে ধীরে পিস্তল দুটো নামাতে লাগলেন পেইন্টার।

র‍্যান্ডির চোখে খুশি ফুটে উঠছে। পেইন্টার পিস্তল দুটো নিচু করে হাত থেকে ছেড়ে দিলেন। র‍্যান্ডির দৃষ্টি ও দুটোর দিকে। পেইন্টার কোমড়ের পেছন থেকে

টিজার বের করে ফায়ার করলেন লোকটার হাটুতে। হাজার ভোল্টের ইলেকট্রিসিটি হাটুতে লাগতেই সে উড়াল দিল। সেই সাথে গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে।

লোকটা পড়ে গেছে, হাতের পিস্তল ছিটকে গেছে বহুদূর। পেইন্টার তার কাছে এসে নিচু হয়ে বললো, "আহহা খুব লাগছে, না?"

তার গার্ডরা এসে জানতে চাইলো, "স্যার আপনি ঠিক আছেন?"

"হ্যা, ফাইন। তবে এই কারণেই আমি ফিল্ড ওয়ার্ক মিস করি," তার গলায় আফসোস।

৭:৫৭ এ.এম

নিচে চেম্বারে আলোর কারসাজি মিনিট খানেকের বেশি থাকলো তারপর ধপ করে নিভে গেল।

আর সেই সাথে চেম্বার থেকে ভেসে এল একটা প্রচন্ড পতনের শব্দ। সবাই চোখ মিটি মিট করে চারপাশ দেখছে।

ভিগর হাতের উপরে ভর দিয়ে উঠে বসলেন। সব চিৎকার, শব্দ, আওয়াজ থেমে গেছে। উনি চারপাশে দেখলেন। পুরো ক্যাথেড্রাল একদম শান্ত আর চুপ।

তার পাশ থেকে শিচান উঠে বসলো। "সব ঠিক আছে।"

"কিছু কি হয়েছিল," ভিগরের চোখে দুষ্টামির হাসি। প্রচুর রক্ত হারানোর কারণে তার মুখ সাদাটে দেখাচ্ছে।

৭:৫৮ এ.এম

বাইরের আলোটা চলে গেছে কিন্তু গ্রে'র মনে হলো যেন ওর ভেতরের আলোটা রয়ে গেছে। ওর মনে হচ্ছে ও যেন এক নতুন মানুষে পরিণত হয়েছে। এ এক অন্যরকম অনুভূতি। নিজেকে যেন এক অন্য রূপে ফিরে পাওয়া।

ও এখনো র‍্যাচেলকে ধরে আছে। চারপাশে সব একদম শান্ত।

র‍্যাচেল দেখলো ভিগর উঠে বসার চেষ্টা করছেন।

"ওহ্ গড..." র‍্যাচেল গ্রে'র কাছ থেকে আঙ্কেলের দিকে দৌড়ে গেল।

ব্লকগুলো আর নড়ছে না। একদম স্থির হয়ে গেছে। গ্রে ওর চারপাশে দেখছে। সব স্থির আর শান্ত। ওদের দিকে কোন পিস্তল তাক হয়ে নেই।

গার্ডদের ভেতরে যারা বেঁচে ছিল, পালিয়েছে।

হঠাৎ একটা মৃদু গোঙানোর শব্দে গ্রে ফিরে তাকালো।

রাউল!

আলোটা চলে যাবার পরেই ওরা একটা প্রচন্ড শব্দ শুনেছিল। আলোটা চলে যাবার সাথে সাথে ম্যাগনেটিক ফোর্স শক্তি হারিয়ে ফেলে আর উপর থেকে ঝুলন্ত বিরাট পিলারটা নিচে ছিটকে পড়ে গোল্ড প্লেটসহ গ্রানাইটের ব্লক ভেঙে ভেতরে ঢুকে

যায়। আর রাউল দাঁড়িয়ে ছিল ঠিক ওই ব্লকটার উপরেই। পিলারটা নেমে এসেছে ঠিক ওর শরীর বরাবর। পিলারটা ওর শরীরটাকে প্রায় দু'টুকরো করে মাঝখান দিয়ে ভেঙে মেঝেতে ঢুকে গেছে।

ওর শরীরটা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে, আর বেশ খানিকটা অংশ মাটিতে ডেবে গেছে। কিন্তু অবাক করা বিষয় রাউল এখনো মরেনি। ওর একটা চোখ রক্তে ঢাকা আর অন্য চোখটা গ্রে'র দিকে তাকিয়ে আছে। গ্রে ওর চোখের দিকে তাকিয়ে দৃষ্টি ফেরাতে পারছে না। কারণ রাউলের দৃষ্টি পুরোপুরি পরিবর্তন হয়ে গেছে।

যে চোখে আগে সর্বক্ষণ ঘৃনা, রাগ, জেদ আর অহঙ্কার খেলা করতো সে চোখে এখন কাতরতা, নিজের কাজের জন্য অনুতপ্ত দৃষ্টি।

গ্রে'র মনে পড়ে গেল ওর আলোক অনুভূতি। একই জিনিস হয়তো রাউলের ভেতরেও পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। কিন্তু ওর আর নিজেকে শোধরানোর সময় নেই। ও আর বেশি হলে কিছুক্ষণ বেঁচে আছে।

ক্যাট ওর পাশে এসে দাঁড়ালো। দুজনেই রাউলকে দেখছে।

"ওর জন্যে আর কিছুই করা সম্ভব না। যাও, দেখ কার কি অবস্থা? আর সবার জন্যে অস্ত্র কালেক্ট করো উপরে কয়জনের সাথে লড়তে হবে কে জানে।"

পায়ের শব্দ শুনে ফিরে তাকালো ওরা। শিচান এসে দাঁড়িয়েছে। ওর একটা হাত লম্বা করে দেয়া, তাতে ধরা একটা পিস্তল। নিশানা রাউলের দিকে।

গ্রে চিৎকার করে উঠলো, "না!"

কিন্তু শিচান গুলি করে দিয়েছে। গুলিটা রাউলের খুলি চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিল। শিচান ভেতরে এসে ওদের পাশে দাঁড়ালো।

"বোকাচোদা! ও তো মারাই যাচ্ছিলো। আর আর..."

"এটাই আমাদের চুক্তি ছিল, কমান্ডার। আমার রিভেঞ্জ আমাকে নিতেই হতো।"

গ্রে মেয়েটা চোখে তাকালো। ওকে কিছু বলে লাভ নেই। রাউল মিশরে ওর সাথে যা করেছে তারপর এরকম কিছু করার অধিকার ওর আছে।

৭:৫৯ এ.এম

পেইন্টার তার দলবল নিয়ে প্রাসাদের ভেতরে ঢুকেছেন। কিচেনের কাছাকাছি চলে এসেছে এমন সময় ভোতা একটা গুলির শব্দ শুনতে পেলেন।

কি ব্যাপার এখনো গুলির শব্দ? কে গুলি করলো? তার টিমের কেউ?

"সাবধানে," পেইন্টার সবাইকে বললো। ওদের টিম কিচেনে ঢুকছে।

পেইন্টার ফ্রান্সে এসেছেন পুরোপুরি নিজের রিস্কে। তার ইউরোপোলের বন্ধুদের অনুরোধে ফ্রান্স অথরিটি তাকে ফোর্স দিয়েছে। তারপর বেশ লম্বা সময় নিয়ে ওরা জেনারেলে র‍্যান্ডিকে ট্র্যাক করেছে। প্রথমে শহরের বাইরে একটা ওয়ার হাউজে তারপর পোপের প্যালেসে। পেইন্টারের মনে পড়ে গেল তার গুরুর কথা। একজন ডিরেক্টরের কাজ ডেস্কের পেছনে, ফিল্ডে না।

কিন্তু সেটা শন মাকনাইটের জন্যে। তার জন্যে না। আর সিগমা এখন তার সংগঠন সে যেভাবে চায় এটাকে চালাবে।

গ্রে যখন বলতো সিগমাতে লিক থাকতে পারে। তখন সে সিদ্ধান্ত নিল সে তার সংগঠনের উপরে বিশ্বাস রাখবে। তারপর সে ট্রেইল ধরে ট্র্যাক করার চেষ্টা করলো।

প্রথমে গ্রে...তারপর সিগমা...তারপরে ক্যারিবিনিয়ারিতে ওদের লিয়াজো।

একমাত্র জেনারেল র‍্যান্ডি ওখানে এই অপারেশানের সব ডিটেইল জানতো।

এছাড়া আরো কয়েকটা বিষয়ে তার কিছু আচরন সন্দেহ সৃষ্টি করে। সুইজারল্যান্ডে তার রহস্যময় ট্রিপ। তারপর সবচেয়ে বড় একটা ব্যাপারে পেইন্টার একটা ঘটনার রেকর্ড পান। র‍্যান্ডির এক আত্মীয় দুই বছর আগে ওমানে অ্যান্টিক পাচার করতে গিয়ে ধরা পড়ে। তাকে ছাড়িয়ে নেয় র‍্যান্ডি এবং সেই লোক ছিল ড্রাগন কোর্টের মেম্বার।

তারপর সে আরো ডিটেইল ইনভেস্টিগেশনে ধরা পড়ে যায়। আর সবশেষে পেইন্টার তাকে ট্র্যাক ডাউন করেন।

৮: ০০ এ.এম

র‍্যাচলে আর মঙ্ক মিলে ভিগরকে চেক করে দেখলো। মঙ্ক পরীক্ষা করে বললো অবস্থা ততোটা গুরুতর না। তবে রক্ত চলে গেছে অনেক বেশি, ইমিডিয়েট মেডিকেল অ্যাটেনশান দরকার। মঙ্ক আর র‍্যাচেল মিলে ধরে ভিগরকে নিয়ে ওরা সবাই রওনা দিল।

গ্রে এসে মঙ্কের জায়গা দখল করলো। "ভিগর ঠিক হয়ে যাবেন। আমি জানি, উনি রিয়েল টাফ গাই।" বলে র‍্যাচেলের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপলো।

ওরা একটার পরে একটা লেভেল পার করে ফোকরটার কাছে চলে এসেছে, উপর থেকে একটা কণ্ঠ জানতে চাইলো, "অপনারা কারা? নিজেদের পরিচয় দিন, তারপর মাথার উপরে দুই হাত তুলে উঠে আসুন।"

আরেকটা কণ্ঠ জানতে চাইলো এবার ইংরেজিতে, "কমান্ডার পিয়ার্স, তুমি আছো নিচে?"

গ্রে চট করে সবার দিকে ঘুরে তাকালো। "পেইন্টার!" তার গলায় বিস্ময়। সে ঘুরে দাঁড়িয়ে জবাব দিল। "ইয়েস, স্যার। নিচে অল ক্লিয়ার। আমরা উপরে আসছি।"

গ্রে র‍্যাচেলের দিকে ফিরে তাকালো। দুজনার চোখেই খুশি। "সব ঝামেলা শেষ।"

৮:০২ এ.এম

গ্রে সবাইকে পথ দেখিয়ে উপরে নিয়ে এল।

উপরে উঠে ওরা দেখলো চারপাশে পুলিশের ইউনিফর্ম পরা একদল লোক দাঁড়িয়ে আছে।

এবার আর ভূয়া পুলিশ না আসল পুলিশ। ওদের ভেতরে দু'জন মনসিগনরের দায়িত্ব নিয়ে নিল।

পেইন্টার একধাপ এগিয়ে এলেন। "কমান্ডার পিয়ার্স তোমাকে দেখে ভালো লাগছে।"

গ্রে এগিয়ে গিয়ে তার একটা হাত ধরলো, "স্যার আপনার কোন ধারণাই নেই আপনাকে দেখে আমার কতোটা ভালো লাগছে।"

ওরা চলতে শুরু করবে ভিগর বাধা দিলেন। "দাঁড়াও।"

বলে উনি তাকে সাহায্য করতে থাকা সৈন্য দুজনকে বললো তাকে কর্নারে একটা টেবিলের দিকে নিয়ে যেতে। টেবিলটার উপরে নিচের মিউজিয়ামের লেজারটা রাখা আছে। ভিগর ওটা তুলে নিলেন।

"এটা বোধহয় জেনারেল নিয়ে এসেছিল জিনিস বাছাই করার জন্যে," গ্রে বললো।

"হ্যা, এটা এখন আমাদের কাজে দেবে নিচের অনেক জিনিস বিস্ফোরণে আর অন্যান্যভাবে নষ্ট হয়ে গেছে কিন্তু তারপরও যা আছে তা উদ্ধার করতে আমাদের অনেক কাজে দেবে এটা।"

"কিন্তু আমরা তো গোল্ড প্লেটটা আর খুলতে পারবো না। আসল চাবিটা নিয়ে এলেও আর তা সম্ভব না," একথাটা বললো মঙ্ক।

"আসলেই কি তাই?" ভিগরের গলায় রহস্য।

গ্রে ভাবছে, হঠাৎ বুঝতে পারলো মানুষটা কি বলতে চাচ্ছেন।

"মানে স্মোক আর মিরর," মঙ্ক বলে উঠলো।

"মানে? আর নিচে যা ঘটলো মানে এই আলোর ব্যাপারটা কি?" প্রশ্নটা করেছে শিচান।

সবাই গ্রে'র দিকে তাকিয়ে আছে, উত্তরটা সবাই জানতে চায়। আর গ্রে তাকিয়ে আছে ভিগরের দিকে, গ্রে'র ধারণা ও য়া বুঝেছে ভিগরও তার অনেকটাই বুঝতে পেরেছেন।

ও ভিগরের দিকে তাকিয়েই বলতে শুরু করলো, "আমি যা বলবো তার অনেকটাই যুক্তি বিবেচনা করে আমার অনুমান আর ধারণা, আসলে একদম সঠিকটা কারো পক্ষেই বলা সম্ভব না। প্রথমেই আসি আলোর ব্যাপারটায়, একটা সাধারন কোন আলো না, বিশেষ এই ধরনের আলোর ব্যাপারে এমনকি আইনস্টাইনও তার একটা গ্রন্থে আলোচনা করেছেন, আর এটা নিয়ে বর্তমানে নাসাসহ আরো কয়েক জায়গায় গবেষণা চলছে। বিশেষ ধরনের এই আলো আসলে এক ধরনের ক্যামিকেল সুপারকন্ডাক্টাভিটিরই ফল। আর এর প্রধান বৈশিষ্টই হলো এটা মানুষের মস্তিষ্কে প্রভাব ফেলে তার চিন্তাধারার পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখে।"

"এবার আসি গোল্ড প্লেট, চাবি আর পাজলটার ব্যাপারে। আমি আগেই বলেছি আমি যা বুঝেছি সেটা যুক্তিভিত্তিক অনুমান। এই ব্যাপারটার আসলে কয়েকটা সমাধানই হতে পারে। প্রথমত আমার ধারণা, রাউলের লাগানো চাবিটা নকল হলেও ওটা খাপে খাপে মিলে গিয়েছিল যেকারণে প্লেট তার কাজ ঠিকই করে। ব্যাপারটার একটা সমাধান এমন হতে পারে, প্রাচীন অ্যালকেমিস্টরা যে ধাঁধার জন্ম দিয়েছিল তা এই জ্ঞান ভান্ডারের বিশাল কালেকশানে এসে শেষ হয়। অ্যালকেমিস্টরা চেয়েছিল যে বা যারা এই পর্যন্ত আসার ক্ষমতা রাখে তারা এসে এই অমূল্য কালেকশান আবিষ্কার করুক সেই সাথে এই শেষ স্টেপে আলোটা তাদের মস্তিষ্কের পরিবর্তন করে তাদের ভেতরে জন্ম দিক এক পজিটিভ সাইডের, যাতে তারা এই কালেকশান মানব জাতির কল্যাণে কাজে লাগাতে পারে। অথবা আরেকটা সমাধান এমন হতে পারে, আসলে প্রাচীন অ্যালকেমিস্টরা যেটা চেয়েছিল যে এই প্রাসাদের কালেকশনটাকে মানুষের হাতে পৌঁছে দেয়া। এটাই হলো মূল গুপ্তধন। আর ওই গুহাটায় ছিল একটা মিরর ইমেজ। হয়তো বা অতীত আর ভবিষ্যতের একটা সংযোগ মাধ্যম। অথবা কে জানে হয়তোবা স্রেফ ধাঁধাটাকে শেষ করার জন্যে ওটার অবতারনা করা। আর কিছু না।"

"মানে হলো, 'উপরে যা নীচেও তা-ই। এর বেশি কিছু না। মঙ্ক যেমনটা বলেছে স্মোক অ্যান্ড মিরর।"

ভিগর গ্রে'র দিকে তাকিয়ে আছেন। তার চোখে সম্মতি।

গ্রে'র মনে পড়ে গেল কার্ডিনাল স্পেরার মিশন, যে কোন মূল্যে ম্যাজাইদের রহস্যকে রক্ষা করা। এটাই সেই রহস্য, যা আজ হাজার বছর পরেও তার খেলা দেখিয়ে গেল। অদ্ভুত এই আলোর রহস্য হয়তো একদিন উন্মোচিত হবে। হয়তো বা সময় সেটার রহস্য উন্মোচন করবে। যে সময় হয়তো এখনো আসে নি। আর তাই ভিগরও গ্রে'র সাথে সম্মতি প্রদান করছেন।

এটাই জীবন এবং জীবন যাত্রা...

খুঁজে যাওয়া...

সত্যের সন্ধান করা...

ভিগর গ্রে'র দিকে তাকিয়ে আছেন উনি ওর মনের ভাব বুঝতে পারছেন।

তারপর গ্রে'র কাঁধে একটা হাত রেখে বললেন, "অনেক হয়েছে কমান্ডার, চলুন বাড়ি যাই।"

গ্রে'ও তার সাথে একমত পোষণ করে সামনে এগোল।

ধীরে ধীরে সবাই বেরিয়ে এল বাইরে।

অন্ধকার থেকে আলোতে।

শেষ কথা

অগাস্ট ১৮, ১১:৪৫ এ.এম
ট্রাকোমা পার্ক, মেরিল্যান্ড

গ্রে'র বাইক ট্রাকোমা পার্ক লাইব্রেরি পার হয়ে সেডার স্ট্রিটে চলে এল। চোখেমুখে রোদ আর বাতাসের ঝাপটা দারুণ উপভোগ করছে ও। কারণ গত তিনটা সপ্তাহ ওর কেটেছে সিগমা সেন্টারের আন্ডারগ্রাউন্ডে, মিটিঙের পর মিটিঙ করে।

পেইন্টারের সাথে শেষ একটা ব্রিফিং কমপ্লিট করে ও অবশেষে বেরিয়ে এসেছে। শেষ এই ব্রিফিংটা ছিল শিচানের ব্যাপারে।

গিল্ড অপারেটিভ ওইদিন পোপের প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে আসার পরই গায়েব হয়ে যায়। তার আর কোন সন্ধান পওয়া যায় নি। তবে গ্রে একটা ড্রাগন পেনডেন্ট পেয়েছে। আগেরটার মতোই।

প্রথম দিন শিচান ওকে যেটা দিয়েছিল ওটার মানে ছিল, *আমি তোমাকে দেখে নিব*। আর এটার মানে হলো, *আমাদের অবশ্যই দেখা হবে*।

আজকের ব্রিফিং শেষে মঙ্ক আর ক্যাটও বেরিয়ে এসেছে। ওরা আজ রাতে ডিনারে যাচ্ছে। ওদের প্রথম সত্যিকারের ডেট। অবশ্য আমেরিকাতে ফিরে আসার পরে ক্যাটই নিজ উদ্যোগে ওদের সম্পর্কটাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে গেছে। আশা করা যায় ওরা একটা চমৎকার জুটি হবে।

গ্রে আশা করছে মঙ্ক কাল ওকে কল করে সব জানাবে, ওদের ডেট কেমন হলো। আর আজ দুপুরে লাঞ্চে মা ওকে দাওয়াত করেছে। ও এখন সেখানেই যাচ্ছে।

বাড়ির সামনে বাইকটা রেখে গ্রে জোরে চিৎকার করে উঠলো, "মা আমি এসে গেছি।"

"উমম...আমি কিচেনে।"

গ্রে ভেতরে ঢুকে দেখে বাড়ি ধোয়ায় অন্ধকার। *ব্যাপার কি?* কিচেন পুরোটা ধোয়ায় আচ্ছন্ন।

"কি ব্যাপার, করছো কি?"

"আমি গ্রিল চিজ স্যান্ডউইচ বানাচ্ছিলাম। অফিস থেকে ফোন এল। আর..."

"ঠিক আছে আমি দেখছি।"

মাকে সামলে রেখে গ্রে ডাইনিং রুমে ফ্রিজের সামনে চলে এল। জ্যাকেটের পকেট থেকে একটা দুধের বোতলের মতো বোতল বের করে ফ্রিজের এক কোনায়

রেখে দিল। এটাতে সেই পাউডারের খানিকটা আছে। এটাই শেষটুকু। গ্রে মঙ্কের সহায়তায় এটা জোগার করেছে। ও এটা নিয়ে গবেষণা করতে চায়। হিউম্যান ব্রেনের উপরে এম স্টেট পাউডারের ইফেক্ট।

ওটা ফ্রিজে রেখে দিয়ে গ্রে চিৎকার করে ডাকলো, "পাপা, লাঞ্চ রেডি।"

একটু পরেই বাবা দেখা দিলেন দরজায়। গ্রে অরেঞ্জ জুসের বোতল রেখে দুটো গ্লাস বের করলো।

বাবা বেশ মনোযোগ দিয়ে ওকে দেখছেন।

"তোমার মা বললো তুমি নাকি আবার ইটালি যাচ্ছো?

"হ্যা, মাত্র পাঁচ দিনের জন্যে। আরেকটা বিজনেস ট্রিপ।"

কথা নেই বার্তা নেই ঠাশ করে পাপা জানতে চাইলো, "মেয়েটা কে?"

গ্রে মুখ থেকে অরেঞ্জ জুস প্রায় ফেলে দিয়েছিল। "কি?" ও বাবাকে কিছুই বলে নি। তবুও উনি হয়তো কিছু টের পেয়েছেন।

"আমি স্মৃতিশক্তি হারাচ্ছি, চোখের দৃষ্টি না। বলি, মেয়েটা কে?"

"আমার একটা ফোন এসেছে।" ফোন ধরার বাহানায় গ্রে তড়িঘড়ি করে বাইরে বেরিয়ে এলো।

ওইদিনের পরে ও আর র‍্যাচেল বেশ খানিকটা সময় একসাথে কাটিয়েছে। র‍্যাচেল ওর সাথে শেয়ার করেছে ওর পরিবারের সব কিছু। আর এও জানিয়েছে অন্ধকার ভাগটুকু ভুলে গিয়ে ও আবারো সব নতুন করে শুরু করতে চায়। গ্রে বলেছে ও পাশে আছে।

এর পরের দিন রাতটা ওরা একসাথে কাটিয়েছে। ওই রাতে ওরা শুধুই গল্প করেছে। র‍্যাচেল ওকে জানিয়েছে রাউলের মৃত্যুর পরে সুইজারল্যান্ডের ওই শ্যাতুটার মালিক এখন ও। আর ওই ভয়ঙ্কর স্মৃতিময় জায়গাটার সাথে ও কোন সম্পর্ক রাখকে চায়না। ওটা পাবার পর ও বিক্রি করে দেবে। আর এ থেকে পওয়া সব অর্থ ব্যয় করবে কোলন আর মিলানে নিহতদের পরিবারের জন্যে।

গ্রে ওকে সমর্থন করেছে। আর তাই ওদের সম্পর্কটাকে নতুন একটা ধাপে নিয়ে যাবার জন্যে ও ছুটি পাবার সাথে সাথে ইটালি যাচ্ছে। এবার উদ্দেশ্য শুধুই র‍্যাচেলকে নিয়ে বেড়াবে।

আর ভিগর দ্রুত সেরে উঠেছেন। যোগ দিয়েছেন কার্ডিনাল স্পেরার ফিউরনারেলে। আর কার্ডিনালের শূণ্য পদে বসানো হয়েছে তাকে। গত সপ্তাহে উনি গ্রে'কে একটা নোট পাঠিয়েছেন ধন্যবাদ জানিয়ে। সেটাতে লেখার নিচে গ্রে দেখেছে দুটো সিল আর সিল দুটো এক অপরের মিরর ইমেজ। তার মানে টমাস চার্চ তাদের নতুন একজন নেতা পেয়েছে।

আর ভিগর এও জানিয়েছেন পোপের প্রাসাদে পাওয়া সম্পদ নিয়ে ইটালি, ভ্যাটিকান আর ফ্রান্স একটা আলোচনায় বসবে।

গ্রে তার কাছে আরেকটা জিনিস দিয়েছে সেটা হলো সম্রাটের সমাধিতে পাওয়া আসল চাবিটা।

চাবিটাকে নিরাপদে রাখার জন্য তারচেয়ে নিরাপদ ব্যক্তি আর কেউ হতেই পারে না।

নকল চাবিটা গ্রে তৈরি করিয়েছিল শিচানকে দিয়ে। পানি থেকে ওকে তুলে আনার পরে শিচানের পরিচিত একটা অ্যান্টিক নকল করার দোকানে জিনিসটা বানানো হয়েছিল। ওটা বানাতে ওরা সময় নিয়েছিল মাত্র এক ঘণ্টা।

গ্রে বারান্দায় দাঁড়িয়ে সিদ্ধান্ত নিল, পাপার কাছে লুকানো যাবে না, তার চেয়ে স্বীকার করাই ভালো।

ও ভেতরে এসে বাবার কাকে কানে বললো, "পাপা, লাঞ্চের মনে হয় আরেকটু দেরি হবে, বিয়ার চলবে?"

পাপার মুখে হাসি ফুটে উঠলো, "এই কারণেই আমি তোমাকে এতো ভালোবাসি। চল, বাড়ির পেছনে চল।"

পাপা উঠে দাঁড়াতে গ্রে দুটো বিয়ারের বোতল নিয়ে বাবার পিছু নিল। বাড়ির পেছনে চেয়ারে বসে বাবাকে বিয়ার দিতে দিতে গ্রে বললো, "র‍্যাচেল, পাপা। মেয়েটার নাম র‍্যাচেল..."

• • •

Scanned and Edited By- RAKIB

জার্মানির কোলনে প্রাচীন এক ক্যাথেড্রালে একদল প্রার্থনারত মানুষদের অজানা নিষ্ঠুর পদ্ধতিতে খুন করে সন্ন্যাসীর পোশাক পরা ডাকাতদল। ক্যাথেড্রালে রাখা মূল্যবান গুপ্তধন ফেলে তারা নিয়ে যায় পুরনো কিছু হাঁড়। খ্রিস্টিয় ইতিহাসের প্রাচীনতম তিন রাজার এই হাঁড়ের আড়ালে লুকানো আছে অজানা এক নির্দেশনা, যার ভিত উন্মোচিত হলে মহাবিপর্যয়ের মুখে পতিত হবে মানবসভ্যতা। বিপর্যয় ঠেকাতে তদন্তে নিয়োগ দেয়া হয় আমেরিকান সিগমা ফোর্স এজেন্ট কমান্ডার গ্রেসন পিয়ার্স আর তার দলকে, তাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসে ভ্যাটিকান বিশেষজ্ঞ ভেরোনা আর লেফটেনান্ট র‍্যাচেল। সম্মিলিতভাবে তদন্ত শুরু করতেই বাধার সম্মুখীন হয় তারা। একের পর এক আক্রমন আর ধ্বংসযজ্ঞের মুখে জীবনবাজি রেখে তারা এগিয়ে যেতে থাকে অভীষ্ঠ লক্ষ্যের দিকে। এক দিকে বাইবেল, ইতিহাস, মিথ আর বিজ্ঞানের দূর্ভেদ্য পাজল আর অন্যদিকে শক্তিশালি প্রতিপক্ষ, কমান্ডার গ্রেসনের দল কি পারবে বিপর্যয় ঠেকাতে?

অত্যাধুনিক বিজ্ঞান, প্রাচীন মিথ, খ্রিস্টিয় উপাখ্যান, দূর্দান্ত অ্যাকশন আর দুর্ধর্ষ অ্যাডভেঞ্চার নির্ভর এই বইয়ের পটভূমি আবর্তিত হয়েছে পুরনো চার্চ, ক্যাথেড্রাল, আলেকজান্দ্রিয়ার সমুদ্রতল থেকে শুরু করে ভ্যাটিকানের সেইন্ট পিটার ব্যাসিলিকার তলা পর্যন্ত। যারা ধর্মীয় মিথ, অত্যাধুনিক বিজ্ঞান আর অ্যাকশন ভালোবাসেন তাদের জন্যে বইটি একটি রোলার কোস্টার রাইড।

‘নিশ্চিতভাবেই ড্যান ব্রাউনের দ্য দা ভিঞ্চি কোড-এর সাথে তুলনা করা যেতে পারে...তবে অনেক দিক থেকেই এটা আরো ভালো একটি থৃলার’

–*বুকলিস্ট*

‘রিসার্চ ডিপার্টমেন্টে রোলিন্সের কিছু ঘনিষ্ঠ লোকজন রয়েছে...এর ফলে তার ঐতিহাসিক বিষয়-বস্তুগুলো চমকপ্রদ হয়ে ওঠে...ড্যান ব্রাউন-ভক্তদের জন্য আরেকটি তৃপ্তিদায়ক পাঠ’

–*পাবলিশার্স উইকলি*

‘দারুণ...হাই-অক্টেন অ্যাডভেঞ্চার থৃলার’

–*স্টিভ বেরি, অ্যাম্বার রুম*খ্যাত লেখক

‘থৃলার সাহিত্যে রোলিন্স নতুন মাত্রা যোগ করেছে...ম্যাপ অব বোন্‌স তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ’

–*নিউজ উইক*

‘সিট বেল্ট বেধে নিন...রোলার কোস্টারে উঠতে যাচ্ছেন’

–বুক ওয়ার্ল্ড

বইয়ের আলোয় আলোকিত হোন...

ISBN 984872952-6

http://www.facebook.com/pages/batighar-prokashoni